

সহীহ আল বুখারী

হেম খণ্ড

অনুবাদে

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ মোজাম্মেল হক এম, এম ; এম, এ,
অধ্যাপক মাওলানা রুহুল আমীন এম, এম ; এম, এ,
মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা এম, এম ; এম, এ,
অধ্যাপক মাওলানা এ. এম. মোঃ মোসলেম এম, এম ; এম, এ,
মাওলানা সাঈদ আহমদ এম, এম ; এম, এ,

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ মোজাম্মেল হক

صحيح البخاری
مجلد رقم ۵

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত

আধুনিক প্রকাশনী

২৫ শিরিশদাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১০৬

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮২

১১শ প্রকাশ

রমজান ১৪৩৫

আষাঢ় ১৪২১

জুলাই ২০১৪

বিনিময় মূল্য : ৪৫০.০০ টাকা

মুদ্রণে

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত

আধুনিক প্রেস

২৫, শিরিশদাস লেন,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

صحیح البخاری -এর বাংলা অনুবাদ

SAHIH AL-BOKHARI-5th Volume. Published by Adhunik Prokashani,
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 450.00 Only.

কিছু কথা

আমাদের এই হিমালয়ান উপমহাদেশে কুরআন চর্চা সুদীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে এবং ইসলামী বিশ্বে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাই এখানে অনেক আন্তরজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কুরআনের ভাষ্যকারের নাম শোনা যায়। কিন্তু হাদীস চর্চা সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। আঠারো শতকের দিল্লীর মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির পূর্বে হাদীসের নাম বড় একটা শোনা যেতো না। মুসলিম জনগণের মধ্যে তো হাদীসের চর্চাই ছিল না। উলামায়ে কেরামের মধ্যেও বড় বড় মাদরাসার গুটিকয় মুহাদ্দিসের মধ্যে এর চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। এখনো আমাদের দেশের মাদরাসার দরসে নিয়ামীর সিলেবাসে মূলত শেষ বর্ষে হাদীস অধ্যয়নকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অথচ কুরআন বুঝার জন্য হাদীসের প্রয়োজন। জীবন গঠনের জন্য হাদীসের প্রয়োজন। দৈনন্দিন ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাদীসে রসূল একটি অপরিহার্য বিষয়। শুধু মাদরাসার অংগনে নয়, জনগণের মধ্যেও হাদীসের চর্চা ইসলামী সমাজের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত। সাহাবা ও তাবেঈগণের যুগে আমরা এটাই দেখেছি। পরবর্তীকালেও মুসলিম জনতার মধ্যে এ ধারা অব্যাহত ছিল দীর্ঘকাল।

আমাদের দেশে হাদীসের চর্চা সাম্প্রতিক মাত্র কয়েক শ' বছরের। এটাও গুটিকয় উলামায়ে কেরামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলা ভাষায় ইসলাম চর্চা অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। ইসলামের মর্মবাণী জনগণের মনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্ব এগিয়ে এসেছেন। উলামায়ে কেরামও বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। হাদীসের চর্চা উলামায়ে কেরামের মজলিসে আবদ্ধ না থেকে জনগণের মধ্যেও স্থানান্তরিত হচ্ছে। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে হাদীস গ্রন্থগুলো অনুদিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে বুখারীর গুরুত্ব আমাদের দেশে সমস্ত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ভাতের মতো। এটিই কেন্দ্রীয় ও প্রধান হাদীস গ্রন্থ। তাই এদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর নজর পড়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে বুখারীর অনুবাদ হচ্ছে। একদিক দিয়ে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজন অস্বীকার করা যাবে না। বিভিন্ন রুচির পাঠক বিভিন্ন অনুবাদে মনোসংযোগ করতে পারবেন। তাছাড়া এর ফলে হাদীসের চর্চা ব্যাপকতর হবে। তবে অনুবাদ ও উপস্থাপনা যাতে ত্রুটিপূর্ণ না হয় এদিকে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও পাঠক সমাজকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। হাদীস অনুবাদের ক্ষেত্রে ত্রুটি একটি অমার্জনীয় অপরাধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন :

مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔

“যে ব্যক্তি জেনেবুঝে আমার সম্পর্কে মিথ্যা বললো সে যেন জাহান্নামে তার আবাস ঠিক করে নেয়।”

কাজেই হাদীসের শব্দের মধ্যে হেরফের হওয়া বা হেরফের করা একটি অতি বড় গুনাহর কাজ। এ ব্যাপারে অতি যত্নবান, সতর্ক ও আন্তরিক হতে হবে।

হাদীসের ব্যাপারে এ সতর্কতাকে সামনে রেখেই বুখারী শরীফের পঞ্চম খণ্ডের এ নতুন সংস্করণটি প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতে এ খণ্ডটিকে নতুন করে সম্পাদনা করে সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত করার সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এরপরও এর মধ্যে কোথাও ভুল থেকে যেতে পারে। এ ব্যাপারে সচেতন পাঠক সমাজের কোন বিকল্প নেই। কোনো ভুল তাঁদের নজরে পড়লে সংগে সংগেই কর্তৃপক্ষকে তাঁরা অবহিত করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

পাঠকের ওপর অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে না দিয়ে হাদীসকে হাদীসের মাধ্যমে জানার ওপর নির্ভর করে আমরা অনুবাদটিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফুটনোটে ভারাক্রান্ত করতে চাইনি। মনে হয় সচেতন পাঠক সমাজ এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করবেন এবং হাদীসকে অন্যের মাধ্যমে বুঝার পরিবর্তে নিজের জীবনকে হাদীসের মাধ্যমে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন। আমাদের জীবনকে যদি হাদীসের সাথে খাপ খাওয়াতে পারি, তাহলে আমাদের জীবনে ও সামাজিক কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন সূচিত হবে এবং তাহলেই হাদীস চর্চা আমাদের জীবনে সার্থকতার বার্তা বহন করে আনবে। হাদীস চর্চা আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করুক। আমীন।

আবদুল মান্নান শাম্মি

২৭ ফিলকদ ১৪১৭ / ৬ই এপ্রিল ১৯৯৭

সূচীপত্র

অধ্যায়-৩৯

কিতাবুন নিকাহ ২৫ (বিবাহের বর্ণনা)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-বিবাহ করার জন্য উৎসাহ প্রদান	২৫	১৮-কুলক্ষণা মেয়েলোক থেকে সতর্ক থাকা	৩৯
২-নবী (স)-এর বাণী : যার বিবাহ করার সামর্থ আছে সে যেন বিবাহ করে	২৬	১৯-ক্রীতদাসের আযাদ স্ত্রী	৪০
৩-যে বিবাহ করার সামর্থ রাখে না, সে যেন রোযা রাখে	২৭	২০-চার-এর অধিক স্ত্রী বিবাহ করা যাবে না	৪১
৪-একাধিক স্ত্রী গ্রহণ	২৭	২১-“তোমাদের দুধমাতাকে বিবাহ করা হারাম”	৪১
৫-যদি কেউ কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে	২৮	২২-যিনি বলেন, দুই বছরের পর দুধ পান করানোর	৪৩
৬-দরিদ্র ব্যক্তিকে বিবাহ, যার সাথে কুরআন ও ইসলাম আছে	২৮	২৩-শিশু যে মহিলার দুধ পান করবে তার স্বামীও এ শিশুর দুধপিতা	৪৩
৭-যদি কেউ তার মুসলিম ভাইকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীগণকে দেখে যাকে পসন্দ করো	২৯	২৪-দুধমাতার সাক্ষ্য	৪৪
৮-বিবাহ না করা এবং খাসী হওয়া নিন্দনীয়	২৯	২৫-যেসব মহিলাকে বিবাহ করা হালাল	৪৪
৯-কুমারী মেয়ের পাণি গ্রহণ	৩১	২৬-“এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস করেছে ”	৪৫
১০-পরিণত বয়স্কা রমণীকে বিবাহ করা	৩১	২৭-“দুই বোনকে একই সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করো না	৪৬
১১-বয়স্ক পুরুষের সাথে নাবালেগ মেয়ের বিবাহ	৩২	২৮- ফুফু ও ভাইঝিকে একত্রে বিবাহ করা নিষিদ্ধ	৪৭
১২-কোন ধরনের নারী বিবাহ করা উচিত	৩৩	২৯-শিগার বা বদলী বিবাহ	৪৭
১৩-ক্রীতদাসীদের গ্রহণ এবং যে ব্যক্তি দাসীকে আযাদ করে বিবাহ করে	৩৩	৩০-কোন নারী বিবাহের জন্য নিজেকে কোন পুরুষের কাছে হেবা করতে পারে কি	৪৮
১৪- যে ব্যক্তি দাসীর দাসত্ব মুক্তিকে তার মোহর হিসেবে গণ্য করে	৩৫	৩১-ইহরামধারী ব্যক্তির বিবাহ	৪৮
১৫-অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির বিবাহ	৩৫	৩২-শেষ দিকে নবী (স) মৃতআ বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন	৪৮
১৬-পাত্র-পাত্রীর একই ধর্মাবলম্বী	৩৬	৩৩-সৎ কর্মপরায়ণ পুরুষের কাছে নিজের বিবাহের জন্য নারীর প্রস্তাব পেশ	৪৯
১৭-সম্পদের সমতা এবং ধনী মহিলার সাথে দরিদ্র ব্যক্তির বিবাহ	৩৮		

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩৪-কারো নিজের কন্যা অথবা বোনের কোন দীনদার লোকের নিকট প্রস্তাব পেশ করা	৫১	৫২-মোহরানা হিসেবে স্বাবর মাল ও লোহার আংটি	৬৫
৩৫-“যদি তোমরা ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব করো”	৫২	৫৩-বিবাহে শর্ত আরোপ	৬৫
৩৬-বিবাহ করার পূর্বে পাত্রীকে দেখে নেয়া	৫৩	৫৪-বিবাহে যেসব শর্ত আরোপ করা হালাল নয়	৬৫
৩৭-যারা বলেন অলী ছাড়া বিবাহ হয় না	৫৪	৫৫-বিবাহিতের জন্য হলুদ রং ব্যবহার	৬৬
৩৮-অভিভাবক নিজেই যদি বিবাহ করতে চায়	৫৭	৫৬-অনুচ্ছেদ :	৬৬
৩৯-নিজের নাবালেগ কন্যাকে বিবাহ দেয়া	৫৮	৫৭-বিবাহিতের জন্য কিভাবে দোয়া করবে	৬৬
৪০-পিতা কর্তৃক স্বীয় কন্যাকে ইমামের সাথে বিবাহ দেয়া	৫৮	৫৮-উপটোকন প্রদানকারী মহিলাদের নব দম্পতির জন্য দোআ	৬৭
৪১-যার অভিভাবক নেই শাসক তার অভিভাবক	৫৮	৫৯-যে ব্যক্তি জিহাদে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রীর সাথে বাসর যাপন করতে চায়	৬৭
৪২-পিতা বা অপর কেউ কোন বাকীরা (কুমারী) বা সায়িয়া মেয়েকে তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ দিবে না	৫৯	৬০-যে ব্যক্তি নয় বছরের স্ত্রীর সাথে বাসর রাত যাপন করে	৬৭
৪৩-কোন ব্যক্তি তার কন্যার অমতে তাকে বিবাহ দিলে সেই বিবাহ প্রত্যাখ্যাত	৬০	৬১-সফরে বাসর যাপন	৬৭
৪৪-ইয়াতীম বালিকার বিবাহ	৬০	৬২-শোভাযাত্রা ও মশাল ছাড়া দিবাকালে বিবাহোত্তর নিভৃত বাস	৬৮
৪৫-যদি কোন ব্যক্তি বলে অমুক মেয়েকে আমার সাথে বিবাহ দিন	৬১	৬৩-আনমাত এবং অনুরূপ জিনিস মহিলাদের জন্য	৬৮
৪৬-কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়	৬২	৬৪-যেসব মহিলা সদ্য বিবাহিতাকে তার স্বামীর কাছে পেশ করে	৬৮
৪৭-প্রস্তাব ত্যাগ করার তাৎপর্য	৬২	৬৫-নবদম্পতির জন্য উপহার	৬৯
৪৮-বিবাহের খোতবা	৬৩	৬৬-কনের জন্য কাপড়-চোপড় ইত্যাদি ধার করা	৬৯
৪৯-বিবাহ অনুষ্ঠানে এবং বিবাহভোজে দফ বাজানো	৬৩	৬৭-স্ত্রীসহবাসের সময় যে দোয়া পড়তে হয়	৭০
৫০-“এবং স্ত্রীদেরকে মোহরানা মনের সন্তোষ সহকারে আদায় কর	৬৩	৬৮-ওলীমা একটি অধিকার	৭০
৫১-কুরআন শিখানোর বিনিময়ে এবং মোহরানা ছাড়া বিবাহ	৬৪	৬৯-ওলীমার ব্যবস্থা করা উচিত	৭১
		৭০-যে ব্যক্তি এক স্ত্রীর সাথে বিবাহের সময় অন্যদের বিবাহের চেয়ে বড় ধরনের ওলীমার ব্যবস্থা করে	৭২
		৭১-যে ব্যক্তি একটি ছাগীর চেয়ে কম দিয়ে ওলীমা করে	৭৩
		৭২-ওলীমা ও অন্যান্য দাওয়াত কবুল করা কর্তব্য	৭৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৭৩-কেউ দাওয়াতে যাওয়া ত্যাগ করলে	৭৪	৯৪-স্ত্রীদেরকে প্রহার করা মাকরুহ	৯১
৭৪-পায়া খাওয়ার দাওয়াত গ্রহণ	৭৪	৯৫-স্ত্রী স্বামীর গর্হিত নির্দেশ মান্য করবে না	৯১
৭৫-বিবাহ-শাদী ইত্যাদির দাওয়াত কবুল করা	৭৪	৯৬-কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে...."	৯২
৭৬-বিবাহের অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশুদের অংশগ্রহণ	৭৫	৯৭-আযল (স্ত্রী অঙ্গের বাইরে বীর্যপাত)	৯২
৭৭-কেউ যদি (দাওয়াতের অনুষ্ঠানে) কোন অপসন্দনীয় ব্যাপার দেখে	৭৫	৯৮-সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করা	৯৩
৭৮-নিজ বিবাহেভেজে নববধুর অংশগ্রহণ	৭৬	৯৯-যে নারী তার কাছে স্বামীর রাত কাটাবার পালা	৯৩
৭৯-আন্-নাকী নামক পানীয় এবং অন্যান্য শরবত	৭৬	১০০-নিজ স্ত্রীগণের মধ্যে ইনসাফ করা	৯৪
৮০-নারীদের প্রতি কোমল ব্যবহার	৭৬	১০১-পরিণত বয়স্কা স্ত্রীর বর্তমানে কুমারী মেয়ে বিয়ে করা	৯৪
৮১-নারীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের ওসীয়াত করা	৭৭	১০২-কুমারী স্ত্রী থাকা অবস্থায় বিধবা নারীকে বিবাহ করলে	৯৪
৮২-"তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও	৭৭	১০৩-যে ব্যক্তি পরপর সকল স্ত্রীর সাথে সংগমের পর একবার গোসল করে	৯৪
৮৩-পরিবার-পরিজনদের সাথে মার্জিত ও সদয় ব্যবহার	৭৮	১০৪-দিনের বেলা স্ত্রীদের সাথে সংগম করা	৯৫
৮৪-কোন ব্যক্তির নিজ কন্যাকে তার স্বামী সম্পর্কে উপদেশ দেয়া	৮১	১০৫-কোন ব্যক্তি তার অসুস্থতার সময় সকল স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তাদের কোন একজনের কাছে অবস্থান করলে	৯৫
৮৫-স্বামীর সম্মতিক্রমে স্ত্রীর নফল রোযা রাখা	৮৬	১০৬-এক স্ত্রীকে অন্য স্ত্রীর তুলনায় বেশী মহব্বত করা	৯৫
৮৬-কোন মহিলা স্বামীর বিছানা ছাড়া আলাদা বিছানায় রাত কাটালে	৮৭	১০৭-কোন নারীর কৃত্রিম সাজসজ্জা করা	৯৬
৮৭-স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী যেন অন্য কাউকে তার ঘরে প্রবেশ করতে না দেয়	৮৭	১০৮-আত্মসম্মানবোধ	৯৬
৮৮-(জান্নাত ও জাহান্নামের সাধারণ অধিবাসী)	৮৭	১০৯-মহিলাদের আত্মমর্যাদাবোধ এবং তাদের অসন্তুষ্টি	৯৯
৮৯-স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া	৮৮	১১০-কোন ব্যক্তির নিজ কন্যাকে উদ্ধৃত্যপূর্ণ আচরণ থেকে বিরত রাখা	১০০
৯০-তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে	৮৯	১১১-নারীর সংখ্যাধিক্য	১০০
৯১-স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রক্ষক	৯০	১১২-মাহরাম ছাড়া কোন পুরুষের	
৯২-"পুরুষেরা মহিলাদের কর্তা"	৯০		
৯৩-স্ত্রীদের শয্যা থেকে নবী (স)-এর আলাদা থাকার বর্ণনা	৯০		

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
সাথে কোন নারী নির্জনে মিলিত হবে না	১০১	১১৯-কোন মহিলা তার স্বামীর নিকট অন্য মহিলার দৈহিক বর্ণনা দিবে না	১০৪
১১৩-লোকদের উপস্থিতিতে কোন ব্যক্তির কোন স্ত্রীলোকের একান্তে কথা বলা	১০১	১২০-সকল স্ত্রীর সাথে সহবাস	১০৪
১১৪-নারীর বেশধারী পুরুষের মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা নিষেধ	১০২	১২১-দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর কোন ব্যক্তির রাতের বেলা বাড়ীতে প্রবেশ	১০৪
১১৫-আবিসিনীয় বা অনুরূপ পুরুষদের প্রতি মহিলাদের তাকানো	১০২	১২২-সন্তান কামনা করা	১০৫
১১৬-নিজেদের প্রয়োজনে মহিলাদের বাড়ির বাইরে যাওয়াত	১০২	১২৩-স্বামী-অনুপস্থিত মহিলার নিম্নাংগের লোম পরিষ্কার করা এবং এলোমেলো চুল চিরশ্নী করা	১০৬
১১৭-মসজিদ ইত্যাদিতে যাওয়ার জন্য মহিলাদের স্বামীর অনুমতি গ্রহণ	১০৩	১২৪-স্বামীগণ ছাড়া সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রকাশ না করে	১০৭
১১৮-দুধ পানজনিত সম্পর্কের মহিলাদের সাথে সাক্ষাত	১০৩	১২৫-“এবং যারা বালেগ হয় নাই	১০৭
		১২৬-কোন ব্যক্তির নিজ কন্যাকে ধমকানো	১০৮

অধ্যায়-৪০

কিতাবুত তালাক ১০৯

(তালাকের বর্ণনা)

১-“হে নবী ! যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিবে তখন তাদেরকে ইদতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দেবে ”	১০৯	৯-বিয়ের পূর্বে তালাক নেই	১১৯
২-ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দেয়া	১০৯	১০-বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বোন বললে	১১৯
৩-যে ব্যক্তি (স্ত্রীকে) তালাক দেয়	১১০	১১-রাগান্বিত অবস্থায়, বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে, মাতাল বা পাগল অবস্থায় তালাক দিলে	১১৯
৪-যারা তিন তালাক দেয়া জায়েয মনে করেন	১১২	১২-খোলা তালাক	১২২
৫-যে ব্যক্তি তার স্ত্রীদের এখতিয়ার প্রদান করেছে	১১৪	১৩-আশ-শিকাক—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব	১২৩
৬-কেউ যদি বলে, আমি তোমাকে আলাদা করে দিলাম	১১৫	১৪-দাসীর ক্রয়-বিক্রয়ে তালাক হয় না	১২৪
৭-যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার জন্য হারাম	১১৫	১৫-গোলামের অধীন দাসীর এখতিয়ার প্রসঙ্গে	১২৫
৮-“আল্লাহ যা তোমার জন্যে হালাল করেছেন, তা কেন তুমি হারাম করলে ”	১১৬	১৬-বারীরার স্বামীর ব্যাপারে নবী (স)- এর সুপারিশ	১২৫
		১৭- অনুচ্ছেদ	১২৬
		১৮-“তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে	

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
করবে না	১২৬
১৯-মুশরিক নারী ইসলাম কবুল করলে তাদের বিয়ে করা এবং ইদ্দাত প্রসঙ্গে	১২৭
২০-যিম্মী ও হরবী লোকের বিবাহাধীন মুশরিক বা খৃষ্টান নারীর ইসলাম গ্রহণ	১২৮
২১-যারা নিজ স্ত্রীদের সাথে ঈলা করে	১২৯
২২-নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর ও ধন-সম্পদের বিধান	১৩০
২৩-যিহার	১৩২
২৪-ইশারায় তালাক ও অন্যান্য কাজ	১৩৩
২৫-লিআন	১৩৫
২৬-ইংগিতে সম্ভানের পিতৃত্ব অস্বীকার	১৩৭
২৭-লিআনকারীকে শপথ করানো	১৩৮
২৮-স্বামী প্রথমে লিআন করবে	১৩৮
২৯-লিআন এবং যে ব্যক্তি লিআন করার পর তালাক দেয়	১৩৮
৩০-মসজিদে লিআন করা	১৩৯
৩১-নবী (স)-এর উক্তি : যদি আমি বিনা প্রমাণে রজম করতাম	১৪১
৩২-লিআনকারিগীর মোহর	১৪১
৩৩-লিআনকারীদের প্রতি শাসকের উক্তি	১৪২
৩৪-লিআনকারীদের সম্পর্ক ছিন্নকরণ	১৪৩
৩৫-সন্তান লিআনকারিগীকে দেয়া হবে	১৪৩
৩৬-ইমামের উক্তি : আল্লাহ ! সত্য প্রকাশ করে দাও	১৪৩
৩৭-তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দাত শেষে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ ও সঙ্গমের পূর্বেই বিচ্ছেদ	১৪৪

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩৮-“তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা হায়েয থেকে নিরাশ হয়ে গেছে	১৪৫
৩৯-গর্ভবতী মহিলার ইদ্দাত সম্ভান প্রসব হওয়া পর্যন্ত	১৪৫
৪০-“তালাকপ্রাপ্তা নারীরা যেন তিন কুরু নিজেদেরকে বিরত রাখবে”	১৪৬
৪১-ফাতিমা বিনতে কায়েসের ঘটনা	১৪৬
৪২-তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি স্বামীর ঘরে বাস করলে চোর প্রবেশের এবং তার হামলার আশংকা করে	১৪৮
৪৩-“আল্লাহ তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা তাদের জন্য হালাল নয়”	১৪৯
৪৪-তাদের স্বামীরা যদি পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে রাজী হয়	১৪৯
৪৫-ঋতুবতী স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা	১৫১
৪৬-স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে	১৫১
৪৭-শোক পালনকারিগীর সুরমা ব্যবহার	১৫৩
৪৮-শোক পালনকারিগীর হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর সুগন্ধি ব্যবহার করা	১৫৩
৪৯-শোক পালনকারিগী আসব কাপড় পরিধান করবে	১৫৪
৫০-“তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন বিরত থাকবে	১৫৪
৫১-বেশ্যার উপার্জন ও ফাসিদ বিবাহ	১৫৫
৫২-নির্জনবাসের পরে ও পূর্বে অথবা স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তার মোহরের পরিমাণ	১৫৬
৫৩-যে স্ত্রীর জন্য মোহর নির্ধারিত করা হয়নি	১৫৭

অধ্যায়-৪১

কিতাবুল নাফাকাত ১৫৯
(ভরণ-পোষণ)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-ভরণ-পোষণ করার ফযীলত	১৫৯	১০-স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর ধন-সম্পদের	
২-পরিবার ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ করা		রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ পোষণ	১৬৭
বাধ্যতামূলক	১৬০	১১-নিয়মানুযায়ী স্ত্রীরকে পরিধেয়	
৩-পরিবারের এক বছরের খরচা সঞ্চয়		বস্ত্র প্রদান	১৬৮
করে রাখা	১৬১	১২-সন্তান লালন-পালনে স্বামীকে	
৪-“মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই		সাহায্য করা	১৬৮
বছর দুধ পান করাবে”	১৬৪	১৩-দরিদ্র ব্যক্তির পরিবারের	
৫-স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী সন্তানের		জন্য ব্যয় করা	১৬৮
ভরণ-পোষণ	১৬৫	১৪-“ওয়ারিসের ওপরও অনুরূপ	
৬-স্বামীর সংসারে স্ত্রীর কাজ-কর্ম	১৬৬	দায়িত্ব রয়েছে”	১৬৯
৭-স্ত্রীর জন্য পরিচারিকা নিয়োগ	১৬৬	১৫-“যে ব্যক্তি ঋণ অথবা সন্তান রেখে	
৮-গৃহকর্তার পারিবারিক কাজ	১৬৭	মৃত্যুবরণ করে”	১৭০
৯-স্বামী সংসার খরচ না দিলে স্ত্রী		১৬-মুক্তদাসী বা অপর কোন নারী দুধ	
খরচা নিতে পারে	১৬৭	পান করাতে পারে	১৭০

অধ্যায়-৪২

কিতাবুল আত'মেমা ১৭২
(খাদ্য দ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ)

১-“আমি যেসব পবিত্র রিযিক		৮-পাতলা রুটি খাওয়া এবং দরস্তখানে	
তোমাদেরকে দিয়েছি”	১৭২	খাদ্য গ্রহণ করা	১৭৭
২-বিস্মিল্লাহ বলে খাওয়া আরম্ভ করা		৯-ছাত্তু	১৭৯
এবং ডান হাতে আহার গ্রহণ	১৭৩	১০-খাদ্যের নাম না জানানো নবী	
৩-খাবার পাত্র থেকে কাছের		(স) তা খেতেন না	১৭৯
খাবার গ্রহণ	১৭৩	১১-একজনের খাদ্য দুই জনের	
৪-খাওয়ার সঙ্গী অপসন্দ না করলে		জন্য যথেষ্ট	১৮০
পাত্রের সবখান থেকে খাওয়া	১৭৪	১২-ঈমানদার ব্যক্তি এক	
৫-আহার ও অন্যান্য কাজ ডান হাতে বা		পাকস্থলীতে খায়	১৮০
ডান দিক থেকে শুরু করা	১৭৪	১৩-মু'মিন এক উদরে খায়	১৮১
৬-পেট ভরে খাওয়া	১৭৫	১৪-হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করা	১৮২
৭-“কোন আপত্তি নেই যদি কোন অন্ধ		১৫-ভুনা খাদ্য	১৮২
কিংবা ঝোঁড়া”	১৭৭	১৬-খাযীরা খাওয়া	১৮২

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১৭-পনির খাওয়া	১৮৪	৩৯-যে ব্যক্তি দস্তুরখানে স্বীয় সংগীদের সামনে কোন কিছু উপস্থিত করে	১৯৬
১৮-বীট ও বার্লি প্রসংগে	১৮৪	৪০-তাজা খেজুর ও শসা	
১৯-দাঁত দিয়ে কামড়ে গোশত ছিড়ে খাওয়া	১৮৪	মিশিয়ে খাওয়া	১৯৭
২০-সামনের পায়ের গোশত দাঁত দিয়ে ছিড়ে খাওয়া	১৮৫	৪১-নিম্নমানের খেজুর	১৯৭
২১-ছুরি দিয়ে গোশত কেটে খাওয়া	১৮৬	৪২-তাজা খেজুর ও শুকনো খেজুর	১৯৭
২২-নবী (স) কখনও কোন খাবারকে খারাপ বলেননি	১৮৬	৪৩-ছড়া থেকে খেজুর খাওয়া	১৯৯
২৩-ফুঁ দিয়ে যবের আটা থেকে তুখ পরিষ্কার করা	১৮৬	৪৪-আজওয়া (উন্নতমানের খেজুর)	১৯৯
২৪-নবী (স) ও তাঁর সাহাবীগণ যা খেতেন	১৮৬	৪৫-এক সাথে দু'টি খেজুর খাওয়া	১৯৯
২৫-তালবীনা	১৮৮	৪৬-খেজুর গাছের বরকত	২০০
২৬-সারীদ	১৮৮	৪৭-শসার বর্ণনা	২০০
২৭-বকরীর ডুনা গোশত বাহু ও পাজরের গোশত	১৮৯	৪৮-একই সাথে দুই ধরনের ফল কিংবা দুই রকম খাদ্য খাওয়া	২০০
২৮-আমাদের পূর্বসূরীরা বাড়ীতে যা সঞ্চয় করে রাখতেন	১৯০	৪৯-দশজন করে ভেতরে ডাকা	২০০
২৯-'হাইস' সম্পর্কে	১৯০	৫০-রসুন ও (দুর্গন্ধযুক্ত) তরকারী খাওয়া মাকরুহ	২০১
৩০-রৌপ্যখচিত পাত্রে খাদ্য গ্রহণ	১৯১	৫১-কাবাস অর্থাৎ পিলু ফল	২০১
৩১-খাদ্যদ্রব্যের আলোচনা	১৯২	৫২-আহারের পর কুল্লি করা	২০২
৩২-তরকারী	১৯৩	৫৩-রুমাল দিয়ে মুছে ফেলার আগে আঙ্গুল চেটে খাওয়া	২০২
৩৩-মিষ্টি ও মধু	১৯৩	৫৪-রুমাল	২০৩
৩৪-কদু	১৯৪	৫৫-খাওয়ার পর কি দোয়া পড়বে	২০৩
৩৫-(দীনী) ভাইদের জন্য খাবার তৈরীর কষ্ট স্বীকার করা	১৯৪	৫৬-খাদেমের সাথে খাওয়া	২০৪
৩৬-কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে নিজে অন্য কাজে মশগুল হয়ে যাওয়া	১৯৫	৫৭-কৃতজ্ঞ আহারকারী ধৈর্যশীল রোযাদারের সমতুল্য	২০৪
৩৭-তরকারীর গুরুত্ব	১৯৫	৫৮-কোন ব্যক্তিকে খানার দাওয়াত দিলে	২০৪
৩৮-শুকনা গোশত	১৯৬	৫৯-রাতের খাবার সামনে এসে গেলে	২০৫
		৬০-"তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে যেও"	২০৬

অধ্যায়-৪৩

কিতাবুল আকীকা ২০৭

(আকীকার বর্ণনা)

১-আকীকা দেয়ার ইচ্ছা না থাকলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনই নবজাতকের নাম রাখবে	২০৭	২-আকীকার সময় শিশুর কষ্ট দূর করা	২০৯
		৩-ফারা	২০৯
		৪-আতীরা	২১০

অধ্যায়-৪৪

কিতাবুয যাবায়েহ ওয়াহুছয়দে ২১১

(যবেহ ও শিকারের বর্ণনা) ২১১

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-যবেহ ও শিকার করা	২১১	১৯-নারী ও ক্রীতদাসীর যবেহ করা	২২৭
২-তীরের পার্শ্বদেশের শিকার	২১৩	২০-দাঁত, হাড়ি ও নখ দ্বারা যবেহ করা	
৩-তীরের পার্শ্বদেশের আঘাত লেগে		যাবে না	২২৭
শিকার মরে গেলে	২১৩	২১-বেদুঈন প্রমুখদের যবেহ করা	২২৮
৪-ধনুক দ্বারা শিকার করার বর্ণনা	২১৪	২২-মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত	
৫-পাথরখণ্ড নিক্ষেপ ও গুলতি মারার		আহলি কিতাব ইত্যাদির	
বর্ণনা	২১৪	যবেহকৃত পশু.....	২২৮
৬-যে ব্যক্তি শিকার কিংবা গবাদি		২৩-গৃহপালিত যে পশু পালিয়ে যায় তা	
পশু পাহারাদানের উদ্দেশ্য ছাড়া		বন্য পশুর সমতুল্য	২২৯
কুকুর পোষে	২১৫	২৪-নহর ও যবেহ করার বর্ণনা	২২৯
৭-কুকুর শিকার থেকে খেলে	২১৬	২৫-পশুর অঙ্গহানি করা, বেঁধে তীর	
৮-দুই তিন দিন পর হারানো শিকার		ছুঁড়ে মারা এবং চাঁদমারী	
পাওয়া গেলে	২১৭	করা মাকরুহ	২৩১
৯-শিকারের সংগে অন্য কুকুর		২৬-মোরগের গোশত সম্পর্কে	২৩২
দেখতে পেলে	২১৭	২৭-ঘোড়ার গোশত সম্পর্কে	২৩৩
১০-শিকার সম্পর্কিত হাদীসসমূহ	২১৮	২৮-গৃহপালিত গাধার গোশত	২৩৩
১১-পাহাড়ে শিকার করা	২২১	২৯-সর্বপ্রকার স্বদন্ত হিংস্র জন্তু	
১২-"তোমাদের জন্য সমুদ্রের		খাওয়া (হারাম)	২৩৫
শিকার এবং তা খাওয়া হালাল		৩০-মৃত পশুর চামড়া সম্পর্কে	২৩৫
করা হয়েছে"	২২৩	৩১-কস্তুরী সম্পর্কে	২৩৫
১৩-টিড্ডি খাওয়া	২২৩	৩২-খরগোশ সম্পর্কে	২৩৬
১৪-অগ্নি-পূজকদের পাত্র ও মৃত		৩৩-গুইসাপ সম্পর্কে	২৩৬
জীবের বর্ণনা	২২৩	৩৪-জমাট কিংবা তরল ঘিয়ে ইঁদুর	
১৫-বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করা	২২৪	পতিত হলে	২৩৭
১৬-পূজার বেদিতে ও মূর্তির নামে যবেহ		৩৫-মুখে দাগ ও চিহ্ন দেয়া	২৩৮
করা হলে	২২৫	৩৬-কোন দল গণীমাতের মাল পেলে	
১৭-আপ্লাহর নাম নিয়ে যেন		খাওয়া যাবে না	২৩৮
যবেহ করা হয়	২২৬	৩৭-যদি কারো উট পালিয়ে যায় ...	২৩৯
১৮-রক্ত প্রবাহিতকারী বাঁশ, পাথর ও		৩৮-নিরুপায় অবস্থায় হারাম	
লোহা দিয়ে যবেহ করা	২৩১	জিনিস খাওয়া	২৩৯

অধ্যায়-৪৫
কিতাবুল আযাহী ২৪১
(কুরবানীর বর্ণনা)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-কুরবানীর প্রথা	২৪১	৯-নিজ হাতে কুরবানীর পশু যবেহ করা	২৪৬
২-জনগণের মধ্যে কুরবানীর গোশত বন্টন	২৪২	১০-অন্যের কুরবানীর পশু যবেহ করা	২৪৬
৩-মুসাফির ও মহিলাদের কুরবানী	২৪২	১১-নামাযের পর কুরবানী করা	২৪৭
৪-কুরবানীর দিন গোশত খাওয়ার আকাজ্জা	২৪২	১২-কেউ নামাযের আগে কুরবানী করলে	২৪৭
৫-যারা বলেন, ঈদের দিনই কুরবানী করতে হবে	২৪৩	১৩-যবেহ করার সময় পশুর পাঁজরে পা দিয়ে চেপে ধরা	২৪৮
৬-কুরবানী এবং ঈদগাহে কুরবানীর পশু যবেহ করা	২৪৪	১৪-যবেহ করার সময় আল্লাহ আকবার বলা	২৪৮
৭-নবী (স)-এর দুই শিংওয়ালা দুশ্বা যবেহ করার বর্ণনা	২৪৫	১৫-কেউ কুরবানীর জন্য হাদিয়া পাঠিয়ে দিলে তার ওপর কিছু হারাম হয় না	২৪৯
৮-আবু বুরদা (রা)-কে নবী (স)-এর উক্তি : যথেষ্ট হবে না	২৪৫	১৬-কুরবানীর গোশত কি পরিমাণ খাওয়া যাবে	২৪৯

অধ্যায়-৪৬
কিতাবুল আশরিবাহ ২৫২
(পানীয়ের বর্ণনা)

১-“নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী”	২৫২	৮-শক্ত ধাতুর তৈরি ও অন্যান্য পাত্র ব্যবহার নিষেধ করার পর	২৫৭
২-আঙ্গুর ইত্যাদি থেকে তৈরী মদ	২৫৩	৯-খেজুরের যে সিরাপ নেশা সৃষ্টি করে না	২৫৮
৩-যখন মদ হারাম হওয়ার আয়াত নামিল হয়	২৫৪	১০-‘বায়িক’ এবং যিনি প্রত্যেক নেশাদার পানীয় নিষিদ্ধ করেন	২৫৮
৪-মধু থেকে মদ	২৫৫	১১-কাঁচা-পাকা খেজুর একত্রে মিলালে তাতে নেশার সৃষ্টি হলে	২৫৯
৫-মদ এমন পানীয় যা জ্ঞান-বুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটায়	২৫৫	১২-দুধ পান	২৬০
৬-যে ব্যক্তি ভিন্ন নামের আড়ালে মদ হালাল করে	২৫৬	১৩-টাটকা পানি প্রার্থনা	২৬২
৭-শক্ত ধাতু বা কাঠের পাত্রে মদ তৈরি করা	২৫৬	১৪-দুধের সঙ্গে পানি মিশিয়ে পান করা	২৬৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১৫-মিষ্টি ও মধু পান করা	২৬৩	২৩-মশকের মুখে পানি পান করা	২৬৭
১৬-দাঁড়িয়ে পানি পান করা	২৬৪	২৪-মশকের মুখ ভেঙ্গে পানি	
১৭-যে ব্যক্তি উটের পিঠে বসে পানি		পান করা	২৬৮
পান করে	২৬৪	২৫-পানপাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলা	২৬৮
১৮-পানীয় দ্রব্য ডান দিক		২৬-দুই বা তিন নিঃশ্বাসে পানি	
থেকে বস্তু	২৬৫	পান করা	২৬৮
১৯-বয়োজ্যেষ্ঠকে আগে পান করতে		২৭-স্বর্ণের পাত্রে পান করা	২৬৯
দেয়ার জন্য ডানের ব্যক্তির কাছে		২৮-রূপার পাত্র	২৬৯
অনুমতি চাইতে হবে কি ?	২৬৫	২৯-পেয়ালায় পান করা	২৭০
২০-পাত্রে মুখ লাগিয়ে পানি		৩০-নবী (স)-এর পেয়ালায়	
পান করা	২৬৫	পান করা	২৭০
২১-ছোটরা বড়দের খেদমত করবে	২৬৬	৩১-বরকতের পানি পান করা	২৭১
২২-খাবার পাত্র ঢেকে রাখা	২৬৭		

অধ্যায়-৪৭

কিতাবুল মারযা ২৭৩

(রোগ, রোগী ও চিকিৎসা)

১-রোগের কাফফারা	২৭৩	১৪-রোগীকে কি বলবে	২৮১
২-রোগের তীব্রতা	২৭৪	১৫-যানবাহনে চড়ে, পদব্রজে এবং অন্যের	
৩-সকলের চেয়ে বেশী কঠিন পরীক্ষা		সাথে গাধার পিঠে বসে রোগীকে	
নবীগণের ওপর	২৭৪	দেখতে যাওয়া	২৮১
৪-রোগীকে দেখতে যাওয়া		১৬-আমি রোগাক্রান্ত, আহ ! আমার	
অপরিহার্য	২৭৫	মাথা	বলা রোগীর
৫-সংজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে দেখতে		জন্ম বৈধ	২৮৩
যাওয়া	২৭৫	১৭-রোগীর একথা বলা : তোমরা আমার	
৬-মৃগী রোগীর ফযীলত	২৭৬	কাছ থেকে উঠে যাও	২৮৫
৭-দৃষ্টিশক্তি লোপপ্রাপ্ত ব্যক্তির		১৮-রুগ্ন শিশুকে দোয়ার জন্য (বুজর্গদের	
ফযীলাত	২৭৬	কাছে) নিয়ে যাওয়া	২৮৬
৮-নারীদের পুরুষ রোগীকে		১৯-রোগীর মৃত্যু কামনা করা	২৮৬
দেখতে যাওয়া	২৭৭	২০-রোগীর জন্য সাক্ষাতকারীর	
৯-রুগ্ন শিশুদের দেখতে যাওয়া	২৭৮	দোয়া	২৮৭
১০-রুগ্ন বেদুঈনকে দেখতে যাওয়া	২৭৮	২১-রোগীর সাথে সাক্ষাতকারীর	
১১-রুগ্ন মুশরিকদের দেখতে যাওয়া	২৭৯	উষু করা	২৮৮
১২-কোন রোগীকে দেখতে গিয়ে		২২-জ্বর ও মহামারী দূর হওয়ার জন্য	
নামাযের সময় হলে	২৭৯	দোয়া করা	২৮৮
১৩-রোগীর গায়ে হাত রাখা	২৮০		

অধ্যায়-৪৮
কিতাবুত তিব্ব ২৯০
(চিকিৎসার বর্ণনা)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি, যার চিকিৎসা ব্যবস্থা করেননি	২৯০	২৫-'সাফার' তলপেটের পীড়া ছাড়া আর কিছুই নয়	৩০২
২-নারী-পুরুষ কি একে অপরের চিকিৎসা করতে পারে	২৯০	২৬-ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ	৩০৩
৩-তিনটি জিনিসে নিরাময় আছে	২৯০	২৭-রক্ত বন্ধ করার জন্য চাটাই পুড়ে ছাই দেয়া	৩০৪
৪-মধু দ্বারা চিকিৎসা করা	২৯১	২৮-জ্বর জাহান্নামের তাপ হতে	৩০৪
৫-উটের দুধ দ্বারা চিকিৎসা	২৯২	২৯-কেউ অস্বাস্থ্যকর এলাকা ত্যাগ করলে	৩০৫
৬-উটের পেশাব দ্বারা চিকিৎসা	২৯২	৩০-প্লেগ-মহামারী সম্পর্কে	৩০৫
৭-কালজিরা	২৯৩	৩১-প্লেগরোগে ধৈর্যধারণকারীর সওয়াব	৩০৮
৮-রোগীর জন্য লঘুপাক খাদ্য	২৯৪	৩২-কুরআন এবং সূরা 'ফালাক ও নাস' পড়ে ফুঁ দেয়া	৩০৯
৯-নাক দ্বারা ঔষধ সেবন	২৯৪	৩৩-সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দেয়া	৩০৯
১০-চন্দন কাঠ ঔষধ হিসেবে ব্যবহার	২৯৪	৩৪-সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়-ফুঁকের বিনিময়ে শর্ত নির্ধারণ করা	৩১০
১১-রক্তমোক্ষণের সময়	২৯৫	৩৫-বদনযর লাগলে ঝাড়-ফুঁক করা	৩১০
১২-সফরে ও এহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানো	২৯৫	৩৬-নযর লাগা একটি বাস্তব ব্যাপার	৩১১
১৩-অসুখের দরুন রক্তমোক্ষণ করানো	২৯৫	৩৭-সাপ-বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়ফুঁক করা	৩১১
১৪-মাথায় রক্তমোক্ষণ করানো	২৯৬	৩৮-নবী (স)-এর ঝাড়ফুঁক	৩১১
১৫-অর্ধ কিংবা পুরো মাথা ব্যাথায় রক্তমোক্ষণ	২৯৬	৩৯-ঝাড়ফুঁকের সময় থুথু নিক্ষেপ	৩১২
১৬-অসুস্থতার কারণে মাথা মুগুন করা	২৯৭	৪০-ব্যথার জায়গায় ঝাড়ফুঁককারীর ডান হাত বুলানো	৩১৪
১৭-উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা নিজেকে কিংবা অন্যকে দহন করা	২৯৭	৪১-পুরুষকে নারীর ঝাড়ফুঁক করা	৩১৫
১৮-চোখের ব্যাথায় সুরমা ব্যবহার	২৯৮	৪২-যে লোক ঝাড়ফুঁক করে না বা করায় না	৩১৫
১৯-কুষ্ঠ রোগ	২৯৯	৪৩-কোন কিছুকে অশুভ মনে করা	৩১৬
২০-মান্না চোখের জন্য ঔষধবিশেষ	২৯৯	৪৪-ফাল (শুভ লক্ষণ)	৩১৬
২১-রোগীর মুখের এক পাশ দিয়ে ঔষধ প্রয়োগ	৩০০	৪৫-হামাহ বলতে কিছু নেই	৩১৭
২২-অনুচ্ছেদ	৩০০		
২৩-আলজিহ্বা ফুলে ব্যথা হওয়া	৩০১		
২৪-দান্ত বন্ধ হওয়ার চিকিৎসা	৩০২		

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৪৬-গণক্কারের ভবিষ্যদ্বানী	৩১৭	৫৪-রোগ সংক্রমণ নেই	৩২৪
৪৭-যাদু সম্পর্কে	৩১৯	৫৫-নবী (স)-কে বিষ প্রয়োগের বর্ণনা	৩২৫
৪৮-শিরক ও যাদু ধ্বংসাত্মক পাপ	৩২১	৫৬-বিষপান, তার দ্বারা চিকিৎসা এবং বিপদজনক জিনিস বা অপবিত্র বস্তু দ্বারা চিকিৎসা	৩২৬
৪৯-যাদু মুক্ত হওয়ার চিকিৎসা করা	৩২১	৫৭-গর্দভীর দুধ	৩২৭
৫০-যাদুটোনা	৩২২	৫৮-পাত্রে মাছি পড়লে	৩২৮
৫১-ভাষণে যাদুকরি প্রভাব	৩২৩		
৫২-মদীনার আজওয়া খেজুর দ্বারা যাদুটোনার চিকিৎসা করা	৩২৩		
৫৩-হামাহ বলতে কিছ নেই	৩২৪		

অধ্যায়-৪৯

কিতাবুল লিবাস ৩২৯

(পোশাক)

১-“আপনি বলুন, আল্লাহর সৃষ্ট সৌন্দর্য উপকরণ কে হারাম করেছে”	৩২৯	১৬-চাদর ইত্যাদি দ্বারা মাথা ও মুখ ঢাকা	৩৩৭
২-যে ব্যক্তি বিনা অহংকারে পোশাক টেনে টেনে চলে	৩২৯	১৭-লৌহ শিরস্ত্রাণ	৩৩৯
৩-পরিধেয় বস্ত্র গুটিয়ে রাখা	৩৩০	১৮-ডোরাদার কালো চাদর	৩৩৯
৪-পায়ের যে গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া হয় তা দোযখে যাবে	৩৩০	১৯-উলের চাদর ও কার্ফকার্যময় উলের চাদর	৩৪১
৫-অহংকারবশে গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা	৩৩০	২০-ইশতিমালুস-সাম্মা	৩৪২
৬-ঝালর বা পাড়যুক্ত ইয়ার	৩৩১	২১-এক কাপড়ে ঘাড় ও হাঁটু পেঁচিয়ে বসা	৩৪৩
৭-চাদর সম্পর্কে	৩৩২	২২-নকশীদার কালো পশমী চাদর	৩৪৪
৮-জামা পরিধান করা	৩৩৩	২৩-সবুজ পোশাক	৩৪৪
৯-বুকের কাছে বা অন্যত্র জামা খোলার ঘর রাখা	৩৩৪	২৪-সাদা পোশাক	৩৪৬
১০-সফরে সংকীর্ণ হাতার জামা পরা	৩৩৫	২৫-পুরুষের রেশমী পোশাক পরিধান সম্পর্কে	৩৪৬
১১-যুদ্ধে পশমী জুব্বা পরিধান করা	৩৩৫	২৬-যে ব্যক্তি রেশমী বস্ত্র কেবল স্পর্শ করে	৩৪৮
১২-রেশমবিহীন ক্বাবা ও রেশমী ক্বাবা	৩৩৫	২৭-রেশমী বস্ত্র বিছানার চাদর হিসেবে ব্যবহার	৩৪৯
১৩-টুপি প্রসঙ্গে	৩৩৬	২৮-ক্বাস্‌সী পরিধান করা	৩৪৯
১৪-পায়জামা প্রসঙ্গে	৩৩৬	২৯-চর্মরোগী পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি	৩৪৯
১৫-পাগড়ীর বর্ণনা	৩৩৭	৩০-নারীদের জন্য রেশমী বস্ত্র	৩৫০

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩১-নবী (স) যে মানের পোশাক ও বিছানা যথেষ্ট মনে করতেন	৩৫০
৩২-কাউকে নতুন কাপড় পরিয়ে তার জন্য দোয়া করা	৩৫০
৩৩-পুরুষদের জন্য যাকরানী রংয়ের কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ	৩৫৩
৩৪-যাকরানী রংয়ের কাপড়	৩৫৩
৩৫-লাল কাপড়	৩৫৪
৩৬-লাল 'মীসারা'	৩৫৪
৩৭-পশমযুক্ত পাকা চামড়ার জুতা	৩৫৪
৩৮-প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরবে	৩৫৫
৩৯-বাম পায়ে জুতা আগে খুলবে	৩৫৬
৪০-এক পায়ে জুতা পরে হাঁটবে না	৩৫৬
৪১-এক জুতায় দু'টি ফিতা	৩৫৬
৪২-লাল চামড়ার তাঁবু	৩৫৬
৪৩-চাটাই ইত্যাদিতে বসা	৩৫৭
৪৪-সোনার বোতামযুক্ত পোশাক	৩৫৭
৪৫-সোনার আংটি	৩৫৮
৪৬-রূপার আংটি	৩৫৮
৪৭-অনুচ্ছেদ	৩৫৮
৪৮-আংটির পাথর	৩৫৯
৪৯-লোহার আংটি	৩৬০
৫০-আংটির ওপর নকশা খোদিত করা	৩৬১
৫১-কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটি পরা	৩৬১
৫২-কোন জিনিসে সীলমোহর দেয়া	৩৬১
৫৩-অংটির পাথর হাতের ডালুর দিকে রাখা	৩৬২
৫৪-"কেউ নিজের আংটিতে তাঁর আংটির অনুরূপ নকশা করবে না"	৩৬২
৫৫-আংটিতে কি তিন লাইনে নকশা খোদাই করতে হবে	৩৬৩
৫৬-মহিলাদের আংটি পরা	৩৬৩
৫৭-মহিলাদের হার ও সুগন্ধযুক্ত কাঠের মালা পরিধান করা	৩৬৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৫৮-কণ্ঠ হার ধার নেয়া	৩৬৪
৫৯-মহিলার জন্য কানবালা	৩৬৪
৬০-শিশুদের গলার মালা	৩৬৪
৬১-যেসব পুরুষ নারীর বেশ এবং যেসব নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে	৩৬৫
৬২-নারীর বেশধারী পুরুষকে ঘর থেকে বহিষ্কার করা	৩৬৫
৬৩-গৌফ কেটে ফেলা	৩৬৬
৬৪-নখ কাটা	৩৬৬
৬৫-দাড়ি বাড়ানো	৩৬৭
৬৬-বার্ধক্য সম্পর্কিত বর্ণনা	৩৬৭
৬৭-খেয়াব সম্পর্কে	৩৬৮
৬৮-কোঁকড়ানো চুল	৩৬৯
৬৯-আঠালো জিনিস দ্বারা মাথার চুল জড়ো করা	৩৭১
৭০-মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটা	৩৭২
৭১-কেশগুচ্ছ বা বেণী	৩৭৩
৭২-মাথার চুল আংশিক কেটে ফেলা	৩৭৩
৭৩-স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে খোশবু লাগানো	৩৭৪
৭৪-চুল-দাড়িতে খোশবু দেয়া	৩৭৪
৭৫-চুল আচড়ানো	৩৭৪
৭৬-হায়েয অবস্থায় স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মাথায় চিরুনী করা	৩৭৫
৭৭-ডান পাশ থেকে চুল আচড়ানো শুরু করা	৩৭৫
৭৮-কস্তুরী সম্পর্কে	৩৭৫
৭৯-খোশবু লাগানো মুস্তাহাব	৩৭৫
৮০-খোশবু ফিরিয়ে দেয়া অনুচিত	৩৭৫
৮১-'যারীরা' নামীয় খোশবু	৩৭৬
৮২-সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য দাঁত ঘষে সরু করে ফাঁক সৃষ্টি করা	৩৭৬
৮৩-পরচুলা লাগানো	৩৭৬
৮৪-জু উপড়ে ফেলা	৩৭৮
৮৫-যে নারী পরচুলা লাগায়	৩৭৮

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৮৬-যে নারী উলকি উৎকীর্ণ করে	৩৭৯	৯৫-প্রাণীর ছবিওয়ালা ঘরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে না	৩৮৩
৮৭-যে নারী নিজ দেহে উলকি উৎকীর্ণ করায়	৩৮০	৯৬-যে ব্যক্তি চিত্রকরকে অভিসম্পাত দেয়	৩৮৪
৮৮-ছবি	৩৮১	৯৭-যে ব্যক্তি ছবি অংকন করে	৩৮৫
৮৯-কিয়ামতের দিন ছবি নির্মাতার শাস্তিভোগ	৩৮১	৯৮-জন্তুযানে কারো পেছনে আরোহন করা	৩৮৫
৯০-ছবি ভেঙ্গে ফেলা	৩৮১	৯৯-জন্তুযানের পিঠে তিনজন বসা	৩৮৫
৯১-যেসব জিনিস পদদলিত করা হয় তা ছবিযুক্ত হলে	৩৮২	১০০-মালিক কর্তৃক জন্তুযানে নিজের সামনে অন্যকে বসানো	৩৮৫
৯২-যে ব্যক্তি ছবিযুক্ত বিছানায় বসতে পসন্দ করে না	৩৮৩	১০১-জন্তুযানে পুরুষের পেছনে পুরুষের বসা	৩৮৬
৯৩-ছবিযুক্ত কাপড়ে নামায পড়া মাকরুহ	৩৮৩	১০২-জন্তুযানে মাহরাম পুরুষের পেছনে নারীর বসা	৩৮৭
৯৪-যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না	৩৮৩	১০৩-চিত হয়ে শোয়া	৩৮৭

অধ্যায়-৫০

কিতাবুল আদাব ৩৮৮

(আদব-আখলাকের বর্ণনা)

১-দয়া-অনুগ্রহ এবং সুসম্পর্ক	৩৮৮	৯-মুশরিক ভাইয়ের সাথে সুসম্পর্ক রাখা	৩৯৩
২-উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে	৩৮৮	১০-আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্যবহারের মর্যাদা	৩৯৪
৩-পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না	৩৮৯	১১-আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার গুনাহ	৩৯৪
৪-কেউ যেন নিজ পিতা-মাতাকে গালি না দেয়	৩৮৯	১২-আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্যবহারের দরুন রিয়িক বৃদ্ধি পায়	৩৯৪
৫-যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করে তার দোয়া কবুল হয়	৩৮৯	১৩-যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে	৩৯৫
৬-পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ	৩৯১	১৪-আত্মীয়তার সম্পর্ক সজীব থাকে তার প্রতি যত্নশীল থাকলে	৩৯৬
৭-মুশরিক পিতার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক	৩৯২	১৫-প্রতিদানে আত্মীয়তার হক আদায় হয় না	৩৯৬
৮-স্বামী থাকা অবস্থায় কোন মহিলার আপন মায়ের সাথে সদ্যবহার করা	৩৯৩	১৬-মুশরিক অবস্থায় আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারীর ইসলাম গ্রহণ	৩৯৬

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১৭-অন্যের শিশু কন্যার সাথে খেলা	৩৯৭	৩৭-“যে ব্যক্তি ভাল কাজের সুপারিশ করে,”	৪০৮
১৮-সন্তান-সন্তৃতিকে আদর-স্নেহ করা	৩৯৭	৩৮-নবী (স) অশালীন ছিলেন না	৪০৯
১৯-আল্লাহ তা’আলা দয়া-মায়াকে এক শত ভাগে বিভক্ত করেছেন	৩৯৯	৩৯-উত্তম নৈতিক চরিত্র ও দানশীলতা	৪১০
২০-খাবারে অংশগ্রহণের আশংকায় সন্তান হত্যা করা	৪০০	৪০-আপন পরিবারে মানুষের আচরণ কেমন হবে	৪১২
২১-শিশুদেরকে কোলে নেয়া	৪০০	৪১-ভালোবাসা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়	৪১২
২২-শিশুকে রানের উপর রাখা	৪০১	৪২-কেবল আল্লাহর জন্য ভালবাসা	৪১৩
২৩-উত্তমরূপে প্রতিশ্রুতি পালন ঈমানের অংশ	৪০১	৪৩-“হে মু’মিনগণ ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে”	৪১৩
২৪-ইয়াতীম লালন-পালনের মর্যাদা	৪০১	৪৪-গালা-গালি করা ও অভিশাপ দেয়া নিষেধ	৪১৪
২৫-বিধ্বা নারীদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা	৪০২	৪৫-যেভাবে মানুষ সম্পর্কে উক্তি করা বৈধ	৪১৭
২৬-দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা	৪০২	৪৬-গীবত বা পরচর্চা	৪১৮
২৭-মানুষ ও জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপরবশ হওয়া	৪০২	৪৭-আনসারদের মধ্যে উত্তম পরিবার	৪১৮
২৮-প্রতিবেশীর হক আদায়ের ওসিয়াত	৪০৪	৪৮-ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও সংশয়বাদীদের গীবত জায়েয	৪১৯
২৯-যে ব্যক্তির অনিষ্টকারীতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় তার গুনাহ	৪০৫	৪৯-চোগলখোরী কবীর গুনাহ	৪১৯
৩০-কোন মহিলা যেন তার প্রতিবেশিনীকে অবজ্ঞা না করে	৪০৫	৫০-চোগলখোরী অপসন্দনীয় হওয়া	৪২০
৩১-যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়	৪০৫	৫১-তোমরা মিথ্যা বলা পরিত্যাগ কর	৪২০
৩২-দরযার নৈকট্য অনুযায়ী প্রতিবেশীদের হক	৪০৬	৫২-দু’ মুখো নীতি	৪২০
৩৩-প্রতিটি ভাল কাজই সদাকা	৪০৬	৫৩-যে ব্যক্তি তার সাথী সম্পর্কে কৃত মন্তব্য তাকে অবহিত করে	৪২১
৩৪-উত্তম কথা	৪০৭	৫৪-অতিরঞ্জিত প্রশংসা অপসন্দনীয়	৪২১
৩৫-সকল কাজে নম্রতা অবলম্বন	৪০৭	৫৫-বিদ্যমান গুণেরই প্রশংসা করা উচিত	৪২২
৩৬-ঈমানদারদের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা	৪০৮	৫৬-“অবশ্যই আল্লাহ ‘আদল’ ও ইহসান করার নির্দেশ দিচ্ছেন”	৪২২
		৫৭-পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ	৪২৩
		৫৮-“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা	

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
অধিক কুখারণা পোষণ থেকে বিরত থাক”	৪২৪	৮০-“তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না	৪৪৬
৫৯-যে ধরনের খারণা পোষণ বৈধ	৪২৪	৮১-মানুষের প্রতি উৎফুল্লচিত্ত হওয়া	৪৪৮
৬০-ঈমানদার ব্যক্তি তার কৃতকর্ম গোপন রাখবে	৪২৫	৮২-মানুষের সাথে ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করা	৪৪৯
৬১-গর্ব ও অহমিকা	৪২৬	৮৩-মু'মিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দুই- বার দংশিত হয় না	৪৪৯
৬২-কারো সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা	৪২৬	৮৪-মেহমানদের হক	৪৫০
৬৩-আল্লাহর নাফরমানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ জায়েয	৪২৯	৮৫-মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	৪৫১
৬৪-বন্ধুর সাথে কি সাক্ষাত করবে	৪২৯	৮৬-মেহমানের জন্য খাবার তৈরি করা	৪৫২
৬৫-দেখা-সাক্ষাত করা	৪৩০	৮৭-অতিথির সামনে ত্রুন্ধ হওয়া	৪৫৩
৬৬-প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাতের জন্য সাজ-সজ্জা করা	৪৩০	৮৮-মেযবানকে মেহমানের একথা বলা যে, আপনি না খাওয়া	৪৫৪
৬৭-ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও ভ্রাতৃত্বচুক্তি সম্পাদন	৪৩১	৮৯-প্রবীণদের সম্মান করা	৪৫৫
৬৮-মুচকি হাসি ও সাধারণ হাসি	৪৩১	৯০-যে ধরনের কবিতা, রাজায় এবং হুদী বৈধ	৪৫৬
৬৯-“হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও”	৪৩৬	৯১-মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করা	৪৬০
৭০-সত্য সঠিক পথ	৪৩৭	৯২-কবিতা নিয়ে কারো এতটা মেতে থাকা নিন্দনীয়	৪৬১
৭১-দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করা	৪৩৭	৯৩-‘তোমার ডান হাত ধূলামলিন হোক’	৪৬২
৭২-সামনাসামনি কাউকে তিরস্কার	৪৩৮	৯৪-‘যা‘আমূ’ অর্থাৎ তারা মনে করে	৪৬৩
৭৩-যথার্থতা ছাড়াই কেউ তার মুসলমান ভাইকে কাফের বললে	৪৩৯	৯৫-একজন আরেকজনকে ‘ওয়াইলাকা’ বলা	৪৬৩
৭৪-অজ্ঞতাবশত কিংবা তাবীলের ভিত্তিতে কেউ কাফের উক্তি করলে	৪৩৯	৯৬-মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার আলামত	৪৬৭
৭৫-আল্লাহ তাআলার নির্দেশের ব্যাপারে ক্রোধ	৪৪১	৯৭-কেউ কাউকে ‘দূর হ’ বলা উচিত নয়	৪৬৮
৭৬-ক্রোধান্বিত হওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকা	৪৪৩	৯৮-কোন ব্যক্তির ‘মারহাবা’ বলা	৪৭০
৭৭-লজ্জাশীলতা	৪৪৪	৯৯-(কিয়ামতের দিন) মানুষকে পিতার নামে ডাকা হবে	৪৭১
৭৮-তোমার লজ্জা-সন্ত্রমবোধ না থাকলে	৪৪৫	১০০-‘আমার মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে’-এমন কথা না বলা	৪৭১
৭৯-দীনি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য হক কথা	৪৪৫		

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১০১-তোমরা কাল বা যুগকে গালি দিও না	৪৭২	১১৫-মুশরিকদের ডাকনাম বা উপনাম রাখা	৪৮০
১০২-‘করম’ হলো ঈমানদারের কলব বা মন	৪৭২	১১৬-পরোক্ষ বচন মিথ্যা এড়িয়ে চলার নিরাপদ উপায়	৪৮৩
১০৩-‘আমার আব্বা-আম্মা আপনার জন্য কুরবান হোক’	৪৭৩	১১৭-কারো কোন কিছু সম্পর্কে বলা যে, ‘ও কিছু না’	৪৮৪
১০৪-আল্লাহ আমাকে তোমার জন্য কুরবান করুন বলা	৪৭৩	১১৮-আসমানের দিকে চোখ তুলে দেখা	৪৮৫
১০৫-আল্লাহ তাআলার পসন্দনীয় নামসমূহ	৪৭৪	১১৯-লাঠি দ্বারা পানি ও মাটিতে আঘাত করা	৪৮৫
১০৬-‘আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার উপনামে কাউকে ডেকো না	৪৭৪	১২০-হাতে কিছু নিয়ে তার সাহায্যে মাটি খোঁচানো	৪৮৬
১০৭-‘হাযন’ জাতীয় নাম রাখা	৪৭৫	১২১-বিশ্বয়কালে তাকবীর ও তাসবীহ পড়া	৪৮৬
১০৮-সুন্দর নামে নাম পরিবর্তন করা	৪৭৫	১২২-অযথা পাথর বা টিল ছোঁড়া নিষেধ	৪৮৮
১০৯-নবীদের নামে নাম রাখা	৪৭৬	১২৩-হাঁচিদাতা ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলবে	৪৮৮
১১০-আল-ওয়ালীদ নাম রাখা	৪৭৮	১২৪-হাঁচিদাতা আলহামদুলিল্লাহ বললে তার জবাব	৪৮৮
১১১-বন্ধু ও সংগী-সাথীর নাম সংক্ষেপ করে সম্বোধন করা	৪৭৮	১২৫-হাঁচি দেয়া পসন্দনীয়, এবং হাই তোলা নিন্দনীয়	৪৮৮
১১২-জন্মের পূর্বেই শিশুর ডাকনাম স্থির করা	৪৭৯	১২৬-কিভাবে হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দিতে হবে	৪৮৯
১১৩-অন্য ডাকনাম থাকা সত্ত্বেও ‘আবু তুরাব’ ডাকনাম রাখা	৪৭৯	১২৭-হাঁচিদাতা ‘আলহামদু লিল্লাহ’ না বললে	৪৮৯
১১৪-আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে অপসন্দনীয় নাম	৪৮০	১২৮-কারো হাই আসলে সে তার মুখে হাত দিবে	৪৯০

অধ্যায়-৫১

কিতাবুল ইসতিযান ৪৯১

(প্রবেশানুমতি প্রার্থনা)

১-সালামের সূচনা	৪৯১	৩-সালাম আল্লাহ তাআলার একটি নাম	৪৯৩
২-“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নিজেদের বসত ঘর ছাড়া অপরের বসত ঘরসমূহে ঘরবাসীর অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করবে না”	৪৯২	৪-কমসংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে সালাম দিবে	৪৯৪
		৫-যানবাহনে আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে	৪৯৪

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৬-পদচারী উপবিষ্টকে সালাম দিবে	৪৯৫	২৬-“তোমরা তোমাদের নেতার	
৭-ছোটরা বড়দের সালাম দিবে	৪৯৫	সন্মানে উঠে দাঁড়াও”	৫০৮
৮-সালামের ব্যাপক প্রচলন করা	৪৯৫	২৭-মুসাফাহা করা	৫০৮
৯-পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে		২৮-দুই হাতে মুসাফাহা করা	৫০৯
সালাম দেয়া	৪৯৫	২৯-মুয়ানাকা বা কোলাকোলি করা	৫০৯
১০-হিজাবের আয়াত	৪৯৬	৩০-কেউ ডাকলে জবাবে ‘লাব্বাইকা	
১১-দৃষ্টিশক্তির কারণেই তো অনুমতি		ওয়া সাদাইকা’ বলা	৫১০
নেয়ার ব্যবস্থা	৪৯৮	৩১-বসার জন্য একজন আরেকজনকে	
১২-যৌনাঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য অঙ্গ-		উঠিয়ে দিবে না	৫১২
প্রত্যঙ্গেরও ব্যভিচার	৪৯৮	৩২-“যখন তোমাদেরকে বলা হয়,	
১৩-সালাম দেয়া ও অনুমতি		মজলিসে বসার জন্য জায়গা	
প্রার্থনা তিনবার	৪৯৯	করে দাও	৫১২
১৪-যাকে ডাকা হয়েছে সেও কি		৩৩-সবাই যেন উঠে যায়	৫১৩
অনুমতি প্রার্থনা করবে	৫০০	৩৪-দুই হাঁটু খাড়া করে পাছার	
১৫-শিশুদেরকে সালাম দেয়া	৫০০	ওপর বসা	৫১৩
১৬-পুরুষদের নারীদেরকে এবং নারীদের		৩৫-সাথীদের সামনে বালিশে হেলান	
পুরুষদেরকে সালাম দেয়া	৫০০	দিয়ে বসা	৫১৩
১৭-কে ? এ প্রশ্নের জবাবে		৩৬-কোন বিশেষ প্রয়োজনে কিংবা	
‘আমি’ বলা	৫০১	ইচ্ছাকৃতভাবে দ্রুত হাঁটা	৫১৪
১৮-সালামের জবাবে ‘আলাইকাস		৩৭-সারীর বা বিছানা	৫১৪
সালাম’ বলা	৫০১	৩৮-কাউকে বালিশ এগিয়ে দেয়া	৫১৫
১৯-যখন কেউ বলে, অমুক তোমাকে		৩৯-জুমুআর নামাযের পর	
সালাম বলেছে	৫০২	কায়লুলা	৫১৬
২০-মুসলমান ও মুশরিকদের যৌথ		৪০-মসজিদে কায়লুলা করা	৫১৬
সমাবেশে সালাম দেয়া	৫০৩	৪১-কোন কণ্ঠের সাথে দেখা	
২১-গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে তওবা		করতে গিয়ে সেখানে	
করার নিদর্শন	৫০৪	কায়লুলা করা	৫১৭
২২-যিস্মীদের সালামের জবাব		৪২-যে কোন সুবিধাজনক	
দেয়ার নিয়ম	৫০৫	পন্থায় বসা	৫১৮
২৩-মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেখা		৪৩-যিনি মানুষের সামনে গোপন	
পত্রের বিষয়বস্তু জানার জন্যে		আলাপ করেন	৫১৯
তা পড়া	৫০৫	৪৪-চিত হয়ে শোয়া	৫২০
২৪-আহলি কিতাবদের নিকট পত্র		৪৫-তৃতীয় সঙ্গীকে বাদ দিয়ে দু’জনে	
কিভাবে লিখতে হয়	৫০৭	গোপন আলাপ করবে না	৫২০
২৫-পত্রে কার নাম প্রথমে		৪৬-গোপনীয়তা রক্ষা করা	৫২১
লিখতে হবে	৫০৭	৪৭-তিনের অধিক সঙ্গী হলে দু’জনে	
		গোপনে কথা বলা	৫২১

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৪৮-দীর্ঘক্ষণ ধরে গোপন আলাপ করা	৫২১	৫১-বয়োপ্রাপ্তির পর খাতনা করা	৫২৩
৪৯-ঘুমানোর সময় ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে না	৫২২	৫২-যেসব খেলাধুলা মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখ করে	৫২৩
৫০-রাতে ঘরের দরজা বন্ধ রাখা	৫২২	৫৩-ইমারত সম্পর্কিত বর্ণনা	৫২৪

অধ্যায়-৫২

কিতাবুদ দাওয়াত ৫২৫

(দোয়ার বর্ণনা)

১-“তোমরা আমার কাছে দোয়া কর”	৫২৫	২১-কবিতার ন্যায় ছন্দবদ্ধ ভাষায় দোয়া করা অপসন্দনীয়	৫৪০
২-প্রত্যেক নবীর একটি কবুলযোগ্য দোয়া আছে	৫২৫	২২-দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করবে	৫৪০
৩-সর্বোত্তম ইসতিগফার	৫২৫	২৩-তাড়াছড়া না করলে বাপাহর দোয়া কবুল হয়	৫৪১
৪-দিনে ও রাতে নবী (স)-এর ক্ষমা প্রার্থনা	৫২৬	২৪-হাত তুলে দোয়া করা	৫৪১
৫-তওবা করা	৫২৭	২৫-কিবলামুখী না হয়ে দোয়া করা	৫৪১
৬-ডান কাত হয়ে শোয়া	৫২৮	২৬-কিবলামুখী হয়ে দোয়া করা	৫৪২
৭-পবিত্রাবস্থায় রাত্রি যাপন	৫২৮	২৭-নিজের খাদেমের দীর্ঘজীবন ও তার সম্পদের প্রাচুর্য কামনা করে নবী (স)-এর দোয়া	৫৪২
৮-শোয়ার সময় কি দোয়া পড়বে	৫২৯	২৮-চরম বিপদ ও দুর্দশার সময় দোয়া করা	৫৪২
৯-ডান গালের নীচে ডান হাত রেখে শোয়া	৫২৯	২৯-চরম দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা	৫৪৩
১০-ডান কাতে শোয়া	৫৩০	৩০-নবী (স)-এর দোয়া : হে আল্লাহ ! সুমহান বন্ধু	৫৪৩
১১-রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর যে দোয়া পড়বে	৫৩০	৩১-হায়াত ও মৃত্যুর জন্য দোয়া করা	৫৪৪
১২-শয়নকালের তাক্বীর ও তাস্বীহ	৫৩২	৩২-শিশুদের জন্য বরকতের দোয়া করা	৫৪৫
১৩-শয়নকালে আউযু বিল্লাহ পড়া	৫৩৩	৩৩-নবী (স)-এর উপর দুর্দ পাঠ করা	৫৪৬
১৪-(শয়নের পূর্বে বিছানা ঝাড়বে)	৫৩৩	৩৪-নবী (স) ছাড়া অন্যদের উপর দুর্দ পড়া যায় কি না	৫৪৭
১৫-মধ্য রাতে দোয়া করা	৫৩৪	৩৫-নবী (স)-এর উক্তি : হে আল্লাহ ! যাকে আমি কষ্ট দিয়েছি	৫৪৮
১৬-পায়খানায় যাওয়ার দোয়া	৫৩৪		
১৭-সকাল বেলা যে দোয়া পড়বে	৫৩৪		
১৮-নামাযের মধ্যে দোয়া পড়া	৫৩৫		
১৯-নামায শেষে দোয়া পড়া	৫৩৬		
২০-“আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন”	৫৩৭		

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩৬-ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৪৮	৫৩-উপত্যকা থেকে অবতরণ করতে দোয়া করা	৫৫৯
৩৭-মানুষের আধিপত্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৪৯	৫৪-সফরে গমন কিংবা সফর থেকে ফিরে আসাকালীন দোয়া	৫৫৯
৩৮-কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৫০	৫৫-বর-এর জন্য দোয়া করা	৫৬০
৩৯-জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৫১	৫৬-স্ত্রী সহবাসের দোয়া	৫৬১
৪০-সবরকম গুনাহ এবং ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৫১	৫৭-নবী (স)-এর দোয়া রব্বানা আতিনা ফিদদুনইয়া হাসানাতান	৫৬১
৪১-ভীরুতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৫২	৫৮-দুনিয়ার ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৬১
৪২-কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৫২	৫৯-বারবার দোয়া করা	৫৬২
৪৩-অতি বার্বক্যে উপনীত হওয়া থেকে	৫৫৩	৬০-মুশরিকদের জন্য বদদোয়া করা	৫৬৩
৪৪-মহামারী ও রোগ-ব্যধি দূরীকরণের জন্য দোয়া	৫৫৩	৬১-মুশরিকদের জন্য দোয়া করা	৫৬৫
৪৫-অতি বার্বক্য, দুনিয়ার ফিতনা এবং জাহান্নামের ফিতনা বা শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৫৫	৬২-নবী (স)-এর দোয়া : ইয়া আল্লাহ! "আমার পূর্বাপর সব গুনাহ ক্ষমা করুন	৫৬৫
৪৬-প্রাচুর্যের ক্ষতিকর দিক থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৫৬	৬৩-জুমুআর দিনে নির্দিষ্ট সময়ে দোয়া করা	৫৬৬
৪৭-দারিদ্রের ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৫৬	৬৪-নবী (স)-এর উক্তি : ইহুদীদের ব্যাপারে আমাদের বদদোয়া কবুল হয়	৫৬৬
৪৮-বরকতপূর্ণ অধিক সম্পদ সন্তান-সন্ততির জন্য প্রার্থনা	৫৫৭	৬৫-আমীন বলা	৫৬৭
৪৯-বরকতপূর্ণ অধিক সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা	৫৫৭	৬৬-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার মর্যাদা	৫৬৭
৫০-ইস্তেখারা করার দোয়া	৫৫৭	৬৭-সুবহানাল্লাহ পড়ার মর্যাদা	৫৬৮
৫১-উয়ুর সময়ের দোয়া	৫৫৮	৬৮-মহিমাবিত আল্লাহর নাম যিক্র করার মর্যাদা	৫৬৯
৫২-উপত্যকায় বা উঁচু জায়গায় উঠার সময়কার দোয়া	৫৫৯	৬৯-লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলা	৫৭০
		৭০-আল্লাহ তাআলার নিরানব্বই নাম	৫৭১
		৭১-বিরতি দিয়ে ওয়াজ করা	৫৭১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অধ্যায়-৩৯

كِتَابُ النِّكَاحِ

(বিবাহের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ : বিবাহ করার জন্য উৎসাহ প্রদান। যেমন : মহান আল্লাহর বাণী :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ-

“নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয় তাদেরকে তোমরা বিবাহ কর।”

-(সূরা আন নিসা : ৩)

৬৭৯. - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ تَقَالُوْهَا فَقَالُوا وَإَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلَّى اللَّيْلِ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لِكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي .

৪৬৯০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন ব্যক্তির একটি দল নবী (স)-এর স্ত্রীগণের কাছে তাঁর এবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আগমন করে। তাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তাদের কাছে এ এবাদতের পরিমাণ কম মনে হল এবং তারা বলল : আমরা নবীর সমকক্ষ হই কি করে, যাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে ! তাদের মধ্যকার একজন বলল : আমি হামেশা রাতভর নামায পড়ব। অপরজন বলল : আমি সারা বছর রোযা রাখব এবং কখনও রোযাহীন থাকব না (বিরতি দেব না)। তৃতীয়জন বলল, আমি সর্বদা নারীদের ত্যাগ করব এবং কখনও বিবাহ করব না। অতপর নবী (স) তাদের কাছে আসলেন এবং বললেন : তোমরাই কি এই এই কথা বলেছ ? আল্লাহর কসম ! আমি আল্লাহর প্রতি তোমাদের চেয়ে বেশী অনুগত এবং তাঁকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি রোযা রাখি আবার বিরতিও দেই, রাতে নামাযও পড়ি, ঘুমও যাই এবং মহিলাদের বিবাহও করি। সুতরাং যারা আমার সূনাতের প্রতি বিরাগ হবে, তারা আমার অনুসারী নয়।

৬৭৯। - عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ

خِفْتُمْ إِلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرِبَاعًا فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ الْأَتَعُولُوا قَالَتْ يَا ابْنَ أُمَّ أَتِئْتُمُنِي تَكُونُنَّ فِي حَجْرٍ وَلِيَّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَىٰ مِنْ سُنَّةِ صِدَاقِهَا فَتَهْوُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْمِلُوا الصِّدَاقَ وَأَمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ .

৪৬৯১. যুহরীয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরওয়া (র) অবহিত করেছেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন : “যদি তোমরা আশংকা কর যে, তোমরা ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের পসন্দ হয়, তাদের দুই-দুই, তিন-তিন বা চার-চারজনকে বিবাহ করো। কিন্তু তোমাদের যদি আশংকা হয় যে, তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে একজন স্ত্রীই গ্রহণ করো কিংবা তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাসীকে। অবিচার থেকে বাঁচার ইহাই অধিকতর সঠিক পন্থা” (সূরা আন নিসা : ৩)। আয়েশা (রা) বলেন, হে আমার ভাগ্নে ! (এ আয়াত নাযিলের প্রসঙ্গ হচ্ছে) কোন ইয়াতীম বালিকা তার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আছে। সে তার সম্পদ ও রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট, কিন্তু তাকে তার প্রাপ্যের তুলনায় কম মোহরে বিবাহ করতে চায়। সুতরাং তাদেরকে (অভিভাবকদেরকে) এ ইয়াতীম বালিকাদের তাদের পূর্ণ মোহর প্রদান করে এবং তাদের প্রতি ইনসাফ করে বিবাহ করতে বলা হয়েছে। অন্যথায় তাদেরকে এদের ছাড়া অন্য মহিলাদের বিবাহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২-অনুচ্ছেদ ৪ নবী (স)-এর বাণী : “যার বিবাহ করার সামর্থ আছে সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ তাকে দৃষ্টি অবনত রাখতে এবং যৌন অনাচার থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করবে।” আর যে ব্যক্তির বিবাহের দরকার নেই, সে বিবাহ করবে কিনা ?

৬৭২- عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنَا فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلِيَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تَزُوجَكَ بِكُرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَيَّ هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَإِنَّتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .

৪৬৯২. আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। উসমান (রা) তাঁর সাথে মিনাতে সাক্ষাত করে বলেন : ও আবু

আবদুর রহমান ! আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। তাঁরা উভয়ে এক পাশে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। অতপর উসমান (রা) বললেন : ও আবু আবদুর রহমান ! আমি কি আপনার সাথে একটি কুমারী মেয়ের বিবাহ দিব, যে আপনাকে আপনার অতীত স্মরণ করিয়ে দিবে ? যখন আবদুল্লাহ (রা) দেখল যে, তাঁর এ ব্যাপারে কোন প্রয়োজন নেই, তখন তিনি আমাকে ইশারায় ডেকে বললেন, হে আলকামা ! আমি তাঁর নিকট পৌঁছলে তিনি বলতে লাগলেন : তখন আমি তাকে (উসমানের প্রস্তাবের ব্যাপারে) বলতে শুনলাম, যেহেতু তুমি আমাকে সে কথা বলেছ, সুতরাং শুনে রাখ, নবী (স) আমাদেরকে বললেন : হে যুব সম্প্রদায় ! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে এবং যে বিবাহের সামর্থ রাখে না সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযা তার যৌন ক্ষমতাকে হ্রাস করে।

৩-অনুচ্ছেদ : যে বিবাহ করার সামর্থ রাখে না, সে যেন রোযা রাখে।

৬৭২ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا تَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَاءَةِ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .

৪৬৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, যুবক বয়সে আমরা নবী (স)-এর সাথে ছিলাম, আমাদের কোন সম্পদ ছিল না। রসূলুল্লাহ (স) আমাদের বললেন : হে যুবসমাজ ! যে বিবাহের সামর্থ রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ (পর স্ত্রী দর্শন থেকে) দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং যৌন জীবনকে সংযমী করে। আর যার সামর্থ নেই সে যেন রোযা রাখে, কেননা রোযা তার যৌন কামনা কমিয়ে দেয়।”

৪-অনুচ্ছেদ : একাধিক স্ত্রী গ্রহণ।

৬৭৪ - عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسْرِفٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعَشَهَا فَلَا تُزَعِّزْ عَوْهَا وَلَا تُزَلِّزْ لُؤْهَا وَارْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ .

৪৬৯৪. আতা (র) বলেছেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রা)-এর সাথে ‘সারিফ’ নামক স্থানে মায়মূনা (রা)-এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন : ‘ইনি হচ্ছেন রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী। সুতরাং তোমরা যখন তাঁর লাশ উঠাবে তখন যেন জোরে ধাক্কা না দাও এবং নাড়াচাড়া না করো, বরং আস্তে আস্তে নিয়ে চলবে। নবী (স)-এর নয়জন (স্ত্রী) ছিলেন এবং তিনি তাদের মধ্যে আটজনের সাথে পালাক্রমে রাত যাপন করতেন। (তাদের মধ্যে মায়মূনাও ছিলেন) কিন্তু একজনের ওখানে রাত্রি যাপনের পালা ছিল না।’

১. হযরত সাওদা (রা) বার্ষিকের কারণে নিজের ভাগের পালা স্বৈচ্ছায় হযরত আয়েশা (রা)-কে দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর প্রাপ্য পালার দিন নবী (স) আয়েশার সঙ্গে কাটাতেন।

৬৭৫ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ .

৪৬৯৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক রাতে তাঁর সকল স্ত্রীর নিকট গমন করতেন। তাঁর নব্বই স্ত্রী ছিল।

৬৭৬ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتَ لَا قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً .

৪৬৯৬. সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র) বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বিবাহ করেছ কি? আমি জবাব দিলাম, না। তিনি বললেন, তুমি বিবাহ করো। কেননা যিনি এ উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি [মুহাম্মদ (স)] ছিলেন তাঁর অধিক সংখ্যক স্ত্রী ছিল।

৫-অনুচ্ছেদ : যদি কেউ কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে অথবা কোন সৎকাজ করে, তবে সে তার নিয়াত অনুসারে সওয়াব পাবে।

৬৭৭ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَمَلُ بِالنَّبِيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ .

৪৬৯৭. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন : কাজের ফলাফল নিয়াতের ওপরে নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়াত অনুসারে প্রতিফল পাবে। সুতরাং যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (স)-এর সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করবে, তার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য। আর যে পার্থিব স্বার্থের জন্য হিজরত করবে অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, সে ঐ প্রতিফলই পাবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে। ২

৬-অনুচ্ছেদ : দরিদ্র ব্যক্তিকে বিবাহ, যার সাথে কুরআন ও ইসলাম আছে। (এ প্রসংগে) সাহল ইবনে সাদ (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬৭৮ - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْآنَ نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ .

৪৬৯৮. ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে জিহাদ করতাম এবং আমাদের সাথে আমাদের স্ত্রীগণ থাকত না। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি খাসী (ছিন্মুঞ্চ) হয়ে যাব? নবী (স) আমাদেরকে ছিন্মুঞ্চ হতে নিষেধ করেন।

২. ফলাফল কাজ দেখে সে অনুসারে হবে না, বরং কাজ করার পেছনে যে নিয়াত ছিল তদনুযায়ী ফল পাওয়া যাবে। কেননা একই কাজ বিভিন্ন লোক বিভিন্ন নিয়াতে করে থাকে।

কিতাবুন নিকাহ

৭-অনুচ্ছেদ : যদি কেউ তার মুসলিম ভাইকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীগণকে দেখে যাকে পসন্দ করো, আমি তাকে তোমার জন্য তালাক দিয়ে দেব (তবে এ ব্যাপারে কি নির্দেশ রয়েছে ?) আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬৭৭ - عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَأَخَى النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ ابْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ وَعِنْدَ الْأَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دَلُونِي عَلَى السُّوقِ فَاتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئاً مِنْ أَقِطٍ وَشَيْئاً مِنْ سَمْنٍ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضُرٌّ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهَيْمُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً قَالَ فَمَا سَقَتْ قَالَ وَزَنَ نَوَاةً مِنْ زَهَبٍ قَالَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৪৬৯৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) (হিজরত করে মদীনা) আসলে নবী (স) তাঁর এবং সাদ ইবনে রাবী আল-আনসারী (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। এই আনসারীর দু'জন স্ত্রী ছিল। সাদ (রা) আবদুর রহমানকে বললেন, আমার স্ত্রী এবং সম্পদ এতদুভয়ের অর্ধেক তুমি নিয়ে নাও। তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ আপনার স্ত্রী ও সম্পদে বরকত দান করুন। আপনি দয়া করে আমাকে বাজার দেখিয়ে দিন। অতপর আবদুর রহমান (রা) বাজারে গেলেন এবং পনির ও মাখনের ব্যবসা করে মুনাফা করলেন। কিছু দিন পরে নবী (স) তাঁর শরীরে (পোশাকে) হলুদের রং দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার হে আবদুর রহমান ! তিনি জবাব দিলেন : আমি এক আনসারী রমণীকে বিবাহ করেছি। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, কত মোহর দিয়েছ ? তিনি বললেন, এক উকিয়া (আনুমানিক তিন তোলা) স্বর্ণ দিয়েছি। নবী (স) বললেন : বিবাহভোজের ব্যবস্থা করো, একটা বকরী দিয়ে হলেও।

৮-অনুচ্ছেদ : বিবাহ না করা এবং খাসী হওয়া নিন্দনীয়।

৬৭০০ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبْتَلِ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا .

৪৭০০. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেছেন : নবী (স) উসমান ইবনে মাযউন (রা)-কে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। যদি নবী (স) তাকে অনুমতি দিতেন তবে আমরা খাসী হয়ে যেতাম।^৩

৩. সাদের মন্তব্য 'আমরা খোজা বা খাসী হয়ে যেতাম' দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, সত্যিই তিনি খাসী হয়ে যেতেন। কেননা তা ইসলামে হারাম। এর দ্বারা তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় আনন্দস্কৃতি থেকে বিরত থাকার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

১৭০১- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ عَلَيَّ عُثْمَانَ وَلَوْ آجَزَ لَهُ التَّبَتُّلُ لَأَخْتَصِمْنَا .

৪৭০১. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) উসমান ইবনে মাযউন (রা)-কে তা (বিবাহ না করা) থেকে বারণ করেছেন। তিনি তাকে বিবাহ থেকে বিরত থাকার অনুমতি দিলে আমরা খাসী হয়ে যেতাম।

১৭০২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَغْرُوْهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَوَلَّيْنَا لَنَا شَيْءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثُّوبِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .

৪৭০২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন : আমরা নবী (স)-এর সাথে জিহাদ করতাম এবং আমাদের সাথে কিছুই (স্ত্রী) থাকত না। আমরা আরয় করলাম : আমরা কি খাসী হয়ে যাব ? তিনি আমাদের তা থেকে নিষেধ করলেন এবং আমাদেরকে কোন মহিলার সাথে একখানা কাপড়ের বিনিময় মুতআ^৪ বিবাহ করার অনুমতি দিলেন এবং আমাদের নিম্নোক্ত আয়াত শুনালেন : “হে ঈমানদারগণ ! যে পবিত্র জিনিসগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তোমরা সেগুলোকে হারাম করো না এবং সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পসন্দ করেন না।”-(সূরা আল মায়েরা : ৮৭)

১৭০৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنْتَ وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِمِ عَلَيَّ ذَلِكَ أَوْ ذَرِّ .

৪৭০৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমি একজন যুবামানুষ এবং আমি অবৈধ যৌন সংযোগের আশংকা করি। আমার বিবাহ করার সামর্থ্যও নেই। নবী (স) আমার কথায় নিরুত্তর থাকলেন। তাই আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করলাম। এবারও তিনি চুপ থাকলেন। অতপর (তৃতীয়বারও) আমি আবারও আমার কথার অবতারণা করলাম ; এবারও তিনি নিরুত্তর থাকলেন। অতপর (চতুর্থবারে) এ কথার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি মুখ খুললেন এবং বললেন : হে আবু হুরাইরা ! তোমার

৪. মুতা বিবাহ জাহেলী যুগের একটি প্রথা, যা প্রথম দিকে জায়েয ছিল। কিন্তু খায়বার যুদ্ধকালে এটা চিরদিনের জন্য হারাম করা হয়েছে।

ভাগ্যলিপি বন্ধ হয়ে কলমের কালি শুকিয়ে গেছে। সুতরাং চাই তুমি খাসী হও বা না হও (তাতে কিছু যায় আসে না)।

৯-অনুচ্ছেদ : কুমারী মেয়ের পাণি গ্রহণ। ইবনে আবু মুলাইকা বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন : আপনি ছাড়া আর কোন কুমারী রমণীকে নবী (সা) বিবাহ করেননি।

৬৭০৪- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلَتْ وَادِيًا وَفِيهِ شَجْرَةٌ قَدْ أَكَلَ مِنْهَا وَوَجَدَتْ شَجْرَةً لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا فِي أَيِّهَا كُنْتُ تُرْتَعُ بَعِيرِكَ قَالَ فِي الَّتِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا تَعْنِي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكَرًا غَيْرَهَا .

৪৭০৪. আয়েশা (রা) বলেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! মনে করুন, আপনি এমন একটি উপত্যকায় গিয়ে অবতরণ করলেন, যেখানে এমন একটি গাছ আছে যার অংশবিশেষ পূর্বেই খাওয়া হয়ে গেছে। অতপর আপনি এমন বৃক্ষ পেলেন যার কিছুই খাওয়া হয়নি, এর মধ্যে কোন বৃক্ষের তলে আপনার উট চরাবেন? নবী (স) বললেন, যে বৃক্ষের কিছুই খাওয়া হয়নি সেখানেই আমার উট চরাবো। আয়েশা (রা) বুঝতে চাইলেন যে, নবী (স) তিনি ছাড়া আর কোন কুমারী রমণীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি।

৬৭০৫- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُرَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةٍ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَاكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ .

৪৭০৫. আয়েশা (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, দু'বার আমাকে স্বপ্নযোগে তোমাকে দেখানো হয়েছে। এক ব্যক্তি তোমাকে রেশমী বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছিল এবং আমাকে লক্ষ্য করে বলছিল : এ হচ্ছে আপনার স্ত্রী। আমি তখন কাপড়ের পর্দা খুললাম এবং দেখলাম যে, তুমি (রয়েছ)। তখন আমি বললাম, এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তবে তিনি তা অবশ্যই সত্যে পরিণত করবেন।

১০-অনুচ্ছেদ : পরিণত বয়স্কা (তালাকপ্রাপ্তা অথবা বিধবা) রমণীকে বিবাহ করা। উম্মে হাবীবা (রা) বলেন : নবী (স) আমাকে বললেন, আমার সাথে তোমাদের কন্যা অথবা বোন বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব করো না।

৬৭০৬- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ فَتَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ فَالْحَقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَخَسَسَ

৫. অর্থাৎ তাকদীরে যা লেখা আছে, তা ঘটা অবশ্যজ্ঞাবী। সুতরাং ছিন্নমুস্ক হওয়া বা না হওয়ায় কিছুই যায় আসে না বলে এটা করা অর্থহীন।

بَعِيرِي بِعَنْزَةٍ كَأَنْتَ مَعَهُ فَأَنْطَلِقَ بِعَيْرِي كَأَجُودٍ مَا أَنْتَ رَأَى مِنَ الْإِبِلِ
فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا يُعَجِّلُكَ قُلْتُ كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرسٍ قَالَ
بِكْرٌ أَمْ ثَيْبٌ قُلْتُ ثَيْبٌ قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا
زَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ أَمْهَلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ
الشَّعْثَةَ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةَ -

৪৭০৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা নবী (স)-এর সঙ্গে এক জিহাদ থেকে ফিরে আসছিলাম। আমি আমার ধীরগতি উটটিকে দ্রুত চালাতে চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় আমার পেছন থেকে একজন আরোহী এসে আমার উটটির পেছনে তার বর্শা দ্বারা খোঁচা দিলে এটা এত দ্রুত গতিতে চলতে আরম্ভ করল, যেমন সকল ভাল ভাল উটকে তুমি চলতে দেখেছ। (তাকিয়ে দেখি) তিনি নবী (স)। তিনি বললেন : তোমার এত তাড়া কিসের ? আমি উত্তর দিলাম : আমি সদ্য বিবাহিত। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি কুমারী বিয়ে করেছ না বয়স্কা বিধবা ? আমি উত্তর দিলাম : বয়স্কা বিধবা। তিনি পুনরায় বললেন : তুমি কোন কুমারী মেয়েকে কেন বিবাহ করলে না, যাতে তুমি তার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারতে, আর সেও তোমার সাথে ? বর্ণনাকারী বলেন, আমরা (মদীনায়) প্রবেশোদ্যত হলে নবী (স) বললেন : তোমরা অপেক্ষা কর এবং রাতে (মদীনা) প্রবেশ কর। যাতে স্বামীর অনুপস্থিতির কারণে কেশ বিন্যাসহীনা মহিলা তার অবিন্যস্ত কেশবিন্যাস করে নিতে পারে এবং (নাভীর নীচের) লোম পরিষ্কার করে নিতে পারে।

৪৭০৭. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ تَزَوَّجْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَا تَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيْبًا فَقَالَ مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا فَذَكَرْتُ
ذَلِكَ لِعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ عَمْرٍو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ لِي
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلَّا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ .

৪৭০৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন : আমি বিবাহ করলে রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন, তুমি কি ধরনের মেয়ে বিয়ে করেছ ? আমি নিবেদন করলাম, বয়স্কা (সায়িয্বা) নারী বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, কুমারী মেয়ে এবং তাদের ক্রীড়ার প্রতি কি তোমার আকর্ষণ নেই ? আমি (অধঃস্তন রাবী) এ ঘটনা আমার ইবনে দীনারকে জানালে তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (সা) আমাকে বলেছেন : তুমি কেন কোন কুমারী মেয়ের পাণি গ্রহণ করলে না, যাতে তুমি তার সাথে খেলা রং-তামাশা করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে খেলা করতে পারত ?

১১-অনুচ্ছেদ : বয়স্ক পুরুষের সাথে নাবালগ মেয়ের বিবাহ।

৪৭০৮. عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ فَقَالَ أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلَالٌ .

৪৭০৮. উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আবু বাকর (রা)-এর কাছে [আয়েশা (রা)-এর বিবাহের] প্রস্তাব করলেন। আবু বাকর (রা) বললেন, কিন্তু আমি তো আপনার ভাই। নবী (স) বললেন, আপনি আমার আল্লাহর দীনের ও কিতাবের ভাই, তাই সে (আয়েশা) আমার জন্য হালাল। ৬

১২-অনুচ্ছেদ : কোন্ ধরনের নারী বিবাহ করা উচিত এবং কোন্ ধরনের নারী উত্তম। নিজের সন্তান ধারণের জন্য কোন্ ধরনের নারী বেছে নেয়া মুস্তাহাব, তবে তা বাধ্যকর নয়।

৪৭০৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْأَيْلَ صَالِحُ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ .

৪৭০৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন : সর্বোত্তম মহিলা হচ্ছে উষ্টারোহিণী এবং সতী-সাক্ষী হচ্ছে কুরাইশ মহিলারা। তারা সন্তানের প্রতি তাদের বাল্যকালে খুবই স্নেহবৎসল এবং তাদের স্বামীদের সম্পত্তির যত্নবান রক্ষক।

১৩-অনুচ্ছেদ : ক্রীতদাসীদের গ্রহণ (তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন) এবং যে ব্যক্তি দাসীকে আযাদ করে বিবাহ করে।

৪৭১০. عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَحَسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَحَسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَإَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمَّنْ بِنَبِيِّهِ وَأَمَّنْ بِئِي فَلَهُ أَجْرَانِ وَإَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ .

৪৭১০. আবু বুরদা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি [আবু মুসা আশয়ারী (রা)] বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যার কাছে ক্রীতদাসী আছে এবং সে তাকে প্রয়োজনীয় বিষয় এবং ভাল আচার-ব্যবহার ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, অতপর তাকে আযাদ করে বিবাহ করে, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। আহলে কিতাব-এর যে ব্যক্তি নিজের নবী এবং আমার ওপর ঈমান আনে তার জন্যও দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। আর যে গোলাম স্বীয় মনিব এবং তার মহান প্রতিপালকের হক যথাযথভাবে আদায় করে, তার জন্যও দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে।

৬. হযরত আবু বাকর (রা) মনে করেছিলেন যে, ভ্রাতৃস্পৃহীর সাথে কি করে বিবাহ হতে পারে? দীনি ভাইর ক্ষেত্রে এটা প্রয়োজ্য নয়। সুতরাং হযরত আবু বাকর (রা) এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। এ সময় হযরত আয়েশার বয়স ছিল মাত্র ছ' বছর। এ হাদীসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাল্য বিবাহ বৈধ প্রমাণ করা।

৪৭১১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ بَيْنَمَا إِبْرَاهِيمُ مَرٌّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَأَعْطَاهَا هَاجِرَ قَالَتْ كَفَّ اللَّهُ يَدَ الْكَافِرِ وَأَخَذَ مِنِّي أُجْرَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَتِلْكَ أُمَّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ .

৪৭১১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : ইবরাহীম (আ) তিনবার ছাড়া কখনও মিথ্যা বলেননি। ৭ একদা তিনি তাঁর স্ত্রী সারা (রা)-সহ এক অত্যাচারী শাসকের দেশ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। অতপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। সে (বাদশাহ) সারাকে তার সেবার জন্য হাজারকে দান করে। তিনি বললেন, আল্লাহ কাফের থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন, বরং সে আমার খেদমতের জন্য আজার (হাজেরা)-কে দিয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, হে আকাশের পানির সন্তানেরা (আরবের লোক) ! এ হাজারই তোমাদের মা।

৪৭১২- عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتُ حَبِيبٍ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَليْمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ أَمْرًا بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَى فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَليْمَتَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ أَخَذَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ .

৪৭১২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) খায়বার ও মদীনড়র মাঝখানে তিন দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে হুয়াইয়ের কন্যা সাফিয়্যার সাথে বাসর রাত্রি যাপন করেন। (আনাস বলেন) আমি মুসলমানদের তাঁর বিবাহ ভোজের দাওয়াত দেই। সেই ভোজে না রুটি ছিল, না গোশত। নবী (স) দস্তুরখান বিছাবার নির্দেশ দিলেন। অতপর তাতে খেজুর, পনির ও ঘি ঢেলে দেয়া হল। এটাই ছিল তাঁর বিবাহভোজ। মুসলিমরা বলাবলি করল, তিনি (সাফিয়্যা) কি উম্মুহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্যে গণ্য হবেন, না তাঁর দাসী হিসেবে? অতপর তারা বললেন, যদি তিনি সাফিয়্যার পর্দার ব্যবস্থা করেন তাহলে তিনি মু'মিন জননীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, আর পর্দার ব্যবস্থা না করা হলে তাঁর ক্রীতদাসী হিসেবে গণ্য হবেন। যখন নবী (স) সেখান থেকে রওয়ানা করলেন, সাফিয়্যার জন্য উটের পেছনে জায়গা করলেন এবং তার ও লোকদের মাঝে পর্দার ব্যবস্থা করলেন।

৭. এই হাদীস সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আঘিয়া, ৬০নং টীকা এবং রাসায়েল ও মাসায়েল, ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড।-সম্পাদক

১৪-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি দাসীর দাসত্বমুক্তিকে তার মোহর হিসেবে গণ্য করে।

৬৭১৩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا.

৪৭১৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সাফিয়াকে আযাদ করলেন এবং তাঁর দাসত্বমুক্তিকে তার মোহর হিসেবে গণ্য করলেন।

১৫-অনুচ্ছেদ : অভাবগস্ত ব্যক্তির বিবাহ (জায়েয)। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন : “যদি তারা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ আপন অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেবেন।”-(সূরা আন নূর : ৩২)

৬৭১৪- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرَأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوْجُنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِذْهَبِ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْظِرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِّنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِّنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَهُ فَدَعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدُهَا فَقَالَ تَقْرَأُ هُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذْهَبِ فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .

৪৭১৪. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী (স)-এর কাছে এসে বলল : হে আল্লাহর রসূল ! আমি নিজেকে আপনার কাছে হেবা (দান) করার

জন্য এসেছি (অর্থাৎ মোহর ছাড়াই আপনার সাথে বিবাহ বসতে চাই)। নবী (স) তার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তিনি মহিলার দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করলেন এবং তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন, অতপর দৃষ্টি নীচু করলেন। মহিলা যখন দেখতে পেল, নবী (স) কিছু বলছেন না, তখন সে বসে পড়ল। নবী (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে বলেন : হে আল্লাহর রসূল ! আপনার যদি এ মহিলার কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) তাকে সুধালেন : তোমার কাছে (তাকে দেয়ার মত) কিছু আছে কি ? তিনি উত্তর দিলেন : আল্লাহর কসম ! হে আল্লাহর রসূল ! না (কিছুই নেই)। নবী (স) তাকে বললেন : তুমি তোমার পরিবারে ফিরে যাও এবং দেখ, কোন কিছু পাও কি না। তিনি গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন : আল্লাহর শপথ ! না আমি কিছুই পেলাম না। নবী (স) বললেন, দেখ অন্তত একটি লোহার আংটি পাওয়া যায় কি না। তিনি পুনরায় গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন : হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহর শপথ একটি লোহার আংটিও পেলাম না, কিন্তু আমার এ তহবন্দটি আছে। সাহল (রা) বলেন, তার কাছে কোন চাদর ছিল না। লোকটি বললেন, অর্ধেক কাপড় তার। আল্লাহর নবী (স) বললেন, সে তোমার তহবন্দ দিয়ে কি করবে ? যদি তুমি তা পরিধান করো তবে সে উলঙ্গ থাকবে। আর সে তা পরিধান করলে তুমি উলঙ্গ থাকবে। অতপর লোকটি দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলেন, তারপর উঠে যেতে লাগলেন। নবী (স) তাকে ফিরে যেতে দেখে ডাকার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে ডাকা হল। তিনি ফিরে এলে রসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কি পরিমাণ কুরআন মুখস্থ আছে ? তিনি বললেন, অমুক অমুক সূরা আমার মুখস্থ আছে এবং তা গণনা করলেন। নবী (স) বললেন, এগুলো কি তোমার ভালো করে মুখস্থ আছে ? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। নবী (স) বললেন : যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্থ আছে, তা শিখিয়ে দেয়ার বিনিময়ে এ মহিলাকে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম।

১৬-অনুচ্ছেদ : পাত্র-পাত্রীর একই ধর্মাবলম্বী হওয়া এবং আল্লাহর বাণী : “এবং তিনিই পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন ; অতপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তোমাদের প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।”-(সূরা আল ফোরকান : ৫৪)

৬৭১০- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا فَأَنكَهَهُ بِبَنَاتِ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتِ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ ﷺ زَيْدًا وَكَانَ مِنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَدَّ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ وَمَوَالِيكُمْ فَرْتُوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلَى وَأَخًا فِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سَهْلِ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيَّ وَهِيَ امْرَأَةٌ أَبِي

حَدِيثُ بِنِ عُنْتَبَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا
وَلَدًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

৪৭১৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হুযাইফা ইবনে উতবা ইবনে রবীয়া ইবনে আবেদে শামস—যিনি নবী (স)-এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন—সালেমকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি তার সাথে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী ওলীদ ইবনে উতবা ইবনে রবীয়ার কন্যা হিন্দকে বিবাহ দেন। সে (সালেম) ছিল জনৈক আনসারী মহিলার মুক্তদাস। যেমন নবী (স) য়ায়েদ (রা)-কে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জাহিলী যুগের প্রথা ছিল যে, কেউ যদি কাউকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করত, তবে লোকেরা তাকে ঐ ব্যক্তির পুত্র হিসেবে ডাকত এবং সে ঐ ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিসও হতো। অবশেষে আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন : “তাদেরকে (পালক-পুত্রদেরকে) তাদের (জন্মদাতা) পিতার নামে ডাকো তোমাদের আযাদ করা গোলাম”-(৩৩ : ৫)। এরপর থেকে তাদেরকে (জন্মদাতা) পিতার নামেই ডাকা হয়। যদি তার পিতার সন্ধান না পাওয়া যেত তবে তাকে মাওলা এবং দীনি ভাই বলে ডাকা হতো। পরবর্তীতে আবু হুযাইফা (রা) ইবনে উতবার স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহাইল ইবনে আমর আল কুরাশী আল আমেরী নবী (স)-এর নিকট এসে আরখ করলেন : হে আল্লাহর রসূল ! আমরা সালেমকে আমাদের পুত্র মনে করতাম। এখন আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন, তাতো আপনিই জানে। অতপর (অধঃস্তন রাবী) হাদীসের অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করেন।

٤٧١٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ
فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكَ أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا
حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقَوْلِي اللَّهُمَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي وَكَأَنْتَ تَحْتَ الْمِقْدَادِ
بْنِ الْأَسْوَدِ .

৪৭১৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দুবায়্যা বিনতে যুবায়ের-এর বাড়িতে গিয়ে তাকে বললেন : সম্ভবত তুমি হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা করেছ। তিনি বলেন, (হাঁ), তবে আল্লাহর কসম ! আমি খুবই অসুস্থবোধ করছি। তিনি (স) বললেন : তুমি হজ্জ কর এবং এই শর্ত করে বল, হে আল্লাহ ! আমি ইহরাম ঐখানে খুলব, যেখানে তুমি আমাকে আটক করবে। তিনি (দুবায়্যা) ছিলেন মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা)-এর স্ত্রী।^৮

٤٧١٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا

৮. অনুচ্ছেদের সাথে এ হাদীসের সম্পর্ক এই যে, মিকদাদ (রা) দুবায়্যা (রা) থেকে বংশ মর্যাদায় সমকক্ষ ছিলেন না। যদি বিবাহে বংশ মর্যাদা সমান হওয়া শর্ত হতো তবে এ বিবাহ জায়েয হতো না। অতএব ‘কুফু’ দ্বারা পাত্র-পাত্রীর একই দীনত্ব হওয়া বুঝানো হয়েছে।

وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .

৪৭১৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : কোন মহিলাকে বিবাহ করার সময় চারটি বিষয় বিবেচ্য : তার ধন-সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য এবং তার দীনদারী। সুতরাং তোমার দীনদার মহিলাই বিবাহ করা উচিত (অন্যথায়) তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।^৯

٤٧١٨- عَنْ سَهْلِ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشْفَعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشْفَعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا .

৪৭১৮. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি বললেন, তোমরা এ লোকটি সম্পর্কে কি বল ? তারা বলেন : যদি সে বিবাহের প্রস্তাব করে তবে তা গ্রহণ করা হয়, যদি সে (কারো জন্য) সুপারিশ করে তবে তা মঞ্জুর করা হয় এবং সে যদি কথা বলে তবে তা শোনা হয়। রাবী বলেন, অতপর নবী (স) চুপ করে থাকলেন, ইত্যবসরে একজন গরীব মুসলমান সেখান দিয়ে অতিক্রম করল। নবী (স) বললেন : এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা কি বল ? তারা বললেন : সে যদি কোথাও বিবাহের প্রস্তাব করে, তবে তার সাথে বিবাহ দেয়া হয় না যদি সে কোন সুপারিশ করে তবে তা মঞ্জুর করা হয় না এবং সে যদি কোন কথা বলে তবে তা শোনা হয় না। নবী (স) বললেন : পৃথিবী ভর্তি ঐসব ধনীর চেয়ে এ গরীব মুসলমান অধিক শ্রেয়।

১৭-অনুচ্ছেদ : (বিবাহের ক্ষেত্রে) সম্পদের সমতা (জরুরী নয়) এবং ধনী মহিলার সাথে দরিদ্র ব্যক্তির বিবাহ (জায়েয)।

٤٧١٩- عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَتْ يَا ابْنَ أُمَّ هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِيهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا فَتَنْهَوُا عَنْ نِكَاحِهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي أَكْمَالِ الصَّدَاقِ وَأَمْرُوا بِنِكَاحِ

৯. হাদীসের শেষাংশের বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা আছে। তারিখাত ইয়াদাকা—তোমার হাত ধূলিমলিন হোক অর্থাৎ বরকতে পূর্ণ হোক। অথবা প্রাণান্তকর চেষ্টা করে হলেও দীনদার স্ত্রী গ্রহণ কর।—সম্পাদক

مَنْ سَوَاهُنَّ قَالَتْ وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فَانزَلَ اللَّهُ
يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى وَتَرَعِبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فَانزَلَ اللَّهُ لَهُمْ أَنْ
الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِي
أَكْمَالِ الصَّدَاقِ وَإِذَا كَانَتْ مَرَعُوبَةً عَنْهَا فِي قَلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكَوْهَا
وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرَعِبُونَ عَنْهَا
فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوْهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوْهَا
حَقَّهَا الْأَوْفَى فِي الصَّدَاقِ .

৪৭১৯. ইবনে শিহাব (র) বলেন, উরওয়া (র) আমাকে অবহিত করেছেন। তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন : “তোমরা যদি আশংকা করো যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না।” আয়েশা (রা) বলেন, হে ভাগ্নে ! এ আয়াত ঐ ইয়াতীম বালিকা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে তার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আছে এবং সে তার রূপ-সৌন্দর্য ও সম্পদের প্রতি আগ্রহী। সে তাকে কম মোহর প্রদানে (বিবাহ করতে) ইচ্ছুক। ঐ ইয়াতীম বালিকাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা ন্যায্যনুগভাবে তাদের পূর্ণ মোহর দেয়। অন্যথায় তাদেরকে এদের ছাড়া অন্য মেয়েদের বিবাহ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, পরবর্তীকালে লোকেরা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ফতোয়া চাইলে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন : “লোকে তোমার নিকট স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে ব্যবস্থা দিচ্ছেন অথচ তোমরা তাদের বিবাহ করার আগ্রহ পোষণ করো”-৪ : ১২৭)। (যার অর্থ হচ্ছে) ইয়াতীম বালিকা বংশীয়, সুন্দরী ও ধনবতী হলে অভিভাবকগণ তাকে বিবাহ করতে উদগ্রীব হতো। তারা এদের পূর্ণ মোহর দিয়ে বিবাহ করতো। আর তারা এদের ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্যের কমতির কারণে বিবাহ করতে আগ্রহী হতো না। তখন তারা তাদের বাদ দিয়ে অন্য মহিলাদের বিবাহ করত। আয়েশা (রা) বলেন, তারা যখন এদের মধ্যে স্বার্থ পেত না, তখন এদের ত্যাগ করত। এ কারণে তাদেরকে স্বার্থের বেলায় পূর্ণ ইনসাফ কয়েম করা এবং পুরাপুরি মোহর আদায় করা ছাড়া তাদেরকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়। আয়েশা (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যা একথা বলেন।

১৮-অনুচ্ছেদ : কুলক্ষণা মেয়েলোক থেকে সতর্ক থাকা এবং আল্লাহর বাণী : তোমাদের স্ত্রীগণ এবং সম্ভান-সম্ভতিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু।”-(সূরা আত তাগাবুন : ১৪)।

٤٧٢٠- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ
وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ .

৪৭২০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : স্ত্রীলোক, ঘর এবং ঘোড়ার মধ্যে কুলক্ষণ আছে।”^{১০}

৪৭২১. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর কাছে কুলক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন : যদি কোন কিছুর মধ্যে কুলক্ষণ থাকত তবে তা ঘরের মধ্যে, স্ত্রীলোকের মধ্যে এবং ঘোড়ার মধ্যে থাকত।

৪৭২২. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : যদি কোন কিছুর মধ্যে (খারাপ লক্ষণ) কিছু থাকত তবে তা ঘোড়া, স্ত্রীলোক ও বাসস্থানে থাকত।

৪৭২৩. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আমার পরে পুরুষদের জন্য মহিলাদের চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু ফিতনা রেখে যাইনি।

১৯-অনুচ্ছেদ : ক্রীতদাসের আযাদ স্ত্রী।

৪৭২৪. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثَ سَنِينَ عَتَقْتُ فَخَيْرَتِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيُرْمَةُ عَلَى النَّارِ فَقُرِبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَذَمٌ مِنْ أُنْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ لَمْ أَرِ الْبُرْمَةَ فَقِيلَ لَحْمٌ تُصَدِّقُ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ .

৪৭২৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার ঘটনা থেকে তিনটি নীতি বা শরীয়াতের মাসয়ালা নির্গত হয়েছে। (এক) যখন তাকে আযাদ করা হয় তখন তাকে (এই) এখতিয়ার দেয়া হয় (সে তার ক্রীতদাস স্বামীর সাথে থাকবে কি না) ; (দুই) রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ক্রীতদাসের ওলায়ার^{১১} (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) অধিকার তার আযাদকারী ব্যক্তির ; (তিন) রসূলুল্লাহ (স) (বারীরার ঘরে) প্রবেশ করে উনুনের ওপরে

১০. মহিলাদের কুলক্ষণ হচ্ছে তার দুশরিতা হওয়া, বখায়া হওয়া, অবাধ্য হওয়া ইত্যাদি। ঘরের কুলক্ষণ—খারাপ প্রতিবেশী হওয়া, সংকীর্ণ হওয়া এবং ঘোড়ার কুলক্ষণ—আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে ব্যবহৃত না হওয়া।

১১. ওলায়া এ মালকে বলা হয়, যা কোন ক্রীতদাস মৃত্যুর সময় রেখে যায়। যদি সে আযাদ হয়ে যায় এবং তার উত্তরাধিকারী না থাকে তবে যে আযাদ করবে, সে তা পাবে।

কিতাবুন নিকাহ

হাঁড়ি দেখতে পেলেন। কিন্তু তাঁকে রুগি এবং ঘরে রক্ষিত তরকারী দেয়া হলো। নবী (স) বললেন : হাঁড়ির তরকারী দেখতে পাচ্ছি না যে ? বলা হলো, এতে সদাকার গোশত যা বারীরাকে দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন : এটা বারীরার জন্য সদাকা, কিন্তু আমার জন্য হাদিয়া (উপহার)।

২০-অনুচ্ছেদ : চার-এর অধিক স্ত্রী বিবাহ করা যাবে না। যেমন আল্লাহর বাণী : “দুই দুই, তিন তিন, চার চার।” আলী ইবনে হুসাইন (রা) বলেন : “এর অর্থ হচ্ছে ‘দু’জন অথবা তিনজন অথবা চারজন।” এবং আল্লাহর বাণী : “(ফেরেশতারা) দুই দুই অথবা তিন তিন অথবা চার চারখানা পাখা বিশিষ্ট।”-(সূরা আল ফাতির : ১) এর অর্থ দুই, তিন অথবা চারখানা পাখা।

৬৭২৫- عَنْ عَائِشَةَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ قَالَتِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَىٰ مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجْ مَنْ طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَىٰ وَتَلْتِ وَرِبَاعَ .

৪৯২৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। “ওয়াইন খিফতুম আল্লা তুকসিতু ফিল ইয়াতামা” —এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন : কোন ইয়াতীম বালিকা তার কোন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। সে তার সম্পদের লোভে তাকে বিয়ে করে, কিন্তু তার সংসর্গ অপছন্দ করে এবং তার সম্পত্তি ইনসাফের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করে না। (অবস্থা এরূপ হলে) সে যেন তার পসন্দসই অন্য মহিলাদের মধ্য থেকে দুই অথবা তিন অথবা চারজনকে বিবাহ করে।

২১-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “তোমাদের দুধমাতা (বিবাহ করা হারাম)” -(সূরা আন নিসা : ২৩)। রক্ত সম্পর্কের কারণে যাদের বিবাহ করা হারাম, দুধ পানের কারণেও তাদের বিবাহ করা হারাম।

৬৭২৬- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَانْهَىٰ سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَأَيْتُمْ فَلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرُّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فَلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرُّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ الرُّضَاعَةُ تَحْرِمُ مَا تَحْرِمُ الْوَالِدَةَ .

৪৯২৬. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) তার ঘরে অবস্থানকালে তিনি জনৈক ব্যক্তিকে হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়ার শব্দ শুনলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল ! লোকটি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। নবী (স) বললেন : আমি জানি সে অমুক ব্যক্তি, যে হাফসার

দুধচাচা। আয়েশা (রা) বলেন : যদি অমুক ব্যক্তি জীবিত থাকতো যিনি আমার দুধচাচা ছিলেন তিনি কি আমার ঘরে প্রবেশ করতে পারতেন ? নবী (স) বলেন : হাঁ, রক্ত সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিবাহ হারাম, দুধ সম্পর্কের কারণেও তাদের সাথে বিবাহ হারাম।

৪৭২৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَلَا تَزُوجُ ابْنَةَ حَمْرَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةٌ أَخِي مِنَ الرُّضَاعَةِ وَقَالَ بَشْرُ ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ مِثْلَهُ .

৪৭২৭. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : নবী (স)-কে বলা হলো, আপনি হামযা (রা)-এর মেয়েকে বিবাহ করেন না কেন ? তিনি বললেন : সে আমার দুধ সম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্রী। জাবের ইবনে যয়েদ (রা) থেকেও আরেক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৪৭২৮. عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحِ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ أَوْ تُحَبِّبِينَ ذَلِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكْنِي فِي خَيْرِ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي قُلْتُ فَاثْنَا نُحَدِّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَيْبِيَّتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لِابْنَةُ أَخِي مِنَ الرُّضَاعَةِ أَرْضَعْتَنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةَ فَلَا تَعْرِضْنِ عَلَيَّ بِنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ قَالَ عُرْوَةُ وَثُوَيْبَةُ مَوْلَاةُ لِأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشْرًا حَيْبَةَ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيتَ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلِقْ بَعْدَكُمْ خَيْرًا غَيْرَ أَنِّي سَقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ

৪৭২৮. আবু সুফিয়ান কন্যা উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আমার বোন আবু সুফিয়ানের কন্যাকে বিবাহ করুন। নবী (স) বললেন : এটা কি তুমি পসন্দ করো ? আমি বললাম : এখনও তো আমি আপনার একমাত্র স্ত্রী নই এবং আমি চাই যে, আমার বোনও আমার সাথে কল্যাণে অংশীদার হোক। নবী (স) বললেন : তা আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম, আমরা শুনতে পেয়েছি যে, আপনি আবু সালামার কন্যার পাণি গ্রহণ করতে চান ? তিনি বললেন : উম্মু সালামার মেয়ে ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, সে আমার স্ত্রীর (পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত) কন্যা না হলেও তাকে বিবাহ করা আমার জন্য হালাল হতো না। কারণ সে আমার দুধ সম্পর্কের

ভ্রাতৃপুত্রী। আমাকে ও আবু সালামাকে সুয়াইবা দুধ পান করিয়েছে। সুতরাং তোমরা আমার নিকট তোমাদের কন্যা ও ভগ্নীর বিবাহের প্রস্তাব করো না।

উরওয়া (র) বললেন : সুয়াইবা ছিল আবু লাহাবের দাসী এবং সে তাকে আযাদ করে দিয়েছিল। অতপর সে নবী (স)-কে দুধ পান করিয়েছিল। আবু লাহাব মারা গেলে তার জনৈক আত্মীয় তাকে স্বপ্নে ভীষণ দূরবস্থার মধ্যে দেখতে পায় এবং জিজ্ঞেস করে : তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হচ্ছে ? আবু লাহাব বলল, তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে ভীষণ আযাবে লিপ্ত আছি, কিন্তু সুয়াইবাকে আযাদ করার কারণে পানীয় পান করানো হয়।

২২-অনুচ্ছেদ : যিনি বলেন, দুই বছরের পর দুধ পান করানোর (কারণে দুধ পান জনিত বৈবাহিক নিষিদ্ধতা স্থাপিত হবে না) তাদের দলীল আত্মাহর বাণী : “যে দুধপান কাল পূর্ণ করাতে চায় তার জন্য পূর্ণ দুই বছর”—(সূরা আল বাকারা : ২৩৩) এবং কম-বেশী যে পরিমাণ দুধ পান করলে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হয়।

৬৭২৯- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَانَتْ تَغْيِرُ وَجْهَهُ كَأَنَّهُ كِرْهٌ ذَلِكَ فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي فَقَالَ أَنْظِرْنِي مَنْ إِخْوَانُكُمْ فَاِنَّمَا الرُّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ .

৪৭২৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁর কাছে আসলেন। তখন একটি লোক সেখানে (বসা) ছিল। নবী (স)-এর মুখমণ্ডলে অসন্তোষের ভাব পরিস্ফুটিত হলো, যেন এটা তিনি অপছন্দ করলেন। আয়েশা (রা) বললেন, এ হচ্ছে আমার (দুধ) ভাই। নবী (স) বললেন : দেখ, কে কে তোমার দুধ ভাই। কেননা দুধ সম্পর্ক শুধু তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন দুধই শিশুর প্রধান আহাৰ্য।^{১২}

২৩-অনুচ্ছেদ : শিশু যে মহিলার দুধপান করবে তার স্বামীও এ শিশুর দুধপিতা।

৬৭৩০- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ الْقَعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرُّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَذِنَ لَهُ .

৪৭৩০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবুল কুয়াইসের ভাই আফলাহ তাঁর নিকট পর্দার আয়াত নাখিল হবার পরে এসে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইল। সে ছিল তার দুধ চাচা। আমি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালাম। রসূলুল্লাহ (স) আসলে আমি তার সাথে যে আচরণ করেছি, তা তাকে অবহিত করলাম। তিনি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিতে আমাকে নির্দেশ দিলেন।

১২. শিশুকে তার দুই বছর বয়সের মধ্যেই দুধ পান করানো হলে তাতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবে এবং দেখা-সাক্ষাত বৈধ হবে। এরপরে হলে তার কারণে বিবাহ হারাম হবে না এবং দেখা-সাক্ষাত বৈধ হবে না। আবু হানীফা (র)-এর মতে এই সময়-নীমা আড়াই বছর।

২৪-অনুচ্ছেদ : দুধ মাতার সাক্ষ্য ।

٤٧٣١- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لِكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَ تَنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمْمَا فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَاءَ تَنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمْمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَاتَيْتُهُ مِنْ قَبْلِ وَجْهِهِ قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمْمَا دَعَا عَنْكَ وَأَشَارَ إِسْمَعِيلُ بِإصْبَعِيهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ .

৪৭৩১. উকবা ইবনুল হারিস (রা) বলেন, আমি এক মহিলাকে বিবাহ করলাম। এক কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা আমাদের কাছে এসে বলল : আমি তোমাদের উভয়কে দুধ পান করিয়েছি। সুতরাং আমি নবী (স)-এর কাছে এসে বললাম : আমি অমুকের কন্যা অমুককে বিবাহ করেছি। জনৈকা কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা আমাদের কাছে এসে আমাকে বলল : আমি তোমাদের উভয়কে স্তন্য দান করেছি। অথচ সে মিথ্যাবাদিনী। নবী (স) আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং আমি তাঁর সামনে গিয়ে বললাম, সে মিথ্যাবাদিনী। নবী (স) বললেন, তা কেমন করে (তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখবে ?) অথচ সে মহিলা দাবি করছে যে, সে তোমাদের উভয়কে দুধপান করিয়েছে ? সুতরাং তাকে (তোমার স্ত্রীকে) ত্যাগ করো। (রাবী) ইসমাঈল তর্জনী ও মধ্যমা আংগুল উত্তোলন করে ইংগিত করেন যে, তার উর্ধ্বতন রাবী আইউবও এভাবে দেখিয়েছেন।

২৫-অনুচ্ছেদ : যেসব মহিলাকে বিবাহ করা হালাল এবং যেসব মহিলাকে বিবাহ করা হারাম। আন্লাহর বাণী : তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভ্রাতৃস্পুত্রী, ভাগ্নী, দুধ-মা, দুধবোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস করেছে তার পূর্ব-স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে নিশ্চয় আন্লাহ সর্বস্ত্র, প্রজ্ঞাময়”-(সূরা আন নিসা : ২৩-২৪)। আনাস (রা) বলেন, “ওয়াল মুহসানা তু মিনান নিসা”-ছারা স্বাধীন-সধবা মহিলাদের বুঝানো হয়েছে, এদেরকে বিবাহ করাও হারাম। “তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া।” আনাস (রা)-এর মতে যদি কোন ব্যক্তি তার দাসীকে তার দাস স্বামী থেকে তালাক নিয়ে নেয় তাতে কোন দোষ নেই। আন্লাহর বাণী : “তোমরা মুশরিক মহিলাদের বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে”-(সূরা আল বাকারা : ২২১)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ হারাম, যেকোন তার মা, মেয়ে অথবা বোনকে বিবাহ করা হারাম। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন : রক্ত সম্পর্কের কারণে সাত ধরনের নারীকে বিবাহ হারাম এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে অনুরূপ সাতজনকে বিবাহ করা হারাম। অতপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন : “ছররিমাত আলাইকুম

উম্মাহাতুকুম।” আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (র) এক সাথে আলী (রা)-র স্ত্রী ও কন্যাকে বিবাহ করেন (তারা উভয়ে ছিল সৎ মা ও সৎ কন্যা)। ইবনে সীরীন বলেন : এতে দোষের কিছু নেই। হাসান বসরী প্রথমত তা অবৈধ মনে করেন কিন্তু পরে বলেন, এতে কোন দোষ নেই। হাসান ইবনুল হাসান ইবনে আলী (ইবনে আবু তালিব) একই রাতে দুই চাচাতো বোনকে বিবাহ করেন। জাবের ইবনে য়ায়েদ (র) (উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টির আশংকায়) এটাকে মাকরুহ মনে করেছেন ; কিন্তু এটা হারাম নয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন : “উল্লেখিত নারীরা ছাড়া অন্য মেয়েলোক তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে”।

ইকরিমা (র) ইবনে আব্বাস (রা)-এর বরাতে বলেন, কেউ তার শালীর সাথে যেনা করলে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয় না। ইয়াহইয়া আল কিনদী, শাবী ও আবু জাফর থেকে বর্ণিত আছে যে, যে কোন ব্যক্তি কোন বালকের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হলে ঐ বালকের মা তার জন্য (বিবাহ করা) হারাম হয়ে যার। ইয়াহইয়া অখ্যাত ব্যক্তি, অন্য কেউ তার এই রিওয়ায়াত অনুসরণ করেননি। ইকরিমা (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন : কেউ যদি নিজ শাশুড়ীর সাথে যেনা করে তাতে তার স্ত্রী হারাম হয় না। কিন্তু আবু নাসর (র) থেকে ইবনে আব্বাস (রা)-এর এই মত বর্ণিত আছে যে, তিনি উপরোল্লিখিত ক্ষেত্রে স্ত্রী হারাম হওয়ার মত পোষণ করেন। কিন্তু আবু নাসর (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস শুনছেন বলে জানা যায়নি। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা), জাবের ইবনে য়ায়েদ (রা), আল হাসান ও কতিপয় ইরাকী আলেমের মতে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। উপরোক্ত ব্যাপারে আবু হুরাইরা (রা) বলেন : স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ততক্ষণ হারাম হয় না, যতক্ষণ কেউ তার স্ত্রীর মাতার সাথে যেনায় লিপ্ত না হয়। ইবনুল মুসাইয়াব, উরওয়া ও যুহরীর মতে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখা বৈধ (বৈবাহিক সম্পর্ক নাজায়েয হয় না)। যুহরী বলেন, আলী (রা) বলেছেন : দাম্পত্য বন্ধন এমতাবস্থায় হারাম হয় না। যুহরীর এই বর্ণনা মুরসাল।

২৬-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস করেছ তার পূর্ব-স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা (রাবীবা) যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে।” ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : দুখুল, মাসীস এবং লিয়ার শব্দত্রয়ের অর্থ ‘সঙ্গম’। যে ব্যক্তি বলে, স্ত্রীর পৌত্রী (নাতনী)-কে বিবাহ করা স্বীয় কন্যাকে বিবাহ করার মতই হারাম। এ প্রসঙ্গে নবী (স) উম্মু হাবীবা (রা)-কে বলেছেন : “আমার সাথে তোমাদের কন্যাদের এবং বোনদের বিবাহের প্রস্তাব পেশ করো না।” তদ্রূপ নাত-বৌ পুত্র-বধুর অনুরূপ (হারাম)। যদি কোন সৎ কন্যা কারো অভিভাবকত্বে না থাকে, তবে তাকে কি সৎ কন্যা বলা যাবে ? নবী (স) তাঁর এক সৎ কন্যাকে কারো অভিভাবকত্বে দিয়েছিলেন। নবী (স) স্বীয় দৌহিত্রকে (হাসানকে) পুত্র বলে সম্বোধন করেছেন।

৬৩২- عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَاَفْعَلُ مَاذَا قُلْتُ تَنْكِحُ قَالَ أَتُحِبِّينَ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَأَحَبُّ مَنْ

شَرَكْنِي فِيكَ أُخْتِي قَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قُلْتُ بَلْغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي أَرْضَعْتَنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةَ فَلَا تَعْرِضْنِ عَلَيَّ بِنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ وَقَالَ الْيَتِيمُ حَدَّثَنَا هِشَامُ دُرَّةَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ .

৪৭৩২. উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি (আমার বোন) আবু সুফিয়ানের কন্যার ব্যাপারে অগ্রহী ?-নবী (স) বললেন, আমি (তাকে দিয়ে) কি করব ? আমি বললাম, তাকে বিবাহ করবেন। তিনি বললেন, তুমি কি তা পসন্দ করবে ? আমি বললাম, এখনো তো আমি আপনার একমাত্র স্ত্রী নই। সুতরাং আমি চাই আমার বোনও আমার সাথে আপনার অংশীদার হোক। তিনি বললেন : সে আমার জন্য হালাল নয়।^{১৩} আমি বললাম, আমি শুনেছি যে, আপনি উম্মু সালামার কন্যা দুররার নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, উম্মু সালামার কন্যা ? আমি বললাম : হাঁ। তিনি বললেন, সে আমার সৎ কন্যা না হলেও তাকে বিবাহ করা আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা সুয়াইবা আমাকে ও তার পিতা (আবু সালামা)-কে দুধ পান করিয়েছে। সুতরাং তোমরা বিবাহের জন্য আমার নিকট তোমাদের কন্যা ও ভগ্নি কারও প্রস্তাব পেশ করো না।

২৭-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “দুই বোনকে একই সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কর না, তবে অতীতে যা ঘটে গেছে।”

٤٧٣٢- عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أُخْتِي بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ وَتُحِبِّينَ قُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِبةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكْنِي فِي خَيْرِ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لِابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَرْضَعْتَنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةَ فَلَا تَعْرِضْنِ عَلَيَّ بِنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ .

৪৭৩৩. উম্মু হাবীবা (রা) বলেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আমার বোন আবু সুফিয়ানের কন্যাকে বিবাহ করুন। তিনি বললেন : তুমি কি তা পসন্দ করবে ? আমি বললাম : হাঁ। এখনও আমি আপনার একমাত্র স্ত্রী নই এবং আমি কল্যাণে আমার বোনকেও অংশীদার বানাতে চাই। নবী (স) বললেন : এটা আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম : আল্লাহর কসম ! আমরা বলাবলি করছি যে, আপনি আবু সালামার কন্যা দুররাকে বিবাহ করতে চান। তিনি বললেন : উম্মু সালামার কন্যাকে ? আমি বললাম, হাঁ।

১৩. স্ত্রীর জীবদ্দশায় তার বোনকে বিবাহ করা হারাম (দ্রষ্টব্য আল কুরআন, ৪ : ২৩)।

তিনি বললেন, আল্লাহর কসম ! যদি সে আমার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত নাও হত তবুও সে আমার জন্য হালাল হতো না। সে আমার (দুধ) ভাইর কন্যা। সুয়াইবা আমাকে ও তার পিতা আবু সালামাকে স্তন্যদান করেছে। সুতরাং তোমাদের কন্যা ও বোনদেরকে আমার সাথে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দিও না।

২৮-অনুচ্ছেদ : ফুফু ও ভাইঝিকে একত্রে বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

৬৭৩৪- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৪৭৩৪. জাবের (রা) বলেন, নবী (স) যে কোন ব্যক্তিকে নিজ স্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং ভাগ্নীকে (তার ফুফু ও খালার সাথে একত্রে) বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।^{১৪} এ হাদীস অন্য সূত্রে আবু হুরাইরা (রা) থেকেও বর্ণিত আছে।

৬৭৩৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .

৪৭৩৫. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ভ্রাতুষ্পুত্রী ও তার ফুফুকে এক সাথে এবং বোনঝিও তার খালাকে এক সাথে বিবাহাধীনে জমা রাখা যাবে না।

৬৭৩৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتِهَا فَفُرِيَ خَالَتُ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لِأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَرَّمَوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .

৪৭৩৬. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) এক সাথে ফুফু ও তার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে এবং খালা ও তার বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। অধঃস্তন রাবী যুহরী বলেন, আমরা স্ত্রীর পিতার খালার ব্যাপারেও এ নির্দেশ জানি। কেননা উরওয়া আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন বংশগত কারণে হারাম, দুধ পানজনিত কারণেও তোমরা তাকে হারাম মান।

২৯-অনুচ্ছেদ : শিগার বা বদলী বিবাহ।

৬৭৩৭- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّفَارِ وَالشِّفَارِ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ الْأَخْرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقُ .

১৪. অর্থাৎ ফুফু-ভাইঝি বা খালা-বোনঝিকে একই সাথে কোন ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা জায়েয নয়। ইসলামী আইনের মূলনীতি হল : “আত্মীয় সম্পর্কিয়া দুই মহিলার একজনকে পুরুষ কল্পনা করলে তাদের উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কস্থাপন নিষিদ্ধ হলে তাদের দু’জনকে কোন পুরুষের বিবাহাধীনে একত্র করা নিষিদ্ধ।”-সম্পাদক

৪৭৩৭. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) শিগার নিষিদ্ধ করেছেন। শিগার বিবাহ হল : কোন ব্যক্তি নিজ কন্যাকে অন্য ব্যক্তির কাছে বিবাহ দিবে এবং এই শেষোক্ত ব্যক্তি তার কন্যাকে প্রথোমুক্ত ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিবে এবং এ ক্ষেত্রে কারো কোন মোহর প্রাপ্য হবে না।

৩০-অনুচ্ছেদ : কোন নারী বিবাহের জন্য নিজেকে কোন পুরুষের কাছে হেবা করতে পারে কি ?

৪৭৩৮. عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةٌ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَحْيِ الْمَرْأَةَ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا نَزَلَتْ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى رَبِّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ .

৪৭৩৮. হিশাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাওলা বিনতে হাকীম (রা) ঐ মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা নিজেদেরকে নবী (স)-এর সামনে বিবাহের জন্য হেবা করেছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, পুরুষের কাছে নিজেকে হেবা করতে কোন মহিলার কি লজ্জা হয় না ? যখন কুরআনের আয়াত “তুরজী মান তাশাউ মিনহুনা” নাযিল হলো, তখন আয়েশা (রা) বললেন : হে আল্লাহর রসূল ! আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনার রব আপনাকে খুশী করার জন্য আপনার মর্জি মাফিক (হুকুম নাযিল করার ক্ষেত্রে) জলদি করেছেন।

এ হাদীসটি আবু সাঈদ আল মুয়াদ্দিব, মুহাম্মদ ইবনে বিশর ও আবদা (র) হিশাম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে কিছু বেশীকমসহ বর্ণনা করেছেন।

৩১-অনুচ্ছেদ : ইহরামধারী ব্যক্তির বিবাহ।

৪৭৩৯. عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

৪৭৩৯. জাবের ইবনে যয়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, নবী (স) ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেছেন।

৩২-অনুচ্ছেদ : শেষ দিকে নবী (স) মুতআ বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন।

৪৭৪০. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتَعَةِ وَعَنْ لِحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ .

কিতাবুন নিকাহ

৪৭৪০. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলেন, নবী (স) খায়বারের যুদ্ধকালে মুতআ (বিবাহ) এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।^{১৫}

٤٧٤١- عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مُوَلَّى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ .

৪৭৪১. আবু জামরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট মহিলাদের সাথে মুতআ বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি এর অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর জনৈক মুক্তদাস তাঁকে বলল, এটা তো মহিলাদের স্বল্পতা এবং কঠোর পরিস্থিতিতে বা অনুরূপ অবস্থায় ছিল। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, হ্যাঁ।

٤٧٤٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلْمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ قَالَا كُنَّا فِي جَيْشٍ فَاتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنِي أَيَّاسُ بْنُ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّمَا رَجُلٍ وَإِمْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةَ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايِدَ أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكًا فَمَا أَدْرَى أَشْيَى كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ عَلَيَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَنَسُوحٌ .

৪৭৪২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ এবং সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা এক সৈন্যবাহিনীতে ছিলাম (ছনাইন যুদ্ধের সময়)। রসূলুল্লাহ (স) আমাদের কাছে আসলেন এবং বললেন : তোমাদেরকে মুতআ বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা তা করতে পার। অপর সনদে বর্ণিত যে, নবী (স) বলেছেন : কোন পুরুষ ও নারী উভয়ে অস্থায়ী বিবাহের জন্য একমত হলে এ বিবাহ তিন রাতের জন্য স্থায়ী হবে। অতপর তারা যদি এর চেয়ে বেশী দিন স্থায়ী করতে চায়, তবে তাও করতে পারে এবং এর চেয়ে কমাতে চাইলে তাও করতে পারে। (রাবী বলেন) জানি না এ ব্যবস্থা কি শুধু আমাদের জন্য ছিল না সর্বসাধারণের জন্যও ছিল? আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন : আলী (রা) এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, নবী (স) মুতআ বিবাহ চিরদিনের জন্য মনসুখ (বাতিল) করে দিয়েছেন।

৩৩-অনুচ্ছেদ : সং কর্মপরায়ণ পুরুষের কাছে নিজের বিবাহের জন্ত্য নারীর প্রস্তাব পেশ।

১৫. কোন নারীকে কিছু মাল(প্রদানের বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিবাহ দ্রুতকে মুতআ বলে। এ ধরনের বিবাহের প্রচলন জাহিলী স্পৃগে ছিল। ইসলামের পরেও খায়বার যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এটা জায়েয ছিল। কিন্তু খায়বার যুদ্ধের সময় তা চিরতরে হারাম ঘোষণা করা হয়।

৬৭৬৩. عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ قَالَ قَالَ أَنَسٌ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْكَ بِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ مَا أَقْلَ حَيَاعًا وَأَسْوَأَ تَأَهُ وَأَسْوَأَاتَهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا.

৪৭৪৩. সাবেত আল বুনারী (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তার কন্যাও তাঁর নিকট ছিল। আনাস (রা) বলেন, জনৈকা মহিলা নবী (স)-এর কাছে এসে নিজকে পেশ করে বলল : হে আল্লাহর রসূল ! আপনার কি আমার প্রয়োজন আছে ? আনাসের কন্যা বললো, সেই মহিলা কতই না নির্লজ্জ ছিল, ছিঃ লজ্জা ! আনাস (রা) বলেন, সে তোমার চেয়ে উত্তম। নবী (স)-এর প্রতি তার আকর্ষণ ছিল, তাই সে নিজকে (বিবাহের জন্য) তাঁর কাছে পেশ করেছে।

৬৭৬৪. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا فَقَالَ مَا عِنْدِكَ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ إِذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ قَالَ سَهْلُ وَمَا لَهُ رِذَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَاهُ أَوْدَعِيَ لَهُ فَقَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُعِدُّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَلَكُنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .

৪৭৪৪. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা নিজেকে নবী (স)-এর কাছে (বিয়ের জন্য) পেশ করলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) বললেন : তোমার কাছে (সহায়-সম্পদ) কি আছে ? লোকটি জবাব দিল, আমার কাছে কিছুই নেই। নবী (স) বললেন : যাও এবং তালাশ করে দেখ, একটি লোহার আংটিও যদি পাওয়া যায়। লোকটি গেল এবং ফিরে এসে বলল, না আল্লাহর শপথ ! আমি কিছুই পেলাম না, এমনকি একটি লোহার আংটিও না। তবে আমার এ তহবন্দখানা আছে এবং এর অর্ধেক তার জন্য। সাহল (রা) বলেন, কিন্তু তার দেহে কোন চাদর ছিল না। নবী (স) বললেন : তোমার তহবন্দ দিয়ে সে কি করবে ? যদি এটা তুমি পরিধান কর, তবে তার শরীরে কিছুই ঝরবে না, আর সে যদি এটা পরে তবে

তোমার শরীরে কিছুই থাকবে না। লোকটি দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে রইলো, এরপর সে (যাওয়ার জন্য) উঠলো। নবী (স) তা দেখে তাকে ডেকে (ফিরিয়ে) আনলেন, অথবা তাকে ডেকে আনা হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি পরিমাণ 'কুরআন' (মুখস্থ) জান ? সে বলল, আমি অমুক সূরা, অমুক সূরা মুখস্থ জানি এবং গণনা করে সূরাগুলোর নাম বলল। নবী (স) বললেন : তুমি যে পরিমাণ কুরআন জান, তার বিনিময় তাকে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম।

৩৪-অনুচ্ছেদ : কারো নিজের কন্যা অথবা বোনের (বিবাহের জন্য) কোন দীনদার লোকের নিকট প্রস্তাব পেশ করা।

৬৭৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ حُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَوَفَّيَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ لَقِينِي فَقَالَ قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا فَقَالَ عُمَرُ فَلَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَّتْ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا وَكُنْتُ أَوْجَدُ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَكَحَّطَهَا إِيَّاهُ فَلَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُقَشِيَ سِرُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَلْبِيهَا .

৪৭৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেছেন : যখন উমার (রা)-এর কন্যা হাফসা (রা) খুনাইস ইবনে ছাফা সাহমীর (তার স্বামী) মৃত্যুতে বিধবা হলো, যিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী ছিলেন এবং যিনি মদীনায় ইশ্তেকাল করেন—উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন : আমি উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর কাছে গেলাম এবং হাফসার বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলাম। তিনি বললেন : আমি এ ব্যাপারে চিন্তা করে দেখব। আমি কয়েক দিন অপেক্ষা করলাম, অতপর তিনি আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আমি ভেবে দেখলাম, আমার জন্য এ সময় বিবাহ করা উচিত নয়। উমার (রা) বলেন : অতপর আমি আবু বাকর সিদ্দীকের সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনি চাইলে আমার কন্যা হাফসাকে আপনার সাথে বিবাহ দিব। আবু বাকর (রা) নীরব থাকলেন এবং আমাকে

কিছু বললেন না। এতে আমি উসমানের চেয়ে তার ওপর বেশী রাগান্বিত হলাম। আমি কিছু দিনের জন্য অপেক্ষা করলাম। এরপর রসূলুল্লাহ (স) হাফসাকে বিবাহের জন্য পয়গাম পাঠালেন এবং আমি তাঁর সাথে হাফসাকে বিবাহ দিলাম। এরপর আমি আবু বাকরের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন, সম্ভবত আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন, যখন আপনি হাফসাকে আমার জন্য পেশ করেছেন, আমি আপনাকে কোন উত্তর দেইনি? আমি বললাম, হ্যাঁ। আবু বাকর বললেন : কোন কিছুই আমাকে আপনার প্রস্তাবে সাড়া দিতে বিরত করেনি, বরং আমি জানতাম যে, রসূলুল্লাহ (স) তার (হাফসার) বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং আমি কখনও তার গোপনীয়তা ফাঁস করতে চাইনি। যদি রসূলুল্লাহ (স) এ ইচ্ছা ত্যাগ করতেন তবে আমি তাঁকে গ্রহণ করতাম।

৬৭৬৬- عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحُ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْلَى أُمَّ سَلَمَةَ لَوْلَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي إِنْ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ .

৪৭৪৬. ইরাক ইবনে মালেক (র) থেকে বর্ণিত। তাকে যখন বিনতে আবু সালামা অবহিত করেছেন : উম্মু হাবীবা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন : আমরা বলাবলি করছি যে, আপনি দুররা বিনতে আবু সালামাকে বিবাহ করতে চান। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : উম্মু সালামা আমার বিবাহাধীনে থাকতে? যদি আমি উম্মু সালামাকে বিবাহ নাও করতাম তবুও সে আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা তার পিতা আমার দুধভাই।

৩৫-অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : “(ইদ্রাতের সময়) যদি তোমরা (এ বিধবা) মহিলাদের নিকট) ইস্তিতে বিবাহের প্রস্তাব করো অথবা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখ, তাতে কোন দোষ নেই। আল্লাহ স্কমাকারী ও ধৈর্যশীল”-(২ : ২৩৫)।

ইবনে আব্বাস (রা) ‘ফীমা আররাদতুম’-এর ব্যাখ্যায় বলেন, (ইদ্রাত পালনরত মহিলাকে এভাবে বলা উচিত যে,) আমি বিবাহ করতে চাই এবং কোন নেককার মহিলা যেন মিলে যায়। কাসেম বলেছেন, তুমি আমার কাছে খুবই সম্মানিতা এবং আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট। আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন অথবা অনুরূপ কথা। আতা (র) বলেন : একজনের ইচ্ছা ইশারায় ব্যক্ত করা উচিত, খোলাখুলি প্রস্তাব দেয়া ঠিক নয়। কেউ বলতে পারে, আমার একটা প্রয়োজন আছে, তোমার জন্য সুসংবাদ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আপনি পুনঃ বিবাহের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত। সে (বিধবা) মহিলাও (প্রতি উত্তরে) বলতে পারে : আপনি যা বলেছেন তা আমি শুনেছি। কিন্তু তার কোন ওয়াদা করা ঠিক নয়। তার অভিভাবকদেরও তার মতানুযায়ী (তাকে বিবাহ দেয়ার ব্যাপারে) কোন প্রতিশ্রুতি দেয়া ঠিক নয়। কিন্তু যদি কেউ ইদ্রাতের প্রাক্কালে কাউকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং শেষ পর্যন্ত যদি সেই ব্যক্তি তাকে বিবাহ করে, তবে (তালাকের মাধ্যমে) বিচ্ছেদের প্রয়োজন নেই। হাসান (র) বলেন,

‘ওয়ালা তুআঈদুহনা সিন্নরান-এর অর্থ ব্যভিচার। ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়ে থাকে যে, হাভা ইয়াবলুগাল কিতাবু আজালাহু অর্থ ইদাত পূর্ণ হওয়া।

৩৬-অনুচ্ছেদ : বিবাহ করার পূর্বে পাত্রীকে দেখে নেয়া।

৪৭৪৭- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ يَجِيءُ بِكَ الْمَلِكُ فِي سَرَقَةٍ مِّنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِي هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكَ النَّوْبَ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ فَقُلْتُ إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمَضِيهِ .

৪৭৪৭. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেন : আমি স্বপ্নে তোমাকে দেখেছি, জনৈক ফেরেশতা রেশমী চাদরে জড়িয়ে তোমাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করেন এবং আমাকে বলেন, এ হচ্ছে আপনার স্ত্রী। আমি তোমার মুখমণ্ডল থেকে চাদর সরিয়ে দেখি যে, তুমি। আমি বললাম, যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে তদ্রূপই ঘটেছে।

৪৭৪৮- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَانظُرْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَدَ النَّظْرُ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَّ طَأَّ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُوجِنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَّالَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُؤَلِّيًّا فَأَمَرَبِهِ فَدَعَى فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا قَالَ اتَّقِرْهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .

৪৭৪৮. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল : হে আল্লাহর রসূল ! আমি নিজেকে আপনার নিকট হেবা (বিবাহের জন্য সমর্পণ) করতে এসেছি। রসূলুল্লাহ (স) তার দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং সতর্ক দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করলেন, তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে মাথা নীচু করলেন। মহিলা যখন দেখতে পেল, নবী (স) তাকে কিছুই বলছেন না, তখন সে বসে পড়ল। নবী (স)-এর জনৈক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন : হে আল্লাহর রসূল ! আপনার যদি এ মহিলার প্রয়োজন না থাকে, তবে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) তাকে বললেন : তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে উত্তর দিল, আল্লাহর শপথ ! কোন কিছু নেই। নবী (স) বললেন, তুমি তোমার পরিজনের কাছে গিয়ে দেখ, কোন কিছু পাও কি না? অতপর লোকটি গিয়ে ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম ! ইয়া রসূলুল্লাহ, আমি কিছুই পেলাম না। নবী (স) বললেন, দেখ, অন্তত একটি লৌহ অঙ্গুরীও হোক না কেন। সে পুনরায় গেল এবং ফিরে এসে বলল : ইয়া রসূলুল্লাহ ! না, একটি লোহার আংটিও পেলাম না। কিন্তু আমার এ তহবন্দখানা আছে। সাহল (রা) বলেন, তার শরীরের উপরের অংশে কোন চাদর ছিল না। নবী (স) বললেন, সে তোমার এ তহবন্দ দিয়ে কি করবে? তুমি পরিধান করলে সে উলঙ্গ থাকবে, আর সে পরিধান করলে তুমি উলঙ্গ থাকবে। অতপর লোকটি বসে পড়ল এবং দীর্ঘক্ষণ বসার পর উঠে যেতে লাগল। নবী (স) যখন তাকে যেতে দেখলেন, ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন : কুরআনের কি কি তোমার মুখস্থ আছে? সে কতিপয় সূরা গণনা করে বলল, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে। নবী (স) বললেন, তুমি এগুলোর হাফেজ? সে জবাব দিল, হাঁ। নবী (স) বললেন : যাও, তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ জান (তা মোহরানা হিসেবে ধরে) তার বিনিময় এ মহিলাকে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম।

৩৭-অনুচ্ছেদ : যারা বলেন, অলী (অভিভাবক) ছাড়া বিবাহ হয় না, তারা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন : “তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার পর তারা তাদের নির্দিষ্ট ইদ্দাত পূর্ণ করলে তাদের প্রস্তাবিত স্বামীর সাথে তাদের বিবাহে বাধা দিও না।”-(২ : ২৩২) এতে বয়স্কা বিবাহিতা মহিলারা যেমন শামিল, তদ্রূপ কুমারীরাও শামিল। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন : “তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করবে না, যতক্ষণ তারা ঈমান না আনে।”-(২ : ২২১) আল্লাহ আরো বলেন : “তোমাদের মধ্যে যারা স্বামী বা স্ত্রীহীন তাদের বিবাহ দাও।”-(২৪ : ৩২)

উরওয়া ইবনু যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন, জাহিলী যুগে চার ধরনের বিবাহের প্রচলন ছিল। (এক) বর্তমানে যে ব্যবস্থা চলছে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন মহিলার অভিভাবকের নিকট তার অধীনস্থ নারীর জন্য অথবা তার কন্যার জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেয় এবং মোহর আদায়ের পরে তাকে বিবাহ করে। (দুই) কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মাসিক ঋতু থেকে পাক হওয়ার পর বলতো : তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট চলে যাও এবং তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হও। অতপর তার স্বামী নিজ স্ত্রী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকত এবং কখনও তার সাথে শয়্যাগত হত না, যতক্ষণ না সে পূর্বোক্ত ব্যক্তির দ্বারা গর্ভবতী হতো। যখন তার গর্ভ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেত তখন ইচ্ছা করলে স্বামী তার সাথে একত্রে শয়্যাগত হত।

এরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে সে একটি উন্নত বংশের সন্তান লাভ করতে পারে। এ ধরনের বিবাহকে বলা হতো আল ইস্তিবদা'। (তিন) দশজনের কম ব্যক্তি এক স্থানে একত্র হয়ে একই মহিলার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হতো। মহিলা এর ফলে গর্ভবতী থেকে এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কয়েক দিন অতিবাহিত হলে সে ঐ সকল ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাত এবং তাদের কেউ আসতে অস্বীকৃতি জানাতে পারত না। সকলে সেই নারীর সামনে একত্র হওয়ার পর সে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলতো : তোমরা সকলেই জান যে, তোমরা কি করেছ। এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি। সুতরাং হে অমুক ! এটি তোমারই সন্তান। যাকে খুশী তার নাম ধরে সে ডেকে বলতো এবং তার সন্তান ঐ পুরুষেরই হতো এবং ঐ ব্যক্তি শিশুটিকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারত না। (চার) বহু পুরুষ একই মহিলার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হতো এবং ঐ মহিলা তার কাছে যত পুরুষ আসত, কাউকে স্বীয় শয্যায় গ্রহণ করতে অস্বীকার করতো না। এরা ছিল বারবণিতা, এরা প্রতীক চিহ্ন হিসেবে নিজ নিজ ঘরের সম্মুখে পতাকা টানিয়ে রাখত। যে কেউ অবাধে এদের সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হতে পারতো। যদি এ নারীদের মধ্যে কেউ গর্ভবতী হতো এবং সন্তান প্রসব করতো, তাহলে সেই সকল পুরুষরা তার কাছে একত্র হতো এবং একজন কিয়াম (দৈহিক গঠন দেখে বংশ নির্ণায়ক)-কে ডেকে আনা হতো। যে লোকটির সাথে শিশুর সাদৃশ্য রয়েছে, তাকে সে বলতো এটি তোমার সন্তান। তখন ঐ লোকটি তাকে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হতো এবং লোকে শিশুকে তার পুত্র আখ্যা দিত। এটা সে অস্বীকার করতে পারত না।

কিন্তু যখন নবী মুহাম্মাদ (স)-কে সত্যসহ পাঠানো হলো, তিনি জাহিলী যুগের প্রচলিত সব ধরনের বিবাহ বাতিল করে দিলেন, একমাত্র বর্তমানে প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থাকে বহাল রাখলেন।

১৭৬৭- عَنْ عَائِشَةَ وَمَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتَوْنَ نَهْنُ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ وَهُوَ أَوْلَى بِهَا فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا فَيَفْضُلُهَا لِمَا لَهَا وَلَا يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهَا.

৪৭৪৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন : “এবং যা কিছু তোমার কাছে তিলাওয়াত করা হয় ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে ; তোমরা যাদের হুক আদায় করো না এবং যাদের তোমরা (সম্পদের লোভে) বিবাহ করতে উদগ্রীব।” (৪ : ১২৭) এ আয়াতে ঐ ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা কোন অভিভাবকের অধীনে রয়েছে এবং সম্পদে তার সাথে শরীকানা রয়েছে। (এ কারণে) তার ওপর তার বেশী কর্তৃত্ব রয়েছে। কিন্তু সে তাকে বিয়ে করা পসন্দ করে না এবং অন্যের কাছে বিয়ে দিতেও প্রস্তুত নয়, যাতে অন্য লোক সম্পত্তিতে তার সাথে অংশীদার হয়ে না বসে।

৬৭০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ حُنَيْسِ بْنِ حَذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ تُوْفِيَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ لَقَيْتُ عَثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّ شَيْئًا أَنْكَحَتْكَ حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ لَقَيْتُنِي فَقَالَ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنَّ شَيْئًا أَنْكَحَتْكَ حَفْصَةَ .

৪৭৫০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা)-এর কন্যা হাফসা (রা) তার স্বামী খুনাইস ইবনে হযাফা আস্ সাহমী (রা)-র মৃত্যুর ফলে বিধবা হলেন, যিনি নবী (স)-এর সাহাবী ছিলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং মদীনায়ে ইন্তেকাল করেন। উমার (রা) বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্ফানের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তার নিকট প্রস্তাব করলাম, যদি তুমি ইচ্ছা করো তবে হাফসাকে তোমার সাথে বিবাহ দিব। তিনি উত্তর দিলেন : আমি এ ব্যাপারে চিন্তা করব। আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। অতপর তিনি আমার সাথে সাক্ষাত করে বলেন, আমি আপতত বিবাহ না করার জন্য মনস্তির করেছি। উমার (রা) আরো বলেন, অতপর আমি আবু বাকর (রা)-এর সাথে দেখা করে তাকে বললাম, যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে হাফসাকে আপনার কাছে বিবাহ দেব।

৬৭১. عَنْ ابْنِ الْحَسَنِ قَالَ فَلَا تَعْضُلُونَنِي قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ وَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا أَنْقَضَتْ عِدَّتَهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ جِئْتُ تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَانزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَا تَعْضُلُونَنِي فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَرَزَجَهَا أَيَّاهُ -

৪৭৫১. আল হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না।”-(২ : ২৩২) আয়াত সম্পর্কে মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) আমাকে বলেছেন, এ আয়াত তার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি আমার বোনকে এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেই এবং সে তাকে তালাক দেয়। তার ইন্দ্রাতকাল অতিক্রান্ত হলে সেই ব্যক্তি পুনরায় আসে এবং তাকে বিবাহ করতে চায়। তখন আমি তাকে বলি, আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে শয্যাসঙ্গীনী করে তোমাকে সম্মানিত করেছি। কিন্তু তুমি তাকে তালাক দিয়েছ। (এখন) পুনরায় তুমি তাকে চাওয়ার জন্য এসেছো? আল্লাহর কসম! সে কখনও তোমার কাছে ফিরে যাবে না। সে লোকটিও মন্দ ছিল না এবং তার স্ত্রীও তার

কাছে ফিরে যেতে আগ্রহী ছিল। সুতরাং আল্লাহ নাযিল করেন : “তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না।” আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! এখন আমি তাই করব। (রাবী) বলেন, সুতরাং তিনি তাকে তার সাথে বিবাহ দিলেন।

৩৮-অনুচ্ছেদ : অভিভাবক নিজেই যদি (তার অধীনস্থ মেয়েকে) বিবাহ করতে চায় (তবে তা জায়েয)। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) জনৈক মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব করেন, তিনি যার নিকটতম অভিভাবক ছিলেন। সুতরাং তিনি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলে তিনি বিবাহের ব্যবস্থা করেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) উম্মু হাকীম বিনতে কারিযকে বললেন : তুমি কি তোমার বিবাহের ব্যাপারে আমাকে দায়িত্ব দাও? সে উত্তর দিল, হাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে বিবাহ করলাম। আতা (র) বলেন, অভিভাবক লোকদেরকে সাক্ষী রেখে বলবে, আমি তোমাকে বিবাহ করলাম অথবা ঐ মহিলার নিকটাস্ত্রীয়দের কাউকে তার কাছে তাকে (মহিলাকে) বিবাহ দেয়ার জন্য বলবে। সাহল (রা) বলেন, জনৈক মহিলা এসে নবী (স)-কে বলল : আমি নিজেকে (বিবাহের জন্য) আপনার কাছে হেবা করলাম। অতপর এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রসূল ! যদি তাকে আপনার প্রয়োজন না থাকে, তাহলে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন।

٤٧٥٢. عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ وَيَسْتَتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَفْتِكُمْ فِيهِنَّ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ قَالَ هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكْتَهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يَزَوَّجَهَا غَيْرَهُ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَيَحْبِسُهَا فَنَهَاهُمْ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ .

৪৭৫২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। “তারা আপনার কাছে মহিলাদের সম্পর্কে ফতোয়া চায়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন ...” (সূরা আন নিসা : ১২৭)। তিনি বলেন, এ আয়াত হচ্ছে ঐ ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে, যারা কোন অভিভাবকের অধীন এবং সম্পত্তিতেও তার অংশীদার ছিল। অথচ সে নিজেও তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক নয় এবং অন্য কেউ তাকে বিয়ে করুক এবং তার সম্পত্তিতে ভাগ বসাক তাও সে অপসন্দ করে। তাই সে তার বিয়েতে বাধার সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা এ অভিভাবকদের এরূপ (বিয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি) করতে নিষেধ করেছেন।

٤٧٥٣. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جُلُوسًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَخَفِضَ فِيهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يَرُدَّهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ زَوَّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْنَدُكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ أَشَقُّ بَرْدَتِي هَذِهِ فَأَعْطَيْهَا النِّصْفَ وَأَخَذُ النِّصْفَ قَالَ لَا هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذْ هَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

৪৭৫৩. সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর নিকটে বসা ছিলাম। তাঁর নিকট এক মহিলা এসে নিজকে (বিবাহের জন্য) তাঁর কাছে পেশ করল। নবী (স) চোখ তুলে এবং নীচু করে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। তাঁর এক সাহাবী বললেন, স্ত্রী আল্লাহর রসূল ! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কাছে কিছ আছে কি ? তিনি উত্তর দিলেন, আমার কাছে কিছুই নেই। নষ্টী (স) বললেন, একটি লোহার আংটিও নেই ? সাহাবী বললেন, না, একটি লোহার আংটিও নেই। তবে আঠি আমার (পরিধানের) চাদরখানা দুই অংশে ভাগ করে তাকে এক অংশ দিব এবং অন্য অংশ নিজে রাখব। নবী (স) বললেন : না, তুমি কুরআনের কিছু অংশ মুখস্ত জান কি ? সাহাবী বললেন, হাঁ। নবী (স) বললেন : যাও, তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্ত জান, তার বিনিময়ে তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।

৩৯-অনুচ্ছেদ : নিজের নাবালেগ কন্যাকে বিবাহ দেয়া (জায়েয)। মহান আল্লাহ বলেন : “এবং যারা ঋতুবতী হয়নি” (সূরা তালাক : ৪)। আল্লাহ তাদের বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের ইদ্দাতকাল তিন মাস নির্দিষ্ট করেছেন।

৪৭৫৪. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَتَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

৪৭৫৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাকে তাঁর ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেন, এবং নয় বছর বয়সে নিভৃত বাস হয় এবং তিনি তাঁর সাথে (মৃত্যু পর্যন্ত) নয় বছরকাল ছিলেন।

৪০-অনুচ্ছেদ : পিতা কর্তৃক স্বীয় কন্যাকে ইমামের (শাসকের) সাথে বিবাহ দেয়া। উমার (রা) বলেন, নবী (স) হাফসাকে বিবাহ করার জন্য আমার নিকট প্রস্তাব দিলেন এবং আমি (তাকে) তাঁর সাথে বিবাহ দিলাম।

৪৭৫৫. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَيْنِي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ سِنِينَ قَالَ هِشَامٌ وَأَنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ.

৪৭৫৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর ছয় বছর বয়সে নবী (স) তাকে বিয়ে করেন এবং তাঁর নয় বছর বয়সে তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন। হিশাম (র) বলেন : আমি জানতে পেরেছি যে, আয়েশা (রা) নবী (স)-এর সাথে নয় বছরকাল জীবনযাপন করেন।

৪১-অনুচ্ছেদ : যার অভিভাবক নেই শাসক তার অভিভাবক। যেমন নবী (স)-এর বাণী : আমি তাকে তোমার সাথে, তুমি যে কুরআন মুখস্ত জান তার বিনিময়ে বিবাহ দিলাম।

৪৭৫৬. عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا اِنْ لَمْ لَكُنْ لَكَ بِهَا

حَاجَةٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ
 أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ
 الَّتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ
 سُورَةٌ كَذًا وَسُورَةٌ كَذًا لِسُورٍ سَمَاهَا فَقَالَ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .

৪৭৫৬. সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, জনৈকা মহিলা নবী (স)-এর নিকট এসে বলল : আমি নিজেকে আপনার কাছে (বিয়ের জন্য) হেবা করছি। সে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করল। অতপর এক লোক বলল, যদি আপনার তার প্রয়োজন না থাকে তবে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) বললেন, তাকে মোহর বাবদ দেয়ার মত তোমার কাছে কিছু আছে কি ? সে উত্তর দিল, আমার কাছে এ তহবন্দ ছাড়া আর কিছুই নেই। নবী (স) বললেন, তুমি যদি তোমার তহবন্দ তাকে দিয়ে দাও তবে তোমার পরিধানের জন্য কোন চাদর থাকবে না, অতএব কিছু খুঁজে আন। সে উত্তর দিল, আমি কিছুই পেলাম না। নবী (স) বললেন, কিছু পাওয়ার চেষ্টা করো তা একটি লোহার আংটিই হোক না কেন ? কিন্তু সে তাও যোগাড় করতে ব্যর্থ হলো। তিনি বলেন, তোমার কুরআন থেকে কিছু জানা আছে কি ? সে বলল, হ্যাঁ, অমুক অমুক সূরা। সে সূরাগুলোর নামও উল্লেখ করল। অতপর নবী (স) বললেন : আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম, যে পরিমাণ কুরআন তোমার জানা আছে তার বিনিময়ে।

৪২-অনুচ্ছেদ : পিতা বা অপর কেউ কোন বাকিরা (কুমারী) বা সায়িবা মেয়েকে তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ দিবে না।

৪৭০৭- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ
 حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ
 إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ .

৪৭৫৭. আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হুরাইরা (রা) তাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, নবী (স) বলেছেন : কোন স্বামীহীনা মহিলাকে তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কোন কুমারী মেয়েকেও তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! তার অনুমতি কিভাবে নেয়া হবে ? তিনি বলেন, তার চুপ করে থাকা।

৪৭০৮- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ رِضَاهَا
 صَمْتُهَا .

৪৭৫৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! কুমারী তো (সম্মতি প্রকাশে) লজ্জাবোধ করে। তিনি বলেন, তার চুপ থাকাই তার সম্মতি।

৪৩-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি তার কন্যার অমতে তাকে বিবাহ দিলে সেই বিবাহ প্রত্যাখ্যাত ।

৪৭৫৯- عَنْ خَنَسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ (خِدَامٍ) الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيِّبٌ نَكَرَتْ ذَلِكَ فَآتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ .

৪৭৫৯. খানসা বিনতে খিদাম (খিয়াম) আল আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত । তার পিতা তাকে বিবাহ দেন, তিনি ছিলেন সাযিয়াবা তিনি এ বিবাহ অপসন্দ করলেন । তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এলেন । তিনি সেই বিবাহ বাতিল করে দেন ।

৪৭৬০- عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خِدَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ نَحْوَهُ .

৪৭৬০. কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত । আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ এবং মুজাম্মি ইবনে ইয়াযীদ উভয়ে তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, খিয়াম নামক এক ব্যক্তি তার কন্যাকে তার অমতে একজনের কাছে বিবাহ দেন পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ ।

৪৪-অনুচ্ছেদ : ইয়াতীম বালিকার বিবাহ । আল্লাহর বাণী : “যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তোমরা ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না, তাহলে তোমাদের পসন্দমত (অন্য মহিলাদের) বিবাহ করো।”-(৩ : ৩) কেউ (কোন মহিলার) অভিভাবককে বলল, অমুক মহিলাকে আমার কাছে বিবাহ দিন এবং সে চূপ করে থাকল অথবা তাকে বলল, তোমার কাছে কি আছে ? সে উত্তরে বলে, এই এই জিনিস আছে অথবা চূপ করে থাকে । অতপর অভিভাবক বলে, আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম, তবে এ বিবাহ জায়েয । এ ব্যাপারে সাহল (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ।

৪৭৬১- عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهَا يَا أُمَّتَاهُ وَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتْمَى إِلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيَّهَا فَيَرِغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا فَتُهَوِّا عَنْ نِكَاحِهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي أَكْمَالِ الصَّدَاقِ وَأَمْرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالَ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي

قَلَّةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكَوْهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا
حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا
لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا أَلَا فِي مِنَ الصَّدَاقِ .

৪৭৬১. উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন : হে আম্মা ! “যদি তুমি আশঙ্কা কর যে, তুমি ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার মালিক।”-(৩ : ৩) আয়েশা (রা) বলেন, হে আমার ভাগ্নে ! এ আয়াত ইয়াতীম বালিকাদের অভিভাবকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যাদের তদারকীতে তারা রয়েছে এবং তারা এদের রূপ সৌন্দর্য ও সম্পদের প্রতি লোভের বশবর্তী হয়ে সামান্য মোহরে এদের বিবাহ করতে চায়। সুতরাং ঐ অভিভাবকদের এ ইয়াতীম বালিকাদের বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়, যদি না তারা এদের ইনসাফপূর্ণভাবে পূর্ণ মোহর আদায় করে। অন্যথায় এদেরকে ঐ বালিকাদের ছাড়া অন্য মহিলাদের বিবাহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়েশা (রা) আরো বলেছেন, লোকেরা রসূলুল্লাহ (সা)-কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তা’আলা নাযিল করলেন : “তারা তোমার কাছে মহিলাদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে এবং তোমরা যাদের বিয়ে করতে আগ্রহী”-(সূরা আন নিসা : ১২৭)। সুতরাং আল্লাহ তা’আলা এদেরকে লক্ষ্য করে এ আয়াতে নাযিল করলেন। যদি কোন ইয়াতীম বালিকার সৌন্দর্য এবং সম্পদ থাকে, তাহলে এরা তাদেরকে বিয়ে করতে চায় এবং এরা এদের বংশীয় অভিজাত্যের ব্যাপারেও আগ্রহী এবং মোহর কম করতে চায়। কিন্তু সে এদের আকাঙ্ক্ষার পাত্রী না হলে এবং তার সম্পদ ও রূপের কমতি থাকলে এদের পরিত্যাগ করে অন্য মহিলাদের বিবাহ করত। আয়েশা (রা) বলেন, সুতরাং যখন এদের মধ্যে স্বার্থ না পাওয়ার কারণে যারা এদেরকে পরিত্যাগ করে, তারা এই শ্রেণীর মেয়েদের বিবাহ করতে চাইলে ইনসাফের সাথে এদের পূর্ণ মোহর দিয়ে বিবাহ করবে।

৪৫-অনুচ্ছেদ : যদি কোন ব্যক্তি বলে, অমুক মেয়েকে আমার সাথে বিবাহ দিন এবং অভিভাবক বলে আমি তাকে এতো পরিমাণ মোহরের বিনিময়ে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম, তাহলে তা জ্ঞায়েয, এমনকি সে যদি প্রস্তাবককে জিজ্ঞেস নাও করে, তুমি কি রাজী আছ অথবা তুমি কি (তাকে) কবুল করেছ ?

٤٧٦٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً أَمْرَأَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ مَالِي
الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا قَالَ مَا عِنْدَكَ
قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ فَمَا
عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .

৪৭৬২. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী (স)-এর কাছে এসে নিজেকে (বিবাহের জন্য) তাঁর খেদমতে পেশ করল। তিনি বলেন : বর্তমানে আমার কোন মহিলার প্রয়োজন নেই। অতপর জনৈক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রসূল ! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার নিকট কি আছে ? সে বলল, আমার কাছে কিছুই নেই। নবী (স) বললেন, তাকে কিছু দাও, একটি লোহার আংটি হলেও। সে উত্তর দিল : আমার কিছুই নেই। নবী (স) তাকে বললেন : কুরআনের কি পরিমাণ তোমার মুখস্থ আছে ? সে উত্তর দিল, এই পরিমাণ, এই পরিমাণ। নবী (স) বললেন : তুমি যে পরিমাণ কুরআন জান, তার বিনিময়ে তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।

৪৬-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না সে বিবাহ করে অথবা (প্রস্তাব) প্রত্যাহার করে।

৪৭৬৩. ٤٧٦٣- عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبَ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .

৪৭৬৩. ইবনে উমার (রা) বলতেন, নবী (স) কাউকে এক ভাই কোন জিনিসের দর বললে অন্য ভাইকে তার ওপর দর বলতে নিষেধ করেছেন এবং এক মুসলিম ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর অন্য ভাই যেন বিয়ের প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না প্রথম প্রস্তাবকারী প্রস্তাব প্রত্যাহার করে অথবা তাকে অনুমতি দেয়।

৪৭৬৪. ٤٧٦٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ .

৪৭৬৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমরা কুধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক, কেননা কুধারণা পোষণ সর্বাধিক মিথ্যা। তোমরা একে অপরের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করো না, অন্যের ব্যাপারে লোকদের কুকথা শুনো না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর না, পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। এক মুসলিম ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব করবে না, যতক্ষণ না সে তাকে বিবাহ করে অথবা ত্যাগ করে।

৪৭-অনুচ্ছেদ : প্রস্তাব ত্যাগ করার তাৎপর্য।

৪৭৬৫. ٤٧٦٥- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ قَالَ عُمَرُ لَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنَّ شَيْئًا أَنْكَحْتِكَ حَفْصَةَ بِنْتُ عُمَرَ فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَقَيْتَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ

يَمْنَعُنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَّضْتَ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكْتُهَا لَقَبَلْتُهَا .

৪৭৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। যখন হাফসা (রা) বিধবা হলেন, উমার (রা) বললেন, আমি আবু বাকর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকে বললাম, যদি আপনি রাজী থাকেন তবে হাফসা বিনতে উমারকে আপনার সাথে বিবাহ দিব। আমি কয়েক দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। অতপর রসূলুল্লাহ (স) তাকে (হাফসাকে) বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তখন আবু বাকর আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, কোন কিছুই আপনার প্রস্তাবের ব্যাপারে আপনার কাছে আসা থেকে আমাকে বিরত রাখেনি, কিন্তু আমি জানতাম যে, রসূলুল্লাহ (স) তাকে (বিবাহের কথা) উল্লেখ করেছেন। আমি কখনও নবী (স)-এর গোপনীয়তা ফাস করতে পারি না। তিনি যদি তাকে বাদ দিতেন (অর্থাৎ বিবাহ না করতেন) তাহলে আমি তাকে গ্রহণ করতাম।

৪৮-অনুচ্ছেদ : বিবাহের খোতবা।

৪৭৬৬. عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا .

৪৭৬৬. ইবনে উমার (রা) বলেন, দুই ব্যক্তি প্রাচ্য থেকে আসল এবং তারা বক্তৃতা দিল। নবী (স) বললেন, নিশ্চয় কোন কোন বক্তৃতা যাদুর ন্যায় (সম্মোহনী প্রভাব থাকে)।

৪৯-অনুচ্ছেদ : বিবাহ অনুষ্ঠানে এবং বিবাহভোজে দফ বাজানো।

৪৭৬৭. عَنْ الرَّبِيعِ بِنْتِ مَعْوِذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ حِينَ بُنِيَ عَلَى
فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَا جَلَسْتُ مَنِي فَجَعَلْتُ جُوزِيَّاتٍ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالْأُذُنِ
وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ أَحَدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ
فَقَالَ دَعِيَ هَذِهِ وَقَوْلِي بِالَّذِي كُنْتُ تَقُولِينَ .

৪৭৬৭. রুবায়্যা বিনতে মুওয়াক্কিয় ইবনে আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। আমার বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর নবী (স) আসলেন এবং আমার বিছানার ওপর বসলেন, যেমন তুমি আমার কাছে বস। আমাদের কচি বালিকারা ছোট ঢাক (দফ) বাজাচ্ছিল এবং বদর যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্ত আমার বাপ-চাচার শোকগাঁথা গাইছিল। তাদের মধ্যে একজন যখন বলল, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন যিনি আগামী কাল কি হবে তা জানেন, তখন নবী (স) বললেন : একথা ত্যাগ কর এবং পূর্বে যা বলছিলে, তাই বল। ১৬

৫০-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “এবং স্ত্রীদের মোহরানা মনের সন্তোষ সহকারে (ফরয় মনে করে) আদায় কর।”-(সূরা আন নিসা : ৪) মোহরানার অধিক পরিমাণ এবং নিম্ন পরিমাণ যত নির্ধারণ করা বৈধ। আল্লাহর বাণী : “এবং তোমরা যদি

১৬. নবী (স) বালিকাদের ঐ কথা বলা থেকে বিরত থাকতে বললেন। কারণ আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ ভবিষ্যত জানে না, এমনকি নবী-রসূলগণও নয়।

তাদের কাউকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ মোহরানা দিয়ে থাক তবে তা থেকে সামান্য পরিমাণও ফিরিয়ে নিও না।”-(সূরা আন নিসা : ২০) আল্লাহর বাণী : “অথবা তাদের মোহরানা নির্দিষ্ট করে থাক।”-(সূরা আল বাকারা : ২৩৬) সাহল (রা) বলেন, নবী (স) এক ব্যক্তিকে বললেন : যদি একটি লোহার আংটিও হয়।

৪৭৬৮- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَآةٍ فَرَأَى النَّبِيَّ ﷺ بِشَاشَةِ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَآةٍ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَآةٍ مِّنْ ذَهَبٍ .

৪৭৬৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এক মহিলাকে বিবাহ করলেন এবং তাকে খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ (স্বর্ণ মোহরানা) দিলেন। নবী (স) (তার মুখমণ্ডলে) বিবাহের খুশীর ঔজ্জল্য দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে খেজুরের আঁটির পরিমাণ (স্বর্ণ) দিয়ে বিবাহ করেছি। আনাস (রা) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) খেজুরের আঁটির পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেন।

৫১-অনুচ্ছেদ : কুরআন শিখানোর বিনিময়ে এবং মোহরানা ছাড়া বিবাহ।

৪৭৬৯- عَنْ سَهْلِ بْنِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأَى فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأَى فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ الثَّلَاثَةُ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأَى فِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكَحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَّبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .

৪৭৬৯. সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকটে লোকদের সাথে (বসা) ছিলাম। এক মহিলা দাঁড়িয়ে বললো : হে আল্লাহর রসূল ! সে (আমি) নিজেকে বিবাহের জন্য আপনার কাছে হেবা করেছে, তার সম্পর্কে আপনার মত দিন। নবী (স) তাকে কোন উত্তর দিলেন না। সে পুনরায় দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! সে নিজেকে আপনার কাছে হেবা করেছে, তার সম্পর্কে আপনার মত দিন। নবী (স) এবারও কোন

কিতাবুন নিকাহ

উত্তর দিলেন না। সে তৃতীয় বার দাঁড়িয়ে বলল, সে নিজেকে আপনার কাছে হেবা করছে, তার সম্পর্কে আপনার মত দিন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আব্দুল্লাহর রসূল! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কাছে কিছ আছে কি? সে উত্তর দিল, না। নবী (স) বললেন : যাও এবং খুঁজে দেখ, কিছু যোগাড় করতে পার কি না, তা লোহার একটি আংটি হলেও। লোকটি গেল, খোঁজ করল এবং ফিরে এসে বলল, আমি কিছুই যোগাড় করতে পারলাম না, এমনকি একটি লৌহ অঙ্গুরীও নয়। নবী (স) বললেন, তুমি কি কুরআনের কিছু মুখস্থ জান? সে উত্তর দিল : আমি অমুক অমুক সূরা মুখস্থ জানি। নবী (স) বললেন : যাও, তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ জান তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।

৫২-অনুচ্ছেদ : মোহরানা হিসেবে স্বামীর মাল ও লোহার আংটি।

৪৭৭. - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ -

৪৭৭০. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তিকে বললেন : তুমি বিবাহ কর, (মোহরানা হিসেবে) একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হলেও।

৫৩-অনুচ্ছেদ : বিবাহে শর্ত আরোপ। উমার (রা) বলেন, চুক্তির শর্ত মোতাবেক অধিকার নির্ধারিত হয়ে যায়। মিসওয়্যার ইবনে মাখরামা (রা) বলেন : নবী (স) তাঁর এক জামাতার প্রশংসা করে বলেছেন : যখনই সে আমার সাথে কথা বলেছে, সত্য বলেছে এবং যখনই ওয়াদা করেছে, তা রক্ষা করেছে।

৪৭৭। - عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشَّرْطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرْجَ .

৪৭৭১. উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : সব শর্তের মধ্যে যে শর্ত পালন করা তোমাদের জন্য অধিক কর্তব্য তাহল—যে শর্ত দ্বারা তোমরা (নারীদের) বিশেষ অংগ উপভোগ করা হালাল করে থাক।

৫৪-অনুচ্ছেদ : বিবাহে যেসব শর্ত আরোপ করা হালাল নয়। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : কোন মহিলা তার মুসলিম বোনকে (হবু স্বামীর আগের স্ত্রীকে) তালাক দেয়ার শর্ত আরোপ করতে পারবে না।

৪৭৭২. - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قَدَّرَ لَهَا .

৪৭৭২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : (বিবাহের সময়) কোন মহিলার জন্য তার বোনের (হবু স্বামীর স্ত্রীর) তালাক দাবি করা বৈধ নয়, তার আহ্বারের পাত্র একচেটিয়া দখল করার জন্য। কেননা তার তাকদীরে যা নির্ধারিত রয়েছে সে তা-ই পাবে।

বু-৫/৯—

৫৫-অনুচ্ছেদ : বিবাহিতের জন্য হলুদ রং ব্যবহার। এই বিষয়ে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) নবী (স)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪৭৭৩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِهِ أَثَرٌ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ سَقَتَ إِلَيْهَا قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৪৭৭৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন এবং তার দেহে হলুদ বর্ণের চিহ্ন ছিল। রসূলুল্লাহ (স) তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, তিনি এক আনসারী মহিলাকে বিবাহ করেছেন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কি পরিমাণ মোহরানা দিয়েছ? তিনি বলেন, খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ স্বর্ণ। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তাহলে বিবাহ ভোজের ব্যবস্থা কর, একটি বকরী দিয়ে হলেও।

৫৬-অনুচ্ছেদ :।

৪৭৭৪- عَنْ أَنَسِ قَالَ أَوْلِمَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَيْنَبَ فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْرًا فَخَرَجَ كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ فَآتَى حُجْرَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُو وَيَدْعُونَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ لَا أَثَرِي أَخْبَرْتُهُ أَوْ أَخْبِرَ بِخُرُوجِهِمَا .

৪৭৭৪. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) যয়নব (রা)-এর সাথে তাঁর বিবাহে বিবাহ ভোজের ব্যবস্থা করেন এবং মুসলমানদের জন্য রুটি সহযোগে ভাল খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। অতপর তাঁর অভ্যাসমত তিনি বাইরে এলেন এবং উম্মুল মু'মিনীনদের বাসস্থানে গেলেন এবং তাদের জন্য দোআ করলেন, তারাও দুআ করলেন। তিনি ফিরে এসে দেখলেন (সেখানে) দু'জন লোক বসে আছে। তাই তিনি পুনরায় ফিরে গেলেন। আমি ঠিক স্মরণ করতে পারছি না যে, আমি তাঁকে ঐ লোক দু'টির চলে যাওয়ার সংবাদ দিয়েছিলাম না তিনি সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

৫৭-অনুচ্ছেদ : বিবাহিতের জন্য কিভাবে দোয়া করবে।

৪৭৭৫- عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৪৭৭৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আবদুর রহমান ইবনে আওফের শরীরে হলুদ রংয়ের চিহ্ন দেখতে পেলেন এবং বললেন : এ কি? তিনি বলেন, আমি এক

কিতাবুন নিকাহ

মহিলাকে খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিবাহ করেছি। নবী (স) বললেন : আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত নাযিল করুন, বিবাহ ভোজের ব্যবস্থা কর, তা একটি ছাগল দ্বারাই হোক না কেন।

৫৮-অনুচ্ছেদ : উপটোকন প্রদানকারী মহিলাদের নব দম্পতির জন্য দোআ।

৬৭৭৬- عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجَنِى النَّبِيُّ ﷺ فَاتَّقَنِيْ أُمِّيْ فَأَدْخَلْتَنِى الدَّارَ فَاذَا نِسْوَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَا عَلَى الْخَيْرِ وَالْبُرْكََةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ .

৪৭৭৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আমাকে বিবাহ করলেন। আমার মা আমার কাছে আসলেন এবং আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। আমি সেখানে কয়েকজন আনসারী মহিলাকে দেখতে পেলাম। তারা বলল, আল্লাহ তার প্রতি কল্যাণ ও বরকত নাযিল করুন এবং তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন করুন।

৫৯-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জিহাদে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রীর সাথে বাসর যাপন করতে চায়।

৬৭৭৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ غَزَا نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتَّبِعْنِي رَجُلٌ مَّلَكَ بَضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَّ بِهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا .

৪৭৭৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আশ্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে একজন নবী জিহাদের জন্য বের হলেন। তিনি নিজ লোকদেরকে বললেন : যে ব্যক্তি বিবাহ করেছে এবং স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে ইচ্ছুক, অথচ এখনও মিলিত হয়নি সে যেন আমার সাথে না যায়।

৬০-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নয় বছরের স্ত্রীর সাথে বাসর রাত যাপন করে।

৬৭৭৮- عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ عَائِشَةَ وَهِيَ ابْنَةٌ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ ابْنَةٌ تِسْعٍ وَمَكَّثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا .

৪৭৭৮. উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। যখন-নবী (স) আয়েশা (রা)-কে বিবাহ করেন, তখন তার বয়স ছিল ছয় বছর এবং যখন তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর। তিনি মোট নয় বছর তিনি (আয়েশা) নবী (স)-এর সাথে বৈবাহিক জীবন অতিবাহিত করেন।

৬১-অনুচ্ছেদ : সফরে বাসর যাপন।

৬৭৭৯- عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يَبْنِي عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُبَيْبٍ فَدَعَا الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَليْمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَليْمَتُهُ

فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقَالُوا إِنَّ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَأَ لَهَا خَلْفَهُ وَدُدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ .

৪৭৭৯. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) তিন দিন পর্যন্ত মদীনা ও খায়বারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করেন এবং সেখানে সাফিয়া বিনতে হুয়াইয়ের সাথে তাঁর বাসর যাপনের ব্যবস্থা করা হয়। আমি বিবাহ ভোজের জন্য মুসলমানদের দাওয়াত দেই, তাতে না ছিল রুটি না ছিল গোশত। নবী (স) চামড়ার দস্তুরখান বিছাতে নির্দেশ দিলেন এবং তাতে খেজুর, পনির ও মাখন রাখা হল, এটাই ছিল নবী (স)-এর বিবাহভোজ। মুসলমানরা বলাবলি করল, সাফিয়া কি উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে শামিল হবেন না তাঁর দাসী হিসেবে গণ্য হবেন? অতপর তারা বললেন, নবী (স) যদি তাকে লোকদের থেকে পর্দা করান, তাহলে তিনি উম্মুল মু'মিনীনদের অন্তর্ভুক্ত, আর পর্দা না করলে তাঁর দাসী। সুতরাং নবী (স) যখন রওয়ানা করলেন, তাকে উটের পিঠে তাঁর পেছনে বসালেন এবং তার জন্য লোকদের থেকে পর্দার ব্যবস্থা করলেন।

৬২-অনুচ্ছেদ : শোভাযাত্রা ও মশাল ছাড়া দিবাকালে বিবাহোত্তর নিভৃত বাস।

٤٧٨٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحَى .

৪৭৮০. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) যখন আমাকে বিবাহ করেন, তখন আমার মা আমার কাছে আসলেন এবং আমাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। মধ্যাহ্নে (নিভৃতে আমার কাছে) রসূলুল্লাহ (স)-এর আগমন ছাড়া অন্য কিছুই আমাকে বিস্মিত করেনি।

৬৩-অনুচ্ছেদ : আনমাত এবং অনুরূপ জিনিস মহিলাদের জন্য।

٤٧٨١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَتَى لَنَا أَنْمَاطٌ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ .

৪৭৮১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ তুমি কি আনমাত (পর্দা, বিছানার চাদর ইত্যাদি) তৈরি করিয়ে নিয়েছ? আমি আরয় করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আনমাত কোথেকে যোগাড় করব? নবী (স) বললেন : অচিরেই তোমরা এগুলো পেয়ে যাবে।

৬৪-অনুচ্ছেদ : যেসব মহিলা সদ্য বিবাহিতাকে তার স্বামীকে পেশ করে এবং আল্লাহর কাছে তাদের বরকতের জন্য দোআ করে।

٤٧٨٢- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهَوْ فَاِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ .

৪৭৮২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জ্ঞৈক আনসারীর জন্য এক মহিলাকে বিবাহের কনে হিসেবে প্রস্তুত করলে নবী (স) বলেনঃ হে আয়েশা! (বিবাহ উপলক্ষে) তোমরা কি কোন আনন্দ-ফূর্তির ব্যবস্থা করনি? আনসারগণ এ জাতীয় আনন্দ-ফূর্তি পসন্দ করে।

৬৫-অনুচ্ছেদঃ নবদম্পতির জন্য উপহার। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) আমাদের বানু রিফাআর মসজিদের নিকট দিয়ে গেলেন। যখনই নবী (স) উম্মু সুলাইমের নিকট দিয়ে যেতেন, তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁকে সালাম করতেন। তিনি আরো বলেন, নবী (স) যখনবের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে উম্মু সুলাইম আমাকে বলেনঃ আমরা যদি রসূলুল্লাহ (স)-কে কিছু উপহার দিতে পারতাম। আমি তাঁকে বললামঃ তাই করুন। সুতরাং তিনি খেজুর, মাখন ও পনিরের সংমিশ্রণে তৈরী 'হাইস' ডেকচিতে ঢেলে মিশিয়ে তা আমার মারফত রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে পাঠান। আমি এসব নিয়ে তাঁর খেদমতে হাজির হলে তিনি বলেনঃ এগুলো রেখে দাও। অতপর তিনি আমাকে কতিপয় লোকের নাম উল্লেখ করে তাদের ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন এবং এছাড়াও যার সাথে আমার দেখা হবে তাকেও দাওয়াত দিতে বলেন। তার নির্দেশমত আমি তাই করলাম। আমি ফিরে এসে ঘরভর্তি লোক দেখতে পেলাম এবং নবী (স)-কে 'হাইস' এর পাত্রের মধ্যে হাত রাখা অবস্থায় দেখলাম এবং তাঁকে আল্লাহ তায়ালার যা ইচ্ছা তা বলতে শুনলাম। অতপর তিনি দশ দশজনের দলকে খাবার জন্য ডাকলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে পাত্র থেকে যার যার নিকট থেকে খেতে শুরু কর। যখন তাদের সকলের খাওয়া শেষ হল, কতক লোক চলে গেল এবং কতক লোক সেখানে কথাবার্তায় মশগুল থাকল। এতে আমি বিরক্ত হলাম। নবী (স) সেখান থেকে বেরিয়ে (তাঁর স্ত্রীদের) কক্ষে গেলেন এবং আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। যখন আমি তাঁকে বললাম যে, তারা চলে গেছে তখন তিনি নিজ কক্ষে ফিরে এলেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন, তখনও আমি তাঁর কক্ষে উপস্থিত ছিলাম। তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ "হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নবীর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না, তবে তোমাদেরকে যদি খাবারের দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে অবশ্যই আসবে এবং খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র চলে যাবে এবং গল্প-গুজবে মশগুল হবে না। তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে মনোপীড়া দেয়। কিন্তু তিনি (সৌজন্যের খাতিরে) লজ্জায় কিছুই বলেন না। কিন্তু আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না।"-(৩৩ঃ ৫৩) আবু উসমান বলেন, আনাস (রা) বলেছেনঃ আমি দশ বছর নবী (স)-এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম।

৬৬-অনুচ্ছেদঃ কনের জন্য কাপড়-চোপড় ইত্যাদি ধার করা।

৬৭৮৩- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَارْسَلَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلِبِهَا فَأَدْرَكْتَهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضْوءٍ فَلَمَّا أَتَوُ النَّبِيَّ ﷺ شَكُّوا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيْمَمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ

حُضَيْرٍ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكَ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً .

৪৭৮৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আসমা (রা)-এর নিকট থেকে একছড়া হার ধার করে আনেন এবং তা হারিয়ে ফেলেন। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর কতিপয় সাহাবীকে সেটা খোজার জন্য পাঠালেন। পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হলে তাঁরা বিনা উযুতেই নামায পড়লেন। তাঁরা নবী (স)-এর খেদমতে ফিরে এসে এ সম্পর্কে তাঁর কাছে অসুবিধার কথা বললেন। সুতরাং এ পরিপ্রেক্ষিতে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হলো। উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) বলেন, (হে আয়েশা!) আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আল্লাহর শপথ! যখনই আপনার ওপর কোন অসুবিধা এসেছে, তখন আল্লাহ শুধু আপনাকেই তা থেকে মুক্ত করেননি, বরং গোটা মুসলিম জাতি তো তার জন্য কল্যাণ দান করেছেন।

৬৭-অনুচ্ছেদ : স্ত্রীসহবাসের সময় যে দোআ পড়তে হয়।

٤٧٨٤- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قَدِّرْ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْ قُضِيَ وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا .

৪৭৮৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : তাদের মধ্যে কেউ যখন নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে মিলিত হতে যায় তখন সে যেন বলে : “বিসমিল্লাহ! আল্লাহ্‌মা জান্নিবনিশ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ শাইতানা মা রায়াকতানা।”^{১৭} অতপর এই সহবাসে (তাদেরকে) সন্তান দান করা হলে, শয়তান কখনো তার কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।

৬৮-অনুচ্ছেদ : ওলীমা (বিবাহডোজ) একটি অধিকার। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে বললেন : ওলীমার ব্যবস্থা করো, একটি বকরী দিয়ে হলেও।

٤٧٨٥- عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَكَانَ أُمَّهَاتِي يُوَاطِبُنِنِي عَلَى خِدْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ وَتُوفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَيْنَ سَنَةً فَكُنْتُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أَنْزَلَ وَكَانَ أَوَّلَ مَا أَنْزَلَ فِي مُبْتَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرِزْنَبِ ابْنَةِ جَحْشٍ أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ

১৭. “আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ! আমাকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং যে সন্তান আমাদেরকে দাও তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ।”

فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوا وَيَقِي رَهْطٌ مِّنْهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَطْلُوا
 الْمَكَّةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَرَجَ وَخَرَجَتْ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا فَمَشَى النَّبِيُّ ﷺ
 وَمَشِيَتْ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعَتْ
 مَعَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَقُومُوا فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ
 وَرَجَعَتْ مَعَهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ وَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ
 وَرَجَعَتْ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَضْرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ وَأَنْزَلَ
 الْحِجَابُ .

৪৭৮৫. ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, নবী (স) যখন মদীনায়ায় আগমন করেন তখন আমি দশ বছরের বালক ছিলাম। আমার মা-চাচীরা আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমত করার জন্য প্রেরণা দিচ্ছিলেন। আমি দশ বছরকাল তাঁর খেদমত করি। যখন নবী (স) ইনতিকাল করেন তখন আমার বয়স হয়েছিল বিশ বছর এবং আমি হিজাবের (পর্দা) আয়াত নাযিল হওয়া সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশী ওয়াকিফহাল। পর্দা সম্পর্কীয় প্রাথমিক আয়াতসমূহ যখন বিনতে জাহশ (রা)-এর সাথে নবী (স)-এর বাসর যাপনের প্রাক্কালে নাযিল হয়েছিল। সেদিন নবী (স) বর বেশে ভোরে উপনীত হলেন। অতপর লোকদেরকে ওলীমার দাওয়াত দিলেন। তারা (রাতে) আসলেন, খানা খেলেন এবং কিছু সংখ্যক লোক বাদে অধিকাংশই চলে গেলেন। তারা নবী (স)-এর সাথে দীর্ঘক্ষণ কাটালেন। অতপর নবী (স) গাত্রোথান করলেন এবং বাইরে বেরুলেন। আমিও তাঁর পিছু পিছু বের হলাম, যাতে অন্যরাও বের হয়ে চলে যায়। নবী (স) সামনে এগুতে থাকলেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি আয়েশা (রা)-এর কক্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলেন। তিনি চিন্তা করলেন বাকী লোকগুলো এতক্ষণে হয়ত চলে গেছে। তাই তিনি পুনরায় ফিরে এলেন এবং আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি (স) যখনবের কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, লোকগুলো তখনও বসে আছে, উঠার লক্ষণ নেই। নবী (স) পুনরায় বাইরে বের হলেন এবং আমিও তাঁর সাথে বের হলাম। যখন আমরা আয়েশা (রা)-এর কক্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলাম, তিনি ভাবলেন যে, এতক্ষণে হয়ত লোকগুলো চলে গেছে এবং তিনি ফিরে এলেন। আমিও তাঁর সাথে ফিরে এসে দেখলাম যে, লোকগুলো চলে গেছে। অতপর নবী (স) আমার ও তাঁর মাঝখানে একটি পর্দা টেনে দিলেন এবং এ সময়ই পর্দা সম্পর্কীয় আয়াত নাযিল হলো।

৬৯-অনুচ্ছেদ : ওলীমার (বিবাহভোজ) ব্যবস্থা করা উচিত, একটি ছাগল দিয়ে হলেও।

৬৭৮৬- عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً
 مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاقٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا

قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
 بِنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَقَاسِمُكَ مَالِي وَأَنْزَلَ لَكَ عَنْ أَحَدِي
 إِمْرَأَتِي قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَأَشْتَرَى
 فَأَصَابَ شَيْئًا مِّنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৪৭৮৬. আনাস (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করলে নবী (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি তাকে কি পরিমাণ মোহরানা দিয়েছ? তিনি বলেন, একটি খেজুরের আঁটির ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। আনাস (রা) বলেন, তাঁরা (মুহাজিরগণ) মদীনায় পৌঁছে আনসারদের গৃহে অবস্থান করেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) সাদ ইবনুর রাবী (রা)-এর গৃহে অবস্থান করেন। সাদ (রা) আবদুর রহমানকে বললেন : আমি আমার সম্পত্তি ভাগ করে তোমাকে দিব এবং আমার দুই স্ত্রীর একজনকে তোমার জন্য ত্যাগ করব। আবদুর রহমান (রা) বললেন, আল্লাহ তোমার সম্পত্তি ও পরিজনে বরকত দান করুন। অতপর তিনি বাজারে গেলেন বেচা-কেনা করলেন এবং লাভ হিসেবে কিছু পনির এবং ঘি অর্জন করলেন, অতপর বিয়ে করলেন। নবী (স) তাকে বলেন : “ওলীমার ব্যবস্থা করো, একটি ছাগী দিয়ে হলেও।

٤٧٨٧. عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلِمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ نِّسَانِهِ مَا أَوْلِمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلِمَ بِشَاةٍ .

৪৭৮৭. আনাস (রা) বলেন, “নবী (স) তাঁর কোন স্ত্রীর বেলায় যয়নবের ওলীমার তুলনায় উত্তম ভোজের ব্যবস্থা করেননি। তিনি যয়নবের ওলীমা করেন একটি ছাগী দ্বারা।

٤٧٨٨. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْلِمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ .

৪৭৮৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সাফিয়াকে আযাদ করে বিয়ে করলেন এবং তাকে আযাদ করাকেই তার মোহরানা ধার্য করেন। তাঁর বিয়েতে ‘হাইস’ দ্বারা তিনি ওলীমার ব্যবস্থা করেন।

٤٧٨٩. عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ بَنَى النَّبِيُّ ﷺ بِإِمْرَأَةٍ فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ .

৪৭৮৯. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর এক স্ত্রীর (যয়নব) সাথে বাসর যাপনের ব্যবস্থা করেন এবং লোকদেরকে (বিবাহ) ভোজের দাওয়াত দেয়ার জন্য আমাকে পাঠান।

৭০-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি এক স্ত্রীর সাথে বিবাহের সময় অন্যদের বিবাহের চেয়ে বড় ধরনের ওলীমার ব্যবস্থা করে।

৪৭৯০. عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذَكَرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ نِّسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ .

৪৭৯০. সাবেত (রা) বলেন, যয়নব (রা)-এর বিবাহের কথা আনাস (রা)-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন : যয়নব বিনতে জাহ্শের সাথে নবী (স)-এর বিবাহে তিনি যে ওলীমার ব্যবস্থা করেন, তার চেয়ে উত্তম ভোজের ব্যবস্থা আর কারো সাথে বিবাহের সময় তাঁকে করতে দেখিনি। এ বিবাহে তিনি একটি ছাগী দ্বারা ওলীমার ব্যবস্থা করেন।

৭১-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি একটি ছাগীর চেয়ে কম দিয়ে ওলীমা করে।

৪৭৭১. عَنْ صَفِيَّةِ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ مِمْدَيْنٍ مِّنْ شَعِيرٍ .

৪৭৯১. সাফিয়্যা বিনতে শাইবা (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর কোন স্ত্রীর বিয়েতে দুই মুদ পরিমাণ বার্ষি দ্বারা ওলীমার ব্যবস্থা করেন।

৭২-অনুচ্ছেদ : ওলীমা ও অন্যান্য দাওয়াত কবুল করা কর্তব্য। যদি কেউ সাত বা অনুরূপ দিন ওলীমার আয়োজন করে। নবী (স) ওলীমার সময় একদিন বা দুইদিন ধার্য করে দেননি।

৪৭৭২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا .

৪৭৯২. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কাউকে ওলীমার দাওয়াত দেয়া হলে সে যেন তাতে উপস্থিত হয়।

৪৭৭৩. عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَكُؤُوا الْعَانِي وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ .

৪৭৯৩. আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : বন্দীদের মুক্তি দাও, দাওয়াত-কারীর দাওয়াত কবুল করো এবং রোগীকে দেখতে যাও।

৪৭৭৪. عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرْنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِتْبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَأَجَابَةَ الدَّاعِيَ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ أُنْيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِيَّةِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالِدَيْبَاجِ تَابِعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَشْعَثَ فَنِ إِفْشَاءِ السَّلَامِ .

৪৭৯৪. বারাআ ইবনে আয়েব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আমাদের সাতটি কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযায় অংশগ্রহণ করতে, কেউ হাঁচি দিলে তার জবাব দিতে, শপথ পূর্ণ করতে, নিপীড়িতের সাহায্য করতে, সালামের বিস্তার ঘটাতে এবং কেউ দাওয়াত দিলে তা কবুল করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে, রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করতে, মাআসির, কাসসি, ইসতাবরাক ও দীবাজ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৪৭৯৫. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَتَهُمْ وَهِيَ الْعُرُوسُ قَالَ سَهْلٌ تَدْرُونَ مَا سَقَّتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَّتَهُ أَيَّاهُ .

৪৭৯৫. সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, আবু উসাইদ আস সাইদী (রা) নবী (স)-কে তার ওলীমার দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং তার নববধু সেদিন খাদ্য পরিবেশন করে। সাহল (রা) বলেন, তোমরা কি জান নববধু নবী (স)-কে কি পান করিয়েছিল? সে রাতে কিছু খেজুর পানির মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছিল এবং নবী (স) আহার সমাপন করলে তাঁকে সেই পানীয় পান করতে দেয়।

৭৩-অনুচ্ছেদ : কেউ দাওয়াতে যাওয়া ত্যাগ করলে সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।

৪৭৯৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيْمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكَ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

৪৭৯৬. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, যে ওলীমায় (বিবাহভোজে) শুধু ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয় এবং গরীবদের দাওয়াত দেয়া হয় না, সেই বিবাহভোজ সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত পেয়ে তাতে যায়নি সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।

৭৪-অনুচ্ছেদ : পায়াল খাওয়ার দাওয়াত গ্রহণ।

৪৭৯৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ دُعِيْتُ إِلَى كُرَاعٍ لَّاجَبْتُ وَلَوْ أَهْدَى إِلَيَّ كُرَاعٌ (ذِرَاعٌ) لَقَبِلْتُ .

৪৭৯৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আমাকে কেউ পায়াল (গরু, মেঘ বা ছাগলের খুরা) দাওয়াত দিলে আমি তা গ্রহণ করব এবং আমাকে কেউ পায়াল হাদিয়া দিলে তা গ্রহণ করব।

৭৫-অনুচ্ছেদ : বিবাহ-শাদী ইত্যাদির দাওয়াত কবুল করা।

৪৭৯৮- عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجِيبُوا هَذِهِ الدُّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْتِي الدُّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ .

৪৭৯৮. নাফে (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (স) বলেছেন : যদি তোমাদেরকে বিবাহ অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া হয়, তবে তা কবুল করো। নাফে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বিবাহ-শাদীর ওলীমা বা এ ধরনের দাওয়াত পেলে তা কবুল করতেন, এমনকি তিনি (নফল) রোযাদার হলেও।

৭৬-অনুচ্ছেদ ৪ বিবাহের অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশুদের অংশগ্রহণ।

৪৭৯৯- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ نِسَاءً وَصَبِيَّانَا مُقْبِلَيْنِ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ مُمْتِنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ .

৪৭৯৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) কতিপয় মহিলা ও শিশুকে বিবাহের দাওয়াতে অংশগ্রহণ শেষে ফিরে আসতে দেখলেন। তিনি আনন্দের আতিশয্যে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহর নামে বলছি ! তোমরা লোকদের মধ্যে আমার কাছে অধিক প্রিয়।

৭৭-অনুচ্ছেদ ৪ কেউ যদি (দাওয়াতের অনুষ্ঠানে) কোন (দীনের দৃষ্টিতে) অপসন্দনীয় ব্যাপার দেখে, তবে সে কি ফিরে আসবে ? ইবনে মাসউদ (আবু মাসউদ) (রা) এক বাড়ীতে ছবি দেখতে পেয়ে ফিরে আসেন। ইবনে উমার (রা) আবু আইউব (রা)-কে দাওয়াত করেন। তিনি এসে ঘরের দেয়ালে ছবি দেখতে পেলেন। ইবনে উমার বলেন, মহিলারা আমাদেরকে পরাভূত করেছে। আবু আইউব (রা) বলেন, আমি যাদের সম্পর্কে এ আশঙ্কা করছিলাম, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে না। আল্লাহর শপথ! আমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করব না। অতএব আবু আইউব (রা) ফিরে গেলেন।

৪৮০০- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةَ فِيهَا تَصَاوِيرٌ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهَةَ (الْكَرَاهِيَةَ) فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّوَبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قَالَتْ فَقُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ .

৪৮০০. রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অবহিত করেছেন যে, তিনি একটি বাগিশ বা গদি কিনেন, যাতে (প্রাণীর) ছবি ছিল। রসূলুল্লাহ (স) তা দেখতে পেয়ে দরবার বাইরে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং (কক্ষের) ভেতরে প্রবেশ করলেন না। আমি নবী (স)-এর চেহারায় বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট তওবা (অনুতাপ) করছি, আমার কি অপরাধ হয়েছে ? নবী (স) বলেন : এ তাকিয়া কিসের জন্য ? আমি বললাম, আমি এটা আপনার জন্য খরিদ করেছি যাতে আপনি এর ওপর বসতে পারেন ও ঠেস লাগাতে পারেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : এ ছবির নির্মাতাদের কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা তৈরি করেছ, তার মধ্যে প্রাণ দাও। নবী (স) আরো বলেন : যে ঘরের মধ্যে (প্রাণীর) ছবি থাকে, সেই ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

৭৮-অনুচ্ছেদ : নিজ বিবাহভোজে নববধূর অংশগ্রহণ এবং তৎকর্তৃক পুরুষ বেইমানদের আপায়ন।

৪৮০১. عَنْ سَهْلِ قَالَ لَمَّا عَرَسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرْبَةً إِلَيْهِمْ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ أَمْ أُسَيْدٍ نَلَتْ ثَمَرَاتٍ فِي ثَوْبٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَّغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاتَتْهُ لَهُ فَصَفَّتْهُ تَحْتَهُ (اتَّحَفَتْهُ) بِذَلِكَ .

৪৮০১. সাহল (রা) বলেন, আবু উসাইদ আস-সাইদী (রা) বিয়ে করে নবী (স) ও তাঁর সাহাবাদেরকে (ওলীমার) দাওয়াত দিলেন। তার নববধূ ছাড়া আর কেউ খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করে নাই। সে একটি পাথরের পাত্রে রাতে পানির মধ্যে খেজুর ভিজিয়ে রাখে এবং নবী (স) খাদ্য গ্রহণ শেষ করলে সেই তৌহফা তাকে পান করায়।

৭৯-অনুচ্ছেদ : আন-রাবী স্ত্রীকে পানীয় এবং অন্যান্য শরবত যাতে মদকর না হেই তা বিয়ে-পানীতে পরিবেশন করা।

৪৮০২. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِعُرْسِهِ فَكَانَتْ أَمْرَأَتُهُ حَامِيَةً يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْفَرُوسُ فَقَالَتْ أَوْ قَالِ اتَّوَلَّوْنَ مَا أَنْقَعْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْقَعْتَ لَهُ ثَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي ثَوْبٍ (قِيلَ لَهَا) فَوَالِ اللَّهِ

৪৮০২. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। আবু উসাইদ আস-সাইদী (রা) তার বিবাহ ভোজে নবী (স)-কে দাওয়াত দেন। তার নববধূ সেদিন নবী (স)-কে খাদ্য পরিবেশন করে। সে অথবা সাহল বলেছেন, তুমি কি জান, সেই মহিলা নবী (স)-কে কি পান করিয়েছে ? সে নবী (স)-এর জন্য একটি পাত্রে কিছু খেজুর রাতভর ভিজিয়ে রাখে।

৮০-অনুচ্ছেদ : নারীদের প্রতি কোমল ব্যবহার। নবী (স)-এর বাণী : নারীরা পুরুষের হাড়ভূলা।

৪৮০৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ (عَوْجٌ) .

৪৮০৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : “মহিলারা পাঁজরের হাড়ের ন্যায়। যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। সুতরাং তুমি যদি তার থেকে ফায়দা লাভ করতে চাও তাহলে তার এ বাঁকা অবস্থাতেই তা লাভ করতে হবে।

৮১-অনুচ্ছেদ : নারীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের ওসিয়াত।

৪৮০৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ مِنْ خُلُقِنَ مِنْ ضَلِيعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَرًّا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا .

৪৮০৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। তোমরা নারীদের সাথে সদ্যবহার করবে। তাদেরকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশী বাঁকা হচ্ছে পাঁজরের ওপর অংশের হাড়। যদি তুমি এটাকে সোজা করতে চাও, তবে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তবে তা বাঁকা হতেই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের প্রতি সদ্যবহার করবে।

৪৮০৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَقَى الْكَلَامَ وَالْإِنْسِاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ هَيْبَةً أَنْ يَنْزِلَ فِينَا شَيْءٌ فَلَمَّا تُوْفِيَ النَّبِيُّ ﷺ تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا .

৪৮০৫. ইবনে উমার (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর জীবদ্দশায় আমাদের স্ত্রীদের সম্মুখে কথাবার্তা ও হাসি-ঠাট্টায় সতর্কতা অবলম্বন করতাম, না জানি আমাদেরকে সতর্ক করে কোন ওহী নাযিল হয়। কিন্তু নবী (স)-এর ইনতিকালের পর আমরা তাদের সাথে কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা করি।

৮২-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাও।”-(সূরা ৬৬, আয়াত : ৬)

৪৮০৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَأَلِمَّامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِهَا

زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ .

৪৮০৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকেই অভিভাবক এবং তোমাদের প্রত্যেকেই জবাবদিহি করতে হবে। শাসক একজন অভিভাবক এবং তাকে জবাবদিহি করতে হবে। পুরুষ তার পরিবারের অভিভাবক এবং তাকে তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের অভিভাবক এবং তাকে জবাবদিহি করতে হবে। দাস তার মনিবের ধন-সম্পদের অভিভাবক এবং তাকে জবাবদিহি করতে হবে। সাবধান ! তোমাদের প্রত্যেকেই অভিভাবক এবং তোমাদের প্রত্যেকেই জবাবদিহি করতে হবে।

৮৩-অনুচ্ছেদ : পরিবার-পরিজনের সাথে মার্জিত ও সদয় ব্যবহার করা।

৪৮০৭- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاظَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمَنَّ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا قَالَتِ الْأُولَى زَوْجِي لَحْمٌ جَمَلٌ غَيْثٌ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ لَا سَهْلَ فَيُرْتَقَى وَلَا سَمِينٍ فَيُنْتَقَلُ قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِي لَا أَبْتُ خَبْرَهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذْرَهُ إِنْ أَذَكَرَهُ أَذَكَرَهُ وَعَجْرَهُ وَبَجْرَهُ قَالَتِ الثَّلَاثَةُ زَوْجِي الْعَشْنَقُ إِنْ أَنْطِقَ أُطَلِّقُ وَإِنْ أَسْكُتَ أُعَلِّقُ قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِي كَلِيلٌ تِهَامَةٌ لَا جِرٌّ وَلَا قَرٌّ وَلَا مَخَافَةٌ وَلَا سَأْمَةٌ قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهَدٍ وَإِنْ خَرَجَ أَسَدٌ وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهْدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفٌّ وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ وَإِنْ اضْطَجَعَ الْتَفَّ وَلَا يُؤَلِّجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَيْتُ قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِي غِيَايَاءُ أَوْ عِيَايَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَكٍ أَوْ فَلَكَ أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكَ قَالَتِ الثَّمَانِيَةُ زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ زَنْبٍ قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ طَوِيلُ النَّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَادِ قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ وَإِذَا سَمِعْتَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ آيَقُنْ أَنَّهُنَّ هُوَالِكُ قَالَتِ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ زَوْجِي أَبُو زَنْدَعٍ فَمَا أَبُو زَنْدَعٍ أَنَّاسٌ مِنْ حُلِيِّ أُنْثَى وَمَلَأَ مِنْ شَحْمِ عَضُدِي وَبَحَّجَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غَنِيْمَةَ بِشِقِّ فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيْطِ

وَدَائِسٍ وَمَنْقٍ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أَقْبِحُ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنِّحُ (فَأَتَقَنِّحُ)
 أُمُّ أَبِي زَدْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَدْعٍ عُبُكُومُهَا رَدَّاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَّاحُ ابْنُ أَبِي زَدْعٍ فَمَا ابْنُ
 أَبِي زَدْعٍ مَضْجِعُهُ كَمَسَلٍ شَطْبَةٍ وَتَشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ بِنْتُ أَبِي زَدْعٍ فَمَا
 بِنْتُ أَبِي زَدْعٍ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا جَارِيَةُ أَبِي
 زَدْعٍ فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَدْعٍ لَا تَبْتُ حَدِيثَنَا تَبْتِئْنَا وَلَا تَنْقُتُ مِيرَاتَنَا تَنْقِئْنَا وَلَا
 تَمَلَّا بَيْتَنَا تَعْشِيشًا قَالَتْ خَرَجَ أَبُو زَدْعٍ وَالْأَوْطَابُ تُمَخَّضُ فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا
 وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرْمَانَتَيْنِ فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا
 فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سِوَايَا رَكِبَ شَرِيًّا وَأَخَذَ خَطِيًّا وَارِدِحَ عَلَيَّ نَعْمًا ثَرِيًّا
 وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَاحَةٍ زَوْجًا وَقَالَ كُلِّي أُمُّ زَدْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكَ قَالَتْ فَلَوْ جَمَعْتُ
 كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْفَرَ انِّي أَبِي زَدْعٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 كُنْتُ لَكَ كَأَبِي زَدْعٍ لِأُمِّ زَدْعٍ .

৪৮০৭. আয়েশা (রা) বলেন, এগারজন মহিলা (এক জায়গায়) বসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল এবং চুক্তি করল যে, তারা নিজেদের স্বামীদের কোন খবরই গোপন করবে না। প্রথম মহিলা বলল : আমার স্বামী শীর্ণকায় দুর্বল উটের গোশতের ন্যায়, যা এক পাহাড়ের চূড়ায় রাখা হয়েছে, যেখানে আরোহণ করা সহজ নয় এবং গোশতের মধ্যে তেমন চর্বিও নেই, যার কারণে কেউ সেখানে ওঠার জন্য কষ্ট স্বীকার করবে। ১৮ দ্বিতীয় মহিলা বলল : আমি আমার স্বামীর খবর বলব না। কারণ আমি আশংকা করছি যে, তার কাহিনী শেষ করতে পারব না। আমি যদি তার বর্ণনা দেই, তাহলে আমি তার সকল দুর্বলতা ও খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করব। তৃতীয় মহিলা বলল : আমার স্বামী দীর্ঘদেহী। আমি যদি তার বর্ণনা দেই (এবং সে তা জানতে পারে) তাহলে সে আমাকে তালাক দিবে। আর আমি যদি চুপ করে থাকি, তাহলে সে আমাকে তালাকও দিবে না এবং আমার সাথে স্ত্রীর মত ব্যবহারও করবে না। চতুর্থ মহিলা বলল : আমার স্বামী তিহামার রাতের মতো মধ্যম, যা না গরম না ঠাণ্ডা (নাতিশীতোষ্ণ)। আমি তার সম্পর্কে ভীত নই, অসন্তুষ্টও নই। পঞ্চম মহিলা বলল : যখন আমার স্বামী (ঘরে) প্রবেশ করে তখন চিতাবাঘের ন্যায় এবং যখন বাইরে বেরোয় তখন সিংহের ন্যায়। সে ঘরের কোন ব্যাপারে কোন প্রশ্নই তোলে না।” ১৯ ষষ্ঠ মহিলা বলল : আমার স্বামী আহার করলে সবই সাবাড় করে দেয় এবং পান করলে

১৮. এ মহিলার স্বামী হচ্ছে দুর্ব্যবহারকারী, অপদার্থ, উদ্ধত, প্রশলভ ও কৃপণ স্বভাবের।

১৯. সে তার স্বামীকে চিতাবাঘের সাথে তুলনা করেছে। যেহেতু চিতাবাঘ তার লাজুকতার জন্য কম ক্ষতিকারক ও অতিরিক্ত নিদ্রার জন্য বিখ্যাত। অন্যদিকে সে তাকে সিংহের সাথে তুলনা করেছে যখন সে যুদ্ধের জন্য বের হয়। সে ঘরের কাজ-কর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। অর্থাৎ টাকা-পয়সার হিসেব চায় না এবং ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে।

কিছুই বাকী রাখে না। সে যখন নিদ্রা যায় (আমাকে দূরে রেখে) একাই লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে গুটিগুটি মেরে শুয়ে থাকে; এমনকি হাত বের করেও দেখে না যে, আমি কি হালে আছি (অর্থাৎ সুখ-দুঃখের খবরও নেয় না)। সপ্তম মহিলা বলল : আমার স্বামী পথভ্রষ্ট অথবা দুর্বলচিত্ত এবং বোকার হৃদ। যত রকমের ত্রুটি থাকতে পারে সবই তার মধ্যে আছে। সে তোমার মাথায় বা শরীরে আঘাত করতে পারে অথবা উভয়ই করতে পারে। অষ্টম মহিলা বলল : আমার স্বামীর স্পর্শ হচ্ছে খরগোশের ন্যায় (খুবই দুর্বল ও হালকা এবং মহিলাদের জন্য অনভিপ্রেত) এবং তার (দেহের) গন্ধ হচ্ছে যারণাবের (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) ন্যায়।

নবম মহিলা বলল : আমার স্বামী উঁচু অটালিকার ন্যায় (উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন) এবং তরবারি বুলিয়ে রাখার জন্য চামড়ার লম্বা ফালি পরিধান করে (সে দানশীল ও সাহসী)। তার ছাই-ভষ্মের পরিমাণ প্রচুর, ২০ এবং তার বাড়ী হচ্ছে জনগণের কাছে, যাতে তারা সহজেই তার সাথে পরামর্শ করতে পারে। ২১

দশম মহিলা বলল : আমার স্বামীর নাম মালেক, আর মালেকের কি প্রশংসা করব? মালেক হচ্ছে এর চাইতেও অনেক বড়, যা তার সম্পর্কে আমি বলব (আমার মনে তার সম্পর্কে যত প্রশংসাই আসুক না কেন, সে তার অনেক উর্ধে)। তার অধিকাংশ উটই ঘরে রাখা হয় (অর্থাৎ মেহমানদের জন্য জবেহ করার জন্য সদাপ্রস্তুত থাকে) এবং মাত্র কতিপয় উট চরাবার জন্য মাঠে রাখা হয়। উটগুলো যখন বাঁশি (বা তাম্বুরার) আওয়াজ শোনে তখন তারা বুঝতে পারে যে, তাদেরকে অতিথিদের জন্য জবেহ করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

একাদশতম মহিলা বলল : আমার স্বামী হচ্ছে আবু যারয়া, তার কথা কি আর বলব? সে আমাকে এতো বেশী অলঙ্কার দিয়েছে যে, আমার কান বোঝায় ভারী হয়ে গেছে এবং আমার বাহুতে চর্বি জমে গেছে (আমি মুটিয়ে গেছি)। সে আমাকে এতো সুখে রেখেছে এবং আমি এতো আনন্দিত যে, এ জন্যে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি। সে আমাকে এমন এক পরিবার থেকে আনে, যারা শুধুমাত্র কয়েকটি বকরীর মালিক ছিল (খুব গরীব ছিল), অতপর আমাকে এমন সম্ভ্রান্ত পরিবারে নিয়ে আসে যেখানে অশ্বের হেস্তাধ্বনি, উষ্ট্রের হাওদার খটখটানী এবং শস্য মাড়াইয়ের খসখসানি শোনা যায়। আমি যা কিছুই বলতাম, সে আমাকে ভৎসনা বা বিদ্রূপ করত না। যখন আমি নিদ্রা যেতাম, সকালে ঘেঁর করে ঘুম থেকে জাগতাম, যখন আমি (পান করতাম) খুব তৃপ্তি সহকারে পান করতাম। আর আবু যারয়ার মা, তার কথা কি বলব! তার থলে ছিল সর্বদা পরিপূর্ণ এবং ঘর ছিল খুবই প্রশস্ত। আবু যারয়ার পুত্রের ব্যাপারে কি আর বলব! সেও খুব ভাল ছিল। তার শয্যা এতো সংকীর্ণ ছিল যে, মনে হতো যেন কোষযুক্ত তরবারি (ছিমছাম দেহবিশিষ্ট)। আর তার খাদ্য মাত্র (চার মাস বয়স্ক) ছাগলের একখানা পা (অর্থাৎ কম ভোজনকারী) আর আবু যারয়ার কন্যা সম্পর্কে বলতে হয় যে, সে স্বীয় পিতা-মাতার সম্পূর্ণ অনুগত। সে খুবই সঠামদেহের অধিকারিণী, যা তার সতীনদের জন্য সর্বদা ঈর্ষার উদ্দেক করে। আবু যারয়ার ক্রীতদাসী, তার গুণের কথাই বা কতো বলব! সে আমাদের ঘরের গোপন কথা বাইরে ফাঁস করে না, বরং নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। সে আমাদের সম্পদের ঘাটতি করে না। আমাদের ঘরকে ময়লা-আবর্জনা দিয়ে ভরেও রাখে না। একদিন এক ঘটনা

২০. সে এতো অতিথিপরায়ণ যে, সর্বদা তার ঘরে উনুন জ্বলতে থাকে। কেননা মেহমান এতো আসে যে, রান্না চলতেই থাকে, যার ফলে প্রচুর ছাই জমা হয়।

২১. সে জনগণের নিকটে বসবাস করে অর্থাৎ সে সর্বদাই জনগণের সাথে আছে তাদের সুখ-দুঃখের সম অংশীদার হিসেবে। তাদের বিপদে ভাল পরামর্শ দেয়, সমস্যার সমাধান করে ইত্যাদি অর্থাৎ খুবই যোগ্য এবং ভাল লোক।

ঘটল। আবু যারয়া (যখন দুধ দোহন করা হচ্ছিল) এমন সময় বাইরে বের হলো এবং সে এক রমণীকে দেখতে পেল, যার দু'টি পুত্র রয়েছে। তারা তার মায়ের স্তন নিয়ে চিতাবাঘের ন্যায় খেলা করছিল (দুধপান করছিল এবং খেলছিল)। এ মহিলাকে দেখে (তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে) সে আমাকে তালাক দিল এবং তাকে বিয়ে করল। অতপর আমি আর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিয়ে করলাম, যে দ্রুতবেগে ধাবমান অশ্বে আরোহণ করত এবং হাতে বর্শা রাখত। সে আমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে। সে আমাকে প্রত্যেক প্রকার গৃহপালিত জন্তুর এক এক জোড়া দিয়েছে এবং বলেছে, হে উম্মে যারয়া! তুমি (এগুলো থেকে) খাও এবং নিজ আত্মীয়-স্বজনদেরকেও নিজ খুশীমতো উপহার-উপটোকন দাও। মহিলা আরও বললঃ কিন্তু সে আমাকে যা কিছুই দিয়েছে, আবু যারয়ার সামান্য একটি পাত্রও তা পূর্ণ করতে পারবে না। আয়েশা (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেন : “আবু যারয়া তার স্ত্রী উম্মে যারয়ার প্রতি যে রূপ আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ।” ২২

৪১০৮. عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الْحَبِشُ يَلْعَبُونَ بِحَرَبِهِمْ فَسْتَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَنْظُرُ فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ فَأَقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهُو .

৪১০৮. আয়েশা (রা) বলেন, “যখন আবিসিনীয়রা তাদের ক্ষুদ্র বর্শা নিয়ে খেলা করছিল, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে তাঁর পেছনে রেখে পর্দা করে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি সেই খেলা উপভোগ করছিলাম এবং ফিরে না আসা পর্যন্ত খুশিমনে তা দেখছিলাম। সুতরাং তোমরা আন্দাজ করতে পার, কোন্ বয়সের মেয়েরা আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করে। ২৩

৮৪-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির নিজ কন্যাকে তার স্বামী সম্পর্কে উপদেশ দেয়া।

৪১০৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرَّاتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنْ تَوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) حَتَّى حَجَّ وَحَجَّجْتُ مَعَهُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِأِدْوَةِ فَتَبَرَّرْتُ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَرَّاتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنْ تَوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) قَالَ وَأَعْجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارُ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي

২২. শুধুমাত্র পার্থক্য এই যে, সে শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। কিন্তু আমি তোমাকে তালাক দেইনি, বরং আজীবন সখ্যবহার করে আসছি। স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহারই অনুচ্ছেদের মধ্যে এ হাদীস উদ্ধৃতির কারণ।

২৩. এ সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর বয়স ছিল পনের বছর।

أُمِّيَّةُ بْنُ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَابُؤُ النَّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْزِلُ
 يَوْمًا وَاتَّزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلَتْ جِئْتُهُ بِمَا حَدَّثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ
 غَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ تَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا
 عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ قَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ
 الْأَنْصَارِ فَصَحَبْتُ (فَسَحَبْتُ) عَلَى امْرَأَتِي فَرَأَجَعْتَنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي قَالَتْ
 وَلِمَ تُنْكَرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنْ أُرَوَّاجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُرَاجِعَنَّهُ وَإِنْ أَحْدَاهُنَّ
 لِيَتَهَجَّرَهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَقْرَعَنِي ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهَا قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ
 مِنْهُنَّ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي فَنَزَلَتْ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَيْ
 حَفْصَةُ اتِّفَاضِبِ أَحْدَاكُنَّ النَّبِيُّ ﷺ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ قَدْ
 خَبِتُ وَخَسِرْتُ أَفْتَأْمِنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ فَتَهْلِكِي
 لِاتِّسْتَكْبَرِي النَّبِيَّ ﷺ وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا تَهَجَّرِيهِ وَسَلِّينِي مَا بَدَأَ لَكَ
 وَلَا يُغَرِّنَكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتِكَ أَوْضَاءَ مِنْكَ وَأَحَبَّ إِلَي النَّبِيِّ ﷺ يُرِيدُ عَائِشَةَ
 قَالَ عُمَرُ وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنْ غَسَّانُ تَنْعَلِ الْخَيْلِ لَتَغْرُونَا (لِغْرُونَا) فَزَلَّ صَاحِبِي
 الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوَيْتِهِ فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بِيَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَنْتُمْ
 هُوَ فَفَرَعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَّثَ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَ
 غَسَّانُ قَالَ لَا بَلَّ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ (وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ
 حُنَيْنٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ اعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْزَوَاجَهُ) فَقُلْتُ خَابَتْ
 حَفْصَةُ وَخَسِرْتُ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي
 فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَشْرُوبَةً لَهُ فَأَعْتَزَلَ فِيهَا
 وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكِ أَلَمْ أَكُنْ حَذَرْتُكَ هَذَا
 أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ لَا أَدْرِي مَا هُوَذَا مَعْتَزَلَ فِي الْمَشْرُوبَةِ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ
 إِلَى الْمَنْبَرِ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ بِيَكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا
 أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُوبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدُ

اسْتَاذِنَ لِعُمَرَ فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ كَلَّمْتُ النَّبِيَّ ﷺ
 وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَّتْ فَأَنْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمَنْبَرِ ثُمَّ
 غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَاذِنَ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ
 ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَّتْ فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمَنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا
 أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامُ فَقُلْتُ اسْتَاذِنَ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ
 لَهُ فَصَمَّتْ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا قَالَ إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ قَدْ أَذِنَ لَكَ
 النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالٍ حَصِيرٍ
 لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثَرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِنًا (مُتَّكِنٌ) عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ
 حَشَوْهَا حَالِيفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَّقَتْ نِسَاءَكَ
 فَرَفَعَ إِلَيَّ بَصْرَهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ اسْتَانَسُ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِذَا
 قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي
 وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا لَا يَغْرَنَكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتِكَ أَوْضَاءَ مِنْكَ وَأَحَبُّ
 إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ يُرِيدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ تَبَسُّمَةً (تَبَسُّمَةً) أُخْرَى
 فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ فَرَفَعْتُ بَصْرِي فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا
 يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهْبَةِ ثَلَاثَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَيَّ أُمَّتِكَ
 فَإِنَّ فَارِسًا (فَارِسًا) وَالرُّومَ قَدْ وَسَّعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْطَاوَا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ
 فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِنًا فَقَالَ أَوْفِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّ أَوْلَيْكَ
 قَوْمٌ قَدْ عَجَلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي
 فَأَعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى
 عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ
 مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى

عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعْدَهَا عَدًّا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ (لَيْلَةً) فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّخْيِيرِ (التَّخْيِيرِ) فَبَدَأَ بِيْ أَوْلَ امْرَأَةٍ مِّنْ نِّسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ ثُمَّ خَيْرَ نِّسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ .

৪৮০৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বহু দিন ধরে উৎসাহী ছিলাম যে, আমি উমার ইবনুল খাতাব (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করব, নবী (স)-এর বেগমগণের মধ্যে কোন্ দু'জন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন : “তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর নিকট তওবা কর, কেননা তোমাদের দিল ঝুঁকে পড়েছে।”- (৬৬ : ৪) অবশেষে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং আমিও তাঁর সংগী হলাম। (পথে) তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলেন, আমিও তার সাথে একটি পাত্রে পানি পূর্ণ করে নিয়ে গেলাম। তিনি প্রয়োজন সম্পন্ন করে ফিরে এলেন, আমি উয়ূর পানি তাঁর হাতে ঢেলে দিতে লাগলাম এবং তিনি উয়ূ করতে থাকলেন। এ সময় আমি তাঁকে বললাম : হে আমীরুল মু'মিনীন ! নবী (স)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে কোন্ দু'জন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর নিকট তওবা কর, কেননা তোমাদের দিল ঝুঁকে পড়েছে।”-(সূরা আত্ তাহরীম : ৪)

তিনি বলেন : হে ইবনে আব্বাস ! তোমার প্রশ্নে আশ্চর্য হচ্ছি। তারা ছিল আয়েশা ও হাফসা। অতপর উমার (রা) হাদীস বর্ণনা করতে থাকলেন এবং বললেন : আমি এবং উমাইয়া ইবনে যায়েদ গোত্রের আমার এক আনসারী প্রতিবেশী যারা মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করতেন—পালাক্রমে নবী (স)-এর সাথে সাক্ষাত করতাম। সে একদিন নবী (স)-এর দরবারে যেত এবং আমি অন্যদিন। যখন আমি যেতাম, আমি সারাটা দিন যাকিছু ঘটত—ওহী নাযিল এবং অন্যান্য যাকিছু, সব খবর তাকে দিতাম এবং সেও অনুরূপ খবর আমাকে দিত। আমরা কুরাইশরা নিজেদের স্ত্রীলোকদের উপর প্রভাবশালী ছিলাম। কিন্তু আমরা যখন আনসারদের মধ্যে আসলাম, তখন দেখতে পেলাম, তাদের স্ত্রীগণই তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছে। সুতরাং আমাদের স্ত্রীরাও আনসারদের স্ত্রীগণের রীতিনীতি গ্রহণ করল। একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি ‘নারাজ’ হলাম এবং জোরে জোরে তাকে কিছু বললে সেও পাণ্টা জবাব দিল। সে আমার মুখে মুখে তর্ক করবে এটা আমি নাপসন্দ করলাম। সে বলল, আমি আপনার কথার পাণ্টা জবাব দিচ্ছি, তা আপনি অপসন্দ করছেন কেন ? আল্লাহর কসম ! নবী (স)-এর বেগমগণ তাঁর কথার প্রতিউত্তর দিয়ে থাকেন এবং তাদের কেউ কেউ আবার পূর্ণ একটা দিন, এমনকি রাত পর্যন্ত তার প্রতি অভিমান করে কাটিয়ে দেন (এবং তাঁর সাথে কথা পর্যন্ত বলেন না)। একথা শুনে আমি শংকিত হলাম এবং তাকে বললাম : তোমাদের মধ্যে যে এরূপ করেছে তার সর্বনাশ হয়েছে। অতপর আমি পোশাক পরিধান করলাম, অতপর হাফসার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম এবং তাকে বললাম : হে হাফসা ! তোমাদের মধ্যে কেউ কি রসূলুল্লাহ (স)-কে সারাদিন এমনকি রাত পর্যন্ত অসন্তুষ্ট করে রাখে ? সে বলল : হাঁ। আমি বললাম : সে তো ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হল। তোমরা কি বেপরোয়া হয়ে গেছ যে, প্রিয় রসূলের অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ তার উজ্জ

স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারেন এবং পরিণামে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে ? সুতরাং নবী (স)-এর কাছে কোন জিনিস বেশী দাবি করো না তাঁর কথার প্রতিউত্তর করো না এবং তাঁর সাথে (অভিমান করে) কথা বলা বন্ধ করো না। তোমার যদি কোন কিছু প্রয়োজন হয়, তবে আমার কাছে চেয়ে নিও এবং স্বীয় প্রতিবেশিনীর অনুকরণে গর্ববোধ করো না। কেননা সে তোমার চেয়ে বেশী রূপবতী এবং রসুলের অধিক প্রিয়। (এখানে) প্রতিবেশিনী দ্বারা আয়েশাকে বুঝানো হয়েছে।

উমার (রা) আরো বলেন, এ সময় আমাদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, (সিরিয়ার) গাস্‌সান গোত্র আমাদের ওপর আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে তাদের ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করছে। আমার আনসার সংগী তার পালার দিন নবী (স)-এর খেদমতে উপস্থিত থেকে রাতে ফিরে এসে আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করল এবং জিজ্ঞেস করল, আমি ঘরে আছি কি না ? আমি শংকিত হয়ে তার নিকট বেরিয়ে এলাম। সে বলল, আজ এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। আমি বললাম, তা কি ? গাস্‌সানীরা এসে গেছে ? সে বলল, না, বরং তার চেয়েও সাংঘাতিক ও ভয়ংকর ঘটনা। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর স্ত্রীগণকে তালুক দিয়েছেন। উমার (রা) বলেন : নবী (স) তাঁর স্ত্রীদেরকে ত্যাগ করেছেন ! আমি বললাম, হাফসা তো ধ্বংস হলো ব্যর্থ হলো। আমি আগেই ধারণা করেছিলাম যে, খুব শীঘ্রই এ ধরনের কিছু একটা ঘটবে। অতপর আমি পোশাক পরিধান করলাম এবং ফজরের নামায নবী (স)-এর সাথে আদায় করলাম। নবী (স) অতপর মাচানে আরোহণ করলেন এবং সেখানে নিঃসঙ্গ বসে রইলেন। আমি হাফসার কাছে গেলাম এবং সে কাঁদছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছ কেন ? আমি কি তোমাকে এ ব্যাপারে পূর্বেই সতর্ক করিনি ? রসূলুল্লাহ (স) কি তোমাদেরকে তালুক দিয়েছেন ? সে বলল : আমি জানি না। তিনি মাচানের ওপরে নিঃসঙ্গ আছেন। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মিশ্বরের কাছে আসলাম যেখানে একদল লোক বসা ছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাঁদছিল। আমি তাদের কাছে কিছুক্ষণ বসলাম, কিন্তু আমার অন্তর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিচলিত হয়ে পড়ছিল। সুতরাং যে মাচানে নবী (স) অবস্থান করছিলেন আমি সেখানে গিয়ে তাঁর কালো গোলামকে বললাম, উমারের জন্য প্রবেশের অনুমতি চাও। সে নবী (স)-এর নিকট গিয়ে তাঁর সাথে কথা বলার পর ফিরে এসে বলল : আমি নবী (স)-এর সাথে কথা বলেছি এবং আপনার কথা উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি নিরন্তর রয়েছেন। আমি ফিরে আসলাম এবং যেখানে মিশ্বরের কাছে একদল লোক বসা ছিল, সেখানে বসলাম। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে বিচলিত করে তুলেছে। তাই পুনরায় এসে গোলামকে বললাম : উমারের জন্য অনুমতি প্রার্থনা কর। সে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আমি তাঁর কাছে আপনার কথা বলেছি, কিন্তু তিনি নিরন্তর রয়েছেন। আমি আমি পুনরায় ফিরে এসে মিশ্বরের কাছে উপবিষ্ট লোকদের সাথে বসলাম। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে বিচলিত করে তুললো। পুনরায় আমি এসে গোলামকে বললাম : উমারের জন্য প্রবেশের অনুমতি চাও। সে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আমি আপনার কথা উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি নিরন্তর। যখন আমি ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি, এমন সময় সে আমাকে ডেকে বলল, নবী (স) আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। অতপর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রবেশ করলাম, তিনি খেজুর পাতার চাটাইর ওপরে শুয়ে আছেন এবং তাতে কোন চাদর বিছানো ছিল না। তাঁর শরীরে চাটাইর দাগ স্পষ্ট হয়ে রয়েছে এবং তিনি খেজুর গাছের বাকল ভর্তি একটি বালিশে ভর

দিয়ে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং দাঁড়ানো অবস্থায়ই বললাম : ইয়া রসূলান্নাহ! আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন : না। আমি বললাম : আল্লাহ্ আকবার। অতপর আমি দাঁড়ানো অবস্থায়ই পরিবেশ হালকা করার উদ্দেশ্যে বললাম : হে আল্লাহ্ রসূল! আপনি যদি মেহেরবানী করে আমার কথার দিকে একটু মনোযোগ দিতেন। আমরা কুরাইশরা মহিলাদের ওপর দাপট খাটাতাম (অর্থাৎ তারা আমাদের পূর্ণ প্রভাবাধীন ছিল)। কিন্তু আমরা মদীনায় আসার পর দেখলাম যে, এখানকার পুরুষদের নারীরা বশ করে রেখেছে। (একথা শুনে) নবী (স) মুচকি হাসলেন। অতপর আমি বললাম : হে আল্লাহ্ রসূল! আপনি যদি আমার কথা একটু খেয়াল করে শুনতেন। আমি হাফসার কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম, তুমি তোমার সঙ্গিনীর (আয়েশার) অনুকরণে অভিমানী হয়ো না। সে তোমার চেয়ে বেশী রূপবতী এবং নবী (স)-এর কাছে অধিক প্রিয়। নবী (স) পুনরায় মুচকি হাসলেন। আমি তাঁকে হাসতে দেখে বসে পড়লাম। অতপর আমি তাঁর ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। আল্লাহ্ রসূল! আমি তার ঘরে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখতে পেলাম না, তিনটি চামড়া ছাড়া। আমি বললাম, হে আল্লাহ্ রসূল! আপনি দোআ করুন, যাতে আল্লাহ আপনার উম্মতকে প্রাচুর্য দান করেন। কেননা পারস্য এবং রোমকদের (যথেষ্ট) পরিমাণে প্রাচুর্য দেয়া হয়েছে। অথচ তারা আল্লাহ্ র ইবাদত করে না। (একথা শুনে) নবী (স) সোজা হয়ে বসলেন, (এতক্ষণে) তিনি ঠেস দিয়ে বসা ছিলেন, অতপর বললেন : হে খাতাবের পুত্র! এটা কি তোমার অভিমত? এরা হচ্ছে সেইসব লোক, যারা তাদের ভাল কাজের প্রতিদান এ দুনিয়ায় পাচ্ছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্ রসূল! আমার ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ র কাছে দোআ করুন।

নবী (স) ঊনত্রিশ দিন তাঁর স্ত্রীগণ থেকে আলাদা থাকেন, সেই গোপন কথা হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট ফাঁস করে দেয়ার কারণে। নবী (স) বলেছিলেন : আমি এক মাসের জন্য তাদের (স্ত্রীগণের) কাছে যাব না তাদের প্রতি রাগের কারণে, যখন আল্লাহ তাঁকে তিরস্কার করলেন। সুতরাং ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে নবী (স) সর্বপ্রথম আয়েশার কাছে গেলেন। আয়েশা (রা) তাঁকে বললেন : হে আল্লাহ্ রসূল! আপনি শপথ করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে আমাদের কাছে আসবেন না, কিন্তু এখন ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হয়েছে। আমি দিনগুলো এক এক করে হিসেব করে রেখেছি। নবী (স) বলেন : ঊনত্রিশ দিনেও মাস হয়। (রাবী বলেন) ঐ মাসটি ছিলো ঊনত্রিশ দিনের। আয়েশা (রা) আরো বলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা এখতিয়ার সম্বলিত আয়াত নাযিল করলেন^{২৪} এবং তিনি স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাকে দিয়েই শুরু করেন এবং আমি তাকেই গ্রহণ করলাম। অতপর তিনি সকল স্ত্রীকেই এখতিয়ার দিলেন এবং সকলেই তাই বলল, যা আয়েশা (রা) বলেছিলেন।

৮৫-অনুচ্ছেদ : স্বামীর সম্মতিক্রমে স্ত্রীর নফল রোযা রাখা।

৪১১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَصُومُ (تَصُومُنَ) الْمَرْأَةُ وَيَعْلَمُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

২৪. দেখুন সূরা তাহরীম, চতুর্থ আয়াত।

৪৮১০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত কোন মহিলা যেন (নফল) রোযা না রাখে।

৮৬-অনুচ্ছেদ : কোন মহিলা স্বামীর বিছানা ছাড়া আলাদা বিছানায় রাত কাটালে।

৪৮১১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَبَاتَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .

৪৮১১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তার সাথে বিছানায় (শোয়ার জন্য) ডাকে আর স্ত্রী আসতে অস্বীকার করে, তবে ভোর পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে।

৪৮১২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ .

৪৮১২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর শয্যা ছেড়ে অন্যত্র রাত যাপন করে, তবে সে স্বামীর শয্যায় ফিরে না আসা পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে।

৮৭-অনুচ্ছেদ : স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী যেন অন্য কাউকে তার ঘরে প্রবেশ করতে না দেয়।

৪৮১৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذُنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ وَرَأَاهُ أَبُو الرِّثَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ .

৪৮১৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত কোন নারীর জন্য (নফল) রোযা রাখা বৈধ নয় এবং কোন নারী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কাউকে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবে না। যদি কোন স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ ছাড়া তার সম্পদ ব্যয় করে, তাহলে স্বামী তার অর্ধেক সওয়াব পাবে। হাদীসটি রোযা অধ্যায়েও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

৮৮-অনুচ্ছেদ : (জান্নাত ও জাহান্নামের সাধারণ অধিবাসী)।

৪৮১৪. عَنْ أُسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَةً مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجِدْرِ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنْ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَةً مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ .

৪৮১৪. উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম যারা তাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশই দরিদ্র, অথচ ধনীদেরকে (প্রবেশ দ্বারেই) আটক রাখা হয়েছে। কিন্তু জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি জাহান্নামের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে, তাতে প্রবেশকারী অধিকাংশই হচ্ছে নারী।

৮৯-অনুচ্ছেদ : স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া। আল-আশীর বলতে স্বামী, সংগী-সাথী বা বন্ধুকেও বুঝায়। এ প্রসঙ্গে আবু সাঈদ (রা) রসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪১১৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ أَنْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَأَوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَفَّفَعْتَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَأَوَلْتُ مِنْهَا عَنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُه لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ (يَكْفُرْنَ) قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

৪৮১৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ হলো। রসূলুল্লাহ (স) সালাতুল 'খুসূফ' (সূর্যগ্রহণের নামায) পড়লেন, লোকেরাও তাঁর সাথে নামায পড়লেন। তিনি সূরা আল-বাকারার (তিলাওয়াতের) সমপরিমাণ সময় কিয়াম করলেন (দাঁড়িয়ে থাকলেন)। অতপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকু' করলেন, অতপর মাথা তুলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন ; এটা পূর্বোক্ত কিয়ামের চেয়ে সামান্য স্পষ্টস্বায়ী ছিল, অতপর পুনরায় তিনি দীর্ঘস্থায়ী রুকু করলেন, তা পূর্বের রুকু'র চেয়ে সংক্ষিপ্ত ছিল। অতপর

তিনি সিজদা করলেন। এরপর তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন তবে তা ছিল পূর্বের কিয়ামের চেয়ে স্বল্পস্থায়ী। এরপর তিনি দীর্ঘ রুকু করলেন, কিন্তু এবারের রুকু পূর্ববর্তী রুকুর চেয়ে সংক্ষিপ্ত ছিল। অতপর তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন, কিন্তু এবারের দাঁড়াবার সময় ছিল পূর্বের চেয়ে কম। পুনরায় তিনি দীর্ঘ রুকু করলেন, তবে পূর্বের রুকুর চেয়ে কম দীর্ঘ। এরপর সিজদায় গেলেন এবং নামায শেষ করলেন। ততক্ষণে সূর্য গ্রহণও শেষ হল। অতপর নবী (স) বলেন : সূর্য ও চন্দ্র হচ্ছে আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে গ্রহণ লাগে না। তাই তোমরা যখন গ্রহণ দেখতে পাও, আল্লাহকে স্মরণ কর (কুসূফ ও খুসূফের নামায আদায় কর)। অতপর জনতা বলল : হে আল্লাহ্র রসূল ! আমরা এক (আশ্চর্য) ব্যাপার দেখতে পেলাম, আপনি এখানে কিছু আনার জন্য হাত বাড়ালেন, পুনরায় আপনি পিছে সরে আসলেন। তিনি (স) বললেন : আমি জান্নাত দেখতে পেলাম অথবা জান্নাত আমাকে দেখানো হল। আমি সেখান থেকে (আঙ্গুরের) গুচ্ছ ছিড়ে আনার জন্য হাত বাড়লাম এবং তা যদি সংগ্রহ করতাম, তবে তোমরা তা থেকে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত খেতে পারতে। অতপর আমি আশুন (জাহান্নাম) দেখতে পেলাম। আমি এর পূর্বে কখনও এর ভয়াবহ দৃশ্য দেখিনি। আমি দেখতে পেলাম জাহান্নামের অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রসূল ! এর কারণ কি ? তিনি উত্তর দিলেন, তাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে। বলা হল, তারা কি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে, নাশোকরী করে ? তিনি বললেন : তারা তাদের স্বামীদের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় এবং তাদের প্রতি যে সহৃদয়তা দেখানো হয় তার প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়। ভূমি যদি যুগ যুগ ধরে তাদের কারো সাথে ভাল ব্যবহার কর, অতপর সে যদি কখনও তোমার থেকে অমনোপুত কিছু দেখে, তবে বলে : আমি জীবনে কখনও তোমার ভাল ব্যবহার দেখলাম না।

৪৮১৬- عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَأَطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَسَلَّمُ وَأَبْنُ زَيْدٍ .

৪৮১৬. ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আমি জান্নাতের দিকে তাকালাম এবং দেখলাম এর অধিকাংশ বাসিন্দাই দরিদ্র। আমি আগুনের (জাহান্নামের) দিকে তাকালাম এবং দেখলাম, এর অধিকাংশ বাসিন্দাই নারী।

৯০-অনুচ্ছেদ : তোমার ওপর তোমার স্বীর অধিকার (প্রাপ্য) রয়েছে। আবু জুহায়ফা (রা) এই প্রসঙ্গে নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪৮১৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ رَتْقَوْمَ اللَّيْلِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صَمًّا وَأَفْطِرِ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا .

৪৮১৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেন : হে আবদুল্লাহ ! আমাকে কি অবহিত করা হয়নি যে, ভূমি দিনভর রোযা রাখ এবং রাতভর

ইবাদতে মশগুল থাক ? আমি বললাম : হাঁ, হে আল্লাহর রসূল ! তিনি বললেন : এরূপ করো না। রোযাও রাখ এবং ইফতারও কর, রাত জেগে ইবাদতও কর এবং নিদ্রাও যাও। কেননা তোমার শরীরেরও তোমার কাছে প্রাপ্য আছে, তোমার চোখেরও তোমার কাছে প্রাপ্য আছে, তোমার স্ত্রীরও তোমার কাছে প্রাপ্য আছে।

৯১-অনুচ্ছেদ : স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক।

৪৮১৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

৪৮১৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল (অভিভাবক) এবং নিজ অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে সে দায়ী। শাসক একজন অভিভাবক এবং কোন ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের অভিভাবক (দায়িত্বশীল)। কোন মহিলা তার স্বামী গৃহের ও তার সন্তানদের অভিভাবক (রক্ষক)। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং নিজ অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে তোমাদের প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে।

৯২-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “পুরুষরা মহিলাদের কর্তা।”-(সূরা আন নিসা : ৩৪)

৪৮১৯. عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَقَعَدَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ فَنَزَلَ لَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ قَالَ إِنْ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ .

৪৮১৯. আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) এক মাসের জন্য তাঁর স্ত্রীদের সাথে ঈলা (তাদের সাথে মেলামেশা না করার শপথ) করেন। তিনি স্বীয় ঘরের মাচানে বসে থাকলেন। ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে তিনি সেখান থেকে নেমে আসলেন। বলা হল : হে আল্লাহর রসূল ! আপনি তো এক মাসের জন্য ঈলা করেছেন। তিনি বললেন : মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

৯৩-অনুচ্ছেদ : স্ত্রীদের শয্যা থেকে নবী (স)-এর আলাদা থাকার বর্ণনা। মুয়াবিয়া ইবনে হাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমার স্ত্রী থেকে স্বতন্ত্র শয্যা গ্রহণ করলে তা একই ঘরে হওয়া উচিত। প্রথম হাদীস অধিকতর সহীহ।

৪৮২০. عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَأَى فُقَيْلٌ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ حَلَفْتُ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا قَالَ إِنْ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةٌ وَعِشْرِينَ يَوْمًا .

৪৮২০. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) শপথ করলেন যে, তিনি এক মাস তাঁর কতিপয় স্ত্রীর কাছে গমন করবেন না। কিন্তু যখন ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হল তিনি সকালে বা বিকালে তাদের কাছে গমন করলেন। তাঁকে বলা হল : হে আল্লাহর রসূল ! আপনি শপথ করেছেন যে, এক মাস তাদের কাছে যাবেন না। তিনি উত্তর দিলেন : মাস তো ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

৪৮২১. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِينَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ أَهْلُهَا فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا هُوَ مَلَأٌ مِنَ النَّاسِ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي غُرْفَةٍ لَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ فَقَالَ لَا وَلَكِنَّ الْيَتْمَ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكَتَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ .

৪৮২১. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমরা একদিন সকালবেলা গিয়ে দেখতে পেলাম, নবী (স)-এর স্ত্রীগণ কাঁদছেন এবং তাদের সাথে তাদের পরিবারের লোকজনও রয়েছে। আমি মসজিদে গিয়ে দেখতে পেলাম তা লোকে লোকারণ্য। অতপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এলেন এবং নবী (স)-এর উপরি মাচানে আরোহণ করলেন এবং সালাম করলেন কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। তিনি পুনরায় সালাম দিলেন, কিন্তু কেউ উত্তর দিল না, আবারও সালাম দিলেন কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। অতপর নবী (স) তাঁকে ডাকলেন এবং তিনি ভেতরে নবী (স)-এর কাছে প্রবেশ করলেন, অতপর জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন ? তিনি বললেন, না। কিন্তু আমি শপথ করেছি যে, এক মাস তাদের কাছে যাব না। সুতরাং নবী (স) ঊনত্রিশ দিন পর্যন্ত আলাদা থাকলেন, অতপর তাদের কাছে গেলেন।

৯৪-অনুচ্ছেদ : স্ত্রীদেরকে প্রহার করা মাকরুহ। আল্লাহর বাণী : “তাদেরকে প্রহার কর”-(৪ : ৩৪) অর্থাৎ মৃদু প্রহার কর।

৪৮২২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ .

৪৮২২. আবদুল্লাহ ইবনে যামযা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কেউ যেন নিজ স্ত্রীকে দাসদের মত প্রহার না করে, অতপর দিনের শেষে তার সাথে সংগমে লিপ্ত হয় (এটা শোভনীয় নয়)।

৯৫-অনুচ্ছেদ : স্ত্রী স্বামীর গর্হিত নির্দেশ মান্য করবে না।

৪৮২৩. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا فَتَمَعَطَ شَعْرُ رَأْسِهَا فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِي فَقَالَ لَا إِنَّهُ قَدْ لَعِنَ الْمُوصِلَاتَ .

৪৮২৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারী মহিলা তার মেয়েকে বিয়ে দিলেন কিন্তু তার মাথায় চুল উঠে যেতে লাগল। আনসারী মহিলা নবী (স)-এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁর নিকট বর্ণনা করল এবং বলল, তার (মেয়ের) স্বামী আমাকে বলেছে, আমি যেন আমার মেয়ের মাথার কৃত্রিম চুল পরিধান করাই। নবী (স) বলেন : না, কারণ যেসব নারী মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করে তা লম্বা করে, আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেন।

৯৬-অনুচ্ছেদ : “কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে”-(সূরা আন-নিসা : ১২৮)।

৪৮২৪. عَنْ عَائِشَةَ (وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْبِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِّنَ النِّفَاقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)

৪৮২৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে।” তিনি বলেন, এ আয়াত হচ্ছে ঐ মহিলা সম্পর্কে যার স্বামী তাকে আর রাখতে চায় না, বরং তাকে তালাক দিয়ে অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করতে চায়। তখন তার স্ত্রী তাকে বলে : আমাকে রাখ এবং তালাক দিও না, অন্য মহিলাকে বিয়ে কর এবং তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে খোরপোষ নাও দিতে পার এবং আমাকে শয্যাসজিনী নাও করতে পার। এটা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা বুঝা যায় : “তারা (স্বামী-স্ত্রী) আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই এবং আপোষ-নিষ্পত্তিই উত্তম”-(সূরা আন-নিসা : ১২৮)।

৯৭-অনুচ্ছেদ : আযল (স্ত্রী লিঙ্গের বাইরে বীর্ষপাত)।

৪৮২৫. عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৪৮২৫. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে আযল করতাম।

৪৮২৬. عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ كُنَّا نَعَزُّ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ (كَانَ يُعَزُّ) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ .

৪৮২৬. জাবের (রা) বলেন, আমরা ‘আযল’ করতাম, অথচ তখনও কুরআন নাযিল হচ্ছিল। অন্য সূত্র থেকেও জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে এবং কুরআন নাযিল হওয়াকালে আযল করতাম।

৪৮২৭. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبِيًّا فَكُنَّا نَعَزُّ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَوَانُكُمْ لَتَفْعَلُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَانَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَانَتْ .

৪৮২৭. আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) বলেন, আমরা যুদ্ধের গনীমাত হিসেবে ক্রীতদাসী পেতাম, আমরা (তাদের সাথে সংগমের সময়) আয়ল করতাম। সুতরাং আমরা এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : তোমরা কি বাস্তবিকই তা (আয়ল) করো ! একথা তিনি তিনবার বলেন এবং পরে বলেন : যে আত্মা (প্রাণসমূহ) কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় আসা নির্ধারিত রয়েছে তা অবশ্যই আসবে (অর্থাৎ আয়ল করা বা না করায় তা প্রতিহত হবে না)।

৯৮-অনুচ্ছেদ : সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করা।

৪৮২৮. ٤٨٢٨- عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفْرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ أَلَا تَرَ كَيْبِنَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرِكَ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ فَقَالَتْ بَلَى فَرَكَبْتُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الْأَذْخِرِ وَتَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي وَلَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا.

৪৮২৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। যখনই নবী (স) সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তিনি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন (কাকে সঙ্গে নেবেন এভাবে ফায়সালা করতেন এবং যার নাম উঠত তাকেই সঙ্গে নিতেন)। এক সফরে লটারীতে আয়েশা এবং হাফসা (রা)-এর নাম উঠে। নবী (স) যখন রাতে সফর করতেন তখন আয়েশার সাথে এক সওয়ারীতে আরোহণ করতেন এবং তার সাথে কথা বলতে বলতে পথ চলতেন। এক রাতে হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-কে বলেন, আজ রাতে তুমি কি আমার উটে আরোহণ করবে এবং আমি তোমার উটে আরোহণ করবো? যাতে আমি (তোমাকে) এবং তুমি (আমাকে এক নতুন অবস্থায়) দেখতে পাও? আয়েশা (রা) বলেন, হাঁ (আমি রাজী)। সুতরাং আয়েশা (হাফসার উটে) আরোহণ করলেন (এবং হাফসা আয়েশার উটে)। নবী (স) আয়েশা (রা)-এর (পূর্ব নির্ধারিত) উটের কাছে আসলেন, যার ওপরে হাফসা বসা ছিলেন। তিনি তাকে সালাম করলেন এবং সামনে অগ্রসর হলেন। পশ্চিমদিকে এক স্থানে গিয়ে যাত্রাবিরতি করলেন। আয়েশা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর (সান্নিধ্য) থেকে বঞ্চিত হলেন। সুতরাং যখন তারা যাত্রা বিরতি করলেন, তিনি (আয়েশা) নিজ পদদ্বয় ইযখির নামক ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে বলতে থাকলেন : হে আল্লাহ ! তুমি আমার জন্য কোন বিছা বা সাপ পাঠিয়ে দাও, যাতে তারা আমাকে দংশন করে। কেননা আমি এ ব্যাপারে (আমার নিজের বুদ্ধির ফলে এ বিচ্ছেদ) তাঁকে [রসূলুল্লাহ (স)-কে] কিছু বলতে পারব না।

৯৯-অনুচ্ছেদ : যে নারী তার কাছে স্বামীর রাত কাটাবার পালা অন্য স্ত্রীর কাছে থাকার জন্য দিয়ে দেয় এবং পালা কিভাবে ভাগ করতে হবে।

৪৮২৯- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ زَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ .

৪৮২৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সওদা বিনতে যামায়া (রা) তাঁর কাছে রসূলুল্লাহ (স)-এর রাত যাপনের পালা আয়েশাকে দিয়ে দেন। সুতরাং রসূল (স) আয়েশার জন্য (দু'দিন বরাদ্দ করেন), একদিন তার নিজের অন্যদিন সওদা (রা)-এর।

১০০-অনুচ্ছেদ : নিজ স্ত্রীগণের মধ্যে ইনসাফ করা এবং আল্লাহর বাণী : “তোমরা যতই ইচ্ছা করো না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করা তোমাদের সাধ্যের বাইরে ... বস্তৃত আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী” (সূরা আন-নিসা : ১২৯-১৩০)।

১০১-অনুচ্ছেদ : পরিণত বয়স্কা স্ত্রীর বর্তমানে কুমারী মেয়ে বিয়ে করা।

৪৮৩০- عَنْ أَنَسٍ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَكِنْ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيْبَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا .

৪৮৩০. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর সুন্নাত এই যে, কোন ব্যক্তি কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে (এবং তার ঘরে বয়স্কা স্ত্রীও থাকলে) সে তার কাছে প্রথম পালায় সাত দিন রাত যাপন করবে। কেউ বয়স্কা মহিলাকে বিয়ে করলে সে তার সাথে তিন দিন থাকবে।

১০২-অনুচ্ছেদ : কুমারী স্ত্রী থাকা অবস্থায় বিধবা নারীকে বিবাহ করলে।

৪৮৩১- عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيْبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

৪৮৩১. আনাস (রা) বলেন, নবী (স)-এর সুন্নাত হচ্ছে, যদি কেউ সায়িয়াবা স্ত্রী থাকা অবস্থায় কুমারী মেয়ে বিয়ে করে, তবে যেন (প্রথমে) সাত দিন তার (কুমারী স্ত্রীর) সাথে কাটায় এবং এরপর থেকে পালা অনুসারে। তরুণী স্ত্রী থাকা অবস্থায় কেউ যদি সায়িয়াবা নারীকে বিবাহ করে তবে যেন তার (সায়িয়াবা স্ত্রীর) সাথে তিন দিন কাটায় এবং এরপর থেকে পালাক্রমে। আবু কিলাবা বলেন, আনাস (রা) এ হাদীস রসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১০৩-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পরপর সকল স্ত্রীর সাথে সংগমের পর একবার গোসল করে।

৪৮৩২- عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ .

৪৮৩২. কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালেক (রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন : নবী (স) একই রাতে তাঁর সকল স্ত্রীর সাথে মিলিত হতেন এবং এ সময় তাঁর ন'জন স্ত্রী ছিল।

১০৪-অনুচ্ছেদ : দিনের বেলা স্ত্রীদের সাথে সংগম করা।

৪৮৩৩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ أَحَدُهُنَّ فَيَدْخُلُ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ.

৪৮৩৩. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) আসরের নামায শেষে স্বীয় স্ত্রীদের কাছে গমন করতেন এবং কোন একজনের সাথে ঘনিষ্ঠ হতেন। একদা তিনি হাফসার কাছে গেলেন এবং সেখানে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশী সময় কাটালেন।

১০৫-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি তার অসুস্থতার সময় সকল স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তাদের কোন একজনের কাছে অবস্থান করলে।

৪৮৩৪. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَتَوَرَّأُ عَلَى فِيهِ فِي بَيْتِي فَقَبِضَهُ اللَّهُ وَإِنْ رَأَسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي وَخَطَّ رِيقَهُ وَرَبَّقِي .

৪৮৩৪. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর মৃত্যুকালীন রোগে আক্রান্ত অবস্থায় (তাঁর স্ত্রীদেরকে) জিজ্ঞেস করছিলেন, আগামীকাল আমার কার কাছে থাকার পালা ? আগামীকাল আমার কার কাছে থাকার পালা ? তিনি আয়েশার পালার দিনে আকাঙ্ক্ষা করছিলেন। তাঁর সকল স্ত্রী তাঁকে যার ঘরে খুশী থাকার অনুমতি দিলেন। তিনি আয়েশার ঘরে অবস্থান করলেন এবং এখানে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। আয়েশা (রা) বলেন : আমার কাছে থাকার পালার দিন আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিলেন এ অবস্থায় যে, আমার বুক ও গলার মাঝখানে তাঁর মাথা ছিল, তাঁর মুখের লালা আমার মুখে পড়ছিল এবং আমার মুখের লালা তাঁর মুখে। ২৮

১০৬-অনুচ্ছেদ : এক স্ত্রীকে অন্য স্ত্রীর তুলনায় বেশী মহৎ করা।

৪৮৩৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ يَا بِنْتِئِ لَا يُغْرَنَّكَ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّاهَا يُرِيدُ عَائِشَةَ فَقَصَصَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَبَسَّمَ .

২৮. অর্থাৎ আয়েশা (রা) কাঁচা মিসওয়াক চিবিয়ে রসুলুল্লাহ (স)-কে দিলেন এবং তিনিও নিজ দাঁত দ্বারা তা চিবািলেন। এভাবে একের মুখের লালা অপরের মুখে গেল।

৪৮৩৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উমার (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করে বললেন : হে আমার কন্যা ! তার আচার-ব্যবহার তোমাকে যেন বিভ্রান্ত না করে। কেননা সে তার সৌন্দর্য ও তার প্রতি রসূলুল্লাহর ভালবাসার কারণে গর্বিতা। তিনি আয়েশা (রা)-কে বুঝিয়েছেন। আমি (উমার) এ ঘটনা আল্লাহর রসূলের কাছে বললে তিনি মুচকি হাসলেন।

১০৭-অনুচ্ছেদ : (গর্ভভরে) কোন নারীর কৃত্রিম সাজসজ্জা করা বা যা না আছে তার বড়াই করা (জায়েয নয়) এবং স্বামীর অন্য স্ত্রীর ওপরে অহংকার প্রদর্শন করা নিষেধ।

৪৮৩৬. আসমা (রা) বলেন, এক মহিলা বলল : হে আল্লাহর রসূল ! আমার সতীন আছে, এখন তাকে যদি আমার স্বামী আমাকে যা দেয়নি তা বানিয়ে বলি, তাতে কি কোন দোষ আছে ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন : যা তাকে দেয়া হয়নি, তা দেয়া হয়েছে বলাটা ছদ্মবেশী বা বহুরূপী ধোঁকাবাজ প্রতারকের ন্যায়। ২৯

১০৮-অনুচ্ছেদ : আত্মসম্মানবোধ। সাদ ইবনে উবাদা (রা) বলেন : “আমি যদি অন্য কোন পুরুষকে আমার স্ত্রীর সাথে দেখতে পাই, তাহলে আমি তাকে তরবারির ধারালো দিক দিয়ে আঘাত হানবো। নবী (স) বলেন : তোমরা কি সাদের আত্মসম্মানবোধে আশ্চর্যবিত্ত হচ্ছ ? (আল্লাহর কসম) ! আমার আত্মসম্মানবোধ তার চেয়ে অনেক বেশী এবং আল্লাহর আত্মমর্য্যবোধ আমার চেয়েও অনেক বেশী।

১০৮-অনুচ্ছেদ : আত্মসম্মানবোধ। সাদ ইবনে উবাদা (রা) বলেন : “আমি যদি অন্য কোন পুরুষকে আমার স্ত্রীর সাথে দেখতে পাই, তাহলে আমি তাকে তরবারির ধারালো দিক দিয়ে আঘাত হানবো। নবী (স) বলেন : তোমরা কি সাদের আত্মসম্মানবোধে আশ্চর্যবিত্ত হচ্ছ ? (আল্লাহর কসম) ! আমার আত্মসম্মানবোধ তার চেয়ে অনেক বেশী এবং আল্লাহর আত্মমর্য্যবোধ আমার চেয়েও অনেক বেশী।

৪৮৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কেউ আল্লাহর চেয়ে বেশী আত্মসম্মানবোধশীল নয়। এ কারণেই তিনি সবরকমের অশ্লীল কাজ হারাম করেছেন এবং আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ নিজ প্রশংসা বেশী পসন্দ করেন না।

৪৮৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কেউ আল্লাহর চেয়ে বেশী আত্মসম্মানবোধশীল নয়। এ কারণেই তিনি সবরকমের অশ্লীল কাজ হারাম করেছেন এবং আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ নিজ প্রশংসা বেশী পসন্দ করেন না।

৪৮৩৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : হে মুহাম্মাদের উম্মাত ! আল্লাহর চেয়ে বেশী আত্মমর্য্যাদাবোধ আর কারো নেই। সুতরাং তিনি হারাম করেছেন

৪৮৩৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : হে মুহাম্মাদের উম্মাত ! আল্লাহর চেয়ে বেশী আত্মমর্য্যাদাবোধ আর কারো নেই। সুতরাং তিনি হারাম করেছেন

২৯. “সাওবায় যুর” অর্থ প্রতারণার দুই পরিচ্ছদ। অর্থাৎ এ ব্যক্তি হচ্ছে ঐ মিথ্যা সাক্ষীর ন্যায় যে লোকদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য কোন ভাল সন্দেহের পোশাক পরে, এ ধারণায় যে, লোকে তার পোশাক দেখে তাকে বিশ্বাসী মনে করবে।

তার কোন বান্দা বা বান্দীর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। হে মুহাম্মাদের উম্মাত! যা আমি জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে খুব কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে।

৪৮৩৭. عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا شَيْءٌ أَغْيِرُ مِنَ اللَّهِ وَعَنْ يَحْيَى أَنْ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ

৪৮৩৯. আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন : আল্লাহর চেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আর কোন কিছু নেই। ইয়াহুইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সালামা (র) তাকে বলেছেন যে, তিনি নবী (স)-কে অনুরূপ বলতে শুনেছেন।

৪৮৪০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُغَارُ وَغَيْرُهُ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ -

৪৮৪০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আল্লাহ তাআলার আত্ম-মর্যাদাবোধ আছে এবং আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধে ঐ সময় আঘাত লাগে যখন মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত কোন কাজে লিপ্ত হয়।

৪৮৪১. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرٍ نَاضِحٍ وَغَيْرِ فَرَسِهِ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْقِي (أَسْقِي) الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أَحْسِنُ أَخْبِرُ وَكَانَ يَخْبِرُ جَارَاتٍ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةً صِدْقٍ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثِي فَرَسَخٍ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفْرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِيَّاهُ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي قَدْ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ لِقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى وَمَعَهُ نَفْرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَاخَ لِارْتِكَابٍ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَحَمَلِكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ (عَلَيْكَ) مِنْ رُكُوبِكَ مَعَهُ قَالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَانَمَا أَعْتَقَنِي .

৪৮৪১. আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) বলেন, যুবাইর (রা) আমাকে বিয়ে করলেন, তাঁর কাছে না ছিল কোন স্বাবর সম্পত্তি, না ছিল দাস-দাসী, কুয়া থেকে পানি উত্তোলনকারী

একটি উট ও ঘোড়া ছাড়া। আমি তার ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াতাম, পানি পান করাতাম এবং পানি উত্তোলনকারী (চামড়ার) ঢোল ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতাম, আটা পিষতাম কিন্তু ভালো রুটি তৈরি করতে জানতাম না। তাই আনসারী প্রতিবেশিনীরা আমার রুটি তৈরি করে দিত। আর তারা ছিল খুব পুণ্যবতী মহিলা। রসূলুল্লাহ (স) যুবাইর (রা)-কে যে সম্পত্তি দিয়েছিলেন আমি সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের বোঝা বহন করে আনতাম। আর এ জমির দূরত্ব ছিল আমার বাড়ী থেকে প্রায় দুই মাইল। একদা আমি মাথায় করে খেজুরের বোঝা বয়ে আনছিলাম। তখন আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাত পেলাম এবং তাঁর সাথে কতিপয় আনসারীও ছিলেন। নবী (স) আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে তাঁর উটের পেছনে বসাবার জন্য উটকে 'ইখ্' 'ইখ্' বললেন। আমি পুরুষদের সাথে একত্রে যেতে লজ্জাবোধ করলাম এবং যুবাইরের আত্মমর্যাদাবোধের কথা মনে পড়লো। কেননা লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন খুব বেশী আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন। আল্লাহর রসূল লক্ষ্য করলেন যে, আমি লজ্জা অনুভব করছি। সুতরাং তিনি চলে গেলেন। আমি যুবাইরের কাছে পৌঁছে বললাম : আমি খেজুরের বোঝা মাথায় নিয়ে আসছিলাম, পথিমধ্যে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত হলো এবং তাঁর সাথে কতিপয় সাহাবীও ছিলেন। তিনি (স) তাঁর উটকে হাঁটু গেড়ে বসালেন, আমাকে তাতে আরোহণ করানোর জন্য। কিন্তু আমি তাঁর উপস্থিতি এবং আপনার আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করে লজ্জা অনুভব করলাম। যুবাইর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম ! খেজুরের বোঝা মাথায় তোমাকে দেখা তাঁর সাথে উটে আরোহণ করার চেয়ে আমার নিকট বেশী লজ্জাজনক। অবশেষে আবু বাক্বর সিদ্দীক (রা) ঘোড়ার দেখাশুনার জন্য আমার সাহায্যার্থে একজন খাদেম পাঠালেন। এরপরই আমি যেন আঘাদ হলাম।

٤٨٤٢- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضْرَبَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَقَ الصَّحْفَةَ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمَّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أَتَى بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ كَسَرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي كَسَرَتْ .

৪৮৪২. আনাস (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ (স) তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে অবস্থানকালে তাঁর অপর এক স্ত্রী একটি পাত্রে কিছু খাদ্য পাঠান। যে স্ত্রীর ঘরে নবী (স) অবস্থান করছিলেন, সেই স্ত্রী খাদেমের হাতে আঘাত করায় পাত্রটি পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল। নবী (স) পাত্রের ভাঙ্গা টুকরা একত্র করে তার মধ্যে যে খাদ্য ছিল তা উঠাতে লাগলেন এবং বললেন : তোমাদের মায়ের আত্মসম্মানে লেগেছে। অতপর তিনি খাদেমকে থামিয়ে রেখে যে স্ত্রীর কাছে ছিলেন, তার কাছ থেকে একটি পাত্র নিয়ে যার পাত্র ভাঙ্গা হয়েছে তাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন এবং ভাঙ্গা পাত্রটি এই স্ত্রীর কাছে রাখলেন।

৪৮৪৩. عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ فَأَبْصَرْتُ قَصْرًا فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَارَدْتُ أَنْ ادْخُلَهُ فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَوْ عَلَيْكَ آغَارُ .

৪৮৪৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করে একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার জন্য ? ফেরেশতারা বললেন, উমার ইবনুল খাত্তাবের জন্য। আমি তাতে প্রবেশ করতে চাইলাম। কোন কিছুই আমাকে তাতে প্রবেশে বাধা দেয়নি, শুধু তোমার আত্মসম্মানবোধ সম্পর্কে আমার জ্ঞান। উমার (রা) বলেন : হে আল্লাহর রসূল ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, কি করে আপনার (প্রবেশে) আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে (আপনার সাথে আমার আত্মমর্যাদাবোধের প্রশ্নই উঠে না)।

৪৮৪৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرِ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا قَالَ هَذَا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكَى عُمَرُ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَالَ أَوْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آغَارُ .

৪৮৪৪. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূলের নিকট বসছিলাম। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : একদা আমি ঘুমিয়েছিলাম, জান্নাতে আমাকে এক মহিলাকে একটি প্রাসাদের পাশে উয়রত অবস্থায় দেখানো হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ প্রাসাদটি কার জন্য ? বলা হলো, এটি উমারের জন্য। আমি উমারের আত্মসম্মানবোধের কথা স্মরণ করলাম। সুতরাং আমি ফিরে এলাম। (একথা শুনে) উমার সে মজলিসেই কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনার দ্বারা আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগবে তা আমি কি করে ভাবতে পারি ?

১০৯-অনুচ্ছেদ : মহিলাদের আত্মমর্যাদাবোধ এবং তাদের অসন্তুষ্টি।

৪৮৪৫. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتُ عَلَيَّ غَضَبِي قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَا إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكَ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتُ عَلَيَّ غَضَبِي قُلْتُ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ أَجَلٌ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ .

৪৮৪৫. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন, আমি জানি কখন তুমি আমার প্রতি খুশী হও এবং কখন রাগান্বিত হও। আমি বললাম, কি করে আপনি তা

বুঝতে পারেন ? তিনি বললেন : যখন তুমি সন্তুষ্ট থাক তখন বল, না, মুহাম্মাদের রবের শপথ ! কিন্তু তুমি যখন আমার ওপর অসন্তুষ্ট থাক তখন বল, না, ইবরাহীমের রবের শপথ ! আমি বললাম, হাঁ, আল্লাহর কসম, ইয়া রসূল্লাহ ! আমি আপনার নাম ছাড়া আর কিছুই বাদ দেই না ।

৪৮৪৬- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا غَرَّتْ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا غَرَّتْ عَلَى خَدِيجَةَ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّاهَا وَتَثَانِهِ عَلَيْهَا وَقَدْ أُوحِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ .

৪৮৪৬. আয়েশা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কোন স্ত্রীর প্রতি খাদীজার চেয়ে বেশী ঈর্ষাপরায়ণ ছিলাম না । কেননা রসূলুল্লাহ (স) প্রায়ই তাঁর কথা স্বরণ করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন । অহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (স)-কে জানিয়ে দেয়া হয় যে, তাঁকে (খাদীজাকে) জান্নাতের মধ্যে একটি মতির প্রাসাদের সুসংবাদ দাও ।

১১০-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির নিজ কন্যাকে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ থেকে বিরত রাখা এবং তাকে ন্যায়পরায়ণ বানানো ।

৪৮৪৭- عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ ابْنِ الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُوا (نِي) فِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ فَلَا أَدْنُ ثُمَّ لَا أَدْنُ ثُمَّ لَا أَدْنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بَنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيئُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُوْذِنُنِي مَا آذَاهَا هَكَذَا قَالَ

৪৮৪৭. মিসওয়্যার ইবনে মাখরামা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে মিশ্বারে উঠে বলতে শুনেছি : হিশাম ইবনুল মুগীরার বংশ আলী ইবনে আবু তালিবের কাছে তাদের মেয়ে বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে । কিন্তু আমি অনুমতি দিব না, আমি অনুমতি দিব না এবং আমি অনুমতি দিব না, তবে আলী ইবনে আবু তালিব তাদের কন্যাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করলে আমার কন্যাকে তালাক দিতে পারে । কেননা ফাতেমা আমার (শরীরের) অংশ । যা সে ঘৃণা করে আমিও তা ঘৃণা করি এবং যা তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয় ।

১১১-অনুচ্ছেদ : নারীর সংখ্যাধিক্য ও পুরুষদের সংখ্যালভতা হবে । আবু মুসা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন : তুমি দেখতে পাবে পুরুষদের সংখ্যালভতা ও নারীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে চল্লিশজন মহিলা একজন পুরুষের পেছনে লেগে যাবে তার কাছে আশ্রয় পাবার জন্য ।

৪৮৪৮- عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَأَحْدِثَنَّكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ

الْعِلْمُ وَيَكْتُرُ الْجَهْلُ وَيَكْتُرُ الزِّنَا وَيَكْتُرُ شُرْبُ الْخَمْرِ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ
وَيَكْتُرُ النِّسَاءَ حَتَّىٰ يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ .

৪৮৪৮. আনাস (রা) বলেন, আমি তোমাদের কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করব, যা আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে শুনেছি এবং আমি ছাড়া আর কেউ তোমাদেরকে তা বলবে না। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের শর্তাবলীর (নিদর্শনসমূহের) মধ্যে রয়েছে : (দীনের) জ্ঞান লোপ পাবে, মুর্থতা বেড়ে যাবে, যেনা বেড়ে যাবে, মদপান বেড়ে যাবে, পুরুষদের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীদের সংখ্যা বেড়ে যাবে, এমনকি একজন পুরুষকে পঞ্চাশজন মহিলার^{৩০} দেখাশুনা করতে হবে।

১১২-অনুচ্ছেদ : মাহরাম (বিবাহ নিষিদ্ধ ব্যক্তি) ছাড়া কোন পুরুষের সাথে কোন নারী নির্জনে মিলিত হবে না এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর ঘরে কোন পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

٤٨٤٩- عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّكُمْ وَالِدُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمُوَ قَالَ الْحَمُوُ الْمَوْتُ .

৪৮৪৯. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমরা মহিলাদের নিকট (একাকী) প্রবেশ থেকে বিরত থাকো। আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রসূল ! দেবরদের ব্যাপারে কি নির্দেশ ? তিনি (স) বলেন : দেবর তো মৃত্যু তুল্য।^{৩১}

٤٨٥٠- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ نَيْ مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَاکْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذًا وَكَذَا قَالَ أَرْجِعِ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ .

৪৮৫০. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) বলেন : মাহরামের ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়া কোন পুরুষ যেন একাকী (গায়র মাহরাম) মহিলার কাছে না যায়। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল : হে আল্লাহর রসূল ! আমার স্ত্রী হজ্জ করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেছে এবং আমি অমুক অমুক জিহাদে যাওয়ার জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত করিয়েছি। নবী (স) বললেন : তুমি ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।

১১৩-অনুচ্ছেদ : লোকদের উপস্থিতিতে কোন ব্যক্তির কোন স্ত্রীলোকের একান্তে কথা বলা জায়েয।

৩০. এখানে সংখ্যাটা মুখ্য নয়, নারীদের সংখ্যাধিক্য ও পুরুষদের সংখ্যালঘুতা বুঝানোই মূল লক্ষ্য। তাই কোথাও ৪০ বলা হয়েছে, আবার কোথাও বলা হয়েছে ৫০জন।

৩১. স্ত্রীলোকের স্বামীর ভাই, চাচাত, খালাত, ফুফাত ভাই বা দেবর যাদের সাথে কোন মহিলার বিবাহ জায়েয, এদের সাথে মেলামেশা ও দেখা-সাক্ষাতের ফলে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠার আশংকা থাকে এবং যার ফলে সংসারের শান্তি বিঘ্নিত হয়ে চরম অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। দেবরকে মৃত্যুদূত তুল্য ভয় করা উচিত। কারণ দেবরদের দ্বারাই বেশী অঘটন ঘটে থাকে।

৪৮৫১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَلَا بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ .

৪৮৫১. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক আনসারী রমণী নবী (স)-এর নিকট আসলে তিনি (স) তাকে একান্তে বললেন : আল্লাহর কসম ! তোমরা (আনসাররা) আমার কাছে সকল লোকদের চেয়ে অধিক প্রিয় ।

১১৪-অনুচ্ছেদ : নারীর বেশধারী পুরুষের মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা নিষেধ ।

৪৮৫২. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخْنَثٌ فَقَالَ الْمُخْنَثُ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ الطَّائِفَ هَذَا أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ .

৪৮৫২. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী (স) তাঁর কাছে ছিলেন । ঘরের মধ্যে এক মেয়েলী স্বভাবের পুরুষ ছিল । ঐ পুরুষটি উম্মে সালামার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়াকে বলল, যদি আগামীকাল আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে তায়েফ বিজয় দান করেন, তবে আমি আপনাকে গাইলানের মেয়েকে দেখিয়ে দিব । কেননা সে (এত মেদবহুল যে,) যখন সম্মুখ দিক দিয়ে আসে, তখন তার পেটের চামড়ায় চার ভাঁজ পড়ে এবং যখন পিছু ফিরে যায় তখন আট ভাঁজ পড়ে । (একথা শুনে) নবী (স) বললেন : সে যেন তোমাদের কাছে আর কখনও না আসে ।

১১৫-অনুচ্ছেদ : আবিসিনীয় বা অনুরূপ পুরুষদের প্রতি মহিলাদের তাকানো (জায়েয) যদি তাতে অবাপ্তিত পরিস্থিতি সৃষ্টির আশংকা না থাকে ।

৪৮৫৩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي (الَّتِي) أَسَامُ فَأَقْدُرُوا قَدَرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصِ عَلَى اللَّهْوِ .

৪৮৫৩. আয়েশা (রা) বলেন, যখন আমি আবিসিনীয়দের খেলা দেখছিলাম, তখন নবী (স) তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রেখেছিলেন । তারা মসজিদের আঙ্গিনায় খেলা দেখাচ্ছিল । আমি তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত খেলা দেখি । সুতরাং তোমরাও (এ ঘটনা থেকে) অনুমান করতে পার যে, খেলা দেখতে আগ্রহী অল্প বয়স্ক মেয়েদের সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে ।

১১৬-অনুচ্ছেদ : নিজেদের প্রয়োজনে মহিলাদের বাড়ির বাইরে যাতায়াত ।

৪৮৫৪. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلًا فَرَأَاهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ

إِنَّكَ وَاللَّهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَرَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ فِي حُجْرَتِي يَتَعَشَى وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرَقًا فَأَنْزَلَ (فَأَنْزَلَ اللَّهُ) عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِكُنَّ .

৪৮৫৪. আয়েশা (রা) বলেন, সাওদা বিনতে যাময়া (রা) রাতের বেলা বাইরে গেলেন। উমার (রা) তাঁকে দেখে চিনতে পারলেন। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম ! হে সাওদা ! আপনি নিজেকে আমাদের থেকে লুকাতে পারেননি। সুতরাং তিনি নবী (স)-এর নিকট ফিরে এলেন এবং এ ঘটনা তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন। তখন তিনি আমার ঘরে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন এবং গোশতে পূর্ণ একখানা হাড় তাঁর হাতে ছিল। এ সময় তাঁর উপর অহী নাযিল হল। অহী নাযিলের অবস্থা কেটে গেলে নবী (স) বললেন : নিজেদের প্রয়োজনে আল্লাহ তোমাদের বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

১১৭-অনুচ্ছেদ : মসজিদ ইত্যাদিতে যাওয়ার জন্য মহিলাদের স্বামীর অনুমতি গ্রহণ।

৪৮৫৫. عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا .

৪৮৫৫. সালিম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে বাধা না দেয়।

১১৮-অনুচ্ছেদ : দুধপানজনিত সম্পর্কের মহিলাদের সাথে সাক্ষাত এবং তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা।

৪৮৫৬. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرُّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكَ فَاذْنِي لَهُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ عَمُّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ .

৪৮৫৬. আয়েশা (রা) বলেন, আমার দুধ সম্পর্কের চাচা আসলেন এবং আমার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করার পূর্বে তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলাম। রসূলুল্লাহ (স) এলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : সে তোমার চাচা, সুতরাং তাকে অনুমতি দাও। আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে তো এক মহিলা দুধ পান করিয়েছেন, কোন পুরুষ নয়। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : সে তোমার চাচা, সে তোমার কাছে প্রবেশ করতে পারে। আয়েশা

(রা) বলেন, এ ঘটনা ঘটেছে আমাদের জন্য পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরে। তিনি বলেন, জন্মসূত্রে যারা হারাম দুধ সম্পর্কেও তারা হারাম।

১১৯-অনুচ্ছেদঃ কোন মহিলা তার স্বামীর নিকট অন্য মহিলার দৈহিক বর্ণনা দিবে না।

৪৮৫৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

৪৮৫৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, কোন নারী অপর মহিলার সাথে একত্রে থাকার পর তার স্বামীর নিকট এমনভাবে তার দৈহিক বর্ণনা পেশ করবে না যেন সে তাকে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে।

৪৮৫৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

৪৮৫৮. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : কোন নারী অপর মহিলার সাথে একত্রে থাকার পর তার স্বামীর নিকট এমনভাবে তার দৈহিক বর্ণনা পেশ করবে না যেন সে তাকে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে।

১২০-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির একথা বলা : আজ রাতে সে তার সকল স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে।

৪৮৫৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سَلِيمَانَ بْنِ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ فَأَطَافَ بِهِنَّ وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً نِصْفَ إِنْسَانٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنُثْ وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ .

৪৮৫৯. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, দাউদ (আ)-এর পুত্র সুলাইমান (আ) বললেন, আজ রাতে আমি এক শত স্ত্রীর সাথে (সঙ্গমে) মিলিত হব। তাদের প্রত্যেকেই একটি করে পুত্র সন্তান প্রসব করবে, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। একজন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, ইনশাআল্লাহ বলুন। কিন্তু সুলাইমান (আ) একথা বলেননি, বরং ভুলে গেলেন। অতপর তিনি তাদের সাথে সংগম করলেন, কিন্তু তাদের কেউ কোন সন্তান প্রসব করল না, শুধু এক স্ত্রী একটি অসম্পূর্ণ সন্তান প্রসব করল। নবী (স) বলেন : যদি সুলাইমান (আ) ইনশাআল্লাহ বলতেন, তাহলে আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতেন এবং তার একথা তাকে বেশী আশাবাদী করত।

১২১-অনুচ্ছেদ : দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর কোন ব্যক্তির রাতের বেলা বাড়িতে প্রবেশ করা উচিত নয়, যাতে কোন কিছু তাকে পরিবার সম্পর্কে সংশয়ে পতিত করতে না পারে বা তাকে অবাঞ্ছিত কিছু দেখতে না হয়।

৪৮৬০. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُقًا.

৪৮৬০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কোন ব্যক্তির সফর থেকে ফিরে এসে রাতের বেলা নিজ পরিবারের সাথে সাক্ষাত করা অপসন্দ করতেন।

৪৮৬১. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا .

৪৮৬১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমাদের কেউ দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত থাকার পর ফিরে এসে রাতের বেলা যেন নিজ পরিবারে প্রবেশ না করে।

১২২-অনুচ্ছেদ : সন্তান কামনা করা।

৪৮৬২. عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِّنْ خَلْفِي فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا يُعْجَلُكَ قُلْتُ إِنِّي حَدِيثٌ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ نَيْبًا قُلْتُ بَلْ نَيْبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْهَلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا أَى عِشَاءٍ لِكَى تَمْتَشِطَ الشَّعْبَةُ تَسْتَحِدُّ الْمُغَيْبَةَ قَالَ وَحَدَّثَنِي الثَّقَفَةُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْكَيْسُ الْكَيْسُ يَا جَابِرُ يَعْنِي الْوَلَدَ .

৪৮৬২. জাবের (রা) বলেন, আমি একটি গাযওয়ান (জিহাদে) রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। আমাদের ফেরার পথে আমি আমার ধীরগতি সম্পন্ন উটকে দ্রুত হাঁকলাম। একজন আরোহী আমার পেছনে পেছনে আসলেন। আমি পিছনে তাকিয়ে দেখলাম যে, আরোহী হচ্ছেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)। তিনি (আমাকে) বললেন : তোমার তাড়াছড়া করার কারণ কি ? আমি বললাম : আমি একজন সদ্য বিবাহিত ব্যক্তি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি কুমারী বিয়ে করেছ না বয়স্কা ? আমি উত্তর দিলাম : বয়স্ক বয়স্কা মহিলা। তিনি বললেন : তুমি কুমারী বিয়ে করলে না কেন ; যাতে তুমি তার সাথে আমোদ-ফুর্তি করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে আমোদ-ফুর্তি করতে পারত ? বর্ণনাকারী বলেন, যখন আমরা (মদীনার দ্বারপ্রান্তে) উপনীত হয়ে প্রবেশোদ্যত হলাম, তখন নবী (স) বললেন : রাত অর্থাৎ এশা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। যাতে মহিলা তার অবিন্যস্ত কেশ চিরুনী করে সুবিন্যস্ত করে নিতে পারে এবং যে মহিলাদের স্বামীরা (দীর্ঘ দিন) বাড়ী থেকে অনুপস্থিত ছিল তারা যেন তাদের নিম্নাংগের লোম পরিষ্কার করে নিতে পারে। অধঃস্তন রাবী হিশাম

বলেন : একজন বিশ্বস্ত রাবী আমাকে বলেছেন : নবী (স) আরো বলেছেন : (হে জাবের !) সন্তান (কামনা করো), সন্তান (কামনা করো) ।

৪৮৬৩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةَ وَتَمْتَشِطَ الشَّعْثَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكَيْسِ .

৪৮৬৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । নবী (স) বলেন : যদি তুমি রাতে (তোমার শহরে) প্রবেশ কর তবে সাথে সাথে বাড়িতে প্রবেশ করো না । যাতে স্বামী অনুপস্থিত নারী তার নিম্নাংগের লোম পরিষ্কার করে নিতে পারে এবং অবিন্যস্ত কেশ চিরুণী করে সুবিন্যস্ত করে নিতে পারে । রাবী বলেন, নবী (স) আরো বলেন, তুমি সন্তান কামনা করো ! সন্তান কামনা করো !

১২৩-অনুচ্ছেদ : স্বামী অনুপস্থিত মহিলার নিম্নাংগের লোম পরিষ্কার করা এবং এলো-মেলো চুল চিরুণী করা ।

৪৮৬৪- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرِي لِي قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِّنْ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعِزَّةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَسَارَ بَعِيرِي كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ مِنَ الْإِبِلِ فَأَلْتَفْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ أَتَزَوَّجْتُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيْبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيْبًا قَالَ فَهَلَّا بِكُرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أُمَّهُلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا أَى عِشَاءً لِكَى تَمْتَشِطَ الشَّعْثَةَ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةَ .

৪৮৬৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা একটি গায়ওয়ায় (জিহাদে) নবী (স)-এর সাথে ছিলাম । আমরা প্রত্যাবর্তন করে যখন মদীনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলাম, তখন আমি আমার ধীরগতিসম্পন্ন উটকে দ্রুত হাঁকলাম । আমার পশ্চাতের একজন আরোহী আমার নিকটে পৌছে আমার উটকে তার সাথের বর্শা দিয়ে খোঁচা দিলেন । ফলে আমার উট এত দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করল, যেমন তোমরা অন্যান্য দ্রুতগতি সম্পন্ন উট চলতে দেখেছ । আমি পেছনে তাকিয়ে দেখলাম যে, আরোহী হচ্ছেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) । আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল ! আমি সদ্য বিবাহিত । তিনি বললেন : তুমি কি বিয়ে করেছ ? আমি বললাম : হ্যাঁ । তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কুমারী অথবা বিধবা ? আমি

জবাব দিলাম, বরং বিধবা। তিনি বললেন : তুমি কেন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না, যাতে তুমি তার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারত ? আমরা (মদীনায়) পৌঁছে প্রবেশে উদ্যত হলে নবী (স) বললেন : রাতের প্রথম প্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা কর, যাতে মহিলা তার বিশৃংখল কেশ চিরুণী করে নিতে পারে এবং অনুপস্থিত-স্বামীর স্ত্রীর নিম্নাংগের লোম পরিষ্কার করে নিতে পারে।

১২৪-অনুচ্ছেদ : “তারা যেন নিজেদের স্বামীগণ ছাড়া কারোও নিকট নিজেদের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।”-(সূরা আন নূর : ৩১)

৪৮৬৫- عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءٍ لُؤْيِي (جَرَحُ) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ مَا بَقِيَ لِلنَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي كَأَنَّ فَاطِمَةَ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلَى يَأْتِي بِالْمَاءِ عَلَى تَرْسِهِ فَأَخَذَ حَصِيرًا فَحَرَّقَ فَحُشِيَ بِهِ جَرْحُهُ .

৪৮৬৫. আবু হাযিম (রা) বলেন, ওহুদের দিন কি জিনিস নবী (স)-এর ক্ষতস্থানে লাগানো হয়েছিল এ নিয়ে লোকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। সুতরাং তারা সাহল ইবনে সাদ আস সাঈদী (রা)-কে জিজ্ঞেস করল, যিনি মদীনায় তখন একমাত্র জীবিত সাহাবী ছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন : মদীনায় এখন এমন কেউ নেই, যে এই বিষয়ে আমার চেয়ে বেশী জানে। ফাতেমা (রা) তাঁর মুখমণ্ডল থেকে রক্ত ধুয়ে ছিলেন এবং আলী (রা) তাঁর ঢালে করে পানি এনেছিলেন। অতপর খেজুর পাতার চাটাই জ্বালিয়ে (এর ছাই) ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেয়া হয়।

১২৫-অনুচ্ছেদ : “এবং যারা বালগ হয় নাই।”-(সূরা আন নূর : ৫৮)

৪৮৬৬- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ شَهِدَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْأَعْيِدَ أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرًا قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ (صِغَرِي) قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَىٰ أَذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ يَذْفَعْنَ إِلَىٰ بِلَالٍ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَيَلَالُ إِلَىٰ بَيْتِهِ .

৪৮৬৬. আবদুর রহমান ইবনে আবিস (র) থেকে বর্ণিত। আমি এক ব্যক্তিকে ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনলাম : আপনি কি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহায় উপস্থিত ছিলেন ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমার যদি তাঁর সাথে

ঘনিষ্ঠতা না থাকত, তাহলে আমি নাবালেগ হওয়ার কারণে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারতাম না। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ঈদগাহে গেলেন এবং ঈদের নামায আদায় করলেন, অতপর খোতবা (ভাষণ) দিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) আযান ও ইকামতের বিষয় কিছু উল্লেখ করেননি। অতপর নবী (স) মহিলাদের নিকটে গেলেন, তাদেরকে ওয়াজ-নসীহত করলেন এবং সদাকা (দান-খয়রাত) করার নির্দেশ দিলেন। আমি দেখতে পেলাম, মহিলারা নিজেদের কান ও গলায় হাত বাড়িয়ে দিয়ে কানের দুল ও গলার হার খুলে এগুলো বিলালের নিকট অর্পণ করছে। অতপর রসূলুল্লাহ (স) বিলালকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

১২৬-অনুচ্ছেদ ৪ কোন ব্যক্তির নিজ কন্যাকে ধমকানোর সময় তার কোমরে বা পার্শ্বদেশে ঝোঁচা দেয়া।

٤٨٦٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحْرُكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَأْسُهُ عَلَيَّ فَخَذِي .

৪৮৬৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্র (রা) আমাকে তিরস্কার করার সময় আমার দেহের পার্শ্বদেশে তাঁর হাত দিয়ে ঝোঁচা দেন, কিন্তু আমি নড়াচড়া করতে পারিনি, যেহেতু রসূলুল্লাহ (স)-এর মাথা আমার উপরে ছিল। ৩২

৩২. এ হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। যে সময় তাঁর গলার হার হারিয়ে গিয়েছিল এবং ভায়াশ্বুমের আয়াত শাখিল হয়েছিল, এটা তখনকার ঘটনা।

كِتَابُ الطَّلَاقِ (তালাকের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ .

“হে নবী ! যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিবে তখন তাদেরকে ইদাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিবে এবং ইদাতের হিসাব রাখো”(সূরা আত তালাক : ১) ।
‘আহসাইনাছ’, ‘হাফেযনাছ’, ‘আদাদনাছ’,-আমরা স্মরণ করেছি এবং গণনা করেছি ।
সুন্নাত তালাক হলো ‘তুহুর’ (হায়েযমুক্ত) অবস্থায় তালাক দেয়া, যে তুহুরে সংগম হয়নি । আর এ জন্য দু’জন সাক্ষী রাখা কর্তব্য ।

٤٨٦٨- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً فَلِيرَاجِعَهَا ثُمَّ لِيُمْسِكَهَا حَتَّىٰ تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُمْسَ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ .

৪৮৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে তিনি তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিলেন । উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রসূলুল্লাহ (স)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন । রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তাকে নির্দেশ দাও সে যেন তার স্ত্রীকে ‘রুজু’ করে (ফিরিয়ে নেয়) এবং ঋতু থেকে পবিত্র হয়ে পুনরায় ঋতুবতী হয়ে (পুনরায়) পাক না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী হিসেবে রেখে দেয় । অতপর ইচ্ছা করলে সে তাকে রাখবে অন্যথায় সহবাসের পূর্বে তালাক দিবে । এই ইদাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ তাআলা স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে আদেশ করেছেন ।

২-অনুচ্ছেদ : ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দেয়া হলে সেই তালাক কার্যকর হবে ।

٤٨٦٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَانَ طَلَّقَ بِنْتُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيرَاجِعَهَا قُلْتُ تَحْتَسِبُ قَالَ فَمَهْ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرُّهُ فَلِيرَاجِعَهَا قُلْتُ تَحْتَسِبُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزُوا اسْتَحْمَقَ وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيْقَةٍ .

৪৮৬৯. আনাস ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাঁর স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় তালাক দিলেন। উমার (রা) নবী (স)-এর কাছে গিয়ে তা বললেন। তিনি (স) বললেন : সে তার স্ত্রীকে রুজু করুক। আমি বললাম, এই তালাক কি গণনা করা হবে ? তিনি বলেন : অবশ্যই। অপর বর্ণনায় আছে : রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাকে তার স্ত্রীকে রুজু করার নির্দেশ দাও। আমি বললাম, (এটা কি তালাক) গণ্য হবে ? তিনি বললেন : তুমি কি মনে কর কোন ব্যক্তি যদি অসহায় ও নির্বোধ হয় ? অন্য একটি সনদে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেছেন : আমার এ ব্যাপারটি এক তালাক হিসেবে গণ্য হয়েছিল।

৩-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি (স্ত্রীকে) তালাক দেয়। তালাকদাতা কি সামনাসামনি স্ত্রীকে বলবে যে, সে তালাকপ্রাপ্ত ?

৪৮৭০. عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَيَّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أَدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عُدَّتْ بِعَظِيمِ الْحَقِي بِأَهْلِكَ .

৪৮৭০. (আবদুর রহমান) আল আওয়াঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (মুহাম্মাদ ইবনে আসলাম) যুহরীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী (স)-এর কোন স্ত্রী তাঁর থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন ? তিনি (যুহরী) বলেন, উরওয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল জাওনের কন্যাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আনা হলে এবং তিনি তার নিকটবর্তী হলে সে বললো, আমি আপনার থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন তিনি (স) তাঁকে বলেন : যিনি সবচেয়ে বড়, তুমি তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। অতএব তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে চলে যাও।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন : হাজ্জাজ ইবনে আবু মানী তার দাদা, যুহরী ও উরওয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) (এ হাদীসটি) বর্ণনা করেছেন।

৪৮৭১. عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَانِطٍ يُقَالُ لَهُ الشُّوْطُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَانِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اجْلِسُوا هُنَا وَدَخَلَ وَقَدْ آتَى بِالْجَوْنِيَّةِ فَأَنْزَلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ فِي بَيْتِ أُمِّمَةَ بِنْتِ النَّعْمَانَ بْنِ شَرَّاحِيلٍ وَمَعَهَا دَابَّتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ قَالَ هَبِي نَفْسِكِ لِي قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةَ نَفْسَهَا لِلْسُّوْقَةِ قَالَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ عُدَّتْ بِمَعَادِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبَا أُسَيْدٍ أَكْسَهَا رَأْزِقِيَّتَيْنِ وَالْحَقِهَا بِأَهْلِهَا وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالَا تَزَوَّجَ

النَّبِيُّ ﷺ أُمِيمَةٌ بِنْتُ شَرَّاحِيلَ فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطًا يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَانَتْهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَيْنِ -

৪৮৭১. আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে রওয়ানা হয়ে 'শাওত' নামক একটি বাগানে পৌঁছলাম। এর দুই প্রাচীরের মাঝে গিয়ে আমরা বসে পড়লে নবী (স) বললেন : তোমরা এখানে বসে থাকো। তিনি (ভেতরে) প্রবেশ করলেন। সেখানে নু'মান ইবনে শারাহীলের কন্যা উমাইমার খেজুর বাগানের ঘরে জাওনিয়াকে আনা হলো। তার সাথে তার সেবিকাও ছিলো। নবী (স) তার কাছে প্রবেশ করে বললেন : তুমি নিজেকে আমার জন্য হেবা (দান) করো। সে বললো, কোন রাজকুমারী কি কোন বাজারী লোকের কাছে নিজেকে সোপর্দ করতে পারে? বর্ণনাকারী (উসাইদ) বলেন : নবী (স) তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তার দিকে হাত বাড়ালেন। সে বললো, আমি তোমার থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তিনি বললেন : তুমি এক মহান সত্তার আশ্রয় চেয়েছো। এরপর তিনি (স) বেরিয়ে আমাদের কাছে এসে বললেন : হে আবু উসাইদ ! তাকে দুইখানা কাতান বস্ত্র প্রদান করে তার পরিবার-পরিজনের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। অন্য সনদে সাহল (রা) ও আবু উসাইদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) উমাইমা বিনতে শারাহীলকে বিয়ে করেছিলেন। তাকে নবী (স)-এর কাছে আনা হলে তিনি (স) তার প্রতি হাত বাড়ালেন। কিন্তু সে যেন তা পসন্দ করলো না। তাই নবী (স) আবু উসাইদকে তার জিনিসপত্র গুটিয়ে এবং দুইখানা কাতান বস্ত্র প্রদান করে তার পরিজনের কাছে পাঠিয়ে দিতে আদেশ করলেন।^১

৪৮৭২. عَنْ أَبِي غَلَابٍ يُؤَسُّ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ ابْنَ ابْنِ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَاتَى عُمَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهَّرَتْ فَارَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلِيطَلِّقَهَا قُلْتُ فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحَقَّقَ .

৪৮৭২. আবু গাল্লাব ইউনুস ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বললাম, এক ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। তিনি বলেন, তুমি কি ইবনে উমারকে চেন? ইবনে উমার তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলো। অতপর উমার (রা) নবী (স)-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি বর্ণনা করেন। নবী (স) তাকে তার স্ত্রীকে 'রুজু' করতে আদেশ করে বলেন, এরপর সে ঋতু থেকে পবিত্র হলে সে তাকে তালাক দিতে চাইলে তালাক দিবে। (রাবী বলেন,) আমি বললাম, তিনি তা কি তালাক বলে গণ্য করলেন? তিনি বললেন, যদি কেউ অক্ষম হয় বা আহাম্মক সাজে তাহলে তুমি কি মনে করো (যে, তালাক হবে না)?

১. হাদীস ও সীরাতে গ্রন্থসমূহ পাঠে জানা যায় যে, নবী (স) জাওনিয়াকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজে তার কাছে গিয়ে প্রস্তাব দিলে সে হাদীসে উল্লেখিত কথাগুলো বলেছিলো। তাই নবী (স) তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

৪-অনুচ্ছেদ : যারা (একত্রে) তিন তালাক দেয়া জায়েয মনে করেন এবং প্রমাণ হিসেবে আল্লাহর এ বাণী পেশ করেন :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ .

“তালাক দু’বার। অতপর হয় স্ত্রীকে বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে”—(সূরা আল বাকারা : ২২৯)। মৃত্যুব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া সম্পর্কে ইবনুয যুবাইর (রা) বলেন : সে ইচ্ছাত পালনকালে স্বামীর ওয়ারিস হবে বলে আমি মনে করি না। শা’বী বলেন : সে স্বামীর ওয়ারিস হবে। ইবনে শুবরুমা প্রশ্ন করলেন, ইচ্ছাত পালনের পর যদি অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, (তবুও কি পূর্ব স্বামীর ওয়ারিস হবে)? শা’বী বললেন, হ্যাঁ। ইবনে শুবরুমা (আবার) বলেন : যদি পরবর্তী স্বামীও মারা যায় ? তবে তোমার কী মত ? একথা শুনে শা’বী তাঁর পূর্বের মত প্রত্যাহার করেন।

৪৮৭৩- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلِّ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرُ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْئَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَهُ عَنْهَا قَالَ عُوَيْمِرُ وَاللَّهِ لَأَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَادْهَبْ فَاتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَّا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَّغَا قَالَ عُوَيْمِرُ كَذَّبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنِينَ .

৪৮৭৩. সাহল ইবনে সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। উয়াইমির ‘আজলানী (রা) আসেম ইবনে আদী আনসারী (রা)-এর কাছে এসে বললেন, হে আসেম ! তুমি কি মনে কর, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে কোন পুরুষ লোককে দেখে এবং ঐ লোকটিকে হত্যা করে তাহলে (কিসাস স্বরূপ) তোমরা কি তাকেও হত্যা করবে ! হে আসেম ! তুমি আমার

জন্য বিষয়টি রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস কর। আসেম (রা) বিষয়টি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলে রসূলুল্লাহ (স) এক্রপ প্রশ্ন করা অপসন্দ ও লজ্জাকর মনে করলেন। এমনকি আসেম রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে যা শুনলেন তা তার নিকট পীড়াদায়ক মনে হলো। আসেম (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে বাড়ী ফিরে এলে উয়াইমির তার কাছে গিয়ে বলেন : হে আসেম ! রসূলুল্লাহ (স) তোমাকে কি বলেছেন ? আসেম বললেন, তুমি আমার কাছে কোন ভালো বিষয় নিয়ে আসনি। তুমি যে বিষয় প্রশ্ন করেছ রসূলুল্লাহ (স) তা পসন্দ করেননি। উয়াইমির বললেন, আল্লাহর শপথ ! আমি নিজে তাঁকে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করে ক্ষান্ত হবো না। উয়াইমির রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে লোকের উপস্থিতিতেই বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে অপর কোন পুরুষ লোককে পায় তাহলে সে কি তাকে হত্যা করবে এবং আপনি আবার কিসাসস্বরূপ তাকে হত্যা করবেন ? অথবা সে কি করবে ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমার ও তোমার স্ত্রীর বিষয়ে আল্লাহ হুকুম নাখিল করেছেন। তুমি গিয়ে তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আস। সাহল (রা) বলেন : তারা উভয়ে 'লিআন' করলেন। আমি তখন অন্য লোকদের সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তারা উভয়ে 'লিআন' শেষ করলে উয়াইমির বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! এখন যদি আমি তাকে রেখে দেই তাহলে আমি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হই। রসূলুল্লাহ (স) তাকে আদেশ করার আগেই তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেন। ইবনে শিহাব (র) বলেন : এটাই 'লিআন'কারী স্বামী-স্ত্রীর জন্য বিধান সাব্যস্ত হলো।

৪৮৭৪. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ رِفَاعَةَ طَلَّقْتَنِي فَبِتُّ طَلَاقِي وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْقُرْظِيَّ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَأَحْتَى يَنْوُقَ عُسَيْلَتِكَ وَتَنْوُقِي عُسَيْلَتَهُ .

৪৮৭৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রিফাআ আল-কুরায়ী (রা)-এর স্ত্রী রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! রিফাআ আমাকে বাত্তা (বিবাহ বন্ধন চূড়ান্ত-ভাবে ছিন্কারী) তালাক দিয়েছে। এরপর আমি আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইর আল-কুরায়ীকে বিয়ে করেছি। কিন্তু তার সাথে আছে কাপড়ের একটি পুটলির মতো জিনিস। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : সম্ভবত তুমি রিফাআর কাছে ফিরে যেতে চাও। কিন্তু তুমি তার (দ্বিতীয় স্বামীর) এবং সে তোমার আস্থাদ লাভ (সংগম) ছাড়া তা হতে পারে না।^২

৪৮৭৫. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَنْوُقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ .

৪৮৭৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে সে অন্যত্র বিয়ে বসে। কিন্তু সেই স্বামীও তাকে তালাক দেয়। নবী (স)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা

২. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সংগম ছাড়া তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না।

হয় যে, সে কি এখন প্রথম স্বামীর জন্য হালাল ? নবী (স) বললেন : দ্বিতীয় স্বামী তাকে প্রথম স্বামীর মতো সন্তোগ না করা পর্যন্ত সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল নয় ।

৫-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার স্ত্রীদের একত্বিয়ার প্রদান করেছে । মহান আল্লাহর বাণী :
 قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَنَّ وَأَسْرَحَنَّ
 سَرَاحًا جَمِيلًا .

“(হে নবী !) আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন, তোমরা যদি পার্শ্বিক জীবন ও তার সুখ-সম্পদ চাও তাহলে আস, আমি তোমাদের ভোগসামগ্রীর ব্যবস্থা করে সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় দেই ।”-(সূরা আহযাব : ২৮)

৪৮৭৬- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ
 أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي
 أَبِيكَ قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبِيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
 قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
 فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَنَّ وَأَسْرَحَنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا) قَالَتْ فَقُلْتُ
 فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبِيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَتْ ثُمَّ
 فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ .

৪৮৭৬. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) তাঁর স্ত্রীদেরকে তাখ্বীর (তার দাম্পত্য বন্ধনে থাকা বা না থাকার অবকাশ) প্রদানের আদেশ প্রাপ্ত হলে তিনি আমাকে দিয়েই শুরু করেন । তিনি বলেন : আমি তোমাকে একটি বিষয় (ভেবে দেখার জন্য) বলছি । তুমি তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ ছাড়া তাড়াহুড়া করে কোন সিদ্ধান্ত নেবে না । আয়েশা (রা) বলেন, অথচ তিনি জানেন যে, আমার পিতা-মাতা তাঁর সাথে বিচ্ছেদের জন্য কখনো আমাকে নির্দেশ দিবেন না । এরপর রসূলুল্লাহ (স) বলেন, মহান আল্লাহ, মহীয়ান যাঁর প্রশংসা, বলেছেন : “হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন, তোমরা যদি পার্শ্বিক জীবন ও তার সুখ-সম্পদ পেতে চাও তাহলে আস, আমি ভোগসামগ্রী দিয়ে উত্তমভাবেই তোমাদেরকে বিদায় করে দেই । আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতের আবাস পেতে চাও, তাহলে তোমাদের নেককারদের জন্য আল্লাহ বিরাট পারিশ্রমিক প্রস্তুত রেখেছেন ।” আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম : তাহলে এর কোন বিষয়ে আমি আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করব । আমি তো আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতের আবাসই চাই । আয়েশা (রা) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (স)-এর অন্য স্ত্রীগণও আমি যা করলাম (বললাম) তাই করলেন ।

৪৮৭৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَمْ يُعَدِّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا.

৪৮৭৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে পার্থিব সুখ-সম্ভোগ অথবা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাত-এ দু'টির মধ্যে যে কোন একটি (বেছে নেয়ার) এখতিয়ার দেন। আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে বেছে নিলাম। আর এ এখতিয়ার আমাদের জন্য কিছু (তালাক) বলে গণ্য হয়নি।

৪৮৭৮. عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخَيْرَةِ فَقَالَتْ خَيْرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَفَكَانَ طَلَاقًا قَالَ مَسْرُوقٌ لَا أَبَالِي أَخَيْرَتُهَا وَاحِدَةٌ أَوْ مِائَةٌ بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي .

৪৮৭৮. মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে এখতিয়ার দেয়ার ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : নবী (স) আমাদেরকে (তাঁর দাম্পত্য বন্ধনে থাকা বা না থাকার) এখতিয়ার দিয়েছিলেন। তুমি কি মনে কর এটা তালাক হয়ে গিয়েছিলো? মাসরুক (র) বলেন : আমাকে বেছে নেয়ার পর আমি আমার স্ত্রীকে একবার বা শতবার এখতিয়ার দিলে তাতে কিছু যায় আসে না।

৬-অনুচ্ছেদ : কেউ যদি (তার স্ত্রীকে) বলে, আমি তোমাকে আলাদা করে দিলাম অথবা ছেড়ে দিলাম অথবা তুমি মুক্ত অথবা তুমি দায়িত্বমুক্ত অথবা এমন কথা বলে যা দ্বারা তালাক অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহলে বিষয়টি তার নিয়াতের ওপর নির্ভর করবে। মহামহিম আল্লাহর বাণী : “এবং তোমরা সৌজন্যের সাথে তাদের বিদায় করবে।”-(সূরা আহযাব : ৪৯) “এবং আমি তোমাদেরকে সৌজন্যের সাথে বিদায় করে দেই।”-(সূরা আহযাব : ২৮)। “অতপর হয় স্ত্রীকে বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে।”-(সূরা আল-বাকারা : ২২৯) “অথবা তোমরা তাদেরকে যথাবিধি ত্যাগ করবে।”-(সূরা আত-তালাক : ২)। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) জানতেন যে, আমার পিতা-মাতা কখনও তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধন ছিল করার নির্দেশ দিতেন না।

৭-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার জন্য হারাম। হাসান (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে কথাটির অর্থ (তালাক হওয়া) নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেন, কোন ব্যক্তি তিন তালাক দিলে তার ওপর হারাম হবে। এটাকে তালাক ও বিচ্ছেদের মাধ্যমে হারাম হওয়া বলে। এ হারাম কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিজের জন্য কোন হালাল খাদ্যকে হারাম করে নেয়ার অনুরূপ নয়। কেননা হালাল খাদ্যকে হারাম করার অধিকার কারও নেই। আর তালাকপ্রাপ্তকে হারাম বলা যায়। আল্লাহ তিন তালাক সম্পর্কে বলেছেন : ফালা তাহিল্লু লাহ মিম বাদু হাস্তা তানকিহা যাওজান গাইরাহ্-“দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কোন তালাকপ্রাপ্তা নারী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয় না।” লাইস (র) নাফে (র)-এর সূত্রে বলেন, ইবনে উমার (রা)-কে তিন তালাক দেয়া স্বামীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন : তুমি যদি এক বা দুই তালাক দিতে ! কেননা নবী (স) আমাকে অনুরূপ

নির্দেশ দিয়েছেন। স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে ফেললে সে তার জন্য হারাম হয়ে যায় এবং অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত (পূর্ব স্বামীর জন্য) হালাল হয় না।

৪৮৭৭- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تَرِيدُهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَآتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ زَوَّجَنِي طَلَّقَنِي وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هُنَّةً وَاحِدَةً وَلَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ أَفَاحِلُ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحْلِينَ لِزَوْجِكَ الْأَوَّلِ حَتَّى يَنْوُقَ الْأَخْرُ عُسَيْلَتِكَ وَتَنْوُقِيَ عُسَيْلَتَهُ .

৪৮৭৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। অতপর সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে। সেও তাকে তালাক দেয়। সে ছিল পুরুষতুহীন। মহিলাটি তার কাছ থেকে নিজের কামনা-বাসনা পূরণ করতে পারেনি। মহিলাটি নবী (স)-এর কাছে এসে বলে : ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমার স্বামী আমাকে তালাক দিলে পর আমি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করি। সে আমার সাহচর্যে আসে। কিন্তু তার সাথে ছিল কাপড়ের পুটুলির মত একটি জিনিস। সে আমার নিকট একবারই অবস্থান করে, কিন্তু আমার কাছ থেকে কোন ফায়দা উঠাতে পারেনি। এখন আমি কি পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হয়ে গেছি ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমার প্রথম স্বামীর জন্য তুমি হালাল হবে না, যতক্ষণ তোমার বর্তমান স্বামী তোমার মধু পান করবে এবং তুমি তার মধু পান করবে।^৩

৮-অনুব্ধেদ : আল্লাহর বাণী : لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ : আল্লাহর জন্যে হালাল করেছেন, তা কেন তুমি (নিজের জন্য) হারাম করলে ?”

৪৮৮০- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

৪৮৮০. সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন : কোন লোক নিজের স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নিলে এতে কিছু যায় আসে না।^৪ তিনি আরও বলেন : “তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।”

৩. তিন তালাক দেয়া স্ত্রীকে স্বামী ইচ্ছাতের মধ্যে পুনরায় স্ত্রীর মর্খাদায় ফিরিয়ে নিতে পারে না। ইচ্ছাত শেষ হওয়ার পর তার সাথে পুনর্বিবাহও হতে পারে না, যতক্ষণ সেই স্ত্রীলোকটির বিবাহ অন্য স্বামীর সাথে না হয়। এ বিয়ে যথাযথ বিয়ে হতে হবে। যদি দ্বিতীয় স্বামী কোন কারণে বেচ্ছায় তালাক দেয় বা মারা যায়, তাহলে ঐ মহিলা ইচ্ছাত শেষে পূর্ব স্বামীর সাথে পারম্পরিক সন্তোষের ভিত্তিতে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

৪. হানাফী মাযহাব মতে, ‘নিজ স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেয়া’ ঘরা যদি তিন তালাকের নিয়্যাত থাকে, তাহলে তিন তালাক হবে। যদি দুই বা এক তালাকের নিয়্যাত থাকে তাহলে উভয় অবস্থায় এক তালাক হবে। কারো কারো মতে, এটা একটা শপথ বাক্য, অর্থহীন কথা। এর কোন আইনগত কার্যকারিতা নেই।

٤٨٨١- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةَ أَنْ آيْتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقَلَ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرٍ أَكَلْتِ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِحْدَهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَتَّغَيْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ - وَإِذَا أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَاؤِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ . إِنَّ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ .)

৪৮৮১. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) যখনব বিনতে জাহশের ঘরে অবস্থান করে মধু পান করতেন। আমি ও হাফসা পরামর্শ করলাম, আমাদের উভয়ের মধ্যে যার কাছেই নবী (স) আসবেন সে যেন বলে, আমি আপনার মুখ থেকে 'মাগাফীরের' গন্ধ পাচ্ছি। আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? তিনি তাদের একজনের কাছে আসলে তিনি ঐ কথা বলেন। উত্তরে তিনি বলেন, না, বরং আমি জয়নব বিনতে জাহশের ওখানে মধু পান করেছি। আমি আর কখনও মধু পান করব না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়: "হে নবী! তুমি কেন সে জিনিস হারাম করলে যা আল্লাহ তোমার জন্য হালাল করেছেন? তুমি কি তোমার স্ত্রীদের সন্তোষ পেতে চাও? আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। আল্লাহ তোমাদের জন্য শপথের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী ও কৌশলী। নবী তাঁর জনৈক স্ত্রীর কাছে সংগোপনে একটা কথা বলেছিলেন। পরে সেই স্ত্রী তা অন্যের কাছে ফাঁস করে দিলে আল্লাহ তা নবীকে জানিয়ে দেন। তিনি এ বিষয়ে কিছুটা সতর্ক করলেন আর কিছুটা বাদ দিলেন। নবী তাকে ব্যাপারটি অবহিত করলে সে জিজ্ঞেস করল, আপনাকে তা কে জানিয়ে দিল? তিনি বলেন, যিনি মহাজ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ে অবহিত, তিনিই আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। তোমরা উভয়ে যদি আল্লাহর কাছে তওবা করো।"

(এখানে) 'ইন তাভূবা ইলাল্লাহি' দ্বারা আয়েশা ও হাফসা (রা)-কে সন্মোদন করা হয়েছে এবং 'ওয়া ইয আসাররান নাবিয্যু ইলা বাদি আযওয়াজিহি' দ্বারা মধু পানের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

٤٨٨٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْعَسَلَ أَوْ الْحَلْوَاءَ وَكَانَ

৫. 'মাগাফীর' এক প্রকার ফুল। কেউ কেউ একে বাবলা ফুল বলেছেন। এর স্বাদ মিষ্টি কিন্তু এর স্বাণে কিছুটা বাসী ও দুর্গন্ধ ভাব থাকে। মৌমাছি এ থেকে মধু আহরণ করলে তাতেও এ গন্ধ সংক্রমিত হয়।

إِذَا انصَرَفَ مِنَ العَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ أَحَدِهِنَّ فَيَدْخُلُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَأَحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ فَعَرَتْ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهَدَتْ لَهَا امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةٌ مِّنْ عَسَلٍ فَسَقَتِ النَّبِيَّ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَقُلْتُ لِسُودَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكَ فَإِذَا دَنَا مِنْكَ فَقُولِي أَكَلْتُ مَغَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ لَا فَقُولِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَلٍ فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطُ وَسَأَقُولُ ذَلِكَ وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذَلِكَ قَالَتْ تَقُولُ سُودَةُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَامَ عَلَى البَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنَادِيَهُ (أَبَادِيَهُ) بِمَا أَمَرْتَنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكَ فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سُودَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتُ مَغَافِيرَ قَالَ لَا قَالَتْ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ قَالَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَلٍ فَقَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطُ فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ صَفِيَّةُ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ حَفْصَةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَسْقَيْكَ مِنْهُ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ قَالَتْ تَقُولُ سُودَةُ وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قُلْتُ لَهَا أَسْكُتِي .

৪৮৮২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মধু ও মিষ্টি দ্রব্য খেতে পসন্দ করতেন। তিনি আসর নামায সমাপনাশ্বে স্ত্রীদের কাছে আসতেন এবং তাদের কারো নিকট অবস্থান করতেন। একদা তিনি হাফসা বিনতে উমারের নিকট অপেক্ষাকৃত বেশী সময় অতিবাহিত করেন। এতে আমার ঈর্ষা হল। আমি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আমাকে বলা হল, তার গোত্রের জনৈক মহিলা তাকে এক ডিবা মধু উপঢৌকন দিয়েছে। তা দিয়ে শরবত তৈরি করে তিনি (হাফসা) নবী (স)-কে পরিবেশন করেন। আমি মনে মনে বললাম : আল্লাহর শপথ ! আমি একটা ফন্দি আঁটব। অতএব আমি সাওদা বিনতে যাময়াকে বললাম, তিনি অচিরেই আপনার কাছে আসবেন এবং আসলে বলবেন, আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন ? তিনি অবশ্যই না বলবেন। আপনি বলবেন, তাহলে এ किसের গন্ধ পাচ্ছি ? তিনি নিশ্চয়ই বলবেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। আপনি বলবেন, মধু পোকা সম্ভবত বাবলা ফুলের রস শোষণ করেছে। আমিও তাই বলব। হে সাফিয়্যা ! তুমিও তাই বলবে। আয়েশা (রা) বলেন, পরে সাওদা (রা) বলেন, তিনি দরজার কাছে আসার সাথে সাথেই আমি তোমার সংগে মনোমালিন্যের ভয়ে তোমার শিখানো কথাগুলো বলতে প্রস্তুত হলাম। তিনি যখন তার কাছে আসলেন, সাওদা বলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ ! আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন ? তিনি বলেন, না। তাহলে আমি আপনার কাছ থেকে किसের গন্ধ পাচ্ছি ? তিনি বলেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান

কিতাবুত তালাক

করিয়েছে। তিনি বলেন, তাহলে মধু পোকা বাবলা ফুলের রস শোষণ করেছে। তিনি আমার কাছে আসলে আমিও ঐ একই কথা বললাম এবং সাফিয়্যার নিকট গেলে সেও তাঁকে একই কথা বলে। পরে তিনি হাফসার ঘরে গেলে সে বলল, ইয়া রসূলান্নাহ ! আপনাকে মধু পরিবেশন করব ? তিনি বলেন, দরকার নেই। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, সাওদা আন্বাহর শপথ^৬ করে বলেন, আমরা তাকে বঞ্চিত করলাম। আমি তাকে বললাম, চূপ কর।

৯-অনুচ্ছেদ : বিয়ের পূর্বে তালাক নেই। আল্লাহর বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا -

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ঈমানদার মহিলাদের বিয়ে করে স্পর্শ (সংগম) করার পূর্বেই তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দাত নাই যা তোমরা গণনা করবে। তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং উত্তম পন্থায় তাদের বিদায় দিবে”-(সূরা আহযাব : ৪৯)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা বিয়ের পরেই তালাকের ব্যবস্থা রেখেছেন। হযরত আলী, উরওয়া, সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যাব, আলী ইবনে হুসাইন, ওরাইহ, সালেম, ডাউস, হাসান, ইকরিমা, মুজাহিদ, শাবী, আবু বাকর ইবনে আবদুর রহমান, উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা, আবান ইবনে উসমান, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আল-কাসিম, আতা, আমের ইবনে সাদ, জাবের ইবনে যয়েদ, সালেম, নাফে ইবনে জুবায়ের, মুহাম্মাদ ইবনে কাব, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, আল-কাসিম ইবনে আবদুর রহমান, আমর ইবনে হারাম প্রমুখ বহু সংখ্যক মনীষীর মতে বিয়ের পূর্বে তালাকের কোন কার্যকারিতা নেই।

১০-অনুচ্ছেদ : বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বোন বললে তাতে তার কোন দোষ নেই। নবী (স) বলেছেন : ইবরাহীম (আ) তাঁর স্ত্রী সারাকে বলেছিলেন, সে আমার বোন। আর এটা ছিলো আল্লাহর দীনের ব্যাপারে বোন।

১১-অনুচ্ছেদ : রাগান্বিত অবস্থায়, বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে, মাতাল বা পাগল অবস্থায় তালাক দিলে তার বিধান। ভুলে বা বিস্মৃত অবস্থায় তালাক। নবী (স) বলেন : “কাজের ফলাফল নিয়াত বা উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ তাই পাবে যা সে নিয়াত করবে।” শা'বী (র) এ আয়াত পাঠ করেছেন :

رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

“হে আমাদের রব ! যদি আমরা বিস্মৃত হই বা ভুল করি তবে তার জন্য আমাদেরকে পাকড়াও কর না”-(সূরা আল বাকারা : ২৮৬)। দোদুল্যমান অবস্থায় স্বীকারোক্তি অবৈধ।

৬. বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে প্রতিজ্ঞা বা শপথ করে তা ভংগ করলে জরিমানা (কাফফারা) আদায় করতে হয়। জরিমানা হল—দশজন মিসকীনকে এক বেলা খাওয়ানো অথবা তাদের কাপড়-চোপড় দান করা, কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা। যার এ সামর্থ নেই সে একাধারে তিনটি রোযা রাখবে।”-(সূরা আল মায়দার : ৮৯ আয়াত দ্রঃ)

নবী (স) এমন এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন, যে নিজের যেনাম লিপ্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে ?” আলী (রা) বলেন, একদা হামযা আমার উটের পার্শ্বদেশ চিরে দেয়। নবী (স) এ জন্য হামযাকে তিরস্কার করতে থাকেন। তিনি দেখলেন যে, হামযার চোখ লাল হয়ে আছে এবং সে নেশাগ্রস্ত। হামযা বলল, তোমরা কি আমার বাপের গোলাম নও ? নবী (স) তার মাতলামি বুঝতে পারলেন। তিনি ওখান থেকে কেটে পড়লেন, আমরাও তাঁর অনুসরণ করলাম। উসমান (রা) বলেন, পাগল ও মাতালের তালাক কার্যকর হয় না। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মাতালের তালাক এবং বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে দেয়া তালাক জায়েয নয়। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, অস্পষ্ট আওয়াজে উচ্চারণকারীর তালাক কার্যকর হয় না। আতা বলেন, তালাক শব্দ দ্বারা শুরু করে তার সাথে শর্ত জুড়ে দিলে—শর্ত পাওয়ার পরই তালাক হবে। নাফে (র) জিজ্ঞেস করলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি সে ঘর থেকে বের হয় তাহলে সে কাটাছিড়া (তিন) তালাকপ্রাপ্ত হবে—এর হুকুম কি ? ইবনে উমার (রা) উত্তর দিলেন, যদি ঐ মহিলা ঘর থেকে বের হয় তাহলে সে (তিন) তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। আর যদি ঘরের বাইরে না আসে তাহলে কিছুই হবে না।

যুহরী (র) বলেন, যদি কোন লোক বলে, আমি যদি এরূপ এরূপ না করি তাহলে আমার স্ত্রী তিন তালাক হবে, এ অবস্থায় তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, তার উদ্দেশ্য কি? যদি সে কোন সময়সীমা নির্ধারণ করে থাকে যে, শপথ করার সময় তার এ নিয়্যাত ছিল। ইমানদারী ও বিশ্বস্ততার পরিপ্রেক্ষিতে তার কথার ওপর আস্থা আনা যায়। ইবরাহীম বলেন, যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে বলে, “তোমাকে আমার প্রয়োজন নাই,” এ অবস্থায় তার নিয়্যাত অনুযায়ী কাজ হবে। প্রত্যেক জাতি নিজস্ব ভাষায় তালাক দিতে পারে। কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তুমি গর্ভবতী হলে তিন তালাক। কাতাদা বলেন, এ অবস্থায় প্রতি তোহরে এক তালাক হবে। যখন গর্ভ প্রকাশ হয়ে পড়বে তখন সে স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও। হাসান বলেন, এ অবস্থায় তালাক হওয়া তার নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তালাক দেয়া যায়। আর সেই সময় গোলাম আযাদ করা উচিত, যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা থাকে। যুহরী বলেন, যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে : “তুমি আমার স্ত্রী নও”, তালাক হওয়া বা হওয়া তার নিয়্যাতের ওপর নির্ভর করবে।

আলী (রা) বলেন, তিন প্রকার লোকের ওপর থেকে কলাম তুলে নেয়া হয়েছে : উন্বাদ, যতক্ষণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসে ; শিশু, যতক্ষণ বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ সজাগ না হয়। এদের কাজের ফলাফল লিপিবদ্ধ করা হয় না। আলী (রা) আরও বলেন, উন্বাদ ব্যতীত প্রত্যেকের তালাক কার্যকর হয়।

٤٨٨٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ قَالَ فَتَادَةٌ إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

৪৮৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মাতের ঐসব ধারণা-চিন্তাকে ক্ষমা করে দেন, যা তাদের মনে উদয় হয়, যতক্ষণ না সে তা কার্যে পরিণত করে বা আলোচনা করে। কাতাদা (র) বলেন, কেউ মনে মনে তালাক দিলে এর কোন কার্যকারিতা নেই।

৪৮৮৪. عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ رَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَدَعَاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُونٌ هَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمْرٌ بِهِ أَنْ يَرْجَمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ .

৪৮৮৪. জাবের (রা) বর্ণনা করেন, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে এসে নবী (স)-কে বলে যে, সে যেনা করেছে। (একথা শুনে) তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে ঘুরে গিয়ে তাঁর সামনে এসে নিজের বিরুদ্ধে চারবার (যেনার) সাক্ষ্য দিল। তিনি লোকটিকে ডেকে বলেন, তোমাকে কি উন্মাদনায় পেয়েছে, তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি লোকটিকে ঈদের মাঠে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। যখন তার শরীরে পাথর পড়ল, অমনি পালাতে শুরু করল। 'হাররা' নামক স্থানে তাকে ধেফতার করে হত্যা করা হয়।

৪৮৮৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِّنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ الْأَخِرَ قَدْ رَنَى يَعْنِي نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبْلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ الْأَخِرَ قَدْ رَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبْلَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَكَانَ قَدْ أَحْصَنَ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ .

৪৮৮৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসল। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। সে তাঁর নিকটবর্তী হয়ে বলে : হে আল্লাহর রসূল! এ হতভাগা যেনা করেছে। সে নিজের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছিল। তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। রসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে ঘুরে গিয়ে সে আবার বলল : ইয়া রসূলুল্লাহ! এ কমবখত যেনা করেছে। তিনি আবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পুনরায় ঘুরে তাঁর সামনে গিয়ে একই কথা বলে। তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। চতুর্থবার সে তাঁর সামনে গিয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি করে। সে নিজের অপরাধের বিরুদ্ধে চারবার

সাক্ষ্য দিলে তিনি তাকে ডেকে বলেন : তোমাকে কি পাগলামিতে পেয়েছে ? সে বলল, না। তখন নবী (স) লোকদের বলেন : একে নিয়ে যাও এবং পাথর মেরে হত্যা করো। লোকটি বিবাহিত ছিল। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) বলেন, রজমকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা তাকে মদীনার ঈদগাহে পাথর মারি। যখন তার গায়ে পাথর লাগল, সে পালাতে শুরু করল। আমরা তাকে হারুরা নামক স্থানে পাকড়াও করে পাথর দ্বারা রজম করি। ফলে সে মারা যায়।

১২-অনুচ্ছেদ : খোলা তালাক^৭ এবং কিভাবে এ তালাক দিতে হবে। আল্লাহ বলেন :

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

“(তালাক দিয়ে বিদায় করার সময়) তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা যা তাদেরকে দিয়েছ, তা থেকে কিছু রেখে দেবে। অবশ্য উভয়ে আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে জীবনযাপন করতে পারবে না বলে আশঙ্কা হলে এবং তোমাদের যদি আশংকা হয় যে, এরা উভয়ে আল্লাহর সীমারেখা ঠিক রাখতে পারবে না, তবে তাদের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করে দেয়া দৃশ্যীয় নয় যে, স্ত্রী স্বামীকে কিছু বিনিময় দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ লাভ করবে। এগুলো হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, তা কখনও লংঘন করো না। যারা আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম করে তারাই যালেম”-(সূরা আল বাকারা : ২২৯)। উমার (রা) সরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা হওয়া ছাড়াই খোলা সংঘটন আইনসিদ্ধ বলেছেন। উসমান (রা)-এর মতে মাথার বেণী ছাড়া যে কোন বস্তুর বিনিময়ে খোলা করা বৈধ। তাউস (র) বলেন, তারা দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা বজায় রাখতে না পারার আশংকা করলে (খোলায় আশ্রয় নিতে পারে)। তিনি নিবোধদের কথা বলেননি যে, খোলা তত্ত্বকণ পর্যন্ত বৈধ হবে না যত্বকণ মহিলা তাকে সহবাস থেকে বাধা না দিবে।

٤٨٨٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ ابْنِ قَيْسٍ أَنْتِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِقْبِلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقِهَا تَطْلِيقَةً .

৪৮৮৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সাবেত ইবনে কায়েসের স্ত্রী নবী (স)-এর কাছে এসে বলল : ইয়া রসূলুল্লাহ ! সাবেত ইবনে কায়েসের চরিত্র বা দীনদারি সম্পর্কে ওপর আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু আমি মুসলমান হয়ে কুফরী করাটা মোটেই পসন্দ করি না। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তুমি কি তার বাগানটা ফেরত দিতে রাজী আছ ? সে বলল, হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ (স) সাবেতকে বলেন : বাগান ফেরত নাও এবং তাকে এক তালাক দিয়ে দাও।

৭. স্বামীকে কিছু বিনিময় দিয়ে তার নিকট থেকে স্ত্রী কর্তৃক আদায়কৃত তালাককে খোলা তালাক বলা হয়।

৪৮৮৭. عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَهْدَا وَقَالَ تَرُدِّينَ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْهَا وَأَمْرَهُ يُطَلِّقُهَا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خُلْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلَّقَهَا وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَعْتَبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خَلْقٍ وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ .

৪৮৮৭. ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর বোন এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী (স) সাবেতের স্ত্রীকে বলেন : তুমি কি সাবেতের বাগানটা ফেরত দিতে প্রস্তুত আছ? সে বলল, হ্যাঁ। বাগানটি সে ফেরত দিল। তিনি সাবেতকে নির্দেশ দিলেন তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য। ইবরাহীম ইবনে তহমান বলেন : খালিদ (র) ইকরিমা থেকে, তিনি নবী (স) থেকে “তাকে তালাক দাও” কথাটিও বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ‘সাবেত ইবনে কায়েসের স্ত্রী রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল : ইয়া রসূলুল্লাহ ! সাবেতের দীনদারি ও চরিত্র সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু আমি তার সঙ্গে ঘরসংসার করতে পারব না। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : তুমি কি তার বাগিচাটা ফেরত দিতে প্রস্তুত আছ? সে বলল, হ্যাঁ।

৪৮৮৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ ابْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خَلْقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمْرَهُ فَفَارَقَهَا .

৪৮৮৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসের স্ত্রী নবী (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল : ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমি সাবেতের দীনদারি বা চরিত্রগত কারণে তার সাথে বসবাস করতে অস্বীকার করি না। কিন্তু আমি কুফরীর (অকৃতজ্ঞ হয়ে যাওয়ার) ভয় করি। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : তুমি কি তার বাগান তাকে ফেরত দিবে? সে বলল, হ্যাঁ। সে তার বাগান তার কাছে হস্তান্তর করল। তিনি সাবেতকে নির্দেশ দিলেন তার স্ত্রীকে পৃথক করে দেয়ার জন্য। ফলে সে তাকে পৃথক (তালাক) করে দিল।

৪৮৮৯. عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ جَمِيلَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

৪৮৮৯. ইকরিমা বর্ণনা করেন, সাবেতের স্ত্রী জামীলা নবী (স)-এর কাছে তার স্বয়ংক্রিয় অভিযোগ করে এবং খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অতপর হাদীসটি বর্ণনা করেন।

১৩-অনুচ্ছেদ : আশ-শিকাক-স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব। প্রয়োজনে কি খোলা অনুমোদন করা যায়? মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

“যদি তোমরা উভয়ের দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করো, তাহলে উভয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে একজন করে সালিস পাঠাও। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি সংশোধন হওয়ার ইচ্ছা রাখে তাহলে আল্লাহ তাদের জন্য সে উপায় বের করে দিবেন। নিশ্চিত আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সবকিছু সম্পর্কে অবহিত”-(সূরা আন নিসা : ৩৫)।

৪৮৯০. عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنْ بَنَى الْمُغْيِرَةَ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ فَلَا أُذِنُ .

৪৮৯০. মিসওয়্যার ইবনে মাখরামা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : বানু মুগীরা তাদের মেয়েকে আলীর সাথে বিয়ে দেয়ার জন্য আমার অনুমতি চায় আমি তা অনুমোদন করব না।

১৪-অনুচ্ছেদ : দাসীর ক্রয়-বিক্রয়ে তালাক হয় না।

৪৮৯১. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سَنٍ إِحْدَى السَّنِ أَنْهَا أُعْتِقَتْ فَخَيْرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْبُرْمَةَ تَقُورٌ بِلَحْمٍ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُتِمَّ مِنْ أُنْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ أُمُّ أَرَبْرَمَةَ فِيهَا لَحْمٌ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ .

৪৮৯১. নবী (স)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বারীরার ব্যাপারে তিনটি হুকুম ছিল। (এক), যখন তাকে আযাদ করে দেয়া হলো, তখন তার স্বামীর ব্যাপারে তাকে এখতিয়ার দেয়া হলো(দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন করা বা না করার)। (দুই), রসূলুল্লাহ (স) বলেন, অভিভাবকত্বের অধিকার যে আযাদ করে তার। (তিন), রসূলুল্লাহ (স) বারীরার বাড়ীতে আগমন করলেন, তখন হাঁড়িতে গোশত সিদ্ধ হচ্ছিল। কিন্তু তাঁকে খেতে দেয়া হলো রুটি ও ঘরের (বাসি) তরকারী। তিনি বলেন, কি ব্যাপার, হাঁড়িতে গোশত ফুটতে দেখলাম যে ? লোকেরা বলল, হাঁ। তবে তা সদাকার গোশত, যা বারীরাকে দান করা হয়েছে। কিন্তু আপনি তো সদাকার গোশত খেতে পারেন না।^৮ তিনি বলেন, তা তার জন্য সদাকা, কিন্তু আমার জন্য উপটোকন।

৮. হাশেম বংশীয় লোকদের জন্য সদাকার দ্রব্য ভোগ-ব্যবহার করা হারাম। নবী (স) এ বংশের লোক ছিলেন। সদাকা গ্রহণকারী যদি তা পুনরায় অন্যকে দান করে—তখন তা আর সদাকা থাকে না, উপটোকন বা হাদিয়া হিসেবে গণ্য হয়। যেমন যাকাত গ্রহীতা যদি প্রাণু যাকাতের অর্থ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে তাহলে ঐ টাকা ঋণদাতার জন্য যাকাতের অর্থ নয়। নবী (স) সে কথাই বলেছেন যে, তার জন্য সদাকার গোশত হলেও আমার জন্য তা সদাকার গোশত গণ্য হবে না।

১৫-অনুচ্ছেদ : গোলামের অধীন দাসীর এখতিয়ার^৯ প্রসঙ্গে ।

৪৮৯২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُهُ عَبْدًا يُعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ .

৪৮৯২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : আমি তাকে অর্থাৎ বারীরার স্বামীকে গোলাম হিসেবে দেখেছি ।

৪৮৯৩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذَلِكَ مُغِيثٌ عَبْدٌ بِنِي فُلَانٍ يُعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَّبِعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَبْكِي عَلَيْهَا .

৪৮৯৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এই মুগীস অর্থাৎ বারীরার স্বামী ছিল অমুক গোত্রের গোলাম । এখনও আমার দৃশ্যপটে ভাসছে—সে মদীনার অলিতে-গলিতে বারীরার অনুসরণ করছে আর তার জন্য কেঁদে ফিরছে ।

৪৮৯৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ عَبْدًا لِبِنِي فُلَانٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَ هَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ .

৪৮৯৪. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : বারীরার স্বামী একজন কাল ক্রীতদাস ছিল । তার নাম মুগীস । সে অমুক গোত্রের ক্রীতদাস ছিল । এখনও আমার চোখে ভাসছে সে মদীনার অলিতে-গলিতে বারীরার পিছে পিছে ছুটেছে ।

১৬-অনুচ্ছেদ : বারীরার স্বামীর ব্যাপারে নবী (স)-এর সুপারিশ ।

৪৮৯৫- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبَّاسِ يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثِ بَرِيرَةَ وَمِنْ بَغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَأَيْتَهُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي قَالَ إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ قَالَتْ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ .

৪৮৯৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । বারীরার স্বামী মুগীস ছিল ক্রীতদাস । এখনও আমার চোখের সামনে সে দৃশ্য ভাসছে : মুগীস কাঁদতে কাঁদতে তার পিছে পিছে ছুটেছে আর তার চোখের পানি তার দাড়ি বেয়ে পড়ছে । (এ দৃশ্য দেখে) নবী (স) আব্বাসকে বলেন, হে আব্বাস ! বারীরার প্রতি মুগীসের ভালোবাসা আর মুগীসের প্রতি বারীরার উপেক্ষা কতই না আশ্চর্যজনক ! নবী (স) তাকে বলেন : তুমি যদি মুগীসের নিকট পুনরায় ফিরে যেতে !^{১০} সে বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ ! এটা কি আমার প্রতি আপনার

৯. স্বামীর সাথে থাকা বা দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন করার ক্ষমতা স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করাকে তাখুয়ীর বা এখতিয়ার (option) বলে । স্ত্রীকে এ অধিকার প্রয়োগ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই । আইনের ভাষায় তিনটি বাক্যের মাধ্যমে এ এখতিয়ার দেয়া যেতে পারে : (১) তোমার ব্যাপার তোমার হাতে, (২) তোমার এখতিয়ার রয়েছে এবং (৩) তুমি ইচ্ছা করলে তুমি তালাক । এ বাক্যসমূহের প্রতিটির আইনগত ফলাফল এক নয় (অধিক ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা আহযাবের ৪২নং টীকা দ্রষ্টব্য) ।

১০. বারীরারও ক্রীতদাসী ছিল । হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে ক্রয় করে আয়াদ করে দেন । ফলে সে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার এখতিয়ার লাভ করে ।

নির্দেশ ? তিনি বলেন, আমি অনুরোধ করছি।^{১১} বারীরা বলল, তাকে আমার প্রয়োজন নেই।

১৭-অনুচ্ছেদ :

৪৮৯৬- عَنْ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَابَى مَوَالِيهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقْهَا فَأَنَامَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَقِيلَ إِنَّ هَذَا مِمَّا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ .

৪৮৯৬. আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বারীরাতে ক্রয় করতে ইচ্ছা করলেন। তার মালিকগণ (তাকে বিক্রয় করতে) এ শর্তে রাজী ছিল যে, অভিভাবকত্বের অধিকার তাদের হাতে থাকবে। তিনি একথা নবী (স)-কে জানান। তিনি বলেন, তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও। কেননা আযাদকারীর জন্যই অভিভাবকত্বের অধিকার সংরক্ষিত। নবী (স)-কে গোশত খেতে দিয়ে বলা হলো, এ গোশত বারীরাতে সদাকা হিসেবে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'এটা তার জন্য সদাকা কিন্তু আমার জন্য উপটোকন'।

৪৮৯৭- عَنْ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَزَادَ فَخَيْرَتِ مِنْ زَوْجِهَا .

৪৮৯৭. শো'বার বর্ণিত হাদীসে—“তার (বারীরা) স্বামীর ব্যাপারে তাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে”—এ কথাটুকুও আছে।

১৮-অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا مَؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ .
“তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে। একজন ঈমানদার ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা অনেক ভাল, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে”—(সূরা আল বাকারা : ২২১)।

৪৮৯৮- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ أَوْ الْيَهُودِيَّةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاقِ شَيْئًا أَكْبَرَ (أَكْثَرَ) مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عَيْسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ .

১১. রসূলুল্লাহ (স)-এর দু'টি সত্তা। একটি তাঁর নববী সত্তা, অপরটি তাঁর ব্যক্তি সত্তা। নবী হিসেবে তিনি যেসব নির্দেশ দিয়েছেন তা অলঙ্ঘনীয়, বাধ্যতামূলক এবং শিরোধার্য। এগুলো মেনে নেয়া বা না নেয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনার কোন স্থান নেই। রসূল (স) যখন বারীরাতে বললেন, মুগীসকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য, তখন সে জিজ্ঞেস করল—এটা তার প্রতি রসূলের নির্দেশ কি না। কেননা নির্দেশ হলে অবশ্যই তাকে তা মেনে নিতে হবে।

সমাজের একজন ব্যক্তি হিসেবে তিনি স্বীয় মানবীয় অভিজ্ঞতা থেকে যেসব পরামর্শ, প্রস্তাব, অভিপ্রায় ও সুপারিশ ব্যক্ত করেছেন; যার সাথে অহীর কোন সম্পর্ক নেই; তা বিবেচনা করে গ্রহণ করা বা না করার অধিকার উম্মতের রয়েছে। তাই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলতেন, “আমি তোমাদেরই মতো মানুষ।” স্বামীকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য বারীরার প্রতি রসূল (স)-এর নির্দেশ ছিল না, ছিল ব্যক্তিগত অনুরোধ, যা বারীরা বিবেচনা করেনি।

৪৮৯৮. নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা)-কে খৃষ্টান অথবা ইহুদী নারীকে বিয়ে করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন : আল্লাহ মুশরিক নারীদের বিয়ে করা মু'মিনদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন। আমি জানি না, এর চেয়ে বড় শিরক আর কি আছে যে, একজন নারী বলে যে, তার প্রভু ঈসা ! অথচ তিনি আল্লাহর বান্দাদের একজন।

১৯-অনুচ্ছেদ : মুশরিক নারী ইসলাম কবুল করলে তাদের বিয়ে করা এবং ইদ্দাত প্রসঙ্গে।

৪৮৯৯. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْرَلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَتُقَاتِلُونَهُ وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ (عَقْدٍ) لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تَخْطُ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهَرُ فَإِذَا طَهَّرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهِيَ حُرٌّ وَأَمَةٌ وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلَ الْعَهْدِ لَمْ يُرْتُوا وَرَدَّتْ أَثْمَانُهُمْ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَتْ قُرْبِيَّةٌ (قَرِيبَةٌ) بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنَمٍ الْفِهْرِيِّ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ .

৪৮৯৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) ও মু'মিনদের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে মুশরিকদের দু'টি দল ছিল। একদল হরবী মুশরিক। এরা নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং নবী (স) এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। দ্বিতীয় দল ছিল চুক্তিবদ্ধ মুশরিক। তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না, তারাও নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত না। হরবী মুশরিকদের কোন নারী মুসলমানদের কাছে হিজরত করে চলে আসলে সে ঋতুবতী হয়ে তা থেকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করা হতো না। সে পবিত্র হয়ে গেলে তার জন্য বিয়ে বসা জায়েয হয়ে যেত। বিয়ে বসার পূর্বেই তার স্বামীও হিজরত করে চলে আসলে তার স্ত্রী তাকেই ফেরত দেয়া হতো। তাদের কোন ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী হিজরত করে চলে আসলে তাদেরকে আযাদ ঘোষণা করে মোহাজিরদের সমান অধিকার দেয়া হতো। অতপর বর্ণনাকারী চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের প্রসঙ্গ মুজাহিদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের কোন ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী হিজরত করে চলে আসলে তাদেরকে ফেরত দেয়া হতো না, তবে তাদের মূল্য পরিশোধ করা হতো। আতা (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন : কুরাইবা (কারীবা) বিনতে আবু উমাইয়া উমার ইবনুল খাত্তাবের বিবাহ বন্ধনে ছিল। তিনি তাকে তালাক দিলে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান তাকে বিয়ে করেন। উম্মুল হাকাম বিনতে আবু সুফিয়ান ইয়াদ ইবনে গানাম আল ফিহরীর অধীনে ছিল। তিনি তাকে তালাক দিলে আবদুল্লাহ ইবনে উসমান আস-সাকাফী তাকে বিয়ে করেন।

২০-অনুচ্ছেদ : যিশী^{১২} ও হরবী^{১৩} লোকের বিবাহাধীন মুশরিক বা খৃষ্টান নারীর ইসলাম গ্রহণ। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কোন খৃষ্টান মহিলা তার স্বামীর এক ঘণ্টা পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করলে সে তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। আতাকে জিজ্ঞেস করা হলো, চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের এক মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার স্বামী তার ইচ্ছাকালের মধ্যে মুসলমান হয়—এ অবস্থায় সে কি তার স্ত্রী থাকবে? তিনি বলেন, না। সে ইচ্ছা করলে পুনরায় মোহর ধার্য করে তার সাথে নতুনভাবে বিয়ে বসতে পারে। মুজাহিদ বলেন, ইচ্ছাকালের মধ্যে স্বামী মুসলমান হলে সে তাকে বিয়ে করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন : لَا هُنَّ حَلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ “না তারা কাফেরদের জন্য হালাল, না কাফের পুরুষরা তাদের জন্য হালাল”—(সূরা মুমতাহানা : ১০)।

হাসান ও কাতাদা (র) মজুসী (অগ্নি উপাসক) সম্পর্কে বলেছেন, তারা উভয়ে মুসলমান হলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক থাকবে। যদি একজন আগে মুসলমান হয় এবং অপরজন মুসলমান হতে অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রী বায়েন তালাক হয়ে যাবে। তার ওপর স্বামীর আর কোন অধিকার থাকবে না। ইবনে জুরাইজ আতাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন মুশরিক মহিলা যদি মুসলমানদের কাছে চলে আসে তবে তার স্বামীকে কি কোন বিনিময় দিতে হবে? কেননা আল্লাহ বলেন : ওয়াআতুহুম মা আনফাকু” (কাফের স্বামীরা তাদেরকে যে মোহরানা দিয়েছিল, তা তাদেরকে ফেরত দাও”—(সূরা মুমতাহানা : ১০)। তিনি বলেন, না। নবী (স)-এর সাথে যাদের চুক্তি ছিল, কেবল তাদের ক্ষেত্রে আয়াতের নির্দেশ প্রযোজ্য। মুজাহিদ বলেন, নবী (স)-এর সাথে কুরাইশদের যে সন্ধি হয়েছিল, তাতেই এসব কথা ছিল।

১৯০০. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ كُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ الْآيَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أقرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أقرَّ بِالْمِحْنَةِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أقرَّرْنَا بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُنَّ لَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلامِ وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُنَّ كَلَامًا.

৪৯০০. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ঈমানদার মহিলারা যখন নবী (স)-এর কাছে হিজরত করে আসত তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তাদেরকে যাচাই করতেন। আল্লাহ বলেন : “হে ঈমানদারগণ ! যখন তোমাদের কাছে

১২. ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক, যাদের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বভার মুসলমানগণ গ্রহণ করেছে।

১৩. শত্রু রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক।

কিতাবুত তালাক

ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আসবে, তখন তাদের যাচাই করে নাও।” আয়েশা (রা) বলেন, মু'মিন মহিলাদের মধ্যে যে-ই এ শর্ত মেনে নিত, তাকে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মনে করা হতো। যখন তারা এটা স্বীকার করে নিত, তখন রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বলতেন : তোমরা যেতে পার, আমি তোমাদেরকে বাই'আত^{১৪} করে নিয়েছি। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ ! রসূলুল্লাহ (স)-এর হাত কখনও নারীদের হাত স্পর্শ করেনি। তিনি তাদেরকে শুধুমাত্র কথাবার্তার মাধ্যমে বাই'আত করেছেন। আল্লাহর শপথ ! রসূলুল্লাহ (স) বাই'আত করার সময় কখনও তাদের হাত স্পর্শ করেননি। আল্লাহ তাঁকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবেই বাই'আত নিয়েছেন। তিনি মহিলাদের কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করলে বলতেন, আমি কথার দ্বারা তোমাদের কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করি।

২১-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

لِّلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ إِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ -
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

“যারা নিজ স্ত্রীদের সাথে ঈলা^{১৫} (সম্পর্ক না রাখার প্রতিজ্ঞা) করে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। যদি তারা এ থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। আর যদি তারা তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত করে থাকে, তবে আল্লাহ সবকিছু শুনে সবকিছু জানেন”-(সূরা আল বাকারা : ২২৬-২২৭)।

১৪. বাই'আত আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো, বিক্রয় বা বিক্রয় করা। ঈমান নিছক একটি ধর্মতাত্ত্বিক আকীদা-বিশ্বাসেরই নাম নয়, বরং আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি। এ চুক্তি অনুযায়ী বান্দা তার মন-প্রাণ, ইচ্ছা, ক্ষমতা-এখতিয়ার, দৈহিক শক্তি, ধন-মাল, উপায়-উপাদান এবং নিজের দখলের যাবতীয় জিনিস বাই'আতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বিক্রয় করে। আর আল্লাহ এর বিনিময়ে বান্দাকে জান্নাত দেয়ার ওয়াদা করেন। আল্লাহ বান্দাকে যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, তা দিয়ে আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিজ্ঞা নেয়াই বাই'আত। আর জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায়। নবী (স) বিভিন্ন সময় সাহাবীদের কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করেছেন। আনসাররা বলতেন : “আমরা ঋণের দিন নবীর নিকট আমৃত্যু জিহাদের বাই'আত নিয়েছি।” সামাজিক অনাচার, বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি সৃষ্টি না করার জন্যও মহানবী (স) সাহাবাদের কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করতেন”-(সূরা মুমতাহানা : ১২ আয়াত দ্র.)। খোলাফায় রাশেদীন ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের আনুগত্য করার বাই'আত নিয়েছেন। বর্তমানে ইসলাম বাতিল শক্তির অধীন। কোথাও এর কর্তৃত্ব নেই। অথচ এ দীনকে সমস্ত বাতিল দীনের ওপর বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে প্রেরণ করেছেন। ইসলামকে পুনরায় একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব ব্যক্তি ও সংগঠন ইসলামী আন্দোলন করে যাচ্ছে ; সেসব ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছে কুরআন ও হাদীসের মর্ম অনুযায়ী আমাদের বাই'আত গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। কেননা রসূল (স)-এর বাণী অনুযায়ী “যে ব্যক্তি বাই'আত গ্রহণ না করে মারা গেল, সে যেন জাহেশিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।”

১৫. ঈলা শব্দের অর্থ শপথ করা। স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, আল্লাহর শপথ ! আমি চার মাসের মধ্যে তোমার কাছে যাব না (সহবাস করব না)-এরূপ প্রতিজ্ঞা করাকে ঈলা বলে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সবসময় সুস্থ ও সঠিক সম্পর্ক বজায় না-ও থাকতে পারে। মাঝেমাঝে বিপর্যয়ের কারণ ঘট আত্মত্যাগিক নয়। তখন আইনত স্বামী-স্ত্রী থেকেও কার্যত পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে, যাতে মনে হয় এরা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী নয়। এ ধরনের বিপর্যয় রোধ করার জন্য আল্লাহ মাত্র চার মাস সময় নির্দিষ্ট করেছেন এবং বলেছেন : হয় এ সময়ের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক ঠিক করে নাও অথবা সম্পর্ক ছিন্ন কর।

আয়াতে প্রতিজ্ঞা বা শপথ করার কথা উল্লেখ থাকতে হানাফী ও শাফিঈ মাযহাবের ফকীহগণ মনে করেন, স্বামী যেখানে স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক না রাখার প্রতিজ্ঞা করবে, কেবল তখনই এবং সেখানেই এ আয়াতের প্রয়োগ হবে। আর প্রতিজ্ঞা না করে যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ত্যাগ করা হয় ; এ অবস্থায় যত কালই অতিবাহিত হোক না

৬৯০১. عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ أَنْفَكَتْ رِجْلَهُ فَأَقَامَ فِي مُشْرَبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْتَ شَهْرًا قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ .

৪৯০১. হুমাইদ আত-ভাবীল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছেন : রসূলুল্লাহ (স) নিজ স্ত্রীদের কাছে না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন। এ সময় তাঁর পা মচকে গিয়েছিল। তিনি তাঁর চিলেকোঠায় উনত্রিশ (দিন) অবস্থান করেন, তারপর সেখান থেকে নেমে আসেন। লোকেরা বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি তো এক মাসের জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন। তিনি বলেন, উনত্রিশ দিনেও মাস হয়।

৬৯০২. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيْلَاءِ الَّذِي سَمَى اللَّهُ تَعَالَى لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمَسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمُ الطَّلَاقَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفَ حَتَّى يَطْلُقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يَطْلُقَ وَيَذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَأَثْنَى عَشَرَ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

৪৯০২. নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) 'ঈলা' সম্পর্কে বলতেন : যার উল্লেখ আলাহ করেছেন, এর সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে প্রসংগটি (অমীমাংসিত অবস্থায় ফেলে রাখা) হালাল নয়। আলাহর নির্দেশ অনুযায়ী হয় স্ত্রীকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবে অথবা তালাকের ব্যবস্থা করবে। ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, চার মাস অতীত হয়ে গেলে তালাক দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। স্বামী যতক্ষণ তালাক না দিবে, ততক্ষণ আপনা আপনি তালাক হবে না। উসমান, আলী, আবু দারদা, আয়েশা এবং নবী (স)-এর আরো বারজন সাহাবী থেকে এ মত বর্ণিত হয়েছে।

২২-অনুচ্ছেদ : নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীও ধন-সম্পদের বিধান। ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেন : কোন ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিখোঁজ হলে তার স্ত্রী তার জন্য এক বছর

কেন সেখানে এ আয়াত প্রযোজ্য হবে না। মালিকী মাযহাবের ফকীহগণের মতে প্রতিজ্ঞা করা হোক বা না হোক উভয় অবস্থায়ই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক না রাখার ব্যাপারে এ চার মাস সময়ই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য নির্দিষ্ট।

হযরত উসমান, ইবনে মাস'উদ, যারয়েদ ইবনে সাবেত (রা) প্রমুখ সাহাবীদের মতে প্রতিজ্ঞা ভংগ করা ও পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ চার মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ সময়সীমা শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্বতঃই তালাক কার্যকরী হবে এবং এক তালাকে বায়েন হবে। ইদ্রাক চলাকালের মধ্যে স্বামী তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারবে না। অবশ্য তারা উভয়ে যদি পুনর্মিলনের জন্য প্রস্তুত হয়; তবে পুনরায় দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। হানাফী মতের ফকীহগণ এ মত গ্রহণ করেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, মাকহূল, যুহরী প্রমুখ মনীষীগণ বলেন, চার মাস শেষ হওয়ার পর আপনাআপনিই তালাক হয়ে যাবে; কিন্তু এক তালাকে রিজয়ী হবে। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা), আবু দারদা (রা)ও মদীনার অধিকাংশ ফকীহর মতে চার মাস অতিক্রান্ত হলে ব্যাপারটি আদালতে উপস্থাপন করতে হবে। বিচারক স্ত্রীকে হয় গ্রহণ করতে না হয় সম্পূর্ণ তালাক দিতে স্বামীকে নির্দেশ দিবে। ইমাম মালেক ও শাফিঈ এ মত গ্রহণ করেছেন।

কিতাবুত তালাক

অপেক্ষা করবে।^{১৬} ইবনে মাসউদ (রা) একটি দাসী ক্রয় করে তার মালিককে বছরখানেক ধরে খুঁজলেন, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না, তার ঠিকানাও জানা গেল না। এরপর থেকে তিনি এক বা দুই দিরহাম করে দান করতেন আর বলতেন, হে আল্লাহ! আমি অমুকের পক্ষ থেকে দিচ্ছি। যদি মালিক এসে যায় তাহলে মূল্য পরিশোধ করা আমার কর্তব্য এবং সওয়াব আমার। তিনি বলেন, হারানো প্রাপ্তির ব্যাপারেও তোমরা এ নীতি অবলম্বন করবে। ইবনে আক্বাসেরও এ মত। যুহরী বলেন, যে কয়েদীর ঠিকানা ও অবস্থান জানা আছে, তার স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবে না এবং তার সম্পত্তিও ওয়ারীসদের মধ্যে বণ্টিত হবে না। তার কোন খোঁজ পাওয়া না গেলে তার ক্ষেত্রে নিখোঁজ ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য নীতি অনুসৃত হবে।

৬৯০৩- عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبِعِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّبِّ وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَغَضِبَ وَأَحْمَرَتْ وَجَنَّتَاهُ فَقَالَ مَالِكَ وَلَهَا مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ أَعْرِفْ وَكَأْنِهَا وَعِفَاصُهَا وَعَرَفَهَا سَنَةً فَإِن جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلَّا فَاخْلَطْهَا بِمَالِكَ قَالَ سَفْيَانُ فَلَقِيْتُ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَفْيَانُ وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبِعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ نَعَمْ .

৪৯০৩. মুমবায়েস-এর গোলাম ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর কাছে হারানো বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : ওটাকে ধরে নাও, হয় ওটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ের। তাঁকে পুনরায় হারানো উটের ছকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁর গণ্ডদেশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। অতপর তিনি

১৬. নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে কুরআন মজীদে সুস্পষ্ট কোন বিধান নেই। 'দারু কুডনী' নামক হাদীস গ্রন্থে এ পর্যায়ে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নবী (স) বলেন, 'নিখোঁজ ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যাবে, ততক্ষণ তার স্ত্রী তারই থাকবে।' হাদীস বিশারদদের মতে হাদীসটি দুর্বল, প্রমাণের উপযোগী নয়।

হযরত উমার, উসমান, ইবনে উমার ও ইবনে আক্বাস (রা)-এর মতে, নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্য চার বছর অপেক্ষা করতে হবে। এ সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। ইমাম মালেক এ মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমদের ঝাঁকও এদিকে। হযরত আলী ও ইবনে মাসউদের মতে নিখোঁজ ব্যক্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত বা তার মৃত্যুর সঠিক তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী ধৈর্যধারণ করে অপেক্ষা করবে। ইমাম আবু হানীফা ও শাফিঈ এ মত গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন কারণে হানাফী মাযহাবের অনুসারী আলেমগণ নিখোঁজ ব্যক্তির মাসয়ালায় মালিকী মাযহাবের বিধান অনুযায়ী ফতোয়া দেয়াকে পসন্দ করেছেন।

হযরত উমারের ফয়সালা অনুযায়ী প্রতীক্ষার সময়সীমা শেষ হওয়ার পর স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার পূর্বেই যদি নিখোঁজ স্বামী চলে আসে, তাহলে স্ত্রী প্রথম স্বামীই পাবে। যদি স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার পর নিখোঁজ স্বামী ফিরে আসে—ঐ অবস্থায় স্ত্রীর উপর প্রথম স্বামীর কোন অধিকার থাকবে না। মালিকী মাযহাবের লোকেরা এই মত গ্রহণ করেছে। হযরত আলীর রায় হচ্ছে, প্রথম স্বামীই স্ত্রী পেয়ে যাবে, দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে সন্তান হয়ে থাকলেও। হানাফী আলেমগণ এই মত গ্রহণ করেছেন। পরিবেশ, পরিস্থিতি, প্রয়োজন ও বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে মালিকী মাযহাবের সিদ্ধান্তই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

বলেন : এর সাথে তোমার কি সম্পর্ক ! উটের সাথে তো তার খাদ্য ও পানি মজুদ আছে । সে ঘাস-পানি খেতে থাকবে, ইতিমধ্যে তার মালিক এসে যাবে । ‘লুকতা’^{১৭} (হারানো প্রাপ্তি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, প্রাপ্ত জিসিনের খণ্ডি ও মাথার বন্ধনটা দেখে নাও এবং এক বছর পর্যন্ত বিস্তৃতি (ঘোষণা) দিতে থাক । যদি কেউ এসে সনাক্ত করে ভাল, অন্যথায় নিজের মালের সাথে যোগ করে নাও । সুফিয়ান বলেন, আমি রবীআ ইবনে আবু আবদুর রহমানের সাথে সাক্ষাত করে এটুকুই জানতে পেরেছি । আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হারান জিনিস সম্পর্কে মুম্বায়েস-এর গোলাম ইয়াযীদের হাদীসটি কি য়ায়েদ ইবনে খালিদ থেকে বর্ণিত ? তিনি বলেন, হ্যাঁ ।

২৩-অনুচ্ছেদ : যিহার^{১৮} এবং আল্লাহ তাআলার বাণী :

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ
سِتْنَيْنِ مِسْكِينًا.

“আল্লাহ শুনেছেন সেই মহিলার কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বির্তকে লিপ্ত হয়েছে আর যে লোক এটা করতেও অক্ষম, সে যেন ষাটজন মিসকীনকে খাবার দেয়”—(সূরা মুজাদালা : ১-৪) । ইমাম মালেক (র) ইবনে শিহাবের কাছে গোলামের যিহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আযাদ ব্যক্তির (যিহারের) হুকুমের অনুরূপ । ইমাম মালেক বলেন, গোলামও দুই মাস রোযা রাখবে । হাসান ইবনুল ছর বলেন, আযাদ ব্যক্তি ও গোলামের যিহার পর্যায়ক্রমে আযাদ মহিলা ও দাসীর সাথে—একই হুকুম । ইকরিমা (র) বলেন, বাঁদীর সাথে যিহার করার কোন মূল্য নেই । কেননা যিহার স্বাধীন স্ত্রীর সাথেই হতে পারে ।

১৭. ‘লুকতা’ বলা হয় হারানো অবস্থায় পড়ে থাকা জিনিসকে, যা পাওয়া গেছে বা তুলে নেয়া হয়েছে । আর এভাবে প্রাপ্ত মানবসন্তানকে বলে ‘লাকীত’ । হারানো পশুকে ‘দাওয়াহ’ বলে । প্রাপ্ত জিনিস যদি নগণ্য বা মূল্যহীন এবং পচনশীল হয়, তাহলে গরীবকে দিয়ে দেয়াই ভাল । নিজের ব্যবহারেও লাগানো যায় । কিন্তু তা যদি মূল্যবান হয়, তাহলে সম্ভাব্য পন্থায় মালিকের খোঁজ করবে । এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও মালিক না পাওয়া গেলে তা গরীবকে দিয়ে দেয়া বা কোন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা সর্বোত্তম ।

১৮. স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নিজের কোন মাহরাম (যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম) মহিলার শরীরের বিশেষ কোন অংগের সাথে তুলনা করাকে ‘যিহার’ বলে । এ কুপ্রথা তদানীন্তন আরব সমাজে প্রচলিত ছিল । ঝগড়া বা অন্য কোন কারণে স্বামী তুচ্ছ হয়ে স্ত্রীকে বলত, *انت على كظهر امي* “তুমি আমার জন্য এমন, যেমন আমার মায়ের পিঠি ।” এ কথার তাৎপর্য হলো, তোমার সাথে সহবাস করা আমার মায়ের মতই হারাম । একালেও অনেক অজ্ঞ-মূর্খ লোক না জেনেতনে এ জাতীয় বাজে উক্তি করে । সে বলে, তুমি আমার মায়ের মতো, বোনের মতো বা কন্যার মতো । এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে নিজের স্ত্রীকে এখন আর স্ত্রী মনে করে না ; বরং তাকে সেই নারীদের মধ্যে গণ্য করে, যারা তার জন্য মাহরাম । এ ধরনের কথা বলাকে ফিক্‌হের পরিভাষায় ‘যিহার’ বলে ।

ইসলামী আইনে যিহার একটি দণ্ডনীয় অপরাধ । কিন্তু এতে সরাসরি বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় না । স্বামীর জন্য সাময়িকভাবে স্ত্রী হারাম হয় । দন্ডভোগের পর স্ত্রী তার জন্য পুনরায় হালাল হয়ে যায় ।

হানাফী মাযহাব মতে : যে কোন মাহরাম মহিলার সাথে তুলনা করলে যিহার হয় । অবশ্য যারা সাময়িকভাবে হারাম (যেমন স্ত্রীর বোন) তাদের সাথে তুলনা করলে যিহার হয় না । শাফিঈ মাযহাবের ইমামদের মতে : কেবল চিরন্তন হারাম মহিলাদের সাথে তুলনা করলে যিহার হয় । সাময়িকভাবে হারাম বা অন্য কোন কারণে হারাম হয়েছে (যেমন শাওড়ী, দুধ মা) এরূপ মহিলাদের সাথে তুলনা করলে হারাম হয় না । মালিকী মাযহাবের ইমামদের মতে : পুরুষের জন্য সাময়িক বা স্থায়ীভাবে যে নারী হারাম, তার সাথে নিজ স্ত্রীকে সদৃশ বলা যিহার । হাযলীদেরও এই মত । যিহারের কাফফারা সম্পর্কে সূরা মুমতাহানার ৩ ও ৪নং আয়াত দ্র. ।

২৪-অনুচ্ছেদ : ইশারায় তালাক ও অন্যান্য কাজ। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন : আল্লাহ চোখের পানির জন্য শাস্তি দিবেন না ; শাস্তি দিবেন এটার জন্য। একথা বলে তিনি তাঁর জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন। কা'ব ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) আমার প্রতি ইশারা করে বলেন, অর্ধেক লও। আসমা (রা) বলেন, নবী (স) সূর্যগ্রহণের (কুসূফ) নামায পড়লেন। আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, যখন তিনি নামাযরত ছিলেন, কি ব্যাপার লোকেরা নামায পড়ছে ? আয়েশা (রা) মাথা দ্বারা সূর্যের দিকে ইশারা করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কোনো আলামত ? তিনি মাথা নেড়ে ইশারায় হ্যাঁ বলেন। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) হাত দিয়ে ইশারা করে আবু বাকরকে সামনে যেতে বলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) হাতের ইশারায় বলেন, কোন দোষ নেই। আবু কাতাদা (রা) বলেন, নবী (স) মুহরিম (এহরামধারী) ব্যক্তির (যে অবস্থায় বা সময়ে শিকার করা নিষেধ) শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ কি শিকারকে ধাওয়া করতে হুকুম করেছে বা ইশারা করেছে ? সবাই বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে খাও।

৬৯০৬- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَعِيرِهِ وَكَانَ كَلِمًا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ وَقَالَتْ زَيْنَبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فُتِحَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ وَعَقَدَ تِسْعِينَ .

৪৯০৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (স) তাঁর উটের পিঠে চড়ে তাওয়াজ্ফ করেন। যখনই তিনি 'রুকনের' কাছে আসতেন, তখনই তার দিকে ইশারা করতেন এবং 'আল্লাহ আকবার' বলতেন। যয়নব (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন : ইয়াজুয-মাজুজের দরযা এভাবে খুলে গেছে—তিনি তার আঙ্গুলকে নব্বই-এর মতো করে দেখালেন।

৬৯০৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُؤَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ وَوَضَعَ أَمْلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوَسْطَى وَالْخِنْصِرِ قُلْنَا يَرْهَدُهَا .

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَأْسَهَا فَاتَى بِهَا أَهْلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصِمَّتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَكَ فُلَانٌ لَغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا قَالَ فُلَانٌ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرَ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لَأَقْتَالَ فُلَانٌ لِقَاتِلِهِ فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ .

৪৯০৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসেম (স) বলেছেন : জুমুআর দিন একটা (বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ) সময় আছে। কোন মুসলমান ঐ সময় দাঁড়িয়ে নামায পড়লে বা আল্লাহর কাছে ভালো কিছু চাইলে তিনি তা দান করেন। একথা বলার সময় তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেন এবং নিজের আঙ্গুলগুলো মধ্যমা ও কনিষ্ঠ আঙ্গুলের ওপর রাখেন।

আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক ইহুদী নবী (স)-এর যুগে এক বালিকার ওপর নির্যাতন করে তার অলঙ্কারপত্র ছিনিয়ে নেয় এবং তার মাথা মারাত্মকভাবে জখম করে। তার পরিবারের লোকেরা তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে নিয়ে আসে। তখন সে নিখর ছিল। রসূলুল্লাহ (স) বালিকাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে অমুক ব্যক্তি কি করেছে? তিনি নির্যাতনকারীর নাম না বলে অন্যের নাম বলেন। মেয়েটি মাথার ইশরায় বলল, না। তিনি অন্য এক ব্যক্তির নাম বলেন। সে ইশরায় বলল, না। এবার তিনি প্রহারকারী ব্যক্তির নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করলে মেয়েটি ইশরায় বলল, হাঁ, এ ব্যক্তি। ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স) রায় দিলেন এবং তার মাথা দুই পাথরের মাঝখানে রেখে পিষ্ট করা হলো।

৪৯০৬. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْفِتْنَةُ مِنْ هُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ .

৪৯০৬. ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : বিপর্যয় এদিক থেকে আসবে এবং তিনি পূর্বদিকে ইশারা করলেন।

৪৯০৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ أَنْزِلْ فَاجِدْ لِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَنْزِلْ فَاجِدْ لِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا ثُمَّ قَالَ أَنْزِلْ فَاجِدْ فَانزَلَ فَجَدَّحَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ .

৪৯০৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। সূর্য ডুবে গেলে তিনি এক ব্যক্তিকে হুকুম দিলেন, নামো এবং আমার জন্য ছাত্তু গোল। সে বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ! যদি সন্ধ্যা হতে দিতেন। তিনি আবার বলেন, অবতরণ করো এবং আমার জন্য ছাত্তু গোলে নিয়ে আস। ঐ ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! যদি একটু অপেক্ষা করতেন, এখনও দিন বাকি আছে। পুনরায় তিনি বলেন, নেমে গিয়ে আমার জন্য ছাত্তু প্রস্তুত করো। তৃতীয়বার হুকুম দেয়ার পর সে নামল এবং ছাত্তু গোললো। তিনি তা পান করলেন, অতপর পূর্বদিকে হাতের ইশারা করে বলেন, যখন তোমরা এদিক থেকে রাত আসতে দেখবে তখন রোযাদার ইফতার করবে।

৪৯০৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ أَوْ قَالَ أَذَانُهُ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّمَا يُنَادِي أَوْ قَالَ يُؤَدِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيَسَّ

أَنْ يَقُولَ كَأَنَّهُ يَعْنِي الصَّبِيحَ أَوْ الْفَجْرَ وَأَظْهَرَ يَزِيدُ يَدِيهِ ثُمَّ مَدَّ أَحْدَاهُمَا مِنْ
 الْأُخْرَى وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ
 الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِّنْ لَّدُنْ تُدْيِيهِمَا إِلَى
 تَرَاقِيهِمَا فَمَا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلَّا مَادَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُجَنَّ بَنَانُهُ
 وَتَعْفُو أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلَّا لَزِمَتْ (لَزِقَتْ) كُلُّ حَلَقَةٍ مَوْضِعَهَا
 فَهُوَ يُوسِعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلَقِهِ .

৪৯০৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন :
 বিলালের ডাক বা আযান তোমাদের কাউকে যেন (সাহরী খাওয়া থেকে) বিরত না রাখে ।
 কেননা সে এজন্য আযান দেয় বা ডাক দেয়, যেন তোমাদের রাত জাগরণকারীরা অবসর
 নেয় (এবং একটু আরাম করে নেয়) । তার আযানের উদ্দেশ্য এ নয় যে, ভোর অথবা
 ফজর হয়ে গেছে । ইয়াযীদ নিজের হাত দু'টো একত্র করার পর তা পরস্পর পৃথক করে
 বললেন, সুবহে সাদেক এভাবে উদ্ভাসিত হয় । আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয বর্ণনা করেন,
 আমি আবু হুরাইরার কাছে শুনেছি । রসূলুল্লাহ (স) বলেন : আল্লাহর পথে খরচকারী ও
 কৃপণ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন দুই ব্যক্তি যারা লৌহ নির্মিত পোশাক পরেছে, যা তাদের
 বক্ষস্থল থেকে গলার হাড় পর্যন্ত ঝুলে আছে (খুবই ছোট ও অপ্রশস্ত) । খরচকারী ব্যক্তি
 যখনই ব্যয় করে তখনই তার পোশাকটা ঢিলা ও প্রশস্ত হয়ে যায় এবং আঙ্গুল পর্যন্ত ঢেকে
 যায় (পোশাকটা আরামপ্রদ হয়) । কিন্তু কৃপণ যখনই খরচ করার ইচ্ছা করে, তখন তার
 পোশাকের প্রতিটি অংশ সংকুচিত হয়ে যায় । সে তা প্রশস্ত করার চেষ্টা করে, কিন্তু হয়
 না । এই বলে তিনি নিজের আঙ্গুল দ্বারা কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করলেন ।

২৫-অনুচ্ছেদ : লিআন (অভিশাপযুক্ত শপথ) ১৯ এবং মহান আল্লাহর বাণী :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ .

১৯. আয়াতগুলোতে অভিযোগ নিষ্পত্তির যে পদ্ধতি পেশ করা হয়েছে, ইসলামী আইনের পরিভাষায় তাকে বলা হয়
 'লিআন' । স্বামী যদি স্ত্রীর উপর যেনার অভিযোগ আনে অথবা সন্তানকে এই বলে অস্বীকার করে যে, এ সন্তান
 তার ঔরসজাত নয় এবং কোন চাক্ষুষ সাক্ষ্য-প্রমাণও নেই, অপরদিকে স্ত্রীও যদি এ অভিযোগ অস্বীকার করে ; এ
 অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে অথবা যে কোন একজনকে নিজ নিজ দাবির সমর্থনে বিচারকের সামনে বিশেষ
 পদ্ধতিতে শপথ করতে হয় । এ শপথকে ফিক্‌হের পরিভাষায় লিআন বা অভিশাপযুক্ত শপথ বলে ।

লিআন করার পর বৈবাহিক সম্পর্কের পরিণতি কি হবে ? ইমাম শাফিযীর মতে : স্বামী যে মুহূর্তে লিআন করা
 শেষ করবে ঠিক তখনই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, স্ত্রী লিআন করুক আর না-ই করুক । ইমাম মালেকের মতে
 : স্বামী-স্ত্রী উভয়ের লিআন করা শেষ হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে । ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের
 মতে : লিআন দ্বারা স্বয়ং বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না, স্বয়ং আদালত কর্তৃক বিচ্ছেদ করলেই তবে বিচ্ছেদ হয় । স্বামী
 নিজে তালাক দিলেই উত্তম । অন্যথায় বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘোষণা করবেন ।

ইমাম মালেক, আবু ইউসুফ, শাফিযী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে : যে স্বামী-স্ত্রী লিআনের কারণে বিচ্ছিন্ন
 হয়েছে, তারা চিরদিনের জন্য পরস্পরের প্রতি হারাম । পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলেও তারা কোন
 অবস্থায়ই হতে পারবে না । ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদের মতে : স্বামী যদি নিজের অভিযোগকে মিথ্যা বলে
 স্বীকার করে নেয় এবং মিথ্যা অপবাদের শাস্তিভোগ করে তাহলে পুনরায় তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে ।
 অন্যথায় পুনর্বীর দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম ।

“যারা নিজেদের স্ত্রীদের ওপর অপবাদ আরোপ করে, কিন্তু তাদের কাছে তারা ছাড়া অপর কোন সাক্ষী নেই যদি সে সত্যবাদী হয়”-(সূরা আন নূর : ৬-৯)। যদি বোবা ব্যক্তি লিখিত আকারে অথবা ইশারায় অথবা পরিচিত ইঙ্গিতের মাধ্যমে নিজ স্ত্রীর প্রতি অপবাদ দেয়, তাহলে তার হুকুম বাকশক্তিসম্পন্ন মানুষের মতোই। কেননা নবী (স) দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার ও কাজকর্মে ইশারাকে জায়েয রেখেছেন। কোন কোন আহলে হিজায় এবং বিশেষজ্ঞ আলেমেরও এ মত। কেননা আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন : فَاشَارَتْ اِلَيْهِ قَاوًا كَيْفَ نَكَلِمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًا

“তিনি সন্তানের দিকে ইশারা করলেন। তারা বলল, দোলনার শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথা বলবো”-(সূরা মরিয়ম : ২৯)।

দাহ্বাহকের মতে ‘রাম্ব’ অর্থ ইশারা। কোন কোন মনীষীর মতে ইশারা-ইংগিতের ভিত্তিতে হুকুম বা লিআন কার্যকর হবে না তবে লিখিতভাবে বা ইংগিতে তালাক দিলে তা কার্যকর হবে। তালাক ও কাযাফের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এই মনীষী যদি বলেন, সুম্পষ্ট বক্তব্য দ্বারাই কাযাফ হবে, তবে তাকে বলা হবে তালাকও সুম্পষ্ট বাক্যে হতে হবে, অন্যথায় তা বাতিল। শাবী ও কাতাদা বলেন, যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক এবং সাথে সাথে আঙ্গুল দিয়েও ইশারা করে, তাহলে বায়েন তালাক হয়ে যাবে। ইবরাহীম বলেন, বোবা স্বহস্তে তালাকপত্র লিখলে তালাক হবে। হাম্মাদ বলেন, বোবা ও বধির মাথার ইশারায় বললেও জায়েয হবে।

٤٩٠٩- عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ نَوْرِ الْأَنْصَارِ قَالُوا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَنُو النَّجَارِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْدَجِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةَ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبِضَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ وَفِي كُلِّ نَوْرِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ .

৪৯০৯. ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী (স) বলেন : আনসারদের ঘরের মধ্যে সর্বোত্তম ঘরটির কথা আমি তোমাদেরকে অবহিত করব কি ? লোকেরা বলল : হাঁ, ইয়া রসূলুল্লাহ! তিনি বলেন, বনী নাজ্জারের ঘর। অতপর ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের নিকটবর্তী অর্থাৎ বনী আবদিল আশহাল। অতপর তাদের নিকটবর্তী যারা অর্থাৎ বনী হারিস ইবনে খায়রাজ। তারপর ঐ সমস্ত লোক, যারা তাদের নিকটবর্তী অর্থাৎ বনী সায়েদাহ। অতপর তিনি তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করলেন এবং পরে হাতের আঙ্গুলগুলোকে গুটিয়ে নিলেন, আবার তীর নিক্ষেপ করার ন্যায় আঙ্গুলগুলোকে ছড়িয়ে দিলেন, অতপর বললেন : আনসারদের সব ঘরেই কল্যাণ নিহিত আছে।

৪৯১০. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى .

৪৯১০. রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী সাহল ইবনে সাদ সায়েদী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেন : আমি ও কিয়ামত এভাবে প্রেরিত হয়েছি, যখন আমার ও কিয়ামতের দিনের মাঝখানে এতটুকু দূরত্ব বাকি আছে। তিনি (একথা বলে) তাঁর মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল মিলিত করে ইশরায় এটা বুঝালেন।

৪৯১১. عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَذَا يَعْنِي ثَلَاثِينَ ثُمَّ قَالَ وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَذَا يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةً ثَلَاثِينَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ .

৪৯১১. ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) বলেন : মাস এত এত এবং এত দিনে হয় অর্থাৎ উনত্রিশ দিনে। তিনি একবার ত্রিশ দিন এবং দ্বিতীয়বার উনত্রিশ দিন বললেন।

৪৯১২. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ الْإِيمَانُ هُنَا مَرَّتَيْنِ أَلَا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغَلْظَ الْقُلُوبِ فِي الْفِدَائِدِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةَ وَمَضَرَ .

৪৯১২. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) তাঁর হাত দ্বারা ইয়ামনের দিকে ইশারা করে দু'বার বলেন, ঈমান ওখানে। অন্তরের কঠোরতা ও নির্দয়তা তাদের মধ্যে, যারা প্রচুর উটের মালিক। যেদিক থেকে শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখান দিয়ে সূর্য ওঠে সেদিকে তাদের আবাস অর্থাৎ রবীআ ও মুদার গোত্রদ্বয়।

৪৯১৩. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَقَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .

৪৯১৩. সাহল (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আমি এবং ইয়াতীমদের যিন্মাদার জান্নাতে একরূপ হব। শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলি দ্বারা তিনি ইশারা করলেন এবং উভয় আঙ্গুলের মাঝখানে সামান্য ফাঁক করলেন।

২৬-অনুব্ধেদ : ইংগিতে সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার।

৪৯১৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَوَيْدِي لِي غُلَامٌ أَسْوَدٌ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاتَى ذَلِكَ قَالَ لَعَلْ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ

৪৯১৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমার একটা কালো সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে (কিছু সংখ্যক) উট তো অবশ্যই আছে ? সে বলল, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলোর বর্ণ কি রকম ? সে বলল, লাল। তিনি (পুনরায়) জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলোর মধ্যে কিছু ছাই বর্ণেরও তো হবে ? সে বলল, হাঁ। নবী (স) বলেন, এ বর্ণ কোথা থেকে আসল ? লোকটি বলল, সম্ভবত পূর্ববংশের কোন প্রভাবের কারণে। তিনি বলেন, তোমার এ বাচ্চার বর্ণেও পূর্ব বংশের কারো বর্ণের প্রভাব পড়ে থাকবে। ২০

২৭-অনুচ্ছেদ : লিআনকারীকে শপথ করানো।

৬১০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

৪৯১৫. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করে। ২১ নবী (স) উভয়কে শপথ করান, অতপর উভয়ের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন।

২৮-অনুচ্ছেদ : স্বামী প্রথমে লিআন করবে।

৬১৬- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتِ فَشَهِدَتْ .

৪৯১৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা) নিজ স্ত্রীর ওপর যেনার অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং নবী (স)-এর কাছে এসে সাক্ষ্য দিলেন। নবী (স) বলতে লাগলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। অতএব কে তওবা করতে প্রস্তুত আছ ? অতপর মহিলা উঠে দাঁড়ায় এবং নিজের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

২৯-অনুচ্ছেদ : লিআন এবং যে ব্যক্তি লিআন করার পর তালাক দেয়।

৬১৭- عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمَرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ أَوْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلِّ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ

২০. নিশ্চিত না হয়ে সন্দেহজনক কোন কারণে সন্তান অস্বীকার করা যায় না। এটা সন্তানের মায়ের প্রতি গুরুতর দোষারোপ।

২১. 'কাযাফ' শব্দের অর্থ অপবাদ দেয়া, দোষারোপ করা, দুর্নাম করা ইত্যাদি। ইসলামী আইনের পরিভাষায় কোন ব্যক্তির প্রতি যেনার অপবাদ দেয়াকে 'কাযাফ' বলে। কাযাফকারী নিজের দাবি চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে না পারলে তার দণ্ড হবে আলি (৮০) বেত্রাঘাত।

عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ
 عُيُومِرُ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُيُومِرِ لَمْ
 تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْئَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَهُ عَنْهَا فَقَالَ
 عُيُومِرُ وَاللَّهِ لَأَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُيُومِرُ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَنَتْهُ
 فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبِكَ
 فَاذْهَبْ فَاتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَعًا
 مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُيُومِرُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتَهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا
 قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سَنَةً الْمُتَلَاعِنِينَ .

৪৯১৭. ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। সাহল ইবনে সাদ সায়েদী (রা) তাকে অবহিত করেছেন। উয়াইমির আজলানী (রা) আসেম ইবনে আদী আল আনসারী (রা)-কে এসে বলেন, হে আসেম ! তুমি কি বল, যদি কোন লোক নিজের স্ত্রীর সাথে অন্য ব্যক্তিকে পায়, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে ? অতপর আপনারা তাকে হত্যা করবেন অথবা সে কি করবে ? হে আসেম ! আমার এ ব্যাপারটা তুমি জিজ্ঞেস কর। আসেম (রা) এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেন। রসূলুল্লাহ (স) বিষয়টি নাপসন্দ করলেন এবং অশোভনীয় মনে করলেন। আসেম (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যা শুনলেন তাতে তার খারাপ লাগল। তিনি বাড়ি ফিরলে উয়াইমির (রা) এসে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আসেম ! রসূলুল্লাহ (স) তোমাকে কি বলছেন ? আসেম (রা) উয়াইমিরকে বলেন, তুমি আমাকে খুব একটা ভাল কাজ দাও নাই। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে তোমার ব্যাপার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি তা অপসন্দ করেন। উয়াইমির আব্বাহর শপথ করে বলেন, আমি এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস না করে ক্ষান্ত হব না। উয়াইমির (রা) উঠে সরাসরি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে লোকজনের মাঝখানে এসে বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আপনি কি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষকে পায় তবে সে কি তাকে হত্যা করবে ? অতপর আপনারা তাকে হত্যা করবেন অথবা সে কি করবে ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে আব্বাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেছেন। যাও, তাকে নিয়ে আস। সাহল বলেন, তারা এসে লিআন করল। আমি তখন লোকদের সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ছিলাম। তারা লিআন থেকে অবসর হলে উয়াইমির বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ! এরপর আমি যদি তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখি তবে আমি মিথ্যা বলেছি বলে প্রমাণ হবে। অতপর সে রসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ দেয়ার পূর্বেই তাকে তিন তালাক দিল। ইবনে শিহাব বলেন : এটাই (তালাক প্রদান) লিআনকারীদের বিধিবদ্ধ নিয়ম হয়ে গেল।

৩০-অনুচ্ছেদ : মসজিদে লিআন করা।

৬৯১৪- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتَلُهُ أَوْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَاَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلَاعِنِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ قَالَ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ فَلَمَّا فَرَعَا قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ فَرَعَا مِنَ التَّلَاعِنِ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ذَلِكَ تَفْرِيقُ (فَكَانَ ذَلِكَ تَفْرِيقًا) بَيْنَ كُلِّ مَتَلَاعِنَيْنِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفْرَقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ وَكَانَتْ حَامِلًا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ قَالَ ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا (لَهُ) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهٍ أَحْمَرٌ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَرَاهَا إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهٍ أَسْوَدٌ أَعْيَنَ ذَا الْيَتَيْنِ فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهٍ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ .

৪৯১৮. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি কি বলেন, যদি কোন লোক তার স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষকে পায় তবে সে কি তাকে হত্যা করবে? অথবা কি করবে? আল্লাহ এরই পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত নাযিল করেন, যার মধ্যে লিআনকারীদের মীমাংসার নিয়ম বলা হয়েছে। নবী (স) বলেন, তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে আল্লাহ ফয়সালা দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারা মসজিদে এসে লিআন করল। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তারা লিআন থেকে অবসর হলে পুরুষ লোকটি বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ! এরপর আমি যদি তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখি তাহলে আমি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছি বলে প্রমাণ হবে। অতপর সে রসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ পাওয়ার পূর্বেই তাকে তিন তালাক দিল। লিআন থেকে অবসর হলে তাদেরকে নবী (স)-এর সামনেই পৃথক করে দেয়া হল। তিনি বলেন, লিআনকারীদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করার এটাই পদ্ধতি। ইবনে শিহাব বলেন, এ দু'জনের পর থেকে এ নীতি প্রচলিত হল যে, লিআনকারীদের পৃথক করে দিতে হবে। লিআনকারী মহিলা সন্তান সম্বা ছিল। তার বাচ্চাকে মায়ের পরিচয়ে ডাকা হত। মিরাসের ব্যাপারেও এই নীতি নির্ধারিত হল যে, ঐ মহিলা তার সন্তানের ওয়ারিস হবে এবং সন্তান তার ওয়ারিস হবে, যে ভাবে আল্লাহ অংশ নির্ধারণ করেছেন সে ভাবে। সাহল ইবনে সাদ (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেন : সে যদি টিকটিকির মতো লাল টুকটুকে বেটে সন্তান প্রসব করে তবে মনে করব যে, সে স্ত্রীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছেন এক স্ত্রী ছিল সত্যবাদী আর যদি সে কালো চোখ ও বড় বড় নিতম্ব ও মোটা নলাওয়ালা সন্তান প্রসব করে তবে মনে করব যে, স্বামী সত্য বলেছে ও স্ত্রী মিথ্যা বলেছে। (বর্ণনাকারী বলেন), উক্ত মহিলা অপসন্দনীয় আকৃতির বাচ্চা প্রসব করে।

৩১-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর উক্তি : যদি আমি বিনা প্রমাণে রজম^{২২} করতাম।

৬১১৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ التَّلَاعُنْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَاتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتَلَيْتُ بِهِذَا (الْأَمْرِ) إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالذِّئِيِّ وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصَفَّرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبَطَ الشَّعْرَ وَكَانَ الذِّئِيُّ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَذَلًا أَدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ بَيْنَ فِجَاءِ تِ شَيْبَيْهَا بِالرَّجُلِ الذِّئِيُّ ذَكَرَ زَوْجَهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ فَلَا عَنَّ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْرَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوَاءَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ خَذَلًا -

৪৯১৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর কাছে লিআন সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। আসেম ইবনে আদী (রা) এ সম্পর্কে একটা কথা বলে উঠে চলে যান। তার গোত্রের এক ব্যক্তি এসে তার কাছে অভিযোগ করল যে, সে তার স্ত্রীর সাথে এক ব্যক্তিকে পেয়েছে। আসেম (রা) বলেন, এটা একটা গুরুতর ব্যাপার তো! তিনি লোকটিকে নিয়ে নবী (স)-এর কাছে হাজির হন এবং সে তার স্ত্রীকে যে অবস্থায় দেখেছে, তার কথা নবী (স)-কে বলেন। অভিযোগকারীর গায়ের রং ছিল হলদে, হালকা স্বাস্থ্য ও মাথার চুল সোজা। সে যে ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর সাথে দেখেছে বলে দাবি করল তার (অভিযুক্তের) গায়ের রং ছিল গোরা, মেদবহুল স্বাস্থ্য এবং পায়ের গোছা মোটা। নবী (স) বলেন : “হে আল্লাহ! সঠিক তথ্য উদঘাটন করে দাও।” স্ত্রীলোকটি অভিযুক্ত ব্যক্তির চেহারার সাথে সামঞ্জস্যশীল বাচ্চা প্রসব করল। নবী (স) স্বামী-স্ত্রী উভয়কে লিআন করান। আলোচনার বৈঠকে এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করল, এ কি সেই নারী যার সম্পর্কে নবী (স) বলেছেন : আমি কাউকে বিনা সাক্ষ-প্রমাণে রজম করলে এ নারীকেই করতাম? ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, না। সে অন্য এক (কুলটা) নারী, যে প্রকাশ্যেই ইসলামী সমাজে খারাপ কাজ করে বেড়াত। আবু সালেহ ও আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফের বর্ণনায় আদামু খাদিলা” শব্দ এসেছে।

৩২-অনুচ্ছেদ : লিআনকারিগীর মোহর।

৬১২০- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنْ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ (لِكَاذِبٍ) فَهَلْ

২২. যেনাকারী বা ব্যতিচারকারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার পন্থাকে রজম বলে।

مِنْكُمْ تَائِبٌ فَأَيًّا وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ تَائِبٌ فَأَيًّا
فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لَا أَرَاكَ
تُحَدِّثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَا لِي قَالَ قِيلَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا
وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبَعْدُ مِنْكَ .

৪৯২০. সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বললাম, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যেনায় লিগু দেখেছে (বিধান কি)। তিনি বলেন, নবী (স) বনী আজলানের এক দম্পতীকে পৃথক করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন : আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী, কে তাওবা করতে প্রস্তুত আছ ? উভয়ই তাওবা করতে অস্বীকার করল। তিনি পুনরায় বলেন : আল্লাহ জানেন তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী, কে তাওবা করতে রাজী আছ ? উভয়ই তাওবা করতে অস্বীকার করল। অতপর তিনি উভয়কে পৃথক করে দিলেন। আইউব বলেন : আমাকে আমার ইবনে দীনার বলেন : এ হাদীসের আরও একটি অংশ আছে, তা তোমাকে বর্ণনা করতে দেখছি না কেন ? আমার ইবনে দীনার বলেন : লোকটি বলল, আমার মাল-সম্পদ ফেরত পাব না ? বলা হলো, না। যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে তুমি তার থেকে যৌন স্বাদ উপভোগ করেছ। যদি তোমার অভিযোগ মিথ্যা হয়, তবে মাল তোমার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

৩৩-অনুচ্ছেদ : লিআনকারীদের প্রতি শাসকের উক্তি : তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তোমাদের মধ্যে কে তাওবা করতে প্রস্তুত ?

٤٩٢١- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلَاعِنِينَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُتَلَاعِنِينَ حِسَابُكُمْ عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمْ كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ مَا لِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهِيَ بِمَا اسْتَحَلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذِبًا عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبَعْدُ لَكَ قَالَ سَفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو قَالَ أَيُّوبُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ بِأَصْبَعَيْهِ وَفَرَّقَ سَفْيَانُ بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى وَفَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَخْوَى بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ تَائِبٌ ثَلُثَ مَرَّاتٍ .

৪৯২১. সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, লিআনকারীদ্বয় সম্পর্কে আমি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, নবী (স) লিআনকারীদ্বয় সম্পর্কে বলেন : আল্লাহ তোমাদের উভয়ের হিসাব নিবেন। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। স্ত্রীর উপর তোমার কোন অধিকার নেই। স্বামী বলল, আমার মাল ফেরত পাব তো ? তিনি বলেন, না। তার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ সত্য হলে তুমি তার লজ্জাস্থান হালাল করে নিয়েছিলে। যদি তুমি স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে থাক, এ অবস্থায় তোমার মাল

তোমার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। সুফিয়ান (র) বলেন, আমি এ হাদীস আমারের কাছে মুখস্ত করেছি। আইউব বলেন, আমি সাঈদ ইবনে জুবাইয়কে বলতে শুনেছি : আমি ইবনে উমারকে জিজ্ঞেস করলাম : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে লিআন করল। ইবনে উমার (রা) দুই আঙ্গুল ফাঁক করে বলেন, (সুফিয়ান নিজের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল ফাঁক করে দেখান) নবী (স) আজলান গোত্রের এক দম্পতির বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। তিনি বলেন : আল্লাহ জানেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যুক। তোমাদের কেউ কি তাওবা করবে ? কথাগুলো তিনি তিনবার বলেন।

৩৪-অনুচ্ছেদ : লিআনকারীদের সম্পর্ক ছিন্নকরণ।

৪৯২২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ قَذَفَهَا وَأَحْلَفَهُمَا .

৪৯২২. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন। লোকটি তার স্ত্রীর উপর যেনার অপবাদ দেয়। তিনি (এজন্য) উভয়কে শপথ করান।

৪৯২৩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَأَعَنَّ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

৪৯২৩. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে লিআন করান, অতপর তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেন।

৩৫-অনুচ্ছেদ : সম্ভান লিআনকারিণীকে দেয়া হবে।

৪৯২৪- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَأَعَنَّ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَاَنْتَفَى مِنْ وِلْدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقَّ الْوَالِدَ بِالْمَرْأَةِ .

৪৯২৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে লিআন করান। স্বামী স্ত্রীর সম্ভানকে অস্বীকার করে। নবী (স) উভয়ের দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন এবং বাচ্চাটি স্ত্রীলোকটিকে দিয়ে দিলেন।

৩৬-অনুচ্ছেদ : ইমামের উক্তি : আল্লাহ ! সত্য প্রকাশ করে দাও।

৪৯২৫- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتَلَيْتُ بِهِذَا الْأَمْرَ إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبَطَ الشَّعْرَ وَكَانَ الذِّي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ أَدَمَ خَدًّا كَثِيرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَلَّهُمُ بَيْنَ فَوْضَعَتِ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ الذِّي

ذَكَرَ زَوْجَهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا فَلَا عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ رَجِمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجِمْتُ هَذِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الْإِسْلَامِ .

৪৯২৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে এক লিআনকারী দম্পতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হল। আসেম ইবনে আদী (রা) এ সম্পর্কে একটা কথা বলেন, অতপর উঠে চলে গেল। তার গোত্রের এক ব্যক্তি তার কাছে এসে অভিযোগ করল যে, সে তার স্ত্রীর সাথে এক লোককে দেখেছে। আসেম (রা) বলেন, এটা তো আমার পূর্বেই কথার প্রায়শ্চিত্ত! আসেম লোকটিকে সাথে করে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে হাযির হন। যে লোকটিকে সে তার স্ত্রীর সাথে দেখেছে, তার সম্পর্কে সে নবী (স)-কে অবহিত করল। অভিযোগকারীর শরীরের রং ছিল হলুদ বর্ণের, হালকা স্বাস্থ্য, মাথার চুল সোজা। অভিযুক্ত ব্যক্তির গায়ের রং ছিল গোরা, মোটা স্বাস্থ্য, মাথার চুল কোঁকড়া। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : হে আল্লাহ! সঠিক তথ্য প্রকাশ করে দাও। স্ত্রীলোকটি অভিযুক্ত ব্যক্তির চেহারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সন্তান প্রসব করে। রসূলুল্লাহ (স) উভয়কে লিআন করান। মজলিসে এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করল, এ কি সেই নারী, যার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন : আমি যদি কাউকে সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকে রজম করতাম, তাহলে এ নারীকেই করতাম! ইবনে আব্বাস বলেন, এ সে নয়। সে অন্য এক (কুলটা) নারী, যে প্রকাশ্যে ইসলামী সমাজে খারাপ কাজ করে বেড়াতে।

৩৭-অনুচ্ছেদ : তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দাত শেষে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ ও সঙ্গমের পূর্বেই বিচ্ছেদ।

٤٩٢٦- عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৪৯২৬. হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা উরওয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী (স)-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন (নিম্নের হাদীসের অনুরূপ)।

٤٩٢٧- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَآتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِيءٍ فَقَالَ لَا حَتَّى تَنَوِّقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقِ عُسَيْلَتَكَ .

৪৯২৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রিফাআ আল-কুরায়ী (রা) এক মহিলাকে বিয়ে করে তালাক দেন। তারপর সেই মহিলা অন্য এক পুরুষকে বিয়ে করে। মহিলাটি নবী (স)-এর কাছে এসে বলে, তার স্বামী তার কাছে আসে না। কারণ সে পুরুষত্বহীন। ২৩ রসূলুল্লাহ (স) বলেন : তুমি তার মধু এবং সে তোমার মধু পান না করা পর্যন্ত অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবে না।

২৩. স্বামী যৌনকার্যে অক্ষম হলে এবং স্ত্রী তালাক দাবি করলে হযরত উমারের মতে : তাকে এক বছর চিকিৎসার সুযোগ দিতে হবে। এরপরও সক্ষম না হলে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিতে হবে।

৩৮-অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَاللَّائِي يَتَسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ .

“তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা হায়েয থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, তাদের ইদ্দাত তিন মাস এবং যাদের এখনও হায়েয শুরু হয়নি তাদেরও”-(সূরা আত-তালাক : ৪) । মুজাহিদ (র) বলেন, তোমরা যদি না জান যে, হায়েয হবে কি না ; যার হায়েয হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে এবং যার হায়েয এখনও শুরু হয়নি তাদের ইদ্দাত তিন মাস ।

৩৯-অনুচ্ছেদ : গর্ভবতী মহিলার ইদ্দাত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ।

٤٩٢٨- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةٌ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُؤْفَى عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكِكَ فَأَبَتْ أَنْ تَتَّكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ (تَصْلُحُ) أَنْ تَتَّكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِيْ أَخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِّنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ائْتِكِي .

৪৯২৮. নবী (স)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত । আসলাম গোত্রের সুবাইআ নাম্নী এক মহিলার স্বামী তাকে গর্ভাবস্থায় রেখে মারা যায় । আবুস সানাযিল ইবনে বাকাক তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে সে তার সাথে বিয়ে বসতে অস্বীকার করে এবং বলে, আল্লাহর শপথ ! আমি দুই মেয়েদের যে কোন একটির শেষ দিন পর্যন্ত ইদ্দাত পূর্ণ না করে বিয়ে বসতে পারি না । ২৪ এর প্রায় দশ দিন পরই সে সন্তান প্রসব করে । অতপর সে নবী (স)-এর কাছে আসলে তিনি তাকে বলেন : তুমি বিয়ে বসতে পার ।

٤٩٢٩- عَنْ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الْأَرْقَمِ أَنْ سَلَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ .

৪৯২৯. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত । তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে আরকামকে লিখে পাঠালেন, তুমি সুবাইআ আসলামিয়াকে জিজ্ঞেস কর

২৪. গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে সন্তান প্রসবের সাথে সাথে তার ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে যায় । তা যে ক’দিন বা যে কয় ঘণ্টাই হোক না কেন, এ ব্যাপারে সমস্ত বিশেষজ্ঞ একমত । কিন্তু গর্ভাবস্থায় যদি কোন মহিলা বিধবা হয় তবে তার ইদ্দাতের সময়সীমা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে । আলী (রা) ও ইবনে আব্বাসের মতে : গর্ভবতী বিধবার ইদ্দাত “দু’টি মেয়েদের মধ্যে দীর্ঘতর মেয়াদ ।” বিধবার ইদ্দাত সাধারণ অবস্থায় চার মাস দশ দিন । এখন গর্ভবতী বিধবা যদি চার মাস দশ দিনের পূর্বেই সন্তান প্রসব করে তাহলে তাকে চার মাস দশ দিন পূর্ণ করতে হবে । চার মাস দশ দিনের মধ্যে সন্তান জন্মিষ্ট না হলে তাকে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ইদ্দাত পালন করতে হবে । কিন্তু চার ইমামসহ বড় বড় ইসলামী আইনবিদদের মতে : সন্তান প্রসব হওয়ার সাথে সাথে তার ইদ্দাতকাল শেষ হয়ে যায় ।

যে, তার ব্যাপারে নবী (স) কি ফতোয়া দিয়েছেন ? সুবাইআ বলেছেন, তিনি আমাকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন।

৬৯৩. عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَتَنَكَّحَتْ .

৪৯৩০. মিসওয়্যার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। স্বামীর মৃত্যুর কিছু দিন পর সুবাইআ আসলামিয়ার নেফাস আসে (সন্তান প্রসব করে)। সে নবী (স)-এর কাছে বিয়ের অনুমতি চাইতে এলে তিনি তাকে বিবাহের অনুমতি দিলেন। তদনুযায়ী সে বিবাহ বসে।

৪০-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .

“তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন কুরূ (তিন মাসিক ঋতু পর্যন্ত) নিজেদেরকে বিরত রাখবে”—(সূরা আল-বাকারা : ২২৮)। ইবরাহীম বলেন, কেউ যদি কোন নারীকে তার ইদাত চলাকালে বিয়ে করে এবং তার কাছেই ইদাতের তিন হায়েয প্রকাশ পায়, তবে সে প্রথম স্বামী থেকে তালাকপ্রাপ্তা গণ্য হবে। (অতপর দ্বিতীয় স্বামীও যদি তালাক দেয় তবে উক্ত তিন হায়েয তৃতীয় স্বামী গ্রহণের জন্য যথেষ্ট হবে না, বরং তাকে নতুনভাবে ইদাত পালন করতে হবে), কিন্তু যুহরী বলেন, তা যথেষ্ট হবে। সুফিয়ান সাওরীও যুহরীর মত গ্রহণ করেছেন। মা'মার বলেন, হায়েযের সময় নিকটবর্তী হলে মহিলাকে কুরুযুক্ত বলা হয়। তোহরের সময় কাছাকাছি হলে কুরূ^{২৫} বলে। মাকরান্নত بسلى قط বলে। যখন কোন মহিলা গর্ভে সন্তান ধারণ করে না।

৪১-অনুচ্ছেদ : ফাতিমা বিনতে কায়েসের ঘটনা। আল্লাহর বাণী :

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرَجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ إِلَى قَوْلِهِ يُسْرًا .

“তোমরা তোমাদের স্বয়ং আল্লাহকে ভয় কর। (ইদাত চলাকালে) তোমরা তাদেরকে তাদের বসবাসের ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা লিগ্ত হয় অন্ত্রীল কাজে। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করে সে নিজের প্রতিই যুলুম করে। তোমরা জান না, হয়তো আল্লাহ এরপর কোন উপায় বের করে দিবেন। তাদের ইদাত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় তাদেরকে ভালভাবে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ রাখবে অথবা উত্তম পছন্দ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী বানাবে। তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিকভাবে সাক্ষী দাও। এসব তোমাদের উপদেশস্বরূপ বলা হচ্ছে—এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য

২৫. ইমাম শাফিয়ীর মতে, কুরূ শব্দের অর্থ তোহর (দুই হায়েযের মধ্যবর্তী সময়)। আর ইমাম আবু হানীফার মতে, কুরূ অর্থ হায়েযকাল (মাসিক ঋতু চলাকালীন সময়)।

(অসুবিধা থেকে নিষ্কৃতির) পথ বেয় করে দেন এবং তাকে এমন উপায়ে রিখিক দেন যা সে নিজেও ধারণা করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ নিজেই কাজ সম্পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তোমাদের স্বীলোকদের মধ্যে যারা হায়েয থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, যদি তোমাদের কোনরূপ সন্দেহ হয়, তাহলে তাদের ইদ্দাত তিন মাস এবং যাদের এখনও হায়েয আসেনি তাদেরও। গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দাতের সীমা হলো তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার কাজের সহজ পথ বেয় করে দেন। এটা আল্লাহর বিধান যা তিনি তোমাদের জন্য নাখিল করেছেন। যে লোক আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার পাপসমূহ দূর করে দেন এবং বড় ধরনের শুভফল দান করেন। তাদেরকে সে স্থানে থাকতে দাও (ইদ্দাত চলাকালে), যেখানে তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী তোমরা বসবাস কর। কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা তাদেরকে উন্ত্যক্ত করবে না। তারা অন্তঃসত্তা হলে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তোমরা তাদের ব্যয়ভার বহন কর। তারা যদি তোমাদের জন্য (সন্তানকে) দুধপান করায় তাহলে তাদের পারিশ্রমিক প্রদান কর। তোমরা (পারিশ্রমিকের) ব্যাপারটি আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করে নাও। কিন্তু তোমরা যদি পরস্পরকে অসুবিধায় ফেলতে চাও, তাহলে বাচ্চাকে অন্য কোন মহিলা দুধ পান করাবে। সচ্ছল ব্যক্তি নিজেই সচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয়ভার বহন করবে। আর যাকে কম রিখিক দেয়া হয়েছে, সে তার সেই সম্পদ থেকে ব্যয় করবে, যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। সামর্থের অধিক বোঝা আল্লাহ কারও উপর চাপান না। আশা করা যায়, আল্লাহ অসচ্ছলতার পর প্রাচুর্য দান করবেন"—(সূরা আত-তালাক : ১-৭)।

৬৭৩।- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ
يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بْنَ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَاَنْتَقَلَاهَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ اتَّقِ اللَّهَ
وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا قَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِي
وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَوْ مَا بَلَغَكَ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ لَا يَضُرُّكَ إِلَّا
تَذَكَّرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ مَرْوَانُ إِنْ كَانَ بِكَ شَرٌّ فَحَسْبُكَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ .

৪৯৩১. কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ও সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ ইবনুল আস (তার স্ত্রী) আবদুর রহমান ইবনুল হাকামের কন্যাকে তালাক দেন। আবদুর রহমান তার মেয়েকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) মদীনার গভর্নর মারওয়ানকে বলে পাঠান : আল্লাহকে ভয় কর এবং তাকে তার ঘরে ফেরত পাঠাও। মারওয়ান বলল : আবদুর রহমান ইবনুল হাকাম যুক্তিতে আমাকে পরাজিত করেছে। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণনা করেন, মারওয়ান আয়েশা (রা)-কে বলল : আপনার কি ফাতেমা বিনতে কায়েসের ঘটনা স্মরণ নেই? তিনি বলেন,

ফাতেমা বিনতে কায়েসের ঘটনা বর্ণনা না করলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। মারওয়ান বলল, আপনি যদি মনে করেন, ফাতেমার ঘটনায় একটা অসুবিধা ছিল, তাহলে এ দম্পতির ক্ষেত্রেও ঐ জাতীয় কিছু অসুবিধা আছে।

৬৯২২- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ إِلَّا تَتَّقِي اللَّهَ تَعْنِي فِي قَوْلِهَا لَأَسْكُنِي وَلَا نَفَقَةً .

৪৯৩২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমার কি হল, সে কি আল্লাহকে ভয় করে না? অর্থাৎ তার একথা বলার সময় যে, (তালাকপ্রাপ্তা নারী) খোরপোষ ও বাসস্থানের অধিকারী নয়। ২৬

৬৯২৩- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرِي إِلَى فُلَانَةٍ بَيْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا أَلْبَيْتَةَ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ بِشْ مَا صَنَعْتَ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ أَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ .

৪৯৩৩. উরওয়া ইবনে যুবাইর আয়েশাকে বললেন, আপনি কি দেখেন না, হাকামের পৌত্রীকে তার স্বামী তিন তালাক দিলে সে ঘর থেকে চলে গিয়েছিল? উত্তরে তিনি বলেন: সে জঘন্য কাজ করেছে। উরওয়া পুনরায় বলেন: আপনি কি শুনতে পাননি ফাতেমা কি বলেছে? আয়েশা (রা) বলেন: এ হাদীস বর্ণনায় তার কোন কল্যাণ নেই।

৪৯৩৪- সনুল্লেদ : তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি স্বামীর ঘরে বাস করলে চোর প্রবেশের এবং তার হামলায় আশংকা করে অথবা স্বামীর পরিবারের লোকজনকে গালমন্দ দেয়ার আশংকা করে তবে স্বামীর ঘর ত্যাগ করতে পারে।

৬৯২৪- عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزُّنَيْدِ عَنْ

২৬- রাঃ স্বামী সংগমপ্রাপ্ত স্বামী হায়েয হয়, তালাকের পর তিনবার হায়েয হওয়ার সময়টাই তার 'ইদাত'। রিজয়ী (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী স্বামীর ঘরেই ইদাত পালন করবে। ইদাত পালনকালে সে স্বামীর কাছ থেকে ঘরসম্বল, ঘর ও খরচপাতি পাবার অধিকারী। গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তার এটা পাবার অধিকার থাকবে না। স্বামী যদি তাকে বের করে দেয় তবে সে গুনাহগার হবে। বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তালাকদাতা স্বামীর কাছে বসবাসের ঘর ও খরচপাতি পাবে কি না—এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইবনে আব্বাস (রা) ও আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে সে খোরপোষ পাবে না। হযরত উমার (রা) ও আবু হানীফার মতে খোরপোষ ও বাসস্থান পাবে। ইমাম মালেক ও শাফি'য়ীর মতে সে যতক্ষণ স্বামীর বাড়ি পরিত্যাগ না করবে ততক্ষণ বাসস্থান পাবে; কিন্তু ভরণপোষণ পাবে না।

ফাতেমা বিনতে কায়েসের ঘটনা : ফাতেমা বিনতে কায়েস ছিলেন সর্বপ্রথম হিজরতকামিনী মহিলাদের অধ্যর্ভূত। তিনি খুব বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী রমণী ছিলেন। আবু আমর ইবনে হাম্বল-এর সাথে তার বিয়ে হয়। নবী (স) যখন আলী (রা)-কে ইয়ামন পাঠান, তখন আবু আমরও তার সাথে সেখানে যান। ওখান থেকেই তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে পাঠান। তিনি তার দুই চাচাত ভাইকে খোরপোষ বাবদ তাকে কিছু খেজুর ও যব দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। খোরপোষের পরিমাণটা কম হওয়ায় তিনি নবী (স)-এর কাছে অভিযোগ করেন। তিনি তাকে বলেন : তার দুই চাচাত ভাই ও খোরপোষ পাবার অধিকারী নও। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, এটা ছিল তার জন্য শাস্তি স্বরূপ। কারণ তিনি স্বামীর স্বজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করতেন বলে কথিত আছে।

هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ
فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ

৪৯৩৪. উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা)-এর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেন। ইবনে আবুয যিনাদ হিশাম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) এটাকে খুবই আপত্তিকর মনে করতেন। তিনি বলেন, ফাতেমা একটা জনশূন্য স্থানে থাকত, যেখানে সবসময় ভয় লেগে থাকত। তাই নবী (স) তাকে সেখান থেকে চলে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন।

৪৩-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ .

“আল্লাহ তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা তাদের জন্য হালাল নয়।”—(সূরা আল বাকারা : ২২৮) এর অর্থ মাসিক ঋতু ও গর্ভধারণ।

৪৯৩৫. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَثِيبَةً فَقَالَ لَهَا عَقْرَى أَوْ حَلْقَى إِنَّكَ لِحَابِسَتُنَا أَكُنْتَ أَفْضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي إِذَا .

৪৯৩৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (স) হজ্জ সমাপন করে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন সাফিয়্যা (রা) নিজের তাঁবুর দরজায় বিষণ্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাকে বলেন : ন্যাড়া, তুমি নিশ্চিহ্ন হও। তুমি কি আমাদেরকে এখানে আটকিয়ে রাখবে? কুরবানীর দিন তুমি কি যিয়ারতের তাওয়াক্ফ করেছ? তিনি বলেন : হাঁ। তবে এখন চল, কোন অসুবিধা নেই। ২৭

৪৪-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَيُعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدْمِنٍ .

“তাদের স্বামীরা যদি পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে রাজী হয়, তবে (অবকাশের মধ্যে) তাদেরকে স্বীকৃতি ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী”—(সূরা আল-বাকারা : ২২৮)। আল-হাসান বলেন, মাকিল (রা) তার বোনকে বিবাহ দেন। পরে তার স্বামী তাকে এক তালাক দেয়।

৪৯৩৬. عَنْ الْحَسَنِ قَالَ زَوَّجَ مَعْقِلُ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَى عَنْهَا حَتَّى انْفَضَّتْ عِدَّتَهَا ثُمَّ خَطَبَهَا فَحَمَى مَعْقِلٌ مِّنْ ذَلِكَ أَنْفًا فَقَالَ خَلَى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَحَالَ بَيْنَهُ

৪৭. ইচ্ছে শেষ পর্বের দিকে সাফিয়্যা (রা)-এর কিছু করণীয় কাজ বাকি ছিল। ইতিমধ্যে তার মাসিক ঋতু এসে যায়। এতে তিনি মন খারাপ করে তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। তার কোন অবশ্য করণীয় রুকন বাকি না থাকায় রসূল (স) তাকে বললেন, কোন ক্ষতি নেই।

وَيَيْنَهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَّكْحُنَّ اَزْوَاجَهُنَّ اِلَىٰ اٰخِرِ الْاٰيَةِ - فِدَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَبَرَكَ الْحِمِيَّةَ وَاَسْتَقَادَ (وَاَسْتَرَادَ) لِاَمْرِ اللّٰهِ :

৪৯৩৬. হাসান বসরী (র) বলেন, মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা)-এর বোন এক ব্যক্তির বিবাহাধীন ছিল। তার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে সম্পর্কচ্ছেদ করল। ইতিমধ্যে তার ইদ্দাত শেষ হলে স্বামী তার কাছে পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। মাকিল (রা) তাতে রাগান্বিত হন এবং বলেন, যখন কাজ তার হাতে ছিল, তখন সে স্ত্রী থেকে দূরে সরে গেছে। এখন আবার বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। মাকিল (রা) তার বোন ও স্বামীর পুনর্বিবাহে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান। এই অবস্থায় আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন : “তোমরা যখন নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারাও তাদের ইদ্দাত পূর্ণ করে, তখন তাদের প্রস্তাবিত স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তোমরা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, ২৮ যখন তারা প্রচলিত পন্থায় পরস্পর দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজী হয়েছে, তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছ তাদেরকে এসব উপদেশ দেয়া হচ্ছে। তোমরা সঠিক কর্মনীতি অবলম্বন করবে। আল্লাহ যা জানেন তোমরা তা জান না”-(সূরা আল-বাকারা : ২৩২)। রসূলুল্লাহ (স) মাকিল (রা)-কে ডেকে এনে এ আয়াত পড়ে শুনান। মাকিল (রা) তার জিদ ছেড়ে দেন এবং আল্লাহর হুকুমের অনুসরণ করেন।

৪৯৩৭. عَنْ نَافِعٍ اَنْ اَبْنُ عُمَرَ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً وَّاَحِدَةً فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيْضُ عِنْدَهُ حِيْضَةً اٰخَرَىٰ ثُمَّ يُمْهَلَهَا حَتَّى تَطْهَرُ مِنْ حِيْضَتِهَا فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِيْنَ نَطْهَرُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُجَامِعَهَا فِتْلِكَ الْعِدَّةِ الَّتِي اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ يُطَلِّقَ (تَطْلُقَ) لَهَا النِّسَاءَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ اِذَا سُنِلَ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ لِاَحَدِهِمْ اِنْ (لَوْ) كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرَمْتَ عَلَيْكَ حَتَّى تَتَكَحَّ زَوْجًا غَيْرِكَ وَزَادَ فِيْهِ غَيْرُهُ عَنِ اللّٰثِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ قَالَ اَبْنُ عُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ فَاِنَّ النِّسْيَةَ ﷺ اَمَرَنِيْ بِهَذَا .

৪৯৩৭. নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় এক তালাক দেন। রসূলুল্লাহ (স) স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দেন এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে রেখে দিতে বলেন। তারপর হায়েয হয়ে পুনরায় পাক হওয়া পর্যন্ত তাকে

২৮. আয়াতটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক : তালাক দেয়া স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বসতে চাইলে তোমরা আশ্বায়রা তাতে বাধা দিও না। দুই : নতুন স্বামী গ্রহণের বেলায় পূর্ব স্বামী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। এক বা দুই তালাকে রিজ্জায় দেয়া হলে ইদ্দাতের পরেও অন্য ব্যক্তির সাথে পুনর্বিবাহ ছাড়াই স্বামী স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে। এক বা দুই তালাকে বায়েনেরও এই হুকুম (পুনর্বিবাহ সিদ্ধ)। তিন তালাক হয়ে গেলেই তাহলীল প্রয়োজন হয়।

থাকতে দিবে। এরপর যদি তালাক দিতে চায় তা দিতে পারে, কিন্তু তা উক্ত তোহরে সঙ্গম করার পূর্বেই দিতে হবে। এটা সেই ইদ্দাতকাল যে অবস্থায় তালাক দেয়ার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লাহকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এক ব্যক্তিকে বলেন : যদি তুমি স্ত্রীকে তিন তালাক দাও তবে ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিয়ে না করা পর্যন্ত তোমার জন্য হারাম হয়ে যাবে। লোকেরা লাইস থেকে নাফের মাধ্যমে ইবনে উমারের একথাটুকুও বর্ণনা করেছে : যদি তুমি এক বা দুই তালাক দিতে (ভাল হতো)। কেননা নবী (স) আমাকে এভাবেই হুকুম দিয়েছেন।

৪৫-অনুচ্ছেদ : ঋতুবতী স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা।

৬৯২৮- عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقُ مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَتَعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيفَةِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَا وَاسْتَحَقَقَ .

৪৯৩৮. ইউনুস ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ইবনে উমার তার স্ত্রীকে হয়েয অবস্থায় তালাক দেন। উমার (রা) এ ব্যাপারে নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার জন্য। অতপর ইদ্দাতের জন্য সে যেন তালাক দেয়। আমি (বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলাম : পূর্বের তালাকটা কি গণনায় ধরা হবে? ইবনে উমার (রা) বলেন : তুমি কি মনে করো, সে যদি অক্ষম হয় অথবা আহাম্মকি করে (তাহলে কে দায়ী হবে)?

৪৬-অনুচ্ছেদ : স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যুহরী (র) বলেন, অল্প বয়স্কা মেয়ে, যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে, তার খোশবু ব্যবহার করা আমি সমীচীন মনে করি না। কারণ তাকেও ইদ্দাত পালন করতে হবে।

৬৯৩৯- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوَفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بِنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صَفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِ أَنْتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوَفِّي أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِ أَنْتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمَيْتِ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا

عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِرَازِيٍّ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ سَرًّا ثِيَابَهَا وَلَمْ تَمَسَّ طَيْبًا حَتَّى تَمُرَّ لَهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتِي بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّ مَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطِي بَعْرَةَ فَتَرْمِي ثُمَّ تَرْجِعُ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ سِئْلَ مَالِكٍ مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ تَمَسَّحُ بِهِ جِلْدَهَا .

৪৯৩৯. যয়নব বিনতে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যয়নব (রা) বলেন, নবী (স)-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-এর পিতা আবু সুফিয়ান (রা) ইবনে হারব মারা যাওয়ার পর আমি তার কাছে যাই। উম্মু হাবীবা (রা) হালকা লাল রং-এর খোশবু নিয়ে তার খাদেমাকে ডাকলেন। তা থেকে তিনি এক বালিকাকে খোশবু মাখালেন এবং নিজের দুই গালেও মাখলেন, অতপর বলেন, আল্লাহর কসম! আমার কোন খোশবুর দরকার ছিল না। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক করা হালাল নয়। শুধু স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যয়নব (রা) বলেন, অতপর আমি যয়নব বিনতে জাহুশের ঘরে যাই তার ভাই মারা গেলে। তিনিও সুগন্ধি নিয়ে ডাকলেন এবং তা ব্যবহার করলেন। অতপর তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমার খোশবুর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক জ্ঞাপন জায়েয নেই। শুধুমাত্র স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যয়নব (রা) বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি : জটনকা মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। মেয়েটির চোখ রোগাক্রান্ত। তার চোখে কি সুরমা লাগানো যাবে? তিনি বলেন, না। মহিলা দুই তিনবার জিজ্ঞেস করলে তিনি প্রতিবারই না বলেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তাকে চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করতে হবে। জাহিলিয়াতের যুগে তোমাদের কোন নারীকে এক বছর ধরে ইন্দাত পালন করতে হতো। অতপর সে নিজের চতুর্দিকে পায়খানা নিক্ষেপ করে পাক হতো। হমাইদ বলেন : আমি যয়নবকে জিজ্ঞেস করলাম, এ ধরনের বিষ্ঠা নিক্ষেপের কি উদ্দেশ্য ছিল? যয়নব বলেন : জাহিলী যুগে কোন নারীর স্বামী মারা গেলে সে একটা ক্ষুদ্র কোঠায় ঢুকে পড়ত এবং নিকৃষ্ট মানের কাপড় পরিধান করত। এক

বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সে খোশবু ব্যবহার করতে পারত না। এরপর তার কাছে চতুস্পদ জন্তু, যেমন গাধা, বকরী ইত্যাদি অথবা পাখি নিয়ে আসা হতো। সে তার গায়ে হাত বুলাত। সে যার উপর হাত লাগাত প্রায় ক্ষেত্রে তা মারা যেত। তারপর সে সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসত। তাকে বিষ্ঠা দেয়া হত এবং সে তা ছড়িয়ে দিত। এরপর সে যে কোন কাজ, যেমন সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারত।

৪৭-অনুচ্ছেদ : শোক পালনকারিণীর সুরমা ব্যবহার।

৬৯৬০- عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوْفِي زَوْجَهَا فَخَشُوا (عَلَى عَيْنَيْهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ لَا تَكْحَلْ (تَكْحَلِ) قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا كَانَ حَوْلُ فَمَرٍّ كَلَبُ رَمَتْ بِبِعْرَةٍ فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

৪৯৪০. যখনব বিনতে উম্মে সালামা (রা) থেকে তার মায়ের সূত্রে বর্ণিত। জনৈকা মহিলার স্বামী মারা যায়। তার আত্মীয়গণ তার চোখের অসুখের ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করে। তারা রসুলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে উক্ত মহিলার জন্য সুরমা ব্যবহারের অনুমতি চায়। তিনি বলেন, সে সুরমা লাগাবে না। (জাহিলিয়াতের যুগে) তাদেরকে নিকৃষ্ট মানের ঘরে থাকতে ও কাপড়-চোপড় পরতে হত। এক বছর ইদ্রাক পালন করার পর তার সামনে দিয়ে কুকুর যেত এবং সে তার গায়ে বিষ্ঠা ছুঁড়ে মারত (এভাবে সে পবিত্র হত)। অতএব সে সুরমা লাগাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত চার মাস দশ দিন পূর্ণ না হয়। আমি (নাফে) যখনব বিনতে উম্মে সালামাকে উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী (স) বলেন : যে মুসলমান নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন জায়েয নয়। শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

৬৯৬১- عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ نُهَيْبَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ إِلَّا بِزَوْجِ .

৪৯৪১. উম্মু আতিয়া (রা) বলেন : স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

৪৮-অনুচ্ছেদ : শোক পালনকারিণীর হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৬৯৬২- عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْحَلُ وَلَا نَطِيبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَّصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا أُغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مُحِضِهَا (حَيْضَتِهَا) فِي نَبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ .

৪৯৪২. উম্মু আতিয়া (রা) বলেন : মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালন চার মাস দশ দিন। এ অবস্থায় আমরা সুরমা, সুগন্ধি ও রঙ্গিন কাপড় ব্যবহার করতাম না, অবশ্য হালকা রং বিশিষ্ট কাপড় নিষিদ্ধ নয়। হায়েয শেষে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসলের সময় আমাদেরকে 'কোস্ত' নামক এক প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আমাদেরকে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করা হত।

৪৯-অনুচ্ছেদ : শোক পালনকারিণী আসব কাপড় পরিধান করবে।

৬৭৬৩. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوَمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثِ الْأَعْلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ وَلَا تَمْسُ طَيْبًا إِلَّا أَدْنَى طَهْرَهَا إِذَا
طَهَّرَتْ نَبْذَةً مِّنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ .

৪৯৪৩. উম্মু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হালকা নয়। সে সুরমা ব্যবহার করবে না এবং রঙ্গিন কাপড় পরবে না। অবশ্য আসব (রঙিন সূতী) কাপড় পরতে পারে। উম্মু আতিয়া থেকে (আরও) বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন : সে খোশবু ব্যবহার করবে না, অবশ্য তোহরের নিকটবর্তী সময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। পবিত্র হওয়ার সময় 'কোস্ত' ও 'আযফার' নামক হালকা সুগন্ধি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫০-অনুচ্ছেদ : আত্মাহর বাণী :

وَالَّذِينَ يَتُوقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يُتْرَبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ
“তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন (বিবাহ থেকে) বিরত থাকবে। যখন তাদের ইচ্ছাত পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তাদের নিজেদের সম্পর্কে সঠিক পথে যা করতে চাইবে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। আত্মাহ তোমাদের প্রত্যেকের কাজ সম্পর্কে অবহিত”-(সূরা আল-বাকারা : ২৩৪)।

৬৭৬৪. عَنْ مُجَاهِدٍ وَالَّذِينَ يَتُوقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ
تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا فَانزَلَ اللَّهُ وَالَّذِينَ يَتُوقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَىٰ الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ
سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ

خَرَجَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَاَلْعِدَّةُ كَمَا هِيَ
وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ .

৪৯৪৪. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। “তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়”—এ আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ বলেন : এ ইদ্বাত স্বামীর পরিবারে অবস্থান করে পূর্ণ করা ওয়াজিব। অতপর মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন : “তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় এবং পশ্চাতে বিধবা স্ত্রী রেখে যায় ; নিজেদের স্ত্রীদের জন্য তাদের এ অসীয়াত করে যাওয়া উচিত যে, এক বছর পর্যন্ত যেন তাদের জীবিকা ও যাবতীয় খরচপত্রের ব্যবস্থা করে দেয়া হয় এবং তাদেরকে যেন ঘর থেকে বিতাড়িত করা না হয়। অবশ্য তারা নিজেরা যদি স্বৈচ্ছায় চলে যায় তবে তাদের নিজেদের ব্যাপারে প্রচলিত নিয়মে তারা যা কিছু করবে সেজন্য তোমাদের কোন দায়িত্ব নেই। আল্লাহ পরম পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ”—(সূরা আল-বাকারা : ২৪০)। মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন যে, স্বামীর বাড়িতে তার সাত মাস বিশ দিন অবস্থানের অধিকার আছে। যদি সে চায় অসীয়াত মনে করে স্বামীর পরিবারে অবস্থানও করতে পারে অথবা চলেও যেতে পারে। আর আল্লাহর বাণী : **غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ** আয়াতের এটাই লক্ষ্য। অতএব (চার মাস দশ দিন) ইদ্বাত ওয়াজিব। একথাগুলো মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। আতা (র) বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস বলেন : এ আয়াত স্বামীর পরিবারে অবস্থান করে ইদ্বাত পালন করা রহিত করে দিয়েছে। অতএব সে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করে ইদ্বাত পালন করতে পারে। আল্লাহর বাণী : ‘বহিকৃত না করে।’ আতা বর্ণনা করেছেন যে, সে ইচ্ছা করলে স্বামীর পরিবারের সাথে থেকে ইদ্বাত পূর্ণ করতে পারে এবং অসীয়াত ঠিক রাখতে পারে। আর যদি সে চায় ‘ফালা জুনাহা আলাইকুম’-এর ভিত্তিতে অন্যত্র চলেও যেতে পারে। আতা বলেন, মীরাসের আয়াত নাযিল হলে তার বাসস্থান প্রাপ্তি রহিত হয়ে যায়। এখন সে যেখানে ইচ্ছা ইদ্বাত পূর্ণ করতে পারে এবং তার বাসস্থান পাওয়ার অধিকার নেই।

٤٩٤٥- عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ابْنَةَ أَبِي سَفْيَانَ لَمَّا جَاءَهَا نَعْيُ أَبِيهَا دَعَتْ بِطَيْبٍ فَمَسَحَتْ
ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا
يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحُدُّ عَلَى مِيتَةٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى نَدْحٍ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

৪৯৪৫. আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন তাঁর কাছে তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ আসল, তিনি সুগন্ধি আনালেন এবং তা দুই হাতে মাখলেন। অতপর তিনি বলেন, আমার কোন সুগন্ধির প্রয়োজন ছিল না। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক প্রকাশ করা হালাল নয়। শুধু স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন।

৫১-অনুচ্ছেদ : বেশ্যার উপার্জন ও ফাসিদ (অবৈধ) বিবাহ। হাসান (বসরী) বলেন, কেউ অজান্তে নিজের কোন মাহরাম নারীকে বিবাহ করলে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে

দিত্তে হবে। সে যা পেয়েছে তা ফেরতযোগ্য নয় এবং তাছাড়া তার আর কোন প্রাপ্য নেই। তাঁর পরবর্তী অভিমত এই যে, সে মোহর লাভ করবে।

৪৯৬৬- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ .

৪৯৬৬. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কুকুরের মূল্য, গণকের পারিশ্রমিক এবং যেনাকারিণীর উপার্জন নিষিদ্ধ করেছেন।

৪৯৬৭- عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْاَوْاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَاكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ .

৪৯৬৭. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) অভিসম্পাত করেছেন উলকি অঙ্কনকারিণী, উলকি গ্রহণকারিণী, সূদখোর ও সূদদাতাকে। তিনি কুকুর বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও বেশ্যার উপার্জন নিষিদ্ধ করেছেন। চিত্রকরদেরকেও তিনি অভিসম্পাত করেছেন। ২৯

৪৯৬৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْاِمَاءِ .

৪৯৬৮. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বাঁদীর (অবৈধ পন্থায়) উপার্জিত অর্থ ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।

৫২-অনুচ্ছেদ : নির্জনবাসের পরে ও পূর্বে অথবা স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তার মোহরের পরিমাণ।

৪৯৬৯- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ اخَوَيْ بَنِي الْعَجَلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ اَنْ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَاَيُّمَا فَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ اَنْ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَاَيُّمَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ اَيُّوبُ فَقَالَ لِي عَمْرُو ابْنُ دِينَارٍ فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ لَا اُرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَا لِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَاِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهَوُ اَبْعَدُ مِنْكَ .

৪৯৬৯. সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। আমি ইবনে উমার (রা)-কে বললাম, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর উপর যেনার অপবাদ দেয়। তিনি বলেন, নবী (স) আজলান গোত্রের এক দম্পতির বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। তিনি বলেন : আল্লাহ জানেন তোমাদের

২৯. অবৈধ পন্থায় উপার্জন করা হারাম। নাচগান, বেশ্যাবৃত্তি, গণক-ঠাকুরী, যাদুগিরি, জীবন্ত ও বিচরণশীল প্রাণীর চিত্র অঙ্কন ইত্যাদি হারাম হওয়ার কারণে এসব পেশার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থও হারাম। কুকুর, শূকর, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণীর গোশত হারাম। অতএব এর ব্যবসাও হারাম। ইসলামী আইন শাস্ত্রের একটি মৌলিক নীতি হলো “হারাম বস্তু সামগ্রীর ব্যবসাও হারাম।”

কিতাবুত তালাক

উভয়ের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। কে তাওবা করতে রাজী আছ? উভয়ই তাওবা করতে অস্বীকার করে। তিনি আবার বলেন, আল্লাহ জানেন তোমাদের দু'জনের একজন অবশ্যই মিথ্যুক। কে তাওবা করতে প্রস্তুত আছ? তারা দোষ স্বীকার করতে রাজী হলো না। অতপর নবী (স) তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলেন। আইউব বলেন : আমার ইবনে দীনার আমাকে বলেন, হাদীসটিতে আরও কথা আছে, যা তোমাকে বলতে শুনি না। তিনি বলেন : লোকটি বলল, আমার দেয়া মালের কি হবে? রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমার মাল ফেরত পাবে না। তোমার দাবি সত্য হলে তুমি তার সঙ্গম স্বাদ লাভ করেছ। যদি তুমি মিথ্যুক হও, তাহলে তোমার ধন তোমাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

৫৩-অনুচ্ছেদ : যে স্ত্রীর জন্য মোহর নির্ধারিত করা হয়নি, আল্লাহর (এ) বাণী অনুযায়ী তার জন্য উপহার সামগ্রী (মাতা)।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

“তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের স্পর্শ করার কিংবা তাদের মোহর নির্দিষ্ট করার পূর্বে তাদেরকে তালাক দিলে তাতে কোন দোষ নেই। তোমরা তাদেরকে কিছু দেয়ার ব্যবস্থা কর। সচ্ছল ব্যক্তি নিজ সামর্থ অনুযায়ী এবং অসচ্ছল ব্যক্তিও নিজ সামর্থ অনুযায়ী খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে প্রচলিত পন্থায়। এটা নেক লোকদের কর্তব্য। তোমরা স্পর্শ করার পূর্বেই যদি তাদেরকে তালাক দাও এবং তাদের মোহর নির্দিষ্ট করে থাক, তবে তাদেরকে অর্ধেক মোহর দিতে হবে। আর স্ত্রী যদি অনুগ্রহ দেখায় (মোহরানা গ্রহণ না করে) কিংবা যে পুরুষটির হাতে বিবাহ বন্ধনের সূত্রটি রয়েছে সে যদি অনুগ্রহ করে (পূর্ণ মোহর প্রদান করে) তবে তা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা যদি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, তবে এ কর্মনীতি তাকওয়ার খুবই অনুকূল। তোমরা পারস্পরিক সহৃদয়তা দেখাতে কখনও ভুল করো না। তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহ দেখছেন”-(সূরা আল-বাকারা : ২৩৭)। আল্লাহ আরও বলেন :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

যেসব স্ত্রীলোককে তালাক^{৩০} দেয়া হয়েছে, তাদেরকে উপযুক্তভাবে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করা উচিত। এটা মুত্তাকীদের প্রতি আরোপিত কর্তব্য”-(সূরা আল-বাকারা : ২৪১)। নবী (স) লিআনের ক্ষেত্রে মুতআর (মোহরের) উল্লেখ করেননি, যখন মুতআকৃত মহিলাকে তার স্বামী তালাক দেয়।

৩০. একই সঙ্গে তিন তালাক দিলে এক তালাক হবে না তিন তালাক হবে এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাউস, ইকরিমা প্রমুখ মনীষীদ্বয় বলেন : যেহেতু একই সাথে তিন তালাক দেয়া সূনাত বিরোধী, তাই একে এক তালাকই গণ্য করতে হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : মহানবী (স), আবু বাকর ও উমার (রা)-এর খেলাফতের প্রথম দুই বছরকাল এক সাথে তিন তালাক এক তালাকই ছিল। অতপর হযরত উমার বলেন : যে কাজ মানুষের বুঝে-গুনে ধীরে-সুস্থে করা উচিত ছিল, মানুষ তাতে তাড়াহুড়া করতে শুরু করেছে। (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

٤٩٥٠- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْمَتْلَاعَيْنِ حِسَابُكُمْ عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمْ كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِهَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبَعْدُ وَأَبَعْدُ لَكَ مِنْهَا.

৪৯৫০. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) লিআনকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন : তোমাদের উভয়ের হিসাব আল্লাহ নিবেন। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তার (স্ত্রীর) উপর তোমার কোন অধিকার নেই। সে বলল : ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমার দেয়া মাল ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমার মাল ফেরত পাবে না। তার প্রতি তোমার অপবাদ যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তুমি যে তার লজ্জাস্থান হালাল করে নিয়েছিলে, তার বিনিময়ে ঐ মাল। যদি তুমি মিথ্যুক হও, তাহলে মাল তোমার থেকে বহু দূরে চলে গেছে।

সূত্রাং এখন থেকে আমাদের এটা (তিন তালাকরূপে) কার্যকর করে দেয়া উচিত। অতপর তিনি তিন তালাক কার্যকর করেছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইমামিয়া মাযহাবের (শীয়া) মতে : একত্রে তিন তালাকে এক তালাক কার্যকর হবে।

চার মাযহাবের চার ইমামের মতে, কোন তালাককে সুন্নাত বিরোধী, বিদআত, হারাম বা গুনাহ বলার তাৎপর্য এই নয় যে, তা কার্যকর হবে না। তালাক হায়েয অবস্থায় দেয়া হোক, একই সাথে তিন তালাক দেয়া হোক, যে তোহরে স্ত্রী সহবাস হয়েছে সে তোহরেই দেয়া হোক, তালাক কার্যকর হবেই। জমহুর সাহাবা, তাবিলীন ও চার ইমামের সকলেই বলেন : এক সাথে তিন তালাক দেয়া বিদআত ও গুনাহের কাজ, তবুও এতে তিন তালাকই হয়ে যাবে। এর ওপর মুজতাহিদ সাহাবাদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তী ইমামগণও এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তিন তালাক কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে হাদীসের মতামত খুবই জোরালো। আব্দামা জামাখশারী তাফসীরে কাশ্শাফে বলেছেন : নিজের স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দিয়ে যে লোকই হযরত উমারের কাছে আসত, তিনি তাকে পিটাতেন এবং তার দেয়া তালাকগুলো কার্যকর করে দিতেন।

كِتَابُ النَّفَقَاتِ (ভরণপোষণ)

১-অনুচ্ছেদ : ভরণপোষণ করার ফযীলাত । আল্লাহর বাণী :

وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

“লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কি খরচ করবে। বল : যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে চিন্তা কর”-(সূরা আল-বাকারা : ২১৯-২২০)। হাসান (বসরী) বলেন, এখানে ‘আল-আফওয়া’ অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

৪৯০১- عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً .

৪৯০১. আদী ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আনসারীর কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদ আনসারীকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি নবী (স) থেকে বর্ণিত? তিনি বলেন, হ্যাঁ। নবী (স) বলেছেন : কোন মুসলমান তার পরিবার-পরিজনের জন্য যা কিছু খরচ করে এবং তা থেকে সওয়াবের আশা রাখে, এ খরচ তার জন্য সদাকা হিসাবে গণ্য হয়।

৪৯০২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ .

৪৯০২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : আল্লাহ বলেছেন : হে আদম সন্তান! খরচ কর। তাহলে তোমার জন্যও খরচ করা হবে।

৪৯০৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَسَاعِيَ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلِ وَالصَّائِمِ النَّهَارَ .

৪৯০৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : বিধবা ও মিসকীনদের জন্য চেষ্টা-তদবীরকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারী অথবা রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিনভর রোযা পালনকারী ব্যক্তির সমতুল্য।

১. নিজেদের স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণের পরিমাণ সম্পদ যাদের নেই, আত্মসম্মানবোধের কারণে যারা অন্যের কাছে হাতও পাততে পারে না এবং বাহ্যিক অবস্থা দেখেও যাদেরকে অভাবগ্রস্ত মনে হয় না—এরূপ লোককে হাদীসে মিসকীন বলা হয়েছে। কিন্তু ফিকহের পরিভাষায় এদেরকে ফকীর বলা হয়েছে। অন্য কথায়—একজন গরীব, ভদ্রলোক, যে সক্ষম কিন্তু বেকার। হযরত উমার (রা) এমন লোককেও মিসকীনের মধ্যে গণ্য করেছেন।

৬৯০৪- عَنْ سَعْدِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوذُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِي مَالٌ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرَفَعُهَا فِي فِي إِمْرَاتِكَ وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيَضُرُّ بِكَ آخَرُونَ .

৪৯০৪. সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে নবী (স) আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম, আমার সম্পদ আছে; আমি কি সবটুকুর জন্য ওসিয়াত^২ করতে পারি? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক মাল? তিনি বলেন, না। আমি পনুরায় বললাম, এক-তৃতীয়াংশের জন্য? তিনি বলেন: এক-তৃতীয়াংশের ওসিয়াত করতে পার। তবে এটাও বেশী। প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজের ওয়ারিসগণ অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য হবে—এরূপ অবস্থায় তাদেরকে রেখে যাওয়ার পরিবর্তে ধনী অবস্থায় রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক ভাল। তুমি তাদের জন্য যখনই যা কিছু খরচ কর, তা তোমার জন্য সদাকা হিসেবে গণ্য হয়, এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে খাবারের যে গ্রাসটি তুলে দাও তাও। আল্লাহ তোমায় দীর্ঘজীবী করুন। সম্ভবত তোমার দ্বারা এক শ্রেণীর লোক উপকৃত এবং আর এক শ্রেণীর লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হবে।

২-অনুচ্ছেদ : পরিবার ও সম্ভ্রানদের ভরণপোষণ করা বাধ্যতামূলক।

৬৯০৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدًا بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمًّا أَنْ تَطْعِمَنِي وَإِمًّا أَنْ تَطْلِقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৪৯০৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান-খয়রাত করা হয় তাই উত্তম। নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত শ্রেষ্ঠ।^৩ নিকটাত্মীয়দের থেকে (দান-খয়রাত) শুরু কর।^৪ এটা কি ভাল কথা যে, স্ত্রী বলবে, হয় আমাকে খাবার দাও নতুবা তালাক দাও। চাকর বলবে, আগে খাবার দাও পরে

২. ইসলামী শরীয়াত মালিককে তার ধন-সম্পদের তিনের এক অংশ পর্যন্ত ওসিয়াত করার অনুমতি দিয়েছে এবং ওয়ারিসদের বঞ্চিত করে এক-তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণ ওসিয়াত করা নিষেধ করেছে। কুরআন মজীদে যাদের অংশ নির্দিষ্ট করা আছে, ওসিয়াতের মাধ্যমে তাদের অংশে কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে না।

৩. দান গ্রহণকারীর চেয়ে দাতা শ্রেষ্ঠ।

৪. নিজের গরীব নিকটাত্মীয়ের দাবি আগে পূরণ করতে হবে।

কাজ লও। সন্তান বলবে, আমাকে খাবার না দিয়ে কার কাছে ছেড়ে যাচ্ছ ? লোকেরা বলল : হে আবু হুরাইরা ! আপনি কি এ কথাগুলো রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে শুনেছেন ? তিনি বলেন, না। এ কথাগুলো আবু হুরাইরা (রা) নিজের প্রজ্ঞা থেকে বলছি।

৬৯০৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَأَبَدًا بِمَنْ تَعُولُ .

৪৯৫৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, সম্বলতা বজায় রেখে যে দান-খয়রাত করা হয় তাই উত্তম। নিজের আত্মীয়দের থেকে (দান-খয়রাত) শুরু কর।

৩-অনুচ্ছেদ : পরিবারের এক বছরের খরচা সঞ্চয় করে রাখা এবং পরিবারের জন্য কিভাবে খরচ করবে।

৬৯০৭- عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْسِبُ لَأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ .

৪৯৫৭. উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বনী নযীরের^৫ (বাগানের) খেজুর বিক্রি করে দিতেন এবং নিজ পরিবারের এক বছরের (পরিমাণ) খোরাক সঞ্চয় করে রাখতেন।

৬৯০৮- عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِّنْ حَدِيثِهِ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مَالِكٌ أَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ إِذْ آتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ يَسْتَأْذِنُونَ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ قَالَ فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا فَجَلَسُوا ثُمَّ لَبِثَ يَرْفَا قَلِيلًا فَقَالَ لِعُمَرَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمَا فَلَمَّا دَخَلَا سَلَّمَا وَجَلَسَا فَقَالَ عَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا فَقَالَ الرَّهْطُ عُمَانُ وَأَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرْحِ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ فَقَالَ عُمَرُ اتَّبِعُوا أَتَشَدُّكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِأَذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَوْرَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهُ قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَشَدُّكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ قَالَا قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ فَإِنِّي أَحَدَيْتُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ (قَدْ) خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ بِشَيْءٍ لَّمْ

৫. চতুর্থ হিজরীতে বনী নযীরের এলাকাটি মুসলমানদের হস্তগত হয়। রসূলুল্লাহ (স) তা থেকে একটি অংশ পান।

يُعْطِيهِ أَحَدًا غَيْرَهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ (مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ مَا اخْتَارَهَا (اخْتَارَهَا) تَوْنَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطَاكُمْوهَا وَبَيَّنَّا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَّتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلِ مَالِ اللَّهِ فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيَاتَهُ وَأَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ أَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالَا نَعَمْ ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبِضْهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ (يَعْمَلُ) فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ تَزْعَمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَذَّابٌ وَكَذَّابٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ فَقَبِضْتُهَا سَنَّتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمْمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمْمَا جَمِيعٌ جِئْتَنِي تَسْأَلْنِي نَصِيْبَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ وَأَنَّ هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيْبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمْمَا عَلَى أَنْ عَلَيْكُمْمَا عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ وَبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فِيهَا مِنْذُ وَلَيْتِيهَا وَالْأَفْلَا تَكَلِمَانِي فِيهَا فَقُلْتُمَا اذْفَعُهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ فَدَفَعْتُمَا إِلَيْكُمْمَا بِذَلِكَ أَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُمَا إِلَيْهَا بِذَلِكَ قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشَدُكُمْمَا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُمَا إِلَيْكُمْمَا بِذَلِكَ قَالَا نَعَمْ قَالَ أَفْتَلْتُمَسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَالَّذِي بِيَدِهِ تَقْوَمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقْوَمَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ فَإِنَا أَكْفِيكُمْمَاهَا .

৪৯৫৮. ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে মালেক ইবনে আওস (র) অবহিত করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের তার একটি হাদীসের কথা আমাকে জানান। এর সত্যতা যাচাই করার জন্য আমি মালেক ইবনে আওসের কাছে যাই এবং এ সম্পর্কে

তাকে জিজ্ঞেস করি। মালেক (র) বলেন : আমি উমার (রা)-এর কাছে গিয়ে হাযির হলাম। ইত্যবসরে তার দারোয়ান ইয়ারফা এসে বলল, উসমান, আবদুর রহমান, জুবায়ের ও সাদ (রা) ভেতরে আসার জন্য আপনার অনুমতি চাচ্ছেন। তাদেরকে ডাকব ? তিনি বলেন, হাঁ। অনুমতি পেয়ে তাঁরা ভেতরে এসে সালাম করে আসন গ্রহণ করলেন। ইয়ারফা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর উমার (রা)-কে বলল : আলী ও আব্বাস (রা) আপনার সাক্ষাতের জন্য অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বলেন, হাঁ, তাদেরকে আসতে দাও। তাঁরা ভেতরে এসে সালাম দিয়ে বসলেন। অতপর আব্বাস (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! আমার ও তাঁর মধ্যে ফয়সালা করে দিন। উসমান (রা) ও তার সাথীরাও বলেন : হে আমীরুল মুমিনীন ! তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন এবং পরস্পরকে শান্ত করুন। উমার (রা) বলেন, তাড়াছড়া করো না, ধৈর্যচ্যুত হয়ে না। আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার আদেশে আসমান ও যমীন সুপ্রতিষ্ঠিত, তোমরা কি জান, রসূলুল্লাহ (স) কি বলেছেন ? তিনি বলেছেন : “আমাদের কোন ওয়ারিস নেই, যা রেখে যাই তা সদাকা।” একথা দ্বারা রসূলুল্লাহ (স) নিজেকে বুঝিয়েছেন। উপস্থিত লোকেরা বলেন, তিনি একথা বলেছেন। উমার (রা) আলী ও আব্বাস (রা)-কে বলেন : আমি তোমাদের দু’জনকে আল্লাহর শপথ করে বলছি, রসূলুল্লাহ (স) একথা বলেছেন, তা কি তোমরা জান ? তাঁরা দু’জনেই বলেন, হাঁ, তিনি একথা বলেছেন। উমার (রা) বলেন, আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারটা বিস্তারিতভাবে বলছি।

আল্লাহ তাঁর রসূল (স)-কে এ মালে একটা বিশেষত্ব দান করেছেন, যা অন্য কোন নবীকে দেননি। আল্লাহ বলেন : “আর যে ফাই^৬ আল্লাহ তাদের মালিকানা থেকে বের করে তাঁর রসূলের দখলে এনে দিয়েছেন, তা অর্জন করতে তোমরা ঘোড়া ও উট দৌঁড়াওনি, বরং আল্লাহ তাঁর রসূলগণকে যার উপরে চান কর্তৃত্ব ও আধিপত্য দান করেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী”-(সূরা আল-হাশর : ৬)। এ সম্পত্তি শুধুমাত্র রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যই ছিল। আল্লাহর কসম ! তিনি তোমাদের বঞ্চিত করে এগুলো নিজের জন্য সঞ্চয় করেননি এবং তোমাদের উপর কাউকে অগ্রাধিকারও দেননি। এ থেকেই তিনি তোমাদের দিয়েছেন, তোমাদের মধ্যে বণ্টন করেছেন এবং ঐ মাল থেকে কেবল এটুকু অবশিষ্ট থাকে। রসূলুল্লাহ (স) এ অবশিষ্ট অংশ থেকেই নিজের পরিবারের বাৎসরিক ভরণপোষণ করতেন এবং বছর শেষে যা উদ্বৃত্ত থাকত তা আল্লাহর পথে খরচ করে দিতেন। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর জীবিত অবস্থায় এ নীতিই অনুসরণ করেছেন। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা কি এটা জান ? তাঁরা সবাই বলেন, হাঁ। উমার (রা) আলী ও আব্বাস (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন, আমি তোমাদের দু’জনকেও আল্লাহর

৬. এখানে ‘ফাই’-এর মালের কথা বলা হয়েছে। সামরিক কার্যক্রম ছাড়া কোন দেশ বা এলাকা মুসলমানদের হস্তগত হলে, সেখানকার যেসব স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তি তাদের দখলে আসে—তাকে ‘ফাই’ বলে। আর সামরিক কার্যক্রম পরিচালনাকালে শত্রু পক্ষের সৈন্যদের কাছ থেকে যেসব অস্বাবর সম্পত্তি মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাকে গনীমাত বলে।

‘গনীমাত’ হল শুধু সেই অস্বাবর সম্পদ, যা যুদ্ধ চলাকালে ইসলামী সৈন্যদের হস্তগত হয়। আর ‘ফাই’ হলো সেই স্বাবর ও অস্বাবর সম্পদ, যা বিনা যুদ্ধে মুসলমানদের হস্তগত হয়। গনীমাতের মালের পাঁচ ভাগের চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। বাকি এক ভাগ সূরা আনফালের একচল্লিশ নম্বর আয়াতে বর্ণিত খাতসমূহে ব্যয় করা হয়। কিন্তু ফাই-এর কোন অংশ নির্দিষ্ট নেই। এর সবটাই মুসলিম জনগণের সার্বিক কল্যাণে ব্যয় করা হয় অর্থাৎ তা সরকারী সম্পত্তি হিসাবে গণ্য।

শপথ করে বলছি, তোমাদের কি এটা জানা আছে ? তাঁরা দু'জনই বলেন, হাঁ। এরপর আল্লাহ তাঁর নবী (স)-কে উঠিয়ে নিলেন। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর স্থলাভিষিক্ত হলাম। আবু বাক্‌র (রা) ঐ মাল নিজের অধীনে নিলেন। তিনিও তা খরচের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসৃত নীতিই গ্রহণ করলেন। তোমরা দু'জন তখনও বর্তমান ছিলে। তিনি আলী ও আব্বাস (রা)-কে বলেন, তোমাদের ধারণা, আবু বাক্‌র (রা) এরূপ ও এরূপ (তোমাদের হক আদায় করছেন না)। আল্লাহ জানেন, আবু বাক্‌র (রা) এ ব্যাপারে সত্যবাদী, কল্যাণকামী, সঠিক নীতির অনুসারী, সত্যের অনুগামী ছিলেন। এরপর আল্লাহ আবু বাক্‌র (রা)-কে উঠিয়ে নিলেন। আমি রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বাক্‌রের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ঐ মাল আমার অধীনে নিয়ে আসি। দুই বছর যাবত আমিও রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বাক্‌রের অনুসৃত নীতি অনুসরণ করে আসছি। এখন তোমরা দু'জন আমার কাছে এসেছ, উভয়ে একই কথা বলছ, উভয়ের একই মোকদ্দমা। তুমি (আব্বাস) এসেছ ভ্রাতৃস্পৃহের সম্পত্তিতে নিজের মীরাস দাবির জন্য। এ (আলী) এসেছে স্বশুরের সম্পত্তিতে নিজ স্ত্রীর অংশ চাইতে।

আমি বলছি, যদি তোমরা চাও, আমি এটা তোমাদের কাছে হস্তান্তর করতে পারি ; এই শর্তে যে, তোমরা আল্লাহর সাথে করা ওয়াদা-অঙ্গীকার ঠিক রাখবে এবং এ সম্পত্তির ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বাক্‌র (রা) যে নীতি অনুসরণ করেছেন এবং আমি এর তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার পর থেকে যে নীতি অবলম্বন করে আসছি তা মেনে চলবে। এ নীতি মেনে চলতে না পারলে তোমরা আমাকে এ সম্পত্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করো না।

অতএব তোমরা উভয়ে বলেছিলে, তা আমাদের কাছে ছেড়ে দিন। আমি তা তোমাদের উভয়ের কাছে হস্তান্তর করেছি। তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ করে বলছি—আমি কি তোমাদের উভয়ের কাছে উক্ত শর্তে তা হস্তান্তর করেছি ? লোকেরা বলল, হাঁ। তিনি আলী ও আব্বাস (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন, আমি আল্লাহর কসম করে তোমাদের জিজ্ঞেস করছি—আমি কি তা উক্ত শর্তে তোমাদের উভয়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি ? তারা উভয়ে বলেন, হাঁ। এখন আমার কাছে এছাড়া আর কি ফয়সালা আশা কর ? শপথ সেই সত্তার যাঁর অনুমতি সাপেক্ষে আসমান ও যমীন স্ব স্ব অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে ! কিয়ামত পর্যন্ত আমি এ ব্যাপারে এরূপ ফয়সালাই দিব। যদি তোমরা উল্লেখিত শর্ত পালন করতে অক্ষম হও, তাহলে ঐ মাল আমার যিম্মায় ছেড়ে দাও। আমি তার দেখাশুনা করব।

৪-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
إِلَى قَوْلِهِ بَصِيرًا .

“মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে—সেই পিতার জন্য যে দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করাতে চায় তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তার দ্রষ্টা”
—(সূরা আল-বাক্বার : ২৩৩)।

وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا .

“তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্যপান ছাড়াতে লাগে তিরিশ মাস”-(সূরা আহ্কাফ : ১৫)।

وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ إِلَىٰ يَسْرًا .

“তোমরা যদি একে অপরকে অসুবিধায় ফেলতে চাও, তাহলে অপর কোন স্ত্রীলোক তার পক্ষে (স্তন্যপানকে) দুধ পান করাবে। সম্বল ব্যক্তি নিজের সম্বলতা অনুযায়ী খরচ করবে প্রাচুর্য দান করবেন”-(সূরা আত-তালাক : ৬-৭)।

ইমাম যুহরী (র) সূরা আল-বাকারার ২৩৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সন্তানকে কেন্দ্র করে তার পিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সন্তানের মাতাকে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন অর্থাৎ (তালাকপ্রাপ্ত) মা তাঁর শিশু সন্তানকে নিজ স্তনের দুধ পান করাতে অস্বীকার করতে পারবে না। তার স্তনের দুধ সন্তানের খাদ্য এবং সে অন্যদের তুলনায় তার প্রতি সর্বাধিক স্নেহময়ী ও দয়ালু। অতএব তার তালাকদাতা স্বামী তাকে আল্লাহ নির্ধারিত প্রাপ্য প্রদান করলে সে তার সন্তানকে দুধ পান করাতে অস্বীকার করতে পারবে না। অপরপক্ষে পিতাও শিশু সন্তানকে কেন্দ্র করে তার জন্নাদাত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। তাই মাকে বাদ দিয়ে শিশুকে অন্য কোন নারীর দুধ পান করাতে আল্লাহ তাআলা (তালাকদাতা) পিতাকে নিষেধ করেছেন। পিতা-মাতার পারস্পরিক সম্মতি ও সন্তোষের ভিত্তিতে সন্তানকে অন্য নারীর দুধ পান করাতে তাদের কারো অন্যায় হবে না। “যদি তারা পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন পান বন্ধ রাখতে চায় তবে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই” অর্থাৎ পারস্পরিক পরামর্শ ও সম্মতির ভিত্তিতে উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর (তা করা যাবে)। ‘ফিসাল’ অর্থ ‘ফিতাম’ (দুধ ছাড়ানো)।

৫-অনুচ্ছেদ : স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ।

٤٩٥٩- عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَّسِيكٌ فَهَلْ عَلَى حَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الذِّي لَهُ عِيَالُنَا قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ .

৪৯৫৯. উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, হিন্দ বিনতে ওতবা এসে বলল : ইয়া রসূলাল্লাহ ! আবু সুফিয়ান কৃপণ লোক। আমি যদি তার মাল থেকে সন্তানদের খাবারের ব্যবস্থা করি তাহলে এতে কি আমার কোন দোষ হবে ? তিনি বললেন, না, তবে ন্যায়সংগতভাবে।

٤٩٦٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا انْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ .

৪৯৬০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : কোন মহিলা তার স্বামীর উপার্জন থেকে তার নির্দেশ ছাড়া দান-খয়রাত করলে সে ঐ দানের অর্ধেক সওয়াব পাবে।

৬-অনুচ্ছেদ : স্বামীর সংসারে স্ত্রীর কাজকর্মের ফজিলাত।

৬৯৬১. عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ آتَتْ النَّبِيَّ ﷺ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدَيْهَا مِنَ الرِّحَى وَيَلْفَهَا أَنَّهُ قَدْ جَاءَهُ رَقِيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ قَالَ فَجَاءَ نَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي فَقَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمْ أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَيَّ فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَأَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ خَادِمٍ .

৪৯৬১. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা (রা) তার হাতে যাঁতা ঘুরানোর ফলে ফোসকা পড়ে যাওয়ার অভিযোগ নিয়ে নবী (স)-এর কাছে এলেন। তিনি জানতে পেরেছেন যে, তাঁর কাছে কিছু গোলাম এসেছে। কিন্তু তাঁর সাথে ফাতিমার দেখা হলো না। তিনি আয়েশাকে ঘটনা বলে গেলেন। তিনি বাড়ীতে আসলে আয়েশা (রা) তাঁকে অবহিত করলেন। আলী (রা) বলেন, তিনি আমাদের কাছে এমন সময় আসলেন, যখন আমরা ঘুমাতে বিছানাগত হয়েছি। আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি বললেন : উভয়ে নিজ স্থানে থাক। তিনি এসে আমার ও ফাতিমার মাঝখানে বসলেন। আমি আমার পেটে তাঁর পদদ্বয়ের স্পর্শ অনুভব করলাম। তিনি বললেন : তোমরা যা চেয়েছ আমি তার চেয়েও কল্যাণকর জিনিসের কথা কি তোমাদের বলে দিব না? যখন তোমরা বিছানায় ঘুমাতে যাও তখন তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ' (আল্লাহ অতীব পবিত্র), তেত্রিশবার 'আলহামদু লিল্লাহ' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) এবং চৌত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ মহান) পড়বে। এটা তোমাদের উভয়ের জন্য খাদেমের চেয়েও উত্তম।

৭-অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর জন্য পরিচারিকা নিয়োগ।

৬৯৬২. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آتَتْ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ تُسَبِّحِينَ اللَّهَ عِنْدَ مَنْامِكِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرِينَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ثُمَّ قَالَ سَفِيَانُ أَحَدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ فَمَا تَرَكْتُمَا بَعْدُ قِيلَ وَلَا لَيْلَةَ صِفَيْنِ ؟ قَالَ وَلَا لَيْلَةَ صِفَيْنِ .

৪৯৬২. আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা (রা) নবী (স)-এর কাছে এসে তাঁর কাছে একটি খাদেম চাইলেন। নবী (স) বললেন : আমি কি তোমাকে তোমার

জন্য এর চেয়েও কল্যাণকর জিনিসের কথা বলব না ? তুমি ঘুম যাওয়ার সময় তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ', তেত্রিশবার 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং চৌত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' পড়বে। সুফিয়ানের বর্ণনায় আছে : এর মধ্যে যে কোন একটি চৌত্রিশবার। আলী (রা) বলেন, তখন থেকে আমি এগুলো পড়া কখনও ছাড়িনি। জিজ্ঞেস করা হলো, সিফফিনের রাতেও নয় ? তিনি বললেন, সিফফিনের রাতেও নয়।

৮-অনুচ্ছেদ : গৃহকর্তার পারিবারিক কাজ।

৬৭৩- عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ قَالَتْ كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ .

৪৯৬৩. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম : নবী (স) বাড়ীতে কি করতেন ? তিনি বলেন, তিনি পরিবারের (যাবতীয়) কাজ করতেন, অতপর যখন আযান শুনতেন, (নামাযের জন্য) চলে যেতেন।

৯-অনুচ্ছেদ : স্বামী সংসার খরচা না দিলে স্ত্রী তার অজান্তে নিজের এবং সন্তানের জন্য ন্যায্যসংগত পরিমাণ খরচা নিতে পারে।

৬৭৪- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ .

৪৯৬৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হিন্দ বিনতে উতবা বলল : ইয়া রসূলুল্লাহ ! আবু সুফিয়ান কৃপণ লোক। সে আমার ও আমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ খরচা দেয় না, শুধু এতটুকু যা আমি তার অজান্তে নিয়ে থাকি। তিনি বলেন : ন্যায্যসংগতভাবে তোমার ও তোমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ নাও।

১০-অনুচ্ছেদ : স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ।

৬৭৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِيلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ وَقَالَ الْآخَرُ صَالِحُ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَوَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ وَيَذْكُرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৪৯৬৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : উটের পিঠে আরোহী মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ মহিলারাই উত্তম। অপর বর্ণনায় আছে : কুরাইশ মহিলাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা নিজেদের ছোট বাচ্চার প্রতি অধিকতর স্নেহশীলা এবং স্বামীর সম্পদের হেফাজতকারিণী। মুয়াবিয়া ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও নবী (স)-এর এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

১১-অনুচ্ছেদ : নিয়মানুযায়ী স্ত্রীকে পরিধেয় বস্ত্র প্রদান।

৪৯৬৬. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ اتَى النَّبِيَّ ﷺ حُلَّةً سِيرَاءً فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي .

৪৯৬৬. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর নিকট কিছু ডোরাকাটা রেশমী চাদর আসল। আমি তা পরিধান করলাম। এতে আমি তাঁর চেহারা অসন্তোষিত লক্ষ্য করলাম। তাই আমি তা টুকরা টুকরা করে নিজেদের মহিলাদের (বন্টন করে) দিলাম।

১২-অনুচ্ছেদ : সন্তান লালন-পালনে স্বামীকে সাহায্য করা।

৪৯৬৭. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجْتِ يَا جَابِرُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِكَرًا أَوْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ رَتُّضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصَلِّحُهُنَّ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ خَيْرًا .

৪৯৬৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতা সাত অথবা ন'টি কন্যা সন্তান রেখে মারা যান। অতপর আমি এক প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাকে বিবাহ করি। রসূলুল্লাহ (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : হে জাবের ! তুমি কি বিয়ে করেছ ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কুমারী না প্রাপ্তবয়স্ক ? আমি বললাম : বরং প্রাপ্তবয়স্ক। তিনি বললেন : তুমি কেন কুমারী বিয়ে করলে না, যাতে তুমি তার সাথে এবং সে তোমার সাথে আমোদ-আহলাদ করতে পারতে। জাবের (রা) বলেন, আমি তাঁকে বললাম : আবদুল্লাহ (রা) কয়েকটি কন্যা সন্তান রেখে মারা যান। আমি ওদেরই বয়সী কুমারী মেয়ে আনা পসন্দ করিনি। তাই আমি এক বয়স্ক মহিলাকে বিয়ে করেছি, যেন সে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করতে পারে। তিনি বলেন : আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন অথবা কল্যাণ দান করুন।

১৩-অনুচ্ছেদ : দরিদ্র ব্যক্তির পরিবারের জন্য ব্যয় করা।

৪৯৬৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَلِمَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَصُمُّ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا اسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَإِنِّي النَّبِيُّ ﷺ بَعْرَقَ فِيهِ تَمْرٌ قَالَ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ هَا أَنَا ذَا قَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا قَالَ عَلَى أَحْوَجَ

مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا
فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ فَاتُّمُّ اذْنٌ .

৪৯৬৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (স)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল : আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি বললেন : তা কেমন করে ? সে বলল : রমযানের রোযা অবস্থায় আমি স্ত্রী সহবাস করেছি। তিনি বললেন : একটি গোলাম আযাদ কর। সে বলল : আমার সে সামর্থ্য নেই। তিনি বললেন : একাধারে দুই মাস রোযা রাখ। সে বলল : রোযা রাখার শক্তিও আমার নেই। নবী (স) বললেন : ষাটজন মিসকীনকে আহ্বার করাও। সে বলল : আমার সেই সঙ্গতিও নেই। এই সময় নবী (স)-এর নিকট এক ঝড়ি খেজুর আসল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : প্রশ্নকারী কোথায় ? লোকটি বলল : আমি এখানে। তিনি বললেন : এগুলো নিয়ে সদাকা করে দাও। সে বলল : ইয়া রসূলান্নাহ! আমাদের চেয়েও অভাবীকে ? শপথ সেই সত্তার ! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, মদীনার এ দুই প্রস্তরময় যমীনের মাঝখানে আমাদের চেয়ে বেশী অভাবী আর কেউ নেই। একথা শুনে নবী (স) হেসে দিলেন, এমনকি তাঁর চোয়ালের দস্তরাজি দেখা গেল। তিনি বললেন : তাহলে তোমরাই এগুলো গ্রহণ করো।

১৪-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ “ওয়ারিসের ওপরও অনুরূপ দায়িত্ব রয়েছে”-(সূরা আল বাকারা : ২৩৩)। আর মহিলাদের ওপর এরূপ কোন দায়িত্ব আছে কি ? “আর আল্লাহ দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাদের একজন বোবা, যার কোন কিছুই করার শক্তি নেই, অধিকন্তু সে তার অভিভাবকের ওপর বোঝাস্বরূপ ”-(সূরা আন-নাহল : ৭৬)।

৬৭৯- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ
أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكْتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَاهُمْ بَنِي قَالَ نَعَمْ لَكَ أَجْرٌ مَا
أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ .

৪৯৬৯. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল ! আবু সালামার বাচ্চাদের ভরণপোষণ করাতে আমার কি সওয়াব হবে ? আমি তাদেরকে এভাবে এ অবস্থায় (দরিদ্র) ছেড়ে দিতে পারছি না। এরা আমারই সন্তান। তিনি বললেন : হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য যা খরচ করছ, তার সওয়াব পাবে।

৬৭৭- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هِنْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ
عَلَى حَرَجٍ أَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِي قَالَ خَذِي بِالْمَعْرُوفِ .

৪৯৭০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হিন্দ (বিনতে ওতবা) বলল : হে আল্লাহর রসূল ! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। কাজেই আমি আমার নিজের ও সন্তানদের প্রয়োজন মোতাবেক তার সম্পদ থেকে গ্রহণ করলে কি অন্যায হবে ? তিনি বলেন : ন্যাযসংগত-ভাবে গ্রহণ করবে।

১৫-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর বাণী : “যে ব্যক্তি ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করে, তা আমার দায়িত্বে।”

৪৭৭১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْمَتَوَفَّى عَلَيْهِ الَّذِينَ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ فَضْلًا فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدِينِهِ وَفَاءً صَلَّى وَالْأَقَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوَفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دِينًا فَعَلَى قَضَاءِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ .

৪৯৭১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জানাযার জন্য ঋণগ্রস্ত কোন মৃত ব্যক্তিকে আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন : সে তার ঋণ শোধ করার মতো অতিরিক্ত সম্পদ রেখে গিয়েছে কি? যদি বলা হতো সে তার ঋণ শোধ করার মতো পর্যাপ্ত সম্পদ রেখে গেছে, তাহলে তিনি জানাযার নামায পড়তেন। অন্যথায় তিনি মুসলমানদের বলতেন : তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়। অতপর আল্লাহ নবী (স)-কে অসংখ্য বিজয় দান করলে তিনি বলেন : আমি মু'মিনদের জন্য তাদের আপন সন্তার চেয়েও অধিক কল্যাণকামী। কাজেই মু'মিনদের মধ্যে কেউ ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে সম্পদ রেখে মারা যায়, তা তার উত্তরাধিকারীদের (প্রাপ্য)।

১৬-অনুচ্ছেদ : মুক্তদাসী বা অপর কোন নারী দুধ পান করাতে পারে।

৪৭৭২- عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ أُخْتِي بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ قَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِبةٍ وَآحِبُّ مَنْ شَارَكْتَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَيْبِيَّتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرُّضَاعَةِ أَرْضَعْتَنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثَوْبِيَّةَ فَلَا تَعْرِضْنِ عَلَيَّ بِنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرُوَّةُ ثَوْبِيَّةُ أَعْتَقَهَا أَبُو لَهَبٍ .

৪৯৭২. নবী (স)-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, আমি আরয় করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার বোন আবু সুফিয়ানের মেয়েকে আপনি বিয়ে করুন। তিনি বলেন : তুমি কি এটা পসন্দ করো? আমি বললাম : হ্যাঁ। আমি একাই আপনার স্ত্রী নই। অতএব আমি আমার বোনকেও কল্যাণের অংশীদার করতে চাই। নবী (স) বলেন : এটা তো আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর শপথ! আমাদের মাঝে আলোচনা হচ্ছে যে, আপনি নাকি দোররা বিনতে আবু সালামাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বিনতে উশ্বে সালামাকে ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ ! সে যদি আমার স্ত্রীর কন্যা নাও হতো, তবুও সে আমার জন্য হালাল ছিল না। কারণ সে আমার দুধ ভাতিজী। আমাকে ও আবু সালামাকে সুওয়াইবা দুধ পান করিয়েছে। কাজেই আমার জন্য তোমাদের কন্যা ও তোমাদের বোনদের পেশ করো না।^৭

২

৭. স্ত্রীর গর্ভজাত এবং তার পূর্ব স্বামীর গুর্ভজাত সন্তানকে রবীবাহ (رَبِيبَةٌ) বলে। এ ধরনের কন্যাদের বিবাহ করা হারাম হওয়া কেবল সং পিতার ঘরে লালিত-পালিত হওয়ার ওপরই নির্ভর করে না। সূরা আন-নিসায়ও এ শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। জাতির ফিক্‌হবিদদের এ সম্পর্কে পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে যে, সং কন্যা সং পিতার ওপর নিশ্চিতরূপেই হারাম। সে কন্যা সং পিতার ঘরে লালিত-পালিত হোক বা না হোক।

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

(খাদ্য দ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ)

১-অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ** : “আমি যেসব পবিত্র রিযিক তোমাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে তোমরা আহাৰ কর”-(সূরা আল-বাকারা : ১৭২)। **أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ**। “তোমরা যেসব জিনিস উপার্জন কর তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ ব্যয় কর”-(সূরা আল-বাকারা : ২৬৭)। **كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا** “পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে খাও এবং নেক কাজ করো”-(সূরা মুমিনুন : ৫১)।

৪৭৭৩- **عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعَوِّنُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِي**

৪৯৭৩. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমরা ক্ষুধার্তকে খেতে দাও, রোগীকে দেখতে যাও এবং বন্দীদের মুক্ত কর।

৪৭৭৪- **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا شَبِعَ أَلْ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قَبِضَ وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَصَابَنِي جُهْدٌ شَدِيدٌ فَلَقِيتُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَخَرَرْتُ لِوَجْهِهِ مِنَ الْجُهْدِ وَالْجُوعِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ فَآخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي فَأَنْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ فَأَمَرَ لِي بِعِيسٍ مِّنْ لَّبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ عُدْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ ثُمَّ قَالَ عُدْ فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِي فَصَارَ كَالْقِدْحِ قَالَ فَلَقِيتُ عُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي وَقُلْتُ لَهُ تَوَلَّى اللَّهُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَقْرَأْتُكَ الْآيَةَ وَلَآنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَآنَ أَكُونَ أَنْدَخْتُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ حُمْرِ النَّعَمِ**

৪৯৭৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবার-পরিজন তাঁর ইন্তিকাল অবধি একাধারে তিন দিনও পেট পুরে খাওয়ার মত আহাৰ পাননি। আবু

হুরাইরা (রা) বলেন, একদিন আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হয়ে পড়লাম। তাই উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাব থেকে কিছু তিলাওয়াত^১ করতে বললাম। তিনি তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে কুরআন মজীদ পাঠ করে শুনান। এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে সামান্য কিছুদূর অগ্রসর হতেই প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে বেহুঁশ হয়ে মুখ খুবড়ে পড়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরে পেলে দেখলাম রসূলুল্লাহ (স) আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে (আদর করে) ডাকলেন : হে আবু হির (আবু হুরাইরা)। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি আপনার পবিত্র দরবারে হাজির আছি। তিনি আমাকে হাত ধরে উঠান এবং আমার অবস্থা বুঝতে পারেন। তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বড় একটি পাত্র ভর্তি দুধ আনিয়ে তা পান করতে বলেন। আমি তার কিছু অংশ পান করি। তিনি বলেন, হে আবু হুরাইরা ! আরো পান কর। আমি পনুরায় পান করলাম। তিনি আবার বলেন : আরো পান কর। আমি আরো পান করলাম, এমনকি আমার পেট পূর্ণ হয়ে পাত্রবত হল। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এরপর আমি উমারের সাথে সাক্ষাত করে তাকে আমার অবস্থা খুলে বলি। আমি তাঁকে আরো বলি, হে উমার ! এ কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা এমন একজন লোককে দায়িত্ব দিলেন যিনি এজন্য প্রকৃতপক্ষেই আপনার চেয়েও বেশী উপযুক্ত। আল্লাহর শপথ ! আমি আপনাকে (কুরআন মজীদে) আয়াত পড়তে বলেছিলাম, অথচ আমিই তা আপনার চেয়ে বেশী ভাল পড়তে পারি। উমার (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ ! যদি আমি আমার বাড়ীতে তোমার মেহমানদারি করতে পারতাম তাহলে তা আমার কাছে লোহিত বর্ণের উটের^২ চেয়েও অধিক প্রিয় হত।

২-অনুচ্ছেদ : বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া আরম্ভ করা এবং ডান হাতে আহার গ্রহণ।

৬৭৫- عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي أَسْلَمَةَ يَقُولُ كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا غُلَامُ سَمَّ اللَّهُ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طُعْمَتِي بَعْدُ .

৪৯৭৫. উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি বালক হিসেবে রসূলুল্লাহ (স)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবার পাত্রে আমার হাত এক জায়গায় স্থির থাকত না। তাই রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেন : হে বালক ! আল্লাহর নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ বলে) ডান হাত দিয়ে নিজের সামনে থেকে খাও। সুতরাং তখন থেকে আমি ঐ নীতি অনুসারে খেয়ে থাকি।

৩-অনুচ্ছেদ : খাবার পাত্র থেকে কাছের খাবার গ্রহণ। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন : খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম লও। লোকে যেন পাত্র থেকে নিজের কাছের খাবার গ্রহণ করে।

১. সাহাবীদের রীতি ছিল একজন অপরের কাছে খাবার চাইলে সন্ত্রমবশত তা সরাসরি না চেয়ে তাঁকে কুরআন শরীফ পাঠ করে শুনতে বলতেন।

২. আরবে লাল বর্ণের উট ছিল অত্যন্ত প্রিয় এবং অধিক মূল্যবান।

৪৯৭৬- عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا فَجَعَلْتُ أَكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلْ مِمَّا يَلِيكَ .

৪৯৭৬. নবী (স)-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-এর পুত্র উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আহার করছিলাম। আমি পাত্রে সবদিক থেকে খাবার নিয়ে খেতে থাকলে রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেন : তোমার নিজের নিকট থেকে খাও।

৪৯৭৭- عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِطَعَامٍ وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ .

৪৯৭৭. আবু নুআইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে কিছু খাবার আনা হল। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর সৎ পুত্র উমার ইবনে আবু সালামা। রসূলুল্লাহ (স) তাকে বলেন : আল্লাহর নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ বলে) নিজের নিকট থেকে খাও।

৪-অনুচ্ছেদ : খাওয়ার সঙ্গী অপসন্দ না করলে পাত্রে সবদিক থেকে খাওয়া।

৪৯৭৮- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خِيَاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَتَّبِعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوَالِي الْقِصْعَةِ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُّ الدُّبَاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ

৪৯৭৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দর্জি রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত করে তাঁকে দাওয়াত করে। আনাস (রা) বলেন, আমিও রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে গেলাম। আমি দেখলাম রসূলুল্লাহ (স) পাত্রে চারদিক থেকে কদুর টুকরা খুঁজে খুঁজে নিচ্ছেন। আনাস (রা) বলেন, ঐদিন থেকে আমিও কদু পসন্দ করে আসছি।

৫-অনুচ্ছেদ : আহার ও অন্যান্য কাজ ডান হাতে বা ডান দিক থেকে শুরু করা। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেন : ডান হাত দিয়ে খাও।

৪৯৭৯- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيْمَنَ مَا سَتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُلِهِ وَتَرَجُلِهِ وَكَانَ قَالَ بِوَأَسِطِ قَبْلِ هَذَا فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ .

৪৯৭৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) উষু করা, জুতা পরা ও চুল আচড়ানোর সময় ডান দিক থেকে শুরু করা পসন্দ করতেন। আল-আশআস (র) ওয়াসিত নামক স্থানে বলেন যে, নবী (স) তাঁর প্রতিটি কাজেই এরূপ করতেন।

৬-অনুচ্ছেদ : পেট ভরে খাওয়া ।

৬৯৮০- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرَفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِيَعْصِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِيَعْصِهِ ثُمَّ أَرْسَلْتَنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَطْعَامٍ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قَوْمًا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَآيَسَ عِدْنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نَطْعِمُهُمْ فَقَالَتْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْمِي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكَ فَآتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ فَفَتَّ وَعَصَرَتْ أُمَّ سُلَيْمٍ عَكَّةً لَهَا فَادَمَّتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ إِئْذَنْ لِعِشْرَةِ فَإِنْ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ إِئْذَنْ لِعِشْرَةِ فَإِنْ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ أَنْزَلَ لِعِشْرَةِ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلًا .

৪৯৮০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহা (রা) উম্মে সুলাইম (রা)-কে বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলাম, তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। তোমার কাছে কি খাবার কিছু আছে? উম্মু সুলাইম (রা) কয়েকখানা যবের রুটি বের করলেন এবং নিজের দোপাট্টা এনে ঐ রুটি কয়খানা তাতে বাঁধেন এবং তা আমার কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে দোপাট্টার অপরাংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে পাঠান। আনাস (রা) বলেন, আমি ঐগুলো নিয়ে রওয়ানা হলাম এবং মসজিদে (নববীতে) গিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-কে কিছু লোকসহ পেলাম। আমি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়লাম। রসূলুল্লাহ (স) আমাকে জিজ্ঞেস করেন : আবু তালহা কি তোমাকে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন : খাবারসহ? আনাস বলেন : আমি বললাম, হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সঙ্গীদেরকে বলেন : চলো, একথা বলে তিনি রওয়ানা হলেন। আমি তাঁদের আগেই চলে এলাম এবং আবু তালহার কাছে পৌঁছে গেলাম। আবু তালহা (রা) বলেন, হে উম্মু সুলাইম! রসূলুল্লাহ (স) তো লোকজন

সাথে নিয়ে আসছেন, অথচ তাদের সবাইকে খাওয়ানোর মত খাদ্য আমাদের কাছে নেই। উম্মু সুলাইম (রা) বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। আনাস (রা) বলেন, আবু তালহা (রা) এগিয়ে গিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তিনি ও রসূলুল্লাহ (স) এসে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, হে উম্মু সুলাইম! তোমার কাছে যা আছে নিয়ে এসো। উম্মু সুলাইম (রা) ঐ রুটিগুলো নিয়ে আসেন। রসূলুল্লাহ (স) তা টুকরো টুকরো করতে বলেন। উম্মু সুলাইম একটি চামড়ার পাত্র থেকে মাখন বা ঘি ঢেলে তাতে মিশান। এরপর রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর ইচ্ছায় তাতে কিছু পড়েন এবং বলেন : দশজনকে আসতে বল। দশজনকে ডাকা হল। তারা সবাই পেটপুরে খেয়ে চলে গেল। তারপর তিনি বলেন : দশজনকে আসতে বল। আবার দশজনকে ডাকা হল। তারাও পেটপুরে খেয়ে চলে গেল। তারপর আবার দশজনকে ডাকা হল। এভাবে দলের সবাই পেটপুরে খেল। আর তারা ছিলেন সর্বমোট আশিজন।

৬৯৮১- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِّنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوَهُ فَعَجِبَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُّشْرِكٌ مُّشْعَانٌ طَوِيلٌ بَغَنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أبيعَ أُمَّ عَطِيَّةَ أَوْ قَالَ هِبَةَ قَالَ لَا بَلْ يبيعُ قَالَ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنَعَتْ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ يَشْوِي وَيَأْتُمُ اللَّهُ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلَّا قَدْ حَزُّ لَهُ حَزَّةٌ مِّنْ سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَاهَا لَهُ ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا قِصْعَتَيْنِ فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا وَفَضَلَ فِي الْقِصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَيْعِ أَوْ كَمَا قَالَ .

৪৯৮১. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা একশত ত্রিশজন লোক (এক সফরে) নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। নবী (স) বলেন : তোমাদের কারো কাছে খাদ্য আছে কি? দেখা গেল, এক ব্যক্তির কাছে এক সা' বা অনুরূপ পরিমাণ খাদ্য আছে। তা গুলিয়ে খামীর করা হল। অতপর দীর্ঘদেহী এক মুশরিক ব্যক্তি এল। সে বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। নবী (স) তাকে বলেন : তুমি কি এগুলো বিক্রয় করবে, না উপহার হিসেবে দিবে? লোকটি বলল : না, আমি বরং বিক্রয় করব। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকর (রা) বলেন, নবী (স) তার নিকট থেকে একটি বকরী খরিদ করেন। বকরীটা যবেহ করা হলে নবী (স) তার কলিজা ভুনা করতে আদেশ করেন। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকর (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! একশত ত্রিশজনের মধ্যে একজনও এমন ছিল না, যাকে কলিজার অংশ দেয়া হয়নি। যারা উপস্থিত ছিল তিনি তাদেরকে তো দিলেনই এবং যারা অনুপস্থিত ছিল তাদের অংশ পৃথক করে রাখা হল। তিনি গোশত দু'টি পাত্রে ভাগ করলেন। আমরা সবাই পরিভূক্ত হয়ে খেলাম। এরপরও পাত্র দু'টিতে গোশত অবশিষ্ট থাকল। আমি তা উটের পিঠে বহন করে নিয়ে গেলাম। অথবা তিনি (বর্ণনাকারী) অনুরূপ কথা বলেছেন।

৬৭৮২- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوْفِي النَّبِيَّ ﷺ حِينَ شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرَ وَالْمَاءَ .

৪৯৮২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এমন অবস্থায় ইনতিকাল করেন, যখন আমরা দু'টি কালো বস্তু দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েছি অর্থাৎ খেজুর ও পানি।

৭-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ الْآيَةَ

“কোন আপত্তি নেই যদি কোন অন্ধ কিংবা ঝোঁড়া অথবা অসুস্থ ব্যক্তি কারো বাড়ীতে খায়। আর তোমাদের ক্ষতি নেই তোমাদের নিজেদের বাড়ীতে কিংবা বাপ-দাদার বাড়ীতে অথবা মা ও নানীর বাড়ীতে অথবা ভাইদের বাড়ীতে অথবা বোনদের বাড়ীতে অথবা চাচাদের বাড়ীতে অথবা ফুফুদের বাড়ীতে অথবা মামাদের বাড়ীতে অথবা খালাদের বাড়ীতে অথবা যে বাড়ীর দায়দায়িত্ব তোমাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে সে বাড়ীতে অথবা তোমাদের বন্ধুর বাড়ীতে তোমাদের আহ্বার করায়। তোমরা একত্রে খাও কিংবা আলাদাভাবে খাও তাতেও কোন দোষ নেই। বাড়ীতে প্রবেশকালে তোমরা নিজের লোকদের সালাম করবে। এটা কল্যাণকর, খুবই বরকতপূর্ণ ও পবিত্র কাজ, যা আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত। আল্লাহ এভাবেই তোমাদের কাছে আয়াত বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি কর”-(সূরা আন-নূর : ৬১)।

৬৭৮৩- عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَلَمَّا كُنَّا بِالصُّهْبَاءِ قَالَ يَحْيَىٰ وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى الرَّوْحَةِ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِطَعَامٍ فَمَا أَتَى إِلَّا بِسَوِيقٍ فَلُكَّنَاهُ وَأَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا فَصَلَّىٰ بِنَا الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ سَفِيَانُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْدًا وَبَدَأُ .

৪৯৮৩. সুওয়াইদ ইবনে নুমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে খায়বার এলাকায় রওয়ানা হলাম। আমরা আস-সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলে রসূলুল্লাহ (স) খাবার চাইলেন। (বর্ণনাকারী) ইয়াহুইয়া বলেন, আস-সাহবা হল খাইবার থেকে এক দিনের অর্থাৎ এক মনযিলের পথ। তাঁকে কিছু ছাতু ছাড়া আর কিছুই দেয়া গেল না। আমরা তা গুকনোই মুখে পুরে মুখ নেড়ে নেড়ে খেলাম। এরপর তিনি পানি চেয়ে নিয়ে কুলি করলে আমরাও কুলি করলাম। অতপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে (নতুন) উযু না করেই মাগরিবের নামায পড়েন। সুফিয়ান বলেন, আমি ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদের নিকট থেকে হাদীসটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনেছি।

৮-অনুচ্ছেদ : পাতলা রুটি খাওয়া এবং দস্তরখানে খাদ্য গ্রহণ করা।

৬৭৮৪- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ خَبَازٌ لَهُ فَقَالَ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ خَبْزًا مَرْقَقًا وَلَا شَاءَةً مَسْمُوطَةً حَتَّىٰ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .

৪৯৮৪. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সামনে তাঁর বাবুর্চিও উপস্থিত ছিল। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) কখনও পাতলা রুটি কিংবা বকরীর ভূনা গোশত খাননি। আর এ অবস্থায়ই তিনি আল্লাহর সাক্ষাতে পৌঁছে যান।

৪৯৮৫. عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عَلَى سَكْرَجَةٍ قَطٌ وَلَا خَبِزَ لَهُ مُرُقٌ قَطٌ وَلَا أَكَلَ عَلَى خَوَانٍ قَطٌ قَبْلَ لِقَاءِ فَتَادَةَ فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفْرِ .

৪৯৮৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জানামতে নবী (স) কখনো ছোট প্লেট বা তশতরীতে আহার করেননি কিংবা তাঁর জন্য কখনও পাতলা রুটি তৈরি করা হয়নি কিংবা কখনো তিনি উঁচু টেবিলে আহার করেননি। কাতাদাকে বলা হল, তাহলে তারা কিভাবে খাবার খেতেন? তিনি বলেন, দস্তুরখানে।

৪৯৮৬. عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِي بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَيَّ وَلِيَمْتَهُ أَمْرًا بِالْأَنْطَاعِ فَبَسِطَتْ فَالْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ وَقَالَ عَمْرُو عَنْ أَنَسٍ بَنَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ .

৪৯৮৬. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) সাফিয়্যার সাথে বাসর রাত কাটালেন। আমি তাঁর ওয়ালীমায় (বৌভাতে) মুসলমানদেরকে দাওয়াত করলাম। নবী (স)-এর আদেশে চামড়ার দস্তুরখান পাতা হল এবং তাতে খেজুর, পনির ও ঘি পরিবেশন করা হল। আনাস (রা) বলেন, সাফিয়্যার সাথে নবী (স) বাসর রাত কাটান। এ উপলক্ষে চামড়ার দস্তুরখানে 'হাইস' (ঘি, খেজুর ও অন্যান্য উপকরণাদি সহযোগে প্রস্তুত এক প্রকার খাদ্য) পরিবেশন করা হয়।

৪৯৮৭. عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُونَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُونَ يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقِينَ فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ يَا بَنِيَّ إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنَّطَاقِينَ هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النَّطَاقَانِ إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِي شَقَقْتُهُ نِصْفَيْنِ فَأَوْكَيْتُ قَرِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَحَدِهِمَا وَجَعَلْتُ فِي سَفَرَتِهِ آخَرَ قَالَ فَكَانَ أَهْلُ الشَّامِ إِذَا عَيَّرُوهُ بِالنَّطَاقِينَ يَقُولُ إِنَّهَا وَاللَّهِ تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرَةٌ عَنْكَ عَارَهَا .

৪৯৮৭. ওয়াহ্ব ইবনে কাইসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শামবাসীরা 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-কে 'যাতুন নিকাতাইন' (দুই কোমরবন্দওয়ালী) বেটা বলে ঠাটা-বিদ্রূপ করত। তাঁর মা আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) তাঁকে বলেন, হে বৎস! তারা তোমাকে দুই কোমরবন্দের কথা বলে বিদ্রূপ করে। কিন্তু দুই কোমরবন্দের ঘটনাটা কি তুমি জান? আমার কোমরবন্দ ছিঁড়ে দুই টুকরা করে তার এক টুকরা দিয়ে আমি (মদীনায়

হিজরতকালে) রসুলুল্লাহ (স)-এর পানির খলির মুখ বেঁধে দিয়েছিলাম, অপর টুকরা দ্বারা তাঁর খাদ্যের খলির মুখ বেঁধে দিয়েছিলাম। (ওয়াহ্ব ইবনে কাইসান) বলেন, তাই শামবাসীরা তাঁকে দুই কোমরবন্ধের কথা বলে টিটকারি দিলে তিনি বলতেন, আল্লাহর কসম ! আরো বল। এতো এমন ব্যাপার যাতে আমার লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই (বরণ গর্বের বিষয়)।

৬৯৮৮- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ حَفِيدَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِنِ حَزْنِ خَالَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَهَدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضْبًا فَدَعَا بِهِنَّ فَأَكَلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَالْمُسْتَقْدِرِ لَهُنَّ وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أَكَلْنَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ .

৪৯৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর খালা উম্মু হফাইদ বিনতে হারিস ইবনে হাযন (রা) নবী (স)-এর জন্য কিছু ঘি, পনির ও গুইসাপের গোশত উপহার পাঠান। নবী (স) তা আহারের জন্য লোকদের ডাকলেন। তাঁর দস্তুরখানে সেগুলো খাওয়া হল। নবী (স) সেগুলো অরুচিকর হওয়ায় তা পরিভ্যাগ করলেন। ঐগুলো হারাম হলে নবী (স)-এর দস্তুরখানে বসে তা খাওয়া যেতো না এবং তা খেতে তিনি আদেশও করতেন না।

৯-অনুচ্ছেদ ৪ ছাত্তু।

৬৯৮৯- عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالصُّهْبَاءِ وَهِيَ عَلَى رَوْحَةٍ مِّنْ حَيْبَرَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ إِلَّا سَوِيْقًا فَلَاكَ مِنْهُ وَلَكِنَّا مَعَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ثُمَّ صَلَّى وَصَلَّيْنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৪৯৮৯. সুয়াইদ ইবনুন নু'মান (রা) বলেন, তারা নবী (স)-এর সাথে খাইবার থেকে এক দিনের পথ (এক মনযিল) দূরত্বে অবস্থিত আস-সাহবা নামক স্থানে ছিলেন। নামাযের সময় ঘনিজে আসলে নবী (স) খাবার আনতে বলেন। কিন্তু কিছু ছাত্তু ছাড়া আর কোন খাবার ছিল না। তিনি ঐ ছাত্তুর কিছুটা খেলেন। আমরাও তা খেলাম। এরপর তিনি পানি আনিয়াে কুলি করলেন এবং (পুনরায়) উযু না করে নামায পড়লেন এবং আমরাও নামায পড়লাম।

১০-অনুচ্ছেদ ৪ খাদ্যের নাম না জানানো এবং সে সম্পর্কে অবহিত না হওয়া পর্যন্ত নবী (স) তা খেতেন না।

৬৯৯০- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُودًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حَفِيدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدِمَتْ

الضَّبِّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ قَلًا مَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدِّثَ بِهِ وَيُسَمِّي لَهُ فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِّنْ نِّسْوَةِ الْحَضُورِ أَخْبِرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَدَّمْتَن لَهٗ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحْرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَأَجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى .

৪৯৯০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) বলে খ্যাত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) তাকে বলেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তার খালা উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনা (রা)-এর বাড়ীতে যান। মায়মুনা (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসেরও খালা হতেন। সেখানে তিনি (খালিদ) ভুনা গুইসাপ দেখতে পেলেন। তাঁর বোন হুফাইদা বিনতুল হারিস নজদ থেকে তা নিয়ে আসেন। উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে ভুনা গুইসাপ পরিবেশন করেন। কোন খাদ্য সম্পর্কে অবহিত না করা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (স) কমই তার দিকে হাত বাড়াতেন। রসূলুল্লাহ (স) গুইসাপের দিকে হাত বাড়ালে সেখানে উপস্থিত এক মহিলা বলেন, তোমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে যা পরিবেশন করেছ, সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত কর। তারপর সে নিজেই বলল, হে আল্লাহর রসূল! এটি গুইসাপের ভাজা গোশত। রসূলুল্লাহ (স) তৎক্ষণাৎ তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) বলেন : হে আল্লাহর রসূল! গুইসাপ খাওয়া কি হারাম? রসূলুল্লাহ (স) বলেন : না, তবে তা আমার কওমের এলাকায় পাওয়া যায় না। তাই তা খাওয়া আমি অপসন্দ করি। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) বলেন, আমি তা আমার দিকে টেনে নিয়ে খেতে থাকলাম। আর রসূলুল্লাহ (স) আমার দিকে তাকিয়ে দেখেন।^৩

১১-অনুচ্ছেদ : একজনের খাদ্য দুইজনের জন্য যথেষ্ট।

٤٩٩١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامُ اثْنَيْنِ كَافِيَ الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِيَ الْأَرْبَعَةِ .

৪৯৯১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

১২-অনুচ্ছেদ : ঈমানদার ব্যক্তি এক পাকস্থলীতে খায়।

٤٩٩٢- عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عَمْرٍو لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتِيَ بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ فَانْخَلَتْ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا فَقَالَ يَا نَافِعُ لَا تَدْخُلْ عَلَيَّ هَذَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ .

৩. হানাফী মাযহাব মতে গুইসাপের গোশত খাওয়া মাকরুহ। অন্যান্য মাযহাবে তা খাওয়া বৈধ।

৪৯৯২. নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তাঁর সাথে খাওয়ার জন্য কোন মিসকীন না পাওয়া পর্যন্ত খাবার খেতেন না। আমি এক ব্যক্তিকে তাঁর সাথে খাবার জন্য আনলাম। সে প্রচুর খেলো। তিনি (পরে) বলেন, হে নাফে! তুমি একে আর কখনো আমার সাথে আহার করতে আনবে না। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, মু'মিন এক উদরে খাদ্য গ্রহণ করে আর কাফের সাত উদরে খাদ্য গ্রহণ করে।

১৩-অনুচ্ছেদ : মু'মিন এক উদরে খায়। এ বিষয়ে আবু হুরাইরা (রা) থেকে নবী (স)-এর হাদীস বর্ণিত আছে।

৬৯৯৩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعَىٰ وَاحِدٍ وَإِنَّ الْكَافِرَ أَوْ الْمُنَافِقَ فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ .

৪৯৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মু'মিন ব্যক্তি এক উদরে খাদ্য গ্রহণ করে। আর কাফের অথবা মুনাফিক সাত উদরে খাদ্য গ্রহণ করে। হাদীসের রাবী আবদাহ ইবনে সুলাইমান বলেছেন, তাঁর কাছে হাদীস বর্ণনাকারী উবাইদুল্লাহ কাফেরের কথা বলেছিলেন না মুনাফেকের কথা বলেছিলেন তা তাঁর ভাল মনে নেই। (অপর একটি সনদে ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বুকাইর-মালেক-নাফে-আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সূত্রে নবী (স)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।)

৬৯৯৪. عَنْ عَمْرٍو قَالَ كَانَ أَبُو نَهَيْكٍ رَجُلًا أَكُولًا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ قَالَ فَاثْنَا أُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ .

৪৯৯৪. আমার ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু নাহীক ছিলেন পেটুব ব্যক্তি। তাই আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাকে বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কাফেরের সাত উদরে খায়। (একথা শুনে আবু নাহীক বলেন, তাতে কি) আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি।

৬৯৯৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعَىٰ وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ .

৪৯৯৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : মুসলমান একটি উদরপূর্ণ করে খায়। আর কাফের খায় সাতটি উদরপূর্ণ করে।

৬৯৯৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا فَاسْتَمَّ فَكَانَ يَأْكُلُ كَلًّا قَلِيلًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعَىٰ وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ .

৪৯৯৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অধিক পরিমাণে খেতো। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে কম খেতে থাকে। বিষয়টি নবী (স)-এর কাছে আলোচিত হলে তিনি বলেন : মু'মিন এক উদরে খায়, আর কাফের খায় সাত উদরে।

১৪-অনুচ্ছেদ : হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করা।

৪৯৯৭. عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا أَكُلُ مَتَكِّئًا .

৪৯৯৭. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : আমি হেলান দিয়ে খাবার গ্রহণ করি না।

৪৯৯৮. عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ لَا أَكُلُ وَأَنَا مُتَكِّئٌ .

৪৯৯৮. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তার নিকট উপস্থিত এক ব্যক্তিকে তিনি বলেন : আমি হেলান দিয়ে খাবার গ্রহণ করি না।

১৫-অনুচ্ছেদ : ভূনা খাদ্য। আল্লাহর বাণী : “فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ : আল্লাহর বাণী : “সে বিলম্ব না করে একটা ভূনা গোবৎস নিয়ে হাযির হলো”-(সূরা হুদ : ৬৯)।

৪৯৯৯. عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ فِقِيلَ لَهُ إِنَّهُ ضَبٌّ فَأَمْسَكَ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدٌ أَحْرَامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي فَاجِدُنِي أَعَافَهُ فَأَكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ .

৪৯৯৯. খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর সামনে ভূনা গুইসাপ পরিবেশন করা হল। তিনি তা খাওয়ার জন্য আকৃষ্ট হলে বলা হল—ওটা গুইসাপ। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) বলেন, এটা কি হারাম! তিনি বলেন : না, তবে আমার কওমের এলাকায় তা পাওয়া যায় না। তাই আমি তা অপসন্দ করি। অতপর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) তা খেলেন আর রসূলুল্লাহ (স) তাকিয়ে তার খাওয়া দেখলেন। মালেক বলেন, যুহরী বলেছেন, গুইসাপের ভূনা গোশত।

১৬-অনুচ্ছেদ : খাযীরা খাওয়া। নাদর ইবনে শুমাইন বলেন, খাযীরা ময়দা দিয়ে এবং হারীরা দুধ দিয়ে তৈরি করা হয়।

৫০০০. عَنْ عَثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَنِ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَنْكَرْتُ بِصَرِيٍّ وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَاذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ وَسَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ لَهُمْ فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي

فَاتَّخَذَهُ مُصَلًّى فَقَالَ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ عَتَبَانُ فَعَدَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ اِرْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَذْنَتْ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ لِي أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشْرَفْتُ إِلَى نَاحِيَةِ مَنْ الْبَيْتِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَكَبَّرَ فَصَفَّقْنَا وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهُ فَنَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِّنْ أَهْلِ الدَّارِ نَوُوْا عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشَنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُلْ إِلَّا تَرَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ قُلْنَا فَاِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ فَاِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ .

৫০০০. ইতবান ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবী। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি আমার কওমের মসজিদে নামায পড়াই। কিন্তু বৃষ্টি হলে তাদের ও আমার মধ্যবর্তী মাঠ পানিতে ডুবে যায়। এ কারণে আমি তখন মসজিদে গিয়ে তাদের নামায পড়াতে পারি না। হে আল্লাহর রসূল! তাই আমার মনের আকাঙ্খা হলো, আপনি আমার বাড়ীতে গিয়ে এক জায়গায় নামায পড়লে আমি সেটাকে নামাযের জায়গা হিসেবে নির্দিষ্ট করে নিতাম। নবী (স) বলেন : ইনশাআল্লাহ আমি শীঘ্র তা করব। ইতবান (রা) বলেন, পরদিন সকাল বেলা কিছু বাড়লে রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বাকর (রা) আসেন। নবী (স) বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি বাইরে না বসে ভেতরে প্রবেশ করে আমাকে বলেন : তোমার ঘরের কোন্ জায়গায় আমার নামায পড়া তুমি পসন্দ কর। আমি ইশারায় ঘরের এক কোণে জায়গা দেখিয়ে দিলে নবী (স) সেখানে গিয়ে দাঁড়ান এবং নামাযের জন্য তাকবীর বলেন। আমরাও কাতার বেঁধে দাঁড়িলাম। তিনি দুই রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরান। আমরা তাঁর জন্য যে খাযীরা প্রস্তুত করেছিলাম, তা খাওয়ার জন্য তাঁকে ফিরে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করলাম। এক এক করে মহল্লাবাসী অনেক লোক এসে ঘরে ভিড় করল। তাদের একজন বলল, মালেক ইবনে দুখশন কোথায়? অপর একজন বলল, সে তো মোনাফিক! সে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স)-কে ভালবাসে না। নবী (স) বলেন : এরূপ বলবে না। তুমি কি জান না, সে ঘোষণা করেছে : “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)!” এভাবে সে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করে। লোকটি বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাঙ্গেক্ষা ভাল জানেন। সে আবার বলল, আমরা মোনাফিকদের সাথে তার উঠাবসা ও কল্যাণকামিতা দেখতে পাই! নবী (স) বলেন : যে ব্যক্তি ঘোষণা করেছে : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই), আর এভাবে সে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে দোষখের জন্য হারাম করে দেন।

১৭-অনুচ্ছেদ : পনির খাওয়া। হুমাইদ (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, সাক্ফিয়্যার সাথে বাসর যাপনের সময় নবী (স) যে দাওয়াতে ওলীমার (বৌভাতের) ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে তিনি আমন্ত্রিতদেরকে খেজুর, পনির ও ঘি পরিবেশন করেছিলেন। আমর ইবনে আবু আমর (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সাক্ফিয়্যার ওলীমাতে নবী (স) 'হাইস'^৪ নামক খাদ্য পরিবেশন করেছিলেন।

৫০০১ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ضَبَابًا وَأَقِطًا وَلَبَنًا فَوَضَعَ الضَّبُّ عَلَى مَا بَدَتْهُ فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوضَعْ وَشَرَبَ اللَّبَنَ وَأَكَلَ الْأَقِطَ .

৫০০১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা নবী (স)-এর কাছে গুইসাপ, পনির ও ঘি উপহার পাঠিয়েছিলেন। নবী (স)-এর দস্তুরখানে উক্ত গুইসাপ পরিবেশন করা হয়। হারাম হলে তা অবশ্যই পবিবেশন করা হত না। নবী (স) দুধ পান করলেন এবং পনির খেলেন (কিন্তু গুইসাপ খাননি)।

১৮-অনুচ্ছেদ : বীট ও বার্লি প্রসংগে।

৫০০২ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ إِنَّا كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كَأَنَّ لَنَا عَجُوزًا تَأْخُذُ أَصُولَ السَّلِقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قَدْرِ لَهَا فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِّنْ شَعِيرٍ إِذَا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَفَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَاللَّهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكٌ .

৫০০২. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমুআর দিন এলে আমরা খুশী হতাম। কারণ এক বৃদ্ধা মহিলা বীট তুলে তাতে কিছু যবের আটা দিয়ে আমাদের জন্য তার ডেকচিতে রান্না করত। আমরা নামায পড়ে তার কাছে গেলে সে আমাদেরকে তা পরিবেশন করত। এ কারণেই আমরা জুমুআর দিনে আনন্দিত হতাম। আমরা ঐ দিন সকালে কোন খাবার খেতাম না এবং জুমুআর নামায পড়ে 'কাইলুলা' (দিবানিদ্রা) যেতাম। আল্লাহর শপথ! উক্ত খাদ্যে কোন চর্বি থাকত না।

১৯-অনুচ্ছেদ : দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে গোশত ছিড়ে খাওয়া।

৫০০৩ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَعَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَتِفًا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَعَنْ أَيُّوبَ وَعَاصِمٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْتَشَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَرَقًا مِنْ قَدْرِ فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৫০০৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) রানের গোশত দাঁত দিয়ে ছিড়ে খেয়েছেন এবং তার পর উঠে (নতুন) উয়ু ছাড়াই নামায পড়েছেন। অপর একটি সনদে আইয়ুব-আসেম-ইকরিমা-আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী (স)

৪. খেজুর, পনির ও ঘি সংযোগে 'হাইস' প্রস্তুত করা হয়।

ডেকচি থেকে হাড়ডি বের করে খেয়েছেন এবং তারপরই নামায পড়ছেন। নামাযের জন্য তিনি (নতুন) উয়ু করেননি।

২০-অনুচ্ছেদ : সামনের পায়ের গোশত দাঁত দিয়ে ছিড়ে খাওয়া।

৫০০৪ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَازِلٌ أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرَمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرَمٍ فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحَشِيًّا وَأَنَا مَشْفُؤٌ أَحْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي لَهُ (بِهِ) وَأَحْبَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ فَالْتَفَتُ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَاسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرَّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاولُونِي السَّوْطَ وَالرَّمْحَ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَفَضَيْتُ فَنَزَلَتْ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ آيَاهُ وَهُمْ حُرْمٌ فَرَحْنَا وَخَبَاتُ الْعَضُدِ مَعِي فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَنَاولْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَّقَهَا وَهُوَ مُحْرَمٌ .

৫০০৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা আস-সালামী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন মক্কার পথে এক মনযিলে আমি নবী (স)-এর কতক সাহাবীর সাথে বসিছিলাম। রসূলুল্লাহ (স) আমাদের সামনেই এক স্থানে অবস্থান করছিলেন। দলের সবাই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। আমি ছিলাম ইহরাম মুক্ত। আমি আমার জুতা সেলাই করতে ব্যস্ত ছিলাম। অন্যরা একটি বন্য গাধা দেখতে পেল কিন্তু আমাকে তা জানাল না। তারা চাচ্ছিল, আমি যেন ওটাকে দেখে ফেলি। ইতিমধ্যে আমি চোখ ফিরিয়ে সেটিকে দেখতে পেলাম। আমি উঠে ঘোড়ার কাছে গেলাম, ঘোড়ার পিঠে জিন লাগালাম এবং তাতে সওয়ার হলাম, কিন্তু চাবুক ও বর্শা নিতে ভুলে গেলাম। আমি অন্যদেরকে বললাম, চাবুক ও বর্শাটা আমাকে উঠিয়ে-দাও। তারা বলল, না। আল্লাহর কসম ! এ ব্যাপারে আমরা তোমাকে কোন কিছু দিয়ে সাহায্য করব না। আমি রাগান্বিত হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে চাবুক ও বর্শা নিলাম। তারপর ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে গাধাটিকে আক্রমণ করে হত্যা করলাম। অতপর সেটিকে মৃত অবস্থায় নিয়ে আসলাম। পাকানোর পর সবাই তা আহার করল, কিন্তু ইহরাম অবস্থায় তাদের জন্য এটি খাওয়া হালাল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হল। আমি এর একটি বাহসহ সেখান থেকে যাত্রা করলাম এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে পৌঁছে তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। রসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ গাধাটির কোন অংশ কি তোমাদের কাছে আছে ? আমি বাহুখানা তাঁকে দিলে তিনি তা দাঁত দিয়ে ছিড়ে ছিড়ে খেলেন। তিনি তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে

জাফর—যায়েদ ইবনে আসলাম—আতা ইবনে ইয়াসার—আবু কাতাদা (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২১-অনুচ্ছেদ : ছুরি দিয়ে গোশত কেটে খাওয়া।

৫০০৫ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمِيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرٍو بْنَ أُمِيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتْفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدَعَى إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسَّكِينِ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৫০০৫. আমার ইবনে উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে হাত দিয়ে বকরীর একটি বাহু ধরে তা থেকে (ছুরি দিয়ে) কেটে কেটে খেতে দেখেছেন। তখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হলে তিনি বকরীর বাহু ও যে ছুরি দিয়ে কেটে খাচ্ছিলেন তা রেখে দিলেন এবং গিয়ে (পুনরায়) উযু না করে নামায পড়লেন।

২২-অনুচ্ছেদ : নবী (স) কখনও কোন খাবারকে খারাপ বলেননি।

৫০০৬ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ .

৫০০৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কখনো কোন খাবারকে খারাপ বলেননি। তিনি কোন খাবার পসন্দ হলে খেয়েছেন আর অপসন্দ হলে ত্যাগ করেছেন।

২৩-অনুচ্ছেদ : ফুঁ দিয়ে যবের আটা থেকে ভূষ পরিষ্কার করা।

৫০০৭ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَهْلًا هَلْ رَأَيْتُمْ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ النَّقْيَ قَالَ لَا فَقُلْتُ (فَهَلْ) كُنْتُمْ تَنْخُلُونَ الشَّعِيرَ قَالَ لَا وَلَكِنْ كُنَّا نَنْفَخُهُ .

৫০০৭. আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহল (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি নবী (স)-এর যমানায় যবের আটা দেখেছেন? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, আপনারা তাহলে যবের আটা কিভাবে চালতেন? তিনি বলেন, না, আমরা বরং তাতে ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার করতাম।

২৪-অনুচ্ছেদ : নবী (স) ও তাঁর সাহাবীগণ যা খেতেন।

৫০০৮ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمْرَاتٍ فَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمْرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشْفَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا شَدَّتْ فِي مِضَاعِي .

৫০০৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) তাঁর সাহাবীদের মধ্যে খেজুর বিতরণ করেন। প্রত্যেককে তিনি সাতটি করে খেজুর দেন। সুতরাং তিনি আমাকেও সাতটি খেজুর দিলেন, যার একটি ছিল শুকনা ও শক্ত। সাতটি খেজুরের মধ্যে আমার কাছে এর চেয়ে উত্তম খেজুর একটিও ছিল না। তা চিবিয়ে খেতে যথেষ্ট সময় লেগেছে।

৫০০৯. عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَا لَنَا طَعَامَ الْإِوْدُقِ الْحَبْلَةِ أَوْ الْحَبْلَةِ حَتَّى يَضَعَ أَحَدُنَا مَا تَضَعُ الشَّاةُ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تَعْرِزُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ خَسِرْتُ إِذَا وَضِلُّ سَعْيِي .

৫০০৯. সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে আমি ছিলাম সপ্তম ব্যক্তি। হাবালা বা হুবুলা (বাবলা) গাছের পাতা ছাড়া আমাদের কাছে খাবার মতো কিছুই ছিল না। ফলে আমাদের প্রত্যেকের বিষ্ঠা বকরীর বিষ্ঠার মত হয়ে যায়। এখন বনী আসাদ আমাকে ইসলাম শেখাতে চায়। তাই যদি হয়, তাহলে তো আমি ক্ষতিগ্রস্ত এবং আমার অতীতের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ।^৫

৫০১০. عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّقِيَّ فَقَالَ سَهْلٌ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّقِيَّ مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ كَانَ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنَآخِلٌ قَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنَآخِلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنخُولٍ قَالَ كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرٌّ بِنَاهُ فَأَكَلْنَاهُ .

৫০১০. আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহল ইবনে সাদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (স) কি কখনও ময়দার রুটি খেয়েছেন? সাহল (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন থেকে তাঁকে পাঠিয়েছেন এবং যখন তাঁকে মৃত্যুদান করেছেন এ সময়ের মধ্যে তিনি কোনদিন ময়দা দেখেননি। আবু হাযেম (র) বলেন, আমি সাহল (রা)-কে বললাম, রসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে কি আপনারা চালুনি ব্যবহার করতেন? তিনি বলেন, নবুয়াত লাভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (স) কোনদিন চালুনি ব্যবহার করেননি। আবু হাযেম বলেন, আমি বললাম, তাহলে চালুনিতে না চলে আপনারা যব কিভাবে খেতেন? তিনি বলেন, আমরা যব পিষে তাতে ফুঁ দিতাম। এভাবে যা উড়ে যাবার তা উড়ে যেত। এরপর যা অবশিষ্ট থাকত, তাতে পানি মিশিয়ে খামির তৈরি করে খেতাম।

৫০১১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَةٌ فَدَعَا فَايُّ أُنْ يَأْكُلُ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبِعْ مِنْ حُبِّ الشَّعِيرِ .

৫. আসাদ গোত্রের লোকেরা হযরত উমার (রা)-এর কাছে হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল যে, তিনি উত্তমরূপে নামায পড়তে পারেন না। তখন হযরত সাদ (রা) হাদীসে বর্ণিত কথাগুলো বলেছিলেন।

৫০১১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কিছু সংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, তাদের সামনে বকরীর ভাজা গোশত আছে। তারা তাঁকে খাবার জন্য আহ্বান জানালে তিনি খেতে অসম্মতি জানিয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, অথচ কোনদিন তিনি যবের রুটিও পেটপুরে খাননি।^৬

৫০১২. ০- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى خَوَانٍ وَلَا فِي سَكْرَةٍ وَلَا خَبِزَ لَهُ مُرْتَقٌ قُلْتُ لِقِتَادَةَ عَلَى مَا (عَلَامٌ) يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السَّفَرِ

৫০১২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কখনও উঁচু টেবিলে বা তশভরীতে খাবার গ্রহণ করেননি এবং কখনও পাতলা রুটিও খাননি। ইউনুস বলেন, আমি কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তিনি কিসের উপর পাত্র রেখে খাবার খেতেন? কাতাদা বলেন, নবী (স) চামড়ার দস্তরখানে (পাত্র রেখে) খাবার খেতেন।

৫০১৩. ০- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تَبَاعًا حَتَّى قُبِضَ .

৫০১৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (স)-এর পরিজন মদীনায় আসার পর থেকে উপর্যুপরি তিন দিন গমের রুটি পেটপুরে খাননি। আর এ অবস্থায়ই নবী (স) ইন্তিকাল করেন।

২৫-অনুচ্ছেদ : তালবীনা (হালুয়া জাতীয় এক প্রকার খাবার)।

৫০১৪. ০- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَقَرَّفْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتْهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطَبَخَتْ ثُمَّ صَنَعَتْ بُرْمَةً فَصَبَّتِ التَّلْبِينََةَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُنْ مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ التَّلْبِينَةُ مُجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحَزَنِ .

৫০১৪. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পরিবারের কারো মৃত্যু হলে (আশেপাশের) মেয়েরা এসে জড়ো হত এবং পরে চলে যেত, তবে তাঁর আত্মীয় ও অন্তরঙ্গরা থেকে যেত। তিনি ডেকচিতে 'তালবীনা পাকাতে আদেশ করতেন। 'তালবীনা' পাকানো হলে 'সারীদ' প্রস্তুত করে তার মধ্যে 'তালবীনা ঢেলে মেশানো হত। তিনি মেয়েদেরকে বলতেন, খাও। কেননা আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, 'তালবীনা' পীড়িত ব্যক্তির হৃদয়ে প্রশান্তি আনে এবং দুঃখ-শোককে কিছুটা হালকা করে।

২৬-অনুচ্ছেদ : সারীদ।

৫০১৫. ০- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَمَلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمَلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَأَسِيَّةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ .

৬. রসূলুল্লাহ (স) যেখানে পৃথিবীতে পেটপুরে যবের রুটিও খাননি, সেখানে তিনি বকরীর ভূনা গোশত খাবেন—এ রকম চিন্তাও করতে পারেননি। তাই তিনি এ আহ্বানে সাড়া দেনি।

৫০১৫. আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : পুরুষদের মধ্য থেকে বহু সংখ্যক লোক পূর্ণতা লাভ করতে পেরেছেন। কিন্তু মেয়েদের মধ্য থেকে কেবল ইমরানের কন্যা মরিয়ম এবং ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। আর সব খাদ্যের মধ্যে 'সারীদের' মর্যাদা যেমন, নারী জাতির মধ্যে আয়েশার মর্যাদাও ঠিক তেমন।

৫০১৬. عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضَّلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضَّلِ التُّرَيْدُ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ .

৫০১৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : সব রকমের খাদ্যের মধ্যে সারীদের মর্যাদা যেমন, নারী জাতির মধ্যে আয়েশার মর্যাদাও ঠিক তেমন।

৫০১৭. عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى غُلَامٍ لَهُ خِيَاطٌ فَقَدِمَ إِلَيْهِ قَصْعَةٌ فِيهَا تُرَيْدٌ قَالَ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ عَمَلِهِ قَالَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّبِعُ الدَّبَّاءَ قَالَ فَجَعَلْتُ أَتَّبَعُهُ وَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زِلْتُ بَعْدُ أُحِبُّ الدَّبَّاءَ .

৫০১৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে তাঁর এক গোলামের কাছে গেলাম। সে ছিল দর্জি। নবী (স)-এর সামনে সারীদ তিনটি পাত্র রাখা হল। এরপর সে (দর্জি) তার কাজে লিপ্ত হল। নবী (স) খাবারের পাত্র থেকে বেছে বেছে কদু খেতে শুরু করলেন। তা দেখে আমিও কদু বেছে বেছে তাঁর সামনে রাখতে থাকি। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি কদু পসন্দ করে আসছি।

২৭-অনুচ্ছেদ : বকরীর ভূনা গোশত, বাছ ও পঁজরের গোশত।

৫০১৮. عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازَهُ قَائِمًا قَالَ كَلُّوا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَغِيفًا مَرْقَقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ وَلَا رَأَى شَاةً مَسْمُوطَةً (سَمِيطًا) بِعَيْنِهِ قَطُّ

৫০১৮. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর কাছে যেতাম। (একদিন তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম) তাঁর বাবুর্চী সেখানে উপস্থিত। তিনি বলেন, খাও। নবী (স) এ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত ময়দার পাতলা রুটি খেয়েছেন কিংবা বকরীর ভূনা গোশত চোখে দেখেছেন বলে আমার জানা নেই।

৫০১৯. عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَرُّ مِنْ كَنْفِ شَاةٍ فَأَكَلَ (يَأْكُلُ) مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السَّكِينِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৫০১৯. জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দমরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আমর ইবনে উমাইয়া) বলেন, আমি নবী (স)-কে বকরীর বাছ গোশত

ছুরি দিয়ে কেটে খেতে দেখেছি। নামাযের জন্য আযান দেয়া হলে তিনি ছুরি রেখে উঠে গিয়ে নামায পড়েন, কিন্তু (নতুন করে) উষু করেননি।

২৮-অনুচ্ছেদ : আমাদের পূর্বসূরীরা বাড়াতে যা সঞ্চয় করে রাখতেন এবং সফরে সংগে যে খাদ্যদ্রব্য নিতেন। আয়েশা ও আসমা (রা) বলেন, আমরা নবী (স) ও আবু বাক্বরের জন্য (হিজরতের সময়) কিছু খাবার প্রস্তুত করে দিয়েছি।

৫০২০. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَنْهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُوَكَّلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوَقَّ ثَلَاثَ قَالَتْ مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيَّ الْفَقِيرَ وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكِرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ قِيلَ مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ فَضَحِكَتْ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرْمَانِومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৫০২০. আবদুর রহমান ইবনে আবেস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলেন? তিনি বলেন, যে বছর লোকেরা (দুর্ভিক্ষের কারণে) ক্ষুধিত ছিল, সে বছর ছাড়া আর কখনো তিনি এরূপ নির্দেশ দেননি। তিনি চেয়েছিলেন যে, (এ বছর) ধনীরা গরীবদেরকে খাবার দান করুক। আমরা গরু-ছাগলের পাগুলো উঠিয়ে রেখে দিতাম এবং পনের দিন পর তা খেতাম। তাঁকে বলা হল, কেন আপনারা এরূপ করতে বাধ্য হলেন? তিনি হেসে বলেন, মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবার-পরিজন এক নাগাড়ে তিন দিন পর্যন্ত তরকারী দিয়ে গমের রুটি তৃপ্ত হয়ে কখনো খাননি। আর এ অবস্থায় তিনি মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র সান্নিধ্যে চলে গিয়েছেন। ইবনে কাসীর-সুফিয়ান—আবদুর রহমান ইবনে আবেস সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৫০২১. عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْيِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ .

৫০২১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর যমানায় আমরা (মক্কা থেকে) কুরবানীর গোশত মদীনায় নিয়ে আসতাম।

২৯-অনুচ্ছেদ : 'হাইস' সম্পর্কে।

৫০২২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ الْتَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يَرُدُّنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أخدمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجَبْنِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ فَلَمْ أَزَلْ

أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ قَدْ حَارَهَا فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّى
 وَرَاءَهُ بِعِبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ ثُمَّ يَرُدُّهَا وَرَاءَ لَاحْتَى إِذَا كُنَّا بِالصُّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا
 فِي نَطْعٍ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رَجُلًا فَآكَلُوا وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا
 بَدَأَ لَهُ أَحَدٌ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ
 إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدْمِهِمْ
 وَصَاعِهِمْ .

৫০২২. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহা (রা)-কে বলেন, তোমাদের কোন বালককে আমার খেদমতের জন্য নিয়ে আস। আবু তালহা (রা) আমাকে তাঁর সওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিয়ে গেলেন। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে থাকলাম। রসূলুল্লাহ (স) যখনই নিম্নভূমিতে অবতরণ করতেন, অধিকাংশ সময়ই আমি তাঁকে বলতে শুনতাম : “হে আল্লাহ ! আমি দুশ্চিন্তা, দুঃখ, অক্ষমতা, অলসতা, কার্পণ্য, ভীকৃত্য, ঋণভার এবং মানুষের আধিপত্য থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।” আমি তাঁর খেদমতে থাকা অবস্থায়ই আমরা খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম। রসূলুল্লাহ (স) হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়াকে সাথে আনলেন। তিনি তাঁকে (নিজের জন্য) পসন্দ করেছিলেন। আমি দেখলাম নবী (স) তাঁর আবা বা কাপড় পেতে বা জড়িয়ে দিয়ে তাঁকে (সাফিয়্যা) তাঁর পেছনে সওয়ারীতে বসালেন। আমরা আস-সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলে তিনি ‘হাইস’ তৈরি করিয়ে চামড়ার দস্তুরখানে পরিবেশন করেন এবং লোকদেরকে দাওয়াত করার জন্য আমাকে পাঠান। আমি অনেক লোককে দাওয়াত করে আনলাম। তারা সবাই এসে খেয়ে গেল। সাফিয়্যার সাথে এটাই ছিল রসূলুল্লাহ (স)-এর বাসর যাপন। এরপর তিনি যাত্রা করলেন। উহুদ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বলেন : এটি এমন একটি পাহাড়, যা আমাদেরকে ভালবাসে এবং আর আমরাও তাকে ভালবাসি। তিনি মদীনার নিকটবর্তী হয়ে বলেন : হে আল্লাহ ! আমি মদীনার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকাকে ‘হারাম’ (মহা সম্মানিত) ঘোষণা করছি, ঠিক ইবরাহীম যেমন মক্কাকে হারাম (মহা সম্মানিত) ঘোষণা করেছিলেন। হে আল্লাহ ! তুমি মদীনাবাসীদের মাপে-ওজনে বরকত দান কর।

৩০-অনুচ্ছেদ : রৌপ্যখচিত পাত্রে খাদ্য গ্রহণ।

৫০২৩. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حَذِيفَةَ فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ
 مُجُوسِيًّا فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدْحَ فِي يَدِهِ رَعَى بِهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا
 مَرَّتَيْنِ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ هَذَا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا
 الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي أُنْيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا
 فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ (لَنَا) فِي الْآخِرَةِ .

৫০২৩. আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তারা হুয়াইফা (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পানি চাইলেন। এক মজুসী (অগ্নিপূজক) তাকে পানি এনে দিল। সে তাঁর হাতে পানির পেয়ালা দেয়া মাত্র তিনি তা তার প্রতি ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং বলেন, যদি না আমি একবার বা দুইবার তাকে নিষেধ করতাম, তাহলেও আমি একরূপ করতাম না। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা রেশম বা রেশমজাত কাপড় পরিধান করো না এবং সোনা ও রূপার পাত্রে পান করো না কিংবা সোনা ও রূপার প্লেটে খাবার খেয়ো না। দুনিয়াতে এসব কাফেরদের জন্য আর আখেরাতে তা তোমাদের (আমাদের) জন্য।

৩১-অনুচ্ছেদ : খাদ্য দ্রব্যের আলোচনা।

৫০২৪. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأَتْرَجَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حَلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مَرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرِّيحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ .

৫০২৪. আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে সে লেবুর সাথে তুলনীয়, যার খোশবুও উত্তম, স্বাদও উত্তম। আর যে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে না, সে খেজুরের সাথে তুলনীয়, যার খোশবু নেই কিন্তু স্বাদ মিষ্ট। যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে না, সে হানযালা ফুলের সাথে তুলনীয়—যার খোশবুও নেই, স্বাদও অতি তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে, সে রায়হানা নামক ফুলের সাথে তুলনীয়—যার খোশবু অতি উত্তম কিন্তু স্বাদ বড় তিক্ত।

৫০২৫. عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ التُّرَيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ .

৫০২৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : সারীদ নামীয় খাদ্যের যেমন মর্যাদা, নারীকুলের মধ্যে আয়েশার ঠিক তেমনি মর্যাদা।

৫০২৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَسْفَرُ قِطْعَةً مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعْجِلْ إِلَى أَهْلِهِ .

৫০২৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : সফর হল এক টুকরা আযাব বা কষ্টদায়ক ব্যাপার। কেননা তা সফরকারীর খাবার ও নিদ্রার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুতরাং সফরের প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা হলেই সফরকারী যেন দ্রুত তার পরিবারে ফিরে যায়।

৩২-অনুচ্ছেদ : তরকারী ।

০২৭- عَنْ رَيْبَعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثَ سُنَنٍ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيهَا فَتَعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا وَنَا الْوَلَاءُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَوْ شِئْتَ شَرَطْتِيهِ لَهُمْ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ وَأَعْتَقْتَ فَخَيْرَتْ فِي أَنْ تَقْرِي تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةَ وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ فَدَعَا بِالْفَدَاءِ فَأَتَى بِخَبْزٍ وَأَدَمٍ مِنْ أَدَمٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرِ لَحْمًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنَّهُ لَحْمٌ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَيْتُهُ لَنَا فَقَالَ هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا وَهَدِيَّةٌ لَنَا .

৫০২৭. রাবীয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কাসেম ইবনে মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছেন, বারীরার হাদীস থেকে তিনটি মূলনীতি জানা যায়। আয়েশা (রা) বারীরাকে খরিদ করে আযাদ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর মালিকরা বলে, অভিভাবকত্বের অধিকার আমাদের থাকবে। আয়েশা (রা) এ ঘটনা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, যদি তুমি খরিদ করতে চাও, তাহলে তাদেরকে এ শর্ত করতে দাও। কেননা ওয়ালার হক আযাদকারীর প্রাপ্য। বর্ণনাকারী বলেন, বারীরাকে আযাদ করে দেয়া হলে সে এই এখতিয়ার লাভ করে যে, সে চাইলে তার স্বামীর সাথে থাকতে পারে অথবা আলাদাও হয়ে যেতে পারে। একদিন রসূলুল্লাহ (স) আয়েশা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। চুলার উপর হাঁড়িতে (গোশত) টগবগু করছিল। তিনি কিছু খেতে চাইলে তাঁর সামনে রুটি ও ঘরের কিছু তরকারী আনা হল। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমি কেন গোশত দেখতে পাচ্ছি না? তাঁরা জবাব দিলেন, হাঁ ইয়া রসূলুল্লাহ! এ গোশত বারীরাকে সদাকা দেয়া হয়েছে। সে আবার হাদিয়া হিসেবে আমাদেরকে দিয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এটা তার জন্য সদাকা কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া।

৩৩-অনুচ্ছেদ : মিষ্টি ও মধু।

০২৮- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ .

৫০২৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মিষ্টি ও মধু পসন্দ করতেন।

০২৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَلْزَمُ النَّبِيَّ ﷺ لِشِبَعِ بَطْنِي حِينَ لَا أَكِلُ الْخَمِيرَ وَلَا أَلْبَسُ الْحَرِيرَ وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ وَفُلَانَةٌ وَأَلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ وَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْإِيَةَ وَهِيَ مَعِيَ كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي وَخَيْرُ النَّاسِ

বু-৫/২৫—

لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ حَتَّىٰ إِن كَانَ لِيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعَكَّةَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَنَشْتَقُّهَا (فَنَسْتَقُّهَا) فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا.

৫০২৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমার খাবার রুটি ছিল না, পরার রেশমী কাপড় ছিল না এবং সেবার জন্য ছিল না কোন খাদেম, আমি পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম, তখন আমি হর-হামেশা নবী (স)-এর খেদমতে তুষ্টি সহকারে খাবার উদ্দেশ্যে থাকতাম। আমি মানুষের নিকট আয়াত তিলাওয়াত করার আবেদন জানাতাম, অথচ তা আমি তিলাওয়াত করতে জানি, যেন তারা আমাকে তাদের বাড়ী নিয়ে যায় এবং খাবার খাওয়ায়। গরীব-মিসকীনদের জন্য জাফর ইবনে আবু তালিব (রা) ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে যেতেন এবং তাঁর ঘরে যা থাকতো তা আমাদেরকে খাওয়াতেন। এমনকি কোন কোন সময় আমাদের সামনে তিনি কেবল চামড়ার খালি পাত্রটাই নিয়ে আসতেন। আমরা তা ভেঙ্গে চাটতাম। ৭

৩৪-অনুচ্ছেদ : কদু।

৫০৩০. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَىٰ مَوْلَىٰ لَهُ خِيَاطًا فَاتَىٰ بِدُبَّاءٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُّهُ مِنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُهُ.

৫০৩০. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর এক দর্জি গোলামের নিকট আসলেন। কদু পরিবেশন করা হলে রসূলুল্লাহ (স) তা খেতে লাগলেন। যেদিন আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে কদু খেতে দেখেছি, সেদিন থেকে আমিও কদু ভালবাসতে লাগলাম।

৩৫-অনুচ্ছেদ : (দ্বীনী) ভাইদের জন্য খাবার তৈরীর কষ্ট স্বীকার করা।

৫০৩১. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لِحَامٌ فَقَالَ اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةِ فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةِ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةِ وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتُ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ قَالَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبْأُولُوا مِنْ مَائِدَةٍ إِلَىٰ مَائِدَةٍ أُخْرَىٰ وَلَكِنْ يُبْأُولُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْمَائِدَةِ أَوْ يَدْعُوا.

৫০৩১. আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু শুয়াইব নামে একজন আনসারী ছিলেন। তাঁর ছিল এক ক্রীতদাস। সে গোশত বিক্রয় করত। একদা আবু

৭. ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবীদের আর্থিক অবস্থা এমনই শোচনীয় ছিল। অবশ্য পরে অবস্থার পরিবর্তন হয়।

শুয়াইব তাকে বলেন, তুমি আমার জন্য কিছু খাবার তৈরী কর। আমি রসূলুল্লাহ (স) সমেত পাঁচজন লোক দাওয়াত করব। সুতরাং তিনি দাওয়াত করে রসূলুল্লাহ (স) সমেত পাঁচজনকে খেতে ডাকলেন। তাঁদের সাথে আরো এক লোক যোগ দেয়। নবী (স) দাওয়াতকারীকে বলেন, তুমি আমাদের পাঁচজনকে দাওয়াত করেছে। এ ব্যক্তি আমাদের সাথে এসে গেছে। তুমি চাইলে তাকেও অনুমতি দিতে পার আর চাইলে বাদও দিতে পার। আবু শুয়াইব (রা) বলেন, আমি তাকেও অনুমতি দিলাম।

মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইলকে বলতে শুনেছি, তাদের এক দস্তুরখানে খেতে বসলে অন্য দস্তুরখান থেকে তাদের খাদ্য গ্রহণ সমীচীন নয়। একই দস্তুরখানে বসা লোক পরস্পরকে খাদ্য সরবরাহ করবে অথবা দস্তুরখান ছেড়ে চলেও যেতে পারে।

৩৬-অনুচ্ছেদ : কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে নিজে অন্য কাজে মশগুল হয়ে যাওয়া।

৫০২২. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ غَلَامًا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى غُلَامٍ لَهُ خِيَاطٌ فَاتَاهُ بِقِصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ وَعَلَيْهِ دُبَاءٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُ الدُّبَاءَ قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَجْمَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَاقْبَلِ الْغُلَامُ عَلَى عَمَلِهِ قَالَ أَنَسٌ لَأَرَأَيْتَ أَحَبُّ الدُّبَاءِ بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ مَا صَنَعَ .

৫০৩২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বয়স কম ছিল। একদা আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে চলছিলাম। তিনি তাঁর এক খাদেমের গৃহে প্রবেশ করলেন। সে ছিল দর্জী। সে খাবার ভর্তি একটি পেয়ালা নবী (স)-এর সামনে হাথির করল। এর মধ্যে কদুও ছিল। রসূলুল্লাহ (স) বেছে বেছে কদু বের করতে লাগলেন। রাবী বলেন, আমি এটা দেখে তাঁর সামনে কদু জমা করতে লাগলাম। এবং খাদেমটি তার নিজ কাজে মশগুল হয়ে গেল। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, যেদিন থেকে আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে এটা করতে দেখলাম, সেদিন থেকেই আমি কদু ভালবাসতে লাগলাম।

৩৭-অনুচ্ছেদ : তরকারীর শুকুয়া।

৫০২৩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ خِيَاطًا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِبَطْعَامٍ صَنَعَهُ فَذَهَبَتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَاءٌ وَقَدِيدٌ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَّبِعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوَالِي الْقِصْعِ فَلَمْ أَرَلْ أَحَبُّ الدُّبَاءِ بَعْدَ يَوْمِنِذِ .

৫০৩৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে এক দর্জী খাবার দাওয়াত দেয়। তা সে নবী (স)-এর জন্যই পাক করেছিল। আমিও নবী (স)-এর সাথে গেলাম। দর্জী যবের রুটি ও শুকুয়া সামনে এনে দিল। এ শরুয়ার মধ্যে কদু ও শুকনা গোশত ছিল। আমি নবী (স)-কে দেখলাম, তিনি পেয়ালার চারদিক থেকে কদু তালিশ করে করে নিচ্ছেন (এবং খাচ্ছেন)। সেদিন থেকে আমিও কদু পসন্দ করতে লাগলাম।

৩৮-অনুচ্ছেদ : শুকনা গোশত ।

৫০৩৪ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِمِرْقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُهُ يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ يَأْكُلُهَا .

৫০৩৪. আনাস (রা) বলেন, আমি দেখলাম নবী (স)-এর সামনে গুরুয়া আনা হল । তাতে কদু ও শুকনা গোশত ছিল । আমি দেখলাম, তিনি খুঁজে খুঁজে কদু তুলে নিচ্ছেন এবং খাচ্ছেন ।

৫০৩৫ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيَّ الْفَقِيرَ وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكِرَاعَ بَعْدَ خَمْسِ عَشْرَةَ وَمَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزٍ بَرٍّ مَأْنُومٍ ثَلَاثًا .

৫০৩৫. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) (কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশী খেতে) কেবল সেই বছর নিষেধ করেছেন, যে বছর জনগণ দুর্ভিক্ষ পিড়িত হয়েছিল । তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ধনীরা যেন গরীবদেরকে গোশত খাওয়ায় । আমরা (অন্য সময়) পনের দিন পর্যন্ত পায়্যা তুলে রাখতাম । মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবার-পরিজন একাধারে তিন দিন তৃপ্ত হয়ে তরকারী দিয়ে গমের রুটি খাননি ।

৩৯-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি দস্তুরখানে স্বীয় সংগীদের সামনে কোন কিছু উপস্থিত করে । ইবনুল মুবারক বলেন, পরস্পরকে খাদ্য পরিবেশন দৃশ্যীয় নয়, তবে এক দস্তুরখান থেকে অন্য দস্তুরখানে খাদ্য নেয়া যাবে না ।

৫০৩৬ - عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خِيَابًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِبَطْعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمِرْقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الْقِصْعَةِ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ وَقَالَ ثُمَامَةُ عَنْ أَنَسٍ فَجَعَلْتُ أَجْمَعُ الدُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ .

৫০৩৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক দর্জী খাবার তৈরি করে রসূলুল্লাহ (স)-কে দাওয়াত দিল । আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সেই খাওয়ার দাওয়াতে গেলাম । সে রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে যবের রুটি ও গুরুয়া হাযির করে । গুরুয়ার মধ্যে কদু ও শুকনো গোশত ছিল । আমি দেখলাম যে, রসূলুল্লাহ (স) পেয়ালার চারদিক থেকে কদু তালাশ করে তুলে নিচ্ছেন (এবং খাচ্ছেন) । সেদিন থেকে আমি হামেশা কদু পসন্দ করি । সুমামা— আনাস (রা) সূত্রে আরো আছে : আমি নবী (স)-এর সামনে কদু জমা করতে লাগলাম ।

৪০-অনুচ্ছেদ : তাজা খেজুর ও শসা মিশিয়ে খাওয়া ।

৫০৩৭ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطْبَ بِالْقَتَاءِ .

৫০৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে শসা সাথে তাজা খেজুর মিশিয়ে খেতে দেখেছি ।

৪১-অনুচ্ছেদ : নিম্নমানের খেজুর ।

৫০৩৮ - عَنْ أَبِي عُمَانَ قَالَ تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَغْتَقِبُونَ اللَّيْلَ اثْلَاثًا يُصَلِّي هَذَا ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا فَاصَابَنِي سَبْعُ تَمْرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشْفَةٌ .

৫০৩৮. আবু উসমান (র) বলেন, আমি (একবার) সাত দিন ধরে আবু হুরাইরা (রা)-এর মেহমান ছিলাম । তিনি, তার স্ত্রী ও তাঁর খাদেম গোটা রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নিয়েছিলেন । একজন (তাঁর অংশে) নামায আদায় করতেন, অতপর অপরজনকে জাগিয়ে দিতেন (এভাবে সারারাত তাঁর ঘরে নামায পড়া হতো) । আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (স) একদিন তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে খেজুর বণ্টন করলেন । আমার ভাগেও সাতটি খেজুর পড়ল । এর মধ্যে একটি ছিল চিটা খেজুর ।

৫০৩৯ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَنَا تَمْرًا فَاصَابَنِي مِنْهُ خَمْسٌ أَرْبَعُ تَمْرَاتٍ وَحَشْفَةٌ ثُمَّ رَأَيْتُ الْحَشْفَةَ هِيَ أَشَدُّهُنَّ لِضُرْسِي .

৫০৩৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী (স) আমাদের মাঝে খেজুর বণ্টন করলেন । তা থেকে আমিও পাঁচটি খেজুর পেলাম । এর মধ্যে চারটি উৎকৃষ্ট খেজুর ছিল, আর একটি ছিল চিটা খেজুর । আমি দেখলাম, এ চিটা খেজুরটি আমার দাঁতে শক্ত ও কঠিন বোধ হল ।

৪২-অনুচ্ছেদ : তাজা খেজুর ও শুকনো খেজুর । আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَهَزَى إِلَيْكَ بِجِزَعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا حَنِيبًا .

“(হে মরিয়ম,) তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ড নাড়া দাও । তা তোমাকে সদ্য পাকা খেজুর ছুড়ে দিবে”—(সূরা মরিয়ম : ২৫) । আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স)-এর ওফাতের পূর্বে আমরা দুই রকম কালো জিনিস অর্থাৎ শুকনো খেজুর ও পানি দ্বারা পেট ভরতাম ।

৫০৪০ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ وَكَانَ يُسَلِّفُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الْجُدَادِ وَكَانَتْ لِجَابِرِ الْأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةَ فَجَلَسْتُ فَخَلَا عَامًا فَجَاءَ نِيَّ الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجُدَادِ وَلَمْ أَجِدْ مِنْهَا شَيْئًا فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى

قَابِلٍ فَيَأْبَى فَاخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ أَمْشُوا نَسْتَنْظِرَ لِحَابِرٍ مِّنَ
 الْيَهُودِيِّ فَجَاؤُنِي فِي نَخْلِي فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَكَلِّمُ الْيَهُودِيَّ فَيَقُولُ أَبَا
 الْقَاسِمِ لَا أَنْظِرُهُ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ قَامَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ
 فَأَبَى فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيلٍ رُّطْبٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ ﷺ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ
 أَيْنَ عَرِيشُكَ يَا جَابِرُ فَاخْبِرْتَهُ فَقَالَ أَفْرَشُ لِي فِيهِ فَفَرَشْتُهُ فَدَخَلَ فَرَقَدَ ثُمَّ
 اسْتَيْقَظَ فَجِئْتُهُ بِقَبِيضَةٍ أُخْرَى فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ فَأَبَى
 عَلَيْهِ فَقَامَ فِي الرُّطَابِ فِي النَّخْلِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ يَا جَابِرُ جِدْ وَأَقْضِ فَوْقَ فِي
 الْجُدَادِ فَجَدَدْتُ مِنْهَا مَا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ مِنْهُ (مِثْلُهُ) فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ النَّبِيَّ
 ﷺ فَبَشَّرْتُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ .

৫০৪০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় এক ইহুদী ছিল। খেজুর কাটার মৌসুমে খেজুর প্রদানের শর্তে সে আমাকে অগ্রিম টাকা দিয়ে বায়ে সালাম (অগ্রিম ক্রয়) করত। রুমা নামক কূপের পথে জাবের (রা)-এর একখণ্ড জমি (খেজুর বাগান) ছিল। এক বছর ওই জমিতে কোন ফলন হয়নি। ফল কাটার মৌসুমে ইহুদী আমার নিকট আসল। আমি বাগান থেকে কিছুই সংগ্রহ করতে পারিনি। অতএব আমি তার কাছে পরবর্তী বছর পর্যন্ত অবকাশ চাইলাম কিন্তু সে রাজী হল না। সুতরাং আমি ব্যাপারটি নবী (স)-কে অবহিত করলাম। তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বলেন, চল, জাবেরের জন্য এ ইহুদী থেকে অবকাশ নিয়ে নেই। অতপর তারা আমার খেজুর বাগানে আসনে এবং নবী (স) ইহুদীর সাথে আমাকে অবকাশ দানের ব্যাপারে আলাপ করতে লাগলেন। সে বলল, হে আবুল কাসেম! আমি তাকে আর সময় দিব না। নবী (স) তাহা মনোভাব লক্ষ্য করে উঠে গিয়ে বাগানে ঘুরলেন। তারপর সেই ইহুদীর নিকট আসলেন এবং তার সাথে আলাপ করলেন। এবারও সে রাজী হল না। অতপর আমি উঠে গিয়ে কিছু তাজা পাকা খেজুর নিয়ে আসলাম এবং নবী (স)-এর সামনে রাখলাম। তিনি তা খাওয়ার পর জিজ্ঞেস করেন, হে জাবের! তোমার ঘর কোন স্থানে? আমি তাঁকে তা বলে দিলাম। তিনি বলেন, আমার জন্য তাতে বিছানা বিছাও। আমি তাঁর জন্য একখানা বিছানা পেতে দিলাম। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে জাগলেন এবং সেই ইহুদীর সাথে (সময়দানের ব্যাপারে) আলাপ করলেন কিন্তু এবারও সে সময় দিতে অস্বীকার করল। তিনি দ্বিতীয়বার খেজুর বাগানে গেলেন এবং বললেন, হে জাবের! তুমি খেজুর কেটে তার পাওনা আদায় করে দাও। তিনি খেজুরের স্তূপের উপর বসে পড়লেন। আমার তোলা (খেজুর) থেকে ঐ ইহুদীর পাওনা শোধ করার পরও অতিরিক্ত বেঁচে গেল। অতপর (এ বরকত দেখে) আমি ছুটে এসে নবী (স)-এর নিকট হাযির হলাম এবং তাঁকে এ সুখবর দান করলাম। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় আমি আল্লাহর রসূল।

৪৩-অনুচ্ছেদ : ছড়া থেকে খেজুর খাওয়া ।

৫০৬১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جُلُوسٌ إِذَا أَتَى بِجُمَارٍ نَخْلَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ بَرَكَةً كَبْرَكَةِ الْمُسْلِمِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي النَّخْلَةَ فَارَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ اتَّفَقْتُ فَأَذَا أَنَا عَاشِرُ عَشْرَةٍ أَنَا أَحَدُهُمْ فَسَكَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ .

৫০৪১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা আমরা নবী (স)-এর সামনে বসা ছিলাম । তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট খেজুরের ছড়া পাঠালো । নবী (স) বলেন, এমন একটি বৃক্ষ আছে, যা মুসলমানদের ন্যায় বরকতপূর্ণ ও কল্যাণময় । আমি ভাবলাম, এ বৃক্ষ দ্বারা নবী (স) খেজুর বৃক্ষ বুঝাতে চাচ্ছেন । আমি বলতে চেয়েছিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! সেটি হল খেজুর বৃক্ষ । তারপর আমি চার দিকে নয়র দৌড়ালাম । আমি দেখলাম আমি হলাম দশজনের মধ্যে দশম এবং সবার মধ্যে কম বয়স্ক । তাই আমি চুপ রইলাম । নবী (স) বলেন, ওটি হলো খেজুর বৃক্ষ ।

৪৪-অনুচ্ছেদ : আজওয়া (উন্নতমানের) খেজুর ।

৫০৬২. عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمْرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ (يَضُرُّهُ) فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ .

৫০৪২. সাদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কোন লোক যে দিন সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে সেদিন কোন রকম বিষ ও যাদু তার ক্ষতি করতে পারবে না ।

৪৫-অনুচ্ছেদ : এক সাথে দু'টি খেজুর খাওয়া ।

৫০৬৩. عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سَحِيمٍ قَالَ أَصَابْنَا عَامٌ سَنَةً مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَزَقْنَا تَمْرًا فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ يَمْرُؤًا بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ وَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ ثُمَّ يَقُولُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ قَالَ شُعْبَةُ الْأَذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ .

৫০৪৩. জাবালা ইবনে সুহাইম (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা (আবদুল্লাহ) ইবনুয যুবাইর (রা)-এর আমলে দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিলাম । তিনি আমাদের খেজুর খাওয়াতেন । যখন আমরা খেজুর খেতে থাকতাম, তখন কখনো কখনো আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আমাদের নিকট দিয়ে যেতেন এবং বলতেন, তোমরা দু'টি খেজুর এক সাথে খেও না । কারণ নবী (স) এক সাথে দু'টি খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন । তিনি পুনরায় বলেন, তবে তার সাথী তাকে অনুমতি দিলে খাওয়া যাবে । শো'বা বলেন, অনুমতি নেয়ার কথা ইবনে উমার (রা)-এর উক্তি ।

৪৬-অনুচ্ছেদ : খেজুর গাছের বরকত ।

৫০৪৪ - عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجْرَةً تَكُونُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ وَهِيَ النَّخْلَةُ .

৫০৪৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । নবী (স) বলেন, বৃক্ষের মধ্যে একটি বৃক্ষ এমন আছে, যা মুসলমানদের অনুরূপ এবং সেটি হল খেজুর বৃক্ষ ।

৪৭-অনুচ্ছেদ : শসার বর্ণনা ।

৫০৪৫ - عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطْبَ بِالْقِتَاءِ .

৫০৪৫. সাদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেছেন, আমি নবী (স)-কে তাজাপাকা খেজুর শসার সাথে মিলিয়ে খেতে দেখেছি ।

৪৮-অনুচ্ছেদ : এক সাথে দুই ধরনের ফল কিংবা দুই রকম খাদ্য খাওয়া ।

৫০৪৬ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطْبَ بِالْقِتَاءِ .

৫০৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে শসার সাথে তাজাপাকা খেজুর মিলিয়ে খেতে দেখেছি ।

৪৯-অনুচ্ছেদ : দশজন করে ভেতরে ডাকা এবং দশজন করে দস্তুরখানে বসা ।

৫০৪৭ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سَلِيمٍ أُمُّهُ عَمَدَتُ إِلَى مِزِّ مِّنْ شَعِيرٍ جَشَّتَهُ وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةً وَعَصَرَتْ عُكَّةً عِنْدَهَا ثُمَّ بَعَثْتَنِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَدَعَوْتُهُ قَالَ وَمَنْ مَعِيَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ إِنَّهُ يَقُولُ وَمَنْ مَعِيَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعْتَهُ أُمَّ سَلِيمٍ فَدَخَلَ فَجِئْتُ بِهِ وَقَالَ ادْخُلْ عَلَيَّ عَشْرَةَ فَدَخَلُوا (فَادْخُلُوا) فَآكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ قَالَ ادْخُلْ عَلَيَّ عَشْرَةَ فَدَخَلُوا فَآكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ قَالَ ادْخُلْ عَلَيَّ عَشْرَةَ حَتَّى عَدَّ أَرْبَعِينَ ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَامَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ .

৫০৪৭. আনাস (রা) হতে বর্ণিত । তাঁর আন্না উম্মু সুলাইম (রা) এক মুদ যব গুলিয়ে দলা পাকালেন এবং তাঁর নিকটস্থ ঘিয়ের ভাণ্ড নিংড়িয়ে তাতে দিলেন । অতপর তিনি আমাকে নবী (স)-এর নিকট পাঠান । আমি এসে তাঁকে দাওয়াত করলাম । তিনি তাঁর সাহাবীগণের সাথে ছিলেন । তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তারাও কি আসবে, যারা আমার সাথে রয়েছে ? আমি (বাড়ীতে) ফিরে এসে বললাম, নবী (স) জিজ্ঞেস করছেন, তারাও কি

কিতাবুল আতয়েমা

আসবে যারা তাঁর সাথে রয়েছে ? আবু তালহা (রা) নবী (স)-এর নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ! উম্মু সুলাইম যা তৈরী করেছে তা যৎ সামান্য। নবী (স) তাশরীফ আনলেন। তার সামনে সেই খাদ্য আনা হল। তিনি বলেন, দশজন লোককে ভেতরে নিয়ে এসো। তাঁরা আসলেন এবং সবাই তৃপ্তি মিটিয়ে খেলেন। রসূলুল্লাহ (স) পুনরায় বলেন, আরও দশজনকে নিয়ে এসো। সুতরাং তারা আসলেন এবং সবাই তৃপ্তি মিটিয়ে খেলেন। তিনি আবার বলেন, আরও দশজন নিয়ে এসো। সুতরাং তাঁরা আসলেন এবং তৃপ্তি মিটিয়ে খেলেন। এমনকি তিনি চল্লিশ ব্যক্তি গুণলেন। তারপর নবী (স) নিজে খেলেন। অতপর বিদায় হন। আমি ওই খাদ্যের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তা কমেছে কিনা।

৫০- অনুচ্ছেদ : রসুন ও (দুর্গন্ধযুক্ত) তরকারী খাওয়া মাকরুহ। এ বিষয়ে নবী (স) থেকে ইবনে উমার (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫০৪৮. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قِيلَ لَأَنْسِ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي الثُّومِ فَقَالَ مَنْ أَكَلَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.

৫০৪৮. আবদুল আযীয (র) বলেন, আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি রসুন (খাওয়া) সম্পর্কে নবী (স)-কে কিছু বলতে শুনেছেন ? তিনি জবাব দিলেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি (রসুন) খায়, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটেও না আসে।^৮

৫০৪৯. عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا.

৫০৪৯. আতা (র) থেকে বর্ণিত। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি পেয়াজ-রসুন খায় সে যেন অবশ্যই আমাদের থেকে আলাদা থাকে এবং আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে।

৫১-অনুচ্ছেদ : কাবাস অর্থাৎ পিলু ফল।

৫০৫০. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَرِّ لَظْهَرَانَ نَجْنِي الْكِبَاتِ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ فَقَالَ أَكُنْتُ تَرَعَى الْغَنَمَ قَامَ نَعْمَ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا.

৫০৫০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে মাররুযযাহরান নামক স্থানে পিলু ফল কুড়াচ্ছিলাম। তখন নবী (স) বললেন, তোমরা কালোগুলো কুড়িয়ে নাও। কেননা কালোগুলোই উত্তম। জাবের (রা)

৮. কাঁচা পেয়াজ-রসুন খেলে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। এ দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে আসলে আশেপাশের লোকের কষ্ট হয় এবং ফেরেশতাগণও কষ্ট পায়। এজন্য কাঁচা পেয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে যাওয়া মাকরুহ। কাঁচা পেয়াজ-রসুন খাওয়া বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে মাকরুহ তানযিহী। হাদীসে এই কাঁচা পেয়াজ-রসুনের কথাই বলা হয়েছে।

বলেন, আপনি কি বক্রী চরিয়েছেন ? তিনি বলেন, হাঁ। এমন কোন নবী নেই, যিনি ছাগল চরাননি।^৯

৫২-অনুচ্ছেদ : আহারের পর কুল্লি করা।

৫০৫১- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَلَمَّا كُنَّا بِالصُّهْبَاءِ دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا أَتَى بِطَعَامٍ إِلَّا بِسَوِيقٍ فَأَكَلْنَا فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَمَضَّمْ وَمَضْمَضْنَا قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ بِشِيرًا يَقُولُ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَلَمَّا كُنَّا بِالصُّهْبَاءِ قَالَ يَحْيَى وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا أَتَى إِلَّا بِسَوِيقٍ فَلُكِنَاهُ فَأَكَلْنَا مَعَهُ (مِنْهُ) ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ سَفِيَانُ كَأَنَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَحْيَى .

৫০৫১. সুয়াইদ ইবনুন নু'মান (রা) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে খায়বার রওয়ানা হলাম। আমরা আস-সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলে নবী (স) খাদ্য নিয়ে ডাকেন। শুধু ছাতুই পেশ করা হল। আমরাও খেলাম। তিনি নামাযের জন্য উঠে দাঁড়ান। তিনি কুল্লি করলেন, আমরাও কুল্লি করলাম। ইয়াহুইয়া বলেছেন, আমি বুশাইরকে বলতে শুনেছি, আমাদের নিকট সুয়াইদ (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে খায়বারের দিকে রওয়ানা হলাম। আমরা আস-সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলাম। ইয়াহুইয়া বলেছেন, এ জায়গাটা খায়বার থেকে এক মঞ্জিল দূরে অবস্থিত। অতপর নবী (স) খাবার চাইলেন। তখন তাঁর সামনে কেবল ছাতু পেশ করা হল। আমরা তাতে মুখ লাগিয়ে তাঁর সাথে খেলাম। তারপর তিনি পানি চেয়ে আনালেন এবং কুল্লি করলেন। তাঁর সঙ্গে আমরাও কুল্লি করলাম। এরপর তিনি আমাদেরকে মাগরিবের নামায পড়ালেন, কিন্তু পুনরায় উষু করেননি। সুফিয়ান বলেছেন, (আমি তোমার নিকট এমনভাবে বর্ণনা করেছি) যেন তুমি ইয়াহুইয়ার নিকট শুনেছো (অর্থাৎ তাঁর বর্ণনা ও আমার বর্ণনা হুবহু একই)।^{১০}

৫৩-অনুচ্ছেদ : রুমাল দিয়ে মুছে ফেলার আগে আঙ্গুল চেটে ধোওয়া।

৫০৫২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا .

৯. মারফুয যাহরান মক্তাব পথে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। পিলু ফল এক জাতীয় কালো ফল, আরবের পাহাড়ে বা বনে হয়। এসব স্থানে সাধারণত যারা ছাগল চরায় তারা এই ফলের গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত। রসূল (স) কালোগুলো সুবাদু বলায় জাবের (রা) আশ্চর্য হয়েছেন এ জন্যে যে, ছাগল না চরালে তো এ খবর জানা সম্ভব নয়। তাই তিনি এ প্রশ্ন করেছেন। রসূল (স) বলেছেন, সব নবীই ছাগল চরান। মূলত ছাগল চরানো খুবই কষ্টকর। এজন্যে অত্যন্ত ধৈর্য ও সংযমের দরকার। কারণ উম্মাত পরিচালনায় এর চেয়েও বেশী ধৈর্য ধরতে হয়, কষ্ট সহিতে হয়। আদ্বাহ তাআলা সব নবী দ্বারাই ছাগল চরানোর কাজ করিয়েছেন। এটা উম্মাত পরিচালনার বাস্তব প্রশিক্ষণ।

১০. কোন কিছু খেলে উষু নষ্ট হয় না। ছাতু খাওয়ার পর সবাই কুল্লি করেছেন। ফলে মুখে কিছু থাকেনি এবং উষুরও শ্রোয়াজন পড়েনি।

৫০৫২. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, তোমাদের কেউ যখন কিছু খায়, সে যেন হাত মুছে ফেলার আগে তা চেটে খায়, কিংবা অন্যকে দিয়ে চাটায়।

৫৪-অনুচ্ছেদ : রুমাল।

৫০৫৩. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ لَا قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ لَأَنْجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلٌ إِلَّا أَكْفْنَا وَسَوَاعِدْنَا وَأَقْدَامُنَا ثُمَّ نُصَلِّيَ وَلَا نَتَوَضَّأُ.

৫০৫৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তার নিকট আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর (পুনরায়) উষু করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, না (অনুরূপ খাদ্য খাওয়ার পর পুনরায় উষু নেই)। নবী (স)-এর যমানায় খুব কম খাদ্যই আমাদের ভাগ্যে জুটতো। আর যখন আমরা খাদ্য পেতাম, তখন হাতের পাঞ্জা, বাজু ও পা ভিন্ন কোন রুমাল আমরা পেতাম না। অতপর (খেয়ে দেয়ে) আমরা নামায পড়তাম কিন্তু পুনরায় উষু করতাম না।

৫৫-অনুচ্ছেদ : খাওয়ার পর কি দোয়া পড়বে।

৫০৫৪. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا.

৫০৫৪. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। যখন নবী (স)-এর সামনে থেকে (খাওয়া শেষে) তাঁর দস্তরখান তুলে নেয়া হতো, তখন তিনি এ দোয়া পড়তেন : “আলহামদু লিল্লাহি কাসীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি গাইরা মাকফীয়িন ওয়ালা মুওয়াদ্দাইন ওয়ালা মুসতাগনান আনহু রুব্বানা।” অর্থাৎ “পাক-পবিত্র, বরকতময় অনেক অনেক তারীফ সমস্তই আল্লাহর জন্য। হে পরোয়ারদিগার ! তা হতে কখনো মুখ ফিরাতে পারব না, তা কখনো চিরতরে বিদায় দিতে পারব না, তা হতে নির্লিপ্ত হতে পারব না।”

৫০৫৫. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَعَ مِنْ طَعَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ وَقَالَ مَرَّةً لَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى رَبَّنَا.

৫০৫৫. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) যখন খাওয়া থেকে অবসর হতেন বা দস্তরখান তুলে ফেলতেন, তখন এ দোয়া পড়তেন : “আলহামদু লিল্লাহিলাযী কাফানা ওয়া আরওয়ানা গাইরা মাকফুরিন”—“সমস্ত তারীফ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে যথেষ্ট খাইয়েছেন এবং পরিতৃপ্ত করেছেন। না তা হতে মুখ ফেরানো যায়

আর না নাশোকরী করা যায়” ১১ কখনো কখনো তিনি এ দোয়া করতেন : লাকাল হামদু রব্বানা গাইরা মাকফীয়িন ওয়ালা মুওয়াদ্দাইন ওয়ালা মুসতাগনান আনহু রব্বানা ।

৫৬-অনুচ্ছেদ : খাদেমের সাথে ঋণ।

৫০৫৬- عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يَجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِي حَرِّهِ وَعِلَاجُهُ .

৫০৫৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, তোমাদের কারো নিকট যখন তার খাদেম খাবার নিয়ে আসে এবং সে লোক তাকে তার সাথে না বসায় তবে তাকে অন্তত দুই-এক লোকমা অবশ্যই দিয়ে দিবে। কেননা সে (পাক ঘরের) উত্তাপ এবং ঐ খানা তৈরীর সমুদয় ক্লেশ বরদাশত করেছে। ১২

৫৭-অনুচ্ছেদ : কৃতজ্ঞ আহারকারী ধৈর্যশীল রোযাদারের সমতুল্য। এ বিষয়ে আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৮-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তিকে খানার দাওয়াত দিলে (এবং অপর কেউ তার সাথে এসে গেলে) সে বলবে, এ ব্যক্তি আমার সাথে এসে গেছে। আনাস (রা) বলেন, তুমি কোন মুসলমানের নিকট গেলে এবং সে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি না হলে তার খানা ঋণ এবং তার পানীয় পান কর।

৫০৫৭- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يُكْتَى أَبَا شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَامٌ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَعَرَفَ الْجُوعَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَ إِلَى غُلَامِهِ اللَّحَامِ فَقَالَ اصْنَعْ لِي طَعَامًا يُكْفِي خَمْسَةَ لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةَ فَصَنَعَ لَهُ طُعِيمًا ثُمَّ آتَاهُ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا شُعَيْبٍ إِنْ رَجُلًا تَبِعْنَا فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتُ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ قَالَ لَا بَلْ أَذِنْتُ لَهُ .

১১. এ দোয়াগুলো ছাড়া আরো একটি দোয়া বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে। পানাহার শেষে এ দোয়াটি পড়াই অধিক প্রচলিত আছে : “আলহামদু লিল্লাহিল্লাম্বী আতআমানা ওয়াসাকানা ওয়াজাআলানা মিনাল মুসলিমীন।” —“সমস্ত তারীফ আত্মাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।” পানাহার শেষে এর যে কোন একটি দোয়া করে আত্মাহর শোকর আদায় করা উচিত।

১২. ইসলামে চাকর ও মালিকে কোন ভেদাভেদ নেই—সবাই সমান। তাই পাচক খানা পাক করে আনলে তাকে সাথে বসিয়ে ঋণ্যনোই ইসলামের নিয়ম। নিজে যা খাবে তা তাকেও খাওয়াবে, যা পরবে, তাকেও তা পরাবে। এতটুকু উদারতা দেখানোর মনোবল যদি কারো না থাকে, তবে অবশ্যই সে যেন ওই খাবার থেকে চাকরকে দুই এক লোকমা দান করে।

৬০-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী فَاتَّشِرُوا فَأَنْتُمْ طَعِمْتُمْ فَأَذًا طَعِمْتُمْ فَاتَّشِرُوا “তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে যেও।”-(সূরা আল আহযাব : ৫৩)

৫০.৬১- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسَ بِالْحِجَابِ كَانَ أَبِي بَنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبِ ابْنَةِ جَحْشٍ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَشَى وَمَشِيَتْ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ فَرَجَعَتْ مَعَهُ فَأَذًا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ وَرَجَعَتْ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَرَجَعَ وَرَجَعَتْ مَعَهُ فَأَذًا هُمْ قَدْ قَامُوا فَضْرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا وَأَنْزَلَ الْحِجَابَ (وَنَزَلَ عَلَيْهِ الْحِجَابُ)

৫০৬১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার ঘটনা আমি সবার চেয়ে বেশী অবগত আছি। উবাই ইবনে কা'ব (রা) এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। যখন বিনতে জাহশের সঙ্গে রসূলুল্লাহ (স) বাসর যাপন করলেন, তিনি তাঁকে মদীনাতে বিয়ে করেন। অনেক বেলা হলে রসূলুল্লাহ (স) লোকজনকে বিবাহর ভোজে দাওয়াত দিলেন। আহার শেষে রসূলুল্লাহ (স) বসে থাকেন এবং লোকজনও তাঁর সাথে বসে থাকে, কিছু লোক খেয়েদেয়ে চলে যায়। রসূলুল্লাহ (স) উঠে দাঁড়ালেন এবং আমিও তাঁর সাথে হেঁটে চললাম। তিনি আয়েশা (রা)-এর হাজার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে ভাবলেন, লোকজন হয়ত চলে গেছে। তিনি ফিরে এলেন এবং আমিও তাঁর সাথে আবার ফিরে এলাম। কিন্তু লোকজন তখনো নিজ নিজ জায়গায় বসে আছে। নবী (স) আবার ফিরে গেলেন এবং আমিও তাঁর সাথে ফিরে গেলাম। হাঁটতে হাঁটতে তিনি আয়েশা (রা)-এর হাজার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। পুনরায় তিনি ফিরে আসলেন, আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসলাম। দেখলাম, লোকজন উঠে গেছে। তখন নবী (স) আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা টাংগিয়ে দিলেন। এ সময় (তাঁর উপর) পর্দার আয়াত নাযিল হয়।

كِتَابُ الْعَقِيْقَةِ

(আকীকার বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ : আকীকা দেয়ার ইচ্ছা না থাকলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনই নবজাতকের নাম রাখবে এবং তাকে মিষ্টিমুখ করানো।

৫০৬২. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ اِبْرَاهِيْمَ فَحَنَنْكُهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبِرْكَةِ وَدَفَعَهُ اِلَيَّ وَكَانَ اَكْبَرَ وُلْدِ اَبِي مُوسَى .

৫০৬২. আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। আমি তাকে নিয়ে নবী (স)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি তার নাম রাখলেন-ইবরাহীম এবং একটি খোরমা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন, ১ অতপর তার জন্য বরকতের দোয়া করলেন, তারপর তাকে আমার নিকট ফেরত দিলেন। এ ছিল আবু মুসা আশআরী (রা)-এর জ্যেষ্ঠ সন্তান।

৫০৬৩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِيٍّ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَاتَّبَعَهُ اَلْمَاءَ .

৫০৬৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি শিশুকে নবী (স)-এর নিকট তাহনীক করানোর জন্য নিয়ে আসা হলো। শিশুটি নবী (স)-এর কোলে পেশাব করে দিল। তিনি পেশাবের ওপর পানি ঢেলে দিলেন।

৫০৬৪. عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكْرٍ اَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَاَنَا مُتِمُّ فَاتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَقَلَّ فِي فِيهِ فَكَانَ اَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيْقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ حَنَنْكُهُ بِاَلتَّمْرَةِ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَكَ عَلَيْهِ وَكَانَ اَوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِي الْاِسْلَامِ فَفَرِحُوْا بِهِ فَرَحًا شَدِيْدًا لِاِنَّهُمْ قِيْلَ لَهُمْ اِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرْتَكُمْ فَلَا يُوْلَدُ لَكُمْ .

৫০৬৪. আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি মক্কায় থাকাকালেই আবুদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) তার গর্ভে আসে। গর্ভকাল পূর্ণ হওয়াকালে আমি (হিজরত করে) মদীনায় পৌছি এবং কুবা পল্লীতে অবতরণ করি। এ কুবাতেই আবুদুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হয়।

১. হাদীসে তাহনীক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ কোন কিছু বিশেষত খোরমা চিবিয়ে নরম করে তা নবজাত শিশুর মুখে দেয়া।

অতপর আমি তাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে এসে তাঁর কোলে তুলে দিলাম। তিনি খোরমা-খেজুর চেয়ে নিলেন এবং তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন। সুতরাং তার পেটে সর্বপ্রথম প্রবেশ করেছিল রসূলুল্লাহ (স)-এর মুখের লালা। তিনি চিবানো খেজুর তার মুখে দিলেন, তার জন্য দোয়া করলেন এবং বরকত কামনা করলেন। (মদীনায়) মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম জন্মাভ করেন। এজন্যে (তাঁর জন্মে) মুসলমানগণ অতিশয় আনন্দিত হয়েছিল। কেননা মুসলমানদের সম্পর্কে গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে, তাদের উপর ইহুদীরা যাদুটোনা করেছে। সুতরাং তাদের কোন সন্তানাদি হবে না।^২

৫০৬৫. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ ابْنُ لَآئِبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَبِضَ الصَّبِيَّ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِي قَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ فَقَرَّبْتِ إِلَيْهِ الْعِشَاءَ فَتَعَشَى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارُوا الصَّبِيَّ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ عَرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهَا لَهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ احْفَظِيهِ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَآتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمْرَاتٍ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَمَعَهُ شَيْءٌ قَالُوا نَعَمْ تَمْرَاتٌ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ وَحَنَّكَ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ .

৫০৬৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহা (রা)-এর এক শিশু পুত্র অসুস্থ ছিল। আবু তালহা (রা) (কোন কাজে) বাইরে চলে গেলেন। তখন ছেলেটি মারা গেল। আবু তালহা (রা) ফিরে এসে জিজ্ঞেস করেন, আমার ছেলেটি কী করছে (কেমন আছে) ? উম্মু সুলাইম (রা) বলেন, সে আগে যেরূপ ছিল, তার চেয়ে বেশী শান্তি ও স্বস্তিতে আছে। অতপর তিনি স্বামীকে রাতের খাবার এনে সামনে দিলেন (এবং তিনি তা খেলেন), তারপর বিবির সাথে তার মিলন হল। মিলনের পর বিবি বললেন, এ (মৃত) ছেলেটিকে দাফন করে আস। সকাল হলে আবু তালহা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, রাতে তোমার স্ত্রীর সাথে কি তোমার মিলন হয়েছে। তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ (স) দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ ! এ দু'জনকে বরকত দান কর। উম্মু সুলাইম (রা) বলেন, অতপর আমার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তখন আবু তালহা (রা) আমাকে বললেন, নবী (স)-এর নিকট না নেয়া পর্যন্ত একে হেফযতে রাখ। অতপর তিনি তাকে নবী (স)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। উম্মু সুলাইম (রা) তার সাথে কয়েকটি খেজুরও দিলেন। নবী (স) তাকে

২. এখানে 'মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম জন্মাভ করেন'-এর অর্থ, মুহাজির মুসলমানদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা)-ই ছিলেন প্রথম শিশু। কারণ আনসার মুসলমানদের মধ্যে তাঁর পূর্বে নু'মান ইবনে বশীর জন্মগ্রহণ করেন। ইহুদীরা দাবি করেছিল যে, তারা যাদুটোনা করেছে, তাই মুসলমানদের কোন সন্তান হবে না। আবদুল্লাহ (রা) জন্মাভ করায় তাদের এ দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ায় মুসলমানগণ অতিশয় আনন্দিত হন।

কোলে তুলে নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এর সাথে আর কোন কিছু আছে কি ? লোকজন বলেন, হাঁ, কয়েকটি খেজুর আছে। নবী (স) খেজুরগুলো নিয়ে সেগুলো চিবিয়ে আপন মুখ থেকে বের করে সেই শিশুর মুখে দিলেন। এটা দিয়েই তিনি শিশুটির মিষ্টিমুখ করালেন এবং তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ।^{১০}

২-অনুচ্ছেদ : আকীকার সময় শিশুর কষ্ট দূর করা।

৫০.৬৬- عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةً فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى .

৫০৬৬. সালমান ইবনে আমের দাব্বী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, শিশুর (জন্মের পর) আকীকা করা আবশ্যিক। অতএব তার তরফ থেকে তোমরা রক্ত প্রবাহিত কর। (পশু যবেহ কর) এবং তার থেকে কষ্ট দূর কর।^৪

৫০.৬৭- عَنْ جَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ أَمَرَنِي ابْنُ سَيْرِيْنٍ أَنْ أَسْتَلَّ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيْقَةِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ .

৫০৬৭. হাবীব ইবনুশ শহীদ (র) বলেন, হাসান (বসরী) আকীকার হাদীস কার থেকে শুনেছেন—একথা তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করতে আমাকে ইবনে সিরীন (র) নির্দেশ দেন। সুতরাং আমি তাঁকে তা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে।^৫

৩-অনুচ্ছেদ : ফারা।

৫০.৬৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا فَرْعَ وَلَا عَتِيْرَةَ وَالْفَرْعُ أَوَّلُ النَّتَاجِ كَانُوا يَذْبَحُوْنَهُ لِطَوَاغِيْتِهِمْ وَالْعَتِيْرَةَ فِي رَجَبٍ .

৩. অপর একটি সনদেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

৪. এখানে শিশু থেকে কষ্ট দূর করার অর্থ, আকীকা দিয়ে শিশুর মাথা মুড়িয়ে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। শিশু মায়ের পেট থেকে যে চুল নিয়ে আসে, তা তার জন্য কষ্টদায়ক। এতে সে অপরিচ্ছন্ন থাকে। মাথা কামানোর পর সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় এবং তার কষ্ট দূর হয়। তদুপরি সে নানা প্রকার বালা-মুসীবত থেকেও মুক্ত থাকে।

৫. এখানে ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি উল্লেখ করেননি। তিনি সূত্রটি বর্ণনা করাই যথেষ্ট মনে করেছেন। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এটি বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি এই :

হাসান বসরী (র) সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন : শিশু আকীকার সঙ্গে বন্ধক থাকে। (জন্মের পর) সপ্তম দিনে শিশুর তরফ থেকে পশু যবেহ করা, মাথা কামানো ও নাম রাখা উচিত। এখানে আকীকার প্রয়োজনীয়তা বুঝানোর জন্যই বন্ধক থাকার কথা বলা হয়েছে। আকীকা দেয়া হলে শিশু বন্ধনমুক্ত হয়ে যায়। তাই সামর্থ্য থাকলে আকীকা দেয়া উচিত। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেছেন, (সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও) আকীকা না দিলে কিয়ামতের দিন স্ম-বাপের পক্ষে সন্তানের শাফায়াত কবুল হবে না। সপ্তম দিন আকীকা করাই উত্তম। তা সন্তব না হলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তম দিনে করবে। তাও না করা হলে জীবনের যে কোন সময় করায়ও অনুমতি রয়েছে।

৫০৬৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, (ইসলামে) 'ফারা' ও 'আতীরা'র অবকাশ নেই। 'ফারা' হল, উটনীর প্রথম বাচ্চা—যাকে মুশরিকরা তাদের দেব-দেবীর নামে বলি দিত। আর রজব মাসে তারা যে কুরবানী দিত, তাকে বলা হতো 'আতীরা'।

৪-অনুচ্ছেদ : আতীরা।

৫০৬৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا فَرَعٌ وَلَا عَتِيرَةٌ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النَّتَاجِ
كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لَطَوَاغِيَّتِهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ .

৫০৬৯. আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, ফারা ও আতীরা এ দু'টো ইসলামে নেই। ফারা হল উটনীর সেই প্রথম বাচ্চা, যাকে (জাহিলী যুগে) মুশরিকরা তাদের দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দিত। আর আতীরা রজব মাসে করত।

كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ

(যবেহ ও শিকারের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ : যবেহ ও শিকার করা এবং শিকারের উপর বিসমিল্লাহ পড়া। আল্লাহর বাণী :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَنْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ

“তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যা যবেহ করা হয়েছে, যা স্বাসরোধে মরেছে, যা আঘাতে মরেছে, যা উপর থেকে পড়ে মরেছে, যা শিঙ-এর গুঁড়ায় মরেছে এবং হিংস্র জীবে খাওয়ানো যবেহ ছাড়া যা মরেছে—তবে যবেহ করলে খেতে পারবে এবং যে পশু পূজার মঞ্চে বলিদান করা হয়েছে, আর তোমাদের ভাগ্য নির্ণায়ক তীর নিক্ষেপ এসবই (হারাম) শুনাহের কাজ। আজ কাকেররা তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচরণে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, শুধু আমাকে ভয় করো”—(সূরা আল-মায়দা : ৩)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ

১. কঠরোধে মরা অর্থাৎ দড়ি বা রশি, ফাঁদ, ফাঁস বা গাছের লতায় গলা আটকে পড়ে মারা গেলে সেই প্রাণী খাওয়া হারাম, যে কোন আঘাতে মরলেও খাওয়া হারাম, কিন্তু বিসমিল্লাহ বলে তীর, তলোয়ার, বর্শা বা কাটা যায় এবং রক্ত ঝরে এমন বস্তুর আঘাতে মরলেও সেটা খাওয়া জায়েয। বন্দুকের গুলীতে শিকার করলে তা খাওয়া জায়েয কি না সে ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেক বলেন, গুলীর ধার নেই বলে তা শিকারকে খেতলিয়ে দেয়, কাটে না, এজন্য তা খাওয়া জায়েয হবে না, জীবিত পাওয়া গেলে এবং জবেহ করলে তবে জায়েয হবে। কাষী শওকানী (র)-সহ অনেক বিজ্ঞ আলেম বলেন, ধারাল অস্ত্রের ধার অপেক্ষা বন্দুকের গুলীর ধার কোন অংশেই কম নয়, বরং বেশী এবং তাতে রক্তও প্রবাহিত হয়। তাই বিসমিল্লাহ বলে গুলী ছুঁলে শিকার মরে গেলেও খাওয়া জায়েয বলে তাঁরা মনে করেন। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (র)-ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

হিংস্র মাংসাশী জন্তুর দংশনকৃত প্রাণী জীবিত পাওয়া গেলে এবং যবেহ করা গেলে তা খাওয়া জায়েয হবে। আর বিসমিল্লাহ বলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী পশু-পাখী ছেড়ে দিলে তাদের হামলায় শিকার মরে গেলেও তা খাওয়া জায়েয। ভাগ্য নির্দেশক তীর নিক্ষেপে ভাগে পাওয়া জিনিস হারাম। কেননা তা জুয়া ও লটারীর সমতুল্য। আর জুয়া ও লটারীর ফলে লভ্য জিনিস মাত্রই হারাম। এখানে প্রাণী বলতে হালাল প্রাণী বুঝানো হয়েছে।

“হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের হাত ও বর্শা যা শিকার করে সেই বিষয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, যেন আল্লাহ জানেন কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে। এরপর যে সীমালংঘন করে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব”—(সূরা আল-মায়দা : ৯৪)।

“যা তোমাদের নিকট বর্ণিত হচ্ছে তা ছাড়া চতুর্দশ গবাদি পশু তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, তবে ইহরাম অবস্থায় শিকার করা বৈধ মনে করবে না। আল্লাহ নিজ ইচ্ছানুযায়ী আদেশ করেন। হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহর নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশুর, গলায় পরানো চিহ্ন বিশিষ্ট পশুর এবং স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় বাইতুল হারাম অভিমুখে যাত্রীদের পবিত্রতার অবমাননা করো না। যখন তোমরা ইহরামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার”—(সূরা আল-মায়দা : ১-২)। ইবনে আক্বাস (রা) বলেন, আল-উকূদ অর্থ : চুক্তি, ইজরিমান্নাকুম অর্থ : তোমাদেরকে যেন প্ররোচিত না করে, শানাআনু অর্থ : শত্রুতা, আল-মুনখানিকাতু অর্থ : শ্বাসরোধে হত্যাকৃত প্রাণী, আল-মাওকুয়া অর্থ : কাঠ খণ্ড দ্বারা প্রহার করে হত্যা করা প্রাণী, আল-মুতারাদিয়াতু অর্থ : পাহাড়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করে হত্যাকৃত প্রাণী, আন-নাভীহাতু অর্থ : ছাগল বা ভেড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করে হত্যা করা। কিন্তু কোন প্রাণীকে তুমি লেজ বা চোখ নাড়ানো অবস্থায় পেলে এবং তা (ঐ অবস্থায়) যবেহ করতে পারলে তা আহার করতে পার।

৫০৭০. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحِدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقَيْدٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ فَإِنَّ الْكَلْبَ ذَكَاةٌ وَإِنْ وَجَدْتُمْ مَعَ كَلْبِكِ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخْذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ .

৫০৭০. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে পালকহীন বা তীক্ষ্ণ মাথাহীন তীরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, যদি তীরের ধারাল অংশ তা হত্যা করে তাহলে তা খাও। আর যদি তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে মরে, তাহলে শিকার ওকীজ^২ (অর্থাৎ লাঠি বা পাথরের আঘাতে মৃত জন্তু) গণ্য হবে। আমি তাঁকে কুকুরের শিকার সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, যদি সে (পাকড়াও করে) তা তোমার জন্য ধরে রাখে, তাহলে তুমি খেতে পার। কেননা কুকুরের পাকড়াও

২. লাঠি বা পাথরের আঘাতে যে জন্তুকে মারা হয় তা ‘ওকীজ’ বা মাওকুজাহ। এ ধরনের মৃত জীব খাওয়া হারাম। ইসলামে যবেহ দুই রকম—এক, স্বাভাবিক নিয়ম মাস্কি যবেহ করা। যেমন গলা অর্থাৎ বুক ও হলকুষ্ঠের মধ্যবর্তী কোন স্থানের বিশেষ চারটি কিংবা অন্তত তিনটি রণ ‘বিসমিল্লাহি আদ্লাহ আকবার’ বলে ধারাল জিনিস দ্বারা কেটে দেয়া। দুই, জরফী ভিত্তিতে যবেহ করা। তাহলো, কোন হালাল জীবের দেহের যে কোন স্থান ধারাল জিনিস দ্বারা ‘বিসমিল্লাহ’ বলে কেটে দেয়া। স্বাভাবিক নিয়মে যবেহ করা যেখানে অসম্ভব—একমাত্র সেখানেই এ নিয়মে যবেহ করার বিধান। এছাড়া কোন জিনিসের আঘাতে, ওপর থেকে পড়ে, অন্য পশুর ঠতায় কিংবা হিংস্র জন্তুর হামলায় মরলে—তা সাধারণত মৃত বলে গণ্য হবে এবং এরূপ মৃত জীব খাওয়া হারাম।

কিতাবুয যাবায়েহ ওয়াসসাইদি

করাটাই হলো যবেহ করা। আর যদি তুমি তোমার কুকুর কিংবা কুকুরগুলোর সাথে অন্য কুকুর দেখতে পাও এবং তোমার আশংকা হয় যে, ঐ কুকুরও তোমার কুকুরের সাথে শিকার হত্যায় অংশ নিয়েছে, তাহলে তুমি তা খাবে না। কেননা তুমি তো কেবল তোমার কুকুর ছাড়তে বিসমিল্লাহ পড়েছ, অন্য কুকুরের বেলায় তা পড়নি।

২-অনুচ্ছেদ : তীরের পার্শ্বদেশের শিকার। ইবনে উমার (রা) গুলতির গুলীর আঘাতে মৃত শিকার সম্পর্কে বলেছেন, তা 'মওক্জাহ'—অর্থাৎ লাঠি বা পাথরের আঘাতে নিহত প্রাণীর অনুরূপ গণ্য হবে। সালাম, কাসেম, মুজাহিদ, ইবরাহীম, আতা ও হাসান এটাকে মাকরহ মনে করেন। হাসানের মতে গ্রাম ও শহরে এ গুলী ছোঁড়া মাকরহ, অন্যত্র কোন অসুবিধা নেই।

৫০৭১ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتَ بِحِدِّهِ فَكُلْ فَإِذَا أَصَابَ (أَصَبْتَ) بِعَرَضِهِ فَقَتَلْ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلُ فَقُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي قَالَ إِذَا أُرْسَلَتْ كَلْبِكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ قُلْتُ فَإِنْ أَكَلَ قَالَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَاجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ لَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى آخَرَ .

৫০৭১. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে তীরের পার্শ্বদেশ দ্বারা শিকারকৃত প্রাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, যদি তীরের ধারাল অংশ দ্বারা কেটে থাক তাহলে খেতে পার। আর যদি তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে তা মারা যায়, তাহলে সেই প্রাণী মাওক্জাহ, তা খেও না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি আমার কুকুর (শিকারে) পাঠাই ? তিনি বলেন, তুমি যদি বিসমিল্লাহ পড়ে তোমার কুকুর ছেড়ে থাক, তাহলে (শিকার) খেতে পার। আমি আর্য করলাম, যদি সেই কুকুর কিছুটা খেয়ে ফেলে ? তিনি বলেন, তাহলে খেও না। কেননা সে তোমার জন্য ধরেনি, ধরেছে নিজের জন্য। আমি বললাম, আমি আমার কুকুর ছেড়ে দেই, পরে তার সাথে যদি আরেকটি কুকুর দেখতে পাই ? তিনি বলেন, তাহলে খেও না। কারণ তুমি তো বিসমিল্লাহ পড়েছ তোমার কুকুরের উপর, অন্যটির উপর তো বিসমিল্লাহ পড়নি।

৩-অনুচ্ছেদ : তীরের পার্শ্বদেশের আঘাত লেগে শিকার মরে গেলে।

৫০৭২ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ قَالَ كُلُّ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَا قَالَ وَإِنْ قَتَلْنَا قُلْتُ إِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ كُلُّ مَا حَزَقَ وَمَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَلَا تَأْكُلُ .

৫০৭২. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছেড়ে থাকি (এ ব্যাপারে কি হুকুম)। তিনি বলেনঃ কুকুরগুলো যদি তোমাদের জন্য ধরে রাখে তাহলে খেতে পার। আমি বললাম, যদি ওরা

মেরে ফেলে ? তিনি বলেন, মেরে ফেললেও। আমি বললাম, আমরা তো তীরের পার্শ্বদেশ দিয়েও শিকার করে থাকি। তিনি বলেন : যদি কাটা যায় তাহলে এবং যদি তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে মেরে যায় তাহলে খেও না।

৪-অনুচ্ছেদ : ধনুক দ্বারা শিকার করার বর্ণনা। হাসান বসরী ও ইবরাহীম নাখঈ বলেন, কেউ যদি কোন শিকারে আঘাত করে এবং এর ডানা কিংবা পা (ভেংগে) আলাদা হয়ে যায়, তাহলে এ আলাদা হয়ে যাওয়া অংশ খাবে না। আর বাকি সমস্তটা খেতে পার। ইবরাহীম বলেন, যদি তুমি শিকারের ছাড়ে কিংবা কোমরে আঘাত হান তাহলে সেটা খাও। যায়েদ হতে আ'মাশ বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ পরিবারের এক ব্যক্তি একটি বন্য গাধা শিকার করতে পারছিল না। তখন আবদুল্লাহ তাদেরকে হুকুম দিলেন, যেখানেই মণ্ডকা পায় দেহের সেই জায়গায়ই যেন তারা আঘাত হানে। এতে তার যে অংশ আলাদা হয়ে যাবে তা ফেলে দাও এবং বাকিটা খাও।

০.৭৩. عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ (مِنْ) أَهْلِ الْكِتَابِ أَفْئَاكُلُ فِيْ أُنْيَتِهِمْ وَيَأْرَضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِيْ وَيَكْلِبِي الْأَذْيَ لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ وَيَكْلِبِي الْمُعَلِّمُ فَمَا يَصْلُحُ لِيْ قَالَ أَمَا مَا نَذَرْتُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنَّ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيْهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيْهَا وَمَا صِدَّتْ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ وَمَا صِدَّتْ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمُ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ وَمَا صِدَّتْ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مُعَلِّمٍ فَادْرَكَتْ ذَكَاتُهُ فَكُلْ .

৫০৭৩. আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর নবী ! আমরা আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী-নাসারাদের দেশে বাস করি। আমরা কি তাদের পাত্রে খেতে পারি ? শিকার ভূমিতে আমরা বাস করি, তীর-ধনুক দ্বারাও শিকার করি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণহীন কুকুর দিয়েও শিকার করে থাকি। আমার জন্যে কোনটা সঠিক হবে ? তিনি বলেন, আহলে কিতাব সম্পর্কে তুমি যা উল্লেখ করলে সে সম্পর্কে হুকুম এই যে, যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও তাহলে তাদের পাত্রে খেও না। আর যদি না পাও তাহলে তা ধুয়ে নাও, তারপর তাতে খাও। তোমার তীর-ধনুক দ্বারা যে শিকার করলে, যদি তা ছুঁড়তে বিসমিল্লাহ পড়ে থাক তাহলে তা খেতে পার। আর তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে যদি শিকার করে থাক এবং বিসমিল্লাহ পড়ে থাক তাহলে খাও। প্রশিক্ষণহীন কুকুর দিয়ে শিকার করলে যদি যবেহ করার সুযোগ পাও, তবে যবেহ করে খেতে পার।

৫-অনুচ্ছেদ : পাখরখও নিক্ষেপ ও গুলতি মারার বর্ণনা।

০.৭৪. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْدِفُ فَقَالَ لَهُ لِأَخْدِفْ فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَدْفِ أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَدْفَ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا

يُنْكَأُ (يُنْكَأُ) بِهِ عَدُوٌّ وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ ثُمَّ رَأَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أَحَدِيكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تُخْذِفُ لَا أَكَلِمَكَ كَذَا وَكَذَا .

৫০৭৪. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে দুই আঙ্গুলের সাহায্যে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করতে দেখেন। তিনি তাকে বলেন, প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করো না। কেননা রসূলুল্লাহ (স) প্রস্তর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন কিংবা পাথরখণ্ড ছোঁড়া অপসন্দ করেছেন। তিনি বলেছেন, এতে না কোন শিকার ধরা যায়, না কোন দুষমনকে আঘাত হানা যায়। তবে তা কারো দাঁত ভেঙ্গে দিতে পারে, কারো চোখ ফুঁড়ে ফেলতে পারে। এরপর তাকে তিনি আবার দুই আঙ্গুলের সাহায্যে প্রস্তরখণ্ড ছুঁড়তে দেখলেন। তিনি তাকে বলেন, আমি তোমার কাছে রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস বর্ণনা করেছিলাম যে, তিনি প্রস্তর খণ্ড ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন কিংবা প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করা অপসন্দ করেছেন। অথচ (এরপরও) তুমি প্রস্তর নিক্ষেপ করছ। আমি আর তোমার সাথে এই এই কথাই বলব না।

৬-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি শিকার কিংবা গবাদি পশু পাহারাদানের উদ্দেশ্যে ছাড়া কুকুর পোষে।

৫০৭৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبٍ مَأْشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قَيْرَاطَانٍ .

৫০৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি গৃহপালিত পশু পাহারাদানের কিংবা শিকার করার উদ্দেশ্যে ছাড়া কুকুর পোষে প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে দুই 'কিরাত' করে কমতে থাকে।^৩

৫০৭৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا لِيَصِيدَ أَوْ كَلْبًا مَأْشِيَةً فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَيْرَاطَانٍ .

৫০৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, যে লোক শিকারের ওপর হামলাকারী কিংবা গৃহপালিত জীব-জন্তুর পাহারাদানকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেক আমল দুই 'কীরাত' ঘাটতি হতে থাকে।

৫০৭৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا مَأْشِيَةً أَوْ ضَارِيَةً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَيْرَاطَانٍ .

৩. ছওয়াবের দিক থেকে এক কিরাত উহুদ পাহাড়ের সমতুল্য।

৫০৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি গৃহপালিত জীব-জন্তু পাহারাদানকারী কিংবা শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে দুই কিরাত পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে।

৭-অনুচ্ছেদ : কুকুর শিকার থেকে খেলে। আল্লাহ তাআলার বাণী :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ .

“তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে ? আপনি বলে দিন, তোমাদের জন্য ভালো ও পবিত্র জিনিসসমূহ হালাল করা হয়েছে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবে তোমরা যেসব শিকারী পশু-পাখীকে শিক্ষাদান করেছে তারা তোমাদের জন্য (শিকার করে) যা ধরে রাখে, তা তোমরা খাও এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী”-(সূরা আল-মায়দা : ৪)।^৪ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, কুকুর যদি শিকার খায়, তাহলে তা নষ্ট হয়ে যায়। কারণ, সে নিজের জন্যেই শিকার ধরেছে। আর আল্লাহ তাআলা বলছেন, “তোমরা তাদেরকে শিখিয়েছ, যেরূপ আল্লাহ তোমাদেরকে শিখিয়েছেন।” অতপর (শিকার ধরা শিক্ষা দিতে) কুকুরকে প্রহার করা হয় এবং শিক্ষা দেয়া হয় যাতে সে শিকার করে রেখে দেয়। ইবনে উমার (রা) এটাকে মাকরুহ বলেছেন। আতা বলেছেন, যদি সে রক্তপান করে এবং গোশত না খায়, তাহলে তা খেতে পার।

৫০৭৮. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ
بِهَذِهِ الْكِلَابِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكُهُ
عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِّنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ .

৫০৭৮. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কথা প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেছি, আমরা তো এসব কুকুর দিয়ে শিকার করে থাকি। তিনি বলেন, তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলো বিসমিল্লাহ পড়ে ছেড়ে দিলে সেগুলো যদি তোমাদের জন্য শিকার ধরে রাখে, তাহলে শিকার মেরে ফেললেও তা তোমরা খেতে পার। কিন্তু কুকুর যদি তার কিছু অংশ খেয়ে ফেলে, তাহলে তা খেতে পারবে না। কেননা আমার

৪. আয়াতে উল্লিখিত جوارح শব্দটি جارحة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ শিকারী, দংশনকারী বা হিংস্র। مكلبين হলো مكلب -এর বহুবচন। এর অর্থ শিকার শিক্ষাদাতা। এজন্যে কেউ কেউ শব্দযুগলের মর্মার্থ করেন 'শিকারী পশু বা শিকারী কুকুর'। কিন্তু এর আসল মর্ম হল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশু-পাখী।

কিতাবুয যাবায়েহ ওয়াসসাইদি

আশংকা হয়, সে তার নিজের জন্যেই তা পাকড়াও করেছে। আর যদি তোমার কুকুরটির সঙ্গে অন্য কুকুর शामिल দেখতে পাও, তবে ঐ (মরা) শিকার খেতে পারবে না।^৫

৮-অনুচ্ছেদ : দুই গুণ দিন পর হারানো শিকার পাওয়া গেলে।

৫০৭৭- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكَ وَقَتَلْنَا فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ وَعَنْ عَدِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِرُ (فَيَقْتَفِي) أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ قَالَ يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ .

৫০৭৯. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, তুমি তোমার কুকুরকে বিসমিল্লাহ পড়ে (শিকারের প্রতি) ছেড়ে দিলে, অতপর সে তা ধরল এবং মেরেও ফেলল, তুমি তা খেতে পার। আর যদি শিকার থেকে সে কিছু অংশ খায় তবে তুমি তা খেও না। কেননা সে তা ধরেছে তার নিজের জন্য। আর যদি তোমার কুকুরের সঙ্গে এমন কুকুরও शामिल থাকে, যার উপর বিসমিল্লাহ পড়া হয়নি, এরা সবাই শিকার ধরেছে এবং মেরেও ফেলেছে, তবে তুমি তা খেতে পারবে না। কেননা তুমি জান না কোন্ কুকুরটি শিকার হত্যা করেছে। আর তুমি যদি শিকারের প্রতি তীর ছুঁড়ে থাক এবং একদিন কিংবা দু'দিন পর তা (মৃত) পাও, তাহলে তাতে একমাত্র তোমার তীরের চিহ্ন থাকলে তুমি তা খেতে পার, কিন্তু তা পানিতে পাওয়া গেলে খেতে পারবে না। অপর সনদসূত্রে আদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-এর কাছে আরয করলেন যে, তিনি শিকারের প্রতি তীর ছোঁড়েন, দুই তিন দিন পর্যন্ত তা গায়েব থাকে, তারপর তাকে মৃত পান, তাতে তাঁর তীরও বিদ্ধ ছিল। নবী (স) বলেন, তোমার ইচ্ছা হলে তা খেতে পার।

৯-অনুচ্ছেদ : কেউ শিকারের সংগে অন্য কুকুর দেখতে পেলে।

৫০৮০- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا أُخْرَ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ وَسَأَلْتَهُ عَنْ صَيْدٍ

৫. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর শিকার ধরলে তা মরলেও খাওয়া জায়েয। কিন্তু যদি শিকারের কিছু অংশ সে খেয়ে ফেলে, তাহলে তা খাওয়া যাবে না। শিকার তখনও জীবিত থাকলে যবেহ করেই কেবল তা খাওয়া হালাল হবে। আর যদি শিকারী কুকুরের সঙ্গে অন্য কুকুরও শিকারের কাছে পাওয়া যায় এবং শিকার যদি মারা যায়, তখন কিছু অংশ না খেলেও এ শিকার খাওয়া জায়েয হবে না। কারণ প্রশিক্ষণহীন কুকুরও শিকারে জড়িত থাকতে পারে।

الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتَ بِحِدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلْ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ
فَلَا تَأْكُلُ .

৫০৮০. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার কুকুর বিসমিল্লাহ পড়ে (শিকারের প্রতি) ছেড়ে থাকি। নবী (স) বলেন, তুমি বিসমিল্লাহ পড়ে তোমার কুকুর ছেড়ে দিলে, সে গিয়ে শিকার পাকড়াও করে, মেরে ফেলে এবং খায়, তবে তা খেও না। কেননা সে তার নিজের জন্য শিকার ধরেছে। আমি আরয করলাম, আমি ছেড়ে দেই আমার কুকুর, পরে তার সঙ্গে পাই অন্য কুকুর। আমি জানি না, কোন্টি শিকার ধরেছে। তিনি বলেন, তা খেও না। কেননা তুমি বিসমিল্লাহ পড়েছ তোমার কুকুরের উপর, অন্যটির উপর নয়। আমি তাঁকে তীরের ফলকের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, যদি তার ধারাল অংশের আঘাতে কাটা যায়, তা খাও। আর যদি তার ফলকের (পার্শ্বদেশের) আঘাতে মারা যায়, তবে তা মাণ্ডকুজাহ, তা খেও না।

১০-অনুচ্ছেদ : শিকার সম্পর্কিত হাদীসসমূহ।

৫০৮১- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَتَّصِدُ
بِهَذِهِ الْكِلَابِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا
أَمْسَكَنَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا
أَمْسَكَنَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ .

৫০৮১. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আরয করেছি, আমরা এমন এক জাতি যারা এসব কুকুর দিয়ে শিকার করাই। তিনি বলেন, যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বিসমিল্লাহ পড়ে ছেড়ে দাও, সে যা তোমার জন্য ধরে রাখে তা খাও। তবে যদি কুকুর শিকার খায়, তাহলে সেটা খেতে পারবে না। কারণ আমার আশংকা হয়, সে তার নিজের জন্যেই শিকার ধরেছে। আর যদি তার সাথে অন্য কুকুর शामिल থাকে তবে তাও খেও না।

৫০৮২- عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي أَنْبِئِهِمْ وَأَرْضِ صَيْدِ أَصِيدُ بِقَوْسِي
وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلِّمًا فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ
ذَلِكَ فَقَالَ أَمَا مَا مِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي أَنْبِئِهِمْ فَإِنْ
وَجَدْتُمْ غَيْرَ أَنْبِئِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِبُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَا
مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِيدْتَ بِقَوْسِكَ فَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا

صَدَّتْ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَأَذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلِّ وَمَا صَدَّتْ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلِّمًا فَأَذْرَكَتْ ذَكَاتَهُ فَكُلِّ .

৫০৮২. আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে এসে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা আহলি কিতাবদের এলাকায় থাকি, তাদের পাত্রে খাই এবং শিকারের ভূমিতে থাকি, তীর-ধনুক দ্বারা শিকার করি। আরও শিকার করি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর দিয়ে এবং প্রশিক্ষণহীন কুকুর দিয়েও। অতএব আমাকে অবহিত করুন, এর মধ্যে আমাদের জন্য কোনটি হালাল হবে। তিনি বলেন, তুমি এই যে উল্লেখ করলে যে, তোমরা আহলি কিতাবদের এলাকায় থাক, তাদের পাত্রে খাওয়া-দাওয়া কর, যদি তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও, তাহলে তাতে খেও না। আর যদি না পাও, তাহলে তাদের পাত্রগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে নাও, তারপর তাতে খাবে। আর যে উল্লেখ করেছে, তুমি শিকার অঞ্চলে থাক, যদি তীর-ধনুক দ্বারা শিকার কর, তবে বিসমিল্লাহ পড়ে নাও, অতপর খাও। তোমার শিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারা যা শিকার কর, বিসমিল্লাহ পড়ে ছাড়, তারপর খাও। আর প্রশিক্ষণহীন কুকুর দিয়ে যদি শিকার কর এবং শিকার যবেহ করার সুযোগ পাও (যবেহ কর) তবে খেতে পার।

৫০৮৩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ انْفَجْنَا أَرْبَابًا بِمِرِّ الظُّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتَّى تَبِعُوا (الغِيُؤَا) فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِوَرِكَيْهَا أَوْ فَخْذَيْهَا فَقَبِلَهُ .

৫০৮৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমরা মাররুজ জাহরান নামক স্থানে একটি খরগোশকে ধাওয়া করলাম। লোকজন তার পশ্চাতে ছুট দিল কিন্তু তা ধরতে ব্যর্থ হল। আমি তার পেছনে পেছনে ছুটলাম, অবশেষে তাকে পাকাড়াও করতে সক্ষম হলাম। আমি তা নিয়ে আবু তালহা (রা)-এর নিকট আসলাম। তিনি এর রান দু'টি নবী (স)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা গ্রহণ করেন।

৫০৮৪. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِيَعْضِ طَرِيقٍ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحَشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطًا فَابَوْا فَسَأَلَهُمْ رُحْمَهُ فَابَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّهُ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ تَعَالَى .

৫০৮৪. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলেন। অবশেষে মক্কার কোন এক রাস্তায় পৌঁছে তিনি তাঁর কয়েকজন সাথীসহ [নবী করীম (স) থেকে]

পেছনে পড়ে গেলেন। তাঁর সাথীরা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তিনি ইহরাম মুক্ত ছিলেন। তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে নিজের ঘোড়ায় চেপে বসলেন, তারপর সাথীদেরকে তাঁর কোড়াটি দিতে বলেন। তাঁরা দিতে অস্বীকার করলেন। এরপর তিনি তাঁদের কাছে তাঁর বর্শাটি চাইলেন। এবারও তাঁরা অস্বীকার করলেন। এরপর তিনি (নীচে নেমে) তা নিয়ে নিলেন। তিনি বন্য গাধাটির উপর আঘাত হেনে তাকে ঘেরে ফেলেন। রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের কেউ তা থেকে খেলেন আর কেউ খেতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছে তাঁর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলেন। তিনি বলেন, এটা তো খাবার জিনিস। আন্বাহ তায়াল্লা তা তোমাদেরকে খাইয়েছেন।

৫০৮৫. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ .

৫০৮৫. অন্য সনদে আবু কাতাদা (রা) থেকে পূর্বানুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে আছে, নবী (স) বলেছেন, “তোমাদের নিকট এর কিছু গোশত আছে কি?”

১১-অনুচ্ছেদ : পাহাড়ে শিকার করা সম্পর্কিত বর্ণনা।

৫০৮৬. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَنَا حِلٌّ عَلَى فَرَسٍ وَكُنْتُ رَقَاءً عَلَى الْجِبَالِ فَبِينَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِينَ لِمَنْ شِئِي فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ حِمَارٌ وَحْشٍ فَقُلْتُ لَهُمْ مَا هَذَا قَالُوا لَأَنْذِرِي قُلْتُ هُوَ حِمَارٌ وَحْشِي فَقَالُوا هُوَ مَا رَأَيْتُ وَكُنْتُ نَسِيْتُ سَوَطِي فَقُلْتُ لَهُمْ نَأُولُونِي سَوَطِي فَقَالُوا لَأُتَعِينَكَ عَلَيْهِ فَفَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ ضَرَبْتُهُ فِي أَثَرِهِ فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا ذَاكَ حَتَّى عَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ قَوْمُوا فَاحْتَمَلُوا قَالُوا لَأَنْمُسُهُ فَحَمَلْتُهُ حَتَّى جِئْتُهُمْ بِهِ فَأَبَى بَعْضُهُمْ وَأَكَلَ بَعْضُهُمْ فَقُلْتُ أَنَا أَسْتَوْفِي لَكُمْ النَّبِيَّ ﷺ فَادْرَكْتُهُ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَةَ فَقَالَ لِي أَبِئِي مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ كُلُوا فَهُوَ طَعْمٌ أَطَعَمَكُمُوهُ اللَّهُ .

৫০৮৬. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা ও মদীনার মাঝপথে নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। সবাই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, আমি ইহরামহীন ছিলাম। আমি ঘোড়ায় সওয়ার ছিলাম। আমার পাহাড়ে উঠার শখ ছিল। এমনি অবস্থায় আমি দেখতে পেলাম, লোকজন আগ্রহ সহকারে কি যেন দেখছে। আমিও সেদিকে দৃষ্টিপাত করলাম, দেখলাম একটি বন্য গাধা। লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কি জিনিস? তারা বলল, আমরা জানি না। আমি বললাম, এটি একটি বন্য গাধা। তারা বলল, হাঁ, তুমি যা দেখছে তাই। আমি আমার চাবুকের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তাদেরকে আমার চাবুকটি ভুলে দিতে বললে তারা বলল, আমরা তোমার কোন সাহায্য করব না। সুতরাং আমি নীচে নেমে চাবুকটি ভুলে নিলাম। অতপর আমি ওটার পেছনে ছুটলাম এবং শেষ পর্যন্ত ওটাকে

কিতাবুয যাবায়েহ ওয়াসসাইদি

ধরে মেরে ফেললাম। আমি তাদের কাছে এসে বললাম, তোমরা আস এবং একে তুলে নাও। তারা বলল, আমরা একে স্পর্শও করব না। আমি নিজেই তা তুলে তাদের কাছে নিয়ে আসলাম। তখন কেউ কেউ (খেতে) অস্বীকার করল, আর কেউ কেউ খেল। আমি বললাম, আমি নবী (স) থেকে তোমাদের পক্ষে এ ব্যাপারে জেনে নেব। অতপর তাঁকে পেয়ে আমি তাঁর কাছে এ ঘটনা বললাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সাথে ওটার অতিরিক্ত কিছু গোশত আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। তিনি বলেন, তোমরা তা খাও, এটা তো খাবার যা আল্লাহ তায়াল্লা তোমাদেরকে খেতে দিয়েছেন।

১২-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়াল্লার বাণী :

أَحْلَلْ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ .

“তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে— তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের বস্তু হিসেবে। আর যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাক ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর সামনে তোমাদেরকে একত্র করা হবে”—(সূরা আল-মায়দা : ৯৬)।

হযরত উমার (রা) বলেন, এখানে “সাইদুল বাহর” অর্থ সমুদ্রে যা ধরা বা শিকার করা হয়, আর ‘তআমুহ্’ অর্থ সমুদ্র যা (ভীরে) নিক্ষেপ করে। হযরত আবু বাকর (রা) বলেন, নদীতে যা আপনা আপনি মরে ভেসে উঠে তা হালাল। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ‘তআম’ অর্থ যা তোমাদের নিকট ঘৃণ্য ও অপসন্দনীয় তা ছাড়া নদীর সব মৃত প্রাণী। জিররী (আঁশহীন এক প্রকার মাছ) ইহুদীরা খায় না কিন্তু আমরা খাই। নবী (স)-এর সাহাবী শুরাইহ (রা) বলেন, নদী ও সাগরের সব প্রাণীই যবেহকৃত বলে গণ্য হবে।^৬ আতা বলেন, আমার মতে সামুদ্রিক পাখী যবেহ করা উচিত। ইবনে জুরাইজ বলেন, ঝর্ণা ও জলাভূমির শিকার সম্পর্কে আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, নদীর শিকারে যে হুকুম এরও কি সেই একই হুকুম? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তারপর এ আয়াত পড়লেন :

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا .

“এবং দু’টি সমুদ্র একরূপ নয়। একটির পানি সুস্বাদু ও সুপেয়, আর অপরটির পানি লবণাক্ত ও খর। এর প্রতিটি হতে তোমরা টাটকা গোশত খেয়ে থাক”—(সূরা ফাতির : ১২)।

৬. পানিতে যা শিকার করা হয় তা তিন প্রকার। এক, সব প্রকার মাছ। এগুলো হালাল। দুই, সব প্রকার ব্যাঙ এবং তা হারাম। তিন, উক্ত দুই রকম ভিন্ন আর যত প্রাণী আছে, হানাফী মাযহাবে সেগুলোও নিষিদ্ধ কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে তা হালাল।

এখানে বাহর অর্থাৎ সমুদ্র শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর প্রভৃতি সর্বপ্রকার জলাশয় বুঝতে হবে। মাছ পানিতে আপনা আপনি মরে চিং হয়ে ভেসে উঠলে হানাফী মাযহাব মতে তা খাওয়া মাকরুহ কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে মাকরুহ নয়। তবে গরম, আঘাত বা চাপে মরলে তা খাওয়া জায়েয।

হাসান বসরী (র) সমুদ্র কুকুরের (হাঙ্গর) চামড়ার তৈরী জিনে বসেছেন। শাবী বলেন, আমার পরিবারের লোক ব্যাঙ খেলে আমি তাদেরকে তা আহার করাতাম। হাসান বসরী (র) কচ্ছপ খাওয়া দৃষণীয় মনে করেন না। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইহুদী, খৃষ্টান বা অগ্নি উপাসক যে কারো সামুদ্রিক শিকার তুমি আহার করতে পার। আবুদ দারদা (রা) মুরী (এক প্রকার মাদক) সম্পর্কে বলেন, ঐ মাদককে মাছ ও সূর্যালোক বৈধ করে দিয়েছে।

৫০৮৭. عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبْطِ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ فَجَعْنَا جُوعًا شَدِيدًا فَأَلْقَى الْبَحْرَ حُوتًا مَيْتًا لَمْ يَرِ (نَر) مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّكِبُ تَحْتَهُ .

৫০৮৭. জাবের (রা) বলেন, আমরা জায়শুল খাবাত নামক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম। আবু উবাইদা (রা) আমাদের সেনাপতি ছিলেন। আমরা ভীষণ দুর্ভিক্ষ কাতর হয়ে পড়লাম। তখন সমুদ্রের তীরে একটা মরা মাছ পাওয়া গেল। একে আঙ্গুর (তিমি) মাছ বলা হয়। এত বিরাট মাছ আর কখনো দেখা যায়নি (আমরা দেখিনি)। আমরা তা থেকে অর্ধ মাস পর্যন্ত খেলাম। আবু উবাইদা (রা) তার একটি হাড় নিলেন। হাড়টি এত বিরাট ছিল যে, তার নীচ দিয়ে আস্ত একটা সওয়ারী পশু অনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারত।

৫০৮৮. عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ بَعَثْنَا النَّبِيَّ ﷺ ثَلَاثَ مِائَةٍ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ نَرَصْدُ عَيْرًا لِقْرِيشٍ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبْطَ فَسُمِّيَ جَيْشُ الْخَبْطِ فَأَلْقَى الْبَحْرَ حُوتًا يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَأَدْمْنَا بِوَدَكِهِ حَتَّى صَلَّحَتْ أَجْسَامُنَا قَالَ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ فَمَرَّ الرَّكِبُ تَحْتَهُ وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ فَلَمَّا اشْتَدَّ الْجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرٍ ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِرٍ ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ .

৫০৮৮. জাবের (রা) বলেন, নবী (স) আমাদেরকে (এক জিহাদে) পাঠান। আমরা তিনশতজন সওয়ারী ছিলাম। আবু উবাইদা (রা) ছিলেন আমাদের আমীর। আমরা কুরাইশদের কাফেলার অপেক্ষায় ওৎ পেতেছিলাম। আমরা দুর্ভিক্ষের শিকার হলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা গাছের পাতা পেড়ে খেতে বাধ্য হলাম। এজন্য এ বাহিনীর নাম ‘খাবাত বাহিনী’ রাখা হয়েছে। শেষে সমুদ্রের তীরে একটি বিরাটকায় মাছ ভেসে উঠলো। তাকে আঙ্গুর বলা হয়। আমরা অর্ধ মাস পর্যন্ত তা খেয়েছি। তার চর্বি (তেল স্বরূপ) আমরা গায়ে মেখেছি। ফলে আমাদের দেহ সুস্থ ও সতেজ হয়। জাবের (রা) বলেন, আবু উবাইদা (রা) মাছের হাড়গুলো থেকে একটি হাড় নিয়ে খাড়া করালেন। তখন তার নীচে দিয়ে একজন ঘোড়া সওয়ার অনায়াসে চলে গেল। দুর্ভিক্ষ তীব্রতর হলে আমাদের মধ্যে একজন লোক তিনটি করে উট যবেহ করে। অতপর আবু উবাইদা (রহ) তাকে উট যবেহ করতে বারণ করেন।

কিতাবুয যাবায়েহ ওয়াসসাইদি

১৩-অনুচ্ছেদ : টিড্ডি খাওয়া ।

১৩-১৯. عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ .

৫০৮৯. ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে সাতটি কিংবা ছ'টি জিহাদে শরীক হয়েছি। তাঁর সাথে আমরা টিড্ডি খেয়েছি।^৯

১৪-অনুচ্ছেদ : অগ্নিপূজকদের পাত্র ও মৃত জীবের বর্ণনা ।

১৪-১০. عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَنَأْكُلُ فِي أُنْيَتِهِمْ وَيَأْرَضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا مَا ذَكَرْتَ أَنْكَ بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَا تَأْكُلُوا فِي أُنْيَتِهِمْ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُّوا وَأَمَا مَا ذَكَرْتَ أَنْكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَادْرِكْتِ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ .

৫০৯০. আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর খেদমতে এসে বললাম : “হে আল্লাহর রসূল ! আমরা আহলি কিতাবদের দেশে বাস করি, তাদের খাবার পাত্রে খাই। আমরা শিকারের এলাকায় থাকি, তীর-ধনুক দিয়ে শিকার করি, শিকার করি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণহীন কুকুর দিয়েও। নবী (স) বলেন : তুমি যে বলেছ, আহলি কিতাবের যমিনে বাস কর, তাদের খাবার পাত্রে খেও না। তবে বিকল্প কোন ব্যবস্থা না থাকলে আলাদা কথা। বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে তা ধুয়ে নাও এবং তাতে খাও। আর তুমি যে বলেছ তোমরা শিকারের এলাকায় থাক, যদি তুমি বিসমিল্লাহ পড়ে তীর-ধনুক দ্বারা শিকার কর, তাহলে তা খাও। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে বিসমিল্লাহ পড়ে শিকার করলে তাও খাও। কিন্তু প্রশিক্ষণহীন কুকুর দিয়ে যদি শিকার কর এবং তার শিকার যবেহ করার সুযোগ পাও, তাহলে যবেহ করার পর তা খাও।

১৪-১১. عَنْ سَلْمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا أَمْسَوْنَا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النَّيِّرَانَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَا (عَلَامٌ) أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النَّيِّرَانَ قَالُوا لِحَوْمِ الْحُمْرِ الْأَنْسِيَّةِ قَالَ أَهْرِيْقُوا مَا فِيهَا وَأَحْسِرُوا قُدُورَهَا فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقَالَ نُهْرِيْقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ ذَاكَ .

৯. টিড্ডির (ঘাস ফড়িং জাতীয় পতঙ্গপাল) হুকুমও মাছের অনুরূপ। তা যবেহ না করেই খাওয়া জায়েয।

৫০৯১. সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, মুসলমানরা যেদিন খায়বার জয় করে, সেদিন সন্ধ্যায় তারা আগুন জ্বালালো। নবী (স) বলেন, তোমরা এ আগুন किसের জন্য জ্বালিয়েছ? লোকেরা বলল, গৃহপালিত গাধার গোশত রান্নার জন্য। তিনি বলেন, পাতিলে যা আছে তা ছুঁড়ে ফেলে দাও, আর পাতিলগুলো ভেঙ্গে ফেল। দলের একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাতে যা আছে তা আমরা ফেলে দিলাম, আর পাত্রটি ধুয়ে নিলাম? নবী (স) বলেন, দু'টির যে কোনটি করতে পার।

১৫-অনুচ্ছেদ : বিসমিল্লাহ বলে জবেহ করা। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ না বললে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কেউ বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ .

“যে জীব জবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ পড়া হয়নি তা তোমরা খেও না। নিশ্চয়ই তা পাপ”-(সূরা আল-আনআম : ১২১)। ভুলে গিয়ে যে বিসমিল্লাহ বলেনি তাকে ফাসিক (পাপী) নামকরণ করা হয়নি।

وَأَنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيَجَادِلُوكُمْ وَإِنِ اطَّعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ .

“নিশ্চয় শয়তানগণ তাদের বন্ধুদের প্ররোচিত করে তোমাদের সাথে বিবাদ করার জন্যে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তাহলে অবশ্যই তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে”-(৬)।

৫০৯২. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِبَيْتِ الْحَلِيفَةِ فَاصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَاصْبَنَّا اِبِلًا وَغَنَمًا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرِيَّاتِ النَّاسِ فَعَجَلُوا فَتَنَصَّبُوا الْقُدُورَ فَدَفِعَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِفَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرَةَ مِّنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَتَدَّ مِنْهَا بِعِيرٌ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ بِسَيْرَةٍ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهْوَىٰ إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا قَالَ قَالَ خَدِيجِي إِنَّا لَنَرَجُوا أَوْ نَخَافُ أَنْ تَلْقَى الْعَدُوَّ عَدَاً وَلَيْسَ مَعَنَا مَدْيٌ أَفَنَذِيعُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ مَا أَنَهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ وَسَأَخْبِرُكُمْ (سَأَحْدِثُكُمْ) عَنْهُ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمَدْيُ الْحَبْشَةِ .

৫০৯২. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে যুল-হলাইফায় ছিলাম। আমাদের সঙ্গীরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লো। আমরা গনীমাত হিসাবে উট ও ছাগল পেলাম। নবী (স) সকলের পেছনে ছিলেন। লোকেরা তাড়াহুড়া করে হাঁড়ি-

পাতিল চড়িয়ে দিল (গোশত রান্নার জন্য)। নবী (স) সেখানে পৌঁছেই পাতিলগুলো উল্টে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।^৮ অতপর (গনীমাতের মাল) এমনভাবে বণ্টন করলেন যে, দশটি ছাগলকে একটি উটের সমান ধরা হল। তা থেকে একটি উট ভেগে গেল। দলে ঘোড়ার সংখ্যা ছিল কম। তারা সেটার পশ্চাদ্ধাবন করল। কিন্তু ব্যর্থ হল। শেষে তাদের একজন উটের প্রতি তীর মারল। তখন আল্লাহ তাকে বসিয়ে দিলেন। নবী (স) বলেন, এ চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যেও বন্য জন্তুর মতো ভেগে যাবার স্বভাব আছে। যখন কোন জন্তু ভেগে যাবে তার সাথে তোমরা এরূপই করবে।

আবাইয়া ইবনে রিফাআ (র) বলেন, আমার দাদা রাফে (রা) আরম্ভ করলেন, আমরা আশা বা আশংকা করছি আগামীকাল দূশমনের সাথে আমাদের মোকাবিলা হবে। অথচ আমাদের নিকট কোন ছুরি নেই। আমরা কি (ধারাল) বাঁশ দিয়ে যবেহ করব? নবী (স) বলেন, যে জিনিস কেটে রক্ত প্রবাহিত করে (তা দিয়ে যবেহ করলে) এবং তার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হলে তা খেতে পার।^৯ কিন্তু দাঁত ও নখ ছাড়া। এ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অবহিত করছি। দাঁত হলো হাড়ি বিশেষ, আর নখ হল হাবশী নিগ্রোদের ছুরি।

১৬-অনুচ্ছেদ : পূজার বেদিতে ও মূর্তির নামে যবেহ করা হলে।

১০.৭২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَحْدِثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ بِاسْفَلِ بَلَدِ حِمْيَرَ وَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْوَحْيَ فَقَدِمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَفْرَةَ فِيهَا لَحْمٌ فَابَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَا أَكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا أَكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

৫০৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বালদাহ-এর নিম্নভূমিতে যানেদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের সঙ্গে দেখা করতে যান। এটা ছিল রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বকাল ঘটনা। রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে দস্তরখান পেশ করা হল। এতে গোশত ছিল। তিনি তা থেকে খেতে রাযী হলেন না। তিনি বলেন, তোমাদের দেব-দেবীর নামে যা তোমরা যবেহ কর, তা আমি কখনো খাই না। আমি একমাত্র আল্লাহর নামে যবেহ করা প্রাণীর গোশত খাই।

৮. গনীমাতের মাল বণ্টনের আগে রান্না করায় তিনি এমন নির্দেশ দিয়েছেন। সবাই যেখানে মালিক সেখানে কাউকে পেছনে রেখে তাদের অনুমতি ছাড়া যবেহ ও রান্না করা ঠিক হয়নি।

৯. এটাও জরুরী ভিত্তিতে যবেহ করার সমতুল্য। যখন বন্য পশু-পাখীর মত গৃহপালিত কোন পশু-পাখীর মধ্যেও বন্য স্বভাব দেখা দেয় এবং হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তখন যে কোন ধারাল জিনিস দ্বারা আঘাত করলে যদি রক্ত প্রবাহিত হয় তাহলে মরলেও তা খাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে গৃহপালিত পশু-পাখী গর্তে, কূপে বা কোন বেজায়গায় পড়লে তা উদ্ধার করার সুযোগ না থাকলে সেক্ষেত্রেও এ ধরনের যবেহ প্রযোজ্য হবে। তবে এ ধারাল জিনিসের আঘাতে তার মরণ হলে খাওয়া যাবে। অন্য কোন কারণে মরলে খাওয়া যাবে না।

১৭-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর বাণী : আল্লাহর নাম নিয়ে যেন যবেহ করা হয় ।

৫০৭৬. عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ ضَحَيْتَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَضْحِيَّةً ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا أَنَسُ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا انصَرَفَ رَأَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى إِسْمِ اللَّهِ .

৫০৯৪. জুনদুব ইবনে সুফিয়ান আল-বাজালী (রা) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে একদিন কুরবানী করলাম । সেদিন কিছু লোক নামাযের আগেই তাদের কুরবানীর পশু যবেহ করেছিল । নবী করীম (স) ফেরার পথে দেখলেন নামাযের আগেই তারা তাদের পশু যবেহ করেছে । তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নামাযের আগে যবেহ করেছে, সে যেন তার পরিবর্তে আরেকটি পশু যবেহ করে । আর যে লোক আমাদের নামায পড়া পর্যন্ত যবেহ করেনি, সে যেন আল্লাহর নামে যবেহ করে ।

১৮-অনুচ্ছেদ : রক্ত প্রবাহিতকারী বাঁশ, পাথর ও লোহা দিয়ে যবেহ করা ।

৫০৭৫. عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ بِنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرَعِي غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِّنْ غَنَمِهَا مَوْتًا فَكَسَّرَتْ حَجْرًا فَذَبَحَتْهَا فَقَالَ لِأَهْلِهِ لَا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْأَلَهُ أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مِنْ يَسْأَلُهُ فَآتَى النَّبِيُّ ﷺ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهَا .

৫০৯৫. কাব ইবনে মালেক (রা) ইবনে উমার (রা)-কে অবহিত করলেন যে, তাঁদের একটি দাসী সাল নামক স্থানে ছাগল চরাতে । সে দেখলো যে, তার পালের একটি ছাগল মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে । তখন সে একটি পাথর ভেঙ্গে তা দিয়ে ছাগলটি যবেহ করল । তিনি পরিবারের লোকজনকে বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট গিয়ে কিংবা লোক পাঠিয়ে এ ব্যাপারে জেনে না নেয়া পর্যন্ত তোমরা তা খেও না । অতপর তিনি নবী (স)-এর নিকট আসলেন কিংবা কাউকে পাঠিয়ে জানতে চাইলেন । নবী করীম (স) তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন ।

৫০৭৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ جَارِيَةً لِّكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرَعِي غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهُوَ بِسَلْعٍ فَأَصَابَتْ شَاةً مِّنْهَا فَادْرَكَتْهَا فَكَسَّرَتْ حَجْرًا فَذَبَحَتْهَا فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا .

৫০৯৬. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । কাব ইবনে মালেকের একটি দাসী ছিল । সে টিলার উপর ছাগল চরাতে । এটা সাল নামক স্থানের বাজারের নিকট অবস্থিত ছিল । তার

কিতাবুয যাবায়েহ ওয়াসসাইদি

একটি ছাগল রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন দাসীটি একটি পাথর ভেঙ্গে তা দিয়ে বরকীটি যবেহ করে। লোকজন নবী (স)-এর নিকট ব্যাপারটি উল্লেখ করল। তিনি তাদেরকে তা খাওয়ার অনুমতি দেন।

৫০৭৭- عَنْ رَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا مُدْيٌ فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ الظُّفْرُ وَالسِّنُّ أَمَّا الظُّفْرُ فَمُدْيُ الْحَبِشَةِ وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَنَدْبٌ بَعِيرٌ فَحَبِسَهُ فَقَالَ إِنَّ بِهَذِهِ الْأَيْلِ أَوَايِدٌ كَأَوَايِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا.

৫০৯৭. রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ রসূল! আমাদের সাথে ছুরি নেই। নবী (স) বলেন, যা রক্ত প্রবাহিত করে (তা দিয়ে জবেহ কর) এবং (যবেহ করার সময়) যার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা খাও। কিন্তু দাঁত ও নখ দিয়ে যবেহ করা যাবে না। নখ হলো হাবশীদের ছুরি। আর দাঁত হলো হাড়ি বিশেষ। একটি উট ভেগে যাওয়ার উপক্রম হলে এক ব্যক্তি (তীর মেরে) তাকে আটক করে। তখন নবী (স) বলেন, এ উটের মধ্যেও বন্য পশুর স্বভাব আছে। সুতরাং কোন গৃহপালিত পশু যদি এরূপ হয় তাহলে তার সাথে তোমরা এরূপ আচরণই করবে।

১৯-অনুচ্ছেদ ৪ নারী ও ক্রীতদাসীর যবেহ করা।

৫০৭৮- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجْرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا.

৫০৯৮. কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা পাথর দিয়ে একটি ছাগল যবেহ করে। এ ব্যাপারে নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন।

৫০৭৯- عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرَعَى غَنَمًا بَسْلَعٍ فَأَعْيَبَتْ شَاةً مِنْهَا فَأَدْرَكْتُهَا فَذَبَحْتُهَا بِحَجْرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ كُلُّوْهَا.

৫০৯৯. মুয়ায ইবনে সা'দ কিংবা সা'দ ইবনে মুয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। কা'ব ইবনে মালেক (রা)-এর এক দাসী সাল নামক টিলায় ছাগল চরাত। পালের একটি ছাগল হঠাৎ মরে যাচ্ছিল। দাসী ছাগলটির কাছে গিয়ে পাথর দিয়ে সেটিকে যবেহ করল। অতপর (এ সম্পর্কে) নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তোমরা তা খেতে পার।

২০-অনুচ্ছেদ ৪ দাঁত, হাড়ি ও নখ দ্বারা যবেহ করা যাবে না।

৫১০০- عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ يَعْزِي مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنُّ الظُّفْرُ .

৫১০০. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, খাও অর্থাৎ এমন জিনিস দ্বারা যবেহ করা প্রাণী খাও যা রক্ত প্রবাহিত করে। কিন্তু দাঁত ও নখ দ্বারা যবেহ করা যাবে না।

২১-অনুচ্ছেদ : বেদুঈন প্রমুখের যবেহ করা সম্পর্কে।

১০।- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُّوهُ قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكَفْرِ .

৫১০১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কিছু লোক নবী (স)-এর নিকট আরয় করল, একদল লোক আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। আমরা জানি না (তা যবেহ করার সময়) তারা আল্লাহর নাম নিয়েছে কি না। নবী (স) বলেন, 'তোমরা তাতে বিসমিল্লাহ পড়ে নাও এবং তা খাও। আয়েশা (রা) বলেন, এসব লোক সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

২২-অনুচ্ছেদ : মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত আহলি কিতাব ইত্যাদির যবেহকৃত পশু ও তার চর্বি। আল্লাহ তাআলার বাণী :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
“আজ তোমাদের জন্য সব পাক-পবিত্র জিনিস হালাল করা হল। আহলি কিতাবের খাবারও তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাবারও তাদের জন্য হালাল”-সূরা আল-মায়দা : ৫।১০ যুহরী (র) বলেন, আরব দেশের খৃষ্টানদের যবেহকৃত প্রাণী খাওয়ায় কোন দোষ নেই। তবে তুমি তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নাম পড়তে শোন তবে তা খেও না। আর যদি তা না শুনে থাক তবে মনে রেখ যে, আল্লাহ তাদের কুফরী সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তা হালাল করেছেন। হাসান বসরী ও ইবরাহীম (র) বলেন, খাতনাবিহীন লোকের যবেহকৃত পশুতে কোন দোষ নেই।

১০।- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمَى انْشَانُ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ (فَبَدَرْتُ) لِأَخْذِهِ فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ .

৫১০২. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) বলেন, আমরা খায়বারের দুর্গ অবরোধ করেছিলাম। এক ব্যক্তি চর্বি ভর্তি একটি থলে ছুঁড়ে মারলো। আমি তা নেয়ার জন্য এগিয়ে গেলাম। পিছনে তাকিয়ে নবী (স)-কে দেখে আমি লজ্জিত হলাম (থলেটি আর নিলাম না)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তআমুহম (আহলি কিতাবদের খাবার) অর্থ তাদের যবেহ করা জন্তুর গোশত।

১০. এর অর্থ ইহুদী-খৃষ্টানদের সর্বকম খাদ্যদ্রব্য মুসলমানদের জন্য হালাল হওয়া নয়। তাদের তৈরি হারাম খাদ্যদ্রব্য কিছুতেই হালাল নয়। মুসলমানদের জন্য যা হালাল, সেগুলোই কেবল আহলি কিতাবেরা তৈরি করলে খাওয়া যাবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, আহলি কিতাবেরা আল্লাহর নামে হালাল প্রাণী যবেহ করলে তা খাওয়া মুসলমানদের জন্য জায়েয। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করলে জায়েয হবে না। মুশরিকদের যবেহ করা হালাল প্রাণীও খাওয়া হারাম। কোন নাস্তিকের যবেহ করা প্রাণীও খাওয়া জায়েয নয়।

২৩-অনুচ্ছেদ : গৃহপালিত যে পশু পালিয়ে যায় তা বন্য পশুর সমতুল্য। ইবনে মাসউদ (রা) তার শিকার সমর্থন করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, যে গৃহপালিত জন্তু তোমাদের হাতছাড়া হয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তা শিকার সমতুল্য। যে উট কূপে পতিত হয়েছে তার যে স্থানে সম্ভব তাকে জবেহ কর। আলী (রা), ইবনে উমার (রা) ও আয়েশা (রা) প্রমুখের অভিমতও তাই।

১০৩- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَأَقْوَى الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى فَقَالَ إِعْجَلْ أَوْ أَرِنِ مَا أَنْتَهُرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظَّفَرُ وَسَاحِدَتُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظَّفَرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَأَصْبَنًا نَهَبَ (نُهْبَةً) إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَائِدَ كَأَوَائِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلِبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا هَكَذَا.

৫১০৩. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আগামীকাল আমরা দুশমনের মোকাবিলা করব। অথচ আমাদের কাছে কোন ছুরি নেই। তিনি বলেন, রক্ত প্রবাহিতকারী যে কোন অস্ত্র দ্বারা তাড়াতাড়ি করে হালাক করে দাও এবং তার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হলে তা খেতে পার। কিন্তু দাঁত ও নখ দিয়ে জবেহ করলে হবে না। আমি এখনই তোমাকে বলছি, দাঁত হল হাড় বিশেষ এবং নখ হল হাবশী নিগ্রোদের ছোরা। (একবার) গনীমাতের মাল হিসেবে কিছু সংখ্যক উট ও বকরী আমাদের হাতে আসে। সেগুলো থেকে একটি উট পালিয়ে যায়। এক ব্যক্তি তার প্রতি তীর মারে। ফলে উটটি ধরা পড়ে। নবী (স) বলেন, এ উটগুলোর মধ্যেও বন্য পশুর স্বভাব আছে। তার কোনটি তোমাদের উপর প্রবল হয়ে গেলে (তাকে কাবু করতে না পারলে) তার সাথে এরূপ আচরণই করবে।

২৪-অনুচ্ছেদ : নাহর ও যবেহ করার বর্ণনা।

আতা (র) বলেন, যবেহ ও নাহর (বিশেষ পদ্ধতির যবেহ) করার স্থানেই তা করতে হবে। আমি (ইবনে জুরাইজ) বললাম, যা যবেহ করা হয় তা নাহর করলে যথেষ্ট হবে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা গরু যবেহ করার উল্লেখ করেছেন। অতএব যে পশু নাহর করা হয় তা তুমি যবেহ করলে জায়েয হবে। তবে বিশেষ পদ্ধতির যবেহই (নাহর) আমার নিকট প্রিয়। আর যবেহ অর্থ কষ্ঠনালী ও মাথায় রক্তবাহী ধমনী কর্তন করা। আমি বললাম, কষ্ঠনালী ও মাথায় রক্তবাহী নালী কর্তন করতে করতে কেউ স্নায়ুরজ্জু পর্যন্ত পৌঁছে গেলে? তিনি বলেন, আমি তা মনে করি না। ইবনে উমার (রা) (যবেহ করার সময়) স্নায়ুরজ্জু পর্যন্ত কাটতে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ হাড়ের বাইরে পর্যন্ত কর্তন করবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত তা ত্যাগ করবে। আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً..... فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ .

“মূসা যখন তার জাতিকে বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যবেহ করতে হুকুম করেছেন তখন তারা বলল, আপনি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন? মূসা বলেন, মুর্খ ও অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। তারা বলল, তুমি তোমার রবের কাছে জেনে নাও, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দেন, গরুটির বৈশিষ্ট্য কি? মূসা বলেন, আল্লাহ বলছেন, তা এমন একটি গরু যা না একদম বৃদ্ধ আর না বাছুর, বরং এ উভয় বয়সের মাঝামাঝি। অতএব এখন যা হুকুম হয়েছে, তাড়াতাড়ি তা করে ফেল। তারা আবার বলল, তুমি তোমার প্রভুর কাছে আমাদের পক্ষ হয়ে আবেদন কর, তিনি যেন পরিষ্কার বলে দেন : তার বর্ণ কেমন হবে? তিনি বলেন, আল্লাহ ইরশাদ করছেন, সেটি হবে হলুদ বর্ণের, যা দেখে দর্শকদের চোখ জুড়ায়। তারা পুনরায় বলল, তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমাদের স্বার্থে নিবেদন কর, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দেন : সেটি কিরূপ হবে? আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছি। আমরা ইনশাআল্লাহ সঠিক পথ পেয়ে যাব। মূসা বলেন, আল্লাহ বলছেন, সেটা এমন একটি গরু যাকে না চাষাবাদে খাটানো হয়েছে আর না কৃষিক্ষেত্রে পানি সেচের কাজে লাগানো হয়েছে। তা হবে ত্রুটিমুক্ত এবং তাতে থাকবে না কোন খুঁত বা দাগ। তারা বলল, এখন আপনি সঠিক তথ্য এনেছেন। অতপর তারা গরু জবেহ করল। আসলে তারা তা করতে ইচ্ছুক ছিল না”-(সূরা আল-বাকারা : ৬৭-৭১)।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, গলা এবং ঘাড়ের সম্মুখভাগে যবেহ করতে হবে। ইবনে উমার (রা), ইবনে আব্বাস (রা) ও আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, (যবেহ করার সময়) মাথা কেটে গেলে কোন ক্ষতি নেই।

১০৬. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَسًا فَاكَلْنَاهُ .

৫১০৪. আবু বাকর (রা)-এর কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর যমানায় একটি ঘোড়া নাহর করেছি, অতপর তা খেয়েছি। ১১

১০৫. عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ ذَبَحْنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَاكَلْنَاهُ .

৫১০৫. আসমা (রা) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে একটি ঘোড়া যবেহ করেছি। তখন আমরা মদীনায় ছিলাম। অতপর আমরা তা খেয়েছি।

১০৬. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَسًا فَاكَلْنَاهُ .

৫১০৬. আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর আমলে একটি ঘোড়া যবেহ করেছি এবং তা খেয়েছি।

১১. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ঘোড়ার গোশত মাকরুহ তাহরীমী, কেউ কেউ বলেছেন, মাকরুহ তানজিহী। সাধারণত উট যবেহ করাকে বলা হয় নাহর করা।

২৫-অনুচ্ছেদ : পশুর অঙ্গহানি করা, বেঁধে তীর ছুড়ে মারা এবং চাঁদমারী করা মাকরুহ।

১০৭. عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَقَالَ أَنَسُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ .

৫১০৭. হিশাম ইবনে যায়েদ (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর সাথে হাকাম ইবনে আইউবের কাছে গেলাম। আনাস (রা) দেখলেন, কয়েকটি কিশোর বা যুবক একটি মুরগী বেঁধে তার প্রতি তীর মারছে। তখন তিনি বলেন, নবী (স) পশু-পাখীকে এভাবে বেঁধে তার প্রতি তীর ছুড়তে নিষেধ করেছেন।

১০৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغُلَامٌ مِّنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةٌ يَرْمِيهَا فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ فَقَالَ ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ يُّصَبَّرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلقِتْلِ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُصَبَّرَ بِهِمَّةٌ أَوْ غَيْرَهَا لِلِقِتْلِ .

৫১০৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের নিকট গেলেন। তিনি দেখলেন, ইয়াহইয়ার পরিবারের একটি কিশোর ছেলে একটি মুরগীকে বেঁধে পাথর ছুড়ে মারছে। ইবনে উমার (রা) মুরগীটির নিকট এগিয়ে গেলেন এবং তার বাঁধন খুলে দিলেন। তারপর মুরগীটিসহ তিনি বালক ও তার সংগীদের নিকট এসে বলেন, তোমাদের সন্তানদেরকে এভাবে বেঁধে পাখী মারতে বাধা দাও। আমি নবী (স)-এর নিকট শুনেছি, পশু-পাখীকে এভাবে বেঁধে মারতে তিনি নিষেধ করেছেন।

১০৯. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ بَنِ عُمَرَ فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ أَوْ بِنْفَرٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَثَلَ بِالْحَيَوَانَ .

৫১০৯. সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-এর নিকট ছিলাম। অতপর আমরা কয়েকজন বালকের কিংবা কয়েকজন লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, তারা একটি মুরগী বেঁধে রেখে তাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তার প্রতি তীর ছুড়ে চাঁদমারী করছে। ইবনে উমার (রা)-কে দেখে তারা সেটি রেখে এদিক-ওদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তখন ইবনে উমার (রা) বলেন, এ কাজ কে করল? এমন কাজ যে করে, তার ওপর নবী (স) অভিশাপ করেছেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, যে লোক পশুর অঙ্গহানি ঘটায়, তার ওপর নবী করীম (স) লানত করেন।

১১০. عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّهْبَةِ وَالْمُثَلَّةِ .

৫১১০. আদী ইবনে সাবিত (র) আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) লুটতরাজ এবং অঙ্গহানি করতে নিষেধ করেছেন।

২৬-অনুচ্ছেদ : মোরগের গোশত সম্পর্কে।

১১১. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ دَجَاجَةً .

৫১১১. আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে মোরগের গোশত খেতে দেখেছি।

১১২. عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمِ إِخَاءٍ فَأَتَى بِطَعَامٍ فِيهِ لَحْمٌ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ أَحْمَرٌ فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ أَدْنُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ أَكَلَ شَيْئًا فَقَذَرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَكُلَهُ فَقَالَ أَدْنُ أُخْبِرُكَ أَوْ أُحَدِّثُكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضَبًا وَهُوَ يَقْسِمُ نَعْمًا مِّنْ نَّعَمِ الصَّدَقَةِ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا قَالَ مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَهَبٍ مِّنْ إِبِلٍ فَقَالَ آيِنِ الْأَشْعَرِيُّونَ آيِنِ الْأَشْعَرِيُّونَ قَالَ فَأَعْطَانَا خَمْسَ زُودٍ عُرِّ الذُّرَى فَلَبِثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمِينَهُ فَوَاللَّهِ لَئِن تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمِينَهُ لَا نَفْعُ أَبَدًا فَرَجَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا اسْتَحْمَلْنَاكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا فَظَنْنَا أَنَّكَ نَسَيْتَ يَمِينِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرٌ مِّنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا .

৫১১২. যাহদাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মুসা আশআরী (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। আমাদের এবং এই জারম গোত্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল। (আমাদের সামনে) খাবার আনা হল। তাতে মোরগের গোশতও ছিল। লোকদের মধ্যে লালচে-গৌরবর্ণ এক ব্যক্তি বসেছিল। সে খানায় শরীক হল না। আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, নিকটে এসো। আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে মোরগের গোশত খেতে দেখেছি। লোকটি বলল, আমি মোরগকে এমন জিনিস খেতে দেখেছি এবং তখন থেকে তা খেতে ঘৃণাবোধ হয়েছে। তাই আমি কসম করেছি যে, মোরগের গোশত আর খাব না। আবু

মূসা আশআরী (রা) বলেন, কাছে এসো। এ ব্যাপারে তোমাকে আমি অবহিত করব, আমি তোমাকে হাদীস শুনাব। আমি আশআরী গোত্রের কতিপয় লোকসহ রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলাম, যখন তিনি রাগান্বিত অবস্থায় ছিলেন এবং যাকাতের উট বণ্টন করছিলেন। আমরা তাঁর কাছে বাহন চাইলাম। তিনি কসম করে বলেন, তিনি আমাদের বাহন দিবেন না এবং বলেন, আমার কাছে এমন পশু নেই যে, তোমাকে সওয়ারীর জন্য দিতে পারি। অতপর রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গনীমাতের উট আসলে তিনি ডাকলেন, আশআরীর কোথায়, আশআরীর কোথায়? তিনি আমাদেরকে উচ্চ কুঁজবিশিষ্ট পাঁচটি সাদা উট দিলেন। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আমি আমার সাথীদের বললাম, রসূলুল্লাহ (স) হয়ত তাঁর শপথের কথা ভুলে গেছেন। আল্লাহর শপথ! আমরা যদি রসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর শপথের কথা স্মরণ করিয়ে না দেই তবে আমরা কখনও সফলকাম হব না। সুতরাং আমরা নবী (স)-এর খেদমতে ফিরে এসে বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার কাছে বাহন চেয়েছিলাম। আপনি কসম খেয়ে বলেছিলেন, আমাদেরকে সওয়ারী দিবেন না। আমাদের মনে হয়েছে, আপনি আপনার কসমের কথা হয়ত ভুলে গেছেন। নবী (স) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তোমাদেরকে সওয়ারী (পাওয়ার ব্যবস্থা করে) দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমি যখনই কোন বিষয়ে শপথ করি এবং শপথের বিপরীত করাটা ভালো দেখি, তখন যা উত্তম, তাই করি এবং (কাফফারা দিয়ে) শপথ ভঙ্গ করি।

২৭-অনুচ্ছেদ : ঘোড়ার গোশত সম্পর্কে।

১১৩- عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ .

৫১১৩. আসমা (রা) বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর যমানায় ঘোড়া নাহর করেছি এবং তার গোশত খেয়েছি।

১১৪- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحَمْرِ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ .

৫১১৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) খায়বারের (যুদ্ধের) দিন গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

২৮-অনুচ্ছেদ : গৃহপালিত গাধার গোশত সম্পর্কে এই বিষয়ে সালামা (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১৫- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْحَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ .

৫১১৫. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) খায়বারের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

১১৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْحَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ .

৫১১৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

৫১১৭. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُتَعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَنْسِيَّةِ .

৫১১৭. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) খায়বারের যুদ্ধের বছর মুতয়া বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।

৫১১৮. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ لُحُومِ الْحُمْرِ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ .

৫১১৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) খায়বারের যুদ্ধের দিন গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত (খেতে) অনুমতি দিয়েছেন।

৫১১৯. عَنْ الْبِرَاءِ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ لُحُومِ الْحُمْرِ .

৫১১৯. বারাআ (রা) ও ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, নবী (স) গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।

৫১২০. عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ .

৫১২০. আবু সালাবা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম করেছেন। যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। নবী (স) স্বদন্ত হিংস্র পশু খেতে নিষেধ করেছেন।

৫১২১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُ جَاءَهُ فَقَالَ أَكَلْتِ الْحُمْرُ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءَهُ فَقَالَ أَكَلْتِ الْحُمْرُ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءَهُ فَقَالَ أَكَلْتِ الْحُمْرُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ فَأَكْفَيْتِ الْقُنُورَ وَإِنَّهَا تَقْفَرُ بِاللَّحْمِ .

৫১২১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এক আগভুক এসে বলল, গাধা খেয়ে ফেলা হচ্ছে। অতপর আরেক আগভুক এসে বলল, গাধা খেয়ে ফেলা হচ্ছে। তারপর আরেক আগভুক এসে বলল, সব গাধা খেয়ে শেষ করে ফেলা হচ্ছে। নবী (স) একজন ঘোষণাকারীকে নির্দেশ দিলে সে সর্বসাধারণের মাঝে ঘোষণা করে দিল : আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করছেন। কারণ তা নাপাক। সুতরাং (এ ঘোষণার সাথে সাথে) গোশতের হাঁড়িগুলো ফুটন্ত অবস্থায় উল্টে ফেলে দেয়া হয়।

৫১২২. عَنْ عَمْرِو قُلْتُ لِحَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ

الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكْمُ بْنُ عَمْرِو الْفِقَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ
وَلَكِنْ أَبِي ذَاكَ الْبَحْرُ بْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا.

৫১২২. আমর (র) বলেন, আমি জাবের ইবনে যায়েদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষ মনে করে যে, রসূলুল্লাহ (স) গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি জানানলেন, হাকাম ইবনে আমর গিফারীও বসরায় আমাদের নিকট ঠিক একথাই বলেছেন। কিন্তু জ্বান ও হাদীসের সাগর ইবনে আব্বাস (রা) তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং এ আয়াত পড়েন : “বলে দাও ! আমার নিকট যা ওহী করা হয়েছে, তাতে হারাম কিছুই পাচ্ছি না”-(সূরা আল-আনআম : ১৪৪)।

২৯-অনুচ্ছেদ : সর্বপ্রকার শ্বদন্ত হিংস্র জন্তু খাওয়া (হারাম)।

১২৩-৫. عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ .

৫১২৩. আবু সালাবা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) সব ধরনের শ্বদন্ত হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন।

৩০-অনুচ্ছেদ : মৃত পশুর চামড়া সম্পর্কে।

১২৪-৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا بِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا .

৫১২৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) অবহিত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) একটি মৃত বকরীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন : এর চামড়া দিয়ে তোমরা কেন ফায়দা উঠালে না ? লোকজন আরম্ভ করল, এটা তো মৃত। নবী (স) বললেন, তা কেবল খাওয়া হারাম করা হয়েছে।

১২৫-৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِعَنْزٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوْ ائْتَفَعُوا بِهَا بِهَا .

৫১২৫. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) একটি মৃত ছাগলের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, এর মালিকের কি হল ? আহ ! তারা যদি এর চামড়া দিয়ে ফায়দা উঠাত !

৩১-অনুচ্ছেদ : কস্তুরী সম্পর্কে।

১২৬-৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكَلِّمُ فِي اللَّهِ إِلَّا سَبِيلٌ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلَّمَهُ يَذْمِي اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكِ .

৫১২৬. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হয়, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে এমন অবস্থায় আসবে যে, তার আহত স্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। এর রং হবে লাল টকটকে এবং গন্ধ হবে কস্তুরীর মত।

৫১২৭. عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوِّءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكَيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخِ الْكَيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً .

৫১২৭. আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেন, নেক ও সৎসঙ্গী এবং অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হলো এমন দু' ব্যক্তির মতো—যার একজন হলো মিশক আশ্বর বহনকারী, আরেকজন হলো কামারের হাঁপড় চালনাকারী। মিশক আশ্বরওয়ালা হয় তোমায় কিছুটা দিবে, নয় তুমি তার থেকে কিনবে অথবা তুমি তার থেকে সুবাস লাভ করবে। অপর দিকে কামারের হাঁপড় চালনাকারী হয় তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে, না হয় তুমি তার থেকে দুর্গন্ধ পাবে।

৩২-অনুচ্ছেদ : খরগোশ সম্পর্কে।

৫১২৮. عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْتَبًا وَتَحْنُ بِمِرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوا فَأَخَذَتْهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا أَوْ قَالَ بِفَخْذَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبِلَهَا .

৫১২৮. আনাস (রা) বলেন, মাররুজ জাহরান নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশকে ধাওয়া করলাম, এমনকি লোকজন অনেক চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আমি সেটি ধরে ফেললাম এবং আবু তালহা (রা)-এর নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি তা যবেহ করলেন এবং তার রান দু'টি কিংবা সামনের পা দু'টি নবী (স)-এর জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা গ্রহণ করেন।

৩৩-অনুচ্ছেদ : গুইসাপ সম্পর্কে।

৫১২৯. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلْضَّتْ لَسْتُ أَكُلُهُ وَلَا أَحْرِمُهُ .

৫১২৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেন, গুইসাপ আমি খাইও না এবং তা হারামও বলি না।

৫১৩০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَاتَى بِضَبٍّ مَحْنُودٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَقَالَ

بَعْضُ النَّسْوَةِ أُخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ فَقَالُوا هُوَ ضَبٌّ
يَارَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ يَدَهُ فَقُلْتُ أَحْرَامٌ هُوَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ
بَارِضٍ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَأَجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَنْظُرُ .

৫১৩০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। খালিদ (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর সংগে মাইমুনা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করেন। তখন তেলে ভাজা গুইসাপ পেশ করা হলে রসূলুল্লাহ (স) (খাওয়ার জন্য) সেদিকে হাত বাড়ালেন। এমনি সময়ে কোন এক মহিলা বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে জানিয়ে দাও তিনি কি জিনিস খেতে যাচ্ছেন। সবাই বলেন, হে আল্লাহর রসূল! ওটা গুইসাপ। রসূলুল্লাহ (স) তৎক্ষণাৎ তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন। আমি [খালিদ] জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! ওটা কি হারাম? তিনি বলেন, না; তবে আমাদের এলাকায় ওটা নেই। তাই ওটার প্রতি আমার অরুচি হয়। খালিদ (রা) বলেন, আমি তা টেনে এনে খেতে থাকলাম, আর রসূলুল্লাহ (স) দেখতে থাকলেন।^{১২}

৩৪-অনুচ্ছেদ : জমাট কিংবা তরল ঘিয়ে ইঁদুর পতিত হলে।

৫১৩১- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَارَةَ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ الْقَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّهُ .

৫১৩১. ইবনে আব্বাস (রা) মায়মুনা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একটি ইঁদুর ঘিয়ের মধ্যে পড়ে মরে গেল। নবী (স)-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইঁদুর ও তার আশপাশের ঘি তুলে ফেলে দাও এবং অবশিষ্ট ঘি খেতে পার।

৫১৩২- عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ الْفَارَةَ أَوْ غَيْرَهَا قَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِفَارَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ فَأَمْرِيماً قَرَبَ مِنْهَا فَطُرِحَ ثُمَّ أَكِلَ .

৫১৩২. যুহুরী (র) থেকে বর্ণিত। জমাট বা তরল যায়তুন তৈল বা ঘিয়ের মধ্যে ইঁদুর বা অন্য কোনো প্রাণী পড়ে মরে গেলে—এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমাদের কাছে হাদীস পৌছেছে যে, ঘিয়ের মধ্যে পড়ে ইঁদুর মরে গেলে রসূলুল্লাহ (স) সেই ইঁদুর ও তার আশপাশের ঘি ফেলে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তদনুযায়ী ইঁদুর ফেলে দেয়া হয়েছে, তারপর সেই ঘি খাওয়া হয়েছে।

১২. গুইসাপ এক প্রকার স্থলচর প্রাণী। হানাফী মযহাব মতে এগুলো খাওয়া মাকরুহ তাহরিমী এবং অন্যান্য মযহাবে তা খাওয়া দৃষণীয় নয়।

১৩৩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ فَاةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ الْقُوَهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكَلَّوْهُ .

৫১৩৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মায়মুনা (রা) বলেন, ঘিয়ের মধ্যে পতিত ইঁদুর সম্পর্কে নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইঁদুর ও তার আশপাশের ঘি ফেলে দাও এবং বাকী ঘি খেয়ে নাও।

৩৫-অনুচ্ছেদ : মুখে দাগ ও চিহ্ন দেয়া।

১৩৪- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَعْلَمَ الصُّورَةُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُضْرَبَ :

৫১৩৪. ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। মুখমণ্ডলে দাগ দেয়াকে তিনি অপসন্দ করেছেন। ইবনে উমার (রা) বলেছেন, নবী (স) মুখমণ্ডলে মারতে নিষেধ করেছেন।

১৩৫- عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَخٍ يُحْنِكُهُ وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً حَسِبْتُهُ قَالَ فِي أذَانِهَا .

৫১৩৫. আনাস (রা) বলেন, আমি আমার ভাইকে সাথে নিয়ে নবী (স)-এর খেদমতে হাযির হলাম, যেন তিনি (স) আমার ভাইয়ের তাহনীক করেন (খেজুর ইত্যাদি চিবিয়ে যেন তার মুখে দেন)। তিনি তাঁর উটের খোয়াড়ে ছিলেন। দেখলাম, তিনি একটি বকরীকে তার কানে দাগ দিচ্ছেন।

৩৬-অনুচ্ছেদ : কোন দল গনীমাতের মাল পেলে কেউ তার সাধীদের বিনা অনুমতিতে ছাগল বা উট যবেহ করলে, নবী (স) হতে রাফে (র) বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী তা খাওয়া যাবেন। তাউস ও ইকরিমা (র) চোরের যবেহকৃত পশু সম্পর্কে বলেছেন : তা ফেলে দাও।

১৩৬- عَنْ رَفِيعِ ابْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مَدَى فَقَالَ أَرِنِ أَوْ اعْجَلِ مَا أَنَهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فَكَلَّوْهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌ وَلَا ظْفُرٌ وَسَاحِدَتِكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعِظْمٌ وَأَمَّا الظَّفَرُ فَمَدَى الْحَبَشَةِ وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْمَغَانِمِ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُورًا فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيرًا بَعِشْرٍ شِيَاهٍ ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِّنْ أَوَائِلِ (أَوَائِلٍ - إِبِلٍ) الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّ لِهَذِهِ الْمَهَائِمِ أَوَائِدَ كَأَوَائِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَاَفْعَلُوا مِثْلَ هَذَا .

৫১৩৬. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর কাছে আরয করলাম, আমরা আগামী কাল দুশমনের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হব। আমাদের কাছে ছুরি নেই। তিনি বলেন, যা রক্ত প্রবাহিত করে তা দিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হলে তা খাও। তবে দাঁত ও নখ দিয়ে যবেহ করলে হবে না। আমি তোমাদের কাছে এর কারণ বলছি। দাঁত হলো হাড় বিশেষ, আর নখ হলো হাবসীদের ছুরি। কিছু লোক দ্রুত অগ্রসর হল। এরা গনীমাতের মাল পেল। নবী (স) পিছনের লোকদের সাথে ছিলেন। লোকেরা রান্না শুরু করে দিল। তিনি এসে ডেগ উল্টে ফেলে দেয়ার আদেশ দিলেন। অতএব সেগুলো উল্টে ফেলে দেয়া হল। তিনি তাদের মধ্যে (গনীমাতের মাল) বণ্টন করলেন এবং একটি উট দশটি ছাগলের সমান গণ্য করলেন। আগে আসা লোকদের (উটগুলোর মধ্যে) একটি উট ছুটে গেল। তাদের সাথে ঘোড়া ছিল না। এক ব্যক্তি তার প্রতি তীর মারল। আল্লাহ তা আটক করলেন। নবী (স) বলেন, এ পশুর মধ্যেও বন্য পশুদের স্বভাব আছে। অতএব এগুলোর যেটাই এরূপ করবে, তার সাথে অনুরূপ আচরণ করবে।

৩৭-অনুচ্ছেদ : যদি কারো উট পালিয়ে যায় আর তাদের উপকারার্থে তাদের কোন লোক সেই উটকে তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলে তবে রাফে (রা) কর্তৃক বর্ণিত নবী (স)-এর হাদীস অনুসারে তা করা জায়েয।

৫১৩৭. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَدُّ بِعَيْرٍ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَارِئِ وَالْأَسْفَارِ فَتَزِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلَا يَكُونُ مَدَى فَقَالَ آيِنَ مَا أَنْهَرَ أَوْنَهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فُكُلٌ غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفْرُ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَالظُّفْرُ مَدَى الْحَبَشَةِ .

৫১৩৭. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। উটের দল থেকে একটি উট পালিয়ে গেল। এক ব্যক্তি তার প্রতি তীর ছুঁড়লে তা থেমে গেল। নবী (স) বলেন, এ পশুর মধ্যেও জংলী পশুর মতো বন্য স্বভাব আছে। সুতরাং এগুলোর মধ্যে কোনটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তার সাথে এরূপ আচরণই করবে। রাফে (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কখনো যুদ্ধে এবং সফরে থাকি। আমরা যবেহ করতে চাই কিন্তু আমাদের নিকট ছুরি থাকে না। নবী (স) বলেন, দাঁত ও নখ ছাড়া এমন জিনিস দিয়ে আল্লাহর নামে আঘাত হান যা রক্ত ঝরায়, তারপর তা খাও। দাঁত হল হাড় বিশেষ এবং নখ হল হাবসীদের ছুরি।

৩৮-অনুচ্ছেদ : নিরুপায় অবস্থায় হারাম জিনিস খাওয়া। আল্লাহ তাআলার বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ - إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالِدَمَّ وَالْحَمَّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلُ بِهِ لِغَيْرِ
اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

“হে মু'মিনগণ ! যেসব পবিত্র জিনিস আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খাও এবং আল্লাহর শোকর আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের মাংস এবং যে পশুর উপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যদি কোন লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে, বিদ্রোহ ও সীমালংঘনের উদ্দেশ্য নেই, তবে তার কোন গুনাহ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু”-(সূরা আল-বাকারা : ১৭২-১৭৩)।

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ .

“সুতরাং কোন পণ্ড (যবেহকালে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হলে তা থেকে খাও, যদি তোমরা তার আয়াতে ঈমান এনে থাক”-(সূরা আল-আনআম : ১১৮)।

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

“তবে কেউ পানের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার জ্বালায় নিরুপায় হলে তখন আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”-(সূরা আল-মায়দা : ৩)।

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

“বল আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি নিষিদ্ধ কিছুই পাই না, মরা, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ছাড়া, কেননা এগুলো অপবিত্র অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম লওয়ার কারণে যা অবৈধ। তবে কেউ যদি অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে নিরুপায় হলে তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”-(সূরা আল-আনআম : ১৪৫)।

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا .

“এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র জিনিস রিযিক হিসেবে দান করেছেন তা থেকে খাও”-(সূরা আন-নাহল : ১১৪)।

كِتَابُ الْأَصْحَابِ (কুরবানীর বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ৪ কুরবানীর প্রথা। ইবনে উমার (রা) বলেন, কুরবানী সূনাত এবং সুপ্রসিদ্ধ।

১২৮. ه- عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَا تَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَذْعَةً فَقَالَ إِذْبَحْهَا وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ نُسَكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ .

৫১৩৮. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমাদের আজকের এদিনের আমরা সর্বপ্রথম যে কাজটি দিয়ে সূচনা করব তাহলো আমরা নামায পড়ব, তারপর ফিরে এসে কুরবানী করব। যে লোক এভাবে করলো, সে আমাদের সূনাত পেয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি (নামাযের) পূর্বে যবেহ করলো সে কেবল আপন পরিজনের জন্য আগাম গোশত খাওয়ারই ব্যবস্থা করলো, কুরবানীর কিছুই হলো না। আবু বুরদা ইবনে নিয়ার (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার নিকট একটি ছয় মাসের ছাগল আছে। নবী (স) বললেন, সেটি যবেহ কর। তবে তোমার পরে আর কারো জন্যে (ছয় মাসের ছাগলে) যথেষ্ট হবে না। মুতাররিফ আমেরের সূত্রে বারাআ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের পর যবেহ করলো, তার কুরবানী পূর্ণ হলো এবং সে মুসলমানদের সঠিক তরীকা অনুসরণ করলো।^১

১২৯. ه- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ .

৫১৩৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, যে লোক নামাযের আগে যবেহ করলো, সে নিজের জন্যই যবেহ করলো। আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে যবেহ করলো, তার কুরবানী পূর্ণ হয়ে গেল এবং সে মুসলমানদের রীতি অনুযায়ী আমল করলো।

১. হানাফী মযহাব মতে মালদার ব্যক্তির জন্য কুরবানী ওয়াজিব। হাদীসে যে “আসাবা সূনাতানা” বলা হয়েছে—তা সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, ফিক্হ শাস্ত্রমতে যে সূনাত, তা নয়। এখানে এর অর্থ তরীকা, পন্থা বা পদ্ধতি। হানাফী মযহাব মতে ছাগল এক বছর বয়সের হলে তা দিয়ে কুরবানী জায়েয। এর কম বয়সের ছাগলে জায়েয হবে না। আবু বুরদার জন্য এটা বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

২-অনুচ্ছেদ : জনগণের মধ্যে কুরবানীর গোশত বণ্টন ।

১১৪০- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ قَالَ ضَحِ بِهَا .

৫১৪০. উকবা ইবনে আমের জুহনী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী (স) সাহাবাগণের মাঝে কুরবানীর পশু বণ্টন করেন । উকবা (রা)-এর ভাগে ছয় মাসের একটি ছাগল পড়ে । (উকবা বলেন,) আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমার ভাগে তো ছয় মাসের বাচ্চা এসেছে । তিনি বললেন, এটাই কুরবানী করো ।২

৩-অনুচ্ছেদ : মুসাফির ও মহিলাদের কুরবানী ।^৩

১১৪১- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحَلَ عَلَيْهَا فَحَاضَتْ بِسِرْفٍ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ مَالِكٌ أَنْفِستِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ أَدَمَ فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كُنَّا بِمِنَى أُتِيتُ بِلَحْمٍ بَقْرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا ضَحَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ زَوْجِهِ بِالْبَقْرِ .

৫১৪১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী (স) তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন । এ সময় মক্কায় প্রবেশের আগেই সারোফ নামক স্থানে আয়েশা (রা)-এর হায়েয শুরু হয় । তাই তিনি কাঁদছিলেন । নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে, হায়েয হয়েছে নাকি ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ । নবী (স) বললেন, এটা এমন এক ব্যাপার, যা আল্লাহ তাআলা আদমের কন্যা সন্তানদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন । অতএব হাজীগণ যা করে, তুমিও তা করো, তবে তুমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না । যখন আমরা মিনায় ছিলাম, তখন আমার নিকট গরুর গোশত আনা হলো । আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি ? লোকজন বললো, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর স্ত্রীদের তরফ থেকে গরু কুরবানী করেছেন ।

৪-অনুচ্ছেদ : কুরবানীর দিন গোশত খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ।

১১৪২- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ جِيرَانَهُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ شَاتِي لَحْمٍ فَرُخِّصْ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلَا أُدْرِي أَبْلَغْتَ الرُّخْصَةَ مِنْ سِوَاهُ أَمْ لَا ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى كَيْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوها أَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوها .

২. এটা উকবা (রা)-এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল । অন্য কারো জন্যে তা জায়েয হবে না ।

৩. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে মুসাফিরের ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয় ।

হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ শহর? আমরা জবাব দিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক অবগত। এবারও তিনি চুপ করে রইলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম, তিনি হয়তো এর অন্য কোন নাম বলবেন। পরে তিনি বললেন, এটি কি মক্কা নগরী নয়? আমরা বললাম, হাঁ। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, এটি কোন্ দিন? আমরা জবাব দিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। এবারও তিনি চুপ হয়ে থাকলেন। এমনকি আমরা মনে করলাম, হয়ত তিনি এর অন্য কোন নাম বলবেন। পরক্ষণেই তিনি বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা জবাব দিলাম, হাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের ধন-মাল—এক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ মনে করেন, নবী (স) একথাও উল্লেখ করেছেন এবং তোমাদের মান-ইজ্জত তোমাদের পরস্পরের জন্য ঠিক তেমনি পবিত্র, যেমন তোমাদের এ শহর, এ মাস ও আজকের এদিন পবিত্র। অবিলম্বে তোমরা তোমাদের রবের সাথে মিলিত হবে। তখন তিনি তোমাদের সব কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান! পরস্পর হানাহানি করো না। শোন, যারা হাযির আছ, তারা যারা হাযির নেই, তাদের নিকট (আমার বাণী) পৌঁছিয়ে দিও। হয়তো যারা শুনেছে, তাদের কারো কারো চেয়ে, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে, তাদের কেউ কেউ অধিক মনে রাখবে। (বর্ণনাকারী) মুহাম্মাদ (র) যখন হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, নবী (স) সত্য কথা বলেছেন। (এ ভাষণে) নবী (স) আরও বলেন, শোন, আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি? আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি? ৪

৬-অনুচ্ছেদ : কুরবানী এবং ঈদগাহে কুরবানীর পশু যবেহ করা।

৫১৪৪- عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ قَالَ عَبِيدُ اللَّهِ يَغْنَى
مَنْحَرَ النَّبِيِّ ﷺ

৫১৪৪. নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) কুরবানী করার জায়গাতে কুরবানী করতেন। ওবায়দুল্লাহ (র) বলেন, অর্থাৎ নবী (স)-এর কুরবানী করার জায়গাতে তিনি কুরবানী করতেন।

৫১৪৫- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى .

৪. ১০ই যিলহজ্জ থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কুরবানী করার সময়। ঈদের নামাযের আগে যবেহ করলে কুরবানী হবে না। প্রথম দিন কুরবানী করা উত্তম, তারপর দ্বিতীয় দিন, তারপর তৃতীয় দিন।

মুদার গোত্রের মাহে রজব বলার মর্ম হলো—মুদার গোত্রের লোকজন এ মাসটিকে বেশী ভালোবাসতো। তাই এ গোত্রের সাথে মাসটিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

জাহিলী যুগেও উক্ত চার মাস আরবদের নিকট অতি সম্মানিত ছিল। এ চার মাস লুটতরাজ, যুদ্ধ ইত্যাদি করা তারা হারাম মনে করতো। কিন্তু ঘটনাচক্রে এসব মাসে যুদ্ধ এসে পড়লে আরবরা নিজেদের স্বার্থে এ সম্মানিত মাসকে পেছনে ঠেলে দিত এবং সেটা সম্মানিত মাস নয় ধরে নিয়ে সেই মাসে যুদ্ধ চালিয়ে যেত। যেমন মুহররম মাসে যুদ্ধ লাগলে একে পরবর্তী সফর মাসে ঠেলে দিত এবং মুহররমকে সফর মাস ঘোষণা করে যুদ্ধ চালাতো। এভাবে সব মাস ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল। হজ্জের মাসে হজ্জও হতো না। কিন্তু ঘটনাচক্রে আবার ঠিক যিলহজ্জ মাসেই হজ্জ এসে গেছে। অর্থাৎ বছর সঠিক খাতে ঘুরে এসেছে। গত ক'বছর ঠিকভাবেই বছর চলছে। সেদিকেই হাদীসে একথা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫১৪৫. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) নিজেই যবেহ করতেন এবং ঈদগাহে যবেহ করতেন।

৭-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর দুই শিংওয়ালা দুশ্বা যবেহ করার বর্ণনা। সামীনাইনে (মোটাভাজা)-ও উল্লেখ আছে। আবু উমামা ইবনে সাহল (রা) বলেন, আমরা মদীনায় কুরবানীর পশু মোটাভাজা করতাম এবং সকল মুসলমানও মোটাভাজা করতেন।

১১৪৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ .

৫১৪৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) দু'টি দুশ্বা কুরবানী করেছিলেন এবং আমিও দু'টি দুশ্বা কুরবানী করেছিলাম।

১১৪৭- عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ .

৫১৪৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) সাদাকালো চিত্রা বা ধূসর বর্ণের দু'টি শিঙওয়ালা দুশ্বার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং নিজ হাতেই তা যবেহ করলেন।

১১৪৮- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَنْوُدٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ضَحَّ أَنْتَ بِهِ .

৫১৪৮. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁকে একটি ছাগল দান করলেন। তিনি তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কুরবানীর পশু বণ্টন করছিলেন। একটি ছয় মাসের বাচ্চা বাকি রয়ে গেল। উকবা (রা) নবী (স)-এর নিকট তা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, তুমি এটা কুরবানী কর।

৮-অনুচ্ছেদ : আবু বুরদা (রা)-কে নবী (স)-এর উক্তি : তুমি ছয় মাসের এ বাচ্চাটি যবেহ কর এবং তোমার পর আর কারো জন্যে তা যথেষ্ট হবে না।

১১৪৯- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ضَحَّى خَالُ لِي يَقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَأْنُكَ شَأْنُ لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ قَالَ إِذْبَحْهَا وَلَنْ تَضْلَحَ لِغَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ .

৫১৪৯. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মামা আবু বুরদা (রা) নামাযের আগেই কুরবানী করেন। রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বলেন, তোমার বকরী তো গোশত খাওয়ার জন্য যবেহ করা হল (কুরবানী হয়নি)। তিনি আরম্ভ করলেন, ইয়া

রসূলুল্লাহ ! আমার নিকট পালিত আরেকটি ছয় মাসের বাচ্চা আছে। তিনি (স) বলেন, সেটি যবেহ কর। তুমি ভিন্ন আর কারো জন্য তা জায়েয হবে না। অতপর তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নামাযের আগে যবেহ করলো, সে তা নিজের জন্যই যবেহ করলো। আর যে ব্যক্তি নামাযের পর যবেহ করলো, তার কুরবানী সম্পূর্ণ হয়ে গেল এবং সে মুসলমানদের প্রথা অনুসরণ করলো।

১৫০- عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَبْدِلْهَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِي اِلَّا جَذَعَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وَاَحْسِبُهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِّنْ مُّسْنَةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ اَحَدٍ بِعَدِكَ .

৫১৫০. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বুরদা (রা) ঈদের নামাযের আগে যবেহ করলে নবী (স) তাঁকে বলেন, এর বদলে আরেকটি যবেহ কর। তিনি বললেন, আমার নিকট কেবল ছয় মাসের একটি বকরীর বাচ্চা আছে। (অধস্তন রাবী) শো'বা বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, এ ছয় মাসের বাচ্চাটি এক বছরের ছাগলের চেয়ে উত্তম। নবী (স) বলেন, এটির স্থলে এটি (কুরবানী) কর। তোমার পর আর কারো জন্য এটা যথেষ্ট হবে না।^৫

৯-অনুচ্ছেদ : নিজ হাতে কুরবানীর পশু যবেহ করা।

১৫১- عَنْ اَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاَضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يَسْمِي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ .

৫১৫১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) দু'টি ধূসর বর্ণের বা সাদাকালো চিত্রা রং-এর শিঙাওয়ালা দুশ্বা যবেহ করেন। তিনি তাঁর পা' দিয়ে চেপে ধরে 'বিসমিল্লাহ ও তাকবীর' বলে নিজ হাতে দুশ্বা দু'টিকে যবেহ করেছেন।

১০-অনুচ্ছেদ : অন্যের কুরবানীর পশু যবেহ করা। এক ব্যক্তি কুরবানীর উষ্ট্রী যবেহ করার ব্যাপারে ইবনে উমার (রা)-কে সাহায্য করেছে। আবু মুসা (রা) নিজ কন্যাদেরকে সহস্বে কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১৫২- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِسَرِفٍ وَاَنَا اَبْكِي فَقَالَ مَا لَكَ اَنْفَسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ اَدَمَ اِقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لَا تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ وَضَحَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .

৫১৫২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) সারেফ নামক স্থানে আমার কাছে তাশরীফ আনেন। আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে, তোমার কি হয়েছে ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, এটা তো এমন

৫. ছাগল এক বছরের কম বয়সের হলে তা দিয়ে কুরবানী হবে না। ডেড়ার হুকুমও ছাগলের মতো। গরু-মহিষ দুই বছরের কম হলে কুরবানী হবে না। উটের বয়স পাঁচ বছর হতে হবে।

ব্যাপার যা আল্লাহ তাআলা আদমের কন্যা সন্তানদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন। অতএব হাজীগণ যা করছে, তুমিও তা করো। তবে তুমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না। রসূলুল্লাহ (স) নিজ স্ত্রীগণের তরফ থেকে গরু কুরবানী করেছেন।

১১-অনুচ্ছেদ : (ঈদের) নামাযের পর কুরবানী করা।

৫১৫২- عَنِ الْبِرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدَأُ بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ أَبُو بَرْدَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّسْنَةٍ فَقَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَحْزِي أَوْ تُؤْفَى عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .

৫১৫৩. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে তাঁর খুতবায় বলতে শুনেছিঃ আজকের দিনে আমরা প্রথমে নামায পড়ি। এরপর ফিরে যাই এবং কুরবানী করি। যে ব্যক্তি এভাবে করলো, সে আমাদের সূনাত অনুসরণ করল। আর যে লোক (নামাযের আগে) কুরবানী করলো, সেটা কেবল গোশত হলো—যা সে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য আগাম ব্যবস্থা করলো, কুরবানীর কিছুই হলো না। আবু বুরদা (রা) আরম্ভ করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি তো নামাযের আগেই যবেহ করে ফেলেছি। তবে আমার নিকট ছয় মাসের একটি বাচ্চা আছে যা এক বছরের বাচ্চার চেয়েও উত্তম। তিনি (স) বলেন, তুমি এটির বদলে এটি যবেহ কর। তোমার পরে এটা আর কারো জন্য যথেষ্ট হবে না।

১২-অনুচ্ছেদ : কেউ নামাযের আগে কুরবানী করলে পুনরায় তাকে কুরবানী করতে হবে।

৫১৫৪- عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَعِدْ فَقَالَ رَجُلٌ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ هَنَةً مِّنْ جَيْرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَذَرَهُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ شَاتَيْنِ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا أَدْرِي أَبْلَغْتَ الرَّخْصَةَ أَمْ لَا ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ يَعْنِي فَذَبَحَهُمَا ثُمَّ انْكَفَأَ النَّاسُ إِلَى غَنِيمَةٍ فَذَبَحُوهَا .

৫১৫৪. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি নামাযের আগে যবেহ করে সে যেন পুনরায় কুরবানী করে। এক ব্যক্তি বললো, এটি তো এমন দিন, যাতে গোশত খাওয়ার খাহেশ হয়ে থাকে।^৬ সে তার পড়শীদের কথাও উল্লেখ করলো। মনে হয় নবী (স) তার ওজর কবুল করলেন। আমার নিকট ছয় মাসের একটি ছাগলছানা আছে যা দু'টি বকরীর চেয়েও উত্তম। তখন নবী (স) তাকে অনুমতি দিলেন। আমার জানা নেই এ

৬. অর্থাৎ আজকে গোশত খাওয়ার দিন। স্বভাবত মানুষের মনে গোশত খাওয়ার বাসনা জেগেছে। তার প্রতিবেশীগণ অভাবী ও অভুক্ত ছিলেন। তাই তাদের প্রয়োজনে নামাযের আগেই তিনি যবেহ করে ফেলেছেন। এখন ছয় মাসের বাচ্চাটি ছাড়া তাঁর কাছে আর কোন জানোয়ার নেই। তাঁর এ অক্ষমতা হজুর (স) বুঝতে পেরেছেন এবং তা কবুল করেছেন।

অনুমতি কি ব্যাপক না সীমিত। অতপর নবী (স) দু'টি দুয়ার দিকে এগিয়ে গেলেন, সেগুলো যবেহ করলেন। তারপর লোকজনও (নিজ নিজ) বকরীর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তা যবেহ করলেন।

১০৫০- عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سَفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ .

৫১৫৫. জুনদুব ইবনে সুফিয়ান আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন আমি নবী (স)-এর নিকট হাযির হলাম। তিনি বললেন, নামায পড়ার আগে যে ব্যক্তি যবেহ করলো, সে যেন তার স্থলে আরেকটি পশু কুরবানী করে। আর যে লোক এখনও যবেহ করেনি, সে যেন যবেহ করে।

১০৫১- عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبَلَتَنَا فَلَا يَذْبَحُ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلْتُ فَقَالَ هُوَ شَيْءٌ عَجَلْتَهُ قَالَ فَإِنْ عِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسْتَتَيْنِ ءَأَذْبَحُهَا قَالَ نَعَمْ ثُمَّ لَا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ عَامِرٌ هِيَ خَيْرٌ نَسِيكَتَيْهِ .

৫১৫৬. বারআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) একদিন নামায পড়লেন, অতপর বললেন : যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়লো এবং আমাদের কিবলামুখী হলো সে যেন (ঈদের) নামায থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত যবেহ না করে। আবু বুরদা ইবনে নিয়ার (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমি তো যবেহ করে বসেছি। নবী (স) বললেন, সেটা তো তুমি অতি তাড়াতাড়ি করে ফেলেছ। তিনি বললেন, আমার নিকট ছয় মাসের একটি বাচ্চা আছে। সেটি এক বছরের দু'টি ছাগলের চেয়ে উত্তম। আমি কি সেটি যবেহ করবো? নবী (স) বললেন, হ্যাঁ। তোমার পর আর কারও জন্য যথেষ্ট হবে না।

১৩-অনুচ্ছেদ : যবেহ করার সময় পশুর পাজরে পা দিয়ে চেপে ধরা।

১০৫২- عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضْحِي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَوَضَعَ رِجْلَهُ صَفْحَتَيْهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ .

৫১৫৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) দুই শিঙাওয়ালা সাদাকালো চিত্রা দু'টি দুহা যবেহ করেছেন এবং নিজের এক পা দুহা পাজরের ওপর দিয়ে চেপে রেখে নিজের হাতেই দুহা দু'টি যবেহ করেছেন।

১৪-অনুচ্ছেদ : যবেহ করার সময় আত্মাছ আকবার বলা।

১০৫৪- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ ضَحَى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى كَبْرًا وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتَيْهِمَا .

৫১৫৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) শিঙওয়ালা সাদা-কালো চিত্রা রং-এর দু'টি দুখা নিজ হাতে যবেহ করেন। তিনি বিসমিল্লাহ পড়েন, আল্লাহ আকবার বলেন এবং (যবেহ করতে) তাঁর একখানা পা দিয়ে দুখার পাজর চেপে ধরেন।

১৫-অনুচ্ছেদ : কেউ কুরবানীর জন্য হাদয়ি^১ পাঠিয়ে দিলে তার উপর (ইহরাম অবস্থার মতো) কিছু হারাম হয় না।

৫১৫৯. عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُوصِي أَنْ تَقْلُدَ بَدَنَتَهُ فَلَا يَزَالُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ قَالَ فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَقَالَتْ لَقَدْ كُنْتُ أَقْتُلُ قَلَانِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ .

৫১৫৯. মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুসলিম জননী! কোন লোক কাবায় তার হাদয়ি (কুরবানীর পশু) পাঠিয়ে দিল, সে নিজে আপন শহরে থেকে গেল এবং সে ওসিয়াত করে দিল, তার কুরবানীর পশুর গলায় যেন মালা পরিয়ে দেয়া হয়। এখন কুরবানীর পশু পাঠানোর দিন থেকে হাজীদের ইহরাম অবস্থা শেষ হওয়া পর্যন্ত কি তাঁর উপর কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে? মাসরুক বলেন, আমি পর্দার আড়াল থেকে আয়েশা (রা)-এর হাতে তালির আওয়ায শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদয়ির গলায় মালা পরিয়ে দিতাম। তারপর তিনি তাঁর হাদয়ি কা'বায় পাঠিয়ে দিতেন। স্ত্রীদের সাথে স্বামীদের যা করা হালাল, (মক্কা থেকে) মানুষের ফিরে আসা পর্যন্ত নবী (স) নিজের ওপর তা হারাম করতেন না।

১৬-অনুচ্ছেদ : কুরবানীর গোশত কি পরিমাণ খাওয়া যাবে আর কি পরিমাণ পাথের হিসাবে নেয়া যাবে।

৫১৬০. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لِحُومِ الْأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ لِحُومِ الْهَدْيِ .

৫১৬০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর যমানায় আমরা (মক্কা হতে) মদীনা (পৌছা পর্যন্ত) কুরবানীর গোশত পাথের হিসাবে সংগে নিতাম। রাবী অনেকবার লুহুমুল আদাহী শব্দের স্থলে লুহুমুল হাদয়ি (কুরবানীর গোশত) উল্লেখ করেছেন।

৫১৬১. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ عَائِبًا فَقَدِمَ فَقَدِمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ قَالَ وَهَذَا مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا فَقَالَ أَخْرُوا لَنَا أَنْوُقَهُ قَالَ ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَى أَخِي

১. কুরবানী করার জন্য যেসব পশু মক্কা শরীফে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে হাদয়ি বলে।

৮. কালায়েদ ক্বিলাদার বহুবচন। এর মানে গলবন্ধ, কষ্ঠহার, গলার মালা কিংবা কুরবানীর চিহ্নিত পশুর। আরবে কুরবানীর পশুর গলায় প্রাক-ইসলামী যুগ হতে এরূপ মালা পরানোর প্রচলন ছিল।

أَبَا قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانَ وَكَانَ أَخَاهُ لَأُمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَدَّثَ بِعَدَاكَ أَمْرٌ .

৫১৬১. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (কিছু দিন বাড়ীতে) অনুপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি আসলে, তাঁর সামনে গোশত পেশ করা হলো। বলা হলো (এটা) আমাদের কুরবানীর গোশত। তিনি বললেন, এটা সরিয়ে নাও। আমি এটা খাব না। আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, তারপর আমি উঠে বেরিয়ে পড়লাম এবং আমার ভাই আবু কাতাদা ইবনে নোমানের নিকট পৌঁছলাম। আবু কাতাদা তাঁর বৈপিণ্ডেয় ভাই ছিলেন এবং বদরী সাহাবী ছিলেন। আমি তাঁর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বলেন, তোমার অনুপস্থিতিতে নতুন নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে (অর্থাৎ তিন দিনের পরও কুরবানীর গোশত খাওয়া যাবে)।

٥١٦٢- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ضَحَى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَيَقَى فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلْ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَأَدْخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا .

৫১৬২. সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী করে, সে যেন তৃতীয় দিনের পর এমন অবস্থায় সকাল না করে যে, তার ঘরে কুরবানীর গোশতের কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে। পরবর্তী বছর আসলে লোকেরা বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমরা গত বছর যেক্রপ করেছিলাম এ বছরও কি তদ্রূপ করবো ? তিনি বললেন : নিজেরা খাও, অন্যকে খেতে দাও এবং জমা রাখ। (যেহেতু) ঐ বছর মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল, তাই আমি চেয়েছিলাম এই অবস্থায় তোমরা তাদের সাহায্য কর।

٥١٦٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنَقْدِمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْسَتْ بِعَرِيمَةٍ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللَّهِ أَعْلَمُ .

৫১৬৩. আয়েশা (রা) বলেন, আমরা মদীনায় কুরবানীর গোশত লবণ মেখে রেখে দিতাম। অতপর তা থেকে কিছু অংশ নবী (স)-এর খেদমতে পেশ করলাম। তিনি বলেন : (কুরবানীর গোশত) তিন দিনই খাও। এ নির্দেশ অলঙ্ঘনীয়ভাবে দেয়া হয়নি, বরং তিনি অন্যদেরকেও খাওয়ানোর সুযোগ দিতে চেয়েছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

٥١٦٤- عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

عَلَيْهِ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ أَمَا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فَطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ
وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمُ تَاكُلُونَ نُسُكَكُمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ (الْعِيدَ) مَعَ عُمَانَ بْنِ
عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ
هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي
فَلْيَنْتَظِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذْنْتُ لَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاكُمْ
أَنْ تَأْكُلُوا لَحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ .

৫১৬৪. ইবনে আজহারের মুক্তদাস আবু উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে ঈদুল আযহার দিন ঈদের নামাযে উপস্থিত হন। উমার (রা) খুতবার আগে নামায পড়েছেন, অতপর জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ হে লোক সকল! রসূলুল্লাহ (স) এ দুই ঈদের দিন তোমাদেরকে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তার মধ্যে একদিন হলো তোমাদের রোযা ভেঙ্গে ইফতার করার দিন (ঈদুল ফিতর), আরেক দিন হলো—যেদিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশত খেয়ে থাক (ঈদুল আযহা)। আবু উবায়দ বলেন, আমি উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর সাথেও (ঈদের নামাযে) উপস্থিত হই। সেটি ছিল জুমুয়ার দিন। তিনি খুতবার আগে নামায পড়ান, অতপর খুতবা দেন। তিনি বলেন, হে লোক সকল! আজ এমন একদিন যে, তোমাদের জন্য দু'টি ঈদ একত্র হয়েছে। আওয়ালীর (মদীনার উপকণ্ঠে) অধিবাসীদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমুয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা পসন্দ কর, সে থাকুক এবং যে চলে যেতে চায় আমি তাকে (যাওয়ার) অনুমতি দিলাম। আবু উবায়দ বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর সাথেও ঈদের নামাযে শরীক হই। তিনিও খুতবার আগে নামায পড়েন, এরপর খুতবা দিলেন। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (স) তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক খেতে নিষেধ করেছেন।

৫১৬৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّوا مِنَ الْأَضَاحِ ثَلَاثًا
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ (حَتَّى) يَنْفِرُ مِنْ مَنَى مِنْ أَجْلِ لَحُومِ الْهَدْيِ .

৫১৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা কুরবানীর গোশত কেবল তিন দিন খাও। আবদুল্লাহ (রা) মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন-কালে কুরবানীর গোশত হওয়ার কারণে (কুটি) কেবল যাইতুনের তেল দিয়ে খেতেন।^৯

৯. মুহাজিরদের উপস্থিতির কারণে মদীনায দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দিলে রসূলুল্লাহ (স) সবার নিকট গোশত পৌছানোর লক্ষ্যে তিন দিনের বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। পরে দুর্ভিক্ষাবস্থা কেটে গেলে এবং জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে মহানবী (স) তাঁর উক্ত বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করেন। এখানে লক্ষণীয় যে, ভবিষ্যতে কখনও অনুরূপ দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দিলে তখনও উক্ত বিধি-নিষেধ কার্যকর হবে-(সম্পাদক)।

كِتَابُ الْأَشْرَبَةِ (পানীয়ের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

“নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা এগুলো বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার”-(সূরা আল-মায়দা : ৯০)।

১১৬৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتَّبِعْ مِنْهَا حَرْمَهَا فِي الْآخِرَةِ .

৫১৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : যে লোক দুনিয়ায় মদ পান করলো, অতপর তওবা করে তা বর্জন করলো না, আখেরাতে তাকে তা থেকে বঞ্চিত রাখা হবে।

১১৬৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدْحَيْنِ مِّنْ خَمْرٍ وَلَبِنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ثُمَّ أَخَذَ اللَّبْنَ فَقَالَ جِبْرِئِيلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ .

৫১৬৭. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে মিরাজের রাতে ঈলিয়া নামক স্থানে শরাবের ও দুধের দু’টি পেয়ালা পেশ করা হল। তিনি দু’টির প্রতিই তাকালেন, শেষে দুধেরটি নিয়ে নিলেন। তখন জিবরাঈল (আ) বললেন : সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি আপনাকে স্বাভাবিক জিনিসের দিকে চালিত করেছেন। আপনি শরাব গ্রহণ করলে আপনার উম্মত গোমরাহ হয়ে যেত।

১১৬৮- عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا لَا يَحُكِّمُكُمْ بِهِ غَيْرِي .

১. বেহেশতের সব জিনিসের নাম ও আকার দুনিয়ার জিনিসগুলোর মতোই হবে। তাই অপরিচিতির ভীতি থাকবে না। তবে তা হাদ ও গুণে ভিন্ন, তুলনাহীন। সুতরাং নাম ও আকার একরকম হলেও বেহেশতের শরাবে মাদকতা থাকবে না। দুনিয়া কর্মের স্থান, ভোগ-বিলাসের নয়। ভোগ-লালসার চরমে পৌঁছায় যেসব বস্তু এবং লোপ করে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা, ইসলামে সেসব জিনিস হারাম। মদ এসবের অন্যতম। তবে বেহেশতে চরম ভোগের জায়গা। তাই এসব জিনিস সেখানে হালাল হবে।

قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ الزِّنَا وَتَشْرَبَ
الْخَمْرُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَبِيْمُهُنَّ رَجُلٌ
وَأَحَدٌ.

৫১৬৮. আনাস (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট একটি হাদীস শুনেছি। আমি ছাড়া আর কেউ সেটি তোমাদের কাছে বর্ণনা করবে না। তিনি বলেছেন, কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে এও আছে যে, অজ্ঞতা ও মুর্খতা বেড়ে যাবে, ইলম হ্রাস পাবে, প্রকাশ্যে যেনা-ব্যভিচার হবে, (অবাধে) মদপান চলবে, পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে, নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, এমনকি পঞ্চাশজন নারীর পরিচালক হবে মাত্র একজন পুরুষ।

৫১৬৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِي (الزَّانِي) حِينَ يَزْنِي
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ
يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ .. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُولُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ وَلَا يَنْتَهَبُ
نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

৫১৬৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : কোন ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় যেনা করতে পারে না। কোন ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় মদপান করতে পারে না। কোন ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় চুরি করতে পারে না। আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত অপর সূত্রে আবু বাকর নামে জনৈক বর্ণনাকারী এ হাদীসের সঙ্গে আরও এতটুকু সংযুক্ত করেছেন যে, ঈমান থাকা অবস্থায় কেউ দিন-দুপুরে এভাবে ডাকাতি-ছিনতাই করতে পারে না যে, মানুষ তার দিকে চেয়ে থাকবে আর সে ডাকাতি ও ছিনতাই করে যাবে।

২-অনুচ্ছেদ : আঙ্গুর ইত্যাদি থেকে তৈরী মদ।

৫১৭০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ .

৫১৭০. ইবনে উমার (রা) বলেন, শরাব (এমন সময়) হারাম করা হয়েছে, যখন মদীনায় (আঙ্গুরের তৈরী বিশেষ) মদ একটুও ছিল না।

৫১৭১. عَنْ أَنَسٍ قَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ
خَمْرَ الْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا وَعَامَّةً خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالْتَّمْرُ .

৫১৭১. আনাস (রা) বলেন, আমাদের ওপর মদ হারাম করা হয়েছে। আর যে সময় তা হারাম করা হয়েছে, তখন আমরা অর্থাৎ মদীনায় আঙ্গুরের তৈরী মদ অনেক কম পেতাম। আমাদের মদ ছিল সাধারণত কাঁচা ও পাকা খেজুরের তৈরী।

৫১৭২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ أَمَا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ

وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ الْعَنْبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشُّعَيْرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ .

৫১৭২. ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার (রা) মিশরে দাঁড়িয়ে বললেন : জেনে রাখ, মদ হারাম ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হয়েছে। আর তা পাঁচ প্রকারের জিনিস থেকে তৈরি হয় : আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও বার্লি। খামর (মদ) হল যা জ্ঞানবুদ্ধি লোপ করে দেয় তা।

৩-অনুচ্ছেদ : যখন মদ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয় তখন কাঁচা ও পাকা খেজুর ঘারাই তা তৈরি হতো।

১৭৩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ مِّنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ فَجَاءَهُمْ أَنِ الْخَمْرُ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا فَأَهْرِقْتُهَا .

৫১৭৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি আবু উবাইদা, আবু তালহা ও উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে কাঁচা ও পাকা খেজুরের তৈরী মদ পান করছিলাম। তখন তাদের কাছে একজন আগন্তুক এসে বলল, মদ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আবু তালহা (রা) বললেন : হে আনাস ! দাঁড়িয়ে যাও এবং তা ঢেলে ফেলে দাও। সুতরাং আমি তা ঢেলে ফেলে দিলাম।

১৭৪. عَنْ أَنَسِ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عُمُومَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ الْفَضِيخِ فَقِيلَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَالُوا أَكْفَيْتُنَا فَكَفَّانَا قُلْتُ لِأَنَسٍ مَا شَرَابُهُمْ قَالَ رُطْبٌ وَيُسْرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَنَسٍ وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ فَلَمْ يُنْكِرِ أَنَسٌ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ .

৫১৭৪. আনাস (রা) বলেন, আমি এক গোত্রে দাঁড়িয়ে আমার চাচাদেরকে 'ফাদীখ' নামক মদ পরিবেশন করছিলাম। আমি বয়সে তাদের সবার ছোট ছিলাম। তখন বলা হলো, মদ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁরা বললেন, তা ফেলে দাও। সুতরাং আমি তা ফেলে দিলাম। আমি (সুলাইমান) আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁদের সেই মদ কিসের তৈরী ছিল ? তিনি জবাব দিলেন, কাঁচা ও পাকা খেজুরের তৈরী। আবু বাকর ইবনে আনাস বললেন, এটাই ছিল তাদের মদ। আনাস (রা) একথা অস্বীকার করেননি। আমাকে আমার কোন কোন সাথী জানিয়েছেন, আমরা আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তখনকার দিনে এটাই ছিল তাঁদের মদ।

১৭৫. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَ أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ النَّبْسُ وَالتَّمْرُ .

৫১৭৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। যে সময় মদ হারাম করা হয়, তখন তা কাঁচা ও পাকা খেজুর দিয়ে তৈরি করা হতো।

৪-অনুচ্ছেদ : মধু থেকে মদ—একে ‘বিত্‌আ’ বলে। মাআন বলেন, আমি মালেক ইবনে আনাস (র)-কে ‘ফুককাআ’ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন, নেশা না করলে তা পানে কোন আপত্তি নেই। ইবনে দারাতুওয়াদী বলেন, আমিও এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তারা বলেছেন, নেশার উদ্বেক না হলে তাতে আপত্তি নেই।

১৭৬- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ .

৫১৭৬. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে ‘বিত্‌আ’ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : নেশা সৃষ্টিকর যে কোন পানীয়ই হারাম।

১৭৭- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبَيْتِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَأَخْبَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَتَّبِعُونَا فِي الدُّبَاءِ وَلَا فِي الْمُرْقَتِ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ .

৫১৭৭. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে ‘বিত্‌আ’ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। এটি মধু থেকে তৈরী মদ। ইয়ামানবাসীরা এটা পান করতো। রসূলুল্লাহ (স) জবাব দিলেন : নেশা সৃষ্টিকর যে কোন পানীয় হারাম। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমরা ‘দুস্বা’ ও ‘মুযাফফাত’ নামক পাত্রে মদ বানাবে না। আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনায় এর সাথে ‘হান্‌তাম’ ও ‘নাকীর’ নামক পাত্রেরও উল্লেখ আছে।^২

৫-অনুচ্ছেদ : মদ এমন পানীয় যা জ্ঞান-বুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটায়।

১৭৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِثْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسِ أَشْيَاءِ الْعَنْبِ وَالتَّمْرِ وَالْحَنْظَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلُثُ وَدِدْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا عُمَرُو فَمَنْ يَصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الرِّزِّ (الْأُرْزِ) قَالَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَالَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَعَنْ أَبِي حَيَّانَ مَكَانَ الْعَنْبِ الرَّيْبِ .

৫১৭৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর মিন্বারে দাঁড়িয়ে এক ভাষণে বলেছেন : মদ হারাম ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হয়েছে। তা

২. মদ হারাম হওয়ার সাথে সাথে এসব পাত্রেরও বিলুপ্তি ঘটেছে। তরল ও কঠিন সর্বপ্রকার মদ, তাড়ি, গাঁজা, আফিম এবং আধুনিককালে উদ্ভাবিত সর্বপ্রকার বন্ধু হারাম। তরল মদ, তাড়ি, সর্বরকমে সর্বাধিক হারাম। এমনকি ঔষধ হিসেবেও, পরিমাণে এক ফোঁটা হলেও নেশা সৃষ্টি না করলেও, অন্য ঔষধে সামান্য পরিমাণ মিশিয়েও।

পাঁচটি জিনিস থেকে তৈরি হয় : আঙ্গুর, খেজুর, গম, বার্লি ও মধু। মদ এমন পানীয় যা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটায়। আর এমন তিনটি বিষয় আছে, রসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার করে বলে না দেয়া পর্যন্ত আমাদের সাথে তাঁর বিচ্ছেদ এসে না যাক— সেটাই আমি চেয়েছিলাম। বিষয় তিনটি হলো : দাদা (তার পরিত্যক্ত সম্পদ), কালালা (যে লোক পিতা বা সন্তানাদি না রেখে মরেছে) এবং সুদের কিছু বিষয়। (আবু হাইয়ান) বলেন, আমি (শাবীকে) জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু আমর ! সিন্দুদেশে চাল ভিজিয়ে এক প্রকার পানীয় তৈরি করা হয় (সে ব্যাপারে আপনার অভিমত কি)। তিনি জবাব দিলেন, সেটা নবী (স)-এর যমানায় ছিল না, কিংবা তিনি বলেছেন, সেটা উমার (রা)-এর আমলে ছিল না। আবু হাইয়ান আল-ইনাব (আঙ্গুর)-এর স্থলে আয-যাবীব (শুকনো আঙ্গুর) বর্ণনা করেছেন।

৫১৭৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ الْخَمْرُ تُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ .

৫১৭৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) বলেন, মদ পাঁচটি জিনিসে তৈরি হয় : কিশমিশ, খেজুর, গম, যব ও মধু।

৬-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ভিন্ন নামের আড়ালে মদ হালাল করে।

৫১৮০. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهِ مَا كَذَّبْنِي سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْزِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيَبِيبُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسَخُ آخِرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

৫১৮০. আবদুর রহমান ইবনে গানাম আশআরী (র) বলেন, আবু আমের (রা) কিংবা আবু মালেক আশআরী (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আর আল্লাহর কসম ! তিনি মিথ্যা বলেননি। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে এমন সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে, যারা যেনা-ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও গান-বাদ্যকে হালাল মনে করবে। আর অনেক সম্প্রদায় এমনও হবে, যারা পর্বতের পাদদেশে বসবাস করবে। গোধূলি লগ্নে যখন তারা তাদের পশুপাল নিয়ে ফিরে চলবে, এমনি সময় তাদের নিকট কোন প্রয়োজনে নিঃস্ব ফকীর আসবে। তারা তাকে বলবে, আগামীকাল সকালে আমাদের কাছে এসো। রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন এবং (তাদের ওপর) পবর্তকে ধসিয়ে দিবেন। অন্যান্যদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত বানর ও শূকর বানিয়ে দিবেন।

৭-অনুচ্ছেদ : শক্ত খাত্ত বা কাঠের পাত্রে মদ তৈরি করা।

৫১৮১. عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعُرُوسُ قَالَتْ أَتَدْرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمْرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوَدٍّ .

৫১৮১. আবু হাযিম (র) বলেন, আমি সাহল (রা)-কে বলতে শুনেছি : আবু উসাইদ সাইদী (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে তাঁকে তার বিয়ের ভোজে দাওয়াত দিলেন। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ নববধূ মেহমানদের খাবার পরিবেশন করছিলেন। তিনি বলেন, আপনারা কি অবগত আছেন আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে কি পান করিয়েছি? আমি রাতে কয়েকটি খেজুর একটি কাঠের পাত্রে তাঁর জন্য ভিজিয়ে রেখেছিলাম (তা তাঁকে পান করিয়েছি)।

৮-অনুচ্ছেদ : শক্ত খাতুর তৈরি ও অন্যান্য পাত্র ব্যবহার নিষেধ করার পর নবী (স)-এর পুনরায় অনুমতি দান।

১৮২- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الظَّرُوفِ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ إِنَّهُ لَأَبَدٌ لَنَا مِنْهَا قَالَ فَلَا إِذَا وَعَنْ سَفِيَانُ بِهَذَا وَقَالَ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْأَوْعِيَةِ .

৫১৮২. জাবের (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কতিপয় পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করেছেন। আনসারগণ বললেন, এসব পাত্র ছাড়া আমাদের তো কোন উপায় নেই। তিনি বললেন, তাহলে কোন আপত্তি নেই। সুফিয়ান হতেও এ হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে আছে : যখন নবী (স) এসব পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

১৮২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْأَسْقِيَةِ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجِرِّ غَيْرِ الْمُرْقَتِ .

৫১৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, নবী (স) কোন কোন পাত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করলে তাঁর খেদমতে আরয় করা হলো, আমাদের সবার নিকট পানপাত্র নেই। তিনি (স) কলসী ব্যবহারের অনুমতি দিলেন, তবে 'মুযাফফাত' ছাড়া।

১৮৪- عَنْ عَلِيٍّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُرْقَتِ .

৫১৮৪. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) দুব্বা ও মুযাফফাত নামক পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

১৮৫- عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يَتَّبَعَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّبَعَ فِيهِ قَالَتْ نَهَانَا فِي ذَلِكَ أَهْلُ الْبَيْتِ أَنْ نَتَّبَعَ فِي الدُّبَاءِ وَالْمُرْقَتِ قُلْتُ أَمَا ذَكَرْتَ الْجِرَّ وَالْحَنْتَمَ قَالَ إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ أُحَدِّثُ مَا لَمْ أَسْمَعْ .

৫১৮৫. ইবরাহীম (র) বলেন, আমি আসওয়াদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে সেই পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, যাতে নাবীয নামক পানীয় তৈরি করা না পসন্দ ? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস করেছি, হে মুসলিম জননী ! কোন্ পাত্রে নাবীয নামক পানীয় তৈরি করতে নবী (স) নিষেধ করেছেন ? তিনি বলেন, আমাদের আহলি বাইকে তিনি দুব্বা ও মুযাফ্ফাত নামীয় পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। আমি (ইবরাহীম) জিজ্ঞেস করলাম, আয়েশা (রা)-এর নিকট জার নামীয় কলসী ও হানতাম নামীয় পাত্রের কথাও কি উল্লেখ করেছেন ? আসওয়াদ বলেন, আমি যা শুনেছি, তাই তোমার নিকট বলছি, যা শুনি নি তাও কি বলতে হবে ?

৫১৮৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قُلْتُ أَيَشْرَبُ فِي الْأَبْيَضِ قَالَ لَا .

৫১৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, নবী (স) সবুজ রং-এর কলসী ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে সাদা রং-এর কলসী পানি পানের জন্য ব্যবহার করতে পারবো ? তিনি বললেন, না।^৩

৯-অনুচ্ছেদ : খেজুরের যে সিরাপ নেশা সৃষ্টি করে না।

৫১৮৭. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِعُرْسِهِ فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوسُ فَقَالَتْ مَا تَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْقَعْتُ لَهُ ثَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ .

৫১৮৭. সাহল ইবনে সাদ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। আবু উসাইদ সাইদী (রা) তাঁর বিয়ের ভোজে নবী (স)-কে দাওয়াত করেন। সেই সময় তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ নববধূই পরিবেশনে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বলেন, আপনারা কি জানেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে কিসের রস পান করিয়েছি ? আমি তাঁর জন্য রাতে কাঠের পাত্রে কয়েকটি খেজুর ভিজিয়ে রেখেছিলাম।

১০-অনুচ্ছেদ : বায়িক (শরাব) এবং যিনি প্রত্যেক নেশাদার পানীয় নিষিদ্ধ করেন। উমার, আবু উবাইদা ও মুয়ায (রা) খেজুর বা আঙ্গুরের তরল রস পাকানোর পর এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত রয়ে গেলে সেই শরবত পান করা জায়েয মনে করেন।^৪ বারান্বা ইবনে আযেব ও আবু জুহাইফা (রা) জ্বাল দেয়ার পর অর্ধেক হয়ে যাওয়া শরবত পান করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আঙ্গুরের রস যতক্ষণ তাজা থাকে পান করো। উমার (রা) বলেন, আমি (আমার ছেলে) উবাইদুল্লাহর মুখ থেকে শরাবের গন্ধ পেয়েছি। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবো। যদি সে নেশাগ্রস্ত হয়, তাকে আমি বেত্রাঘাত করব।

৩. সে কারণেই এসব পাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। যে পাত্রেই মদ তৈরি করা হোক, সেটার ব্যবহারই নিষিদ্ধ।

৪. বায়িক আঙ্গুরের রস, যা সামান্য পাকানো ও নেশায়ুক্ত। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে খেজুর বা আঙ্গুরের তরল রস জ্বাল দিয়ে দুই-তৃতীয়াংশ বিস্কৃত করলে যদি তাতে মাদকতা বিদ্যমান না থাকে, তাহলে সেটা পান করা জায়েয।

৫১৮৮. عَنْ أَبِي الْجَوَيْرِيَّةِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَازِقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْبَازِقَ فَمَا أَسْكُرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ قَالَ لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ .

৫১৮৮. আবুল জুয়াইরিয়া (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে 'বায়িক' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'বায়িক'কে নবী মুহাম্মাদ (স) আগেই হারাম করেছেন। যে জিনিস নেশা সৃষ্টি করে, তা হারাম। তিনি বলেন, শরবত তো হালাল, পবিত্র।^৫ তিনি বলেন, পবিত্র হালালের পর তো কেবল অপবিত্র ও ঘৃণ্য হারামই থাকে।

৫১৮৯. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ .

৫১৮৯. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) মিষ্টি দ্রব্য ও মধু (খেতে) ভালোবাসতেন।

১১-অনুচ্ছেদ ৪ : কাঁচা-পাকা খেজুর একত্রে মিলালে তাতে নেশার সৃষ্টি হলে এবং দুই প্রকারের রান্না করা খাদ্য এক পাত্রে মিশানো জায়েয নয় বলে যাঁরা মনে করেন।

৫১৯০. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسَهَيْلَ بْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيطَ يَسْرٍ وَتَمْرًا إِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَدَفْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْفَرُهُمْ وَأَنَا نَعْدُهُمَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ .

৫১৯০. আনাস (রা) বলেন, আমি আবু তালহা (রা), আবু দুজানা (রা) ও সুহায়েল ইবনে বায়দা (রা)-কে কাঁচা ও শুকনো খেজুর মিশিয়ে তৈরি কৃত মদ পান করাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে মদ হারাম হলো। সাথে সাথে আমি তা ছুঁড়ে ফেললাম। আমি তাঁদের সাকী ছিলাম এবং আমার বয়সও ছিল তাদের চেয়ে কম। তাদের জন্য আমিই মদ তৈরি করেছিলাম।

৫১৯১. عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالثَّبَسْرِ وَالرُّطْبِ .

৫১৯১. জাবের (রা) বলেন, নবী (স) কিশমিশ, খোরমা, কাঁচা ও পাকা খেজুর থেকে প্রস্তুত নেশাকর পানীয় পান করতে নিষেধ করেছেন।

৫১৯২. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْيَبْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ .

৫১৯২. আবু কাতাদা (রা) বলেন, নবী (স) খোরমা ও কাঁচা খেজুর এবং খোরমা ও কিশমিশ একত্র করে ভিজাতে নিষেধ করেছেন, এর প্রতিটিকে আলাদা আলাদা ভিজাতে বলেছেন।^৬

১. শরবত তো পবিত্র, হালাল একথা কে বলেছেন তা স্পষ্ট নয়, অনেকের মতে ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন।

২. আরবে খেজুর, কিশমিশ প্রভৃতি পানিতে ভিজিয়ে শরবত বানানো হতো এবং তা পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তা বেশীক্ষণ ভিজিয়ে রাখলে তাতে মাদকতা সৃষ্টি হতো। এজন্যে তা একত্রে ভিজাতে নিষেধ করা হয়েছে।

১২-অনুচ্ছেদ : দুধ পান এবং আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ .

“এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ পশুর মধ্যে (অনেক) শিক্ষণীয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে এগুলোর উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে খাঁটি দুধ পান করিয়ে থাকি—যা পানকারীদের জন্য ভৃত্তিকর”—(সূরা আন-নাহল : ৬৬)।

১৯৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَقَدَحِ خَمْرٍ .

৫১৯৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, মিরাজের রাতে রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে এক পেয়ালা দুধ ও এক পেয়ালা মদ রাখা হয়েছিল।

১৯৪- عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ شَكَ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ وَكَانَ سُفْيَانُ رِيْمًا قَالَ شَكَ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أُمَّ الْفَضْلِ فَأَذَا وَقَفَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ .

৫১৯৪. উম্মুল ফাদল (রা) বলেন, আরাফাতের দিন রসূলুল্লাহ (স) রোযা রেখেছেন কি না এ সম্পর্কে লোকদের সন্দেহ হলো। আমি তার নিকট এক পেয়ালা দুধ পাঠালাম। তিনি তা পান করলেন। সুফিয়ান প্রায়ই বলতেন, আরাফাতের দিন রসূলুল্লাহ (স)-এর রোযা সম্পর্কে লোকদের সন্দেহ হলো। উম্মুল ফাদল (রা) তার খেদমতে দুধ পাঠিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী উমায়ের মওকুফ হাদীস হিসেবে এটি রেওয়াজাত করলে (যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো) তিনি বললেন, এটি উম্মুল ফাদল থেকে ‘মারফু’ হাদীস রূপে বর্ণিত।

১৯৫- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِّنْ لَبَنٍ مِّنَ النَّقِيعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا خَمْرَتَهُ وَلَوْ أَنَّ تَعْرَضَ عَلَيْهِ عُدًّا .

৫১৯৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আবু হুমাইদ (রা) নকী নামক স্থান থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসলেন। তাঁকে রসূলুল্লাহ (স) বললেন, এটা ঢেকে আনলে না কেন এক টুকরো কাঠ দিয়ে হলেও ?

১৯৬- عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ مِنَ النَّقِيعِ بِإِنَاءٍ مِّنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا خَمْرَتَهُ وَلَوْ أَنَّ تَعْرَضَ عَلَيْهِ عُدًّا .

৫১৯৬. জাবের (রা) বলেন, আবু হুমাইদ নামে একজন আনসার সাহাবী নাকী নামক জায়গা থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে নবী (স)-এর দরবারে আসলেন। তখন নবী (স) বললেন, এটা ঢেকে আননি কেন এর উপর একটি কাঠি দিয়ে হলেও ?

৫১৯৭. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَحَلَبْتُ كَثْبَةً مِّنْ لَبَنٍ فِي قَدَحٍ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ وَأَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشَمٍ عَلَى فَرَسٍ فَدَعَا عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أَنْ لَا يَدْعُو عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ فَفَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ

৫১৯৭. বারাআ (রা) বলেন, নবী (স) মক্কা থেকে (মদীনা) পদার্পণ করলেন। আবু বাকর (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। আবু বাকর (রা) বলেন, আমরা এক রাখালের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। রসূলুল্লাহ (স)-এর খুব পিপাসা পেলো। আবু বাকর (রা) বলেন, আমি অল্প পরিমাণ দুধ একটি পেয়ালায় দোহন করে আনলাম। তিনি তা পান করলেন। আমি খুবই খুশী হলাম। (এ সময়) সুরাকা ইবনে জুশুম ঘোড়ায় চড়ে আমাদের নিকট আসলো। নবী (স) তাকে বদ্দোআ দিলেন। সে তাঁর নিকট আরয় করলো, তিনি যেন তাকে বদ্দোআ না দেন এবং সে যেন ফিরে যেতে পারে। নবী (স) তাই করলেন।

৫১৯৮. عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ الصَّدَقَةُ اللَّيْقَةُ الصَّافِيُ مِنْحَةٌ وَالشَّاءُ الصَّافِيُ مِنْحَةٌ تَفْدُو بِإِنَاءٍ وَتُرْوَحُ بِأَخْرٍ .

৫১৯৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : কতই না উত্তম সদকা একটি দুধেল উটনী কিংবা দুধেল বকরী যা ভোরে এক বরতন এবং সন্ধ্যায় এক বরতন দুধ দান করে।

৫১৯৯(১). عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا .

৫১৯৯(১) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) দুধ পান করলেন, অতপর কুল্লি করলেন এবং বললেন, এতে তৈলাক্ততা আছে।

৫১৯৯(২). عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُفِعَتْ (دُفِعَتْ) إِلَى السِّدْرَةِ فَإِذَا أَرْبَعَةٌ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النَّيْلُ وَالْفِرَاتُ وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ فَأَتَيْتُ بِثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ قَدَحٍ فِيهِ لَبَنٌ وَقَدَحٍ فِيهِ عَسَلٌ وَقَدَحٍ فِيهِ خَمْرٌ فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ فَقِيلَ لِي أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ .

৫১৯৯.(২) আরেক সূত্রে আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেন : সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত আমাকে ওঠানো হলো। তখন চারটি নহর (ঝর্ণাধারা) নজরে আসলো। দু'টি ছিল যাহেরী নহর, আর দু'টি ছিলো বাতেনী নহর। যাহেরী নহর দু'টি হলো নীল ও ফোরাহ নদীদ্বয়। বাতেনী নহর দু'টি বেহেশতে আছে। অতপর আমার সামনে তিনটি পেয়ালা আনা হলো : একটিতে দুধ, একটিতে মধু ও একটিতে মদ। যে পেয়ালায় দুধ ছিল আমি সেটি নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন আমাকে বলা হলো, তুমি এবং তোমার উম্মাত স্বভাবধর্ম পেয়ে গেলে।

১৩-অনুচ্ছেদ : টাটকা পানি প্রার্থনা।

৫২০০. عَزَّ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِّنْ نَّخْلِ وَكَانَ أَحَبَّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءٍ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنْسُ فَلَمَّا نَزَلَتْ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُ حَاءٍ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرًّا وَدُخْرًا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَخِ ذَلِكَ مَالٌ رَّابِحٌ أَوْ رَائِحٌ شَكَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ .

৫২০০. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আবু তালহা (রা) মদীনার আনসারগণের মধ্যে খেজুর বাগানের দিক দিয়ে সবার চেয়ে অধিক ধনী ছিলেন। তাঁর সর্বাধিক প্রিয় সম্পদ ছিল 'বীরে হাআ' নামক খেজুর বাগান। এটি মসজিদে নববীর সামনে অবস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ (স) এ বাগানে যেতেন এবং সেখানে সুস্বাদু পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, যখন কুরআনের আয়াত : "যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয়বস্তু থেকে দান না কর, ততক্ষণ তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারবে না"—(সূরা আলে ইমরান : ৯২)। নাযিল হলো তখন আবু তালহা (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : যা তোমাদের প্রিয় তা হতে যদি খরচ না কর, তবে তোমরা কখনও নেকী অর্জন করতে পারবে না।" আর আমার অধিক প্রিয় সম্পদ হলো 'বীরে হাআ' বাগানটি। আমি তা আল্লাহর রাহে দান করে দিচ্ছি। এর বিনিময়ে আমি আল্লাহর কাছে নেকী ও (আখেরাতে) সঞ্চয়ের আশা করি। হে আল্লাহর রসূল ! যে খাতে খরচ করতে আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ করেন সেই খাতে তা খরচ করুন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, কি উত্তম, এতো মুনাফার জিনিস। কিংবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন, বৃদ্ধি পাওয়ার মাল। তুমি যা বলেছ, তা আমি শুনেছি। কিন্তু আমার মতে তুমি তা তোমার নিকট আত্মীয়-স্বজনদের দান করে দাও। আবু তালহা (রা) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমি তাই করবো। অতএব আবু তালহা (রা) সেই বাগানটি তার আত্মীয় এবং চাচাত ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

১৪-অনুচ্ছেদ : দুধের সঙ্গে পানি মিশিয়ে পান করা ।

৫২০১- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا وَأَتَى دَارَهُ فَحَلَبَتْ شَاةٌ فَشَبِثُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْبَيْتْرِ فَتَأَوَّلَ الْقَدَحَ فَشَرِبَ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيُّ فَضَلَّهُ ثُمَّ قَالَ الْإِيْمَنُ .

৫২০১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে দুধ পান করতে দেখলেন । রসূলুল্লাহ (স) আনাস (রা)-এর গৃহে গিয়েছেন । তখন আমি বকরীর দুধ দোহন করি । অতপর কূপ হতে রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যে পানি এনে দুধের সাথে মিশাই । অতপর তিনি পেয়ালা নিয়ে নিলেন এবং (দুধ) পান করলেন । তাঁর বামে আবু বাকর (রা) এবং ডানে একজন বেদুইন ছিল । তিনি (স) অবশিষ্ট দুধ তাকে দিলেন, অতপর বললেন, ডান দিক থেকে ।

৫২০২- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شِنَّةٍ وَالْأُكْرَعْنَا قَالَ وَالرَّجُلُ يُحْوِلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ فَاَنْطَلِقَ إِلَى الْعَرِيْشِ قَالَ فَاَنْطَلِقَ بِهِمَا فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ قَالَ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ

৫২০২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত । নবী (স) একজন আনসারী ব্যক্তির নিকট গেলেন, তাঁর সাথে তাঁর একজন সাহাবীও ছিলেন । আনসারীকে নবী (স) বললেন, তোমার নিকট রাতে মশকে রাখা পানি আছে কি ? নতুবা আমি অন্যত্র গিয়ে পান করবো । সেই আনসারী তখন তাঁর বাগানে পানি সেচন করছিলেন । তিনি বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমার নিকট রাতে রক্ষিত পানি আছে । মেহেরবানী করে আমার ঝুপড়িতে চলুন । অতপর আনসারী নবী (স) ও তাঁর সাহাবীকে ঝুপড়িতে নিয়ে গেলেন এবং একটি পেয়ালায় পানি নিয়ে তাতে ছাগলের দুধ দোহন করলেন । রসূলুল্লাহ (স) তা পান করলেন । অতপর তাঁর সাথে আগভুক সাহাবীও পান করলেন ।

১৫-অনুচ্ছেদ : মিষ্টি ও মধু পান করা । যুহরী (র) বলেন, মানুষের পেশাব ভীষণ জরুরী প্রয়োজনেও পান করা হালাল হবে না । কারণ তা নাপাক । আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : “তোমাদের জন্য পাক জিনিসসমূহ হালাল করা হয়েছে”-(সূরা আল মায়দা : ৪) । ইবনে মাসউদ (রা) নেশা জাতীয় জিনিসসমূহ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন, তাতে তোমাদের নিরাময় রাখেননি ।

৫২০২. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَجِبُهُ الْحَوَاءُ وَالْعَسَلُ .

৫২০৩. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) মিষ্টি দ্রব্য ও মধু খুব পসন্দ করতেন।

১৬-অনুচ্ছেদ : দাঁড়িয়ে পানি পান করা।

৫২০৪. عَنِ النَّزَالِ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ عَلَى بَابِ الرَّحْبَةِ بِمَاءٍ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ
إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَلَ كَمَا
رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ .

৫২০৪. নাযযাল (র) বলেন, কুফা মসজিদের প্রাঙ্গনে আলী (রা)-কে পানি দেয়া হলো। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন, অতপর বললেন, কোন কোন লোক দাঁড়িয়ে পানি পান করা অপসন্দ করে। আমি নবী (স)-কে (তদ্রূপ) করতে দেখেছি, যেরূপ তোমরা আমাকে করতে দেখলে।

৫২০৫. عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي
رَحْبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضَلَّهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ
الشُّرْبَ قَائِمًا وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ .

৫২০৫. আলী ইবনে আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি যোহরের নামায পড়লেন, অতপর জনগণের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ সমাধানের জন্য কুফা (মসজিদের) আঙ্গিনায় বসে পড়লেন। এই অবস্থায় আসর নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন পানি আনা হলে তিনি এর কিছুটা পান করলেন এবং হাত-মুখ ধুইলেন, শোঁ'বা মাথা ও পা (ধোয়ার) কথাও উল্লেখ করেছেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট পানি পান করলেন, অতপর বললেন, মানুষ দাঁড়িয়ে পানি পান করা দূষণীয় মনে করে। অথচ নবী (স) এভাবেই পান করেছেন, যেরূপ আমি করলাম।

৫২০৬. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ قَائِمًا مِّنْ زَمْرَمَ .

৫২০৬. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন। ৭

১৭-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি উটের পিঠে বসে পানি পান করে।

৭. বহু হাদীসে দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করা হয়েছে। সবদিক বিচার-বিবেচনা করে হাদীসবেত্তাগণ এভাবে সমাধান দিয়েছেন যে, পানি দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয হলেও যেহেতু ক্তিকর, তাই অনেকের মতে মাকরুহ। কারণ পাকস্থলী অতি স্পর্শকাতর ও দুর্বল। দাঁড়িয়ে পানি পান করলে সবেগে পানি পেটে যায় এবং পাকস্থলীতে আঘাত পড়ে। তবে ফযীলাত ও বরকতের পানি দাঁড়িয়ে পান করা সর্বসম্মতভাবে উত্তম। যেমন যমযমের পানি ও উয়ুর পর পাত্রের অবশিষ্ট পানি। এ পানি যেহেতু পরিমাণে কম থাকে তাই ক্তির আশংকা নেই।

৫২০৭- عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَقِيفُ عَشِيَّةٍ عَرَفَةَ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ زَادَ مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَلَى بَعِيرِهِ ..

৫২০৭. উম্মুল ফাদল বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মবী (স)-এর নিকট এক পেয়ালা দুধ পাঠান। তখন তিনি (স) আরাফার দিনের অপরাহ্নে অবস্থান করছিলেন। তিনি হাত বাড়িয়ে দুধ নিয়ে নিলেন এবং তা পান করলেন। মালিক (র) আবুন নাদরের সূত্রে আরও বর্ণনা করেছেন : এই সময় তিনি (স) উটের পিঠে ছিলেন।

১৮-অনুচ্ছেদ : পানীয় দ্রব্য ডান দিক থেকে বস্টন।

৫২০৮- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ الْاَيْمَنُ فَأَلَايَمَنُ .

৫২০৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে দুধ আনা হলো। তাতে পানি মিশানো ছিল। তার ডান দিকে ছিল এক বেদুইন এবং বাম দিকে আবু বাকর (রা)। তিনি (স) দুধ পান করলেন, তারপর তা বেদুইনকে দিলেন এবং বললেন, ডান দিকের লোকের হক, অতপর তার ডানের ব্যক্তি পাওয়ার উপযুক্ত।

১৯-অনুচ্ছেদ : বয়োজ্যেষ্ঠকে আগে পান করতে দেয়ার জন্য ডানের ব্যক্তির নিকট অনুমতি চাইতে হবে কি ?

৫২০৯- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أُؤْتِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِهِ .

৫২০৯. সাহল ইবনে সাদ (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পানীয় আনা হলো। তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডানে ছিল এক যুবক এবং বামে ছিলেন কয়েকজন প্রবীণ লোক। তিনি (স) যুবককে বলেন, এদেরকে আগে দিতে তুমি কি আমাকে অনুমতি দিবে? যুবক বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ! আব্দুল্লাহর কসম! আপনার তরফ থেকে আমার ভাগে আসা জিনিসে আমার ওপর আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিব না। রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দুধের পেয়ালাটি যুবকের হাতে অর্পণ করলেন।

২০-অনুচ্ছেদ : পাত্রে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা।

৫২১০. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَاحِبُهُ فَرَدَّ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بِيَّ أَنْتَ وَأُمِّي وَهِيَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ وَهُوَ يُحَوِّلُ فِي حَائِطٍ لَهُ يَعْنِي الْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شِنَّةٍ وَالْأَكْرَعْنَا وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطٍ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ (بِأْت) فِي شِنَّةٍ فَاذْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ .

৫২১০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক আনসার ব্যক্তির নিকট গেলেন। তাঁর সাথে তার একজন সাহাবীও ছিলেন। নবী (স) ও তাঁর সাহাবী (আনসারীকে) সালাম দিলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনার জন্য আমার মা-বাপ কুরবান হোক! সময়টি ছিল অত্যন্ত গরমের। সেই লোকটি তখন তার বাগানে পানি সেচ করছিলেন। নবী (স) বললেন, তোমার কাছে মশকে রাতে রক্ষিত (ঠাণ্ডা) পানি যদি থাকে (তা পান করাও) না হয় আমি (অন্যত্র) পানি পান করবো। লোকটি বাগানে পানি সেচরত ছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার কাছে রাতে মশকে রাখা পানি আছে। সুতরাং তিনি নবী (স)-কে একটি ঝুপড়িতে নিয়ে গেলেন। তিনি একটি পাত্রে পানি ঢেলে তাতে নিজের ছাগলের দুধ দোহন করলেন। নবী (স) তা পান করলেন। তিনি আবার পানি আনলেন। এবার তার সাথে আসা সাহাবী পান করলেন।

২১-অনুচ্ছেদ : ছোটরা বড়দের খেদমত করবে।

৫২১১. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ اسْقِيهِمْ عُمُومَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ الْفَضِيخُ فَقِيلَ حَرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَالَ أَكْفَيْتُهَا فَكَفَانَهَا قُلْتُ لِأَنَسٍ مَا شَرَابُهُمْ قَالَ رَطْبٌ وَيَسْرٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَنَسٍ وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ .

৫২১১. আনাস (রা) বলেন, আমি গোত্রের মাঝে দাঁড়িয়ে আমার চাচাদেরকে ফাদীখ নামক মদ পান করছিলাম। আমি তাঁদের সবার চেয়ে বয়সে ছোট ছিলাম। এমন সময় মদ হারাম হওয়ার কথা ঘোষিত হলো। তখন আমার চাচা বললেন, এটা উপড় করে ফেলে দাও। আমি তা উল্টিয়ে ফেলে দিলাম। (রাবী সূলাইমান বলেন,) আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাদের মদ কি দিয়ে তৈরি হতো? তিনি বলেন, কাঁচা-পাকা খেজুর দিয়ে। আবু বাকর ইবনে আনাস (র) বলেন, এটাই ছিল তাঁদের শরাব। আনাস (রা)

একথা অস্বীকার করেননি। সুলাইমান বলেন, আমার কোন সাথী বর্ণনা করেছেন, তিনি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন : তখনকার দিনে এটাই ছিল তাঁদের শরাব।

২২-অনুচ্ছেদ : খাবার পাত্র ঢেকে রাখা।

৫২১২- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكَفُّوا صَبِيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ (فَحَلُّوهُمْ) وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَوْكُوا قَرَبِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرُوا أُنْتِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفِنُوا مَصَابِيحَكُمْ .

৫২১২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যখন রাতের আঁধার নেমে আসে, কিংবা যখন সন্ধ্যা হয় তখন তোমাদের শিশুদেরকে (ঘরে) আটকে রাখ। কারণ এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। রাতের কিছু সময় অতিক্রান্ত হলে তাদের ছেড়ে দাও এবং আল্লাহর নাম নিয়ে ঘরের দরযাগুলো বন্ধ করে দাও। কারণ শয়তান বন্ধ দরযা খোলে না। আর বিসমিল্লাহ পড়ে তোমাদের মশকগুলোর মুখ বন্ধ করে দাও, আল্লাহর নাম নিয়ে খাবার পাত্রগুলো ঢেকে দাও। এমনকি কাঠ দিয়ে হলেও আড়াআড়ি ভাবে তার ওপর রেখে দাও। (শোয়ার সময়) বাতিগুলো নিভিয়ে দাও।

৫২১৩- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَطْفِنُوا الْمَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوا (أَغْلِقُوا) الْأَبْوَابَ وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بَعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ .

৫২১৩. জাবের (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা (রাতে) ঘুমানোর সময় বাতিগুলো নিভিয়ে দাও, (ঘরের) দরযাগুলো বন্ধ করে দাও, পানপাত্রের মুখ বন্ধ করে দাও, খাবার ও পানীয়ের পাত্রগুলো ঢেকে রাখ। সম্ভবত তিনি একথাও বলেছেন যে, অন্তত একটি কাঠ দিয়ে হলেও আড়াআড়িভাবে তার ওপর রেখে দাও।

২৩-অনুচ্ছেদ : মশকের মুখ ভেঙ্গে পানি পান করা।

৫২১৪- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا .

৫২১৪. আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) 'ইখতিনাস' অর্থাৎ মশকের মুখ ভেঙ্গে তাতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

৫২১৫- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ اخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ مَعْمَرٌ أَوْ غَيْرُهُ هُوَ الشَّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا .

৫২১৫. আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে মশকের মুখে পানি পান করতে নিষেধ করতে শুনেছি। আবদুল্লাহ-মা'মার প্রমুখ বলেছেন, 'ইখতিনাস' অর্থ মশকের মুখে পানি পান করা।

২৪-অনুচ্ছেদ ৪ মশকের মুখে পানি পান করা।

৫২১৬. عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءٍ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقَرِيبَةِ أَوْ السِّقَاءِ وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشْبَةً (خَشْبُهُ) فِي جِدَارِهِ .

৫২১৬. ইকরিমা (র) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কতগুলো ছোট ছোট বিষয় অবগত করাবো না যা আবু হুরাইরা (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন? (তাহলো) রসূলুল্লাহ (স) মশকের মুখে পানি পান করতে এবং কোন ব্যক্তিকে তার দেয়ালের সাথে তার প্রতিবেশীর খুঁটি গাড়তে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন।

৫২১৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ .

৫২১৭. আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) মশকের মুখে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

৫২১৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ .

৫২১৮. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) মশকের মুখে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

২৫-অনুচ্ছেদ ৪ পানপাত্র নিঃশ্বাস না ফেলা।

৫২১৯. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ .

৫২১৯. আবু কাতাদা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন পানি পানকালে পানপাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে। তোমাদের কেউ যেন পেশাব করা কালে ডান হাতে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে। যদি কারো স্পর্শ করতেই হয়, তবে সে যেন ডান হাতে তা স্পর্শ না করে।

২৬-অনুচ্ছেদ ৪ দুই বা তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা।

৫২২০. عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا .

৫২২০. সুমামা ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, আনাস (রা) দুই কিংবা তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন এবং তাঁর ধারণা নবী (স)ও তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন।

২৭-অনুচ্ছেদ : স্বর্ণের পাত্রে পান করা।

৫২২১. عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى فَاتَاهُ بِمِقَانٍ بِقَدَحِ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهُ وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالِدِّيَابِجِ وَالشُّرْبِ فِي أُنْيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ .

৫২২১. ইবনে আবু লাইলা (র) বলেন, হুযাইফা (রা) মাদায়েনে ছিলেন। তিনি পানি পান করতে চাইলেন। এক গ্রাম্যলোক তাঁর নিকট রৌপ্য পাত্রে পানি নিয়ে আসলে হুযাইফা (রা) তা ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, আমি এটা ফেলতাম না। আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু তারপরও সে নিবৃত্ত হয়নি। নবী (স) আমাদেরকে মোটা ও মিহি রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : দুনিয়াতে এগুলো কাফেরদের জন্য এবং আখেরাতে তোমাদের জন্য।

২৮-অনুচ্ছেদ : রূপার পাত্র।

৫২২২. عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ وَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي أُنْيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالِدِّيَابِجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ .

৫২২২. আবু লাইলা (র) বলেন, আমরা হুজাইফা (রা)-এর সাথে বের হলাম। তিনি উল্লেখ করলেন যে, নবী (স) বলেছেন : তোমরা স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পান করো না এবং মোটা ও মিহি রেশমী বস্ত্র পরিধান করো না। কেননা দুনিয়ায় এগুলো কাফেরদের জন্য এবং আখেরাতে তোমাদের জন্য।

৫২২৩. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ (أُنْيَةِ) الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ .

৫২২৩. নবী পত্নী উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে লোক রৌপ্য পাত্রে পান করে সে তার পেটে জাহান্নামের আগুন ঢুকায়।

৫২২৪. عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرْنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِشِ وَاجَابَةِ الدَّاعِيِ وَأَفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (الْقَسَمِ) وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ

الذَّهَبِ وَعَنِ الشَّرْبِ فِي الْفِضَّةِ أَوْ قَالَ أَيْبَةَ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَّائِثِ وَالْقَسِيِّ وَعَنِ
لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالِدِيَّاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ .

৫২২৪. বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি জিনিস নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযায় অংশগ্রহণ করতে, হাঁচির জবাব দিতে, দাওয়াত দানকারীর দাওয়াত কবুল করতে, সালামের প্রচলন করতে, ময়লুমের সাহায্য করতে এবং শপথকারীর শপথ পূর্ণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে, রৌপ্য পাত্রে পান করতে, মাইসারা ও কাসসী নামীয় নরম রেশমী বস্ত্র এবং মিহি রেশমী কাপড়, মোটা ও খাঁটি রেশমী বস্ত্র ও কারুকার্য খচিত রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

২৯-অনুচ্ছেদ : পেয়ালায় পান করা।

৫২২৫. عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَبُعِثَ إِلَيْهِ
بِقَدَحٍ مِّنْ لَّبَنِ فَشَرِبَهُ .

৫২২৫. উম্মুল ফাদল (রা) হতে বর্ণিত। আরাফাতের দিন নবী (স) রোযা রেখেছেন কি না এই ব্যাপারে লোকজনের সন্দেহ হলো। তাঁর নিকট এক পেয়ালা দুধ পাঠানো হলে তিনি তা পান করলেন।

৩০-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর পেয়ালায় পান করা এবং তাঁর পাত্রে বর্ণনা। আবু বুরদা (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) আমাকে বললেন, যে পাত্রে নবী (স) পান করেছেন সে পাত্রে আমি কি তোমাকে পান করাবো না ?

৫২২৬. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ
السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِي أَجْمِ بَنِي سَاعِدَةَ
فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنْكَسَةٌ رَأْسَهَا
فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ أَعَزَّتْكَ مِنِّي فَقَالُوا لَهَا
أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا قَالَتْ لَا قَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ لِيَخْطُبَكَ قَالَتْ كُنْتُ
أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي
سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَشَقْنَا يَا سَهْلُ فَخَرَجْتُ (أَخْرَجْتُ) لَهُمْ بِهَذَا
الْقَدَحِ فَاسْقَيْتُهُمْ فِيهِ فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلُ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ قَالَ ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ
عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ .

৫২২৬. সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, নবী (স)-এর সামনে আরবের এক নারীর কথা উল্লেখ করা হলো। তিনি ঐ নারীর নিকট কাউকে পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনার জন্য উসাইদ সাইদীকে নির্দেশ দিলেন। তিনি তার নিকট লোক পাঠালে ঐ নারী আসলো এবং বনী সায়্যেদা গোত্রের দুর্গে গিয়ে উঠলো। নবী (স) তার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং তার নিকট গেলেন। তিনি দুর্গে প্রবেশ করে দেখলেন স্ত্রীলোকটি মাথা নত করে আছে। নবী (স) তার সাথে কথা বললে সে বলে উঠলো, আমি আপনার থেকে আব্বাহর নিকট পানাহ চাই। তিনি (স) বললেন, আমি তোমাকে পানাহ দিলাম। লোকজন তাকে বললো, ইনি কে তুমি কি তা জান? সে বলল, না। তাঁরা বললেন, ইনি রসূলুল্লাহ (স), এসেছিলেন তোমার নিকট বিয়ের পয়গাম নিয়ে। সে বললো, আমি বড়ই হতভাগী। তারপর নবী (স) সেদিনই সাকীফায়ে বনী সায়্যেদায় কদম রাখলেন। তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ সেখানে বসে পড়লেন। নবী (স) বললেন, হে সাহল! আমাদেরকে পানি পান করাও। (সাহল বলেন,) আমি তাদের জন্য এ পেয়ালাটি নিয়ে এলাম এবং এটিতে করে তাদের সবাইকে পানি পান করলাম। সাহল (রা) সেই পেয়ালাটি আমাদের জন্য বের করলেন। আমরা তাতে পানি পান করলাম। এরপর উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) তাঁর নিকট সেই পেয়ালাটি পেতে চাইলেন। তিনি সেটি তাঁকে দান করলেন।

৫২২৭. عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ رَأَيْتُ قَدْحَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَدْ انْصَدَعَ فَسَلَسَلَهُ بِفِضَّةٍ قَالَ وَهُوَ قَدْحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِّنْ نُضَارٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْقَدْحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْفَةٌ مِّنْ حَدِيدٍ فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْفَةً مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ لَا تُغَيِّرَنَّ (لَا تُغَيِّرَنَّ) شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَرَكَهُ .

৫২২৭. আসেম আল-আহওয়াল (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর নিকট নবী (স)-এর পেয়ালাটি দেখেছি। এটি ফেটে গিয়েছিল। অতপর তিনি তাতে রূপা দিয়ে জোড়া লাগান। পেয়ালাটি অতি উত্তম, চওড়া এবং 'নুদার' কাঠের তৈরী। আসেম বলেন, আনাস (রা) বললেন, আমি এ পেয়ালায় করে রসূলুল্লাহ (স)-কে এত এত বারের চেয়েও অধিক পান করিয়েছি। আসেমের বর্ণনা, ইবনে সীরীন (র) বলেন, এ পেয়ালায় লোহার একটি 'হলকা' লাগানো ছিল। তাই আনাস (রা) তাতে লোহার জায়গায় সোনা বা রূপার একটি 'হলকা' লাগাতে চান। তাঁকে আবু তালহা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যে জিনিস তৈরি করেছেন, সেটাকে পরিবর্তন করো না। অতপর তিনি তার ইচ্ছা ত্যাগ করেন।

৩১-অনুচ্ছেদ ৪ বরকতের পানি পান করা এবং বরকতের পানি।

৫২২৮. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرَ فَضْلَةٍ فَجَعَلَ فِي إِيَّاهُ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ

بِهِ فَادْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَجَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ حَىَّ عَلَى أَهْلِ الْوُضُوءِ الْبِرْكَةَ مِنَ اللَّهِ
فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ النَّاسُ وَشَرِبُوا فَجَعَلْتُ لَا
أُلُوا مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنْهُ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ بِرْكَةٌ قُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ
أَلْفًا وَأَرْبَع مِائَةٍ وَعَنْ جَابِرٍ خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً .

৫২২৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। আসর নামাযের সময় হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের সাথে সামান্য পানি ছিল, তা একটি পাত্রে ঢেলে নবী (স)-এর নিকট আনা হলো। তিনি তাতে তাঁর হাত ঢুকালেন এবং আঙ্গুলগুলো ফাঁক করলেন, অতপর বললেন, যারা উয়ু করতে চাও, আস। বরকত দানের মাশিক আল্লাহ। আমি দেখতে পেলাম তাঁর (স) আঙ্গুলগুলোর মধ্য থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সবাই উয়ু করলেন এবং পানও করলেন। আমিও যতটা সম্ভব পেট ভরে পান করলাম। কেননা, আমি বুঝতে পেরেছি এটা বরকতের পানি। আমি (অধস্তন রাবী) জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ দিন আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বলেন, এক হাজার চার শতজন। অপর এক সূত্রে জাবের (রা) থেকে এই সংখ্যা পনের শতজন বর্ণিত হয়েছে।

كِتَابُ الْمَرَضِيِّ (الطِّبِّ)

(রোগ, রোগী ও চিকিৎসা)

১-অনুচ্ছেদ : রোগের (গুনাহের) কাফ্ফারা । মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

“কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবেই”-(সূরা আন-নিসা : ১২৩) ।

৫২২৭. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا.

৫২২৯. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : মুসলমানের ওপর যে কোন বিপদ-মুসীবতই আসে, আল্লাহ তাআলা এর বদলে তার গুনাহ মিটিয়ে দেন, এমনকি তার শরীরে কাঁটাবিদ্ধ হলে তার দ্বারাও ।

৫২৩. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ (حُزْنٍ) وَلَا أذى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ .

৫২৩০. আবু সাঈদ খুদরী এবং আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত । নবী (স) বলেন : মুসলমান কোন যাতনা, রোগ-কষ্ট, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, নির্যাতন ও শোকের শিকার হলে, এমনকি তার দেহে কাঁটাবিদ্ধ হলেও, এর বদলে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মাফ করে দেন ।

৫২৩১. عَنْ كَعْبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ الزُّدْعِ تُفِيئُهَا الرِّيحُ مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالْأَرْزَةِ لَا تَزَالُ حَتَّى يَكُونَ أَنْجِعَافُهَا مَرَّةً وَأَجْدَةٌ .

৫২৩১. কাব (রা) হতে বর্ণিত । নবী (স) বলেন : মু'মিনের উদাহরণ হলো যেমন শস্য ক্ষেতের কোমল চারা গাছ । তা হাওয়ার দোলায় দোলে, একবার কাত হয়, আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায় । আর মুনাফিকের উদাহরণ হলো, যেমন বিরাটকায় বৃক্ষ । সদা-সর্বদা দৃঢ়ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে । কিন্তু শেষ পর্যন্ত (আক্রান্ত হলে) এক ঝটকায় সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায় ।

১. অন্যান্য ও গুনাহ করলে এর প্রতিফল আখেরাতে ভোগ করতে হবে । কিন্তু ইমানদারের ওপর কোন কষ্ট-মুসীবত আসলে, রোগ-শোক, কিংবা যুলুম-পীড়ন হলে এর বদলে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মাফ করে দেন । আখেরাতে সে নিষ্কৃতি পেয়ে যায় । এজন্যই রোগ ইত্যাদিকে গুনাহর কাফ্ফারা বলা হয়েছে ।

২২২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ كَفَاتَهَا فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكْفَأُ بِالْبَلَاءِ وَالْفَاجِرُ كَالأَرزَّةِ صَمَاءً مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ .

৫২৩২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : মু'মিনের উদাহরণ হলো শস্য ক্ষেতের কোমল চারা গাছ। তা যে কোন দিকের হাওয়ার দোলায় দোলে, একবার কাত হয়, আবার সোজা হয়। এভাবে ঈমানদার বাল্য-মুসীবত হতে রক্ষা পায়। আর বদকার হলো বিরাটকায় বৃক্ষের মতো। তা সোজা হয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে (বাতাসে কাত হয় না), কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন চান সমূলে উৎপাটিত করেন।

২২৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِيبْ مِنْهُ .

৫২৩৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ করতে চান, তাকে মুসীবতে ফেলেন।

২-অনুচ্ছেদ : রোগের তীব্রতা।

২২৪. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৫২৩৪. আয়েশা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর চেয়ে রোগ-যাতনা বেশী ভোগ করতে আর কাউকে দেখিনি।

২২৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي مَرَضِهِ وَهُوَ يُوعَكُ وَعَكًا شَدِيدًا قُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكًا شَدِيدًا قُلْتُ إِنَّ ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلٌ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أذى إِلَّا حَاتَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ دَرَقُ الشَّجَرِ .

৫২৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট তাঁর রুগ্নাবস্থায় আসলাম। তিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম, আপনার সওয়াব বোধ হয় দ্বিগুণ, তাই এমন জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, হাঁ, কোন মুসলমানের ওপর কোন দুঃখ-যাতনা আসলে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেন, যেমন বৃক্ষ হতে তার পাতাসমূহ ঝরে যায়।

৩-অনুচ্ছেদ : সকলের চেয়ে বেশী কঠিন পরীক্ষা নবীগণের ওপর, তারপর ক্রমান্বয়ে স্তর অনুপাতে।

২২৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعَكًا شَدِيدًا قَالَ أَجَلٌ إِنِّي أُوْعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قُلْتُ

ذَلِكَ إِنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَى شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحْطُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا .

৫২৩৬. আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, হাঁ, তোমাদের মধ্যকার দু'জনের সমপরিমাণ জ্বর আমার হয়ে থাকে। আমি বললাম, আপনার যে দ্বিগুণ সওয়াব। তিনি বললেন, হাঁ, আসল ব্যাপার তাই। যদি কোন মুসলমান কাঁটাবিদ্ধ হওয়ার ব্যথা কিংবা তার চেয়ে কঠিন কোন কষ্ট পায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা তার গুনাহসমূহ দূর করে দেন, যেভাবে বৃক্ষ হতে পাতাগুলো ঝরে যায়।

৪-অনুচ্ছেদ : রোগীকে দেখতে যাওয়া অপরিহার্য।

৫২৩৭. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطْعَمُوا الْجَائِعَ وَعَوَدُوا الْمَرِيضَ وَفَكَوُوا الْعَانِي .

৫২৩৭. আবু মুসা আশয়ারী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, রোগীর সেবা করো এবং কয়েদীকে মুক্ত করো।

৫২৩৮. عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَسِمِعٌ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَتُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّبْيَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَعَنِ الْقَسِيِّ وَالْمِثْرَةِ وَأَمَرْنَا أَنْ نَتَّبِعَ الْجَنَائِزَ وَنَعُوذَ الْمَرِيضَ وَنُقْشِيَ السَّلَامَ .

৫২৩৮. বারান্না ইবনে আযেব (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি জিনিস করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে স্বর্ণের আংটি পরতে, রেশমের মিহি কাপড়, মোটা ও ঝাঁটি রেশমী কাপড় ও কারুকার্য করা রেশমী কাপড় পরিধান করতে, 'কাসসী' ও 'মীসারা' নামের বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি জানাযার অনুগমন করতে, রোগীকে দেখতে যেতে এবং সালামের বেশী বেশী প্রসার করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। ২

৫-অনুচ্ছেদ : সংজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া।

৫২৩৯. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَضْتُ مَرَضًا فَاتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُوذُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَوَجَدَانِي أَعْمَى عَلَى فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ فَأَقْفَتُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ .

৫২৩৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। নবী (স) ও আবু বাকর (রা) পদব্রজে আমাকে দেখতে আসলেন। তাঁরা আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। নবী (স) উষু করলেন এবং উদ্বৃত্ত পানি আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। ফলে আমার সংজ্ঞা ফিরে আসলে দেখলাম, নবী (স) হাযির। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার সম্পত্তির ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো? আমার ধন-সম্পদের ব্যাপারে কি ফায়সালা করে যাব? নবী (স) আমার কথার কোন জবাব দিলেন না। ইতিমধ্যে মীরাস সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলো।

৬-অনুচ্ছেদ : মৃগী রোগীর ফযীলাত।

৫২৪০. عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السُّودَاءُ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ (أَتَكْشِفُ) فَادْعُ اللَّهَ لِي قَالَ إِنْ شِئْتَ صَبْرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكَ فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّي أَتَكْشِفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكْشِفُ فَدَعَا لَهَا .

৫২৪০. আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বলেন, আমি কি তোমাকে একজন বেহেশতী মহিলা দেখাবো না? আমি বললাম, নিশ্চয়। তিনি বললেন, এ কৃষ্ণকায় মহিলাটি। সে নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকি এবং আমার ছতর খুলে যায়। আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। নবী (স) বললেন, তুমি চাইলে সবর কর, তোমার জন্য বেহেশত রয়েছে। আর তুমি চাইলে আমি দোয়া করতে পারি যেন আল্লাহ তোমায় নিরাময় দান করেন। মহিলাটি বললো, আমি সবর করবো। সে তারপর বলল, আমার ছতর খুলে যায়। আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যাতে আমার ছতর না খোলে। নবী (স) তার জন্য দোয়া করলেন।

৫২৪১. عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُقَرَ تِلْكَ امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ عَلَى سِتْرِ الْكَعْبَةِ .

৫২৪১. আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মে যাক্বরকে কাবার গেলাফের নিকট দেখতে পেয়েছেন। সে দীর্ঘাঙ্গী ও কৃষ্ণকায় ছিল।

৭-অনুচ্ছেদ : দৃষ্টিশক্তি লোপপ্রাপ্ত ব্যক্তির ফযীলাত।

৫২৪২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَّرَ عَوْضَتَهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةُ يُرِيدُ عَيْنَيْهِ .

৫২৪২. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যখন আমি আমার কোন বান্দাকে তার অতি প্রিয় দু'টি বস্তু—অর্থাৎ তার চক্ষুদ্বয়ের ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলি এবং সে সবর করে, তখন এর বিনিময়ে তাকে আমি বেহেশত দান করি।

৮-অনুচ্ছেদ : নারীদের পুরুষ রোগীকে দেখতে যাওয়া। উম্মুদ দারদা (রা) মসজিদে অবস্থানরত এক আনসারী পুরুষ রোগীকে দেখতে যান।

৫২৪৩- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَى يَقُولُ :

كُلُّ امْرَأَةٍ مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ + وَالْمَوْتُ أَذْنِي مِنْ شِرَاكِ نَعْلِي .

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَتْ عَنْهُ يَقُولُ :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبَيْتَنِّي لَيْلَةً + بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرَ وَجَلِيلُ .

وَهَلْ أَرِدُنَّ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ + وَهَلْ تَبْدُونَنِي لِي شَامَةً وَطَفِيلُ .

قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِيبُ الْبَيْتِ الْمَدِينَةِ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ اللَّهُمَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مِدْيَاهَا وَصَاعِهَا وَأَنْقَلْ حُمَاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ .

৫২৪৩. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন (হিজরত করে) মদীনা আসলেন, তখন আবু বাক্‌র (রা) ও বিলাল (রা) ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি দু'জনের কাছে গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, আব্বাজান ! আপনার অবস্থা কেমন ? হে বিলাল ! আপনার কি অবস্থা ? আয়েশা (রা) বলেন, আবু বাক্‌র (রা) জ্বরে আক্রান্ত হলে আব্বাজান করতেন :

প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় পরিজনের মাঝে

(রাত কাটায় এবং) সকাল করে।

কিন্তু মৃত্যু তার জুতার ফিতার ও

অতি নিকটবর্তী।

বিলাল (রা) জ্বরে আক্রান্ত হলে আব্বাজান করতেন :

হায়, আমি যদি এমন তৃণভূমিতে রাত কাটাতাম

আমার পাশে থাকতো ইযখির ও জালীল (ঘাস)।

আমি যদি কোন দিন মাজিন্না কূপের

নিকট অবতরণ করতাম।

আমি কি দেখতে পাবো

‘শামা ও তাফীল কূপ !

আয়েশা (রা) বলেন, অতপর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে (এঁদের অবস্থা সম্পর্কে) অবহিত করলাম। নবী (স) দোয়া করলেন : হে আল্লাহ ! মক্কার প্রতি আমাদের যেরূপ ভালোবাসা মদীনার প্রতিও তদ্রূপ কিংবা তার চেয়েও অধিক ভালোবাসা আমাদেরকে দান করো। হে আল্লাহ ! মদীনার আবহাওয়াকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও, আমাদের জন্য এখানকার মুদ্ব ও সা-এ বরকত দাও এবং এখানকার জুরকে তুলে নিয়ে জুহফা নামক স্থানে নিষ্ক্ষেপ কর।^৩

৯-অনুচ্ছেদ : রুগ্ন শিশুদের দেখতে যাওয়া।

৫২৬৬- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ ابْنَةَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَعْدُ وَأَبِي نَحْسِبٍ أَنَّ ابْنَتِي قَدْ حَضِرَتْ فَاشْهَدْنَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَحْتَسِبِ وَالتَّصْبِرُ فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا قَرْفِعَ الصَّبِيءُ فِي حَجْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَفْسُهُ تَقَعُقُ ففَاضَتْ عَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَلَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الرَّحْمَاءَ .

৫২৬৪. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স)-এর এক কন্যা তাঁর নিকট বলে পাঠালেন : আমার শিশু কন্যার মৃত্যু আসন্ন। আপনি আমাদের এখানে আসুন ! উসামা (রা) সাদ ও উবাই ইবনে কাব (রা) তখন নবী (স)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (স) তাঁর নিকট সালাম পাঠালেন এবং বললেন, আল্লাহ তাআলা যা চান নিয়ে নেন এবং যা চান দিয়ে যান (সবই তাঁর)। তিনি সবকিছুরই একটা মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং সে যেন সওয়াবের প্রত্যাশা করে এবং সবর করে। এরপর আবারও তিনি কসম দিয়ে নবী (স)-এর নিকট লোক পাঠালেন। নবী (স) উঠলেন, আমরাও উঠলাম। (মরণাপন্ন) শিশুটিকে নবী (স)-এর কোলে তুলে দেয়া হল। তার কণ্ঠে তখন গড়গড় শব্দ হচ্ছিল এবং শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত উঠা-নামা করছিল। নবী (স)-এর দু'টোখ থেকে অশ্রু বয়ে গেল। সাদ (রা) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! এ কি ? তিনি বললেন, এটা রহমত। আল্লাহ তাআলা তাঁর যে বান্দার দিলে চান, তা রেখে দেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সদয় ও মেহেরবান বান্দাদেরই রহম করেন।

১০-অনুচ্ছেদ : রুগ্ন বেদুইনকে দেখতে যাওয়া।

৩. মক্কা ও মদীনার আবহাওয়া একরূপ ছিল না। মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায যাওয়ার পর অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবু বাকুর (রা) ও বিলাল (রা)-ও মদীনার সেই প্রতিকূল আবহাওয়ায় ভীষণ জুরে ভোগেন। এই অবস্থায় স্বীয় জনত্বমির কথা, সেখানকার বিভিন্ন স্থান ও প্রকৃতির কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। তাই জুরের প্রকোপে মক্কা ও মক্কার বিভিন্ন স্থানের কথা মনে করে তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করেছেন। মরণের কথা চিন্তা করেছেন।

মুদ্ব ও সা হলো পরিমাপের একক। অর্থাৎ এখানে তাঁদের খাদ্যদ্রব্যে যেন বরকত আসে, অভাব দূর হয়ে যায়।

৫২৪৫- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَىٰ أَعْرَابِيٍّ يَعْوُدُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَىٰ مَرِيضٍ يَعْوُدُهُ فَقَالَ لَهُ لَا بَأْسَ طُهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ طُهُورٌ كَلَّا بَلْ هِيَ (هُوَ) حُمَى تَفُورٌ أَوْ تَثُورٌ عَلَىٰ شَيْخٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَعَمْ إِذَا -

৫২৪৫. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) এক বেদুঈনকে দেখতে গেলেন। আর নবী (স) যখন কোন রোগীকে দেখতে যেতেন তখন তাকে বলতেন, কোন ক্ষতি নেই, ইনশাআল্লাহ তুমি সব গুনাহ থেকে পাক হয়ে যাবে। বেদুঈন বললো, আপনি বলছেন, এটা গুনাহ থেকে পাক করে দিবে। কখনও নয়, বরং এ জ্বর এক থুড়থুড়ে বৃদ্ধের ওপর চড়াও হয়েছে। তাকে কবর যিয়ারত করিয়ে ছাড়বে। নবী (স) বললেন, তবে তাই হবে।

১১-অনুচ্ছেদ : রুগ্ন মুশরিককে দেখতে যাওয়া।

৫২৪৬- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ غُلَامًا لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعْوُدُهُ فَقَالَ أَسْلِمَ فَأَسْلَمَ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ لَمَّا حَضَرَ أَبُو طَالِبٍ جَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ .

৫২৪৬. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। এক ইহুদীর ছেলে নবী (স)-এর খেদমত করতো। তার অসুখ হলে নবী (স) তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি ইসলাম কবুল কর। অতপর সে ইসলাম গ্রহণ করলো। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু তালিবের মৃত্যু আসন্ন হলে নবী (স) তাঁর কাছে আগমন করেন।

১২-অনুচ্ছেদ : কোন রোগীকে দেখতে গিয়ে নামাযের সময় হলে সেখানেই তাদেরসহ জামায়াতে নামায আদায় করবে।

৫২৪৭- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ يَعْوُدُونَهُ فِي مَرَضِهِ فَصَلَّىٰ بِهِمْ جَالِسًا فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ إِنَّ الْأَمَامَ لَيُؤْتَمُّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا قَالَ الْحَمِيدِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخْرَمَا صَلَّى صَلَّى قَاعِدًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا .

৫২৪৭. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স)-এর অসুখের সময় লোকজন তাঁকে দেখতে আসলো। তিনি (স) বসে তাঁদের নামায পড়ালেন এবং লোকজন দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল।

তিনি তাদেরকেও ইশারায় বসতে বললেন। নামায শেষ করে নবী (স) বলেন, ইমাম এজন্য যে, তার অনুসরণ করা হবে। যখন ইমাম রুকু করে, তোমরাও রুকু করো, যখন মাথা উঠাবে তোমরাও মাথা উঠাও এবং যখন বসে নামায পড়ে তোমরাও বসে নামায পড়। হুমাইদী বলেন, এ হাদীসটি মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। আবু আবদুল্লাহ বলেন, কেননা নবী (স) জীবনের শেষ নামায বসেই পড়েছেন এবং লোকেরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছে।

১৩-অনুচ্ছেদ : রোগীর গায়ে হাত রাখা।

৫২৪৮. عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِيهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوَى شَدِيدًا فَجَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً فَأَوْصِي بِثُلُثِي مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَأَوْصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَوْصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهِي وَبَطْنِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَأَتِهِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبِدِي فِيمَا يُخَالُ إِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةِ .

৫২৪৮. আয়েশা বিনতে সাদ (র) হতে বর্ণিত। তাঁর পিতা বলেন, আমি মক্কায় তীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি। নবী (স) আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি সম্পদ রেখে যাচ্ছি এবং আমার একটি মাত্র মেয়ে আছে। আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করে যাব আর এক-তৃতীয়াংশ রেখে যাব? তিনি (স) বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক ওসিয়াত করে যাই, আর অর্ধেক রেখে যাই? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করি আর তার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ রেখে যাই? তিনি বলেন, এক-তৃতীয়াংশ (ওসিয়াত করতে পার) এবং এক-তৃতীয়াংশও অনেক বেশী। অতপর তিনি (স) আমার কপালে তাঁর হাত রাখলেন, তারপর আমার মুখমণ্ডলে ও পেটে হাত বুলালেন এবং দোয়া করলেন: হে আল্লাহ! সাদকে শেফা ও নিরাময় দান কর এবং তার হিজরত পূর্ণ কর। (সাদ বলেন,) তখন থেকে এখন পর্যন্ত আমি হৃদয়ে শীতলতা ও প্রশান্তি অনুভব করছি।^৪

৫২৪৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعَكًا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجَلَ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ فَقُلْتُ ذَلِكَ إِنْ لَكَ أَجْرَيْنِ

৪. হিজরত পূর্ণ করার তাৎপর্য এই যে, তখন মক্কা ছিল হিজরতের স্থান। সেখান থেকে মদীনায হিজরতের নির্দেশ হয়ে গেছে। তাই এ জায়গায় মৃত্যু হওয়া সাদ (রা)-এর অপসন্দ ছিল। মহানবী (স) তাঁর হিজরত সমাধা হওয়ার দোয়া করলেন। সাদ (রা) হিজরত করে মদীনায যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجَلَ تُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَدَى مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحَطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

৫২৪৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হলাম, তখন তাঁর অসুখ ছিল। আমি তাঁর গায়ে আমার হাত দিলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার গায়ে খুব জ্বর! রসূলুল্লাহ (স) বললেন, হাঁ, তোমাদের দুইজনের সমান আমার জ্বর উঠেছে। আমি বললাম, আপনার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব হওয়ার কারণে। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, হাঁ। পুনরায় রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে কোন মুসলমানই যদি দুঃখ-যাতনা পায়, চাই তা রোগযন্ত্রণা হোক কিংবা অন্য কোন কষ্ট, তাহলে আল্লাহ তায়ালা (এর বিনিময়ে) তার গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেন, যেমন বৃক্ষ থেকে পাতাসমূহ ঝরে পড়ে।

১৪-অনুচ্ছেদ : রোগীকে কি বলবে এবং রোগী কি জবাব দিবে ?

৫২৫০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي مَرَضِهِ فَمَسِسْتُهُ وَهُوَ يُوْعَكَ وَعَعَا شَدِيدًا فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوْعَكَ وَعَعَا شَدِيدًا وَذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلَ وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَدَى إِلَّا حَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ .

৫২৫০. আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর অসুখের সময় তাঁর খেদমতে আসলাম এবং তাঁকে স্পর্শ করলাম। (দেখলাম) তাঁর ভীষণ জ্বর। আমি বললাম, আপনার অত্যধিক জ্বর উঠেছে। কারণ আপনার সওয়াবও দ্বিগুণ। তিনি বললেন, হাঁ, কোন মুসলমান যখন কোন কষ্ট ভোগ করবে তার গুনাহগুলো ঝরে যায়, যে রূপ ঝরে যায় বৃক্ষের পাতাগুলো।

৫২৫১. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ طُهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ كَلَّا بَلْ هِيَ حُمَّى تُفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ كَيْمَا (حَتَّى) تُزِيرَهُ الْقَبُورَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَنَعَمَ إِذَا .

৫২৫১. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। তিনি তাকে বলেন, অস্থির হবে না, ইনশাআল্লাহ (রোগযন্ত্রণা দ্বারা গুনাহ থেকে তুমি) পাক-পবিত্র হয়ে যাবে। লোকটি বললো, কখনও নয়, বরং এ প্রচণ্ড জ্বর একজন বৃদ্ধ লোকের ওপর চড়াও হয়েছে যা তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। নবী (স) বললেন, হাঁ, তাই হবে।

১৫-অনুচ্ছেদ : যানবাহনে চড়ে, পদব্রজে এবং অন্যের সাথে গাধার পিঠে চড়ে রোগীকে দেখতে যাওয়া।

২৫২- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكْفٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فِدَكِيَّةٍ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَأَاهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَبْلَ وَقَعَةِ بَدْرٍ فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي إِبْنِ سَلُولٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدُ اللَّهِ وَفِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدَةَ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَنْفَةَ بِرِدَائِهِ قَالَ لَا تُغَيِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَوَقَفَ وَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لَأَحْسَنُ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَأَقْصِصْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاغَشَيْنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَنَأَى نَحْبُ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَنْتَابِرُونَ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَّتُوا فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ أَيُّ سَعْدٍ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْفُ عَنْهُ وَأَصْفَحْ وَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ مَا أَعْطَاكَ وَلَقَدْ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ أَنْ يَتَوَجَّوهُ فَيُعْصِبُوهُ فَلَمَّا رُدَّ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ شَرِيقَ بَدْرٍ فَذَلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ .

৫২৫২. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) একটি গাধার পিঠে সওয়ার হলেন। এর পিঠে গদীর ওপর ছিল ফাদাক এলাকার তৈরী চাদর। উসামা (রা)-কে নবী (স) তাঁর পেছনে বসান। তিনি বদর যুদ্ধের পূর্বে সাদ ইবনে উবাদা (রা)-কে দেখতে যান। তিনি পথ চলছেন। শেষে একটি মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এ মজলিসে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলও উপস্থিত ছিল। এটা তার ইসলাম কবুল করার আগের ঘটনা। এ বৈঠকে মুসলমান, মুশরিক, মূর্তিপূজক এবং ইহুদী সবাই ছিল। মজলিসে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-ও ছিলেন। সওয়ারীর জানোয়ারের (পায়ের) ধূলা মজলিসের লোকদেরকে প্রায় ঢেকে ফেলে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই চাদর দ্বারা তার নাক চেপে ধরে বললো, আমাদের ওপর ধূলা উড়াবেন না। নবী (স) সালাম করে থেমে গেলেন এবং সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন, তাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ডাকলেন, ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং তাদেরকে কুরআন পড়ে শুনালেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাঁকে বললো, হে আগন্তুক! তুমি যা কিছু বলছো, আমি তা ভালো মনে করি না, যদি তা সত্যও হয়। অতএব আমাদের সভায় আমাদের কষ্ট দিও না, আপন ঘরে চলে যাও এবং

যে ব্যক্তি তোমার ঘরে যাবে, তাকেই এসব শোনাবে। ইবনে রাওয়াহা (রা) বললেন, হাঁ, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আমাদের মজলিসে আসবেন। আমরা (আপনার) এ বক্তৃতা পসন্দ করি, ভালোবাসি। অতপর মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদীদের পরস্পরের মধ্যে গাল-মন্দ ও তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত মারামারি বাধার উপক্রম হলো। সবাই নীরব না হওয়া পর্যন্ত নবী (স) সেখানে দাঁড়িয়েই রইলেন। হট্টগোল বন্ধ হবার পর নবী (স) তাঁর বাহনে সওয়ার হলেন এবং সাদ ইবনে উবাদা (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি তাকে বললেন, হে সাদ ! আবু হুবাব অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যা বলেছে, তুমি কি তা শোননি ? সাদ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! তাকে মাফ করে দিন ! তাকে ক্ষমা করুন ! আপনাকে আল্লাহ যা দেয়ার তা দিয়েছেন (অর্থাৎ নবুয়াত)। এ শহরের নাগরিকরা তাকে রাজমুকুট পরানো এবং তার মাথায় পাগড়ী বাঁধার জন্য সমবেত হয়েছিল। আপনাকে আল্লাহ তাআলা যে সত্য দীন দান করেছেন, তার কারণে তার অভিষেক রদ হয়ে গেল। আপনি যা দেখলেন, এ আচরণ সে করেছে সেই বিদ্বৈষবশত।

৫২৫২- عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوذُنِي لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَعْلٍ وَلَا بِرِذْوَنِ .

৫২৫৩. জাবের (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে দেখার জন্যে আসলেন। তিনি খচ্চরেও সওয়ার ছিলেন না, ঘোড়ায়ও না।

১৬-অনুচ্ছেদ : আমি রোগাক্রান্ত, আহ ! আমার মাথা, আমার জ্বর আমাকে ক্লেস দিচ্ছে ইত্যাকার কথা বলা রোগীর জন্য বৈধ। আইউব (আ)-এর কথা : “আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু”-(সূরা আল-আম্বিয়া : ৮৩)।

৫২৫৪- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ مَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَوْقِدٌ تَحْتَ الْقِدْرِ فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَّقَهُ ثُمَّ أَمَرَنِي بِالْفِدَاءِ .

৫২৫৪. কাব ইবনে উজরা (রা) বলেন, আমার পাশ দিয়ে নবী (স) যাচ্ছিলেন। সে সময় আমি রান্না করছিলাম। তিনি (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কি তোমার মাথার পোকাগুলো কষ্ট দিচ্ছে ? আমি জবাব দিলাম, হাঁ। তিনি ক্ষৌরকার ডাকালেন এবং সে আমার মাথা মুড়িয়ে দিল। অতপর তিনি (স) আমাকে ফিদিয়া দানের হুকুম করলেন।

৫২৫৫- عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَاسْتَغْفِرَ لَكَ وَأَدْعُو لَكَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَكْلِيَاهُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَظَلَلْتُ آخِرَ يَوْمِكَ مُعْرِسًا بِبَعْضِ أَنْوَاجِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ وَاعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَا بِي اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ .

৫২৫৫. কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেন : ব্যথায় মাথা গেল ! হয় মাথা ! তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, হয়, তুমি এ মাথা ব্যথায় আক্রান্ত থেকে যদি মরে যেতে আর আমি বেঁচে থাকতাম এবং তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে পারতাম, দোয়া করতে সক্ষম হতাম তবে কতই না ভাল হতো ! আয়েশা (রা) বললেন, আফসোস ! আল্লাহর কসম ! আমার তো মনে হয়, আপনি আমার মরণটাই চান । আর তাই যদি ঘটে তাহলে এর পরদিনই আপনি আপনার অন্যান্য বিবিদের সাথে রাত যাপন করতে পারবেন । নবী (স) বললেন, না, বরং আমি নিজেও মাথার ব্যথায় ভুগছি । আমি ইচ্ছা পোষণ করেছি, আবু বাকর ও তাঁর ছেলেকে ডেকে পাঠাবো এবং তাদেরকে কিছু ওসিয়াত করে যাব, যেন লোকেরা কিছু বলতে না পারে, আর আকাংখাকারীরাও কোন আকাংখা করতে না পারে । পুনরায় আমি চিন্তা করলাম, আল্লাহ তায়ালা (অন্যের খিলাফত) পসন্দ করবেন না, ঈমানদারগণও তা মঞ্জুর করবে না । কিংবা তিনি একথা বলেছেন, আল্লাহ তাআলা রাজি হবেন না এবং ঈমানদারগণও পসন্দ করবে না ।^৫

৫২৫৬. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكًا شَدِيدًا قَالَ أَجَلٌ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قَالَ لَكَ أَجْرَانِ قَالَ نَعَمْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَى مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحَطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَّهَا .

৫২৫৬. ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি একবার নবী (স)-এর বেদমতে গেলাম । তখন তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন । আমি তাঁর গায়ে হাত দিলাম এবং আরয করলাম, আপনার জ্বরের প্রকোপ তো ভীষণ ! তিনি (স) বললেন, হাঁ, তোমাদের দু'জন লোকের সমপরিমাণ জ্বর আমার একার । ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, আপনার তো দ্বিগুণ সওয়াব তাই । হুযুর (স) বললেন, হাঁ, কোন মুসলমান যদি কষ্ট পায়, তা রোগ-যন্ত্রণাই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহগুলো দূরীভূত করে দেন, যেভাবে বৃক্ষ তার পাতাগুলো ঝরিয়ে দেয় ।

৫২৫৭. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْوُدُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي زَمَنَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ فَقُلْتُ بَلَّغْ بِي مَا تَرَى وَأَنَا نَوْمَالٍ وَلَا يَرِيئِي إِلَّا ابْنَةٌ

৫. আয়েশা (রা)-এর ধারণা হয়েছিল এ রোগ-যন্ত্রণায় তিনি মারা যাবেন । কিন্তু আল্লাহর ভরফ থেকে রসূলুল্লাহ (স) জেনে গেছেন যে, এ যাত্রা তিনি মরবেন না । তাই আয়েশা (রা)-কে তিনি (স) বলেছেন, তুমি ভয় করো না । এ যাত্রা বেঁচে যাবে । কিন্তু এ অসুখে আমি আর সেরে উঠবো না । এখন আমার নিদারুণ দুর্ভিক্ষ মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব কার ওপর দিয়ে যাই । আবু বাকর (রা)-এর কথাই রসূল (স) চিন্তা করেছেন । কারণ, তিনি ভিন্ন অন্যে খিলাফত আল্লাহও পসন্দ করবেন না, জাতিও মেনে নিবে না । কিন্তু তারপরও হুযুর (স) আবু বাকর (রা)-কে মনোনীত করে যাননি কিংবা কিছু লিখে দেননি । কারণ, মুসলমানরা নিজেদের ব্যাপার নিজেরাই চিন্তা করে ঠিক করুক, ইজতিহাদের সওয়াব পাক, এ ব্যাপারে চেষ্টা করুক এবং সর্বসম্মতভাবে হযরত আবু বাকর (রা)-এর হাতে বয়ত করুক এটাই মহানবী (স) চেয়েছিলেন, এজন্য নেতা নির্বাচনের ভার জনগণের ওপরই দিয়ে গেলেন । এটাই ইসলামী গণতন্ত্র ।

হযরত আয়েশা (রা) নবী (স)-কে যে কথা বলেছেন, তা স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক মান-অভিমানের কথা ।

لِيْ أَفَاتَّصَدَقُ بِئِنَّئِيْ مَالِيْ قَالَ لَأَقْلُتُ بِالشَّطْرِ قَالَ لَأَقْلُتُ التُّلُتُ قَالَ التُّلُتُ
كَثِيْرٌ (النُّك) أَنْ تَدَعَ (تَذَر) وَرَتُّكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَنْ
تُنْفِقَ نَفْفَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجَهَ اللّٰهُ اِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَجْعَلُ فِيْ فِيْ امْرَأَتِكَ .

৫২৫৭. সাদ ইবনে আবু ওক্কাস (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমার যে কঠিন রোগ হয়েছিল, সে সময় আমাকে দেখার জন্য রসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট আসলেন। আমি নিবেদন করলাম, সে জিনিস আমার নিকটে এসে গেছে, যা আপনি দেখছেন (মৃত্যু)। আমি সম্পদশালী লোক। আমার ওয়ারিস হিসেবে মাত্র একটি মেয়ে রেখে যাচ্ছি। আমি কি আমার দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করে যাব? হুয়র (স) বললেন, না। আমি বললাম, অর্ধেক? তিনি বললেন, না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিন ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন, তিন ভাগের এক ভাগও অনেক বেশী। ওয়ারিসরা মানুষের কাছে হাত পেতে ফিরতে বাধ্য হবে এমন নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদেরকে ধনবান রেখে যাওয়া তোমার জন্য অতি উত্তম। আর আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিলাভের জন্য তুমি যাই খরচ করবে, তোমাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে, এমনকি (খাদ্যের) সেটিও (লোকমা) যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও।

১৭-অনুচ্ছেদ : রোগীর একথা বলা : তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও।

৫২৫৮- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حَضَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيْهِمْ
(مِنْهُمْ) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلُمَّ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوْا بَعْدَهُ
فَقَالَ عُمَرُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ
فَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوْا مِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ قَرِيْبُوْا يَكْتُبْ لَكُمْ النَّبِيُّ ﷺ
كِتَابًا لَّنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا اَكْتَرُوْا اللِّغْوُ وَالْاِخْتِلَافَ
عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قُوْمُوْا عَنِّيْ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ
يَقُوْلُ اِنَّ الرِّزِيَّةَ كُلَّ الرِّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ اَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ
ذٰلِكَ الْكِتَابَ مِنْ اِخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ .

৫২৫৮. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের সময় যখন ঘনিজে আসলো, তখন ঘরে কিছু লোক ছিলেন। তাদের মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও ছিলেন। নবী (স) বললেন, এসো, আমি তোমাদের একটি বিষয় লিখে দিতে চাই, যাতে পরে তোমরা আর কখনও গোমরাহ না হও। উমার (রা) বললেন, নবী (স) ভীষণ অসুস্থ। তোমাদের নিকট আল-কুরআন তো আছেই। আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট। এ নিয়ে ঘরে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে উচ্চবাচ্য বেড়ে গেল এবং বিতর্ক শুরু হলো। কেউ

কেউ বলতে লাগলেন, তার কাছে কিছু দাও, যাতে নবী (স) কিছু লিখে দেন, যেন এরপরে তোমরা আর বিপথগামী না হও। আবার কেউ কেউ উমার (রা)-এর কথার পুনরাবৃত্তি করল। নবী (স)-এর সামনে অনর্থক ঝগড়া ও শোরগোল বেড়ে গেলে তিনি (স) বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও।

উবাইদুল্লাহ (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, বিষয় এই যে, লোকজনের বিতর্ক ও শোরগোল তাদের জন্য ওসিয়াতনামা লিখে দেয়ার ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ালো।

১৮-অনুচ্ছেদ : রুগ্ন শিশুকে দোয়ার জন্য (বুজুর্গদের নিকট) নিয়ে যাওয়া।

২৫৯- عَنْ السَّائِبِ يَقُولُ نَهَيْتُ بِيْ خَالَتِيْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَ اُخْتِيْ وَجِعُ فَمَسَحَ رَاسِيْ وَدَعَا لِيْ بِالْبِرْكَهٖ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وُضُوئِهِ وَقَمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَتَطَّرْتُ اِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلُ زِيِّ الْحَجَلَةِ .

৫২৫৯. সায়েব (রা) বলেন, আমার খালা আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার বোনের ছেলেটি অসুস্থ। তিনি (স) আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। এরপর উয়ু করলেন। আমি তার উয়ুর অবশিষ্ট পানিটুকু পান করলাম এবং তার পেছনে দাঁড়িলাম। আমি তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে মোহরে নবুয়াত দেখতে পেলাম যা ছিল তাঁবুর বোতাম সদৃশ (গোলাকার)।

১৯-অনুচ্ছেদ : রোগীর মৃত্যু কামনা করা নিষেধ।

২৬০- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضَرٍّ أَصَابَهُ فَإِنَّ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَا كَانَتْ اَلْحَيَاةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا (مَا) كَانَتْ اَلْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ .

৫২৬০. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, কোন মুসীবতে পড়ে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি সেইরূপ কিছু করতেই হয়, তবে সে যেন বলে, “হে আল্লাহ! যতোদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, ততোদিন তুমি আমাকে জিন্দা রাখ এবং যখন মৃত্যুই আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, তখন আমাকে মৃত্যুদান কর।”

২৬১- عَنْ قَيْسِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خُبَّابِ نَعُوْدَهُ وَقَدْ اَكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ اِنَّ اَصْحَابَنَا الَّذِيْنَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنْيَا وَاِنَّا اَصْبْنَا

مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ اتَّبَعْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ بَيْنِي حَانِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ يُوجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ .

৫২৬১. কায়েস ইবনে আবু হাযেম (র) বলেন, আমরা অসুস্থ খাবাব (রা)-কে দেখতে গেলাম। তিনি তাঁর দেহের সাত জায়গায় দাগ লাগিয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমাদের সাথীরা চলে গিয়েছেন, তাঁরা এ অবস্থায় বিদায় হয়েছেন যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাঁদের আমলের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। অথচ আমরা এত ধন-সম্পদের মালিক হয়েছি যে, মাটি ছাড়া তা রাখার জায়গা পাচ্ছি না (জমিজমা করে, ইমারত গড়ে মাটিতেই ধন ব্যয় করছি)। যদি নবী (স) আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমি মৃত্যু কামনা করতাম।

অতপর আর একদিন আমরা তার নিকটে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি তাঁর বাগানের একটি দেয়াল নির্মাণ করছিলেন। তিনি বললেন, মুসলমান যা এ মাটিতে খরচ করে তা ছাড়া আর সব খরচের বিনিময়ে সে সওয়াব পেয়ে থাকে।

৫২৬২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَّعَمَدَنِي اللَّهُ بِفَضْلِ وَرَحْمَةٍ فَسَدِدُوا وَقَارِبُوا وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يُزَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يُسْتَعْتَبَ .

৫২৬২. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তির নেক আমল কখনও তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকেও না? তিনি (স) বললেন, না, আমাকেও না, যতোক্ষণ না আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত আমাকে ঘিরে ফেলে। অতএব তোমরা মধ্যম পস্থা অবলম্বন করো এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা সে ভালো লোক হলে আশা করা যায় বেশী বেশী নেক আমল করার সুযোগ পাবে এবং পাপী হলে (আল্লাহর কাছে) অনুশোচনা করার সুযোগ লাভ করবে।

৫২৬৩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُسْتَنِدُّ إِلَى يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَالْحِكْمَةَ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى .

৫২৬৩. আয়েশা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে আমার গায়ে ঠেস দেয়া অবস্থায় বলতে শুনেছি : “হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও, আমার ওপর রহম করো এবং রফীকে আলার (তোমার) সাথে আমার মিলন ঘটান।”

২০-অনুচ্ছেদ : রোগীর জন্য সাক্ষাতকারীর দোয়া। আয়েশা বিনতে সাদ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, নবী (স) বলেন : হে আল্লাহ! সাদকে নিরাময় দান করো।

৫২৬৪- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أَتَى بِهِ قَالَ أَذْهَبِ الْبَاسُ رَبَّ النَّاسِ إِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لِشِفَاءِ الْأَشْفَاءِ إِلَّا شِفَاءَكَ شِفَاءً لَا يُغْدِرُ سَقَمًا.

৫২৬৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) কোন রোগীর নিকট গেলে কিংবা রোগীকে তাঁর নিকট আনা হলে তিনি বলতেন : “হে পরোয়ারদেগার ! কষ্ট দূর করে দাও নিরাময়দান করো। তুমিই নিরাময়দানকারী ! তোমার নিরাময়দানই হলো আসল নিরাময়। তুমি এমন নিরাময়দান করো যা কোন রোগই অবশিষ্ট রাখবে না।” জারীর (র) থেকে এক সূত্রে আছে “রোগীকে নিয়ে আসার” কথা এবং অপর সূত্রে আছে “রোগীর নিকট যাওয়ার” কথা।

২১-অনুচ্ছেদ : রোগীর সাথে সাক্ষাতকারীর উষু করা।

৫২৬৫- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ فَتَوَضَّأَ فَصَبَّ عَلَىَّ أَوْ قَالَ صَبُّوا عَلَيْهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ لَا يَرِنُنِي إِلَّا كَلَالَةٌ فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ .

৫২৬৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী (স) আমার নিকট আসলেন। তিনি উষু করলেন এবং আমার গায়ে (অবশিষ্ট) পানি ছিটিয়ে দিলেন কিংবা বললেন, এর গায়ে ছিটিয়ে দাও। ফলে আমার জ্ঞান ফিরে আসলো। আমি বললাম, ‘কালাল’^৬ ভিন্ন আমার কোন ওয়ারিস নেই। আমার পরিত্যক্ত সম্পদ কিভাবে বণ্টন করা হবে ? তখন মীরাস বণ্টনের আয়াত নাযিল হয়।

২২-অনুচ্ছেদ : জ্বর ও মহামারী দূর হওয়ার জন্য দোয়া করা।

৫২৬৬- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَى يَقُولُ + كُلُّ امْرَأٍ مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ + وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ .

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ : أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ آيْتَنَنْ لَيْلَةً + بَوَادٍ وَحَوْلَى إِذْخَرَ وَجَلِيلٌ .

৬. ‘কালাল’ অর্থ এমন লোক যার পিভাও নেই সন্তানও নেই অর্থাৎ পিতৃহীন, নিঃসন্তান ব্যক্তি।

وَهَلْ أَرِدُ يَوْمًا مِّنِيَّاهَ مَجْنَةً - وَهَلْ تَبْدُونَ لِي شَامَةً وَمَطْفِيلٌ .

قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِيبَ الْيَتَامَى الْمَدِينَةِ كَحَبِيبِنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ حُبًّا وَصَحَّحَهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمِدَّهَا وَأَنْقُلْ حُمَاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ .

৫২৬৬. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) (হিজরত করে) মদীনায় এলেন, আবু বাক্‌র (রা) ও বিলাল (রা)-এর ভীষণ জ্বর হলো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি দু'জনেরই নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম : হে আব্বাজান ! আপনি কেমন আছেন ? হে বিলাল ! আপনি কেমন আছেন ? আবু বাক্‌র (রা)-এর জ্বর হলে বলতেন : প্রত্যেক লোকই আপন পরিজনের মাঝে (রাত কাটিয়ে) ভোর করে। মরণ তার জুতার রশিটিরও অতি নিকটে।

বিলাল (রা)-এর জ্বর হলে উচ্চৈশ্বরে বলতেন :

হায় ! আমি যদি রাত কাটাতে পারতাম।

এমন প্রান্তরে আমার পাশে থাকতো ইযখির এবং জালীল (ঘাস)।

আর যদি আমি মাজিন্নাহ নামক কূপের নিকট অবতরণ করতাম।

আমি কি শামা ও তাফীল কূপ দু'টি দেখতে পাব ?'

আয়েশা (রা) বলেন, অতপর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে তাঁকে (তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে) অবহিত করলাম। তিনি (স) দোয়া করলেন :

হে আল্লাহ ! মক্কার প্রতি আমাদের যেরূপ ভালোবাসা, মদীনার প্রতিও অনুরূপ কিংবা তার চেয়েও অধিক ভালোবাসা আমাদের মাঝে সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ ! মদীনার আবহাওয়াকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। আমাদের জন্য এখানকার 'মুদ্দ' ও 'সা'-এ বরকত দান করো এবং এখানকার জ্বর তুলে নিয়ে জুহুফা নামক স্থানে নিষ্ক্ষেপ কর।

كِتَابُ الطِّبِّ

(চিকিৎসা)

১-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি, যার চিকিৎসা ব্যবস্থা করেননি ।

৫২৬৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً .

৫২৬৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী (স) বলেন, আল্লাহ তায়ালা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি, যার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেননি ।

২-অনুচ্ছেদ : নারী-পুরুষ কি একে অপরের চিকিৎসা করতে পারে ?

৫২৬৮. عَنْ رَبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كُنَّا نَغْرُؤُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَزِدُ الْقَتْلَى وَالْجَرْهَى إِلَى الْمَدِينَةِ .

৫২৬৮. রুবাই বিনতে মুয়াওবিয ইবনে আফরা (রা) বলেন, আমরা মহিলারা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে জিহাদে শরীক হতাম । আমরা সৈনিকদের পানি পান করাতাম, তাদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম এবং নিহত ও আহতদের মদীনায় পৌছাতাম ।

৩-অনুচ্ছেদ : তিনটি জিনিসে নিরাময় আছে ।

৫২৬৯. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةِ شَرَبَةٍ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكِيَّةِ نَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكِيِّ .

৫২৬৯. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : বহু রোগের নিরাময় তিন জিনিসে নিহিত—মধু পান, রক্তমোক্ষণ ও গরম লোহা দিয়ে দাগানো । কিন্তু আমি আমার উম্মাতকে গরম লোহা দ্বারা দাগাতে নিষেধ করছি । অপর বর্ণনায় মধু ও রক্তমোক্ষণের কথা উল্লেখ আছে ।

৫২৭০. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرَبَةِ عَسَلٍ أَوْ كِيَّةِ بِنَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكِيِّ .

১. পুরুষদের একার পক্ষে শত্রুর মুকাবিলা অসম্ভব হয়ে পড়লে ইসলামী রাষ্ট্রের হেফাজতের জন্য মুসলিম নারীদের ওপরও জিহাদ ফরয হয়ে যায় । সেই চরম মুহূর্তে স্বামীর অনুমতি লাভেরও প্রয়োজন হয় না । অবশ্য সর্বাবস্থায় ইসলামী শালীনতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে ।

৫২৭০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, রোগ নিরাময় তিন জিনিসে নিহিত : রক্তমোক্ষণ, মধুপান অথবা তণ্ডু লোহা দ্বারা দাগ দেয়া। কিন্তু আমি আমার উম্মাতকে দাগাতে নিষেধ করছি।

৪-অনুচ্ছেদ : মধু দ্বারা চিকিৎসা করা। আল্লাহ তায়ালায় বাণী :

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

“এতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য”-(সূরা আন-নাহল : ৬৯)।

৫২৭১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الْحُلُوءَاءُ وَالْعَسَلُ .

৫২৭১. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) মিষ্টি ও মধু খুব ভালোবাসতেন।

৫২৭২. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَّتِكُمْ أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَّتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ وَمَا أَحَبُّ أَنْ أُكْتَوِيَ .

৫২৭২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : যদি তোমাদের ঔষধগুলোর কোনটার মধ্যে কল্যাণ থেকে থাকে তবে তা রয়েছে : রক্তমোক্ষণ, মধু পান কিংবা আগুন দ্বারা দাগ দেয়ার মধ্যে—যদি তা রোগ অনুযায়ী হয়। তবে আগুন দ্বারা দাগ দেয়া আমি পসন্দ করি না।

৫২৭৩. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ فَقَالَ أَسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ أَسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَى الثَّالِثَةَ فَقَالَ أَسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ أَسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَرَأَ .

৫২৭৩. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, আমার ভাইয়ের পেটের অসুখ হয়েছে। তিনি (স) বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে আবার আসলো (এবং একই কথা বললো)। তিনি বললেন, তাকে মধু পান করাও। লোকটি আবার আসলো (এবং সে কথাই বললো)। এবারও নবী (স) বললেন, তাকে মধু পান করাও। এরপরে লোকটি আবারও আসলো এবং বললো, (আপনার পরামর্শ অনুযায়ী) আমি কাজ করেছে। নবী (স) বললেন, আল্লাহর কালাম সত্য কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট সত্য নয়। (যাও আবার) তাকে মধু পান করাও। অতপর লোকটি (এবার গিয়ে) তাকে মধু পান করাল এবং সে ভালো হয়ে গেল। ২

২. এখানে 'আল্লাহর কালাম' সত্য একথা দ্বারা فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ আল্লাহর একথার দিকে ইশারা করা হয়েছে। তোমার ভাইয়ের পেট সত্য নয়—একথার মর্মার্থ হলো, তোমার ভাইয়ের পেটে দোষ বা অসুবিধা রয়ে গেছে।

৫-অনুচ্ছেদ : উটের দুধ দ্বারা চিকিৎসা ।

৫২৭৪- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْنَا وَأَطْعَمْنَا فَلَمَّا صَحُّوا قَالُوا إِنَّ الْمَدِينَةَ وَخِمَةَ فَأَنْزَلَهُمُ الْحَرَّةَ فِي نَوْدٍ لَهُ فَقَالَ اشْرَبُوا الْبَانِهَا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَسْتَأْقُوا نَوْدَهُ فَبَعَثَ فِي أَثَارِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ (سَمَلَ) أَعْيُنَهُمْ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ سَلَامٌ فَبَلَّغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ لِأَنَسٍ حَدِّثْنِي بِأَشَدِّ عَقُوبَةٍ عَاقِبَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثَهُ بِهَذَا فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ بِهَذَا.

৫২৭৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । কিছু লোক রোগাক্রান্ত ছিল । তারা বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদেরকে আশ্রয় দিন এবং খাবার দিন । তারা কিছুটা সুস্থ হলে বললো, মদীনার আবহাওয়া অনুকূল নয় । নবী (স) তাদেরকে তাঁর কিছু উটসহ ‘হারুরা’ নামক স্থানে পাঠালেন এবং বলে দিলেন, তোমরা এ উটের দুধ পান করতে থাক । তারা রোগ মুক্ত হয়ে নবী (স)-এর উটের রাখালকে হত্যা করলো এবং উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল । তিনি তাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য কয়েকজন লোক পাঠালেন । (তারা ধরা পড়লে) তিনি তাদের হাত-পা কাটার এবং সুঁই দিয়ে তাদের চোখগুলো ফুঁড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন । আমি তাদের একজনকে জিহ্বা দিয়ে মাটি চাটতে দেখেছি, অবশেষে সে মারা গেল ।

সাল্লাম (র) বর্ণনা করেন, আমি অবগত হয়েছি যে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আনাস (রা)-কে বলল, আমার নিকট নবী (স)-এর কঠোরতম শাস্তিদান সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করুন । তখন তিনি এই হাদীস বর্ণনা করেন । হাসান বসরী (র) এ খবর পেয়ে আক্ষেপ করে বলেন, হায় তিনি যদি তার নিকট এ হাদীসটি না বলতেন । ৩

৬-অনুচ্ছেদ : উটের পেশাব দ্বারা চিকিৎসা ।

৫২৭৫- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَغْنَى الْأَيْلَ فَيَشْرَبُوا مِنَ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرَبُوا مِنَ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا

৩. ‘হাজ্জাজ’ উমাইয়া রাজত্বের প্রাদেশিক গভর্নর ছিল সে অত্যন্ত মালিম ও হাজার হাজার লোকের হত্যাকারী ছিল । নবী (স)-এর এ কঠোর সাজার খবর পেয়ে সে আরও কঠোর ও নিষ্ঠুর হয়ে যেতে পারে, এ আশংকায় হাসান বসরী (র) উপরিউক্ত মন্তব্য করেন ।

সাজাপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল আট । তাদেরকে এরূপ কঠোর সাজাদানের কারণ হলো—তারাও নবী করীম (স)-এর রাখালটির সাথে অনুরূপ আচরণ করেছিল । তাই হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা ও চোখের বদলে চোখ—এ নিতির ভিত্তিতে তাদেরও অনুরূপ সাজার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল । কারো কারো মতে, কিসাস-এর আয়াত নাযিল হওয়ার আগেই এ ঘটনা ঘটেছিল । পরে যখন এ সম্পর্কে শাস্তির বিধান নাযিল হয় তখন থেকে অনুরূপ শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধ হয়ে যায় ।

الْأَيْلَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجِئَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ
وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ قَالَ قَتَادَةُ فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَيْرِينَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ
تَنْزَلَ الْحُنُودُ.

৫২৭৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। মদীনার আবহাওয়া কতিপয় লোকের জন্য প্রতিকূল হলে নবী (স) তাদেরকে তাঁর উট রাখালের সাথে বাস করার নির্দেশ দিলেন এবং উটের দুধ ও পেশাব পান করতে বললেন।^৪ সুতরাং তারা উটপালের রাখালের সাথে গিয়ে থাকতে লাগলো এবং উটের দুধ ও পেশাব পান করতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত তাদের শরীর সুস্থ হলে তারা রাখালকে হত্যা করে এবং উটগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে গেলো। নবী (স)-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি এই দুর্বৃত্তদের তালাশে লোক পাঠালেন। তাদেরকে পাকড়াও করে নিয়ে আসা হলো। তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং সুঁই দিয়ে তাদের চোখ ফুঁড়ে দেয়ালেন। কাতাদা (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন আমার নিকট বর্ণনা করেছেন—এটা ছিল হদ্দ-এর বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বকার ঘটনা।

৭-অনুচ্ছেদ : কালিজিরা (ঘারা চিকিৎসা)।

৫২৭৬- عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبَجَرَ فَمَرَضَ فِي الطَّرِيقِ
فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ فَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبِيبَةِ
السُّودَاءِ فَخَذُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْتَحَقُّوْهَا ثُمَّ أَقْطَرُوْهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطْرَاتِ
زَيْتٍ فِي هَذَا الْجَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ
ﷺ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السُّودَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا مِنَ السَّامِ قُلْتُ وَمَا
السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ.

৫২৭৬. খালিদ ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সফরে বের হলাম। গালিব ইবনে আবজারও আমাদের সাথে ছিল। পথিমধ্যে সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। অতপর আমরা মদীনা পৌঁছলাম এবং তখনও সে অসুস্থ ছিল। ইবনে আবু আতীক (র) তাকে দেখতে এলেন এবং আমাদের বলেন, তোমরা কিছু কালিজিরা সংগ্রহ করো। এর পাঁচ-সাতটি দানা নিয়ে পিষে তারপর জয়তুন তেলের সাথে মিশিয়ে ওর নাকের উভয় ছিদ্রপথে কয়েক ফোঁটা ঢেলে দাও। কেননা, আয়েশা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন : এ কালিজিরায় সাম ছাড়া আর সব রোগের নিরাময় আছে। আমি বললাম, সাম কি ? তিনি বলেন : মৃত্যু।

৪. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, পেশাব নাপাক ও হারাম। হাদীসে উল্লেখিত পেশাব পানের অনুমতি বিশেষ অবস্থা ও প্রয়োজনবশত দেয়া হয়েছিল।

২৭৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ .

৫২৭৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন : কালিজিরার মধ্যে মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের নিরাময় নিহিত।

৮-অনুচ্ছেদ : রোগীর জন্য লঘুপাক খাদ্য।

২৭৮- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَرِيضِ وَالْمَحْزُونِ عَلَى الْهَالِكِ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ التَّلْبِينَ تَجِمُّ فَوَادَ الْمَرِيضِ وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزَنِ .

৫২৭৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রোগী ও কারো মৃত্যুতে শোকাকুল ব্যক্তিকে 'তালবিনা' খেতে নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : 'তালবিনা' রোগীর প্রাণে শক্তি সঞ্চয় করে, শান্তি দান করে এবং দুশ্চিন্তা দূর করে।

২৭৯- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينَةِ وَتَقُولُ هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ .

৫২৭৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 'তালবিনা' খাওয়ার আদেশ করতেন এবং বলতেন, এটা কারো অপসন্দ হলেও উপকারী জিনিস।^৫

৯-অনুচ্ছেদ : নাক দ্বারা ঔষধ সেবন।

২৮০- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَّ .

৫২৮০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন এবং রক্তমোক্ষণকারীকে তার মজুরীও দিয়েছেন এবং নাকে ঔষধ দিয়েছেন।

১০-অনুচ্ছেদ : চন্দন কাঠ ঔষধ হিসেবে ব্যবহার।

২৮১- عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ يُسْتَعَطُّ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَأْتِي لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَ عَلَيْهِ .

৫. 'তালবিনা' এক প্রকার লঘুপাক খাদ্য—যা রোগীর খাদ্য হিসেবে উপযোগী ও উপকারী। আটা, মধু ও পানি মিশিয়ে তা তৈরি করা হয়। কারো কারো মতে, এতে দুধও দেয়া হয়। এটা রোগীর পক্ষে উপকারী।

৫২৮১. উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : তোমরা এই উদে হিন্দী^৬ ব্যবহার করবে। কেননা, এতে সাত প্রকার রোগের নিরাময় আছে। (শিশুদের) আলজিব ফুলে ব্যথা হলে তা ঘষে পানির সাথে ফোঁটা ফোঁটা করে তার নাকে দিবে। ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ হলে ঐরূপে (তেরি করে) পান করাবে। আমি একদিন আমার শিশু পুত্রকে সাথে করে নবী (স)-এর খেদমতে হাযির হলাম। আমার ছেলে তখনও শক্ত খাবার ধরেনি। সে নবী (স)-এর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে তা কাপড়ে ঢেলে দিলেন।

১১-অনুচ্ছেদ : রক্তমোক্ষণের সময়। আবু মুসা আশআরী (রা) রাতের বেলা রক্তমোক্ষণ করাতেন।

৫২৮২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ .

৫২৮২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

১২-অনুচ্ছেদ : সফরে ও এহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানো। ইবনে বুহাইনা (রা) নবী (স)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫২৮৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

৫২৮৩. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) ইহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

১৩-অনুচ্ছেদ : অসুখের দরুন রক্তমোক্ষণ করানো।

৫২৮৪. عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجْمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكُلَّمْ مَوَالِيهِ فَخَفَّفُوا عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ أُمَّتَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحَجَامَةَ وَالْقَسْطُ الْبَحْرِيُّ وَقَالَ لَا تَعْدِبُوا صَبِيَانَكُمْ بِالْفَمَزِ مِنَ الْعَذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقَسْطِ .

৫২৮৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রক্তমোক্ষণকারীর মজুরী সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, নবী (স) রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। আবু তাইবা তার রক্তমোক্ষণ করে। তিনি তাকে দুই সা^৭ খাদ্যদ্রব্য দান করেন। এছাড়া তিনি (স) আবু তাইবার মালিকদের সাথে কথা বলে তার উপর ধার্যকৃত দৈনিকের পরিমাণ হ্রাস করতে বলেন। তারা তার থেকে উসুলের হার কমিয়ে দেয়। তিনি (স) আরও বলেন : তোমরা যেসব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাস, রক্তমোক্ষণ করানো এবং কোস্ত বাহরী ব্যবহার তার মধ্যে অতি উত্তম ব্যবস্থা। তিনি আরো বলেন : তোমাদের শিশুদের জিহ্বার তালু দাবিয়ে তাদের কষ্ট দিও না। তোমরা কোস্ত ব্যবহার করো।^৭

৬. উদে হিন্দী বা ভারতীয় কাঠ হলো পিরিমল্লিকা ফুল গাছের কাঠ। ইউনানী শাস্ত্রমতে এর নাম কোস্ত হিন্দী অথবা কোস্ত শিরীন। আর আরবীতে উদ মানে কাঠ এবং হিন্দী মানে ভারতবর্ষীয়। এ কাঠ ভারতবর্ষে পাওয়া যায় বলে আরবরা এ নাম দিয়েছে।

৭. কোস্ত বাহরী এক জাতীয় সাদা কাঠবিশেষ। তা রোগে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৫২৮৫- عَنْ عَاصِمٍ حَدَّثَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً .

৫২৮৫. আসেম (র) থেকে বর্ণিত। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) 'মুকান্না' নামে এক রোগীকে দেখতে গেলেন, অতপর বললেন, তুমি রক্তমোক্ষণ না করানো পর্যন্ত আমি যাব না। কেননা আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : এতে রোগের নিরাময় আছে।

১৪-অনুচ্ছেদ : মাথায় রক্তমোক্ষণ করানো।

৫২৮৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اِحْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِّنْ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسْطِ رَأْسِهِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اِحْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ .

৫২৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) মক্কার পথে লাহুইয়ে জামাল নামক স্থানে ইহরাম অবস্থায় তাঁর মাথার মধ্যখানে রক্তমোক্ষণ করান। অন্য সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর মাথায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

১৫-অনুচ্ছেদ : অর্ধ কিংবা পুরো মাথা ব্যাথায় রক্তমোক্ষণ।

৫২৮৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِّنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لَحْيٌ جَمَلٍ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ .

৫২৮৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মাথা ব্যাথার কারণে ইহরাম অবস্থায় তাঁর মাথায় রক্তমোক্ষণ করান। তখন তিনি লাহুইয়ে জামাল নামক কূপের নিকট ছিলেন। অন্য সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) অর্ধ মাথা বেদনায় ইহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করান।

৫২৮৮- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَنْوَيْتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ لَذْعَةٍ مِّنْ نَّارٍ وَمَا أَحَبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ .

৫২৮৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের ঔষধগুলোর মধ্যে যদি কোন উত্তম ঔষধ থেকে থাকে, তবে তা হলো মধুর শরবত, রক্তমোক্ষণ করানো কিংবা আগুন দ্বারা দাগ দেয়া। কিন্তু আমি আগুন দ্বারা দাগ দেয়া পসন্দ করি না।

১৬-অনুচ্ছেদ : অসুস্থতার কারণে মাথা মুগুন করা ।

৫২৮৭- عَنْ كَعْبٍ هُوَ ابْنُ عُجْرَةَ قَالَ أتى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَأَنَا أَوْقَدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ وَالْقَمْلُ يَتَنَاشَرُ عَنْ رَأْسِي فَقَالَ أَيُوذِيكَ هَوَامُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمِ سِتَّةً أَوْ انْسُكْ نَسِيكَتَهُ قَالَ أَيُوبُ لَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ.

৫২৮৯. কাব ইবনে উজরা (রা) বলেন, হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে নবী (স) আমার নিকট এলেন। তখন আমি রান্না করছিলাম এবং আমার মাথা থেকে উকুন ঝরে পড়ছিল। তিনি (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে তোমার পোকাগুলো কি কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, মাথা মুড়িয়ে ফেল এবং তিন দিন রোযা রাখ কিংবা ছ'জন মিসকীনকে আহার করাও অথবা একটি পশু কুরবানী দাও। আইউব বলেন, আমার জানা নেই তিনি (উর্ধতন রাবী) এগুলোর মধ্যে প্রথমে কোন কথাটি বলেছিলেন।

১৭-অনুচ্ছেদ : উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা নিজেকে কিংবা অন্যকে দহন করা এবং যে ব্যক্তি দহন করে না তার মর্যাদা।

৫২৯০- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَّتِكُمْ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ لَذْعَةِ بِنَارٍ وَمَا أَحَبُّ أَنْ أَكْتَوِيَّ .

৫২৯০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের ঔষধগুলোর মধ্যে যদি কোন নিরাময় থেকে থাকে, তবে তা রক্তমোক্ষণ করানো কিংবা আগুন দ্বারা দাগ দেয়ার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আমি আগুন দ্বারা দাগ দেয়া পসন্দ করি না।

৫২৯১- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ لَأَرْقِيَةَ الْإِمْنِ مِنْ عَيْنٍ أَوْحَمَةٍ فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرَضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ بِمُرُونٍ مَعَهُمُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ حَتَّى رَفَعَ لِي (وَقَعَ فِي) سَوَادٍ عَظِيمٍ قُلْتُ مَا هَذَا أُمَّتِي هَذِهِ قِيلَ بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ قِيلَ انظُرْ إِلَى الْأَفُقِ فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الْأَفُقَ ثُمَّ قِيلَ لِي انظُرْ هَهُنَا وَهَهُنَا فِي أَفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الْأَفُقَ قِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ أَمْنَا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وَلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَأَنَا وَلِدُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَبَّغَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَرَجَ فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ

وَلَا يَكْتُوبُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَالَ عُرْكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ آخِرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا فَقَالَ سَبَّقَكَ بِهَا عُرْكَاشَةُ.

৫২৯১. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, বদনজর কিংবা বিষাক্ত প্রাণীর দংশন ছাড়া (অন্য কোন ব্যাপারে) মন্ত্র জায়েয নেই। আমি সাঈদ ইবনে জুবাইর (র)-এর নিকট একথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, আমাদের নিকট ইবনে আব্বাস (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আমার সম্মুখে উম্মাতদেরকে উপস্থিত করা হল। অতপর একজন কিংবা দু'জন নবী পথ অতিক্রম করতে লাগলেন। তাদের সাথে দশের অধিক লোক ছিল না। কিন্তু একজন নবীর সাথে কোন লোকই ছিল না। অতপর আমার সামনে একটি বিরাট দল উপস্থিত হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কি? এরা কি আমার উম্মাত? বলা হল, বরং তিনি মূসা (আ) ও তাঁর জাতি। বলা হল, উপরের দিকে তাকাও। দেখলাম, একটি জামায়াত সারা আসমান জুড়ে আছে। পুনরায় আমাকে বলা হল এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখ। আমি দেখলাম, একটি জামায়াত সম্পূর্ণ উর্ধলোক ঘিরে আছে। বলা হল, এরা তোমার উম্মাত। এদের মধ্যে সত্তর হাজার বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে। অতপর নবী (স) (হুজরার) ভেতরে চলে গেলেন এবং সকলকে একথা স্পষ্ট করে বলে দেননি যে, বিনা হিসেবে যারা বেহেশতে যাবে তারা কারা। সবাই বাদানুবাদ করতে লাগল এবং বলতে লাগল, তারা হুচ্ছি আমরা যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং তার রসূলের অনুসরণ করছি কিংবা আমরা ও আমাদের সন্তান-সন্ততি ইসলামে যাদের জন্ম। কেননা আমাদের জন্ম হয়েছে জাহিলিয়াতের যুগে। নবী (স)-এর নিকট এ (বাদানুবাদের) খবর পৌঁছলে তিনি বেরিয়ে এলেন এবং বলেন, এরা সেইসব লোক, যারা মন্ত্র পাঠ করে না, বদফালিৎ করে না, আগুন দিয়ে দাগ দেয় না এবং আপন রবের উপর ভরসা রাখে। তখন উক্কাশা ইবনে মিহসান বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত আছি? তিনি বলেন, হাঁ। আরেকজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমিও কি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত আছি? তিনি (স) বলেন, তোমার আগেই উক্কাশা সে সুযোগ লাভ করেছে।

১৮-অনুচ্ছেদ : চোখের ব্যাথায় সুরমা ব্যবহার। এ সম্পর্কে উম্মু আতিয়া (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

৫২৯২- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً تُوْفِي زَوْجَهَا فَاشْتَكَّتْ عَيْنَهَا فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرُوا لَهُ الْكُحْلَ وَأَنَّهُ يَخَافُ عَلَىٰ عَيْنِهَا فَقَالَ لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَ أَكْرَنَ تَمَكُّتٍ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً فَلَا (فَهَلَّا) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

৮. 'বদফালি করে না', মানে পেঁচা প্রভৃতি পাখীর ডাকে বা অন্য কোনভাবে অন্তর্ভুক্ত ও অমঙ্গল লক্ষণ নির্ণয় করা এবং তাতে বিশ্বাস করা। এটা ইসলামে হারাম।

৫২৯২. উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। এক মহিলার স্বামী মারা গেল এবং তার চোখে ব্যথা হল। লোকেরা এ ঘটনাটি নবী (স)-এর নিকট উল্লেখ করল এবং সুরমার কথাও বলল। সে তার চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা করছে। নবী (স) বলেন, তোমাদের এক একজন মেয়েলোক তার ঘরে সবচেয়ে মন্দ ও নিকৃষ্ট পোশাকে কিংবা (বলেছেন) সবচেয়ে নিকৃষ্ট গৃহে নিজস্ব পোশাকে (বছর ধরে) পড়ে থাকত। যখন কোন কুকুর ঐ পথ দিয়ে যেত, সে মেয়েলোকটি তার প্রতি উটের পায়খানা প্রভৃতি আবর্জনা ছুঁড়ে মারত। এখন কি সে চার মাস দশ দিনও সবর করতে পারে না ?

১৯-অনুচ্ছেদ : কুষ্ঠরোগ। আবু ছরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই, অশুভ লক্ষণ বা অমঙ্গলের চিহ্ন বলতে কিছু নেই, পৈঁচা সম্পর্কে অশুভ ধারণার কোন বাস্তবতা নেই এবং সফর মাসকে অশুভ মনে করারও কোন ভিত্তি নেই। তবে কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে সরে যাও যেকোন পথ থেকে দূরে ভেগে থাক।^৯

২০-অনুচ্ছেদ : 'মান্না' চোখের জন্য ঔষধ বিশেষ।

৫২৯৩. عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْكَمَثَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَا وَهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ .

৫২৯৩. সাঈদ ইবনে য়ায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, ব্যাঙের ছাতা 'মান্না'-এর অনুরূপ এবং এর রস চোখের জন্য ঔষধ বিশেষ।

৯. এসব জাহিলী যুগের বিশ্বাস। ইসলামে এসব বিশ্বাস করা হারাম। হাদীসে “ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই” এবং শেষে কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাকার জন্য নির্দেশ দেয়ায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ দুটো কথাতে পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে। কিন্তু আসলে বক্তব্য দু'টিতে কোন অসামঞ্জস্য নেই। কারণ জাহিলী যুগে মনে করা হত ছোঁয়াচে রোগীর সম্পর্কে গেলেই রোগ হয়। এখানে যে আদ্বাহ তায়ালার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়াশীল, তারা এটা বিশ্বাস করত না। ইসলামের দৃষ্টিতে রোগ-ব্যাধি আদ্বাহর সৃষ্টি, যাকে ইচ্ছা দেন, যাকে ইচ্ছা হেফাজত করেন। অবশ্য কার্যকারণ বলতে একটা জিনিস আছে। আমরা কেবল এ উপকরণ ও কার্যকারণটাই দেখি। কিন্তু এ দু'টি জিনিসের স্রষ্টাও আদ্বাহ তায়ালার, তাই তিনি 'মুসাঈবুল আসবাব' (সব কার্যকারণ ও উপকরণের মহাকারক) ও স্রষ্টা। এ দু'টির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও একমাত্র আদ্বাহ তায়ালার ইচ্ছা ও মজির উপর নির্ভরশীল। তাদের নিজস্ব এখতিয়ার বলতে কোন কিছু নেই। কিন্তু জাহিলিয়াতের যুগে মানুষের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল—এ বাহ্যিক উপকরণ ও কার্যকারণ সূত্রেই রোগ ছড়ায়। আদ্বাহর তাতে কোন হাত নেই। ইসলাম এ বিশ্বাসের ঘোর বিরোধী। তাই ইসলাম এ কার্যকারণ ও উপকরণ সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক থাকতে বলে। সেটার স্রষ্টাও সম্পূর্ণরূপে আদ্বাহ তায়ালার। এ বিশ্বাস পোষণ করলেই ইসলাম নির্দেশ দেয়। বাহ্যিক উপকরণ ও কার্যকারণ সূত্র যতই ষোলকলায় পূর্ণ হোক, তাতে রোগ হওয়ার আশংকা হতে পারে কিন্তু আদ্বাহ তায়ালার হুকুম ভিন্ন রোগ হতেই পারে না। এটাই হল মুসলমানদের ঈমান। বর্তমান বিজ্ঞান উপকরণ ও কার্যকারণই আবিষ্কার করতে পেরেছে এবং এ দু'টোই রোগের মূল বলে বিশ্বাস করেছে এবং এ পর্যন্ত এসেই ক্ষান্ত হয়েছে। কিন্তু কারণেরও কারণ আছে। ইসলাম সেই মহাকারণ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং অন্যদেরকে পৌঁছার পথ দেখিয়েছে। এ কার্যকারণ ও উপকরণ অর্থাৎ সংক্রমণ (Infection) যদি রোগ উৎপত্তি ও সৃষ্টির মূল হত, তাহলে প্রথম যে ব্যক্তির রোগ হয় তার রোগ এলো কোথা থেকে ?

ইসলামের এ বিশ্বাসের একটি মানবিক দিকও রয়েছে। এ সংক্রমণের ওপর বিশ্বাস করলে এ ধরনের ব্যাধির রোগীরা সবাই অস্পর্শ্যে পরিণত হবে। তখন মানবতার হুক আদায়ে নিদারুণ বাধার সৃষ্টি হবে। আদ্বাহর অগণিত বান্দাহ রোগে সেবা-ওশ্রমা পাবে না। তাই রসূলুল্লাহ (স) একদিকে কুষ্ঠ, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগ হতে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেন, অপরদিকে মানবতার হুক, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সব রকমের সংস্কার উপেক্ষা করে আদ্বাহর উপর ডরসা করে দায়িত্ব আদায়ে তৎপর হতে নির্দেশ দেন।

২১-অনুচ্ছেদ : রোগীর মুখের এক পাশ দিয়ে ঔষধ প্রয়োগ।

৫২৯৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبِلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ لَدُنَّاهُ فِي مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلْدُنِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْهَكُمُ أَنْ تَلْدُونِي قُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظَرُ إِلَّا الْعَبَّاسُ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ .

৫২৯৪. ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) ইনতিকাল করলে আবু বাকর (রা) নবী (স)-কে (তাঁর কপালে) চুমু দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তাঁর অসুখের সময় তাঁর মুখের ভেতর ঔষধ ঢেলে দেই কিন্তু তিনি আমাদেরকে ইশারায় তাঁর মুখে ঔষধ দিতে নিষেধ করেন। আমরা মনে করলাম, রোগী ঔষধ খেতে অনীহা প্রকাশ করেই থাকে। তিনি সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে বলেন, আমি কি তোমাদেরকে আমার মুখে ঔষধ দিতে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম, আমরা তো সাধারণ রোগীদের অনীহা প্রকাশের ন্যায় মনে করেছিলাম। তিনি বলেন, ঘরে কেউ আমার নযরে পড়লে ঔষধ না গিলিয়ে কাউকে ছাড়ব না, আব্বাস ছাড়া। কেননা তিনি তোমাদের সাথে (আমাকে ঔষধ সেবনে) জড়িত ছিলেন না।

৫২৯৫. عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلَى مَا تَدْعُرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةٌ أَشْفِيَةٌ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ يُلْدُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ بَيْنَ لَنَا اثْنَيْنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا خَمْسَةَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَعْمَرًا يَقُولُ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ قَالَ لَمْ يَحْفَظْ إِنَّمَا قَالَ أَعْلَقْتُ عَنْهُ حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ وَوَصَفَ سُفْيَانُ الْغُلَامَ يَحْنَكُ بِالْأَصْبَعِ وَأَدْخَلَ سُفْيَانُ فِي حَنْكِهِ إِنَّمَا يَعْنِي رَفَعَ حَنْكَهُ بِأَصْبَعِهِ وَلَمْ يَقُلْ أَعْلَقُوا عَنْهُ شَيْئًا .

৫২৯৫. উম্মু কায়েস (রা) বলেন, আমি আমার ছেলেকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হলাম। ছেলেটির আলজিহ্বা ফোলার অসুখ ছিল। আমি তার জিহ্বায় সজোরে চাপ দিয়েছিলাম। তিনি বলেন, এভাবে আপন সন্তানদের গলা চেপে কেন তাদেরকে তোমরা কষ্ট দিচ্ছ? তোমরা এই কোস্ত হিন্দী ব্যবহার কর। কেননা তাতে সাতটি রোগের নিরাময় আছে। ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহও তার অন্তর্ভুক্ত। আলজিহ্বা ফোলার ব্যথা হলে তা ঘষে পানির সাথে মিশিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে নাকের ভেতর দিবে, আর ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ হলে মুখ দিয়ে তা খাওয়াতে হবে।

সুফিয়ান বলেন, আমি যুহরীকে বলতে শুনেছি, আমাদের নিকট দু'টি রোগের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। বাকী পাঁচটির কথা বলা হয়নি। আলী ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমি সুফিয়ানকে বললাম, আমার বর্ণনা করেন, “আলাকতু আলাইহি”। তিনি বলেন, মামারের স্বরণ নেই। আমি যুহরীর মুখেই শুনে মনে রেখেছি যে, তিনি “আলাকতু আনহু” বলতেন। আর সুফিয়ান সেই ছেলেটির বর্ণনা দিয়েছেন, আঙ্গুল দিয়ে যার তালুতে চাপ দেয়া হয়েছে। সুফিয়ান নিজের তালুতে আঙ্গুল চেপে বুঝিয়ে দেন। আর কেউই “আলিকু আনহু শাইআন” বাক্য বর্ণনা করেননি।

২২-অনুচ্ছেদ :

৫২৭৬- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا نَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمْرَضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخَطُّ رَجُلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَآخَرَ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ الْأَخْرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهَا وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ هَرِيقُوا عَلِيٍّ مِنْ سَبْعِ قَرَبٍ لَمْ تُحَلَّلْ أَوْكَيْتُهُنَّ لِعَلِّيٍّ أَعَهْدُ إِلَى النَّاسِ قَالَتْ فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ طَفَقْنَا نَصَبُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقَرَبِ حَتَّى جَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ قَالَتْ وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ .

৫২৯৬. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (স)-এর স্বাস্থ্যের অবনতি হল এবং রোগ অত্যন্ত বেড়ে গেল, তখন তিনি আমার ঘরে থাকার জন্য তাঁর স্ত্রীগণের কাছে অনুমতি চাইলেন। সবাই তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে বের হলেন এবং তাঁর পা দু'টি আব্বাস (রা) এবং অপর এক ব্যক্তির মধ্যখানে মাটিতে টেনে টেনে যাচ্ছিলেন। আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে এটা অবহিত করলে জিজ্ঞেস করেন, আয়েশা (রা) অন্য লোকটির নাম বলেননি তিনি কে ছিলেন তুমি কি জান ? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, সে ছিল আলী (রা)। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) যখন তাঁর ঘরে পদার্পণ করলেন এবং তাঁর রোগকষ্ট খুবই বেড়ে গেল তখন তিনি বলেন, যেসব মশকের মুখ এখনো খোলা হয়নি (আবদ্ধ ও পানি ভরা) আমার গায়ে সেসব মশকের সাত মশক পানি ঢেলে দাও, আমি লোকদেরকে কিছু উপদেশ দিব। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তাকে হাফসা (রা)-এর একটি মিখযাবে (কাপড় কাচার পাত্র) বসালাম এবং তাঁর গায়ে ওসব মশক থেকে পানি ঢালতে লাগলাম। শেষে তিনি ইশারায় বলেন, তোমরা তোমাদের কাজ সমাধা করেছ। এরপর তিনি লোকজনের নিকট গেলেন, তাদের নামায পড়ালেন এবং সবার সামনে ভাষণ দিলেন।

২৩-অনুচ্ছেদ : আলজিহ্বা ফুলে ব্যথা হওয়া।

৫২৯৭- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنِ الْأَسَدِيَّةِ أَسَدٌ خَزِيمَةٌ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ أُخْتُ عَكَاشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا آتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِابْنِ لُهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَامٌ تَدْعُرْنَ أَوْلَادَكُمْ بِهَذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةٌ أَشْفِيَةٌ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُرِيدُ الْكُسْتُ وَهُوَ الْعُودُ الْهِنْدِيُّ .

৫২৯৭. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। উম্মু কায়েস বিনতে মিহসান আসাদিয়া আসাদ খুজাইমা গোত্রের মহিলা ছিলেন। প্রথমে হিজরতকারিণী মহিলাদের মধ্যে যারা নবী (স)-এর নিকট বাই'আত করেছিলেন, তিনি তাদের অন্যতম। এবং তিনি উক্কাশা (রা)-এর বোন ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর ছেলেকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন। তার আলজিহ্বা ফোলার দরুন তাতে চাপ দেয়া হয়েছিল। নবী (স) বলেন, কেন তোমরা আপন সন্তানদের জিহ্বার তালুতে চাপ দিয়ে তাদের কষ্ট দাও? এ চন্দন কাঠ ব্যবহার কর, কেননা এতে সাত রকম রোগের চিকিৎসা হয়। এর একটি হল ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ।

২৪-অনুচ্ছেদ : দাস্ত বন্ধ হওয়ার চিকিৎসা।

৫২৯৮- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنَهُ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ .

৫২৯৮. আবু সাঈদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলল, আমার ভাইয়ের পেট ছুটেছে (দাস্ত হচ্ছে)। তিনি বলেন, তাকে মধু পান করাও। সে (গিয়ে) মধু পান করাল। পরে (এসে) বলল, আমি তাকে মধু পান করিয়েছি কিন্তু দাস্ত আরও বেড়ে গেছে। নবী (স) বলেন, আল্লাহর কালাম সত্য। তোমার ভাইয়ের পেট সত্য নয়।

২৫-অনুচ্ছেদ : 'সাফার' পেটের পীড়া ছাড়া আর কিছু নয়।

৫২৯৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفْرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ أَبِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الطُّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلِ .

৫২৯৯. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হোঁয়াচে বলতে কোন রোগ নেই, সাফারও নেই এবং পেঁচার মধ্যে অমঙ্গল বলতে কিছু নেই। তখন একজন গ্রাম্য লোক

বলল, হে আল্লাহর রসূল ! তাহলে আমার উটগুলোর এ দশা হয় কেন ? এগুলো থাকে চারণভূমিতে । দেখতে বন্য হরিণের ন্যায় সুন্দর । অতপর সেখানে একটি চর্মরোগে আক্রান্ত উট আসে, আমার উটগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সেগুলোকেও চর্ম রোগাক্রান্ত বানিয়ে দেয় । নবী (স) বলেন, তাহলে প্রথম উটটির মধ্যে রোগ সৃষ্টি করল কে ?

২৬-অনুচ্ছেদ : ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ ।

৫৩০০- عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا آتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِابْنِ لَهَا قَدْ عَلِقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى مَا تَدْعُرُونَ أَوْلَادَكُمْ بِهَذِهِ الْأَعْلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُرِيدُ الْكُسْتُ .

৫৩০০. উম্মু কায়েস বিনতে মিহসান (রা) প্রথম পর্যায়ের মুহাজির মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন । প্রথম যারা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বাইআত করেন তিনিও তাদের একজন ছিলেন । তিনি উক্কাশা ইবনে মিহসানের বোন । তিনি বলেন, তিনি তাঁর একটি ছোট ছেলে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন । তার আলজিহ্বা ফোলায় ব্যথা হয়েছিল । এজন্য তার তালুতে সজোরে চাপ দেয়া হয়েছিল । নবী (স) বলেন, এভাবে যে তোমরা তোমাদের সন্তানদের তালু দাবিয়ে তাদের কষ্ট দিচ্ছ, সে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর । তোমরা এ চন্দন কাঠ ব্যবহার করতে পার । ওতে সাত রকম রোগের চিকিৎসা হয়ে থাকে । ওসব রোগের একটি হল ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ ।

৫৩০১- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَدْنَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ بَيْتِ مَنْ الْأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْحُمَةِ وَالْأَذْنِ قَالَ أَنَسٌ كَوَيْتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَىُّ وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي .

৫৩০১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । আবু তালহা (রা) ও আনাস ইবনে নাদর (রা) তাঁকে উত্তুগু লোহা দ্বারা সেক দিয়েছেন । আর আবু তালহা তাঁকে নিজ হাতে সেক দিয়েছেন ।

অন্য এক সনদসূত্রে আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) একজন আনসারীর ঘরের পরিবার-পরিজনকে কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে এবং কানে বেদনা হলে ঝাড়-ফুক করতে অনুমতি দিয়েছেন । আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদশায় উত্তুগু লোহা দ্বারা সেক দেয়া হয়েছে । আমার নিকট তখন আবু তালহা (রা), আনাস ইবনে নাদর (রা) ও য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা) উপস্থিত ছিলেন এবং আবু তালহা (রা) আমাকে সেক দেন ।

২৭-অনুচ্ছেদ : রক্ত বন্ধ করার জন্য চাটাই পুড়ে ছাই দেয়া ।

৫৩.২- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ لَمَّا كُسِرَتْ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَيْضَةُ وَأُدمِيَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَكَانَ عَلَى يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمَجْنِ وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةَ الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمِدَتْ إِلَى حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَالصَّقَّتْهَا عَلَى جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَقَّ الدَّمُ .

৫৩০২. সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) বলেন, যখন (উছদের ময়দানে) রসূলুল্লাহ (স)-এর মাথায় লৌহ শিরস্রাণ চূর্ণ হয়ে গেল, তাঁর মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল এবং দাঁত ভেঙ্গে গেল। আলী (রা) ঢাল ভর্তি করে এনে পানি দিতে থাকলেন এবং ফাতিমা (রা) তাঁর মুখমণ্ডলের রক্ত ধুইতে লাগলেন। কিন্তু ফাতিমা (রা) যখন দেখলেন যে পানির তুলনায় রক্ত বেশী, তখন তিনি একটি চাটাই পোড়ালেন এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর ক্ষতস্থানে (ছাই) লাগিয়ে দিলেন। ফলে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

২৮-অনুচ্ছেদ : জ্বর জাহান্নামের তাপ হতে ।

৫৩.৩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنَ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ أَكْشِفْ عَنَّا الرَّجْزَ .

৫৩০৩. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, জ্বর জাহান্নামের তাপ হতে। অতএব তোমরা এর তাপ পানির সাহায্যে নির্বাপিত কর। ১০

৫৩.৪- عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرَأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا أَخَذَتْ الْمَاءَ فَصَبَّتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَبِيهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَبْرُدَهَا بِالْمَاءِ .

৫৩০৪. ফাতিমা বিনতে মুনিযির (র) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনতে আবু বাকর (রা)-এর নিকট জ্বরে আক্রান্ত কোন নারী দু'আর জন্য আনা হলে তিনি হাতে পানি নিতেন এবং তা ওই নারীর জামার ফাঁক দিয়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, রসূলুল্লাহ (স) পানি দ্বারা গায়ের জ্বর ঠাণ্ডা করতে আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন।

১০. বিজ্ঞানের মতে সকল তাপের উৎস সূর্য। বেহেশত-দোযখ যেহেতু বিজ্ঞানের গবেষণা বহির্ভূত। সেহেতু এ সম্পর্কে বিজ্ঞানের সাথে বিরোধ-অবিরোধের কোন প্রশ্নই উঠে না। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়ে থাকে। কারণ, জাগতিক সকল তাপের উৎস জাহান্নাম। সেখান থেকেই আল্লাহর কুদরতে জগতের সকল রকম গরম ও উত্তাপের সৃষ্টি হয়। তাই সূর্যের উত্তাপের উৎসও জাহান্নাম। জ্বরে পানি ও বরফের ব্যবহার বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত এবং একটি সাধারণ ব্যবস্থা। জ্বর বেড়ে গেলে মাথায় পানি ঢেলে তাপ নিবারণ একটি ডাক্তারী বিধান, এমনকি অতিমাত্রায় উত্তাপ বেড়ে গেলে রোগীর সারা শরীর পানি দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। নবী (স)-এর এ বাণী তাই চিকিৎসাশাস্ত্র সম্মত।

৫৩০৫. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرُدُهَا بِالْمَاءِ .

৫৩০৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, জাহান্নামের উত্তাপ হতে জ্বরের উৎপত্তি। অতএব তোমরা পানির সাহায্যে তা ঠাণ্ডা করো।

৫৩০৬. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرُدُوهَا بِالْمَاءِ .

৫৩০৬. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, জাহান্নামের তাপ থেকে জ্বরের উৎপত্তি। সুতরাং তোমরা পানি দ্বারা তা ঠাণ্ডা করো।

২৯-অনুচ্ছেদ : কেউ অস্বাস্থ্যকর এলাকা ত্যাগ করলে।

৫৩০৭. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَ أَنَّ نَاسًا أَوْ رِجَالًا مِنْ عُكْلٍ وَعَرِينَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ وَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رَيْفٍ وَأَسْتُوخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذُودٍ وَبِرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى كَانُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَسْتَأْقُوا الزُّودَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي أَثَارِهِمْ وَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتَرَكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ .

৫৩০৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন, 'উক্ল' ও 'উরাইনার' কিছু লোক রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলো এবং ইসলাম গ্রহণ করলো। তারা বলল, হে আল্লাহর নবী! আমরা পশুপালনকারী, চাষাবাদকারী ছিলাম না। মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়নি। তখন রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে একটি রাখালসহ একপাল উট প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে সেই উটের দুধ ও পেশাব পান করতে বলেন। লোকগুলো রওয়ানা হয়ে 'হাররা' এলাকার নিকট পৌঁছে মূর্তাদ হয়ে গেল (ইসলাম ত্যাগ করলো), রসূলুল্লাহ (স)-এর রাখালটি হত্যা করল এবং উটগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। এ খবর নবী (স)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি দুর্বৃত্তদের পিছু ধাওয়া করার জন্য লোক পাঠালেন। অতপর তাঁর নির্দেশ মোতাবেক সুই দিয়ে তাদের চোখ ফুঁড়ে দেয়া হল এবং পা কেটে ফেলা হল। অতপর তাদেরকে সেই 'হাররা' এলাকায় ফেলে রেখে আসা হল এবং তাঁরা এ অবস্থায় মারা গেল।

৩০-অনুচ্ছেদ : প্রেগ-মহামারী সম্পর্কে।

বু-৫/৩৯—

৫২০৮. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا.

৫৩০৮. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে সাদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, তোমরা কোন স্থানে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে শুনলে সেখানে যেও না। আর কোন স্থানে মহামারী দেখা দেয়ার সময় তোমরা সেখানে অবস্থানরত থাকলে ওখান থেকে চলে যেও না।

৫২০৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسِرْعَ لَقِيَهُ أَمْرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِرَضِ الشَّامِ قَالَ بِنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بِقِيَّةِ النَّاسِ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا نَرَى أَنْ تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْتَلَفُوا كَأَخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هُنَا مِنْ مَشِيخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلَفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبَحُوا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدْرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرَكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَعَمْ نَفَرٌ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ إِلَى قَدْرِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ ابْنٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ أَحَدَاهُمَا خَصْبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدْرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدْرِ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهُ عُمَرُ ثُمَّ أَنْصَرَ.

৫৩০৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) (তাঁর খেলাফতকালে মদীনা হতে) সিরিয়া রওয়ানা হন। 'সার্বগ' নামক স্থানে সেনাবাহিনী প্রধান হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণ হযরত উমার (রা)-এর সাথে দেখা করলেন। তারা তাঁকে অবহিত করেন যে, সিরিয়ায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উমার (রা) বললেন, তোমরা প্রবীণ মুহাজিরগণকে আমার নিকট ডেকে আন। সুতরাং তাদেরকে ডেকে এনে সমবেত করা হলে উমার (রা) তাঁদের পরামর্শ চাইলেন এবং তাঁদেরকে অবহিত করলেন যে, সিরিয়ায় মহামারী দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ হল। কেউ বলেন, আপনি যে উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এসেছেন তা থেকে ফিরে যাওয়া আমাদের মত নয়। আর কেউ বলেন, আপনার সাথে মুসলিম সমাজের অবশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ রয়েছেন। সেই মহামারীর মুখে তাঁদেরকে ঠেলে দেয়া আমরা ভালো মনে করি না। উমার (রা) তাঁদেরকে চলে যেতে বলেন। পুনরায় নির্দেশ দিলেন, আমার নিকট মদীনাবাসী আনসারগণকে ডেকে আন। আমি তাদেরকে ডেকে আনলাম। উমার (রা) তাদের নিকটও পরামর্শ চাইলেন। তারাও মুহাজিরগণের পথ অবলম্বন করলেন এবং তারাও অনুরূপ মতভেদে লিপ্ত হলেন। তখন উমার (রা) এদেরকেও বলেন, আপনারা চলে যান। আবার তিনি বলেন, এবার আমার নিকট কুরাইশ বংশের সেসব প্রবীণ ব্যক্তিকে ডেকে আন যারা মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিলেন। আমি তাদেরকে ডেকে আনলাম। কিন্তু তাঁরা দু'জনও এ ব্যাপারে কোনরূপ মতবিরোধ করেননি। তাঁরা সবাই এক হয়ে বলেন : আমাদের অভিমত হল এ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে নিয়ে ফিরে যাওয়া। আর তাদেরকে মহামারীর মুখে ঠেলে না দেয়াই উচিত। তাই উমার (রা) সকলের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে, আগামীকাল ভোরেই আমি ফিরে যাওয়ার জন্য সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করব। সুতরাং লোকজন অতি ভোরে তাঁর নিকট আসলো। আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আল্লাহর তাকদীর (ফায়সালা) থেকে পালিয়ে যেতে চান? উমার (রা) বলেন, হে আবু উবাইদা! তুমি ভিন্ন অন্য কেউ যদি একথা বলত! হাঁ, আমরা আল্লাহর (এক) তাকদীর হতে আল্লাহর (আরেক) তাকদীরের দিকেই পালাচ্ছি। বলতো তোমার নিকট উট আছে। তুমি (তা চরাতে) এক উপত্যকায় নিয়ে গেলে। তাতে আছে দু'টি ময়দান। একটি সবুজ-শ্যামল, অপরটি শুষ্ক ও ধূসর। ব্যাপারটি কি এরূপ নয় যে, যদি তুমি সবুজ-শ্যামল প্রান্তরে চরাও, তবে আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী তা করলে। আর যদি শুষ্ক ও ধূসর প্রান্তর নির্বাচন করলে, সেটাও আল্লাহর তাকদীরের কারণেই করলে। ইত্যবসরে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এসে পৌঁছলেন। কোন প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকায় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আপনাদের বিতর্কিত বিষয়ে একটি হাদীস আমার জানা আছে। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : যখন তোমরা গুনতে পাও যে, কোন স্থানে মহামারী দেখা দিয়েছে, তবে সেখানে যেও না। আর যখন কোথাও তা ছড়িয়ে পড়ে এবং তুমি সেখানে থেকে থাক তাহলে ওখান থেকে পালিয়ে যেও না। উমার (রা) আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতপর (মদীনার দিকে) প্রত্যাবর্তন করলেন।

৫৩১০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرْعٍ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ .

৫৩১০. আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) সিরিয়া যাত্রা করলেন। 'সারগ' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি খবর পেলেন যে, সিরিয়ায় মহামারী দেখা দিয়েছে। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন : যখন তোমরা শোন যে, কোন জায়গায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে তোমরা সেখানে যেও না। আর কোন জায়গায় তার প্রাদুর্ভাব ঘটলে এবং তোমরা সেখানে থেকে থাকলে সেখান থেকে পালিয়ে যেও না।

৫৩১১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ الْمَسِيحُ وَلَا الطَّاعُونَ .

৫৩১১. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : মদীনায় মসীহ দাজ্জাল ও প্লেগ রোগ ঢুকতে পারবে না।

৫৩১২- عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيْرِينَ قَالَتْ قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَخَى بِمَا مَاتَ قُلْتُ مِنَ الطَّاعُونَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّاعُونَ شَهَادَةٌ لِّكُلِّ مُسْلِمٍ .

৫৩১২. হাফসা বিনতে সিরীন (র) বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, (তোমার ভাই) ইয়াহইয়া কি রোগে মরেছে? আমি বললাম, প্লেগ রোগে। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেন, প্লেগ রোগ। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শাহাদাত।

৫৩১৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ .

৫৩১৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, কলেরা বা পেটের দাঙ্গ ও প্লেগ রোগে মৃত্যু ঘটলে (সেই মুসলমান) শহীদ।

৩১-অনুচ্ছেদ : প্লেগরোগে ধৈর্যধারণকারীর সওয়াব।

৫৩১৪- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونَ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ فَيَمُوتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ .

৫৩১৪. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি প্লেগ রোগ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেন। নবী (স) তাঁকে জানান যে, এর সূচনা হয়েছিল আযাবরূপে। আল্লাহ যাদের উপর চান তা পাঠান। কিন্তু আল্লাহ তাআলা একে ঈমানদারদের জন্য রহমত স্বরূপ বানিয়ে রেখেছেন। কোথাও যদি প্লেগ মহামারী ছড়িয়ে পড়ে এবং তথাকার কোন বান্দাহ একথা জেনে-বুঝেই ধৈর্য সহকারে সে শহরে অবস্থান করে যে, আল্লাহ তার ভাগ্যে যা লিখে দিয়েছেন সেই বিপদ ছাড়া আর কিছুই তার উপর আসবে না, তবে সে শহীদের অনুরূপ সওয়াব পাবে।

৩২-অনুচ্ছেদ ৪ কুরআন এবং সূরা 'ফালাক ও নাস' পড়ে ফুঁ দেয়া।

৫৩১৫. ۵- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِالْمُعَوِذَاتِ فَلَمَّا ثَقُلَ ثَقُلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بِيَهُنَّ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ نَفْسَهُ لِبَرَكَتِهَا فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ كَيْفَ يَنْفُثُ قَالَ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ .

৫৩১৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) যে অসুখে ইত্তেকাল করেন, তাতে সূরা 'ফালাক ও নাস' পড়ে নিজের দেহে ফুঁ দিতেন। তাঁর রোগযাতনা অত্যধিক বেড়ে গেলে আমি তা পড়ে তাঁর উপর দম করতাম এবং বরকতের জন্য তাঁর হাতখানা তাঁর গায়ের উপর দিয়ে বুলিয়ে নিতাম। মামার বলেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞেস করলাম, কিভাবে তিনি দম করতেন? তিনি বলেন, তিনি তাঁর দুই হাতের উপর দম করতেন, তারপর তা তাঁর মুখমণ্ডলে মলতেন।

৩৩-অনুচ্ছেদ ৪ সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দেয়া।

৫৩১৬. ۵- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اتَّوَا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَا لُدِغَ سَيِّدٌ أَوْلَيْكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ نَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا نَعَمْ أَنْكُمْ لَمْ تَقْرُؤُوا وَلَا تَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بَرَأَقَهُ وَيَتْفَلُّ فَبِرَاءً فَاتَّوَا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْبَةٌ خُنُوهَا وَأَضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ .

৫৩১৬. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর একদল সাহাবী আরবের কোন এক গোত্রের নিকট আসেন। সেই গোত্রের লোকেরা তাঁদের কোন মেহমানদারী করেনি। এমতাবস্থায় ওদের গোত্রপতিকেকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করে। গোত্রের লোকেরা এসে তাঁদের নিকট জানতে চায়, তাঁদের কাছে এর কোন ঔষধ কিংবা ঝাড়ফুক আছে কি না। সাহাবীগণ বলেন, হাঁ, কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমানদারী করনি। তাই যতক্ষণ তোমরা আমাদের জন্য (এর বিনিময়ে) একটা কিছু নির্দিষ্ট না করবে, ততক্ষণ আমরা এর

কোনটাই করব না। তারা এর বিনিময়ে কয়েকটি বকরী দিতে রাজী হল। তখন একজন সাহাবী সূরা ফাতিহা পড়া শুরু করলেন এবং থুথু জমা করে সেই গোত্রপতির গায়ে মেখে দিলেন। ফলে সে ভাল হয়ে গেল। গোত্রের লোকেরা কয়েকটি বকরী নিয়ে এলো। সাহাবীগণ বলেন, আমরা আমাদের নবী (স)-কে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত বকরীগুলো গ্রহণ করতে পারি না। সুতরাং তাঁরা (এসে) নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করেন। নবী (স) (তা শুনে) হেসে দিলেন এবং বলেন : তোমরা কি করে জানলে যে, সূরা ফাতিহা মস্তের কাজ করে ? যাক, তোমরা বকরীগুলো নিয়ে নাও এবং তাতে আমার জন্যও ভাগ রেখ।

৩৪-অনুচ্ছেদ : সূরা ফাতিহা ঘারা ঝাড়-ফুঁকের বিনিময়ে শর্ত নির্ধারণ করা।

৫২১৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفْرًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَّاقٍ إِنْ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا فَاَنْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءِ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابِ اللَّهِ .

৫৩১৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর একদল সাহাবী একটি জনপদ অতিক্রম করছিলেন যেখানে পানি ছিল। তাদের মধ্যে সাপে কাটা একটি লোক ছিল। পানির নিকট বসবাসকারী লোকদের একজন সাহাবীগণের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের মধ্যে ঝাড়ফুঁক জানা কেউ আছেন কি ? পানির স্থানে বিচ্ছ কাটা একজন লোক আছে। একজন সাহাবী সেখানে গেলেন এবং কয়েকটি বকরী দানের শর্তে সূরা ফাতিহা পড়লেন (ফুঁ দিলেন)। ফলে লোকটি ভাল হয়ে গেল। তিনি ছাগলগুলো নিয়ে সাহাবীগণের নিকট আসলেন। কিন্তু তাঁরা তা অপসন্দ করলেন এবং বলতে লাগলেন, তুমি আল্লাহর কিতাবের বিনিময়ে মজুরী নিলে ? শেষে তারা মদীনা পৌঁছে নবী (স)-এর সমীপে বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! এ লোক আল্লাহর কিতাবের বিনিময়ে মজুরী নিয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যেসব জিনিসের বিনিময়ে মজুরী নেয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হকদার হল আল্লাহর কিতাবের মজুরী।

৩৫-অনুচ্ছেদ : বদনযর লাগলে ঝাড়ফুঁক করা।

৫২১৮- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ .

৫৩১৮. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে অথবা (অন্য কাউকে) বদনযর লাগলে ঝাড়ফুঁক করতে হুকুম দিয়েছেন।

৫৩১৭- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ .

৫৩১৯. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) উম্মে সালামা (রা)-এর ঘরে একটি মেয়েকে দেখতে পেলেন। তার চেহারা (নয়র লাগার) চিহ্ন ছিল। তখন তিনি বলেন, এর জন্য ঝাড়ফুক করাও। কেননা তার উপর নয়র লেগেছে।

৩৬-অনুচ্ছেদ : নয়র লাগা একটি বাস্তব ব্যাপার।

৫৩২০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ .

৫৩২০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, নয়র লাগা একটি বাস্তব সত্য। তিনি (গায়ে) উলকি আঁকতে নিষেধ করেছেন। ১১

৩৭-অনুচ্ছেদ : সাপ-বিছুর দংশনে ঝাড়ফুক করা।

৫৩২১- عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّقِيَةِ مِنَ الْحُمَةِ فَقَالَتْ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ الرَّقِيَةَ مِنْ كُلِّ نَبِيٍّ حُمَةٍ .

৫৩২১. আসওয়াদ (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বিষাক্ত জীবের দংশনে ঝাড়ফুক করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, নবী (স) যে কোন বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়ফুক করার অনুমতি দিয়েছেন। ১২

৩৮-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর ঝাড়-ফুক।

৫৩২২- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَتَأَيْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ تَأَيْتُ يَا أَبَا حَمْرَةَ أَشْكَيْتُ فَقَالَ أَنَسٌ أَلَا أَرَقِيكَ بِرَقِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَلَى قَالَ أَلَلَّهُمْ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبِ الْبَاسِ أَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا .

৫৩২২. আবদুল আযীয (র) বলেন, আমি এবৎ সাবিত (র) আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর নিকট গেলাম। সাবিত বললেন, হে আবু হামযা ! আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যা পড়ে ঝাড়ফুক করতেন, তা পড়ে আমি তোমাকে ফুঁ দেব কি ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি পড়লেন : “আল্লাহুমা রক্বান নাস মাযহিবিল বাস ইশফে আনতাশ শাফী লা শাফিয়া ইল্লা আন্তা শিফায়ান লা ইউগাদিরু সাকমান” (আয় আল্লাহ ! মানুষের মালিক, ব্যাধি ও কষ্ট নিবারণকারী, নিরাময় দান কর, তুমি ছাড়া অন্য কেউ নিরাময়দানকারী নেই। এমন নিরাময় দান কর, যা কোন রোগকে ছাড়ে না)।

১১. আরবে সেকালে হাতে কিংবা দেহের কোন অংশে সূঁচালো জিনিস দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কোন কিছুর চিত্র বা নকসা অংকন করা হত। নবী (স) এটা করতে নিষেধ করেছেন।

১২. কুরআনের আয়াত দ্বারা ঝাড়ফুক করা জায়েয। কিন্তু শিরকজনিত মন্ত্রপূত করা সম্পূর্ণ হারাম।

৫৩২৩. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ
اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اذْهَبِ الْبَاسَ وَأَشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً
لَا يَغَادِرُ سَقَمًا.

৫৩২৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে তাঁর কোন কোন বিবির ব্যথার স্থানে আপন ডান হাতখানা বুলিয়ে দিতেন এবং এ দোয়া পড়তেন : “আল্লাহ্‌র রব্বান নাস আয্‌হিবিল বাস ওয়াশফিহী আন্তাশ শাফী, লা শিফায়া ইল্লা শিফাউকা শিফায়ান লা ইউগাদিরু সাকামান” (“আয় আল্লাহ ! সব মানুষের পরোয়ারদিগার ব্যথা দূর করে দাও। তাকে শেফাদান কর। তুমিই রোগমক্তি দানকারী। তোমার শেফা ভিন্ন আর কোন শেফা নেই। এমন শেফাদান কর, যা কোন রোগকেই বাদ দেয় না।”)

৫৩২৪. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْقِي يَقُولُ أَمْسَحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ
بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ.

৫৩২৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (রোগ হলে) রসূলুল্লাহ (স) নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে ফুঁ দিতেন : “আমসাহিল বাসা রব্বান নাস, বিইয়াদিকাশ শিফাউ, লা কাশিফা লাছ ইল্লা আন্তা” (“হে মানুষের মালিক ! এ ব্যথাটি দূর করে দাও। আরোগ্য দান তো একমাত্র তোমারই হাতে। তুমি ছাড়া আর কেউ এ ব্যথা দূর করতে পারে না।”)

৫৩২৫. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ بِسْمِ اللَّهِ تَرْبَةً أَرْضَنَا بِرِيقَةٍ
بَعْضَنَا يَشْفِي سَقِيمَنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا.

৫৩২৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) রোগীর জন্য এ দোয়া করতেন : “বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরদিনা বিরিকাতে বাদিনা ইউশফা সাকীমুনা বিইয়নি রব্বিনা” [“আল্লাহ্‌র নামে, আমাদের এই জমিনের মাটি, আমাদের একজনের থুথুর সাথে (মিশানো হচ্ছে এ উদ্দেশ্যে,) আমাদের রবের হুকুমে যেন আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে।”]

৫৩২৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي الرَّقْبَةِ بِسْمِ اللَّهِ تَرْبَةً أَرْضَنَا
وَرِيقَةً بَعْضَنَا يَشْفِي سَقِيمَنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا.

৫৩২৬. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) ঝাড়ফুঁকে এ দোয়া পড়তেন : বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরদিনা ওয়ারীকাতু বাদিনা ইউশফা সাকীমুনা বিইয়নি রব্বিনা। [“আল্লাহ্‌র নামে আমাদের জমিনের মাটি এবং আমাদের একজনের থুথু (মিশিয়ে রোগে ব্যবহার করছি এ উদ্দেশ্যে যে,) আমাদের রবের হুকুমে যেন আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে।”]

৩৯-অনুচ্ছেদ : ঝাড়ফুঁকের সময় থুথু নিক্ষেপ।

৫৩২৭. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الرَّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ

الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَبْتَغِ حِينَ يَسْتَيْقِظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَتَعَوَّذَ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَإِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرَّؤْيَا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فَمَا أَبَالِيَهَا.

৫৩২৭. আবু কাতাদা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, (ভালো) স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে হয়ে থাকে। আর খারাপ স্বপ্ন হয় শয়তানের তরফ থেকে। তোমাদের কেউ অমনোপূত স্বপ্ন দেখলে ঘুম থেকে সে জেগে যেন তিনবার থুথু ফেলে এবং এর অনিষ্ট থেকে পানাহ চায়। তাহলে এ খারাপ স্বপ্নে তার কোন ক্ষতি হবে না। আবু সালামা (রা) বলেন, আমি যখন এমন স্বপ্ন দেখি, যা আমার নিকট পাহাড়ের চেয়েও অধিক ভারি বোধ হয়, এ হাদীস শোনার পর থেকে আমি সেই স্বপ্নের কোন পরোয়াই করি না।

৫৩২৮. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَفَثَ فِي كَفَيْهِ بِقَلْبِ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَبِالْمُعَوَّذَتَيْنِ جَمِيعًا ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ يُؤْنَسُ كُنْتُ أَرَى ابْنَ شِهَابٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَتَى إِلَى فِرَاشِهِ .

৫৩২৮. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন নিজ বিছানায় ঘুমাতে আসতেন, তখন আপন দু'হাতের তালুতে সূরা "কুল হুআল্লাহু আহাদ, সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে দম করতেন। তারপর উভয় কজির তালু মুখমণ্ডলে মূলে নিতেন আর দেহের যতদূর হাত দু'খানা পৌঁছত ততটুকুতে তা বুলাতেন। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাকে অনুরূপ করতে হুকুম দিতেন। ইউনুস বলেন, ইবনে শিহাব যখন তাঁর বিছানায় ঘুমাতে যেতেন, তখন তাঁকে আমি অনুরূপ করতে দেখতাম।

৫৩২৯. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْطَلَقُوا فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ آتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِغَ فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاقٍ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَنْفِلُ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ

رَبِّ الْعَلَمِينَ حَتَّىٰ لَكَانَ مَا نَشِطُ مِنْ عِقَالٍ فَانطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلْبُهُ قَالَ فَأَوْفُوهُمْ
 جُعِلَهُمُ الذِّي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقسِمُوا فَقَالَ الذِّي رَقَىٰ لَا تَفْعَلُوا
 حَتَّىٰ نَاتِي (تَأْتُوا) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهُا رَقِيَةٌ أَصَبْتُمْ
 اقسِمُوا وَأَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ .

৫৩২৯. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর একদল সাহাবী সফরে
 রওয়ানা হন। তারা আরবের কোন এক গোত্রের নিকট এসে তাদের কাছে মেহমানদারী
 দাবি করেন। কিন্তু তারা মেহমানদারী করতে অস্বীকার করে। সেই গোত্রের সরদারকে
 বিষাক্ত প্রাণী দংশন করে। গোত্রের লোকজন সব রকমের চেষ্টা চালালেও কিছু লাভ হল
 না। তখন তাদের একজন বলল, এই যে দল যা তোমাদের কাছে এসে অবস্থান নিয়েছে,
 যদি তোমরা তাদের নিকট যেতে ! তাদের কারো নিকট ঔষধ থাকতে পারে। অতপর
 তারা সাহাবীদের নিকট এসে বলল, হে দলের লোকজন ! আমাদের সরদারকে বিষাক্ত
 প্রাণীতে কেটেছে। আমরা সব রকমের চেষ্টা-তদবির শেষ করেছি কিন্তু কোন ফায়দা
 হয়নি। তোমাদের কারও নিকট কিছু আছে কি ? সাহাবীগণের একজন বলেন, হাঁ,
 আল্লাহর কসম ! আমি ঝাড়-ফুক জানি। কিন্তু আমরা তোমাদের নিকট মেহমানদারী দাবি
 করেছিলাম। তোমরা মেহমানদারী করতে রাজী হওনি। আল্লাহর কসম ! তোমরা যতক্ষণ
 না মজুরী নির্ধারণ করবে, আমি ঝাড়-ফুক করব না। তারা কয়েকটি ছাগল দিতে রাজী
 হল। ঐ সাহাবী রওয়ানা দিয়ে সেখানে পৌছলেন এবং আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল
 আলামীন' পড়ে ফুক দিতে লাগলেন। তাতে গোত্রপতি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে চলাফেরা
 করতে লাগলেন। শর্ত মোতাবেক তারা তাঁর পারিশ্রমিক প্রদান করলে সাহাবীদের একজন
 বলেন, এগুলো ভাগ করে দাও। কিন্তু যাঁরা ঝাড়-ফুক করেছিলেন, তাঁরা বলেন, যতক্ষণ না
 আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করি এবং জেনে নেই যে,
 এ ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে কি হুকুম দেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা বন্টন কর না। সুতরাং
 তাঁরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌছে তার নিকট পুরো ব্যাপারটি তুলে ধরলেন। তিনি
 বলেন, তারা কি করে জানল যে, এতে ঝাড়-ফুকের কাজ হয় ? যাক তোমরা ঠিকই করেছ।
 তোমরা তা ভাগ করে নাও এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একভাগ নির্ধারণ কর।

৪০-অনুচ্ছেদ : ব্যথার জায়গায় ঝাড়-ফুককারীর ডান হাত বুলানো।

৫৩৩০- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوذُ بِبَعْضِهِمْ يَمْسَحُهُ بِبَيْمِنِهِ أَذْهَبَ الْبَاسَ
 رَبِّ النَّاسِ وَأَشْفَىٰ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءٌ لَا يَغَارِبُ سَقَمًا .

৫৩৩০. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর কোন স্ত্রীর ব্যথার জায়গায় তাঁর ডান হাত
 বুলাতেন এবং এই দু'আ পড়তেন : “আযহিবিল বাস, রাব্বান নাস ওয়া শাফে আন্তাশ
 শাফী, লা শিফায়া ইল্লাহ শিফাউকা শিফায়ান লাইউগাদিরক সাকমান” (“মানুষের রব !
 কষ্ট দূর কর, শেফাদান কর, তুমিই আরোগ্যদানকারী। তোমার নিরাময় ভিন্ন আর কোন
 নিরাময় নেই। এমন শেফা দাও, যা কোন রোগকেই বাদ দেয় না।”)

৪১-অনুচ্ছেদ : পুরুষকে নারীর ঝাড়ফুক করা ।

৫৩৩১- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ بِالْمُعْوِذَاتِ فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنَا أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِيَدِي فَمَسَحَ بِيَدِي نَفْسَهُ لِبَرَكَتِهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ كَيْفَ كَانَ يَنْفِثُ قَالَ يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمَسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ .

৫৩৩১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । যে অসুখে নবী (স) ইস্তেকাল করেন, সে অসুখে তিনি সূরা 'ফালাক' ও সূরা 'নাস' পড়ে নিজের উপর ফুঁ দিতেন । কষ্ট যখন বেড়ে গেল, তখন আমি তা পড়ে ফুঁ দিতাম এবং বরকতের জন্য তাঁর হাত তাঁর দেহে বুলিয়ে দিতাম । (মামার বলেন,) আমি ইবনে শিহাবকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কিভাবে ফুঁ দিতেন ? তিনি বলেন, তিনি তাঁর দুই হাতে ফুঁ দিতেন, তারপর হাত দু'খানা তাঁর মুখমণ্ডলে বুলিয়ে দিতেন ।

৪২-অনুচ্ছেদ : যে লোক ঝাড়ফুক করে না বা করায় না ।

৫৩৩২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَّمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ أَحَدٌ وَرَأَيْتُ سُودًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفُقَ فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي فَقِيلَ هَذَا مُوسَى فِي قَوْمِهِ ثُمَّ قِيلَ لِي أَنْظُرْ فَرَأَيْتُ سُودًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفُقَ فَقِيلَ لِي أَنْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا فَرَأَيْتُ سُودًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفُقَ فَقِيلَ هُوَ لَا يَبِينُ لَهُمْ فَتَذَاكِرَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا أَمَا نَحْنُ فَوَلَدُنَا فِي الشَّرِكِ وَلَكِنْ أَمْنَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكِنْ هُوَ لَا يَبِينُ لَهُمْ فَتَذَاكِرَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتُوبُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عَكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عَكَّاشَةُ .

৫৩৩২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন নবী (স) আমাদের নিকট এসে বলেন, (নবীগণের) উম্মাতদেরকে আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল । একজন নবী হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিল মাত্র একজন লোক । আরেকজন নবীর সাথে ছিল কেবল দু'জন লোক । অন্য একজন নবীর সাথে ছিল একদল লোক । একজন নবীর সাথে কেউই ছিল না । আবার এক বিরাট জামায়াত দেখলাম, যা গোটা আকাশ জুড়ে ছিল । আমি আকাংখা

করলাম, এ জামায়াতটি যদি আমার উম্মাত হত ! বলা হলো, এটি মূসা (আ) ও তাঁর জাতি। আমাকে পুনরায় বলা হলো, আপনি ভালো করে লক্ষ্য করুন। তখন আমি আকাশ জোড়া এক বিশাল জামায়াত দেখলাম। আমাকে আবার বলা হলো, আপনি এদিক-ওদিক দেখুন। আমি এক বিরাট জামায়াত দেখতে পেলাম, যা আকাশ জুড়ে ছিল। এবার আমাকে জানানো হলো, এরা আপনার উম্মাত। এদের সাথে সত্তর হাজার লোক আছে, যারা বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে। অতপর লোকজন এদিক-সেদিক চলে গেল কিন্তু তিনি তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু বলেননি। নবী (সা)-এর সাহাবীগণ এ সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন। তাঁরা বলেন, আমরা তো শিরক-এর যুগে জন্মেছি। তারপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি, বরং ওরা হবে আমাদের সন্তানরাই। অতপর এ খবর নবী (স)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, তারা সেইসব লোক যারা অশুভ-অমঙ্গল চিহ্ন মানে না, ঝাড়ফুক করায় না এবং (উত্তপ্ত শলাকা দ্বারা শরীরে) দাগ লাগায় না। সদা-সর্বদা তারা তাদের রবের উপর ভরসা রাখে। উক্কাশা ইবনে মিহসান (রা) উঠে দাঁড়ান এবং আরম্ভ করেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত হব ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আরেক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, হে আল্লাহর রাসূল ! আমিও কি তাদের মধ্যে আছি ? তিনি বলেন, এ ব্যাপারে উক্কাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।

৪৩-অনুচ্ছেদ : কোন কিছুকে অশুভ মনে করা।

৫৩৩৩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَأَعْلَىٰ وَلَا طَيْرَةَ وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالِدَارِ وَالذَّابَةِ .

৫৩৩৩. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, রোগের সংক্রমণ এবং অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। নারী, ঘর ও পশু এ তিন জিনিসে অমঙ্গল রয়েছে। ১৩

৫৩৩৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِطَيْرَةِ وَخَيْرُهَا الْفَأَلُ قَالُوا وَمَا الْفَأَلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ .

৫৩৩৪. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, অশুভ বা কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই। শুভ লক্ষণ হলো ফাল। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ফাল কি ? তিনি বলেন, তোমাদের কেউ (অদৃশ্য থেকে) যে ভালো ও সুন্দর কথা শুনতে পায় তা।

৪৪-অনুচ্ছেদ : ফাল (শুভ লক্ষণ)।

৫৩৩৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا طَيْرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأَلُ قَالُوا وَمَا الْفَأَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ .

১৩. যে নারীর সঙ্গ সুখকর নয়, যে নারীর সন্তান হয় না, যে নারী কলংকিতা, যে নারী কর্কশভাষিনী, যে গৃহ সংকীর্ণ, যে ঘরে মানুষ থাকতে চায় না, যে ঘরের প্রতিবেশী অনিষ্টকারী এবং যে পশু কোন কাজের নয়, যে ঘোড়া যুদ্ধের উপযুক্ত নয় বা কোন কাজে আসে না, সেই নারী, ঘর ও পশু থেকে দূরে থাকা উচিত। মহানবী (স)-এর কথার অর্থ অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। যদি অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু থাকতো তবে তা এ সবার মধ্যেই থাকতো।

৫৩৩৫. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, অশুভ ও কুলক্ষণ বলে কিছু নেই, বরং ফাল হলো শুভ বা ভালো। সবাই জিজ্ঞেস করলেন, ফাল কি, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বলেন, তোমাদের কেউ (অদৃশ্য থেকে) যে উত্তম কথা শুনতে পায় তা।

৫২২৬. عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ .

৫৩৩৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, রোগ সংক্রমণের কোন ভিত্তি নেই এবং অশুভ লক্ষণেরও কোন বাস্তবতা নেই। আর শুভ ফাল (অর্থাৎ অদৃশ্য থেকে শ্রুত) উৎকৃষ্ট কথা আমার নিকট পসন্দনীয়।

৪৫. অনুচ্ছেদ : হামাহ বলতে কিছু নেই। ১৪

৫২২৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفْرًا .

৫৩৩৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, রোগ সংক্রমণ বলতে কিছু নেই, অশুভ লক্ষণ নেই, হামাহ নেই এবং সফর মাসও অশুভ নয়।

৪৬-অনুচ্ছেদ : গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণী।

৫২২৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُدَيْلٍ اقْتَتَلْتَا فَرَمْتَا إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ وَلِي الْمَرْأَةِ الَّتِي غُرِمَتْ كَيْفَ أَعْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ (بَطْلٌ) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُفَّانِ .

১৪. জাহিলী যুগে আরবরা 'হামাহ' শব্দ দ্বারা কতগুলো অশুভ লক্ষণকে বুঝাত। তাদের বিশ্বাসমতে কোন ব্যক্তি নিহত হলে এবং তার প্রতিশোধ না নেয়া হলে তার মস্তক থেকে একটি কীটের আবির্ভাব হয়। তা তার কবরের চারপাশে চক্র দিতে থাকে আর পানি দাও পানি দাও বলে চিৎকার করতে থাকে। হত্যার প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। এই কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাসকে হামাহ বলে। কোন কোন বিশেষকের মতে হামাহ অর্থ পেঁচা। কারো ঘরে পেঁচা রাত যাপন করলে এটাকে অশুভ লক্ষণ গণ্য করা হতো। সে বিশ্বাস করতো যে, এটা তার বা তার কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর ইংগিতবাহী। কোন কোন বিশেষকের মতে, জাহিলী যুগের লোকেরা বিশ্বাস করতো যে, মৃত ব্যক্তির হাড়গোড় একটি উড়ন্ত পাখিতে রূপান্তরিত হয় এবং এটাকেই হামাহ বলে। মহানবী (স) এসব কুসংস্কার অলীক ধারণাপ্রসূত বলে অভিহিত করেন এবং জনগণকে তা প্রত্যাখ্যান করতে বলেন-(সম্পাদক)।

৫৩৩৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) হুযাইল গোত্রের দুই নারীর বিচার করেন। এরা দু'জন মারামারি করেছিল। একজন অন্যজনের প্রতি পাথর মারে এবং তার পেটে পতিত হয়। সে ছিল গর্ভবতী। (পাথরের আঘাতে) তার গর্ভপাত হয়ে যায়। তারা নবী (স)-এর নিকট মোকদ্দমা পেশ করলে তিনি গর্ভস্থ বাচ্চাটির দিয়াতস্বরূপ একটি গোলাম কিংবা দাসী প্রদানের রায় দিলেন। অপরাধিনীর অভিভাবক বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি তার দিয়াত কিভাবে আদায় করবো, যে পানাহার করেনি, কথা বলেনি, চিৎকারও করেনি? এতো বাতিলযোগ্য বিষয়। নবী (স) বলেন, লোকটি তো দেখছি গণৎকারদের ভাই।

৫৩৩৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ رَمَتَا إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بِغُرَّةِ عَبْدِ أَوْ وَلِيدَةٍ .

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةِ عَبْدِ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لَا أَكَلُ وَلَا شَرِبْتُ وَلَا نَطَقْتُ وَلَا اسْتَهَلُّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ .

৫৩৩৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। দু'জন মহিলার একজন আরেকজনের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে ঐ মহিলার গর্ভপাত হয়ে যায়; ঘটনার বিচারে নবী (স) একটি গোলাম বা দাসীদানের নির্দেশ দেন। অন্য এক সনদে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) গর্ভস্থ ভ্রূণ হত্যার দায়ে একটি গোলাম বা দাসী প্রদানের হুকুম দেন। যার বিরুদ্ধে এ রায় দেয়া হয়েছিল, সে বলল, আমি তার দিয়াত কিভাবে দেব, যে পানাহার করেনি, কথা বলেনি এবং চিৎকারও করেনি? এতো বাতিলযোগ্য বিষয়। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এতো দেখছি গণকদের ভাই।

৫৩৪০. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

৫৩৪০. আবু মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স) কুকুরের মূল্য, যেনাকারিণীর মজুরী এবং গণকের মজুরী নিষিদ্ধ করেছেন।

৫৩৪১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَنَا أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطُفُهَا مِنَ الْجِنِّ فَيَقْرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ .

৫৩৪১. আয়েশা (রা) বলেন, কতিপয় লোক রসূলুল্লাহ (স)-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তারা কিছুই নয় (তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়)। লোকজন আরয় করেন, হে আল্লাহর রসূল ! তারা কোন কোন সময় এমন কথা বলে, যা সত্য হয়। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, একটি জিন ঐ সত্য কথাটি (উর্ধ জগতে) ত্বরিত গতিতে শুনে নেয় এবং তার বন্ধু (গণকের) কানে তা তুলে দেয়, অতপর গণক ঐ কথাটির সাথে শত শত মিথ্যা মিলিয়ে প্রকাশ করে। ১৫

৪৭-অনুচ্ছেদ : যাদু সম্পর্কে। আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرَ .

“বরং কুফরী করেছে সেই শয়তানেরা, যারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত”-(সূরা আল-বাকারা : ১০২)।

وَلَا يَفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى .

“যাদুকর সফল হবে না, সে যতই (দক্ষতা) অর্জন করুক”-(সূরা ত্বাহা : ৬৯)।

أَفْتَاتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ .

“তোমরা কি দেখে-শুনেও যাদুর কবলে পড়বে”-(সূরা আশিয়া : ৩)?

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى .

“তাদের যাদুর কারণে তার মনে হল যেন তা ছুটাছুটি করছে”-(সূরা ত্বাহা : ৬৬)।

وَمِنْ شَرِّ النَّفْثَاتِ فِي الْعُقَدِ .

“এবং গিরায় ফুঁ দানকারিণীর অনিষ্ট থেকে”-(সূরা আল ফালাক : ৪)।

আন-নাফাসাত অর্থ যাদুকরগণ এবং তুসহারান অর্থ যাদু, ভেলকি।

٥٣٤٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَيْبِدُ بْنُ الْأَعْصَمِ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا

১৫. পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহর সিদ্ধান্ত ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়। উর্ধজগতে ফেরেশতাগণ এসব বিষয়ে পরস্পর আলোচনাকালে জিন-শয়তান অতি কষ্টে তা শুনার চেষ্টা করে। উর্ধজগতে জিনদের পৌছার পথে উচ্চপাতসহ অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসব বাধা ডিঙিয়ে জিন-শয়তান চুরি করে ত্বরিতবেগে ফেরেশতাদের আলোচনা শুনে নেয় এবং ভূপৃষ্ঠে এসে তা তার বন্ধু গণকের কানে বিশেষ পদ্ধতিতে তুলে দেয়। গণক ঐ কথার সাথে শত মিথ্যা মিলিয়ে তা প্রকাশ করে। ফলে গণকের জিনের মারফত পাওয়া দুই একটি কথা সত্য হয় এবং বাকি শত মিথ্যা কথা এর नीচে চাপা পড়ে যায়। একথাটি সত্য হওয়ার কারণে গণকের প্রতি মানুষ ভবিষ্যত জানার জন্য ঝুঁকে পড়ে। তার ব্যবসাও জমজমাট হয়। গণকদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন হারাম। কারণ, এতে তাদেরকে গায়েব জানার অধিকারী মনে করা হয়। এটা পরিষ্কার শির্ক।

ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اشْعَرْتِ أَنْ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعَ الرَّجُلُ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجَفِّ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكَرَ قَالَ وَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بَيْتِ زُرَّانَ فَآتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ كَانَ مَاعًا نَقَاعَةُ الْحِنَاءِ أَوْ كَانَ رُعُوسَ نَخْلِهَا رُعُوسُ الشَّيَاطِينِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا اسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ قَدْ عَافَانِي اللَّهُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتُورَّ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا فَأَمَرَ بِهَا فَدَفَنْتُ وَعَنْ هِشَامٍ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ وَيُقَالُ الْمُشَاطَةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّعْرِ إِذَا مُشِطَ وَالْمُشَاقَةُ مِنْ مُشَاقَةِ الْكُتَّانِ .

৫৩৪২. আয়েশা (রা) বলেন, মদীনার যুরাইক গোত্রের লবীদ ইবনুল আসাম নামে জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর উপর যাদু করে। ফলে নবী (স)-এর অবস্থা এমন হয় যে, কোন কাজ সম্পর্কে তাঁর মনে হতো সেটি তিনি করেছেন, অথচ তা তিনি করেননি। একদিন অথবা রাতে তিনি আমার নিকটে ছিলেন। কিন্তু বারবার তিনি দোয়া করলেন, অতপর বলেন, হে আয়েশা ! তুমি কি অবগত আছ যে, আমি যা জানতে চেয়েছিলাম, আল্লাহ আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন ? আমার নিকট দু'জন লোক এসেছিল। তাদের একজন আমার মাথার নিকট এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে বসলো। একজন তার সাথীকে জিজ্ঞেস করে, এ ব্যক্তির কি রোগ হয়েছে ? অপরজন বলল, তাঁকে যাদু করা হয়েছে। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, কে যাদু করেছে ? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব দিল, লবীদ ইবনুল আসাম। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, কোন জিনিসের মধ্যে ? দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, চিরুণীর ভগ্নাংশ ও মাথার চুল সবুজ অর্থাৎ কাঁচা খেজুরের খোলসে ঢুকিয়ে। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, এসব জিনিস কোথায় ? দ্বিতীয়জন বললো, 'জারওয়ান' নামক কূপের ভেতরে। অতপর রসূলুল্লাহ (স) তাঁর কয়েকজন সাহাবীসহ সেই কূপের নিকট গেলেন, তারপর ফিরে এসে বলেন, হে আয়েশা ! ঐ কূপের পানি মেহেন্দী পেষা পানির মতো লাল হয়ে গেছে। আর সেই কূপের আশপাশের খেজুর গাছগুলোর মাথা যেন শয়তানের মাথার মতো। আমি আরয় করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আপনি তা প্রকাশ করেননি কেন ? তিনি বলেন, আমাকে আল্লাহ তাআলা আরোগ্য দান করেছেন। তাই আমি মানুষের মাঝে এর অপচর্চা ছড়িয়ে দেয়া পসন্দ করি না। সুতরাং তিনি কূপটি ভরাট করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তা ভরাট করে দেয়া হলো। হিশামের মতে যাদুর উপকরণ ছিল চিরুণী ও কাস্তানের টুকরো। বুখারী (র) বলেন, মুশতাহ হলো চিরুণী করার ফলে যে চুল উঠে যায় তা। আর মুশাকাহ হলো কাস্তান।

৪৮-অনুচ্ছেদ : শিরক ও যাদু ধ্বংসাত্মক পাপ ।

৫২৬২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا الْمُؤَبِقَاتِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ .

৫৩৪৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা ধ্বংস ও বিনাশকারী জিনিসগুলো অর্থাৎ আল্লাহর সাথে শিরক ও যাদু থেকে দূরে থাক ।

৪৯-অনুচ্ছেদ : যাদু মুক্ত হওয়ার চিকিৎসা করা কি জায়েয ? কাভাদা (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এক লোকের উপর যাদুটোনা করা হয়েছে, কিংবা (যাদু করে) তাকে তার স্ত্রী হতে বিমুখ করে রাখা হয়েছে, এখন তার থেকে (যাদুর প্রতিক্রিয়া) দূর করা কি হালাল ? তিনি জবাব দিলেন, তাতে কোন ক্ষতি নেই । কারণ, এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ভালো করা । আর যা কল্যাণ ও উপকার করে তা নিষিদ্ধ নয় ।

৫২৬৪- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ قَالَ سَفِينٌ وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السَّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا قَالَ فَاثْتَبَهُ مِنْ نَوْمِهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَعْلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحدهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلْآخَرِ مَا بَالَ الرَّجُلُ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ وَفِيمَ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمَشَاقَّةٍ قَالَ وَأَيْنَ قَالَ فِي جَفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرْتُ تَحْتَ رِعْوَفَةٍ فِي بَيْتِ زُرَّوَانَ قَالَتْ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ الْبَيْتَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْبَيْتُ الَّتِي أُرِيْتَهَا وَكَانَ مَاءَهَا نَقَاعَةُ الْحِنَاءِ وَكَانَ نَخَلَهَا رُؤْسُ الشَّيَاطِينِ قَالَ فَاسْتَخْرَجَ قَالَتْ فَقُلْتُ أَفَلَا أُنَى تَنْشَرْتُ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ فَقَدْ شَفَانِي وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرًّا .

৫৩৪৪. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর উপর যাদু করা হয় । তাঁর অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, তিনি তাঁর বিবিদের নিকট যেতেন না, অথচ তাঁর মনে হতো তিনি তাঁদের নিকট হয়েই এসেছেন । সুফিয়ান বলেন, যখন এ অবস্থা হয় তখন (বুঝতে হবে) এটা মারাত্মক যাদুর প্রতিক্রিয়া । অতপর নবী (স) একদিন ঘুম থেকে জেগে বলেন, হে আয়েশা ! তুমি কি অবগত আছ আমি যা জানতে চেয়েছিলাম আল্লাহ তাআলা আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন ? আমার নিকট দু'জন লোক এসে একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে বসলো । আমার মাথার নিকট বসা লোকটি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলো, তার কি অসুখ হয়েছে ? দ্বিতীয়জন জবাব দিল, তাকে যাদু করা হয়েছে ।

প্রথমজন প্রশ্ন করলো, কে যাদু করেছে ? দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, লবীদ ইবনুল আসাম। সে বনী যুরাইকের লোক, ইহুদীদের মিত্র এবং মোনাসফিক। প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, কিসের দ্বারা যাদু করা হয়েছে ? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, চিরুনীর খণ্ডাংশ এবং মাথা আঁচড়ানোতে ঝরে পড়া চুলে। প্রথমজন বলল, তা কোথায় ? দ্বিতীয়জন বললো, নর খেজুর গাছের সবুজ খোসার ভেতর ঢুকিয়ে 'যারওয়ান' কূপে পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, অতপর নবী (স) চিরুনী ইত্যাদি খুঁজে বের করার জন্য ঐ কূপের নিকট গেলেন এবং বলেন, এটিই সেই কূপ, যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল। এর পানি যেন মেহেন্দী ভেজা পানির ন্যায়। কূপের আশপাশের খেজুর গাছগুলোর মাথা যেন শয়তানের মাথা। (হাদীস বর্ণনাকারী) বলেন, (কূপ হতে যাদুর) ওসব জিনিস বের করা হলো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি আরয করলাম, আপনি এটা প্রচার করেননি কেন ? তিনি বলেন, আল্লাহর কসম ! আল্লাহ আমাকে আরোগ্যদান করেছেন। কারো বদকাজ মানুষের মাঝে মশহুর করে দেয়া আমি পসন্দ করি না। ১৬

৫০-অনুচ্ছেদ : যাদুটোনা।

৫৩৪৫- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِي دَعَا اللَّهَ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ اشْعَرْتِ يَا عَائِشَةُ أَنْ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرَ عِنْدَ رِجْلِي ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعَ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ قَالَ فِيمَاذَا قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفٍ طَلْعَةٍ ذَكَرَ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بَيْتِ نَيْ أَرْوَانَ قَالَ فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَنَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبَيْتِ فَنظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَانَ مَا عَا نَقَاعَةَ الْحِنَاءِ وَلَكَانَ نَخْلَهَا رُؤْسُ الشَّيْطَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَأَخْرَجْتَهُ قَالَ لَا أَمَا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللَّهُ وَشَفَانِي وَخَشَيْتُ أَنْ أُتَوَّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا وَأَمَرَ بِهَا فِدْفِنْتُ .

৫৩৪৫. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে যাদু করা হলো। ফলে তাঁর মনে হতো, তিনি কোন কাজ করছেন অথচ তা তিনি করেননি। একদিন তিনি আমার নিকট ছিলেন। তিনি আল্লাহর নিকট বারবার দোয়া করতে থাকেন, অতপর বলেন, হে আয়েশা ! তুমি কি অবগত হয়েছ, আমি যা জানতে চেয়েছিলাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন ? আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ ! তা কি ? তিনি বলেন, আমার নিকট দু'জন

১৬. যাদুটোনা করা হারাম। তবে কেউ যাদু করলে, অনুরূপ যাদুর মাধ্যমে চিকিৎসা করা জায়েয। কিন্তু শরীয়াত বিরোধী উত্তমস্ত্র দ্বারা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা নিষিদ্ধ।

লোক আসে। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন পায়ের কাছে বসে। তাদের একজন তাঁর সাথীকে জিজ্ঞেস করলো, এ ব্যক্তির কি অসুখ? দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, একে যাদু করা হয়েছে। প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, কে করেছে? সে জবাব দিল, লবীদ ইবনুল আসাম। সে ছিল ইহুদী, যুরাইক গোত্রের লোক। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, কিসের দ্বারা? দ্বিতীয়জন বললো, চিরুনীর খণ্ডাংশ এবং চিরুনীতে ঝরে পড়া চুল নর গাছের কাঁচা খেজুরের খোসায় ঢুকিয়ে। সে জিজ্ঞেস করলো, তা কোথায়? সে জবাব দিল, 'যি-আরওয়ান'-এর কূপের মধ্যে। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (স) তাঁর কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে ঐ কূপের নিকট গেলেন, সেটি ভাল করে দেখলেন। তার পাশে একটি খেজুর গাছ ছিল। নবী (স) আয়েশা (রা)-এর নিকট ফিরে এসে বলেন, আল্লাহর কসম! সেই কূপের পানি মেহেন্দী ভিজানো পানির ন্যায় ছিল। এর আশেপাশের খেজুর গাছগুলোর মাথা যেন শয়তানের মাথার মতো। আমি বললাম, ইয়া রসূলান্নাহ! আপনি তা (জনসমক্ষে) প্রকাশ করেননি কেন? তিনি বলেন, না। আল্লাহ তাআলা আমাকে ভালো করেছেন, আরোগ্য দান করেছেন। ঐ লোকটির বদকাজ সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিতে আমি ভয় করছি। অতপর তিনি যাদুর ঐসব বস্তু মাটিতে পুঁতে ফেলার নির্দেশ দেন এবং তা পুঁতে ফেলা হয়।

৫১-অনুচ্ছেদ : ভাষণে যাদুকরি প্রভাব।

৫৩৬৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ أَوْ إِنْ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ .

৫৩৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। প্রাচ্য থেকে দু'জন লোক আসলো এবং তারা বক্তৃতা দিল। তাদের বক্তৃতায় লোকজন খুবই মুগ্ধ ও মোহিত হলো। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, নিশ্চয় কোন কোন বক্তৃতায় যাদুকরি প্রভাব আছে।

৫২-অনুচ্ছেদ : মদীনার আজওয়া খেজুর দ্বারা যাদুটোনার চিকিৎসা করা।

৫৩৬৭- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اضْطَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَى اللَّيْلِ وَقَالَ غَيْرُهُ سَبَّعَ تَمْرَاتٍ .

৫৩৬৭. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি দিন ভোরে কয়েকটি আজওয়া খেজুর খাবে ঐ দিন রাত পর্যন্ত কোন বিষ এবং কোন যাদুটোনাই তার ক্ষতি করতে পারবে না। অপর বর্ণনায় সাতটি খেজুর উল্লেখ আছে।

৫৩৬৮- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبَّعَ تَمْرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ .

৫৩৪৮. সাদ (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যে লোক ভোর বেলায় সাতটি 'আজওয়া খেজুর খাবে সেদিন কোন বিষ বা কোন যাদুটোনা তার ক্ষতি করতে পারবে না।

৫৩-অনুচ্ছেদ : হামাহ বলতে কিছু নেই।

৫৩৪৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا عَنُوى وَلَا صَفَرٌ وَلَا هَامَةٌ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْأَيْلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ لَكَأَنَّهَا الظَّبْيَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلِ .

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُورِدُنَّ مُمْرِضُ عَلَى مُصِحِّهِ وَإِنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلِ قُلْنَا أَلَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ لَا عَنُوى فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ .

৫৩৪৯. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, রোগের সংক্রমণ বলতে কিছু নেই, সফর মাসে অমঙ্গলের কোন ভিত্তি নেই এবং হামাহ-এর কোন অস্তিত্ব নেই। এক বেদুঈন বলেন, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে উটের এ দশা কেন হয় যে, উট পাল ময়দানে হরিণের মতো (সুস্থ ও সুন্দর) থাকে। তাদের সাথে চর্ম রোগাক্রান্ত একটি উট এসে (এই সুস্থ) উটপালের সাথে মিশে এবং এগুলোকেও চর্মরোগী বানিয়ে দেয়। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তাহলে প্রথম উটটির চর্মরোগ কোথা থেকে আসলো?

আবু সালামার বর্ণনা, তিনি আবু হুরাইরা (রা)-কে পরে বলতে শুনেছেন, নবী (স) বলেছেন, কেউ যেন কখনও সুস্থ উটের সাথে চর্মরোগাক্রান্ত উট না রাখে। আবু হুরাইরা (রা) প্রথমোক্ত হাদীসটি অস্বীকার করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি 'লা আদওয়া' বর্ণনা করেননি? তিনি হাবশী ভাষায় এমন কিছু কথা বলেন, যা আমার বুঝে আসেনি। আবু সালামা বলেন, আবু হুরাইরা (রা) এ হাদীসটি ভিন্ন আর কোন হাদীস ভুলেননি।

৫৪-অনুচ্ছেদ : রোগ সংক্রমণ নেই।

৫৩৫০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَنُوى وَلَا طَيْرَةٌ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالِدَارِ .

৫৩৫০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কোন রোগ সংক্রমণ এবং কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই। (যদি অশুভ বা কুলক্ষণ বলে কিছু থাকতো তাহলে) ঘোড়া, নারী এবং গৃহ এ তিন জিনিসেই থাকতো।

৫৩৫১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا عَنُوى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ

بُنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمَصِيحِ .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا عَدْوَى فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الْإِيلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظَّبْيَاءِ فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلِ .

৫৩৫১. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, কোন রোগ সংক্রমণ নেই। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন, তোমরা (চর্ম) রোগাক্রান্ত উট সুস্থ উটের সাথে রেখো না। অন্য এক সনদসূত্রে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, রোগ সংক্রমণ নেই। এক বেদুঈন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তাহলে এ ব্যাপারে আপনার কি রায় যে, উট চারণ ভূমিতে হরিণের মতো (সুস্থ ও সুন্দর) থাকে। এসব উটের মাঝে একটি চর্মরোগাক্রান্ত উট এসে মিশে এবং সবগুলোকে চর্মরোগী বানিয়ে দেয়? নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, প্রথম উটটির চর্মরোগ আসলো কোথা থেকে?

৫৩৫২- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا عَنُوى وَلَا طَيْرَةٌ وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ قَالُوا وَمَا الْفَالُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ .

৫৩৫২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, কোন রোগ সংক্রমণ নেই, কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই। 'ফাল' আমার পসন্দনীয়। লোকজন আরয় করলো, 'ফাল' কি? তিনি বলেন, উত্তম বাক্য।

৫৫-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-কে বিষয়প্রয়োগের বর্ণনা। আয়েশা (রা) নবী (স) থেকে এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৩৫৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فَتَحَتْ خَيْرٌ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَاةٌ فِيهَا سَمٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنَ الْيَهُودِ فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي سَأَلْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِي (صَادِقُونِي) عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَبُوكُمْ قَالُوا أَبُوْنَا فَلَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فَلَانَ فَقَالُوا صَدَقْتَ وَبَرِرتَ فَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِي عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَا كَذَبْنَا كَمَا عَرَفْتَنَا فَمَا عَرَفْتَنَا فِي أَبِيْنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهْلُ النَّارِ فَقَالُوا

نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلُقُونَنَا فِيهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ااخْسِنُوا فِيهَا
وَاللَّهِ لَا تَخْلُقُكُمْ فِيهَا أَبَدًا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيٌّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ
عَنْهُ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سَمًّا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ مَا حَمَلَكُمْ
عَلَى ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَذَابًا نَسْتَرِيحُ مِنْكَ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرْكُ .

৫৩৫৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, খায়বার বিজিত হলে রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য একটি (ভাজা) বকরী হাদিয়া পাঠানো হয়। তাতে বিষ মিশ্রিত ছিল। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এখানকার ইহুদী সবাইকে আমার সামনে জমায়েত করো। অতএব তাঁর সামনে সবাইকে জমায়েত করা হলো। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বলেন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করতে চাই। তোমরা কি সে ব্যাপারে আমার নিকট সত্য কথা বলবে? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আবুল কাসেম! রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পিতা কে? তারা বললো, অমুক আমাদের পিতা। তিনি বলেন, তোমরা মিথ্যা বলেছ, বরং তোমাদের পিতা অমুক। তারা বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন এবং সত্য বলেছেন। তিনি আবার বলেন, যদি আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তবে তোমরা কি সে ব্যাপারে আমার নিকট সত্য কথা বলবে? তারা বললো, হ্যাঁ, হে আবুল কাসেম। কারণ, আমরা যদি মিথ্যা বলি, তাহলে আপনি আমাদের মিথ্যা ধরে ফেলবেন, যেমন ধরে ফেলেছেন আমাদের পিতা সম্পর্কে মিথ্যা বলা। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, জাহান্নামী কারা? তারা বললো, আমরা স্বল্প মেয়াদ পর্যন্ত (জাহান্নামে) থাকবো, অতপর আমাদের বদলে তোমরা থাকবে। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বলেন, চিরকাল তোমরাই লাঞ্চিত হও জাহান্নামে। আব্বাহুর কসম! আমরা কখনও তাতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবো না। পুনরায় তিনি তাদেরকে বলেন, আমি তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করলে তোমরা কি সে ব্যাপারে আমার নিকট সত্য কথা বলবে? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এ বকরিটির গোশতে বিষ মিশিয়েছ? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন, কোন্ বস্তু তোমাদেরকে এ কাজ করতে প্ররোচিত করেছে? তারা বললো, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যদি আপনি (নবুওয়াতের) মিথ্যা দাবিদার হয়ে থাকেন, তাহলে (আপনি খতম হয়ে যাবেন এবং) আমরা আপনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যাব। আর যদি আপনি নবী হন, বিষ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

৫৬-অনুচ্ছেদ : বিষপান, তার দ্বারা চিকিৎসা এবং বিপদজনক জিনিস বা অপবিত্র বস্তু দ্বারা চিকিৎসা।

৫৩৫৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ
فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ
نَفْسَهُ فَسَمَهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ

نَفْسُهُ بِحَدِيثَةٍ فَحَدِيثُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

৫৩৫৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে লোক স্বেচ্ছায় পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে এবং জাহান্নামেও সে চিরকাল অনুরূপ পতিত হতে থাকবে। আর যে লোক বিষপানে আত্মহত্যা করে, সেই বিষ থাকবে তার হাতে এবং দোষখে সে তা পান করতে থাকবে চিরদিন। আর যে ব্যক্তি লোহার অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে, সেই লোহা তার হাতে থাকবে চিরকাল। জাহান্নামে সেই লোহা দ্বারা সে তার পেটে আঘাত করতে থাকবে অনন্তকাল।

৫৩৫৫- عَنْ سَعْدِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ اصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمْرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌ وَلَا سِحْرٌ.

৫৩৫৫. সাদ (রা) বলেন, রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ভোরবেলা সাতটি 'আজওয়া' খেজুর খাবে, ঐদিন কোন বিষ বা যাদুটোনা তার কোনরূপ অনিষ্ট করতে পারবে না।

৫৭-অনুচ্ছেদ : গর্দভীর দুধ।

৫৩৫৬- عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبْعِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ أَسْمَعُهُ حَتَّى آتَيْتُ الشَّامَ وَرَأَدَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ هَلْ يَتَوَضَّأُ أَوْ تَشْرَبُ الْبَانُ الْأْتْنِ أَوْ مَرَارَةَ السَّبْعِ (الْتِبَاعِ) قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ أَسْمَعُهُ حَتَّى آتَيْتُ الشَّامَ وَرَأَدَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَقَوْضًا أَوْ نَشْرَبُ الْبَانُ الْأْتْنِ أَوْ مَرَارَةَ السَّبْعِ أَوْ أَبْوَالَ الْأَيْلِ قَالَ قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوُونَ بِهَا فَلَا يَرُونَ بِذَلِكَ بَأْسًا فَأَمَّا الْبَانُ الْأْتْنِ فَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ لُحُومِهَا وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنِ الْبَانِهَا أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبْعِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبْعِ .

৫৩৫৬. আবু সালামা আল-খুশানী (রা) বলেন, নবী (স) শ্বদন্তু হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। যুহরী (র) বলেন, আমি সিরিয়ায় আসা পর্যন্ত এ হাদীসটি শুনিনি। আর লাইসের বর্ণনায় আরো আছে যে, ইউনুস (র) ইবনে শিহাব (যুহরী) থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি (আবু ইদরীসকে) জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি গর্দভীর দুধ দিয়ে উয় করতে কিংবা তা

পান করতে পারি কিংবা হিংস্র জন্তুর পিত্তরস অথবা উটের পেশাব ব্যবহার করতে পারি ? তিনি বলেন, (আগেকার) মুসলমানগণ উটের পেশাব চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করতেন এবং তাতে কোনরূপ অন্যায় মনে করতেন না। তবে গর্দভীর দুধ সম্পর্কে আমরা এতটুকু অবহিত হয়েছি যে, রসূলুল্লাহ (স) গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন কিন্তু এর দুধপান সম্বন্ধে কোন অনুমতি বা নিষেধ আমাদের নিকট পৌঁছেনি। আর হিংস্র জন্তুর পিত্তরস সম্পর্কে ইবনে শিহাব (র) আবু ইদরীস খাওলানী থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) শ্বদন্ত হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন।

৫৮-অনুচ্ছেদ ৩ পাত্রে মাছি পড়লে।

৫৩৫৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِثْنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءٌ .

৫৩৫৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে মাছি পড়লে সে যেন গোটা মাছিটা তাতে ডুবিয়ে দেয়, অতপর তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কেননা এর একটি ডানায় নিরাময় এবং অপর ডানায় রোগ আছে।

كِتَابُ اللَّبَاسِ

(পোশাক)

১-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ بِعِبَادِهِ .

“আপনি বলুন, আল্লাহর সৃষ্ট সৌন্দর্য উপকরণ কে হারাম করেছে, যা তিনি আপন বান্দাদের জন্য উদ্ভাবন করেছেন”—(আল আরাফ : ৩২)? নবী (স) বলেন, তোমরা খাও, পান কর, পোশাক পরিধান কর এবং দান-খয়রাত কর। তবে অপব্যয় ও অহংকার পরিহার করো। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যা চাও খাও এবং যা খুশী পর, যদি দু’টি জিনিস পরিহার করতে পার : অপব্যয় ও অহংকার।

৫৩৫৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ

৫৩৫৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশে নিজ পরিধেয় বস্ত্র মাটিতে টেনে টেনে চলে তার প্রতি আল্লাহ দৃষ্টিপাত করবেন না।^১

২-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি বিনা অহংকারে পোশাক (মাটিতে) টেনে টেনে চলে।

৫৩৫৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ

اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدًا شَقِيَ إِزَارِي يَسْتَرْخِي الْأَنْ أُنْ اتَّعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَسْتُ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خِيَلَاءَ .

৫৩৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে লোক পরিধানের কাপড় অহংকারবশে (পায়ের গোছার নীচে), ঝুলিয়ে চলে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে (রহমতের) দৃষ্টিতে তাকাবেন না। আবু বাকর সিদ্দীক (রা) বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার লুঙ্গির একদিক ঝুলে পড়ে, যদি না আমি তাতে গিরা দেই (এবং বিশেষ লক্ষ্য রাখি)। নবী (স) বলেন, যারা অহংকারবশে তা করে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।^২

৫৩৬০. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ

يَجْرُ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا حَتَّى آتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَجَلَى عَنْهَا

১. বিনা ওযরে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিধানের লুঙ্গি, পায়জামা, জামা, জুকা ইত্যাদি পায়ের গোছার নীচে ঝুলিয়ে দেয়া নিষিদ্ধ। গর্ব-অহংকারের ভাব অন্তরে না থাকলেও তা ডিঁষিদ্ধ। নারীরা এর ব্যতিক্রম। তাদের পায়ের পাভাও ঢেকে রাখার অনুমতি আছে।

২. আবু বাকর (রা)-এর ডুপট ও কোমরের গড়নটাই এমন ছিল যে, পায়জামা ও লুঙ্গি পরলে অলক্ষ্যে নীচে নেমে যেত। এটা দৃশ্যীয় নয়হু

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا.

৫৩৬০. আবু বাক্রা (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর নিকট ছিলাম। তখন সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি ত্বরিত গতিতে পরিধেয় বস্ত্র টানতে টানতে উঠে দাঁড়ান এবং মসজিদে এসে পৌছেন। লোকজন দ্রুত জমায়েত হলে তিনি দুই রাকাআত নামায পড়েন। অতপর সূর্য উজ্জ্বল হয়ে গেল (গ্রহণমুক্ত হলো)। অতপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বলেন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। যখন তোমরা এদের মধ্যে অনুরূপ কিছু দেখবে, তখন নামায পড়বে এবং গ্রহণমুক্ত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকবে।

৩-অনুচ্ছেদ : পরিধেয় বস্ত্র গুটিয়ে রাখা।

৫৩৬১. عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ بِلَالًا جَاءَ بِعَنْزَةٍ فَرَكَّزَهَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ مُشْمَرًا فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ إِلَى الْعَنْزَةِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالنَّوَابِ يَمْرُؤْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وِرَاءِ الْعَنْزَةِ.

৫৩৬১. আবু জুহাইফা (রা) বলেন, আমি দেখলাম, বিলাল (রা) একটি বর্শা নিয়ে এসে তা মাটিতে গেঁড়ে দিলেন, তারপর নামাযের ইকামত দিলেন। আমি দেখলাম, রসূলুল্লাহ (স) একটি 'ছল্লা' পরিধান করে তা গুটিয়ে ধরে বেরিয়ে এলেন এবং বর্শার দিকে মুখ করে দুই রাকআত নামায পড়েন। আমি মানুষ ও পশুকে তাঁর সামনে বর্শার বহির্দিক দিয়ে অতিক্রম করতে দেখেছি।

৪-অনুচ্ছেদ : পায়ের যে গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া হয় তা দোষখে যাবে।

৫৩৬২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ.

৫৩৬২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র পরবে, সেই গোছা দোষখে যাবে।

৫-অনুচ্ছেদ : অহংকারবশে গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা।

৫৩৬৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا.

৫৩৬৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে লোক অহংকারবশে তার পরিধেয় গোছার নিচে ঝুলিয়ে টেনে টেনে চলে তার প্রতি আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না।

৫৩৬৪- عن ابى هريرة يقول قال النبىُّ او قال ابو القاسم ﷺ بينما رجل يمشى فى حلةٍ تُعجبهُ نفسه مُرجِلُ جُمَّته اذ خسفَ اللهُ بهِ فهو يتجلجلُ (يتجللُ) الى يومِ القيامةِ .

৫৩৬৪. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী অর্থাৎ আবুল কাসেম (স) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি 'হল্লা' পরিধান করে মাথায় চিরুনী করে অহংকারী চিত্তে পথ চলছিল। হঠাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে মাটিতে ধসিয়ে দেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে এভাবে ধসে যেতে থাকবে।

৫৩৬৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُجْرُ إِزَارَهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

৫৩৬৫. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এক ব্যক্তি (গোছার নীচে) পরিধেয় বুলিয়ে পথ চলছিল। এ অবস্থায় হঠাৎ তাকে ধসিয়ে দেয়া হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনে ধসে যেতে থাকবে।

৫৩৬৬- عَنْ جَرِيرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى بَابِ دَارِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ نَحْوَهُ .

৫৩৬৬. জারীর ইবনে যায়েদ (র) বলেন, আমি সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর সাথে তাঁর ঘরের দরজায় ছিলাম। তখন তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-কে নবী (স) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

৫৩৬৭- عَنْ شُعْبَةَ قَالَ لَقِيتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَأْتِي مَكَانَهُ الَّذِي يَقْضَى فِيهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيلَةً لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ لِمُحَارِبٍ أَذْكَرَ إِزَارَهُ قَالَ مَا خَصَّ إِزَارًا وَلَا قَمِيصًا .

৫৩৬৭. শোবা (র) বলেন, আমি মুহারিব ইবনে দিসারের সাথে দেখা করলাম। তখন তিনি ঘোড়ায় চড়ে বিচারালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর কাছে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশে পরিধানের কাপড় গোছার নীচে বুলিয়ে চলবে, আল্লাহ তাআলা তার দিকে কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না। আমি মুহারিবকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি লুঙ্গির কথাও উল্লেখ করেছেন? তিনি বলেন, তিনি জামা-পায়জামা কোনটাই নির্দিষ্ট করেননি।

৬-অনুচ্ছেদ : ঝালর বা পাড়যুক্ত ইয়ার (লুঙ্গি বা পায়জামা)। মুহরী, আবু বাকুর ইবনে মুহাম্মাদ, হামযা ইবনে আবু উসাইদ ও মুয়াবিয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা নকশাদার পাড়যুক্ত ইয়ার পরিধান করেছেন।

৫৩৬৮- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسَةٌ وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقْنِي فَبِتَ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْيَةِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا فَسَمِعَ خَالِدُ ابْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَتْ فَقَالَ خَالِدٌ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَنْتَهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا وَاللَّهِ مَا يَزِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَيَّ رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَنْوُقَ عُسَيْلَتَكَ وَتَنْوُقِي عُسَيْلَتَهُ فَصَارَ سَنَةً بَعْدَهُ .

৫৩৬৮. নবী পত্নী আয়েশা (রা) বলেন, রিফায়া আল-কুরাযীর স্ত্রী রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এলো। তখন আমি বসা ছিলাম। আবু বাকর (রা)-ও মহানবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। রিফায়ার স্ত্রী বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমি রিফায়ার বিবাহ বন্ধনে ছিলাম। সে আমাকে বিবাহ বন্ধন ছিন্নকারী তালাক দেয়। এরপর আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইরের সাথে আমার বিয়ে হয়। কিন্তু আল্লাহর কসম, ইয়া রসূলুল্লাহ ! তার নিকট (বিশেষ অঙ্গটি) কাপড়ের পাড়ের মতো ভিন্ন আর কিছুই নাই। মহিলাটি তার চাদরের ডোরাদার পাড় ধরে দেখালো। খালিদ ইবনে সায়ীদ (রা) দরজায় দাঁড়িয়ে মহিলার কথা শুনে পেলেন। তিনি ভেতরে প্রবেশের অনুমতি পাননি। খালিদ (রা) বলেন, হে আবু বাকর! এ মহিলাটিকে বাধা দিচ্ছেন না কেন? সে যে (লজ্জার) কথা রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে বলছে। আল্লাহর কসম ! রসূলুল্লাহ (স) কেবল মুচকি হাসলেন, তারপর সেই স্ত্রীলোকটিকে বলেন, বোধ হয় তুমি রিফায়ার নিকট ফিরে যেতে চাও। এমনটি হতে পারে না, যতক্ষণ না সে (আবদুর রহমান) তোমার সাথে এবং তুমি তার সাথে সঙ্গম-সুখ লাভ করবে। এরপর থেকে এ নিয়মই প্রবর্তিত হল।^৩

৭-অনুচ্ছেদ : চাদর সম্পর্কে। আনাস (রা) বলেন, এক বেদুঈন নবী (স)-এর চাদর টেনে ধরেছিল।

৫৩৬৯- عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى بِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ ابْنِ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْرَةٌ فَاسْتَأْنَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ .

৩. অর্থাৎ এ ঘটনাটি শরীয়াতের একটি বিধানে পরিণত হয়ে গেছে। তিন তালাকের পর কোন মহিলার অন্যথানে বিয়ে হওয়ার পর নতুন স্বামী-স্ত্রীতে সঙ্গম-সুখ লাভ করতে হবে। এরপর দ্বিতীয় স্বামী কোন কারণে তাকে তালাক দিলেই কেবল সে ইচ্ছাত পালনের পর প্রথম স্বামীকে বিয়ে করতে পারবে।

কিতাবুল লিবাস (পোশাক)

৫৩৬৯. আলী (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর চাদরটি চাইলেন। তিনি তা গায়ে দিলেন, অতপর হেঁটে চললেন। আমি এবং যায়েদ ইবনে হারিসা (রা)-ও তাঁর পেছনে পেছনে চললাম। অবশেষে যে ঘরে হামজা (রা) ছিলেন তিনি সেখানে যান। তিনি ঘরে ঢোকান অনুমতি চাইলে তারা এঁদেরকে অনুমতি দিলেন।

৮-অনুচ্ছেদ : জামা পরিধান করা। ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় আব্রাহাম তাআলা বলেন :

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقَوُّهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَاتِ بِصِيرًا .

“তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং তা আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দাও। তাতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে।”-(সূরা ইউসুফ : ৯৩)

৫৩৭০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النَّيَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْسُ وَلَا الْخَفَيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

৫৩৭০. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ ! ইহ্রামধারী ব্যক্তি কোন্ ধরনের কাপড় পরিধান করবে? রসূলুল্লাহ (স) বলেন, সে জামা, পায়জামা, টুপী ও মোজা পরতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি জুতা যোগাড় করতে সক্ষম হবে না, সে পায়ের গোছার নীচে মোজা পরবে। (গোছার উপরে উঠতে পারবে না)।

৫৩৭১. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَعْدَ مَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ وَوُضِعَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَالْبَسَهُ قَمِيصَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

৫৩৭১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবরে রাখা হলে নবী (স) তার নিকট আগমন করলেন এবং তার লাশ কবর থেকে তুলে আনার হুকুম দিলেন। অতএব তাকে বের করে আনা হলো এবং তাকে নবী (স)-এর দুই হাঁটুর উপর রাখা হলো। তিনি তার উপর ফুঁ দিলেন এবং তাকে আপন জামাটি পরিয়ে দিলেন। আব্রাহাম অধিক ভালো জানেন।

৫৩৭২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا تُوْفِيَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي جَاءَ ابْنُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكْفِنُهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَقَالَ إِذَا فَرَعْتَ فَاذْنًا فَلَمَّا فَرَعُ أَذْنَهُ بِهِ فَجَاءَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَجَذَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) فَتَزَلَّتْ (وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ) فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ .

৫৩৭২. আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার পুত্র [আবদুল্লাহ (রা)] রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসেন এবং আরয করেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমাকে আপনার জামাটি দান করুন। এটি দিয়ে আমি তাকে কাফন পরাবো। আপনি তার (জানাযার) নামায পড়িয়ে দিন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নবী (স) তাঁকে তাঁর জামাটি দিলেন এবং বলেন, যখন (সব ঠিকঠাক করার পর) অবসর হবে, আমাকে খবর দিবে। তিনি অবসর হয়ে তাঁকে খবর দিলেন। অতপর নবী (স) এসে তার (জানাযার) নামায পড়াতে অগ্রসর হলেন। উমার (রা) তাঁকে টেনে ধরে বলেন, আল্লাহ তাআলা কি আপনাকে মুনাফিকদের (জানাযার) নামায পড়তে নিষেধ করেননি? আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন : “আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন, (এমনকি) আপনি যদি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ কখনও তাদেরকে মাফ করবেন না”-(সূরা আত-তাওবা : ৮০)। অতপর এ আয়াত নাযিল হলো : “তাদের মধ্যে যে মরে তার নামায আপনি কখনও পড়বেন না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না”-(সূরা আত-তাওবা : ৮৪)। তখন থেকে নবী (স) মুনাফিকদের (জানাযার) নামায পড়া বর্জন করেন।^৪

৯-অনুচ্ছেদ : বুকের কাছে বা অন্যত্র জামা খোলার ঘর রাখা।

৫৩৭৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَّصِدِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى تُدْيِهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَّصِدِقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَفْشَى أَنَامِلُهُ وَتَغْفُو أَثْرَهُ وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلَّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ (جَيْبُهُ) فَلَوْ رَأَيْتُهُ يُوسِعُهَا وَلَا تَوْسَعُ .

৫৩৭৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) এক বখীল এবং একজন দাতার উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। বখীল ও দাতা হলো এমন দুই ব্যক্তির ন্যায়, যারা লোহার দু'টি বর্ম পরিধান করে আছে। তাদের দু'জনের দু'টি হাতই বুক ও ঘাড় পর্যন্ত প্রলম্বিত। দাতা যখনই দান করার ইচ্ছা করে, তখন তার বর্মটি আরও প্রশস্ত হয়ে পা পর্যন্ত প্রলম্বিত হয় এবং পায়ের আঙ্গুলগুলোকেও ঢেকে ফেলে। আর বখীল যখন দান করার ইচ্ছা করে, তখন সেই বর্মটি তার গায়ে আরও সংকীর্ণ হতে থাকে এবং প্রতিটি 'হলকা' (আংটা) নিজ নিজ জায়গায় অনড় হয়ে থাকে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর আঙ্গুলগুলো আপন ঘাড়ে স্থাপন করে এভাবে বলেন। তুমি তাকে দেখবে সে তা প্রশস্ত করতে চাচ্ছে কিন্তু প্রশস্ত হচ্ছে না।

৪: উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে নবী (স) মুনাফিকদের জানাযা পড়া বর্জন করেন।

১০-অনুচ্ছেদ : সফরে সংকীর্ণ হাতার জামা পরা ।

৫২৭৬- عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَلَقِيَتْهُ (فَلَقِيَتْهُ) بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ (بَدَنِهِ) فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ .

৫৩৭৪. মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, নবী (স) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে গেলেন । তিনি ফিরে এলে আমি পানি নিয়ে তাঁর নিকট এলাম । তিনি উষু করলেন । তিনি শামী (সিরিয়) জুব্বা পরিহিত ছিলেন । তিনি কুল্লি করেন, নাকে পানি দেন এবং মুখ ধৌত করেন, অতপর (জামার) হাতা থেকে হাত বের করতে চাইলেন কিন্তু হাতা খুব সংকীর্ণ থাকায় জুব্বার নীচ দিয়ে বের করেন । তিনি দুই হাত ধৌত করেন এবং মাথা ও (পায়ের) মোজার উপর মাসেহ করেন ।

১১-অনুচ্ছেদ : যুদ্ধে পশমী জুব্বা পরিধান করা ।

৫৩৭৫- عَنْ الْمُغِيرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الْأَدَاوَةَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعُهُمَا فَاتَيْتُ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

৫৩৭৫. মুগীরা (রা) বলেন, আমি এক সফরে রাতের বেলা নবী (স)-এর সাথে ছিলাম । তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে পানি আছে কি ? আমি বললাম, হাঁ । তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে নামলেন এবং হেঁটে চললেন, এমনকি রাতের আঁধারে আমার নয়রের বাইরে চলে গেলেন । তিনি ফিরে এলে আমি পাত্র থেকে তাঁর জন্য পানি ঢালতে থাকলাম । তিনি মুখ ও দুই হাত ধুইলেন । এ সময় তাঁর গায়ে একটি পশমী জুব্বা ছিল । তিনি জুব্বা থেকে হাত বের করতে না পারায় তা জুব্বার নীচ দিয়ে বের করেন, তারপর হাত দু'টি ধুইলেন, মাথা মাসেহ করলেন । অতপর আমি তাঁর মোজা খুলে দেয়ার জন্য নীচে বুললাম । তিনি বলেন, ঐ দু'টিকে থাকতে দাও । কেননা আমি তা পবিত্র অবস্থায় পরিধান করেছি । অতপর তিনি মোজাধয়ের উপর মাসেহ করলেন ।

১২-অনুচ্ছেদ : রেশমবিহীন ক্বাবা ও রেশমী ক্বাবা । কথিত আছে, যে জামার পেছন দিক ফাড়া তাই ক্বাবা ।

৫৩৭৬- عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةَ يَا بُنَى انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ

فَقَالَ ادْخُلْ فَاذْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِّنْهَا فَقَالَ حَبَاتُ هَذَا لَكَ قَالَ فَتَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةٌ .

৫৩৭৬. মিসওয়াল ইবনে মাখরামা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কিছু সংখ্যক 'ক্বাবা' বণ্টন করেন কিন্তু মাখরামাকে কিছুই দেননি। মাখরামা (রা) বলেন, হে আমার পুত্র ! আমার সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে চলো। আমি তাঁর সাথে চললাম। সেখানে পৌঁছে তিনি বলেন, ভেতরে যাও এবং তাঁকে আমার আসার খবর দাও। আমি গিয়ে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি তার নিকট বেরিয়ে এলেন এবং ক্বাবাগুলো থেকে একটি ক্বাবাও সাথে আনলেন। তিনি বলেন, আমি এটি তোমার জন্য রেখেছিলাম। নবী (স) তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, মাখরামা (এবার) খুশী হয়েছে।

৫৩৭৭. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُوجُ حَرِيرٍ فَلَيْسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَتَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَتَّبِعُنِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ .

৫৩৭৭. উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে হাদিয়াস্বরূপ একটি রেশমী ক্বাবা দেয়া হয়েছিল। তিনি তা পরিধান করে নামায পড়েন। তিনি নামায থেকে অবসর হয়ে এটিকে খুলে এমনভাবে ছুঁড়ে মারলেন, যেন এটি তিনি খুবই অপসন্দ করছেন। এরপর তিনি বলেন, মুত্তাকীদের জন্য এটি উপযোগী নয়।

১৩-অনুচ্ছেদ : টুপি প্রসঙ্গে। মুতামির বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আনাস (রা)-কে মাথায় হলুদ রঙের রেশমী টুপি পরিধান করতে দেখেছি।

৫৩৭৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبِرَانِسَ وَلَا الْخَفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرَسُ .

৫৩৭৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ ! মুহরিম কি ধরনের কাপড় পরিধান করবে ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন, সে জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরবে না। যার জুতা নেই সে মোজা পরতে পারবে, তবে তাকে গোছার নীচ পর্যন্ত মোজার উপরিভাগ কেটে ফেলতে হবে। আর যাকরান ও 'ওয়ারস' রঙে রঞ্জিত কাপড়ও তোমরা পরিধান করবে না।

১৪-অনুচ্ছেদ : পায়জামা প্রসঙ্গে।

৫৩৭৯. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَّمْ يَجِدْ اِرَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ .

৫৩৭৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তির ইয়ার নেই সে পায়জামা পরতে পারবে এবং যার জুতা নেই সে মোজা পরতে পারবে।

৫৩৮০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبِرَانِسَ وَالْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ .

৫৩৮০. আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! ইহরাম অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কোন্ ধরনের পোশাক পরিধানের হুকুম দেন? তিনি বলেন, তোমরা জামা, পায়জামা, পাগড়ী, টুপি ও মোজা পরবে না। তবে যে ব্যক্তির জুতা নেই সে গিরার নীচে মোজা পরবে। আর যাকরান ও ওয়ারস রঙে রঞ্জিত কোন কাপড় তোমরা পরিধান করবে না।

১৫-অনুচ্ছেদ : পাগড়ীর বর্ণনা।

৫৩৮১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ وَلَا الْخُفَيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ .

৫৩৮১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, ইহরামধারী ব্যক্তি জামা, পাগড়ী, পায়জামা ও টুপি পরবে না এবং যাকরান ও ওয়ারস রঙে রঞ্জিত কাপড়ও নয়। মোজাও পরা যাবে না, তবে যার জুতা নেই (তার জন্য অনুমতি আছে)। জুতা না পেলে সে (টাখন) গিরার নীচ থেকে মোজার উপরিভাগ কেটে নেবে।

১৬-অনুচ্ছেদ : চাদর ইত্যাদি দ্বারা মাথা ও মুখ ঢাকা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) বাইরে আসলেন। তিনি কালো পট্টা বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) চাদরের পাড় দিয়ে তাঁর মাথা বেঁধেছিলেন।

৫৩৮২. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ (نَاسٌ) مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَوْتَرَجُوهُ بِأَبِي أَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفَ رَأِحَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظُّهَيْرَةِ فَقَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِدَا لَهُ بِأَبِي وَأُمِّي
وَاللَّهِ إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِأَمْرِ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ
فَدَخَلَ فَقَالَ حِينَ دَخَلَ لِأَبِي بَكْرٍ أَخْرَجَ مَنْ عِنْدَكَ قَالَ إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَانْتَيْ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ فَالصُّحْبَةُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدِي رَاحِلَتِي هَاتَيْنِ قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ بِالْثَمَنِ قَالَتْ فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحْتَّ (أَحَبُّ) الْجِهَارِ وَصَنَعْنَا (صَنَعْنَا)
لَهُمَا سَفْرَةَ فِي جِرَابٍ فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِّنْ نِّطَاقِهَا فَأَوَكَّتْ بِهِ
الْجِرَابَ وَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى ذَاتَ النِّطَاقِ (النِّطَاقِينَ) ثُمَّ لَحِقَ النَّبِيُّ ﷺ
وَأَبُو بَكْرٍ بِنَارٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ فَمَكَتْ فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ بَيْتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ لَقِنُ ثَقِيفٍ فَيَرْحَلُ مِّنْ عِنْدِهِمَا سَحْرًا فَيُصْبِحُ مَعَ
قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ
الْيَوْمِ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ قُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِّنْ
غَنَمٍ فَيُرِيحُهُ عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِّنَ الْعِشَاءِ فَيَبْيِئَانِ فِي رِسْلِهَا حَتَّى يَنْعِقَ
بِهَا عَامِرُ بْنُ قُهَيْرَةَ بِنِغْلَسٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ .

৫৩৮২. আয়েশা (রা) বলেন, একদল মুসলমান হাবশায় (ইথিওপিয়ায়) হিজরত করলেন। আবু বাকর (রা)-ও হিজরতের উদ্দেশ্যে মালসামান যোগাড় করলেন। তখন নবী (স) বলেন, তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি আশা করছি, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে। আবু বাকর (রা) বলেন, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনিও কি হিজরতের আশা রাখেন? তিনি বলেন, হাঁ। অতপর আবু বাকর (রা) নবী (স)-এর সংগী হওয়ার উদ্দেশ্যে অবস্থান করলেন। তিনি নিজের দু'টি সওয়ারীর পশুকে চার মাস ধরে সামুর গাছের পাতা খাওয়াতে থাকলেন। উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, একদিন আমরা ঠিক দুপুরে আমাদের ঘরে বসা ছিলাম। এমনি সময় এক ব্যক্তি আবু বাকর (রা)-কে বলেন, এই যে রসূলুল্লাহ (স) মুখমণ্ডল ঢেকে তাশরীফ এনেছেন এবং তিনি এমন সময় এসেছেন—সচরাচর এ সময় তিনি আমাদের এখানে আসেন না। আবু বাকর (রা) বলেন, তাঁর জন্য আমার মা-বাপ কুরবান হোক। আল্লাহর কসম! তিনি নিশ্চয় কোন

জরুরী বিষয় নিয়ে এ সময় এসেছেন। সুতরাং নবী (স) এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। তিনি আবু বাক্‌র (রা)-কে বলেন, আপনার নিকট যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দিন। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক! এরা তো আপনার ঘরেরই লোক। নবী (স) বলেন, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, ইয়া রসূল্লাহ! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক! আমিও কি সাথী হবো? তিনি বলেন, হাঁ। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক! আমার দু'টি সওয়ারী প্রস্তুত, আপনি যে কোন একটি নিয়ে নিন। নবী (স) বলেন, মূল্যের বিনিময়ে। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তাঁদের জন্য সফরের মাল-সামান তৈরি করলাম, নাশতা তৈরি করে চামড়ার থলের মধ্যে রাখলাম। আবু বাক্‌র (রা)-এর কন্যা আসমা (রা) তাঁর ওড়না ছিঁড়ে এক টুকরা দিয়ে থলের মুখ বেঁধে দিলেন। এ জন্যই তাঁকে 'যাতুন-নিতাক' বলা হয়। অতপর নবী (স) ও আবু বাক্‌র (রা) দু'জনই সাওর পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করেন। সেখানে তাঁরা তিন রাত কাটান। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র (রা) অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ যুবক ছিল। সে তাদের নিকট রাত কাটাতো এবং ভোর রাতে তাদের কাছ থেকে চলে আসতো। অতপর সকাল বেলা মক্কার কুরাইশদের সাথে এমনভাবে মিশে যেত, যেন সে রাতও তাদেরই সাথে কাটিয়েছে। কারো কোন কথা শুনলে সে তা মনে রাখতো। রাত হলে তিনি দিনের সব খবর তাঁদেরকে এসে জানিয়ে দিত। আবু বাক্‌র (রা)-এর গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরা তাদের আশপাশের দুখেল ছাগল নিয়ে চরাতো। এক ঘড়ি রাত অতিক্রান্ত হলে সে ছাগল নিয়ে তাদের নিকট যেত এবং তাদেরকে দুধপান করাতো। আবদুল্লাহ ও আমের দু'জনই ওখানে রাত কাটাতো। শেষে আমের ইবনে ফুহাইরা রাতের আঁধারেই ছাগল নিয়ে চলে আসতো। ওই তিন রাতের প্রতি রাতেই সে এরূপ করেছে।

১৭-অনুচ্ছেদ : লৌহ শিরস্কাণ।

৫২৮২- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ .

৫৩৮৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর নবী (স) মক্কায় প্রবেশকালে তাঁর মাথায় ছিল লৌহ শিরস্কাণ।

১৮-অনুচ্ছেদ : ডোরাদার কালো চাদর এবং ইয়ামনী হিবর। খাযাব (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর নিকট অভিযোগ করতে গেলাম, তখন তিনি তাঁর ডোরাদার চাদরে হেলান দিয়ে ছিলেন।

৫২৮৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبَذَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَظَرْتُ صَفْحَةَ عَاتِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبَذَتِهِ

ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَرُّنِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ .

৫৩৮৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে হেঁটে চলছিলাম। তাঁর গায়ে চণ্ডা ডোরাদার একখানা নাজরানী চাদর ছিল। এক বেদুঈন তাঁকে কাছে পেল। সে তাঁর চাদরখানা ধরে এত জোরে টান দিল যার ফলে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাঁধে চাদরের ডোরার দাগ ফুটে উঠতে দেখেছি। তারপর বেদুঈনটি বললো, হে মুহাম্মাদ! আপনার নিকট আল্লাহর যে সম্পদ আছে তা থেকে আমাকে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিন। রসূলুল্লাহ (স) তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, অতপর তাকে কিছু দান করার নির্দেশ দিলেন।

৫৩৮৫. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ تَدْرِي مَا الْبُرْدَةُ قَالَ نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنهَا لِأَزَارُهُ فَجَسَّهَا (فَحَسَنَهَا) رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْسِنِيهَا قَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَّأَهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ سَأَلْتَهَا آيَاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهَا إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ .

৫৩৮৫. সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, একবার এক মহিলা একখানা 'বুরদা' (চাদর) নিয়ে আসলো। সাহল (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জান, 'বুরদা' কী? সে বললো, হাঁ। তা এমন চাদর যার পাড় ডোরায়ুক্ত। মহিলাটি নিবেদন করলো, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনাকে পরানোর জন্যই আমি নিজের হাতে এ কারুকার্য করেছি। রসূলুল্লাহ (স) তা নিয়ে নিলেন এবং তাঁর এ চাদরের প্রয়োজনও ছিল। অতপর তিনি আমাদের নিকট আগমন করলেন ঐ চাদরটি ইযার হিসেবে পরিধান করে। উপস্থিত লোকদের একজন তা স্পর্শ করে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এটি আমাকে পরিধানের জন্য দিয়ে দিন। নবী (স) বলেন, হাঁ, নিয়ে নাও। অতপর তিনি ঐ বৈঠকে যতক্ষণ আল্লাহ চাইলেন বসে রইলেন, অতপর চলে গেলেন এবং সেই চাদরটি ভাঁজ করে ঐ লোকটির নিকট পাঠিয়ে দিলেন। লোকজন সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি তাঁর নিকট চাদরটি চেয়ে ভালো করনি। অথচ তুমি জান যে, তিনি কোন আবেদনকারীকেই বিমুখ করেন না। সে বললো, আল্লাহর কসম! আমি তা কেবল এ উদ্দেশ্যেই চেয়েছি যে, আমি মারা গেলে তা যেন আমার কাফন হয়। সাহল (রা) বলেন, ঐ চাদরে লোকটিকে কাফন দেয়া হয়।

৫৩৮৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمَرَةٌ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفًا تَضِيُّ وَجُوهَهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ فَقَامَ عَكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ

الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمْرَةً عَلَيْهِ قَالَ أَدْعُ اللَّهَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ
اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ
يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَقَكَ عُمَاةٌ .

৫৩৮৬. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : আমার উম্মাতের সত্তর হাজারের একটি দল বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে। তাদের চেহারা চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে। তখন উক্কাশা ইবনে মিহসান আসাদী (রা) আপন চাদরখানা উপরে তুলে দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আল্লাহর নিকট আমার জন্য দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ ! একেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর মদীনার এক আনসারী উঠে দাঁড়িয়ে নিবেদন করলো, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমার জন্যও আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের দলভুক্ত করেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, উক্কাশা তোমার আগে সে সুযোগ নিয়ে গেছে।

৫৩৮৭- عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أَحَبُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ الْحَبْرَةَ .

৫৩৮৭. কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিরূপ পোশাক নবী (স)-এর সর্বাধিক প্রিয় ছিল ? তিনি বলেন, 'হিবারা' (ইয়ামনের এক প্রকার চাদর)।

৫৩৮৮- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُلْبَسَهَا
الْحَبْرَةَ .

৫৩৮৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) 'হিবারা' (ইয়ামন দেশীয় সবুজ রঙের ডোরায়ুক্ত চাদর) পরতে অধিক পসন্দ করতেন।

৫৩৮৯- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوْفِي
سُجِّي بِبُرْدٍ حَبْرَةَ .

৫৩৮৯. নবী পত্নী আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইন্তিকাল করলে তাঁকে 'হিবারা' চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।

১৯-অনুচ্ছেদ : উলের চাদর ও কার্কাৰ্শময় উলের চাদর।

৫৩৯০- عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ
يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ
اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحْذِرُ مَا صَنَعُوا .

৫৩৯০. আয়েশা (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মৃত্যু শয়্যাগত থাকা অবস্থায় চাদর দ্বারা আপন মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতেন, শ্বাস নিতে অসুবিধা হলে তা মুখমণ্ডল থেকে সরিয়ে ফেলতেন এবং এ অবস্থায় বলতেন, ইহুদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহর লানত। তারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থান^৫ বানিয়ে নিয়েছে। তারা যা করছে তা থেকে নবী (স) স্বীয় উম্মাতকে সতর্ক করেন।

৫৩৯১. عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتِ الْبَيْتَا عَائِشَةَ كِسَاءً وَإِرَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَيْنِ .

৫৩৯১. আবু বুরদা (র) বলেন, আয়েশা (রা) একখানা চাদর ও মোটা কাপড়ের একটি ইয়ার আমাদের নিকট বের করে বলেন, যখন নবী (স) ইনতিকাল করেন তখন এ দু'টি তাঁর পরিধানে ছিল।

৫৩৯২. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَمٌ فَتَنظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا الْهَتِّيُّ انْفًا عَنْ صَلَاتِي وَأَسْتَوْنِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ بِنِ حُدَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ مِّنْ بَنِي عَدِيٍّ بِنِ كَعْبٍ .

৫৩৯২. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) পশমী চাদর গায়ে দিয়ে নামায পড়লেন। চাদরটি কারুকার্য খচিত ছিল। সেই কারুকার্যের প্রতি তাঁর নয়র পড়লে তিনি সালাম ফিরিয়ে বলেন, আমার এ চাদরটি আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও। এটি ইতিমধ্যেই আমাকে নামাযে অমনোযোগী করে দিয়েছে। আর আমার জন্য বনী আদী ইবনে কা'ব গোত্রের ছায়াফা ইবনে গানিমের পুত্র আবু জাহমের 'আব্বাজানী' (কারুকার্যহীন সাধারণ) চাদর নিয়ে এসো।

২০-অনুচ্ছেদ : ইশতিমালুস-সান্না ১৬

৫৩৯৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابِذَةِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَيَبْعَدَ الْعَصْرُ حَتَّى تَغِيبَ وَأَنْ يُحْتَبَى بِالنُّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ وَأَنْ يَشْتَمَلَ الصَّمَاءَ -

৫. ইহুদী-খৃষ্টানরা তাদের নবীগণের কবরে সম্মানার্থে সিজদা করে থাকে, সেইসব কবরকে কিবলা বানায়, সেদিকে মুখ করে উপাসনা করে। এটা সম্পূর্ণ শিরক। অনুরূপ কোন পীর-বুর্জগের কবরে করলেও তা শিরক হবে। নবী (স) এ হাদীসে নিষেধ করেছেন—তাঁর কবরের সাথেও যেন অনুরূপ কোন আচরণ না করা হয়।

৬. দুইভাবে কাপড় পরিধান—(১) এক দিকের কাঁধ আবৃত করে এবং অপর কাঁধ অনাবৃত রেখে কাপড় পরা। (২) একই কাপড়ে সমস্ত দেহ জড়িয়ে এমনভাবে বসা যে, গুণ্ডাল অনাবৃত হয়ে যায়—(সম্পাদক)।

৫৩৯৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) মুলামাসা, মুনাবাযা ও দু'টি নামায থেকে নিষেধ করেছেন। ফযরের নামায পড়ার পর সূর্য উপরে না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত (নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ)। তিনি একটি মাত্র কাপড় এমনভাবে পরতেও নিষেধ করেছেন, যার ফলে লজ্জাস্থান ও আসমানের মধ্যখানে কোন কিছু থাকে না এবং ইসতিমালুস-সাম্মাও নিষেধ করেছেন।

৫৩৯৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبَسَتَيْنِ وَعَنْ بَيَعَتَيْنِ نَهَى عَنْ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمَلَامَسَةُ لِمَسِّ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يُنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيُنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ وَاللِّبَسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَاءِ وَالصَّمَاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدٍ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدًا شَقِيئًا لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللِّبَسَةُ الْآخَرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

৫৩৯৪. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দুই ধরনের পোশাক ও দুই রকম বিক্রয় নিষেধ করেছেন। তিনি বেচা-কেনায় 'মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা' নিষেধ করেছেন। 'মুলামাসা' হলো, কোন লোক অন্য লোকের কাপড় রাতে কিংবা দিনে কেবল স্পর্শ করলেই, উল্টে-পাল্টে না দেখলেও এতেই বিক্রয় বাধ্যকর হয়ে গেল। আর 'মুনাবাযা' হলো, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির দিকে তার কাপড় ছুঁড়ে মারলো এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তার কাপড়ও তার প্রতি ছুঁড়ে মারলো। না দেখে এবং পরস্পর গররাজিতে তাদের এ বেচা-কেনা হয়ে গেল, এটা নিষেধ। নবী (স) ইসতিমালুস সাম্মাও নিষিদ্ধ করেছেন। সাম্মা হলো, নিজের কাপড় নিজের এক কাঁধে এমনভাবে তুলে দেয়া, যাতে অন্য কাঁধটি খোলা থেকে যায়। আর অপর যে পোশাক পরতে তিনি নিষেধ করেছেন তাহলো, একটি কাপড় পেঁচিয়ে এমনভাবে বসা যাতে তার লজ্জাস্থানে কোন কাপড়ই থাকে না।

২১-অনুচ্ছেদ : এক কাপড়ে ঘাড় ও হাঁটু পেঁচিয়ে বসা।

৫৩৯৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبَسَتَيْنِ أَنْ بَحَثَبِي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَشْتَمَلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ شَقِيئًا وَعَنْ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

৫৩৯৫. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দুই ধরনের পোশাক (পরিধান) নিষেধ করেছেন। (এক) পুরুষের একটি মাত্র কাপড়ে এমনভাবে গুটিয়ে বসা যে, তার লজ্জাস্থানে এর কিছুই থাকে না। (দুই) একটি মাত্র কাপড় এমনভাবে পেঁচিয়ে গায়ে দেয়া, যাতে তার গায়ের একদিক সম্পূর্ণ খোলা থাকে। আর তিনি 'মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা' নিষিদ্ধ করেছেন।

৫৩৯৬- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ اِشْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَأَنْ يُحْتَبَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

৫৩৯৬. আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) ইশতিমালুস সাম্মা নিষিদ্ধ করেছেন, আর নিষিদ্ধ করেছেন পুরুষকে একটি মাত্র কাপড় এমনভাবে পরতে, যাতে তার লজ্জাস্থানের উপর ঐ কাপড়ের কিছু থাকে না।

২২-অনুচ্ছেদ : নকশীদার কালো পশমী চাদর।

৫৩৯৭- عَنْ أُمِّ خَالِدِ بِنْتِ خَالِدِ أُتِيَ النَّبِيَّ ﷺ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ فَقَالَ مَنْ تَرَوْنِ أَنْ نَكْسُو هَذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ قَالَ ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ فَأَتِي بِهَا تُحْمَلُ (تُحْتَمَلُ) فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَالْبَسَهَا وَقَالَ أَيْلَى وَأَخْلَقِي وَكَانَ فِيهَا عِلْمٌ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ فَقَالَ يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ وَسَنَاهُ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنٌ .

৫৩৯৭. উম্মু খালিদ বিনতে খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর নিকট কিছু কাপড় আনা হলো। তার মধ্যে কালো বর্ণের একটি ছোট পশমী চাদরও ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কাকে এ কাপড়টি দান করব? সবাই চুপ করে রইলো। তখন তিনি বলেন, আমার নিকট উম্মু খালিদকে নিয়ে এসো। সুতরাং তাকে বহন করে আনা হলো। নবী (স) চাদরটি তাঁর হাতে নিলেন এবং তাকে পরিয়ে দিয়ে দোয়া করেন। আল্লাহ করুন, সে যেন এ কাপড়টি পুরাতন হওয়া এবং তাতে তালি দেয়া পর্যন্ত দীর্ঘজীবী হয়। চাদরটিতে সবুজ কিংবা হলুদ রংয়ের নকশী করা ছিল। তিনি বলেন, হে খালিদের মা! এটা কি সুন্দর! হাবশী ভাষায় 'সানাহ্' অর্থ সুন্দর।

৫৩৯৮- عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا وَوَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي يَا أَنَسُ أَنْظِرْ هَذَا الْغُلَامَ فَلَا يُصَيَّبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحْنِكُهُ فَغَدَوْتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ حَرِيشِيَّةٌ وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ .

৫৩৯৮. আনাস (রা) বলেন, উম্মু সুলাইম (রা)-এর একটি পুত্র সন্তান হলে তিনি আমাকে বলেন, হে আনাস! তুমি এ বাচ্চাটির প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখ এবং সকালে তাকে নিয়ে গিয়ে নবী (স) কর্তৃক তার মিষ্টি মুখ না করানো পর্যন্ত তাকে কিছু খেতে বা পান করতে দিও না। আমি তাকে নিয়ে গিয়ে দেখলাম, তিনি এক বাগানে অবস্থান করছেন। তাঁর গায়ে একখানা হুরাইসিয়া পশমী চাদর ছিল। যে সওয়ারীতে আরোহণ করে তিনি মক্কা বিজয় অভিযান চালিয়েছিলেন, বাগানে তিনি সেটির পিঠে চিহ্ন লাগাচ্ছিলেন।

২৩-অনুচ্ছেদ : সবুজ পোশাক।

৫৩৯৯- عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ

الْقُرْطُبِيُّ قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرَ فَشَكَتَ إِلَيْهَا وَأَرْتَهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا
 فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ مَا
 رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجِلْدِهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِّنْ ثَوْبِهَا قَالَ وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ
 آتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ
 ذَنْبٍ إِلَّا أَنْ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَعْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِّنْ ثَوْبِهَا فَقَالَ كَذِبَتْ
 وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَنْفَضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ وَلَكِنَّهَا نَاشِرٌ تَرِيدُ رِفَاعَةَ فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ تَحْلِي لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلِحِي لَهُ حَتَّى يَنْوُقَ مِنْ
 عُسَيْلَتِكَ قَالَ وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ فَقَالَ بَنُوكَ هَؤُلَاءِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَذَا الَّذِي
 تَرَعُمِينَ مَا تَرَعُمِينَ قَوْلَ اللَّهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ .

৫৩৯৯. ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। রিফায়া (রা) তাঁর স্ত্রীকে ভালোক দেন। অতপর আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইর আল-কুরায়ী (রা) তাকে বিয়ে করেন। আয়েশা (রা) বলেন, ঐ মহিলা সবুজ ওড়না পরিহিতা ছিল। সে (এসে) আয়েশা (রা)-এর নিকট (তার স্বামীর বিরুদ্ধে) অভিযোগ করলো এবং আপন দেহের চামড়া দেখালো। তাতে (স্বামীর প্রহারে) সবুজ দাগ পড়েগিয়েছিল। রসূলুল্লাহ (স) আগমন করলে, নারীরা যেহেতু একে অন্যের সমর্থন করে থাকে, আয়েশা (রা) বলেন, আমি কোন ঈমানদার মহিলার সাথে একরূপ নিন্দনীয় আচরণ হতে দেখিনি। তার চামড়া (প্রহারে) তার কাপড়ের চেয়েও অধিক সবুজ হয়ে গেছে। রাবী বলেন, আবদুর রহমান (রা) শুনতে পান যে, তার স্ত্রী রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়েছে। সুতরাং তিনি তার অন্য স্ত্রীর পক্ষের দু'টি পুত্রকে সাথে নিয়ে আসলেন। অভিযোগকারিনী বললো, আল্লাহর কসম! আমি তার প্রতি কোন ক্রটি করিনি। তবে তার নিকট যে জিনিস (অর্থাৎ বিশেষ অঙ্গ) আছে, তাতে আমার তৃপ্তি হয় না। (একথা বলে) সে তার কাপড়ের পাড় ধরে দেখালো। তখন আবদুর রহমান বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! সে মিথ্যা বলেছে। আমি তো তাকে চরম তৃপ্তি দিয়েই থাকি। কিন্তু সে নাক্ষরমান। সে আবার রিফায়ার নিকট ফিরে যেতে চায়। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, ব্যাপার যখন এই, তখন তুমি তার জন্য হালাল হবে না, কিংবা একথা বলেছেন, তুমি তার সাথে বিয়ের যোগ্য হবে না, যতক্ষণ না আবদুর রহমান তোমার সাথে যৌন সুখ উপভোগ করে। পরে আবদুর রহমানের সাথে তার ছেলে দু'টিকে দেখে নবী (স) জিজ্ঞেস করেন, এরা কি তোমার ছেলে? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তুমি যা দাবি করেছ তো করেছ। আল্লাহর কসম! কাকের সাথে কাকের যেমন সাদৃশ্য তার চেয়েও অধিক সাদৃশ্য রয়েছে আবদুর রহমানের সাথে তার ছেলেদের।

৫৪০২. কাতাদা (র) বলেন, আমি আবু উসমান আন-নাহদী (র)-কে বলতে শুনেছি, আমরা উতবা ইবনে ফারকাদ (রা)-এর সাথে আযারবাইজানে ছিলাম। আমাদের কাছে উমার (রা)-এর পত্র আসলো। (তাতে লেখা ছিল) রসূলুল্লাহ (স) রেশমী কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন। তবে এতটুকু জায়েয আছে। (একথা বলে) তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলে ইশারা করেন। রাবী বলেন, আমাদের জানামতে, এই ইশারা দ্বারা তিনি সূচিকর্ম বুঝিয়েছেন।^৮

৫৪০৩. عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيْجَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَصَفَ لَنَا النَّبِيَّ ﷺ إِصْبَعِيْهِ وَرَفَعَ زُهَيْرَ الْوُسْطَى وَالسَّبَابَةَ .

৫৪০৩. আবু উসমান (র) বলেন, আমরা আযারবাইজানে অবস্থানকালে উমার (রা) আমাদের নিকট পত্র লিখলেন যে, নবী (স) রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, তবে এতটুকু জায়েয। আমাদেরকে নবী (স) তাঁর দুই আঙ্গুলে ইশারা করে বুঝিয়ে দেন। যুহাইর (র) মধ্যমা ও তর্জনী উত্তোলন করেন।

৫৪০৪. عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عْتَبَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لَمْ يَلْبَسْ فِي الْآخِرَةِ مِنْهُ وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعِيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى .

৫৪০৪. আবু উসমান (র) বলেন, আমরা উতবা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তাঁর নিকট উমার (রা) পত্র লিখেন যে, নবী (স) বলেছেন, দুনিয়ায় সেই ব্যক্তিই রেশমী কাপড় পরিধান করে যে আখেরাতে তা পরিধানের বাসনা রাখে না। আবু উসমান (র) তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করেন যতটুকু পরিমাণ জায়েয তা বুঝানোর জন্য।

৫৪০৫. عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ حُدَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَشْفَى فَاتَاهُ دِهْقَانٌ بِمَاءٍ فِيْ اِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ اِنِّيْ لَمْ اَرْمِهِ اِلَّا اَنِّيْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلذَّهْبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيْرُ وَالِدِّيْبَا جُ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ .

৫৪০৫. ইবনে আবু লাইলা (র) বলেন, হুযাইফা (রা) মাদায়েনে ছিলেন। তিনি পানি চাইলেন। এক গ্রাম্য লোক একটি রৌপ্য পাত্রে পানি নিয়ে আসলো। হুযাইফা (রা) তা ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, আমি এটি ছুঁড়ে ফেলতাম না। আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু সে মানেনি। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সোনা, রূপা এবং মোটা ও মিহি রেশম দুনিয়ায় কাফেরদের জন্য আর তোমাদের জন্য হলো আখেরাতে।

৮. হানাফী মাযহাব মতে চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমী বস্ত্র ব্যবহার জায়েয আছে।

৫৪০৬. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ شَدِيدًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ .

৫৪০৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। শোবা (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি নবী (স) থেকে? তিনি জোর দিয়ে বলেন, নবী (স) থেকে। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে সে আখেরাতে কখনও তা পরিধান করতে পারবে না।

৫৪০৭. عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ .

৫৪০৭. সাবিত (র) বলেন, আমি ইবনুয় যুবাইর (রা)-কে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি : মুহাম্মাদ (স) বলেছেন, যে লোক দুনিয়ায় রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, আখেরাতে সে তা পরতে পারবে না।

৫৪০৮. عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ .

৫৪০৮. ইবনুয় যুবাইর (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (স) বলেছেন, যে লোক দুনিয়ায় রেশমী পোশাক পরবে, আখেরাতে সে তা পরিধান করতে পারবে না।

৫৪০৯. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلَهُ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَلِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْصٍ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ فَقُلْتُ صَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৫৪০৯. ইমরান ইবনে হিষ্টান (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রেশমী বস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : তুমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করো। আমি গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি ইবনে উমার (রা)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করো। আমি গিয়ে ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমার নিকট আবু হাফস অর্থাৎ হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : দুনিয়ায় সে ব্যক্তিই রেশমী কাপড় পরিধান করে আখেরাতে যার ভাগে তা নেই। আমি বললাম, তিনি ঠিকই বলেছেন। আবু হাফস (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর উপর মিথ্যারোপ করেননি।

২৬-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি রেশমী বস্ত্র কেবল স্পর্শ করে, পরিধান করে না। এ ব্যাপারে আনাস (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৪১০- عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ أَهْدَىٰ لِلنَّبِيِّ ﷺ ثَوْبٌ حَرِيرٍ فَجَعَلْنَا نَلْمَسُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا.

৫৪১০. বারাআ (রা) বলেন, নবী (স)-কে একখানা রেশমী বস্ত্র উপহার দেয়া হলে আমরা তা হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখতে লাগলাম এবং এর প্রশংসা করলাম। নবী (স) বলেন, তোমরা এতে বিস্মিত হচ্ছ ? আমরা জবাব দিলাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, বেহেশতে সাদ ইবনে মুয়াযের রুমাল এর চেয়ে অধিক উত্তম।

২৭-অনুচ্ছেদ : রেশমী বস্ত্র বিছানার চাদর হিসেবে ব্যবহার। উবাইদা (র) বলেছেন, তা পরিধান তুল্য।

৫৪১১- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي أَيْنَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبَيْسِ الْحَرِيرِيِّ وَالِدِيَّيَا جِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ .

৫৪১১. হুযাইফা (রা) বলেন, নবী (স) আমাদেরকে সোনা-রুপার পাত্রে পানাহার করতে, মোটা ও মিহি রেশমী কাপড় পরতে এবং তাতে বসতে নিষেধ করেছেন।

২৮-অনুচ্ছেদ : ক্লাসসী পরিধান করা। আবু বুরদা (র) বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ক্লাসসী’ কি ? তিনি বলেন, এটা এক ধরনের কাপড়, সিরিয়া কিংবা মিসর থেকে আমাদের দেশে আমদানী হয়ে থাকে। চওড়া দিক থেকে তাতে উৎকর্ষের ন্যায় রেশম দ্বারা নকশী করা হয়। আর ‘মীসারা’ এমন কাপড় যা স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের জন্য চাদরের ন্যায় বানিয়ে রাখে এবং তা হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। জারীর (র) ইয়াযীদ থেকে তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন, ‘ক্লাসসী’ হলো ডোরাদার এমন কাপড়, যা মিসর থেকে আমদানী হতো এবং তাতে রেশম থাকতো। আর ‘মীসারা’ হলো বন্য হিংস্র পশুর চামড়া দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র।

৫৪১২- عَنْ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِيِّ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَوْلُ عَاصِمٍ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ فِي الْمَيْثِرَةِ .

৫৪১২. বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমাদেরকে নবী (স) লাল রং-এর ‘মীসারা’ ও ক্লাসসী পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন, মীসারা সম্পর্কে আসেমের কথাই অধিকাংশের মতে অধিক সঠিক।

২৯-অনুচ্ছেদ : চর্মরোগী পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি।

৫৪১৩- عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحُكَّةٍ بِهِمَا .

৫৪১৩. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) যুবাইর (রা) ও আবদুর রহমান (রা)-কে তাদের চর্মরোগ হওয়ার দরুন রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন।

৩০-অনুচ্ছেদ : নারীদের জন্য রেশমী বস্ত্র ।

৫৪১৪. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةٌ سِيرَاءٌ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي .

৫৪১৪. আলী (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে পরার জন্য লাল রংয়ের একখানা রেশমী 'হুলাহ' দান করেন। আমি সেটি পরে বের হলে নবী (স)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করলাম। আমি তা টুকরা টুকরা করে আমার ঘরের মেয়েলোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলাম।

৫৪১৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءً تَبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالْجُمُعَةِ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةً سِيرَاءً حَرِيرًا فَكَسَاهَا أَيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكْسُوَهَا .

৫৪১৫. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) একখানা লাল রেশমী 'হুলাহ' বিক্রয় হতে দেখে বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি এটি কিনে নিলে ভালো হতো। কোন প্রতিনিধিদল আপনার নিকট আসলে এবং জুমুআর দিন আপনি এটি পরতে পারতেন। তিনি বলেন, এটি সে লোকই পরবে, (আখেরাতে) যার কোন অংশ নেই। এর পরের ঘটনা। নবী (স) উমার (রা)-এর নিকট পরিধানযোগ্য রেশমের একখানা লাল 'হুলাহ' পাঠালেন এবং বিশেষভাবে এটি তাঁকেই দান করেন। উমার (রা) বলেন, আপনি আমাকে এটি পরার জন্য পাঠিয়েছেন। অথচ এ কাপড় সম্পর্কে আপনি যা মন্তব্য করেছেন, তা আমি শুনেছি। নবী (স) বলেন, এটি আমি তোমার নিকট পাঠিয়েছি এজন্য যে, হয় এটি তুমি বিক্রয় করবে নতুবা কাউকে পরতে দিবে।

৫৪১৬. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى عَلِيًّا أُمَّ كُنُؤُمِ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بُرْدَ حَرِيرٍ سِيرَاءً .

৫৪১৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা উম্মু কুলসুম (রা)-এর গায়ে লাল রেশমী চাদর দেখেছেন।

৩১-অনুচ্ছেদ : নবী (স) যে মানের পোশাক ও বিছানা যথেষ্ট মনে করতেন।

৫৪১৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَبِثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَطَاهَرْتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلْتُ أَهَابَهُ فَنَزَلَ يَوْمًا مَنزِلًا فَدَخَلَ الْأَرَاكَ

فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلَتْهُ فَقَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةَ ثُمَّ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ
النِّسَاءَ شَيْئًا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ
غَيْرِ أَنْ نَدْخُلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِّنْ أُمُورِنَا وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلَامٌ فَأَغْلَطْتُ لِي
فَقُلْتُ لَهَا وَأَنْتِ لَهُنَا قَالَتْ تَقُولُ هَذَا لِي وَأَبْنَتُكَ تُؤَذِي النَّبِيَّ ﷺ فَاتَيْتُ
حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّي أُحِذِّرُكَ أَنْ تَعْصِي (تُعْضِي) اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَقَدِّمْتُ
إِلَيْهَا فِي آذَاهُ فَاتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَهَا فَقَالَتْ أَعْجَبُ مِنْكَ يَا عُمَرُ قَدْ دَخَلْتَ
فِي أُمُورِنَا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ فَرَدَدْتِ وَكَانَ
رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشَهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ
وَإِذَا غَيْبْتُ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشَهِدَ آتَانِي بِمَا يَكُونُ مِّنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَكَانَ مَن حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ اسْتَقَامَ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمَلِكُ غَسَّانَ بِالشَّامِ
كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِينَا فَمَا شَعَرْتُ إِلَّا بِالْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّهُ قَدْ حَدَّثَ أَمْرًا قُلْتُ لَهُ
وَمَا هُوَ أَجَاءَ الْغَسَّانِي قَالَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ فَجِئْتُ
فَإِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجْرِهِنَّ كُلِّهَا وَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ قَدْ صَعِدَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ وَعَلَى
بَابِ الْمَشْرَبَةِ وَصَيْفٌ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنِ لِي فَأَذِنَ لِي قَدْ دَخَلْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ
ﷺ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِّنْ أَدَمٍ حَشَوْهَا لَيْفٌ وَإِذَا
أُهْبٌ مُّعَلَّقَةٌ وَقَرِظٌ فَذَكَرْتُ الَّذِي قُلْتُ لِحَفْصَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ وَالَّذِي رَدَّتْ عَلَيَّ أُمَّ
سَلَمَةَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ .

৫৪১৭. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি এক বছর ধরে সেই দুই মহিলা সম্পর্কে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যারা নবী (স)-এর বিরুদ্ধে পরস্পরের সহায়ক হয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে ভয় করতাম। একদিন তিনি এক স্থানে অবতরণ করলেন এবং একটি 'আরাক' বৃক্ষের নিকট (প্রাকৃতিক প্রয়োজনে) গেলেন। ফিরে এলে আমি তাঁকে (সেই দুই মহিলা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তারা ছিলো আয়েশা ও হাফসা (রা)। পুনরায় তিনি মন্তব্য করলেন, আমরা জাহিলিয়াতের জমানায় নারীদেরকে গুরুত্বই দিতাম না। যখন ইসলাম আসলো এবং আব্বাস তাআলা তাদের অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ করলেন, তখন আমরা তাদের অধিকার দিতে থাকলাম। তবে আমাদের পুরুষদের ব্যাপারে তাদেরকে নাক গলাতে দিতাম না। একদা আমার ও আমার স্ত্রীর মধ্যে বাদানুবাদ

হলো। আমার স্ত্রী আমাকে খুব রুঢ় জবাব দিল। তখন আমি তাকে বললাম, তুমি ! আর এ তোমার আশ্পর্দা ! সে উত্তর করলো, হাঁ, আমাকে তুমি একথা বলছো, আর তোমার মেয়ে নবী (স)-কে যাতনা দিচ্ছে। (একথা শুনে) আমি হাফসার নিকট আসলাম এবং তাকে বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হওয়া থেকে সতর্ক করছি। আমি প্রথমে হাফসাকে, তারপর উম্মু সালামাকে একই কথা বললাম। তিনি জবাব দিলেন, হে উমার ! আমি অবাক হচ্ছি যে, তুমি আমাদের সব ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করো। শেষ পর্যন্ত এখন রসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর বিবিদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করলে ! (একথা বলে) তিনি আমার উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেন।

একজন আনসারী যখন পালাক্রমে রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে অনুপস্থিত থাকতেন, তখন আমি তাঁর দরবারে হাজির থাকতাম। সেখানে যা কিছু হতো, আমি এসে সেই আনসারীর নিকট বর্ণনা করতাম। যখন আমি রসূলুল্লাহ (স) থেকে অনুপস্থিত থাকতাম আর সে উপস্থিত থাকতো, তখন ওখানে যা কিছু ঘটতো, সে এসে আমার নিকট সব বলতো। রসূলুল্লাহ (স)-এর পার্শ্ববর্তী এলাকার রাজা বা শাসক সবাই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে, কেবল সিরিয়ার গাস্‌সানের বাদশাহ ছাড়া। সে আমাদের উপর হামলা করে বসতে পারে বলে আমাদের আংশকা ছিল। হঠাৎ আমি দেখলাম, সেই আনসারী এসে বলতে লাগলো, এক ভীষণ ব্যাপার ঘটে গেছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার ? গাস্‌সানীরা এসে গেছে নাকি ? সে বললো, তার চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর বিবিদেরকে তালাক দিয়েছেন। সুতরাং আমি (ওখানে) এসে দেখি রসূলের বিবিদের সবার হুজরা থেকে কান্নার আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। আর নবী (স) তাঁর হুজরার উপরিতলে উঠে অবস্থান করছেন এবং এর দরজায় একটি গোলাম ছিল। আমি তার নিকট গেলাম এবং বললাম, আমার জন্য ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাও। (অনুমতি পাওয়ার পর) আমি ভেতরে গেলাম। দেখলাম নবী (স) একটি চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন। চাটাইয়ের দাগ তাঁর পার্শ্বদেশে বসে গেছে। তাঁর মাথার নীচে ছিল চামড়ার বালিশ। এর ভেতরে ভরা ছিল খেজুরের ছাল। সেখানে কয়েকটি চামড়া লটকানো ছিল, চামড়া রং করার কিছু ঘাসও ছিল। আমি হাফসা ও উম্মু সালামাকে যা বলেছিলাম এবং উম্মু সালামা আমার কথার যে জবাব দিয়েছিলেন, তা সবই তাঁর নিকট উল্লেখ করলাম। রসূলুল্লাহ (স) হেসে দিলেন। তিনি উনত্রিশ রাত সেখানে কাটালেন, তারপর নেমে এলেন।

৫৬১৮. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجْرَاتِ كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَتْ هِنْدُ لَهَا أَرْزَارُ فِي كُمَيْهَا بَيْنَ أَصَابِعِهَا .

৫৪১৮. উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাতে নবী (স) একথা বলতে বলতে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন : “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, কত ফিতনা রাতে নাযিল হয়েছে, আরও নাযিল হয়েছে কত ধনভাণ্ডার। এমন কে আছে যে এ হুজরাগুলোর রমনীদেরকে জাগিয়ে দিবে ?

কিতাবুল লিবাস (পোশাক)

দুনিয়ায় উত্তম পোশাক পরিহিতা কত যে নারী কিয়ামতের দিন থাকবে বিবস্ত্র। যুহরী (র) বলেন, হিন্দের আন্তিন দু'টির মধ্যে আঙ্গুলগুলোর কাছাকাছি স্থানে বোতাম মারা ছিল (যুহরী তাঁর থেকেই এ হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

৩২-অনুচ্ছেদ : কাউকে নতুন কাপড় পরিয়ে তার জন্য দোয়া করা।

৫১৯- عَنْ أُمِّ خَالِدٍ قَالَتْ أُنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ مَنْ تَرَوْنَنَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الْخَمِيصَةَ فَاسْكَتِ الْقَوْمُ قَالَ ائْتُونِي بِأُمَّ خَالِدٍ فَأَتَى بِنِي النَّبِيِّ ﷺ فَالْبَسَهَا بِيَدِهِ وَقَالَ أَيْلَى وَأَخْلَقِي (أَخْلَفِي) مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عِلْمِ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى وَيَقُولُ يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَّا يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَّا وَالسَّنَّا بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ قَالَ إِسْحَاقُ حَدَّثْتَنِي امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِهَا أَنَّهَا رَأَتْهُ عَلَى أُمِّ خَالِدٍ .

৫৪১৯. উম্মু খালিদ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপহার স্বরূপ কিছু কাপড় আনা হলো। তার মধ্যে একখানা কালো চাদরও ছিলো। রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কি খেয়াল, এ চাদর আমি কাকে পরাবো? সকলে চুপ রইলেন। তিনি বলেন, আমার নিকট উম্মু খালিদকে নিয়ে এসো। অতপর আমাকে নবী (স)-এর নিকট আনা হলো। তিনি নিজ হাতে আমাকে তা পরিয়ে দিলেন এবং দু'বার বলেন, তুমি অনেক পোশাক পরিধান পর্যন্ত দীর্ঘজীবী হও। তারপর তিনি চাদরখানার নকশা ও কারুকারণের প্রতি দেখতে থাকেন এবং আপন হাতে সেদিকে ইশারা করে বলেন, হে উম্মু খালিদ! হাযা সানা (এটা কত সুন্দর)! হাবশী ভাষায় 'সানা' মানে সুন্দর। ইসহাক (র) বলেন, আমার পরিবারের এক মহিলা বর্ণনা করেছে, সে উম্মু খালিদের ঐ চাদরটি তার গায়ে দেখেছে।

৩৩-অনুচ্ছেদ : পুরুষদের জন্য যাকরানী রংয়ের কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৫৪২০- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعَفَرَ الرَّجُلُ .

৫৪২০. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) পুরুষদেরকে যাকরানী রংয়ের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

৩৪-অনুচ্ছেদ : যাকরানী রংয়ের কাপড়।

৫৪২১- عَنْ بَنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَّصْبُوعًا بَوْرَسٍ أَوْ بَزَعْفَرَانَ .

৫৪২১. ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) ইহরামধারী ব্যক্তিকে 'ওয়ারস' কিংবা যাকরানে রঞ্জিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

৩৫-অনুচ্ছেদ : লাল কাপড় ।

৫৪২২. عَنْ الْبَرَاءِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ .

৫৪২২. বারআ (রা) বলেন, নবী (স) উচ্চতায় মধ্যম ধরনের ছিলেন। আমি তাঁকে লাল 'হুলা' পরিহিত দেখেছি। তাঁর চেয়ে বেশী সুন্দর কোন জিনিস আমার নয়রে আসেনি।

৩৬-অনুচ্ছেদ : লাল 'মীসারা' ।

৫৪২৩. عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّبِيحِ وَالْقَسِيِّ وَالْأَسْتَبْرَقِ وَمِائِثِرِ الْحُمْرِ .

৫৪২৩. বারআ (রা) বলেন, নবী (স) আমাদেরকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন : রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযার অনুসরণ করতে, হাঁচিদানকারীর জবাব দিতে। আর তিনি আমাদেরকে মোটা ও মিহি রেশমী কাপড়, কাসসী কাপড়, মিহি বা চিকন রেশমী কাপড় এবং লাল 'মীসারা' কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

৩৭-অনুচ্ছেদ : পশমমুক্ত পাকা চামড়ার জুতা ইত্যাদি ।

৫৪২৪. عَنْ سَعِيدِ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ .

৫৪২৪. সাযীদ আবু মাসলামা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি জুতা পরে নামায পড়তেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

৫৪২৫. عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْنَعُ بِالصَّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهْلَ النَّاسِ إِذَا رَأَوْا الْهَلَالَ وَلَمْ تُهَلِّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَا الْأَرْكَانُ فَأَنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَا النَّعَالَ السَّبْتِيَّةَ فَأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَا الصَّفْرَةَ فَأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَا الْإِهْلَالَ فَأَنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ حَتَّى تَتَّبِعَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

৫৪২৫. উবাইদ ইবনে জুরাইজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখছি, যা আপনার সাথীগণকে করতে দেখিনি। তিনি বলেন : 'হে ইবনে জুরাইজ ! সেগুলো কি কি ? ইবনে জুরাইজ বলেন : আমি দেখলাম, আপনি দু'টি রুকনে ইয়ামানী ছাড়া খানায়কাবার অপর রুকন-গুলোতে তাওয়াফের সময় চুমু দেন না, পশমমুক্ত পাকা চামড়ার জুতা পরেন এবং কাপড়কে হলুদ রংয়ে রঞ্জিত করেন। আপনি যখন মক্কায় ছিলেন, তখন লোকজন চাঁদ দেখে ইহরাম বেঁধেছিল। কিন্তু আপনি ইয়াওমুত 'তারবিয়া' অর্থাৎ চাঁদের আট তারিখে ইহরাম বাঁধলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রুকনগুলোকে চুমু দেয়ার ব্যাপারে কথা এই যে, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে শুধু দু'টি রুকনে ইয়ামানীকেই চুমু দিতে দেখেছি। পশমমুক্ত পাকা চামড়ার জুতার ব্যাপার এই যে, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে এমন জুতা পায়ে দিতে দেখেছি, যাতে পশম ছিল না এবং উয় করে তিনি তাতে পা ঢুকাতেন। এজন্যে আমি অনুরূপ জুতা পরা পসন্দ করি। আর হলুদ রংয়ের ব্যাপার হলো, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে ঐ রং ব্যবহার করতে দেখেছি। তাই আমিও ঐ রং ভালোবাসি। বাকি রইলো ইহরাম। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর জন্তুযান রওয়ানা করার পরই ইহরাম বাঁধতে দেখেছি (৮ই যিলহিজ্জায়)।

৫৪২৬. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِرَعْفَرَانَ أَوْ وِرْسٍ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خَفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ .

৫৪২৬. ইবনে উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইহরাম বাঁধা অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে যারফরান বা ওয়ারস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, যার জুতা নেই ইহরাম অবস্থায় সে যেন মোজা পরে এবং তা পায়ের গোছার নীচ থেকে (উপরের অংশ) কেটে ফেলে।

৫৪২৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ خَفَيْنِ .

৫৪২৭. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, যার লুঙ্গি নেই সে যেন পায়জামা পরে। আর যার জুতা নেই সে যেন ইহরাম অবস্থায় মোজা পরে।

৩৮-অনুচ্ছেদ : প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরবে।

৫৪২৮. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيْمَنَ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ .

৫৪২৮. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) উয়ু করা, মাথা আঁচড়ানো এবং জুতা পরা ডান দিক থেকে শুরু করা পসন্দ করতেন।

৩৯-অনুচ্ছেদ : বাম পায়ের জুতা আগে খুলবে।

৫৪২৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا اتَّعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشَّمَالِ لِتَكُنِ الْيَمْنَى أَوْلَهُمَا تَتَعَلُّ وَأُخْرَهُمَا تُنَزَعُ .

৫৪২৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের কেউ যখন জুতা পরবে তখন প্রথমে ডান পায়ে পরবে এবং যখন খুলবে তখন আগে বাম পায়ের জুতা খুলবে, যেন পায়ে দেয়ার সময় ডান পা প্রথমে হয় এবং খোলার সময় শেষে হয়।

৪০-অনুচ্ছেদ : এক পায়ে জুতা পরে হাঁটবে না।

৫৪৩০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ لِيُحْفِيَهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلَهُمَا جَمِيعًا .

৫৪৩০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের কেউ এক পায়ে জুতা পরে যেন চলাফেরা না করে। সে হয় দু'খানাই খুলে খালি পায়ে হাঁটবে ; নতুবা দু'খানাই পায়ে দিবে।

৪১-অনুচ্ছেদ : এক জুতায় দু'টি ফিতা। কেউ কেউ একটি ফিতাকেও জায়েয মনে করেন।

৫৪৩১. عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ نَعْلَ (نَعْلَى) النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لَهَا (لَهُمَا) قِبَالَانِ

৫৪৩১. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (স)-এর জুতায় দু'টি ফিতা ছিল।

৫৪৩২. عَنْ عِيسَى بْنِ طَهْمَانَ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَنْعَلِينَ لَهُمَا قِبَالَانِ فَقَالَ تَأْتِي الْبُنَانِي هَذِهِ نَعْلُ النَّبِيِّ ﷺ .

৫৪৩২. ইসা ইবনে তাহমান (র) বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) এক জোড়া জুতা আমাদের নিকট বের করে আনলেন। জুতা জোড়ার প্রতিটির মধ্যে দু'টি করে রশি ছিল। সাবিত আল-বুনানী (র) বলেন, এটা নবী (স)-এর জুতা।

৪২-অনুচ্ছেদ : লাল চামড়ার তাঁবু।

৫৪৩৩. عَنْ وَهَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ اللَّهُ ﷻ وَهُوَ فِي قُبَّةِ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بِلَالٍ يَدِ صَاحِبِهِ .

৫৪৩৩. ওয়াহ্ব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট আসলাম। এ সময় তিনি লাল চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। আমি বিলাল (রা)-কে দেখলাম,

কিতাবুল লিবাস (পোশাক)

তিনি নবী (স)-এর উয়ুর বেচে যাওয়া পানি নিয়ে নিলেন। অন্য সব লোকও ঐ পানি কার আগে কে লুফে নেবে সেই চেষ্টায় লিপ্ত। যিনিই ওখান থেকে কিছু পানি পেলেন, তিনি তা আপন মুখে মাখলেন। আর যিনি তার কিছুই পেলেন না, তিনি তাঁর সাথীর হাতের ভিজা জায়গা থেকে মুছে নিলেন।

৫৪৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْأَنْصَارِ وَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِّنْ أَدَمٍ .

৫৪৩৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) মদীনার আনসারগণকে ডেকে পাঠান এবং সবাইকে চামড়ার তাঁবুতে জমায়তে করলেন।

৪৩-অনুচ্ছেদ : চাটাই ইত্যাদিতে বসা।

৫৪৩৫- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْتَجِرُ (يُحْتَجِرُ) حَصِيرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي (عَلَيْهِ) وَيَسْطُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَوَبُّونَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا فَأَقْبَلَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ .

৫৪৩৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) রাতের বেলা চাটাই দিয়ে একটি কোঠা বানিয়ে নিতেন এবং (সেখানে) নামায পড়তেন। আর দিনের বেলা তিনি তা বিছিয়ে তাতে বসতেন। অতপর নবী (স)-এর নিকট লোকজন জমা হয়ে তাঁর সাথে নামায পড়তে লাগলো। এমনকি যখন তাঁদের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন নবী (স) তাদেরকে বলেন : হে লোক সকল ! এমন আমল অবলম্বন করো, যা করা তোমাদের সাধ্যে কুলায়। এ জন্য যে, আল্লাহ অস্থির হবেন না (প্রতিদান দিতে ক্লান্ত হবেন না)—যে পর্যন্ত তোমরা অস্থির (ক্লান্ত) না হবে। আর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অধিক পসন্দীয় আমল হলো সেটি—যা কম হলেও নিয়মিত করা যায়।

৪৪-অনুচ্ছেদ : সোনার বোতাম যুক্ত পোশাক। মিসওয়্যার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা মাখরামা (রা) তাঁকে বলেন, হে ছেলে ! আমি খবর পেয়েছি, নবী (স)-এর নিকট কিছু সংখ্যক জুস্বা এসেছে। তিনি সেগুলো বণ্টন করছেন। তাই আমার সাথে তাঁর নিকট চলো। আমরা গিয়ে নবী (স)-কে তাঁর ঘরেই পেলাম। পিতা আমাকে বলেন, বেটা ! নবী (স)-কে আমার জন্য ডাকো। আমার কাছে তা অপসন্দ ঠেকলো। তাই জিজ্ঞেস করলাম, আপনার জন্য বুঝি রসূলুল্লাহ (স)-কে ডাকবো ? তিনি বলেন, তিনি স্বৈরাচারী নন যে, ডাকে সাড়া দিবেন না। অবশেষে আমি তাঁকে ডাকলাম। তিনি বেরিয়ে আসলেন। এ সময় তাঁর গায়ে মিহি রেশমের একটি জুস্বা ছিল। তাতে সোনার বোতাম লাগানো ছিল। তিনি বলেন, হে মাখরামা ! এটি তোমার জন্য আমি লুকিয়ে রেখেছি। তিনি মাখরামাকে তা দিলেন।

৪৫-অনুচ্ছেদ : সোনার আংটি ।

৫৪৩৬. عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَقُولُ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ سَبْعٍ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلَقَةِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالْأَسْتَبْرَقِ وَالذَّبِيحِ وَالْمِثْرَةِ وَالْحَمْرَاءِ وَالْقِسِيَّ وَأَنِيَّةَ الْفِضَّةِ وَأَمَرَنَا بِسَبْعٍ بَعِيدَةِ الْمَرِيضِ وَإِتْبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِيِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ .

৫৪৩৬. বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, নবী (স) আমাদেরকে সাতটি জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এগুলো হলো : সোনার আংটি, মোটা রেশম, মিহি রেশম, সূক্ষ্ম রেশম, লাল রংয়ের রেশমী কাপড়ের আসন, 'কাস্‌সী' কাপড় ও রৌপ্য পাত্র। আর তিনি আমাদেরকে সাতটি কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন : রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযার অনুগমন করতে, হাঁচদানকারীর জবাব দিতে, সালামের জবাব দিতে, কারো দাওয়াতে সাড়া দিতে, কসম পূর্ণ করতে এবং মজলুমের সাহায্য করতে।

৫৪৩৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ .

৫৪৩৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৫৪৩৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمَى بِهِ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ وَّرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ .

৫৪৩৮. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) সোনার একটি আংটি পরেন এবং তার পাথর তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখেন। দেখাদেখি লোকেরাও অনুরূপ সোনার আংটি পরলো। তখন তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং রূপার একটা আংটি বানিয়ে নিলেন।

৪৬-অনুচ্ছেদ : রূপার আংটি ।

৫৪৩৯. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ قَدِ اتَّخَذُوها رَمَى بِهِ وَقَالَ لَا الْبَسَةَ أَبَدًا ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَيْسَ الْخَاتَمُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ الْفِضَّةُ فِي بَيْتِ أَرِيْسَ .

কিতাবুল লিবাস (পোশাক)

৫৪৩৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) সোনার কিংবা রূপার একটি আংটি পরলেন এবং এর মোহর রাখলেন তাঁর হাতের তালুর দিকে। তাতে مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ (মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল) কথাটি খোদিত ছিল। লোকেরাও অনুরূপ আংটি পরতে লাগলো। তিনি যখন দেখলেন যে, তারাও অনুরূপ আংটি বানিয়েছে, তখন তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং বলেন, আমি কখনও তা পরবো না। তারপর তিনি রূপার আংটি পরলেন। লোকজনও রূপার আংটি পরা শুরু করলো। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স)-এর পর সেই আংটিটি আবু বাকর (রা), তারপর উমার (রা) এবং শেষে উসমান (রা) পরেছিলেন। অতপর উসমান (রা)-এর হাত থেকে এটি 'আরীস' নামক কূপে পড়ে যায়। বহু খোঁজাখুঁজির পরও তা আর পাওয়া যায়নি।

৪৭-অনুচ্ছেদ :

৫৪৪০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِّنْ نَّهَبٍ فَنَبَذَهُ فَقَالَ لَا الْبَيْسَةَ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .

৫৪৪০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) সোনার আংটি পরতেন। তিনি (হারাম হওয়ার পর) তা ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং বলেন : আমি তা আর কখনো পরবো না। তখন সবাই নিজ নিজ সোনার আংটিও খুলে ফেলেন।

৫৪৪১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِّنْ وَّرِقٍ يَوْمًا وَأَجِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْخَوَاتِيمَ مِنْ وَّرِقٍ وَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .

৫৪৪১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিনই রসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে রূপার আংটি দেখেছেন। অতপর লোকেরাও রূপার আংটি তৈরি করলো এবং তা ব্যবহার করতে লাগলো। তখন রসূলুল্লাহ (স) নিজ আংটিটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অতপর লোকেরাও নিজ নিজ আংটি ছুঁড়ে ফেলে দিল।

৪৮-অনুচ্ছেদ : আংটির পাথর।

৫৪৪২. عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُنِلَ أَنَسٌ هَلْ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ أَخْرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَانَتِي أَنْظُرُ إِلَى وَيَبِصِرُ خَاتَمَهُ قَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَإِنكُمْ لَمْ (لَنْ) تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَضَرْتُمُوهَا .

৫৪৪২. হুমাইদ (র) বলেন, আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী (স) কি আংটি পরতেন? তিনি বলেন, একদা তিনি এশার নামায মধ্যরাত পর্যন্ত বিলম্ব করেন। নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বসেন। আমি যেন তাঁর আংটির উজ্জ্বলতার দিকে

তাকিয়ে রইলাম। তিনি বলেন, লোকেরা নামায পড়ে ঘুমিয়ে গেছে। আর তোমরা যতক্ষণ ধরে নামাযের অপেক্ষায় আছ ততক্ষণ নামাযেই রত আছ।

৫৪৪৩- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ خَاتَمَهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصَّهُ مِنْهُ .

৫৪৪৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর আংটি ছিল রূপার তৈরি। এর পাথরও ছিল রূপার।

৪৯-অনুচ্ছেদ : শোহার আংটি।

৫৪৪৪- عَنْ سَلْمَةَ بِنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مَقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجِنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ انظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَذْهَبُ فَالْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِداءٌ فَكَالَ أُصْدِقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِزَارُكَ إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ مُؤَلِيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدِعِيَ فَقَانَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةٌ كَذَا وَكَذَا السُّورِ عَدَدَهَا قَالَ قَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .

৫৪৪৪. সাহল (রা) বলেন, এক মহিলা নবী (স)-এর দরবারে এসে বলল, আমি নিজকে হেবা করতে এসেছি। সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। নবী (স) তখন তাকে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখলেন এবং মাথা নীচু করে নিলেন। দাঁড়ানো অবস্থায় তার অনেক সময় কেটে গেলে এক ব্যক্তি বলল : আপনার যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে তাকে আমার সাথে বিয়ে দিন। নবী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মোহরানা দেয়ার মতো তোমার নিকট কিছু আছে ? সে বললো, না। তিনি বলেন, বাড়িতে গিয়ে খুঁজে দেখ। লোকটি চলে গেল, অতপর ফিরে এসে বললো : আল্লাহর কসম ! আমি কিছুই পেলাম না। তিনি বলেন, আবার যাও এবং তালাশ করে দেখ যদি একটি লোহার আংটিও হয়। লোকটি গিয়ে আবার ফিরে এসে বললো : আল্লাহর কসম ! একটি লোহার আংটিও নেই। তার পরনে একটি লুঙ্গি ছিল কিন্তু কোন চাদর ছিল না। সে বললো, আমি আমার লুঙ্গিটিই তাকে মোহরস্বরূপ দিয়ে দিব। নবী (স) বলেন, তোমার লুঙ্গি যদি সে নিয়ে পরে, তবে তোমার গায়ে কিছুই থাকবে না (বিবস্ত্র হয়ে যাবে)। আর যদি তুমি তা পর তাহলে তার গায়ে কিছু রইলো না। সুতরাং লোকটি এক পাশে গিয়ে বসে পড়লো। নবী (স) তাকে চলে যেতে দেখে ডাকার আদেশ করলেন। অতএব তাকে ডাকা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কুরআনের কিছু অংশ কি তোমার মুখস্ত আছে ? সে নাম উল্লেখ করে বললো, হাঁ, অমুক

অমুক সূরা মুখস্ত আছে। নবী (স) বলেন : কুরআনের যতটুকু তোমার মুখস্ত আছে, তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।

৫০-অনুচ্ছেদ : আংটির ওপর নকশা খোদিত করা।

৫৪৪৫- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ أَوْ أَنَسٍ مِنَ الْأَعَاجِمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَكَاتَى بِوَبِيصٍ أَوْ بِبِصِيصٍ الْخَاتَمِ فِي أَصْبَعِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ فِي كَفِّهِ .

৫৪৪৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আজমীদের (অনারবদের) একটি দলের নিকট লিখে পাঠাতে চাইলেন। তাঁকে বলা হলো, তারা পত্রের উপর সীলমোহর যুক্ত না হলে তা গ্রহণ করে না। তখন নবী (স) রূপার একটি আংটি বানিয়ে নিলেন। তাতে مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ অংকিত ছিল। আমি যেন এখনও নবী (স)-এর আঙ্গুলে কিংবা তাঁর হাতের তালুতে ঐ আংটির উজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি।

৫৪৪৬- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَكَانَ فِي يَدِهِ ثَمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِي بَيْتِ أَرِيْسٍ نَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

৫৪৪৬. ইবনে উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) রূপার একটি আংটি নিলেন। এটি তাঁর হাতে ছিল। তাঁর পরে আবু বাকর (রা) খলীফা হলে এটি তাঁর হাতে গেল। তাঁর পরে উমার (রা)-এর হাতে এলো। তাঁর পরে উসমান (রা)-এর আমলে তাঁর হাতে ছিল। শেষ পর্যন্ত এটি (তার সময়ে মদীনার) আরীস নামক কূপে পড়ে গেল। আংটির উপর مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ অংকিত ছিল।^৯

৫১-অনুচ্ছেদ : কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটি পরা

৫৪৪৭- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَنَعَ (إِصْطَفَعَ) النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ إِنَّا قَدْ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشُ (يَنْقُشُنَّ) عَلَيْهِ أَحَدٌ قَالَ فَإِنِّي لَأَرَى بَرِيْقَهُ فِي خِنْصَرِهِ .

৫৪৪৭. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) একটি আংটি বানিয়ে নিলেন এবং বলেন, আমরা একটি আংটি গ্রহণ করেছি এবং এটির উপর নকশা খোদাই করেছি। আর কেউ যেন নিজ আংটিতে ঐ বাক্য খোদাই না করে। রেওয়ায়াকারী বলেন, আমি অবশ্যই নবী (স)-এর কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটির চাকচিক্য অবলোকন করেছি।

৫২-অনুচ্ছেদ : কোন জিনিসে সীলমোহর দেয়ার জন্য কিংবা আহলে কিতাব ধমুখের ঐ নিকট পত্র পাঠানোর জন্য আংটি পরা।

৯. এ আংটি তাদের সবার আমলে সরকারী কাজকর্মে সীলমোহর হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

৫৪৪৮. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرُؤُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَكَانَ مَأْتِياً إِلَى بِيَاضِهِ فِي يَدِهِ .

৫৪৪৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) রোমান সম্রাট কায়সারের নিকট পত্র পাঠাতে মনস্থ করলে তাঁকে বলা হলো, মোহরাঙ্কিত না থাকলে রোমানরা আপনার পত্র পড়বে না। সুতরাং তিনি রূপার একটি আংটি গ্রহণ করলেন। তাতে অঙ্কিত ছিল 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।' আমি যেন তাঁর হাতে সেই আংটির দ্যুতি এখনো দেখতে পাচ্ছি।

৫৩-অনুচ্ছেদ : আংটির পাথর হাতের তালুর দিকে রাখা।

৫৪৪৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَيَجْعَلُ (جَعَلَ) فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبَسَهُ فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَرَقِيَ الْمُنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ وَإِنِّي لَأَلْبَسُهُ فَنَبَذَهُ وَبَذَ النَّاسُ وَقَالَ جُوَيْرِيَّةُ وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ فِي يَدِهِ الْيَمْنَى .

৫৪৪৯. আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) সোনার একটি আংটি তৈরি করালেন। তিনি সেটি পরলে এর পাথর তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন। লোকেরাও সোনার আংটি তৈরি করাল। নবী (স) মিস্বরে উঠলেন, আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং ভাষণে বললেন, আমি এ আংটি তৈরি করেছিলাম। কিন্তু এখন আর আমি এটি ব্যবহার করবো না। একথা বলে তিনি আংটিটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। লোকেরাও নিজ নিজ আংটি ফেলে দিল। জুওয়াইরিয়া বর্ণনা করেছেন, সম্ভবত রেওয়াজাতকারী একথাও বলেছেন যে, আংটিটি তাঁর ডান হাতে ছিল।

৫৪-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর বাণী : কেউ নিজের আংটিতে তাঁর আংটির অনুরূপ নকশা করবে না।

৫৪৫০. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وِزْقٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يَنْقُشُنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ .

৫৪৫০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) রূপার একটি আংটি বানিয়ে নিলেন এবং তাতে 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' বাকাটি অঙ্কিত করালেন এবং বললেন, আমি রূপার একটি আংটি বানিয়েছি। তাতে 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' কথাটি অঙ্কন করেছি। সুতরাং কেউ যেন তার আংটিতে একথাটি অঙ্কন না করায়।

৫৫-অনুচ্ছেদ : আংটিতে কি তিন লাইনে নকশা খোদাই করতে হবে ?

৫৪৫১- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا اسْتُخْلِيفَ كَتَبَ لَهُ وَكَانَ نَقَشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَصْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولٌ سَطْرٌ وَاللَّهُ سَطْرٌ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَدِهِ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ وَفِي يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ جَلَسَ عَلَى بَيْتْرِ أَرِيْسٍ قَالَ فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ قَالَ فَأَخْتَلَفْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ فَتَنَزَّحُ الْبَيْتْرُ فَلَمْ نَجِدْهُ .

৫৪৫১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। যখন আবু বাকর (রা) খলীফা হলেন, তখন তিনি আনাস (রা)-এর নিকট পত্র লিখলেন। আর আংটির মোহরের কথাটি তিন লাইনে অংকিত ছিল—‘মুহাম্মাদ’ এক লাইনে, ‘রসূল’ এক লাইনে এবং ‘আল্লাহ’ লাইনে।

আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন, অন্য এক সনদে আনাস (রা) বলেছেন, নবী (স)-এর আংটিটি তাঁর হাতেই ছিল। তাঁর ইনতিকালের পর সেই আংটি আবু বাকর (রা)-এর হাতে আসলো। আবু বাকর (রা)-এর ইত্তিকালের পর উমার (রা)-এর হাতে ছিল। অতপর যখন উসমান (রা)-এর আমল এলো, তখন তিনি ‘আরীস’ নামক কূপের পাড়ে বসে আংটিটি আসলু থেকে খুলে নাড়াচাড়া করছিলেন। হঠাৎ তা কূপে পড়ে গেল। তিন দিন পর্যন্ত উসমান (রা)-সহ আমরা অনুসন্ধান চালালাম। কূপের সমস্ত পানি বাইরে ফেলে দিলাম কিন্তু তবুও আংটিটি আর পেলাম না।

৫৬-অনুচ্ছেদ : মহিলাদের আংটি পরা। আয়েশা (রা)-এর কতগুলো সোনার আংটি ছিল।

৫৪৫২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَرَأَى ابْنَ وَهَبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَآتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ .

৫৪৫২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবাদানের আগে নামায আদায় করেন। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন, ইবনে ওয়াহ্ব (র) ইবনে জুরাইজের সূত্রে আরো বর্ণনা করেছেন যে, নামায শেষে নবী (স) মহিলাদের নিকট এলেন। তখন তারা বিলাল (রা)-এর কাপড়ে তাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ আংটিগুলো খুলে রেখে দেন।

৫৭-অনুচ্ছেদ : মহিলাদের হার ও সুগন্ধযুক্ত কাঠের মালা পরিধান করা।

৫৪৫৩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا .

৫৪৫৩. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) ঈদের দিন বাইরে এসে দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন। এই নামাযের আগেও তিনি নফল নামায পড়েননি এবং পরেও না। অতপর তিনি মহিলাদের নিকট গেলেন এবং তাদেরকে সদাকা দান করার হুকুম দিলেন। তখন মহিলারা তাদের নাকের বালী ও গলার মালা দান করে।

৫৮-অনুচ্ছেদ : কষ্ঠহার ধার নেয়া।

৫৪৫৪. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هَلَكْتَ قِلَادَةٌ لِأَسْمَاءَ فَبِعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَلِبِهَا رَجُلًا فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ وَلَيْسُوا عَلَى وَضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلُّوا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّيْمُمِ وَعَنْ عَائِشَةَ اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ .

৫৪৫৪. আয়েশা (রা) বলেন, আসমা (রা)-এর কষ্ঠহার আমার নিকট থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। নবী (স) সেটি তালাশ করতে কয়েকজন লোক পাঠান। ইতিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত এসে গেল। লোকদের উয়ু ছিল না। উয়ু করার পানিও পাওয়া গেল না। তখন তারা বিনা উয়ুতে নামায পড়েন। এ বিষয়টি তাঁরা নবী (স)-এর নিকট উল্লেখ করলে আল্লাহ তাআলা তায়াশ্বুমের আয়াত নাখিল করেন। আয়েশা (রা) থেকে অন্য সনদে বর্ণিত। তিনি এ হারটি আসমা (রা) থেকে ধার নিয়েছিলেন।

৫৯-অনুচ্ছেদ : মহিলার জন্য কানবালা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) মহিলাদেরকে দান-খয়রাত করার জন্য নির্দেশ দেন। আমি তাদেরকে তাদের কান ও গলার দিকে হাত বাড়াতে দেখলাম।

৫৪৫৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَلْقَى قُرْطَهَا .

৫৪৫৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) ঈদের দিন দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন। না তিনি এর আগে নামায পড়লেন, না এর পরে। অতপর তিনি বিলাল (রা)-সহ মহিলাদের নিকট যান এবং তাদেরকে দান-খয়রাত করার হুকুম দেন। তখন তারা নিজেদের কানবালাগুলো খুলে দান করেন।

৬০-অনুচ্ছেদ : শিশুদের গলার মালা।

৫৪৫৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سُوقٍ مِّنْ أَشْوَاقِ الْمَدِينَةِ فَأَنْصَرَفَ فَأَنْصَرَفْتُ فَقَالَ آيْنُ لَكُمْ ثَلَاثًا أَدْعُ الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ فَقَامَ الْحَسَنُ بِنُ

عَلِيٍّ يَمْشِي فِي عُنُقِهِ السَّخَابُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ هَكَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا فَالتَزَمَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ .

৫৪৫৬. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, মদীনার এক বাজারে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি (সেখান থেকে ফিরে) আসলেন এবং আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসলাম। তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করলেন : ছোট্ট বাচ্চাটি কোথায় ? হাসান ইবনে আলীকে ডাকো। তখন হাসান ইবনে আলী (রা) উঠে হেঁটে আসলেন। তাঁর গলায় পুঁতি ইত্যাদির মালা ছিল। নবী (স) আপন হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, এসো। হাসান (রা)-ও তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং দু'জনই দু'জনকে জড়িয়ে ধরলেন। অতপর নবী (স) দোয়া করলেন : হে আল্লাহ ! আমি তাকে ভালোবাসি, আপনিও তাকে ভালোবাসেন। আর যে লোক তাকে ভালোবাসে আপনি তাকেও ভালোবাসুন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (স) একথা বলেছেন, তারপর থেকে আমার নিকট হাসান ইবনে আলী (রা)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউ ছিল না।

৬১-অনুচ্ছেদ : যেসব পুরুষ নারীর বেশ এবং যেসব নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে।

৫৪৫৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ .

৫৪৫৭. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) নারীদের বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের অভিসম্পাত করেছেন।^{১০}

৬২-অনুচ্ছেদ : নারীর বেশধারী পুরুষকে ঘর থেকে বহিষ্কার করা।

৫৪৫৮- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخْتَلِئِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بَيْوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فُلَانًا (فُلَانَةً) وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا .

৫৪৫৮. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) নারীদের বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, এদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) অমুককে এবং উমার (রা) অমুককে বের করে দিয়েছেন।

১০. পুরুষ কর্তৃক নারীর বেশ এবং নারী কর্তৃক পুরুষের বেশ ধারণ করা হারাম। এটা যেমন পোশাকে, তদ্রূপ সাজসজ্জা, অলঙ্কার, বেশভূষা, চালচলন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও হারাম।

৫৪৫৭. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخْنَتٌ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ فَتِحَ (فَتَحَ اللَّهُ) لَكُمْ غَدَا الطَّائِفُ فَاِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بَيْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بِأَرْبَعِ بَرَبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلُنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ .

৫৪৫৯. উম্মু সালামা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তখন সেই ঘরে মেয়েলী স্বভাবের এক ব্যক্তিও ছিল। সে উম্মু সালামা (রা)-এর ভাই আবদুল্লাহকে বললো, হে আবদুল্লাহ! যদি আগামীকাল আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তায়েফে বিজয় দান করেন তাহলে আমি তোমাকে গাইলানের এক নারীকে দেখাব, যার সামনে যেতে পেটে চার ভাঁজ পড়ে এবং পেছনে যেতে আট ভাঁজ পড়ে। তখন নবী (স) বলেন, এরা যেন তোমাদের নিকট কখনো আসতে না পারে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, “চার ভাজে আবির্ভূত হয় এবং প্রস্থান করে” অর্থাৎ তার মেদবহুল পেটে চারটি ভাজ পড়ে এবং সে তৎসহ আবির্ভূত হয়। “সে আট আট ভাজে প্রস্থান করে” অর্থাৎ ঐ চার ভাজের আটটি প্রান্তসহ প্রস্থান করে।

৬৩-অনুচ্ছেদ : গৌফ কেটে ফেলা। ইবনে উমার (রা) এমনভাবে তাঁর গৌফ কাটতেন যে, চামড়ার শুভ্রতা দেখা যেতো এবং তিনি দাড়ি ও গৌফের মাঝখানের চুলও কেটে ফেলতেন।

৫৪৬০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ .

৫৪৬০. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, গৌফ কেটে ফেলা মানুষের স্বভাবের ফিতরাতের অন্তর্গত।

৫৪৬১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةَ الْفِطْرَةِ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ نَتْفُ الْأَيْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ .

৫৪৬১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। ফিতরাত (স্বভাব) হলো পাঁচটি জিনিস কিংবা পাঁচটি কাজ : খতনা করা, (নাভীর নীচে) ক্ষুর ব্যবহার করা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও গৌফ কেটে ফেলা।

৬৪-অনুচ্ছেদ : নখ কাটা।

৫৪৬২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ .

৫৪৬২. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, নাভীর নীচের লোম চেঁছে ফেলা, নখ কাটা এবং গৌফ কাটা ফিতরাতের অন্তর্গত।

৫৪৬৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْفِطْرَةُ خُمُسُ الْخِتَانِ وَالْأَسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَتْفُ الْأَيْطِ .

৫৪৬৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, ফিতরাত হলো পাঁচটি কাজ : খতনা করা, (নাভীর নীচে) ক্ষুর ব্যবহার করা, মোচ কাটা, নখ কাটা এবং বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা ।

৫৪৬৪. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَقَرُّوا اللَّحْيَ وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبِضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ .

৫৪৬৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । নবী (স) বলেন, তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করো, দাড়ি বড় রাখ ও মোচ কেটে ফেল । ইবনে উমার (রা) যখন হজ্জ কিংবা উমরা করতেন, তখন তিনি দাড়ির চুল মুষ্টিবদ্ধ করে ধরতেন এবং মুষ্টির বাইরের অংশ কেটে ফেলতেন ।

৬৫-অনুচ্ছেদ : দাড়ি বাড়ানো । ‘আক্ষাও’ অর্থ বর্ধিত করো । তাদের মাল বর্ধিত হয়েছে ।

৫৪৬৫. عَنْ بَنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُكُمُ الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحْيَ .

৫৪৬৫. ইবনে উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমরা মোচ কেটে ফেল এবং দাড়ি বড় করো ।

৬৬-অনুচ্ছেদ : বার্ষিক্য সম্পর্কিত বর্ণনা ।

৫৪৬৬. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَخْضَبَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلَّا قَلِيلًا .

৫৪৬৬. মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) বলেছেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি খেযাব লাগিয়েছিলেন ? তিনি বলেন, নবী (স)-এর মাত্র কয়েক গাছি চুল সাদা হয়েছিল ।

৫৪৬৭. عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغِ مَا يَخْضِبُ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ .

৫৪৬৭. সাবিত (র) বলেন, আনাস (রা)-কে নবী (স)-এর খেযাব লাগানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, নবী (স)-এর চুল খেযাব ব্যবহার করার মত সাদা হয়নি । আমি তাঁর দাড়ির সাদা চুল গোনতে চাইলে তা অনায়াসে গোনতে পারতাম ।

৫৬৬৮. عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدْحٍ مِنْ مَاءٍ وَقَبْضِ إِسْرَائِيلَ ثَلَاثَ أَصَابِعٍ مِنْ قِصَّةٍ فِيهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ فَأَطْلَعَتْ فِي الْحُجْلِ (الْجُلْجُلِ) فَرَأَيْتُ شَعْرَاتٍ حُمْرًا.

৫৪৬৮. উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (র) বলেন, আমার পরিবারের লোকজন এক পেয়ালা পানি দিয়ে আমাকে উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট পাঠায়। (বর্ণনাকারী) ইসরাইল উম্মু সালামার নিকট রক্ষিত একটি রূপার পেয়ালা থেকে তিন কোশ পানি নিলেন। এ পানিতে নবী (স)-এর কয়েক গাছি চুল ছিল। কোন লোকের উপর বদনয়র লাগলে কিংবা তার কোন রোগকষ্ট হলে সে উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট পানির পাত্র পাঠিয়ে দিত। (উসমানের বর্ণনা) আমি সেই পাত্রের মধ্যে তাকিয়ে কয়েকগাছি লাল চুল দেখতে পেয়েছি।

৫৬৬৯. عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ مِخْضُوبًا - وَعَنْ ابْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرَتْهُ شَعْرَ النَّبِيِّ ﷺ أَحْمَرَ .

৫৪৬৯. উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (র) বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি নবী (স)-এর কয়েক গাছি খেয়াবকৃত চুল বের করে আনলেন। অন্য সূত্রে ইবনে মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত। উম্মু সালামা (রা) ইবনে মাওহাবকে নবী (স)-এর কয়েকগাছি লাল চুল দেখান।

৬৭-অনুচ্ছেদ ৪ খেয়াব সম্পর্কে।

৫৬৭০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِفُونَ فَخَالَفُوهُمْ .

৫৪৭০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, ইহুদী ও খৃষ্টানরা চুল রঞ্জিত করে না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করো। ১১

১১. এ হাদীসে চুল-দাড়ি সাদা হলে রং করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে বিশেষ কোন রংয়ের উল্লেখ করা হয়নি। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলেম কালো খেয়াব ব্যবহার জায়েয বলেছেন। মুসলিম শরীফের এক হাদীসে কালো খেয়াব ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই একদল আলেম কালো খেয়াব ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। বিশিষ্ট ডাবেয়ী ইবনে শিহাব যুহরী (র) বলেছেন, চেহারা যৌবনসুলভ ও তাজা থাকা পর্যন্ত যুবা বয়সে আমরা কালো খেয়াব ব্যবহার করতাম। আর চেহারা ভেঙ্গে গেলে এবং দাঁত খসে পড়লে বার্বকো আমরা কালো খেয়াব দেয়া পরিহার করতাম।” সাহাবীগণের মধ্যে হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা), উকবা ইবনে আমের (রা), উসমান ইবনে আফফান (রা), আবু হুরাইরা (রা), জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা), হাসান (রা) এবং হুসাইন (রা) কালো খেয়াব ব্যবহার জায়েয বলেছেন।

৬৮-অনুচ্ছেদ ৪ কৌকড়ানো চুল।

৫৪৭১- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالْأَدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقِطْطِ وَلَا بِالسَّبِطِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عَشْرُونَ شَعْرَةً بِيضَاءً .

৫৪৭১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) উচ্চতায় অতি লম্বাও ছিলেন না, অতি বেঁটেও ছিলেন না। তিনি বিলকুল সাদাও ছিলেন না, পিঙ্গল বর্ণও ছিলেন না। তাঁর চুল পুরোপুরি কৌকড়ানোও ছিল না, একেবারে সোজাও ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাঁকে চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়াত দান করেন। তিনি মক্কায় দশ বছর এবং মদীনায় দশ বছর ছিলেন। আল্লাহ তাআলার হুকুমে ষাট বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়। এ সময় পর্যন্ত তাঁর মাথা ও দাড়িতে কুড়িটি সাদা চুলও ছিল না। ১২

৫৪৭২- عَنْ الْبَرَاءِ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّ جُمُتَهُ لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِّنْ مُنْكَبِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ مَا حَدَّثَ بِهِ قَطُّ إِلَّا ضَحِكَ تَابِعَهُ شُعْبَةُ شَعْرَهُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ .

৫৪৭২. বারাআ (রা) বর্ণনা করেন, আমি লাল চাদর পরিহিত অবস্থায় নবী (স)-এর চেয়ে অধিক সুন্দর আর কাউকে দেখিনি। (ইমাম বুখারী বলেন), আমার কোন এক বন্ধু মালেক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স)-এর মাথার চুল তাঁর ঘাড় পর্যন্ত এসে যেত। আবু ইসহাক (র) বলেন, আমি বারাআ (রা)-কে এ হাদীস একাধিকবার বর্ণনা করতে শুনেছি। যখনই তিনি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তখনই হেসেছেন। শোবা (র) বলেন, তাঁর চুল তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত পৌছে যেত।

৫৪৭৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا أَدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أَدَمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِّنَ اللَّيْمِ قَدْ رَجَلَهَا فَهِيَ تَقَطُرُ مَاءً مُتَكِنًا عَلَى رَجْلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجْلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرِيَمَ وَإِذَا

১২. মহানবী (স)-এর জীবনীকার ও ইতিহাসবিদদের সর্বসম্মত রায় হলো—তিনি ৬৩ বছর বয়সে ওফাত পান। তিনি ১৩ বছর মক্কায় এবং ১০ বছর মদীনায় অবস্থান করেন। এখানে জন্ম, নবুয়াত প্রাপ্তি ও মৃত্যু সালের গুণাগুণ হিসাবে ধরা হয়নি।

أَنَا بِرَجُلٍ جَعَدَ قَطَطٍ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَانَهَا عِنَبَةً طَافِيَةً فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ
الْمَسِيحُ الدَّجَالُ .

৫৪৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এক রাতে কাবা ঘরের কাছে আমি গমের বর্ণের মতো একজন সুন্দর পুরুষকে স্বপ্নে দেখতে পাই। তাঁর মতো সুন্দর মানুষ তোমরা দেখনি। তাঁর চুল তাঁর কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল এবং তিনি এতো সুন্দর ছিলেন যে, তাঁর মতো সুন্দর চুলওয়ালা তোমরা কাউকে দেখনি। তাঁর চুলগুলো আঁচড়ানো ছিল। চুল থেকে যেন পানি টপকে পড়ছে। তিনি দুইজন লোকের উপর ভর করে কিংবা বলেছেন, দুইজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে কাবার তাওয়াক্বফ করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? বলা হলো, ইনি মরিয়ম-তনয় ঈসা মসীহ (আ)। পরেই আমি আরেকটি লোক দেখলাম, তার চুল কৌকড়ানো, ডান চোখ কানা, যেন তা আগুরের মত বেরিয়ে রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? বলা হলো, মসীহ দাজ্জাল।

৫৪৭৪. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعْرَهُ مَنَكِيهٍ .

৫৪৭৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর মাথার চুল তাঁর ঘাড় পর্যন্ত এসে যেতো।

৫৪৭৫. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعْرَهُ النَّبِيَّ ﷺ مَنَكِيهٍ .

৫৪৭৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর মাথার চুল (কখনও কখনও) তাঁর দু' কাঁধ পর্যন্ত এসে যেতো।

৫৪৭৬. عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلَا الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقَيْهِ .

৫৪৭৬. কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে রসূলুল্লাহ (স)-এর চুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর চুল না অধিক কৌকড়ানো ছিল, না একেবারে সোজা ছিল, বরং এ দুই অবস্থার মাঝামাঝি ছিল এবং তা তাঁর উভয় কান ও ঘাড়ের মাঝ বরাবর ঝুলন্ত ছিল।

৫৪৭৭. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ لَمْ أَرْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَكَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلًا لَا جَعْدُ وَلَا سَبِطٌ .

৫৪৭৭. আনাস (রা) বলেন, নবী (স)-এর উভয় হাত ছিল লম্বা ও মাংশল। তাঁর মত এমনটি আমি আর কারো হাত দেখিনি। নবী (স)-এর চুল ছিল চেউ খেলানো, না অতি কৌকড়ানো, আর না একেবারে সোজা।

৫৪৭৮. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ أَرْ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَكَانَ بَسِطًا (سَبِطًا) الْكَفَيْنِ .

কিতাবুল লিবাস (পোশাক)

৫৪৭৮. আনাস (রা) বলেন, নবী (স)-এর উভয় হাত-পা সুঠাম ও মাংশল ছিল। তাঁর চেহারা মোবারক এমন সুন্দর ছিল যে, আমি আগে-পরে তাঁর মত আর কাউকে দেখিনি। তাঁর হাতের তালু ছিল মসৃণ।

৫৪৭৯. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخَمَ الْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ أَرْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَتَّنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكَفَيْنِ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخَمَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ أَرْ بَعْدَهُ شِبْهًا لَهُ .

৫৪৭৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) কিংবা আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর পা দু'টি ছিল সুঠাম। তাঁর চেহারা এত সুন্দর-সুশ্রী ছিল যে, তাঁর মত এমনটি আমি আর দেখিনি। আরেক সনদে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর উভয় পা ও পাঞ্জা গোশতে পুরু ছিল। অন্য একটি সনদে আনাস (রা) কিংবা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর উভয় হাত-পা লম্বা ও মাংশল ছিল। তাঁর পরে তাঁর অনুরূপ আমি আর কাউকে দেখিনি।

৫৪৮০. عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرُوا الدَّجَالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعُهُ قَالِ ذَاكَ وَلَكِنَّهُ قَالَ لَمَّا ابْرَاهِيمُ فَأَنْظَرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ أَدَمٌ جَعَدُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَاءِ كَاتِيٍّ أَنْظَرُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرِي فِي الْوَادِي يُلْبِي .

৫৪৮০. মুজাহিদ (র) বলেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। লোকজন দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলো। একজন বললো : দাজ্জালের দুই চোখের মাঝ বরাবর আরবীতে কাফির শব্দ লেখা থাকবে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি তাঁকে কখনো একথা বলতে শুনি নি। তবে নবী (স) বলেছেন, যদি ইবরাহীম (আ)-কে দেখতে হয়, তাহলে তোমাদের এই সাধীর (অর্থাৎ আমার) দিকে তাকাও। আর মুসা (আ) হবে গমের বর্ণধারী, কোঁকড়ানো চুলওয়ালা, লাল উটের পিঠে আরোহণকারী। আমি যেন তাঁকে এখন দেখতে পাচ্ছি। তিনি উপত্যকায় অবতরণকালে লাব্বাইক বলবেন।

৬৯-অনুচ্ছেদ : আঠালো জিনিস দ্বারা মাথার চুল জড়ো করা।

৫৪৮১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّيْبِثِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُلْبِدًا .

৫৪৮১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, যে লোক মাথার চুলের জট পাকিয়েছে সে যেন তা মুড়িয়ে ফেলে। আর তোমরা

তালবীদকারীদের মত চুল জট পাকিও না। ইবনে উমার (রা) বলতেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে চুল জড়ো করতে দেখেছি। ১৩

৫৪৮২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ مُلَبِّدًا يَقُولُ لَبِيكَ اللَّهُمَّ لَبِيكَ لَبِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِيكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ .

৫৪৮২. ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে চুল জড়ানো অবস্থায় লাঝ্বাইক বলতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন : “লাঝ্বাইকা আল্লাহুমা লাঝ্বাইকা, লাঝ্বাইকা লা শারীকা লাকা লাঝ্বাইকা, ইন্নালা হামদা ওয়ান্ন নিমাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারীকা লাকা।” হে প্রভু ! আমি হাযির ! হাযির !! তোমার কোন শরীক নেই। হাযির আমি। সকল প্রশংসা, নিয়ামত এবং রাজত্ব-কর্তৃত্ব কেবল তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই।” একথাগুলোর অধিক তিনি আর কিছু বলেননি।

৫৪৮৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلِ أَنْتَ مِنْ عُمَرِكَ قَالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ .

৫৪৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে নবী পত্নী হাফসা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! কি ব্যাপার, লোকজন উমরার ইহরাম খুলে ফেলেছে, অথচ আপনি আপনার উমরার ইহরামমুক্ত হননি ? তিনি বলেন, আমি আমার মাথার চুলগুলোকে জমিয়ে নিয়েছি এবং আমার কুরবানীর পশুর গলায় ‘কালাদা’ পরিয়েছি। ১৪ তাই তা কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি ইহরামমুক্ত হবো না।

৭০-অনুচ্ছেদ : মাথার মাঝখানে সিঁধি কাটা।

৫৪৮৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُسَهُمْ فَسَدَّلَ النَّبِيُّ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ .

৫৪৮৪. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কোন ব্যাপারে কোন বিধান নাযিল না হওয়া অবধি, সে ব্যাপারে নবী (স) আহলে কিতাবদের অনুসরণে কাজ করতে পসন্দ করতেন। আহলে

১৩. রসূলুল্লাহ (স) যে বছর হজ্জ করেন, সে সময় তাঁর মাথায় বাবরি চুল ছিল। তাওয়াফ করতে অসুবিধা হওয়ার কারণে তিনি আঠাল জিনিস দ্বারা তাঁর মাথার চুল জড়ো করেছিলেন। এটাকেই তালবীদ বলে। তাই কেবল বাবরি চুলওয়ালার ইহরাম অবস্থায় তালবীদ করা মুস্তাহাব, ইহরামের বাইরে মাকরুহ। এ কারণে হাদীসে ইহরামের বাইরে জটাধারী থেকে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কেউ যদি মাথায় জটা বানায় তা যেন মুড়িয়ে ফেলা হয়।

১৪. ‘কালাদা’ (মালা) পরানো অর্থাৎ কুরবানীর পশুকে বিশেষভাবে সাজানো, যাতে দেখলেই বুঝা যায় যে, এটি কুরবানীর পশু।

কিতাব তাদের মাথার চুলগুলো ছেড়ে ঝুলিয়ে দিত এবং মুশরিকরা চুলগুলো দুই ভাগ করে রাখতো। নবী (স) তাঁর চুলগুলো ছেড়ে ঝুলিয়ে রাখেন, পরে সিঁথি কাটেন।

৫৪৮৫- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتِي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرَمٌ .

৫৪৮৫. আয়েশা (রা) বলেন, আমি যেন নবী (স)-এর সিঁথির মধ্যে সুগন্ধির চমক দেখতে পাচ্ছি। অথচ তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

৭১-অনুচ্ছেদ : কেশগুচ্ছ বা বেণি।

৫৪৮৬- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ خَالَتِي وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ فَأَخَذَ بِذَوَابِتِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ .

৫৪৮৬. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক রাতে আমি আমার খালা মায়মূনা বিনতুল হারিস (রা)-এর নিকট ছিলাম। ঐ রাতে রসূলুল্লাহ (স)-ও তাঁর নিকট ছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) রাতে নামায পড়তে দাঁড়ান। আমিও উঠে তাঁর বাম পাশে দাঁড়িলাম। নবী (স) আমার কেশগুচ্ছ ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে নিয়ে দাঁড় করান।

৫৪৮৭- عَنْ بِشْرِ بِهَذَا وَقَالَ بِذَوَابِتِي أَوْ بِرَأْسِي .

৫৪৮৭. আবু বিশর (র) উপরের হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তিনি আমার দুই গুচ্ছ কেশ বা মাথা ধরেন।

৭২-অনুচ্ছেদ : মাথার চুল আংশিক কেটে ফেলা এবং আংশিক রেখে দেয়া।

৫৪৮৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَرْعِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ وَمَا الْقَرْعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ (حَلِقَ) الصَّبِيَّ وَتَرَكَ (تَرَكَ) هُنَا شَعْرَةً وَهُنَا وَهُنَا فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبِي رَأْسِهِ قِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ قَالَ لَا أَدْرِي هَكَذَا قَالَ الصَّبِيَّ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَادَتُهُ فَقَالَ أَمَا الْقِصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَّ الْقَرْعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعْرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ شِقُّ رَأْسِهِ هَذَا أَوْ هَذَا .

৫৪৮৮. ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে কাযাআ নিষিদ্ধ করতে শুনেছি। উবাইদুল্লাহ (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাযাআ কি? উবাইদুল্লাহ (র) আমাদেরকে ইশারা করে বলেন, নাফে (র) বলেছেন, শিশুর মাথা কামানোর সময় এখানে-সেখানে অকর্তিত চুল রেখে দেয়া। একথা বলে উবাইদুল্লাহ (র) তাঁর কপাল ও মাথার দুই পাশের

দিকে ইশারা করে আমাদেরকে দেখিয়েছেন। উবাইদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো : ছেলে ও মেয়ের ব্যাপারে কি হুকুম ? তিনি বলেন, আমি জানি না। এভাবে নাফে কেবল ছেলে শব্দই উল্লেখ করেছেন। উবাইদুল্লাহ বলেন, আমি নাফেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ছেলের সম্মুখ ভাগের এবং গর্দানের চুল কামিয়ে ফেলায় কোন ক্ষতি নেই। তবে কাযাআ হলো— কপালের উপরে মাথার সম্মুখ ভাগে চুল রেখে দেয়া এবং এছাড়া মাথার বাকি অংশে কোন চুল না রাখা। মাথার চুল অর্ধেক কামিয়ে ফেলা আর অর্ধেক রেখে দেয়াও কাযাআর অন্তর্ভুক্ত।

৫৪৮৯. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ .

৫৪৮৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) কাযাআ নিষিদ্ধ করছেন।

৭৩-অনুচ্ছেদ : স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে খোশবু লাগানো।

৫৪৯০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِيَدِي لِحُرْمِهِ وَطَيَّبْتُهُ بِمِئِي قَبْلَ أَنْ يُفَيْضَ .

৫৪৯০. আয়েশা (রা) বলেন, আমি নিজ হাতে নবী (স)-কে ইহরাম বাঁধার সময় খোশবু লাগিয়েছি এবং তাওয়াকে ইফাদার আগে মিনায়ও খোশবু লাগিয়েছি।

৭৪-অনুচ্ছেদ : চুল-দাড়িতে খোশবু দেয়া।

৫৪৯১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطِيبُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَطْيَبِ مَا نَجِدُ حَتَّىٰ أَجِدَ وَيَيْصُ الطَّيِّبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ .

৫৪৯১. আয়েশা (রা) বলেন, সর্বোত্তম খোশবু যা পেতাম, আমি তা নবী (স)-এর গায়ে লাগাতাম, এমনকি আমি তাঁর মাথা ও দাড়িতে খোশবুর চমক দেখতে পাই।

৭৫-অনুচ্ছেদ : চুল আচড়ানো।

৫৪৯২. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي دَارِ النَّبِيِّ ﷺ يَحْكُ رَأْسَهُ بِالْمِذْرَى فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْأَذُنُ مِنْ قَبْلِ الْأَبْصَارِ .

৫৪৯২. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর ঘরে ছিদ্রপথ দিয়ে উঁকি মারে। তখন নবী (স) মিদরা (এক জাতীয় চিরুনী) দিয়ে তাঁর মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। তিনি বলেন, যদি আমি জানতাম যে, তুমি উঁকি মেরেছ তাহলে আমি এটি তোমার চোখে ঢুকিয়ে দিতাম। দৃষ্টিশক্তির কারণেই অনুমতি নেয়ার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৫

৭৬-অনুচ্ছেদ : হায়েয অবস্থায় স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মাথায় চিরুনী করা ।

৫৪৯৩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُرْجِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ .

৫৪৯৩. আয়েশা (রা) বলেন, আমি হায়েয অবস্থায় রসূলুল্লাহ (স)-এর মাথার চুল আচড়ে দিতাম । অন্য এক সনদে আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে ।

৭৭-অনুচ্ছেদ : ডান পাশ থেকে চুল আচড়ানো শুরু করা ।

৫৪৯৪- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرْجُلِهِ وَوُضُوئِهِ .

৫৪৯৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী (স) মাথায় চিরুনী করতে এবং উযু করতে যথাসাধ্য ডান দিক থেকে শুরু করা পসন্দ করতেন । ১৬

৭৮-অনুচ্ছেদ : কস্তুরী সম্পর্কে ।

৫৪৯৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَلِخَلُوفٍ فَمِ الصَّائِمِ أَطِيبٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ .

৫৪৯৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী (স) বলেন, বনী আদমের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্যই । কেবল রোযা এর ব্যতিক্রম । কেননা রোযা আমারই জন্য এবং আমিই এর বিনিময় দিব । আর রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট কস্তুরীর চেয়েও বেশী সুবাসপূর্ণ ।

৭৯-অনুচ্ছেদ : খোশবু লাগানো মুস্তাহাব ।

৫৪৯৬- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطِيبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطِيبٍ مَا أَجِدُ .

৫৪৯৬. আয়েশা (রা) বলেন, আমার নিকট সহজলভ্য যে উত্তম খোশবু থাকতো, আমি তা নবী (স)-এর গায়ে তাঁর ইহরাম বাঁধার সময় লাগাতাম ।

৮০-অনুচ্ছেদ : খোশবু ফিরিয়ে দেয়া অনুচিত ।

৫৪৯৭- عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ .

৫৪৯৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি কখনো খোশবু ফিরিয়ে দিতেন না এবং তাঁর জানামতে নবী (স)-ও খোশবু ফিরিয়ে দিতেন না । ১৭

১৬. যে কোন কাজ ডান থেকে শুরু করা মুস্তাহাব । তবে মসজিদে ঢুকতে ডান পা এবং মসজিদ হতে বের থেকে বাম পা আগে দিতে হয় এবং পায়খানা-পেশাবখানায় তার বিপরীত করতে হয় ।

১৭. অর্থাৎ কেউ তাঁকে খোশবু হাদিয়া দিলে তিনি তা গ্রহণ করতেন, ফিরিয়ে দিতেন না ।

৮১-অনুচ্ছেদ : 'যারীরা' নামীয় খোশবু ।

৫৪৯৮- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيِّبَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحَلِّ وَالْأَحْرَامِ .

৫৪৯৮. আয়েশা (রা) বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ (স)-এর গায়ে নিজ হাতে ইহরাম বাঁধা ও খোলার সময় 'যারীরা' নামীয় খোশবু লাগিয়েছি ।

৮২-অনুচ্ছেদ : সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য দাঁত ঘষে সন্ন করে ফাঁক সৃষ্টি করা ।

৫৪৯৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَعَنَ اللَّهُ الْوَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغْفِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا لَعْنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .

৫৪৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন এমন সব নারীর উপর, যারা দেহে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং করায়, যারা কপাল প্রশস্ত করার জন্য কপালের উপরিভাগের চুলগুলো উপড়ে ফেলে এবং যারা সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য দাঁত ঘষে সন্ন ও ফাঁক সৃষ্টি করে, যা আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলে দেয় । অতপর আমি কেন তার উপর লা'নত করবো না । কেননা আল্লাহর কিতাবে আছে : “যা কিছু রসূল তোমাদেরকে দেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে নিষেধ করেন, তা পরিহার করো ।”

-(সূরা আল-হাশর : ৭)

৮৩-অনুচ্ছেদ : পরচূলা লাগানো ।

৫৫০০- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجٍّ وَهُوَ عَلَى الْمَيْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاولَ قُصَّةً مِّنْ شَعْرِ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيِّ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤَهُمْ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

৫৫০০. হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র) থেকে বর্ণিত । তিনি হজ্জের বছর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-কে মিস্বরের উপর (সাধারণ সমাবেশে) বলতে শুনেছেন । তিনি তাঁর দেহরক্ষীর হাত থেকে একগুচ্ছ চুল হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের আলেমগণ কোথায় ? আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে পরচুলার ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে শুনেছি । আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, বনী ইসরাঈল ধ্বংস হয়েছে ঠিক তখন, যখন তাদের নারীরা পরচূলা ধারণ করেছে । অপর এক সনদে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা লা'নত করেছেন এমন সব নারীকে যারা পরচূলা লাগিয়ে দেয় এবং নিজেরাও লাগায়, আর যারা দেহে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং করায় ।

৫৫০১. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جَارِيَةَ مِّنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَطَتْ شَعْرَهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصْلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

৫৫০১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মদীনার এক আনসার যুবতী বিবাহ করার পর রোগাক্রান্ত হয়। ফলে তার মাথার চুল উঠে যায়। পরিবারের লোকেরা তার মাথায় পরচুলা লাগাতে চাইলেন এবং এ ব্যাপারে নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, যে নারী অন্যের মাথায় পরচুলা লাগায় এবং যে নারী নিজে পরচুলা লাগায়, তাদের উভয়কে আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন।

৫৫০২. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ (تَمَرَّقَ) رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحْتِنِي بِهَا أَفَاصِلُ رَأْسِهَا (شَعْرَهَا) فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

৫৫০২. আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বললো, আমি আমার মেয়েকে বিবাহ দিয়েছি। অতপর সে রোগাক্রান্ত হলে তার মাথার চুলগুলো ঝরে যায়। এখন তার স্বামী তার প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করে না। আমি কি তার মাথায় পরচুলা লাগিয়ে দিব? রসূলুল্লাহ (স) মন্দ বললেন: যে নারী অন্যের মাথায় পরচুলা লাগায় এবং যে নারী নিজে তা ব্যবহার করে।

৫৫০৩. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

৫৫০৩. আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) বলেন, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যে নারী নিজে তা ব্যবহার করে, নবী (স) উভয়কে লানত করেছেন।

৫৫০৪. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْسِمَةَ وَالْمُسْتَوْصِمَةَ .

৫৫০৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যে নিজে তা লাগায়, যে অপরের সঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে নিজে উলকি আঁকায় আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে অভিসম্পাত করেছেন।

৫৫০৫. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةَ الْمَدِينَةَ أَخْرَقَ قَدِمَةَ قَدِمِهَا فَخَطَبْنَا فَأَخْرَجَ كَبَّةً مِّنْ شَعْرٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعْرِ .

৫৫০৫. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) বলেন, মুয়াবিয়া (রা) শেষবার যখন মদীনায় আসলেন, তিনি আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি এক গোছা চুল বের করে বলেন, ইহুদী ভিনু আর কাউকে আমি এ কাজ করতে (পরচুলা ব্যবহার করতে) দেখিনি। নিসন্দেহে নবী (স) একে (পরচুলা ব্যবহারকে) প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৮৪-অনুচ্ছেদ : জু উপড়ে ফেলা।

৫৫০৬. عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُتَمَصَّاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغْيِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَقَالَتْ أَمْ يَعْقُوبُ مَا هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوجَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ وَاللَّهِ لَنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ مَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخَنُّوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .

৫৫০৬. আলকামা (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) লানত করলেন এমন সব নারীকে যারা অপরের সঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে, (কপাল প্রশস্ত করার জন্য) যারা কপালের উপরিভাগের চুলগুলো উপড়ে ফেলে এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সন্ন ও এর ফাঁক বড় করে আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলে দেয়। তখন উম্মু ইয়াকুব জিজ্ঞেস করলেন, এটা কেন? আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি কেন তাকে লানত করবো না, যাকে রসূলুল্লাহ (স) লানত করেছেন এবং আল্লাহর কিতাবেও (তাই আছে)? উম্মু ইয়াকুব (রা) বলেন, আমি সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছি, কিন্তু তাতে তো এটা পেলাম না। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যদি তুমি কুরআন পড়তে তবে আল্লাহর কসম! তুমি তাতে এটা অবশ্যই পেতে: “রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা আঁকড়ে ধর এবং যা থেকে বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাক”-(সূরা আল-হাশর : ৭)।

৮৫-অনুচ্ছেদ : যে নারী পরচুলা লাগায়।

৫৫০৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَأَصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

৫৫০৭. ইবনে উমার (রা) বলেন, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যে নিজে লাগায়, যে নারী অপরের সঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে তা উৎকীর্ণ করায়—এদের সকলকে নবী (স) লানত করেছেন।

৫৫০৮. عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ سَأَلْتُ امْرَأَةً النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَأَمْرَقَ شَعْرَهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَاصِلُ فِيهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ .

কিতাবুল লিবাস (পোশাক)

৫৫০৮. আসমা (রা) বলেন, এক মহিলা নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমার মেয়েটি হামে আক্রান্ত হয়েছিল। ফলে তার মাথার চুল ঝরে গেছে। আমি তাকে বিয়ে দিয়েছি। আমি কি তার মাথায় পরচুলা লাগাতে পারি ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যে নিজে পরচুলা লাগায়, আল্লাহ তাদেরকে লানত করেছেন।

৫৫০৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ
الْوَأْشِمَةُ وَالْمُوتَشِمَةُ وَالْوَأْصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ يَغْنِي لَعْنُ النَّبِيِّ ﷺ

৫৫০৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী (স) থেকে শুনেছি কিংবা নবী (স) ইরশাদ করেছেন, যে নারী অপরের সঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে নারী তা করায়, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যাকে লাগায় অর্থাৎ নবী (স) এসব নারীকে লানত করেছেন।

৫৫১০. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعْنُ اللَّهِ الْوَأْشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ وَالْمُغْفِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৫৫১০. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন এমন সব নারীকে যারা অপরের সঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যারা তা করায়, যারা কপালের উপরিভাগের চুল উপড়ে ফেলে, যারা সৌন্দর্যের জন্য ঘষে দাঁত সরা ও ফাঁক করে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতিকে বদলে দেয়। অতপর আমি কেন তাকে লানত করবো না, যাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) লানত করেছেন এবং যা আল্লাহর কিতাবেও আছে।

৮৬-অনুচ্ছেদ : যে নারী উলকি উৎকীর্ণ করে।

৫৫১১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ .

৫৫১১. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : বদনযর লাগা সত্য। তিনি সঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করতে নিষেধ করেছেন।

৫৫১২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ أُمِّ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنصُورٍ .

৫৫১২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুর রহমান ইবনে আবেস উম্মু ইয়াকূব থেকে আবদুল্লাহর হাদীসটি মানসূরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৫১৩- عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَلَعَنَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَالْوَأْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

৫৫১৩. আওন ইবনে আবু জুহাইফা (র) বলেন, আমি আমার আব্বাকে বলতে শুনেছি, নবী (স) রক্তের মূল্য ও কুকুরের মূল্য নিষিদ্ধ করেছেন এবং সূদখোর, সূদদাতা, অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণকারী নারী এবং যে নারী তা করায় এদের সকলকে লানত করেছেন।

৮৭-অনুচ্ছেদ : যে নারী নিজ দেহে উলকি উৎকীর্ণ করায়।

৫৫১৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى عُمَرُ بِأَمْرَأَةٍ تَشْمُ فَقَامَ أَنْشُدَكُمْ بِاللَّهِ مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْوَشْمِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا سَمِعْتُ قَالَ مَا سَمِعْتُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَشْمِنَ وَلَا تَسْتَوْشِمِنَ .

৫৫১৪. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, উমার (রা)-এর নিকট দেহে উলকি উৎকীর্ণকারী এক নারীকে আনা হলো। উমার (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, উলকি উৎকীর্ণ করার ব্যাপারে নবী (স) থেকে কে কি শুনেছ? আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি শুনেছি। উমার (রা) জিজ্ঞেস করেন, কি শুনেছ? আমি বললাম, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, কোন নারী যেন অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ না করে এবং না করায়।

৫৫১৫- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَأْصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

৫৫১৫. ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) এমন নারীকে লানত করেছেন, যে পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যাকে তা লাগায়, যে নারী অপরের দেহে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে তা করায়।

৫৫১৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأْشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمَتَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغْفِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَالِي لَا لَعْنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ .

৫৫১৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন এমন সব নারীকে যারা অন্যের দেহে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে তা করায়, যারা কপালের উপরের চুল উপড়ে ফেলে, যারা সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য দাঁত ঘষে সন্ন ও ফাঁক করে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনে। আমি কেন তাকে লানত করবো না, যাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) লানত করেছেন এবং যা আল্লাহর কিতাবেও আছে।

৮৮-অনুচ্ছেদ : ছবি ।

৫৫১৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ وَأَبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ

৫৫১৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু তালহা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, ফেরেশতাগণ সেই ঘরে প্রবেশ করেন না, যাতে রয়েছে কুকুর এবং সেই ঘরেও না যাতে আছে প্রাণীর ছবি। অন্য সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) আবু তালহা (রা) থেকে বলেন, আমি নবী (স) থেকে শুনেছি।

৮৯-অনুচ্ছেদ : কিয়ামতের দিন ছবি নির্মাতার শাস্তিভোগ।

৫৫১৮- عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ فَرَأَى فِي صَفْتِهِ تَمَاثِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ .

৫৫১৮. মুসলিম (র) বলেন, আমরা মাসরুকসহ ইয়াসার ইবনে নুমাইর-এর ঘরে ছিলাম। মাসরুক তাঁর ঘরের উচ্চ সমতলে কতগুলো ছবি দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে কঠিন আযাব ভোগকারী হবে ছবি নির্মাতাগণ।

৫৫১৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ .

৫৫১৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যারা এসব ছবি তৈরি করবে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে আযাব দেয়া হবে এবং বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছ তাতে প্রাণ সঞ্চার করো।

৯০-অনুচ্ছেদ : ছবি ভেঙ্গে ফেলা।

৫৫২০- عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيْبُ (تَصَاوِيرُ) إِلَّا نَقَضَهُ .

৫৫২০. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (স) আপন গৃহে প্রাণীর ছবিযুক্ত কোন জিনিস পেলেই তা ভেঙ্গে ফেলতেন।

৫৫২১- عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ فَرَأَى أَعْلَاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ

كَخَلَقَنِي فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذُرَّةً ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ مِّنْ مَّاءٍ فَمَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ
إِبْطَهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُنْتَهَى الْحَلِيَةِ .

৫৫২১. আবু যুরআ (র) বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-এর সাথে মদীনার এক বাড়ীতে প্রবেশ করলাম। তিনি দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি গৃহের উপরিভাগে ছবি অংকন করছে। তখন তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, (আল্লাহ তাআলা বলেন), আমার সৃষ্টির মতো যে লোক কোন প্রাণী সৃষ্টি করতে যায়, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে? তাহলে তারা একটি শস্যদানা এবং একটি অণু সৃষ্টি করুক তো দেখি। আবু হুরাইরা (রা) পানির পাত্র আনালেন এবং বগল পর্যন্ত পানি পৌছিয়ে তাঁর উভয় হাত ধৌত করলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু হুরাইরা! আপনি কি রসূলুল্লাহ (স) থেকে এ ব্যাপারে কিছু শুনেছেন? তিনি বলেন, অলংকার পরার চূড়াস্ত জায়গা পর্যন্ত ধৌত করতে হবে।

৯১-অনুচ্ছেদ : যেসব জিনিস পদদলিত করা হয় তা ছবিযুক্ত হলে।

৫৫২২. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ .

৫৫২২. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) (তাবুক) সফর থেকে ফিরে আসলেন। আমি আমার ঘরের দরযায় বা আঙ্গিনায় একটি পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। তাতে প্রাণীর প্রতিকৃতি ছিল। রসূলুল্লাহ (স) এটি দেখে ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব ভোগ করবে এমন সব লোক, যারা আল্লাহর সৃষ্টি জিনিসের নকল করে। আয়েশা (রা) বলেন, অতপর আমি সেই পর্দাটি দিয়ে একটি কিংবা দু'টি আসন তৈরি করে নেই।

৫৫২৩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَعَلَّقْتُ دُرُنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

৫৫২৩. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) এক সফর থেকে ফিরে আসলেন। আমি দরজায় একটি পর্দা টানিয়ে রেখেছিলাম, তা ছবিযুক্ত ছিল। নবী (স) আমাকে তা নামিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। আমি তা নামিয়ে ফেললাম। আমি এবং নবী (স) একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম।

৯২-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ছবিযুক্ত বিছানায় বসতে পসন্দ করে না।

৫৫২৪. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ ثَمْرُقَةَ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَابِ فَلَمَّ يَدْخُلُ فَقُلْتُ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا هَذِهِ الثَّمْرُقَةُ قُلْتُ لَتَجْلِسَ عَلَيْهَا

وَتَوَسَّدَهَا قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَإِنَّ الْمَلَكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ .

৫৫২৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছবিযুক্ত একটি গদি বা আসন খরিদ করলেন। নবী (স) এটি দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, ভেতরে প্রবেশ করলেন না। আমি বললাম, আমি আল্লাহর দরবারে আমার গুনাহ থেকে তওবা করছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ গদিটি কেন? আমি বললাম, আপনার বসার এবং বালিশ হিসেবে ব্যবহারের জন্য। তিনি বলেন, এসব ছবি যারা তৈরি করেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, যে জিনিস তোমরা বানিয়েছ, তাতে জীবন দান করো। ফেরেশতারা কখনো এমন ঘরে প্রবেশ করেন না, যাতে প্রাণীর ছবি থাকে।

৫৫২৫. عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَلَكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعَدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةُ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ رَيْبٌ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعَهُ حِينَ قَالَ إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ .

৫৫২৫. রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী আবু তালহা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, নিশ্চয় রহমতের ফেরেশতা যে ঘরে প্রাণীর ছবি আছে, সে ঘরে প্রবেশ করেন না। বুসর (র) বলেন, অতপর যাকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমরা তাকে দেখতে গেলাম। তাঁর ঘরের দরযায় ছবিযুক্ত একখানা পর্দা লটকানো ছিল। নবী পত্নী মায়মূনা (রা)-এর প্রতিপালিত উবাইদুল্লাহকে আমি বললাম, যাকে কি গত পরশু আমাদের নিকট ছবি সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেননি? উবাইদুল্লাহ বলেন, তিনি যখন বলেছিলেন, তখন তুমি কি শোননি যে, তিনি কাপড়ে লতাপাতার নকশী করার কথা বাদ দিয়েই বলেছিলেন?

৯৩-অনুচ্ছেদ ৪ ছবিযুক্ত কাপড়ে নামায পড়া মাকরুহ।

৫৫২৬. عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَمِيطِي عَنِّي فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي .

৫৫২৬. আনাস (রা) বলেন, আয়েশা (রা)-এর একখানা পর্দা ছিল। এটি তিনি তাঁর ঘরের এক পাশে লটকিয়ে দিয়েছিলেন। নবী (স) তাঁকে বলেন, পর্দাটি আমার থেকে দূরে সরিয়ে ফেল। এর ছবিগুলো আমার নামাযে বাধার সৃষ্টি করে।^{১৮}

১৮. এগুলো প্রাণীর ছবি ছিল না, ছিল লতাপাতার নকশী করা। এর প্রতি নামাযের সময় নযর চলে যায় এবং মনের একগ্রহতা নষ্ট হয়। তাই সামনে থেকে তা সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৯৪-অনুচ্ছেদ : যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না ।

৫৫২৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ وَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ جِبْرِيلُ فَرَأَتْ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَقِيَهُ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ فَقَالَ لَهُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ .

৫৫২৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, জিবরাঈল (আ) নবী (স)-এর সাক্ষাতে আসার ওয়াদা করলেন, কিন্তু আসতে দেরী করেন। এতে নবী (স) শংকিত হলেন। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন। তখন জিবরাঈল (আ)-এর সাথে তার দেখা হলো। নবী (স) তাঁর বিলম্বের জন্য তাঁর কাছে তার মনোকষ্টের কথা বললেন। জিবরাঈল (আ) তাঁকে বলেন, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে আর যে ঘরে কুকুর থাকে, আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না।

৯৫-অনুচ্ছেদ : প্রাণীর ছবিওয়ালো ঘরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে না ।

৫৫২৮- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةَ فِيهَا تَصَاوِيرٌ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتُّوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ فَقَالَتْ اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسِّدَها فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ .

৫৫২৮. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছবিযুক্ত একটি আসন খরিদ করেন। রসূলুল্লাহ (স) তা দেখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ভেতরে প্রবেশ করলেন না। আয়েশা (রা) তাঁর চেহায়ায় অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করে বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দরবারে তওবা করছি। আমি কি অপরাধ করেছি? তিনি বলেন, এ আসনটি কেন? আয়েশা (রা) বলেন, আপনার বসার এবং বালিশ হিসেবে ব্যবহারের জন্যই আমি এটি খরিদ করেছি। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এ ছবিগুলো যারা তৈরি করেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে আযাব দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমারা যা সৃষ্টি করেছ, তাতে জীবন দান করো। তিনি আরও বলেন, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা ঢুকেন না।

৯৬-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি চিত্রকরকে অভিসম্পাত দেয় ।

৫৫২৯- عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا حَجَّامًا فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدِّمِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ أَكْلَ الرِّبْوَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَأْسِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ .

কিতাবুল লিবাস (পোশাক)

৫৫২৯. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রক্তমোক্ষণকারী একটি গোলাম খরিদ করেন, অতপর বলেন, নবী (স) রক্তের মূল্য ও কুকুরের মূল্য এবং যেনাকারিণীর উপার্জন নিষিদ্ধ করেছেন। যে সুদ খায়, যে সুদ দেয়, যে অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে উৎকীর্ণ করায়, আর যে ছবি অংকন করে, এদের সকলকে নবী (স) লানত করেছেন।

৯৭-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ছবি অংকন করে, কিয়ামতের দিন সেই ছবিতে ধাণ সঞ্চারণের জন্য তাকে বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হবে না।

৫৫৩০. عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْتَلُونَهُ وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةَ فِي الدُّنْيَا كَلِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِعٍ .

৫৫৩০. কাতাদা (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (র)-এর নিকট ছিলাম। লোকজন তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিল। তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ (স)-কে বলতে শুনেছি : যে লোক দুনিয়াতে কোন প্রাণীর ছবি অংকন করবে, কিয়ামতের দিন তাতে রুহ ফুঁকে দেয়ার জন্য তাকে বাধ্য করা হবে, কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হবে না।

৯৮-অনুচ্ছেদ : জন্তুযানে কারো পেছনে আরোহণ করা।

৫৫৩১. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَاْفٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَذَكِيَةٌ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ .

৫৫৩১. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) একটি গাধার পিঠে আরোহণ করলেন। এর পিঠে 'ফাদাক' নামক স্থানে তৈরি চাদর ছিল। তিনি তাঁর পেছনে উসামা (রা)-কে আরোহণ করান।

৯৯-অনুচ্ছেদ : জন্তুযানের পিঠে তিনজন বসা।

৫৫৩২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلُوا وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَخَّرَ خَلْفَهُ .

৫৫৩২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) মক্কায় তাশরীফ আনলে আবদুল মুত্তালিব গোত্রের তরুণ ছেলেরা তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এগিয়ে আসে। নবী (স) তাদের একজনকে সওয়ারীর উপর তাঁর সামনে এবং আরেকজনকে তাঁর পেছনে তুলে নিলেন।

১০০-অনুচ্ছেদ : মালিক কর্তৃক জন্তুযানে নিজের সামনে অন্যকে বসানো। কারও মতে, যিনি বাহনের মালিক, সামনে বসার অধিকার তাঁর বেশী। তবে কাউকে তিনি অনুমতি দিলে সেটা ভিন্ন কথা।

৫৫৩৩. عَنْ أَيُّوبَ ذِكْرِ الْأَشْرُ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ عِكْرَمَةَ فَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَى رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ وَقَدْ حَمَلَ قُتْمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفُضْلُ خَلْفَهُ أَوْ قُتْمٌ خَلْفَهُ وَالْفُضْلُ بَيْنَ يَدَيْهِ
فَأَيُّهُمُ شَرٌّ أَوْ أَيُّهُمُ خَيْرٌ .

৫৫৩৩. আইউব (র) থেকে বর্ণিত। ইকরামার নিকট কেউ উল্লেখ করলো যে, (সওয়ারীর পিঠে) তিনজন একত্রে বসা অতি নিকৃষ্ট কাজ। তখন ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আসার সময় কুসামকে সামনে এবং ফযলকে পেছনে তুলে বসিয়েছেন। এখন তাদের মধ্যে কে ভালো আর কে মন্দ ?

১০১-অনুচ্ছেদ : জন্মস্থানে পুরুষের পেছনে পুরুষের বসা।

৫৫২৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَرَيْفُ النَّبِيِّ ﷻ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا أُخْرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مَعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَعْبُدِيَهُمْ .

৫৫৩৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, একদা আমি জন্মস্থানে নবী (স)-এর পেছনে আরোহিত ছিলাম। আমার এবং নবী (স)-এর মাঝে জিনের প্রান্তদেশ ছাড়া আর কোন আড়াল ছিল না। তিনি বলেন, হে মুয়ায ! আমি জবাব দিলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ ! লাক্বাইকা ওয়া সাদাইকা। অতপর তিনি কিছুক্ষণ চললেন এবং পুনরায় ডাকলেন, হে মুয়ায ! আমি বললাম, লাক্বাইকা ইয়া রসূলুল্লাহ ! ওয়া সাদাইকা। এরপর তিনি কিছুক্ষণ চললেন। আবার বললেন, হে মুয়ায ! আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ ! লাক্বাইকা ওয়া সাদাইকা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো, বান্দাদের উপর আল্লাহর অধিকার কি ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। তিনি বলেন, বান্দাদের উপর আল্লাহর অধিকার এই যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকেই শরীক করবে না। তিনি পুনরায় কিছুক্ষণ চললেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, হে মুয়ায ইবনে জাবাল ! আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ ! লাক্বাইকা ওয়া সাদাইকা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো, আল্লাহর উপর বান্দাদের অধিকার কি, যখন তারা তা করলো ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক অবগত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর উপর বান্দাদের অধিকার হলো তিনি শাস্তি দিবেন না।

১০২-অনুচ্ছেদ ৪ জন্তুযানে মাহরাম পুরুষের পেছনে নারীর বসা ।

৫৫৩৫- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ يَسِيرُ وَيَعْضُ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ فَتَزَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا أُمُّكُمْ فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا دَنَا أَوْ رَأَى الْمَدِينَةَ قَالَ أَتَبُونَ تَأْتِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ .

৫৫৩৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে খায়বার এলাকা থেকে ফিরে আসছিলাম। আমি আবু তালহা (রা)-এর পেছনে সওয়ারীর পিঠে উপবিষ্ট ছিলাম। আর রসূলুল্লাহ (স)-এর পেছনে বসা ছিলেন তাঁর একজন স্ত্রী। হঠাৎ উটনীটি হেঁচট খেল। তখন আমি বলে উঠলাম, মহিলা, মহিলা, এবং সওয়ারী থেকে নেমে পড়লাম। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, ইনি তোমাদের আন্না। অতপর আমি সওয়ারীকে শক্ত করে বাঁধলাম এবং রসূলুল্লাহ (স) তার পিঠে আরোহণ করলেন। যখন তিনি মদীনার নিকট পৌঁছলেন কিংবা বলেছেন, যখন তিনি মদীনা দেখতে পেলেন তখন বলেন : আইব্বনা, তাইব্বনা আবিদ্বনা, লিরক্বিনা হামিদ্বনা” (আমরা প্রত্যাগমনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, আপন রবের প্রশংসাকারী)।

১০৩-অনুচ্ছেদ ৪ চিত হয়ে শোয়া এবং এক পায়ের উপর অপর পা রাখা ।

৫৫৩৬- عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْطَعُ (مُضْطَجِعًا) فِي الْمَسْجِدِ رَافِعًا أَحَدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى .

৫৫৩৬. আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে মসজিদে নববীতে এক পায়ের উপর অপর পা রেখে শায়িত অবস্থায় দেখেছেন।

৩-অনুচ্ছেদ : পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া কেউ জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না।

৫৫৩৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَجَاهِدُ قَالَ لَكَ أَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

৫৫৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি জিহাদ করবো? তিনি বললেন : তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছে? সে জবাব দিল : হ্যাঁ। নবী (স) বললেন : তবে তাদের দু'জনের জন্য জিহাদ (চেষ্টা-তদবীর) করো।^১

৪-অনুচ্ছেদ : কেউ যেন নিজ পিতা-মাতাকে গালি না দেয়।

৫৫৪০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

৫৫৪০. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: কবীরী গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো—কোন লোকের তার পিতা-মাতাকে লানত (অভিসম্পাত) করা। জিজ্ঞেস করা হলো : হে আল্লাহর রসূল! কিভাবে একজন লোক তার পিতা-মাতার প্রতি লানত করতে পারে? নবী (স) বললেন : এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। তখন ঐ ব্যক্তি পূর্বোক্ত ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, ফলে অপর ব্যক্তিও তার মাকে গালি দেয়।^২

৫-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করে তার দোয়া কবুল হয়।

৫৫৪১- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ يَتَمَشَوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَمَالُوا (فَأَوْوَا) إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَا نَحَطَّتْ عَلَى فَمِ (بَابِ) غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِّنَ الْجَبَلِ فَاطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَنْظِرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ صَالِحَةً فَدَعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صَبِيَّةٌ صِفَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَاذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيْهِمْ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَالدِيِّ وَإِنَّهُ نَأَى بِي الشَّجَرِ يَوْمًا فَمَا آتَيْتُ حَتَّى

১. জিহাদ যদি ফরযে আইন না হয় এবং পিতা-মাতা যদি মুসলমান হন, তবে এ হাদীস অনুযায়ী জিহাদে যেতে তাদের অনুমতির প্রয়োজন হবে। আর জিহাদ যদি ফরযে আইন হয় তাহলে তাদের অনুমতি ছাড়াই অংশগ্রহণ করতে হবে। তখন আর অনুমতির দরকার হবে না। অন্যান্য ইবাদতের ব্যাপারেও একই বিধান।

২. প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয়ার কারণেই সে প্রথম ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয়। যদি সে গালি না দিত, তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তিও প্রতিউত্তরে প্রথমোক্ত ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দিত না। সুতরাং প্রথম ব্যক্তি নিজেই তার বাপকে গালি দেয়ার কারণ। অতএব, সে নিজেই যেন তার পিতা-মাতাকে গালি দিল।

أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلَبُ فَجِئْتُ بِالْحَلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ
 رُؤْسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوْقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأُ بِالصَّبِيَّةِ قَبْلَهُمَا وَالصَّبِيَّةُ
 يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمِي فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَائِبِي وَدَائِبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتُ
 تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ
 اللَّهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ وَقَالَ الثَّانِي اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةٌ
 عَمَّ أَحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتَيْهَا
 بِمِائَةِ دِينَارٍ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَتَ دِينَارٍ فَلَقَيْتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ
 رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا اللَّهُمَّ فَإِنْ
 كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً لَهُمْ فَرَجَّ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ
 الْآخِرُ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ أَرَزِي فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِي
 حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَرْزَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقْرًا
 وَرَاعِيهَا فَجَاءَ نِي فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي فَقُلْتُ أَذْهَبُ إِلَى
 ذَلِكَ الْبَقْرِ وَرَاعِيهَا فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَهْرَأْ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَهْرَأُ بِكَ فَخَذْتُ ذَلِكَ
 الْبَقْرَ وَرَاعِيهَا فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ
 فَأَخْرُجْ مَا بَقِيَ فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

৫৫৪১. ইবনে উমছর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : ভিন ব্যক্তি পথ
 চলছিল হঠাৎ বৃষ্টিপাত শুরু হলে তারা এজটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। একটি ব্রিছট
 প্রস্তরখণ্ড গুহার মুখে এসে পড়ায় গুহার মুখ বন্ধ হয়েগেল। তখন তারা একে অপরকে
 বললো, তোমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যেসব নেক আমল করেছো সেসব
 আমলের প্রতি লক্ষ্য কর এবং সেগুলোর অসিলায় আল্লাহর নিকট দোয়া করো যাতে
 আল্লাহ তোমাদের জন্য গুহার মুখ উন্মুক্ত করে দেন। তাদের একজন স্মরণ করে বললো :
 হে আল্লাহ ! আমার মা-বাপ অতি বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।
 আমি তাদের জন্য পশু চরাতাম। সন্ধ্যা বেলা ফিরে এসে আমি পশুগুলো দোহন করতাম
 এবং আমার ছেলেমেয়েদের পান করানোর আগে আমার পিতা-মাতাকে পান করাতাম।
 একদিন চারণক্ষেত্রের সন্ধ্যানে বহুদূরে পশু পাল নিয়ে উপনীত হলাম। তাই ফিরে আসতে
 দেবী হয়ে গেল। এসে দেখলাম তারা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি যথানিয়মে দুধ
 দোহন করলাম এবং দুধ নিয়ে তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাঁদেরকে ঘুম থেকে

জাগানো ভালো মনে করলাম না এবং তাঁদের আগে ছেলেমেয়েদেরকে পান করানোও ভাল মনে করলাম না। অথচ আমার ছেলেমেয়েরা ক্ষুধার জ্বালায় আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটি করছিল। আমার ও ছেলেমেয়েদের এ অবস্থা ভোর পর্যন্ত চললো। হে আল্লাহ! যদি তুমি মনে কর যে, শুধু তোমার সন্তুষ্টির জন্যই আমি এটা করেছি, তাহলে এ পাথরটি এতটা সরিয়ে দাও, যেন আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তাআলা পাথরটি একটু সরিয়ে দিলেন এবং তারা আকাশ দেখতে পেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহ! আমার একটি চাচাতো বোন ছিল। পুরুষ মানুষ নারীদেরকে যতটা ভালোবাসতে পারে, আমিও তাকে ততটা ভালোবাসতাম। আমি তার কাছে তার দেহটি চেয়ে বসলাম। কিন্তু সে এক শত দীনারের বিনিময় ছাড়া তা করতে অস্বীকার করলো। সুতরাং আমি চেষ্টা করে এক শত দীনার সঞ্চয় করলাম এবং তা নিয়ে তার কাছে গেলাম। যখন আমি তার দুই পায়ের মাঝখানে বসলাম, সে বলে উঠলো, হে আল্লাহর বান্দাহ! আল্লাহকে ভয় কর এবং অধিকার বিহীনভাবে আমার সতীত্ব নষ্ট করো না। তখন আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ! যদি তুমি মনে কর যে, আমি কেবল তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তা করেছিলাম, তাহলে পাথরটি হটিয়ে দাও। তখন আল্লাহ তাআলা পাথরটি আরেকটু সরিয়ে দিলেন।

সর্বশেষ বক্তি বললো : হে আল্লাহ! আমি এক 'ফারাক'^৩ (পরিমাণ বিশেষ) চালের বিনিময়ে একজন শ্রমিক নিয়োগ করেছিলাম। সে তার কাজ সমাধা করার পর এসে বললো, আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি তার সামনে তার প্রাপ্য পেশ করলে সে তা প্রত্যাখ্যান করলো এবং গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালো। আমি তা বরাবর কৃষি কাজে খাটলাম। শেষ পর্যন্ত তা দিয়ে কিছু সংখ্যক গরু কিনলাম ও তার রাখাল নিয়োগ করলাম। অতপর মজদুরটি একদিন আমার নিকট এসে বললো : আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার উপর যুলুম করো না। আমাকে আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আমি বললাম, ঐ গরু এবং রাখালের নিকট যাও। সে বললো : আল্লাহকে ভয় করো। আমাকে বিদ্রূপ করো না। আমি বললাম : আমি তোমাকে বিদ্রূপ করছি না। ঐসব গরু এবং তার রাখালকে নিয়ে নাও। সুতরাং সে ঐগুলো নিয়ে চলে গেল। যদি তুমি মনে কর যে, শুধু তোমার সন্তুষ্টিলাভের জন্যই আমি এ কাজ করেছি তাহলে পাথরটির বাকি অংশটুকুও সরিয়ে দাও। সুতরাং আল্লাহ তাআলা বাকিটুকুও সরিয়ে দিলেন এবং তাদের বিপদ দূর করলেন।

৬-অনুচ্ছেদ : পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ।

৫০৫২- عَنْ الْمَغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتٍ وَوَادَّ الْأَبْنَاءِ وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلٌ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ .

৫৫৪২. মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আল্লাহ তাআলা মায়েদের নাফরমানী করা, হকদারের হক না দেয়া এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত কবর দেয়া তোমাদের উপর হারাম করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য অন্যের সম্পর্কে ভিত্তিহীন মন্তব্য করা, অতিমাত্রায় যাঞ্চ করা এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করা অপসন্দ করেন।

৩. 'ফারাক' আরব দেশের প্রচলিত একটি পরিমাপ বিশেষ, ষোল রতলে এক ফারাক।

৫৫৪৩. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُنبئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مَتَكْنًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ مَرَّتَيْنِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ .

৫৫৪৩. আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না ? আমরা বললাম : হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল ! তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি উঠে বসলেন এবং বললেন : শোন ! মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। জেনে নাও, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। একথাটি তিনি একাধারে বলে চললেন, এমনকি আমি ভাবলাম তিনি হয়তো থামবেন না।

৫৫৪৪. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكِبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ أَلَا أُنبئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ .

৫৫৪৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কবীরা গুনাহসমূহের কথা উল্লেখ করলেন অথবা তাঁকে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : আল্লাহর সাথে শিরক করা, কাউকে হত্যা করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। অতপর তিনি বলেন : আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে মারাত্মক কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না ? তিনি বলেন : মিথ্যা বলা কিংবা বললেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। শোবা (হাদীসের একজন বর্ণনাকারী) বলেন : আমার দৃঢ় ধারণা যে, রসূলুল্লাহ (স) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার কথাই বলেছেন।

৭-অনুচ্ছেদ : মুশরিক পিতার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।

৫৫৪৫. عَنْ أَسْمَاءِ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ أَتَنَنِي أُمِّي رَاعِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَصْلَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ .

৫৫৪৫. আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর যমানায় আমার অমুসলিম মা আমার নিকট আসলে আমি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম : আমি কি তাঁর সাথে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তার আচরণ করবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। ইবনে উয়াইনা বলেন : আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারেই এ আয়াত নাযিল করেছেন : “আল্লাহ তাআলা তোমাদের এমন লোকদের সাথে রক্ত সম্পর্ক অনুযায়ী সদাচরণ করতে নিষেধ করেন না, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে দীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেনি।”^৪

৪. এখানে মুশরিক মায়ের সাথে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা বজায় রাখার এবং সে অনুযায়ী আচরণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং মুশরিক পিতার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

৮-অনুচ্ছেদ : স্বামী থাকা অবস্থায় কোন মহিলার আপন মায়ের সাথে সদ্‌ব্যবহার করা। লাইস বলেন : হিশাম তার পিতা উরুওয়ার মাধ্যমে আসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আসমা (রা) বলেন : যে যমানায় নবী (স) কুরাইশদের সাথে চুক্তি করেছিলেন, সে সময় আমার মুশরিক মা আমার পিতার সাথে আসলে আমি নবী (স)-এর নিকট এ মর্মে আরখ করলাম যে, আমার মা এসেছেন এবং তিনি মুশরিক। আমি কি তার সাথে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তার আচরণ করবো ? তিনি বলেন : হাঁ, তোমার মায়ের সাথে ভালো আচরণ কর।

৫০৬৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقَلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ فَمَا يَأْمُرُكُمْ يَعْزِي النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالصَّلَةِ .

৫৫৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আবু সুফিয়ান তাঁকে জানিয়েছেন। (রোম সম্রাট) হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে ডেকে পাঠালেন [এবং নবী (স) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন]। তখন তিনি বলেন : নবী (স) আমাদেরকে নামায পড়তে, দান-সদকা করতে, পবিত্রতা অবলম্বন করতে এবং রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা বজায় রাখতে আদেশ করেন।

৯-অনুচ্ছেদ : মুশরিক ভাইয়ের সাথে সুসম্পর্ক রাখা।

৫০৬৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ حُلَّةً سَبْرَاءَ تَبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتِعْ هَذِهِ وَالثَّبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفُودُ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ مِنْهَا بِحُلٍّ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ كَيْفَ الثَّبَسْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنِّي لَمْ أُعْطِكْهَا لِثَبَسْهَا وَلَكِنْ لِتَتَّبِعَهَا أَوْ تَكْسُوَهَا فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخِي لَّهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ .

৫৫৪৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমার (রা) একখানা রেশমী জামা বিক্রয় হতে দেখে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি এটি খরিদ করে নিন। জুমআর দিন এবং কোন প্রতিনিধিদল আসলে আপনি তা পরিধান করবেন। নবী (স) বললেন : সে লোকই কেবল এটি পরিধান করতে পারে আখেরাতে যার কোন হিস্যা নেই। অতপর এক সময় নবী (স)-এর নিকট ঐরূপ কতিপয় জামা আসলে তিনি তার একটি উমার (রা)-এর জন্য পাঠান। উমার (রা) বলেন : আমি এটি কি করে পরবো, আপনি ইতিপূর্বে এ জাতীয় জামা সন্ধক্ষে যা বলার বলেছেন ? তিনি বলেন : আমি তোমাকে এটি পরার জন্য দেইনি, দিয়েছি এ জন্যে যে, হয় এটি তুমি বিক্রয় করে ফেলবে কিংবা অন্য কাউকে পরতে দিবে। তখন উমার (রা) সেটি তাঁর মক্কাবাসী এক ভাইকে পাঠিয়ে দিলেন যে তখনও ইসলাম কবুল করেনি।^৫

৫. 'হুদা' হলো টিলা জামা বা গাউন জাতীয় পরিধেয়।

১০-অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্যবহারের মর্যাদা ।

৫৫৪৮. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَا لَهُ مَا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَبٌ مَالَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا قَالَ كَأَنَّهُ عَلَى رَأْسِهِ .

৫৫৪৮. আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত । এক ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ कराবে । অপর এক সনদেও আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত । এক ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে পৌছিয়ে দেবে । লোকেরা বললো, তার কি হয়েছে, তার কি হয়েছে ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তার একটি প্রয়োজন আছে । অতপর নবী (স) তাকে বলেন : আল্লাহর ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, নামায কয়েম করবে, যাকাত দিবে এবং রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের সাথে সদ্যবহার করবে । তারপর বললেন : এবার ছেড়ে দাও । বর্ণনাকারীর বর্ণনা : নবী (স) বা লোকটি একটি জগুয়াবে আরোহী ছিলেন ।

১১-অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার গুনাহ ।

৫৫৪৯. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ .

৫৫৪৯. যুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না ।

১২-অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্যবহারের দরুন রিযিক বৃদ্ধি পায় ।

৫৫৫০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

৫৫৫০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এটা ভালো মনে করে যে, তার রিযিক এবং হায়াত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোক সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে ।

৫৫৫১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

৫৫৫১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক বেড়ে যাক এবং তার হায়াত দীর্ঘায়িত হোক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে। ৬

১৩-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে আল্লাহ তার সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করেন।

৫৫৫২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتْ الرَّحْمُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَهُوَ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ .

৫৫৫২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করলেন। অতপর সৃষ্টির কাজ শেষ হলে জরায়ু (রক্ত সঞ্চয়) বললো : এটি কি রক্তের বন্ধন ছিন্ন করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থীর স্থান? আল্লাহ বলেন : হাঁ, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, আমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি, যে তোমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, আর তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে? জরায়ু বললো, হাঁ, হে আমার রব! আল্লাহ বলেন : তাই তোমাকে দেয়া হলো। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি পড়তে পার : “অতপর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরাও পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে ফেলবে”-(সূরা মুহাম্মাদ : ২২)।

৫৫৫৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ الرَّحِمِ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتَهُ .

৫৫৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : “রাহম” (জরায়ু) শব্দটির উৎপত্তি (رحمن) রাহমান থেকে। আত্মীয়তা আল্লাহ রহমানুর রহীমের সাথে জোড়া লাগা ডালস্বরূপ। সুতরাং আল্লাহ বলেছেন : যে তোমার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করি। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।

৫৫৫৪- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّحِمِ شَجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتَهُ .

৬. এখানে হায়াত দীর্ঘ হওয়ার অর্থ স্বল্প সময়ে অনেক নেক কাজ করার তাওফীক বা এমন অনেক কাজ করা যার ফলে মরেও অমর হয়ে থাকে। কিংবা এমন নেক কাজ করা, মৃত্যুর পরও যার সওয়াব জারি থাকে। অথবা আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে কারো হায়াত বাড়িয়েও দিতে পারেন। রিযিক বাড়িয়ে দেয়া অর্থ, রিযিকে বরকত দেয়া কিংবা আয়-উপার্জন বাড়িয়ে দেয়া।

৫৫৫৪. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আর-রাহেম শব্দটি আল্লাহর গুণবাচক নাম 'আর-রহমান' (পরম দয়ালু) থেকে উৎপন্ন। যে ব্যক্তি রাহেম বা রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করি এবং যে তা ছিন্ন করে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।

১৪-অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তার সম্পর্ক সজীব থাকে তার প্রতি যত্নশীল থাকলে।

৫৫৫৫. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ إِنَّ أَلَ أَبِي (فَلَانٍ) قَالَ عَمْرُو فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِيَّاضُ لَيْسُوا بِأَوْلِيَانِي إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبْلَاهَا بِبِلَالِهَا يَعْنِي أَصْلَهَا بِصِلَتِهَا.

৫৫৫৫. আমার ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে গোপনে নয়, উচ্চ কণ্ঠে বলতে শুনেছি : আবু (তালিব)-এর গোষ্ঠী [বুখারী (র)-এর উস্তাদ আমারের বর্ণনা, মুহাম্মাদ ইবনে জাফরের কিতাবে 'আলে আবি শব্দের পর খালি জায়গা ছিল। আমার সহযোগী ও সমর্থক নয়। কেবল আল্লাহ এবং নেককার ঈমানদাররাই হলেন আমার সহযোগী ও সমর্থক। অপর এক সনদে আমার ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : তবে তাদের সাথে রয়েছে আমার রক্তসম্পর্কের আত্মীয়তা। তাই আমি তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে যাব।

১৫-অনুচ্ছেদ : প্রতিদানে আত্মীয়তার হক আদায় হয় না।

৫৫৫৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَفِيَانٌ لَمْ يَرْفَعَهُ الْأَعْمَشُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَرَفَعَهُ حَسَنٌ وَفَطْرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْوَأَصِلُ بِالْمُكَافِي وَكَانَ الْوَأَصِلُ الْأُذَى إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَّتْهَا.

৫৫৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। সুফিয়ান বলেছেন, আমাশ এ হাদীসের সনদ নবী (স) পর্যন্ত পৌছাননি। আর হাসান ও ফিতর এটির সনদ নবী (স) পর্যন্ত পৌছিয়েই বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন : প্রতিদান দানকারী আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়। আত্মীয়তার হক আদায়কারী হলো সেই ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হলে তা সংযুক্ত করে।

১৬-অনুচ্ছেদ : মূশরিক অবস্থায় আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারীর ইসলাম গ্রহণ।

৫৫৫৭. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَخْبَرَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّنُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ (كَانَ) لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ قَالَ حَكِيمٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسَلَّمْتَ عَلَيَّ مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ.

৫৫৫৯. ইবনে আবু নু'ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবনে উমার (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি তাকে মশা-মাছির রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথাকার অধিবাসী? লোকটি বললো, আমি ইরাকের অধিবাসী। ইবনে উমার (রা) বললেন : তোমরা এ লোকটির প্রতি লক্ষ্য কর, সে আমাকে মশা-মাছির রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। অথচ এরাই নবী (স)-এর সন্তান [হযরত হোসাইন (রা)]-কে হত্যা করেছে। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, তারা দুইজন [হাসান-হোসাইন (রা)] দুনিয়ায় আমার দু'টি সুগন্ধি ফুল।

৫৫৬০. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَتْ نِسَاءً مِمَّنْ تَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَفَسَّهَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ بَلَى مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ الْبَيْتِ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ .

৫৫৬০. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার দু'টি মেয়েকে সাথে নিয়ে কিছু চাইতে আমার কাছে আসলো। একটি মাত্র খেজুর ছাড়া সে আমার কাছে কিছু পেল না। আমি খেজুরটি তাকে দিলাম। সে খেজুরটি তার দুই মেয়েকে ভাগ করে দিল এবং তারপর চলে গেল। অতপর নবী (স) আসলেন। আমি তাঁর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন : যার ওপর এই মেয়েদের দায়িত্ব চাপিয়ে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছে, সে যদি তাদের প্রতি ইহসান করে তবে তারা তার জন্য দোষখের আগুনের প্রতিবন্ধক হবে।

৫৫৬১. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَامَهُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا .

৫৫৬১. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমাদের কাছে আসলেন। তখন উমামা বিনতে আবুল আস তার কাঁধের ওপর ছিল। তিনি ঐ অবস্থায় নামায পড়লেন। যখন তিনি রুকু করতেন, তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখতেন এবং যখন উঠে দাঁড়াতেন, তখন তাকেও উঠিয়ে নিতেন।

৫৫৬২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسٌ فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبِلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ .

৫৫৬২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (স) হাসান ইবনে আলী (রা)-কে চুমু দিলেন। তখন আকরা ইবনে হাবিস তামিমী (রা) তাঁর কাছে

উপবিষ্ট ছিলেন। আকরা ইবনে হাবিস বললেন, আমার দশটি সন্তান আছে কিন্তু আমি কখনও তাদের কাউকে চুমু দেইনি। রসূলুল্লাহ (স) তার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন : যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে না সে অনুগ্রহীত হয় না।

৫০৬৩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ تَقْبَلُونَ الصَّيَّانَ فَمَا نَقْبَلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ .

৫৫৬৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক বেদুঈন নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, আপনারা শিশুদেরকে চুমু দেন, কিন্তু আমরা তাদের চুমু দেই না। নবী (স) বলেন : আল্লাহ তাআলা যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া-মায়া উঠিয়ে নিয়ে থাকেন তাহলে আমি তোমাকে আর কি দিতে পারি ?

৫০৬৪- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبِيٌّ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحَلَّبَ ثَدْبُهَا بِسِقْيِ إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَتَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَوَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ اللَّهُ أَرْحَمَ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا .

৫৫৬৪. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর দরবারে কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আসলো। তাদের মধ্যে এক মহিলাও ছিল। তার স্তন দুখে পরিপূর্ণ ছিল। বন্দীদের মাঝে সে কোন শিশুকে পেলেই তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে লাগিয়ে দুধ পান করাতো। নবী (স) আমাদেরকে বললেন : তোমরা কি মনে কর, এ মহিলা তার আপন সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে ? আমরা বললাম, না ; ক্ষমতা থাকলেও সে কখনও ফেলবে না। তখন নবী (স) বললেন : এ মহিলা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়াপরবশ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি তার চেয়েও অনেক বেশী দয়াপরবশ।

১৯-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলা দয়া-মায়াকে এক শত ভাগে বিভক্ত করেছেন।

৫০৬৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ جُزْءً وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءً وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتْرَاحُمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وُلْدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصَيِّبَهُ .

৫৫৬৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তাআলা দয়া-মায়াকে এক শত ভাগে বিভক্ত করে তার নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন এবং এক ভাগ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ এক ভাগের কারণেই

প্রাণীকুল একে অপরের প্রতি দয়া-মায়া দেখায়। এমনকি ঘোড়া তার শাবকের ওপর থেকে পা তুলে নেয় তার কষ্ট পাওয়ার আশংকায় (এ এক ভাগ থেকে প্রাপ্ত দয়া-মায়ার কারণেই)।

২০-অনুচ্ছেদ : খাবারে অংশগ্রহণের আশংকায় সন্তান হত্যা করা।

৫০৬৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ قَالَ أَنْ يَقْتُلَ وَوَلَدَكَ خَشِيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ .

৫৫৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বলেন : কাউকে আল্লাহর শরীক করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোনটি? নবী (স) বলেন : তোমার সাথে খাদ্যে ভাগ বসাবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা।^৭ আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোনটি? নবী (স) বলেন : প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা করা। অতপর আল্লাহ তাআলা নবী (স)-এর কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করে নাযিল করলেন : “আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না (শিরক করে না)। তারা রহমান বান্দা”-(সূরা আল-ফুরকান : ৬৮)।

২১-অনুচ্ছেদ : শিশুদেরকে কোলে নেয়া।

৫০৬৭- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ صَبِيًّا فِي حِجْرِهِ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فِدَعًا بِمَاءٍ فَاتَّبَعَهُ .

৫৫৬৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) একটি শিশুকে ‘তাহনীক’^৮ করার জন্য তাঁর কোলে নিলেন। শিশুটি তাঁর গায়ে পেশাব করে দিলে তিনি পানি চেয়ে নিয়ে তা পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন।

৭. খাদ্যে ভাগ বসাবে এ আশংকায় অর্থাৎ খাদ্যাভাবের আশঙ্কায় সন্তান হত্যা ও ক্রম হত্যা একই কথা এবং সমান গুনাহ, সুতরাং তা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন : “দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদেরকে রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও।”

ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়ায় খাদ্যের কোন অভাব নেই। অভাবটা কৃত্রিম সৃষ্টি। এটা অনৈসলামী ব্যবস্থার ফল। ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা চালু হলে এ অভাব থাকতে পারে না। তাছাড়া সুই উপাদান ও সম্পদের বন্টন ইসলামী নীতি অনুসারে হলেই কেবল অভাব দূর হতে পারে। শোষণ-বঞ্চনা, যুলুম-পীড়ন এবং দুর্নীতি চালু রেখে কেবল জনসংখ্যা হ্রাস করলে অভাব দূর হতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ এক মহামূল্যবান সম্পদ। সে শুধু পেট নিয়েই দুনিয়ায় আসে না, আসে দু’টো হাত, দু’টো পা, দু’টো চোখ, দু’টো কান এবং দৈহিক শক্তি ও মেধা শক্তি নিয়ে। তাই মানুষ হত্যা করে খাদ্যাভাব দূর করার প্রায়সা চালানো অর্থহীন। এতে অভাব কমে না, বরং দেখা দেয় এর আনুসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া, অনাচার, ব্যভিচার, পারিবারিক অশান্তি ও অবৈধাচারের সয়লাব।

৮. ‘তাহনীক’ অর্থ খেজুর ইত্যাদি চিবিয়ে নবজাতকের মুখে তার রস দেয়া। এটা করা সুন্নাত।

২২-অনুচ্ছেদ : শিশুকে রানের উপর রাখা ।

৫৫৬৮. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ وَيُعِيدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْآخِرَى ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اِرْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا .

وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ التَّيْمِيُّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ قُلْتُ حَدَّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ فَفَنظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدِي مَكْتُوبًا فِيمَا سَمِعْتُ .

৫৫৬৮. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ (স) আমাকে কাছে টেনে নিয়ে তাঁর এক উরুর উপর এবং হাসান (রা)-কে অন্য উরুর উপর বসাতেন, তারপর আমাদেরকে এক সাথে জড়িয়ে ধরে দোয়া করতেন : “হে আল্লাহ ! আমি এদের দু’জনের প্রতি দয়াপরবশ । তুমিও তাদের প্রতি দয়া কর ।”

আবু উসমান থেকে বর্ণিত । তাইমী বলেছেন, আমার মনে খটকা লাগলো যে, আমি আবু উসমান থেকে অমুক অমুক হাদীস বর্ণনা করেছি অথচ আমি তা আবু উসমান থেকে শুনি নি । তখন আমি আমার কাছে লিখিত আবু উসমান থেকে শ্রুত হাদীসসমূহ দেখলাম এবং তাতে এ হাদীসটিও পেয়ে গেলাম ।

২৩-অনুচ্ছেদ : উত্তমরূপে প্রতিশ্রুতি পালন ঈমানের অংশ ।

৫৫৬৯. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غَرَّتْ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غَرَّتْ عَلَى خَدِيجَةَ وَلَقَدْ هَلَكْتُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُ يَذْكُرُهَا وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَذْبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَهْدِي فِي خَلَّتِهَا مِنْهَا .

৫৫৬৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, খাদীজা (রা)-এর প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হতো ততটা আর কারো প্রতি হয়নি । অথচ আমার বিয়ের তিন বছর আগেই তিনি ইনতিকাল করেন । আমি নবী (স)-কে প্রায়ই তাঁর কথা উল্লেখ করতে শুনতাম এবং নবী (স)-কে তাঁর রব এ মর্মে আদেশ দিয়েছিল যে, তিনি যেন তাকে জান্নাতে একটি মোতি ও স্বর্ণ নির্মিত প্রাসাদ লাভের সুখবর দান করেন । তাছাড়া রসূলুল্লাহ (স) যখনই বকরী যবেহ করতেন তখনই তার কিছু অংশ খাদীজা (রা)-এর বান্ধবীদের উপহার পাঠাতেন ।

২৪-অনুচ্ছেদ : ইয়াতীম লালন-পালনের মর্যাদা ।

৫৫৭০. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ مِثْلًا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى .

৫৫৭০. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আমি এবং ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এরূপ নিকটবর্তী থাকবো। নবী (স) তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে দেখালেন।

২৫-অনুচ্ছেদ : বিধবা নারীদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা।

৫৫৭১. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ .

৫৫৭১. সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, বিধবা এবং গরীব-মিসকীনের সাহায্য-সহায়তার জন্য চেষ্টা-সাধনাকারী সেই ব্যক্তির অনুরূপ যে আশ্বাহুর পথে জিহাদ করে অথবা সেই ব্যক্তির অনুরূপ যে দিনভর রোযা রাখে এবং রাতভর নামায পড়ে।

৫৫৭২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৫৫৭২. আবু হুরাইরা (রা) ও নবী (স) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৬-অনুচ্ছেদ : দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা।

৫৫৭৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ يَشْكُ الْقَعْنَبِيُّ كَالْقَائِمِ لَا يَفْطُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يَفْطُرُ .

৫৫৭৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : বিধবা ও দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা-সাধনাকারী আশ্বাহুর পথে জিহাদকারীর সমতুল্য। কানাবী বলেন, আমার ধারণা, “সারারাত নিরলস ইবাদতকারী এবং একাধারে রোযা পালনকারীর মতো” একথাটিও মালেক বলেছেন।

২৭-অনুচ্ছেদ : মানুষ ও জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপন্নতা হওয়া।

৫৫৭৪. عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتَا النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبِيهُ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَا إِشْتَقْنَا أَهْلَنَا وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرَنَا وَكَانَ رَقِيقًا رُحِيمًا فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ ثُمَّ لِيَوْمِكُمْ أَكْبَرِكُمْ .

৫৫৭৪. আবু সুলাইমান মালেক ইবনুল হুরাইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা প্রায় সমবয়স্ক কতিপয় যুবক নবী (স)-এর দরবারে হাযির হলাম এবং তাঁর কাছে

বিশ দিন অবস্থান করলাম। তিনি ধারণা করলেন, আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনদের সাথে মিলিত হতে আগ্রহী। আমরা কাদেরকে বাড়ীতে রেখে এসেছি সে সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। আমরা তাঁকে তাদের সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি ছিলেন কোমল-হৃদয় ও দয়াবান। তিনি বলেন : তোমরা আপন পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও, তাদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দাও, ভালো কাজের আদেশ কর এবং তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছো ঠিক সেভাবে নামায পড়। আর নামাযের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইমামতি করবে।

৫০৭৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بَيْتًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي فَنَزَلَ الْبَيْتَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا فَقَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ .

৫৫৭৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : এক ব্যক্তি পথ চলছিল ; এ সময় তার ভীষণ পিপাসা পেল। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নামলো এবং পানি পান করে উঠে আসলো। হঠাৎ দেখলো, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে কাদা চাটছে। লোকটি ভাবলো, প্রচণ্ড পিপাসায় আমি যেমন কষ্ট পেয়েছি কুকুরটিও ঠিক তেমনি কষ্ট পাচ্ছে। তাই সে কূপে নেমে তার মোজায় পানি ভরলো এবং তা দাঁতে কামড়ে ধরে উপরে উঠে এসে কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ তার এ কাজকে মূল্য দিয়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! জীব-জন্তুর সেবাতেও কি আমাদের জন্য প্রতিদান আছে ? তিনি বলেন : হ্যাঁ, প্রত্যেক প্রাণধারীর সেবার জন্যই রয়েছে পুরস্কার।

৫০৭৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةٍ وَقَمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمَحْمَدًا وَلَا تَرَحَّمْ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ لَقَدْ حَجَّرْتَ وَأَسْبَعَا يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ .

৫৫৭৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) নামাযে দাঁড়ালে আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। এক বেদুঈন নামাযের মধ্যে বললো, হে আল্লাহ ! আমার উপর এবং মুহাম্মাদ (স)-এর উপর রহম কর, আমাদের সাথে আর কারো উপর রহম করো না। নবী (স) সালাম ফিরিয়ে ঐ বেদুঈনকে বলেন : তুমি একটি বিশাল বিষয়কে অর্থাৎ আল্লাহর রহমতকে সীমিত করে ফেলেছো।

৫০৭৭- عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاخُمِهِمْ

وَتَوَادَّهِمْ وَتَعَاطَفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى .

৫৫৭৭. নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া ও প্রেম-ভালবাসা প্রদর্শনে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি ঈমানদারদেরকে একটি দেহের মত দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ অনিদ্রা এবং জ্বরে তার শরীক হয়ে যায়।

৫৫৭৮. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ .

৫৫৭৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : প্রতিটি ভালো কাজই সদাকা।

৫৫৭৯. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ .

৫৫৭৯. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না।

২৮-অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীর হক আদায়ের ওসিয়াত। আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (النساء : ৩৬)

“তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করো না, আর মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করো এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত যারা তাদের সাথেও। আল্লাহ কখনো ভালোবাসেন না দাঙ্কিক ও আত্মগর্বীকে”-(সূরা আন-নিসা : ৩৬)।

৫৫৮০. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُنِي .

৫৫৮০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : জিবরাঈল (আ) প্রতিবেশীর ব্যাপারে আমাকে বরাবর ওসিয়াত করতে থাকেন, এমনকি আমার ধারণা হলো যে, অচিরেই প্রতিবেশীকে তিনি উত্তরাধিকারী রানিয়ে দিবেন।

৫৫৮১. عَنْ بِنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُنِي .

৫৫৮১. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : জিবরাঈল (আ) সবসময় প্রতিবেশীর ব্যাপারে আমাকে ওসিয়াত করতে থাকেন। শেষে আমার ধারণা হল যে, হয়ত অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন।

২৯-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় তার জন্য।

৫৫৮২. عَنْ أَبِي شُرَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقِهِ.

৫৫৮২. আবু শুরাইহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আল্লাহর শপথ ! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, আল্লাহর শপথ ! সে লোক মু'মিন নয়, আল্লাহর শপথ ! সে লোক মু'মিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল ! কে সেই ব্যক্তি ? তিনি বলেন : যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

৩০-অনুচ্ছেদ : কোন মহিলা যেন তার প্রতিবেশিনীকে অবজ্ঞা না করে।

৫৫৮৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةَ لِحَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةً .

৫৫৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : হে মুসলিম নারী সমাজ ! কোন প্রতিবেশিনী কখনো যেন তার প্রতিবেশিনীকে (তার প্রেরিত উপহারকে) অবজ্ঞা না করে, এমনকি তা বকরীর পায়ের একটি ক্ষুর হলেও।

৩১-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।

৫৫৮৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَضْمَتْ .

৫৫৮৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন অবশ্যই ভাল কথা বলে অন্যথা চূপ থাকে।

৫৫৮৫. عَنْ أَبِي شُرَيْبٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَدْنَائِي وَأَبْصَرْتُ عَيْنَائِي حِينَ نَكَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمُوا صَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ .

৫৫৮৫. আবু শুরাইহ আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী (স) বলেছেন তখন আমার দুই কান শুনেছে এবং দুই চোখ দেখেছে। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন পুরস্কারসহ মেহমানের আপ্যায়ণ ও সমাদর করে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! তার পুরস্কার কি? তিনি বলেন: এক রাত ও এক দিনের জন্য উন্নত খাবার পরিবেশন করা। আর তিন দিন পর্যন্ত সাধারণ মেজবানীই যথেষ্ট। এর চেয়েও বেশী দিন অবস্থান করলে সেই মেহমানদারিটা হবে বদান্যতা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে।

৩২-অনুচ্ছেদ : দরজার নৈকট্য অনুযায়ী প্রতিবেশীদের হক।

৫৫৮৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَالِي أَيِّهِمَا أَهْدِي
قَالَ الْإِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ أَبَا .

৫৫৮৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। তাদের কার কাছে আমি হাদিয়া পাঠাবো? তিনি বলেন : যার দরজা তোমার বেশী নিকটে।

৩৩-অনুচ্ছেদ : প্রতিটি ভাল কাজই সদাকা।

৫৫৮৭. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ .

৫৫৮৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : প্রতিটি ভাল কাজই সদাকা।

৫৫৮৮. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ
قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ
أَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ .

৫৫৮৮. আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : প্রত্যেক মুসলিমের সদাকা করা জরুরী। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, কারো যদি সদাকা করার মত কিছু না থাকে? তিনি বলেন : সে নিজ হাতে কাজ করবে যাতে সে নিজেও উপকৃত হতে পারে এবং সদাকাও করতে পারে। লোকজন বললো : যদি তা করার সামর্থ

তার না থাকে কিংবা তা না করে ? তিনি বলেন : সে কোন অভাবী দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করবে। লোকজন বললো : সে তাও যদি না করে ? তিনি বলেন : ভালো কাজের আদেশ করবে। একজন জিজ্ঞেস করলো : এটাও যদি সে না করে ? তিনি বলেন : তাহলে সে যেন খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। সেটাই হবে তার সদাকা।

৩৪-অনুচ্ছেদ : উত্তম কথা। আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উত্তম কথাও সদাকা।

৫৫৮৭- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَسَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَسَاحَ بِوَجْهِهِ قَالَ شُعْبَةُ أَمَا مَرَّتَيْنِ فَلَا أَشْكُ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ .

৫৫৮৯. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। নবী (স) জাহান্নামের কথা উল্লেখ করে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং অন্যদিকে মুখ ফিরালেন। পুনরায় তিনি জাহান্নামের উল্লেখ করে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং অন্য দিকে মুখ ফিরালেন। শোবা (র) বলেন : তিনি দুইবার এরূপ করেছেন তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তারপর নবী (স) বলেন : এক টুকরা খোরমা দান করে হলেও তোমারা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। আর তাও যদি না পাও তবে উত্তম কথার বিনিময়ে হলেও।

৩৫-অনুচ্ছেদ : সকল কাজে নম্রতা অবলম্বন।

৫৫৯০- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا السَّأْمُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّأْمُ وَاللَّعْنَةُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ .

৫৫৯০. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একদল ইহুদী নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, আসসামু আলাইকুম (তোমার মৃত্যু আপতিত হোক)। আয়েশা (রা) বলেন : আমি তাদের একথার অর্থ বুঝে ফেললাম, তাই বললাম : আলাইকুমুসসামু ওয়াল লানাছু (তোমাদের ওপর মৃত্যু ও অভিসম্পাত নেমে আসুক)। আয়েশা (রা) বলেন : এতে রসূলুল্লাহ (স) বললেন : হে আয়েশা ! তুমি থামো। আল্লাহ তাআলা সব ব্যাপারে নম্রতা পসন্দ করেন। আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল ! তারা কি বলেছে তা আপনি কি শোনেননি ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন : আমি নিজেও তো বলেছি, ওয়া আলাইকুম (এবং তোমাদের ওপরও)।

৫৫৯১- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزْرِمُوهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِّنْ مَّاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ .

৫৫৯১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করলে লোকজন তার দিকে ছুটে গেল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তাকে বাধা দিও না। অতপর তিনি এক বালতি পানি চেয়ে নিলেন এবং তা পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন।

৩৬-অনুচ্ছেদ : ঈমানদারদের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা।

৫৫৯২. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْنَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يُسْأَلُ أَوْ طَالِبٌ حَاجَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اشْفَعُوا فَلْتَوْجَرُوا وَلَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ.

৫৫৯২. আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্য একটি ইমারত স্বরূপ যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। অতপর তিনি তাঁর এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেখালেন। নবী (স) উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় একজন লোক কিছু প্রার্থনা করলো কিংবা কোন প্রয়োজন পূরণের আবেদন জানালো। তখন তিনি আমাদের দিকে ফিরে বলেন : তোমরা সুপারিশ করো যাতে তোমাদেরকেও তার প্রতিদান দেয়া হয়। আল্লাহ যা চান তা তার রসূলের মুখে ঘোষণা করেন।^{১০}

৩৭-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا ۝

“যে ব্যক্তি ভাল কাজের সুপারিশ করে সে ওই কাজের সওয়াব থেকে একটা অংশ লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজের সুপারিশ করে সে ঐ কাজের ঠনহা থেকে একটা অংশ পাবে। আল্লাহ সব বিষয়ের ওপর নজর রাখেন”—সূরা আন-নিসা : ৮৫। كِفْلَيْنِ শব্দের অর্থ ‘দ্বিগুণ পুরস্কার’।

৫৫৯৩. عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا آتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوا فَلْتَوْجَرُوا وَلَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ .

৫৫৯৩. আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর কাছে কোন যাত্রাকারী বা অভাবগ্রস্ত লোক আসলে তিনি বলতেন : তোমরা (তার জন্য) সুপারিশ করো, তাহলে তোমরাও তার পুরস্কার লাভ করবে। আর আল্লাহ যা চান, তাঁর রসূলের জবানীতে তা কার্যকর করেন।

১০. ঈমানদারদের সমাজ একটি সীমা ঢালা প্রাচীরের মতো সুদৃঢ়। এর প্রতিটি ইট ইমারতের গাধুনীতে সুসংবদ্ধ আছে বলেই প্রাচীরটি সুদৃঢ় আছে। অন্যথায় তা খান খান হয়ে যেতে বাধ্য। সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে এ সম্পর্ক দেখাতে হবে। নিজে অকর্ম হলে অপরকে সাহায্য করার সুপারিশ করবে। তাতেও সওয়াব ও প্রতিদান মিলবে।

৩৮-অনুচ্ছেদ : নবী (স) অশালীন ছিলেন না এবং তিনি অশালীন কথাও বলতেন না ।
 ৫৫৯৪- عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْكُوفَةِ فذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ آخِرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا .

৫৫৯৪. মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) মুআবিয়া (রা)-এর সাথে কুফায় আগমন করলে আমরা তার [আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর] কাছে গেলাম । তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর কথা উল্লেখ করে বলেন : নবী (স) কখনও অশালীন ও অভদ্র ছিলেন না এবং অশিষ্ট ও অশালীন কথাও বলতেন না । তারপর তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : তোমাদের যার নৈতিক চরিত্র ও আচরণ ভালো সেই তোমাদের মধ্যে সর্বাঙ্গীক উত্তম ।

৫৫৯৫- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ يَهُودَ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمْ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بِالرَّفِيقِ وَأَيَّاكَ وَالْعُتْفَ وَالْفُحْشَ قَالَتْ أَوْلَمْ تَسْمَعِ مَا قَالُوا قَالَ أَوْلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي .

৫৫৯৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । একদল ইহুদী নবী (স)-এর কাছে এসে (সালাম দেয়ার ছলে) বললো : 'আসসামু আলাইকুম' (তোমার ওপর মৃত্যু নেমে আসুক) । জবাবে আয়েশা (রা) বললেন : 'আলাইকুম ওয়া লাআনাকুমুল্লাহ ওয়া গাযেবাল্লাহ আলাইকুম (তোমাদের ওপর মৃত্যু নেমে আসুক । আল্লাহ তোমাদের ওপর লানত ও গযব নাযিল করুন) । তিনি বললেন : আয়েশা ! থামো । কথায় নম্রতা অবলম্বন করা এবং রুঢ় আচরণ অশালীন কথা পরিহার করা তোমার কর্তব্য । আয়েশা (রা) বললেন : তারা কি বলেছে তা কি আপনি শুনেনি ? নবী (স) বললেন : আমি যা বলেছি, তুমি কি তা শোননি ? আমি তাদের যে জবাব দিয়েছি, তাদের ব্যাপারে আমার কথা কবুল হবে । কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের কথা কবুল হবে না ।

৫৫৯৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ سَبَابًا وَلَا فَاحِشًا وَلَا لَعَانًا كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمُعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ .

৫৫৯৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী (স) কখনো গাল-মন্দকারী, অশালীন বাক্য উচ্চারণকারী এবং লানতকারী ছিলেন না । আমাদের কাউকে কখনো তিরস্কার করতে হলে তিনি কেবল এতটুকু বলতেন যে, তার কি হলো ? তার কপাল ধূলি-মলিন হোক !

৫৫৯৭- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَأَهُ قَالَ بِئْسَ أَخُو

العَشِيرَةَ وَيَبْسُ ابْنَ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي وَجْهِهِ وَأَنْبَسَطَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَأَنْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ مَتَى عَاهَدْتَنِي فَحَاشَا أَنْ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ .

৫৫৯৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলো। নবী (স) লোকটিকে দেখে বললেন : গোষ্ঠীর নিকট সন্তান। লোকটি এসে বসলে নবী (স) তার সাথে প্রফুল্লচিত্তে সহজভাবে মিশলেন এবং ভদ্র আচরণ করলেন। লোকটি চলে গেলে আয়েশা (রা) নবী (স)-কে বললেন : হে আল্লাহর রসূল ! লোকটিকে দেখে আপনি তার সম্পর্কে এরূপ এরূপ কথা বললেন। পরে আবার তার সাথে সহাস্য বদনে এবং আন্তরিকভাবে মেলামেশা করলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : হে আয়েশা ! তুমি আমাকে কখনো অশালীন কথা বলতে বা অশোভন আচরণ করতে দেখেছ ? কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদায় সবচেয়ে নিকট হবে সেই ব্যক্তি যার অনিষ্টকারিতার ভয়ে মানুষ তাকে এড়িয়ে চলে, তাকে পরিত্যাগ করে।

৩৯-অনুচ্ছেদ : উত্তম নৈতিক চরিত্র ও দানশীলতা। কৃপণতা নিন্দনীয়। ইবনে আক্বাস (রা) বলেন। নবী (স) গোটা মানবজাতির মধ্যে সবার চেয়ে বেশী দানশীল ছিলেন। রমযান মাসে তিনি আরো অধিক দানশীল হতেন। আবু যার (রা) বলেন : নবী (স)-এর নব্বুয়াত লাভের খবর পেয়ে তিনি তাঁর ভাইকে বললেন, ওই উপত্যকায় যাও এবং তাঁর কথাগুলো শোন। অতপর তাঁর ভাই ফিরে এসে বলেন : আমি তাঁকে উত্তম নৈতিক চরিত্র অর্জনের আদেশ দিতে দেখেছি।

৫০৭৮. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَرَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاَنْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرِيٍّ مَا عَلَيْهِ سَرَجٌ فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ .

৫৫৯৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) সমস্ত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন, সবচেয়ে অধিক দানশীল এবং সবচেয়ে বেশী সাহসী ছিলেন। এক রাতে মদীনাবাসীগণ একটি শব্দ শুনে ভিষণ ভীত হয়ে পড়লো। লোকজন আওয়াজের দিকে ছুটে চললো। নবী (স) রওনা হয়ে সবাইকে পেছনে ফেলে আওয়াজের দিকে এগিয়ে যান। তিনি বললেন : ভীত হলো না, ভীত হলো না। তিনি আবু তালহা (রা)-এর ঘোড়ার খালি

পিঠে (জীনপোষ ছাড়া) আরোহিত ছিলেন। তাঁর গলায় খুলছিল তলোয়ার। অতপর নবী (স) বললেন : আমি ষোড়াটিকে সমুদ্র স্রোতের ন্যায় দ্রুতগামী পেলাম অথবা বাস্তবে এটি যেন সমুদ্র।

৫৫৯৯- عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ مَا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لَا.

৫৫৯৯. জাবের (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স)-এর নিকট কোন জিনিস চাওয়া হলে কখনো তিনি 'না' বলেননি।১১

৫৬০০- عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يُحَدِّثُنَا إِذْ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاَحِشًا وَلَا مُتَّفَحِشًا وَاِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اِنْ خِيَارَكُمُ اَحْسَنُكُمْ (اَحْسَبُكُمْ) اَخْلَاقًا.

৫৬০০. মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর সাথে বসছিলাম। তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) অশালীন ও অভদ্র ছিলেন না। তিনি কখনো অশালীন কথা বলেননি। তিনি বলতেন : তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক চরিত্রবান ব্যক্তিই সর্বোত্তম।

৫৬০১- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِبُرْدَةٍ فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ اَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ فَقَالَ الْقَوْمُ هِيَ الشَّمْلَةُ فَقَالَ سَهْلٌ هِيَ شِمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فِيهَا حَاشِيَتُهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَكْسُوكَ هَذِهِ فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَلَبِسَهَا فَرَأَاهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اَحْسَنَ هَذِهِ فَاكْسُنِيهَا فَقَالَ نَعَمْ فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ لِامَةِ اصْحَابُهُ قَالُوا مَا اَحْسَنَتْ حِينَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ اَخَذَهَا مُحْتَاجًا اِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلَتْهُ اِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفَتْ اَنَّهُ لَا يُسْتَلُّ شَيْئًا فَيَمْنَعُهُ فَقَالَ رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَعَلِّي اُكْفَنُ فِيهَا.

৫৬০১. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা একখানা 'বুরদা' নিয়ে নবী (স)-এর নিকট আসলো। সাহল (রা) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি জান, বুরদা কি? লোকজন বললো, বুরদা হচ্ছে চাদর বা কাপড়ের থান। সাহল (রা) বলেন, বুরদা হচ্ছে পাড়বিশিষ্ট চাদর বা কাপড়ের থান। অতপর মহিলা বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে এটি পরিধানের জন্য দিচ্ছি। নবী (স) চাদরখানা নিলেন এবং তাঁর ঐ কাপড়ের প্রয়োজনও ছিল। সাহাবাগণের একজন তা তাকে পরিধান করতে দেখে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা আমাকে পরতে দিন। নবী (স) বলেন, ঠিক আছে।

১১. অর্থাৎ যখনই তাঁর নিকট কিছু চাওয়া হয়েছে, সম্ভব হলে দিয়েছেন, না হয় চুপ থেকেছেন কিন্তু 'না' কখনো বলেননি।

নবী (স) উঠে চলে গেলে তার সংগী-সাথীগণ তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, তুমি ভালো কাজ করোনি। কারণ, তুমি দেখলে নবী (স) চাদরটি নিয়েছেন আর ওটির প্রয়োজনও তাঁর ছিল। অথচ তারপরও তুমি তাঁর কাছে সেটি চেয়ে বসলে। তোমার এও জানা আছে যে, তাঁর কাছে কোন জিনিস চাওয়া হলে তিনি কাউকে বিমুখ করেন না। সেই সাহাবী বলেন, নবী (স) চাদরটি পরেছেন দেখেই তাঁর বরকত লাভের আশায় আমি এ কাজ করেছি, যাতে চাদরটি আমার কাফন হতে পারে।

৬০২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ (الْعَمَلُ) وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ .

৫৬০২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : সময় দ্রুত অতিক্রান্ত হবে, এলেম (ভাল কাজ) হ্রাস পাবে, মানুষের মনে কৃপণতা সৃষ্টি হবে এবং 'হারজ' বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : 'হারজ' কি ? তিনি বলেন : হত্যাকাণ্ড, হত্যাকাণ্ড।

৬০৩- عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أَفٍ وَلَا لِمِ صَنَعْتَ وَلَا أَلَا صَنَعْتَ.

৫৬০৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দশ বছর নবী (স)-এর খেদমত করেছি। তিনি আমাকে কখনো উহু পর্যন্ত বলেননি কিংবা কখনও বলেননি যে, কেন তুমি এরূপ করলে বা কেন এরূপ করলে না ?

৪০-অনুচ্ছেদ : আপন পরিবারে মানুষের আচরণ কেমন হবে ?

৬০৪- عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ قَالَتْ كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ .

৫৬০৪. আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম : নবী (স) আপন পরিবারে কি করতেন ? তিনি জবাব দিলেন : নবী (স) পরিবারের লোকদের কাছে লেগে থাকতেন এবং নামাযের সময় হলে নামায পড়তে চলে যেতেন।

৪১-অনুচ্ছেদ : ভালোবাসা আশ্রাহর পক্ষ থেকে হয়।

৬০৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيَحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيَحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ .

৫৬০৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা কোন বান্দাকে ভালোবাসলে জিবরাঈল (আ)-কে ডেকে বলেন, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তুমিও তাকে ভালোবাস। তখন জিবরাঈল (আ)-ও তাকে ভালোবাসেন। অতপর জিবরাঈল (আ) আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আসমানবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে থাকে। তারপর পৃথিবীবাসীর মধ্যে তার জনপ্রিয়তা দান করা হয়।

৪২-অনুচ্ছেদ : কেবল আল্লাহর জন্য ভালোবাসা।

৫৬০৬. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجِدُ أَحَدًا حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَحَتَّى أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ وَحَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا.

৫৬০৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : কোন ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ (আনন্দ) লাভ করবে না—যদি কাউকে তার ভালোবাসা কেবল আল্লাহর জন্য না হয়। যে কুফরী থেকে আল্লাহ তাকে মুক্তি দিয়েছেন সেই কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়ার চেয়ে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া যতক্ষণ তার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় না হয় এবং যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার নিকট অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় না হয়। ১২

৪৩-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ ۚ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ (الحجرات : ١١)

“হে মুমিনগণ ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে ; কারণ উপহাসের পাত্র ব্যক্তি উপহাসকারীর চেয়ে উত্তম হতে পারে। কোন নারীও যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে। কারণ, উপহাসের পাত্রী নারী উপহাসকারিনীর চেয়ে উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর (কাউকে) মন্দ নামে ডাকা গর্হিত ও

১২. ঈমানদারের জন্য এ হাদীসটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। একজন ঈমানদার এ তিনটি পর্যায় যখন অতিক্রম করবে তখনই কেবল ঐটি ঈমানদারে পরিণত হবে। জীবনের সকল দুঃখ-কষ্টে, বাধা-বিপত্তিতে ও যুলুম-পীড়নে কেবল তখনই সে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে এবং রসূলের অনুসরণ করতে তৃপ্তি পাবে। এ শর্তগুলো যতদিন একজন ঈমানদারের মধ্যে পাওয়া না যাবে—ততদিন সে ঈমানের আসল স্বাদ অনুভব করতে সক্ষম হবে না।

নিশ্চিনীয়। যারা এরূপ আচরণ থেকে বিরত হয় না তারা ই জ্বালেম”-(সূরা আল-হুজুরাত : ১১)।

৬০৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفُسِ وَقَالَ لِمَ (بِمِ) يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ ثُمَّ لَعَلَّه يُعَانِقُهَا وَعَنْ هِشَامٍ جَلَدَ الْعَبْدَ .

৫৬০৭. আবদুল্লাহ ইবনে যামআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কারো বায়ু নির্গত হওয়ার কারণে হাসতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি আরো বলেন, তোমাদের কেউ তার স্ত্রীকে আস্তাবলে রক্ষিত উটের ন্যায় কিভাবে মারপিট করতে পারে অথচ এর পরপরই হয়তো সে তার সাথে মিলিত হবে? আর হিশাম (র) থেকে العبد جلد العبد (ক্রীতদাসের ন্যায়) শব্দ বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ গোলামদের মতো স্ত্রীদেরকে মারধোর করে।

৬০৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَنْى أَتَدْرُونَ أَىْ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ أَفْتَدْرُونَ أَىْ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ أَتَدْرُونَ أَىْ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاعَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحَرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا .

৫৬০৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মীনায়ে অবস্থানকালে জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি জান এটি কোন্ দিন? সবাই বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি বলেন : এটি হারাম (পবিত্র) দিন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি জান এটি কোন্ শহর? সবাই বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি বলেন : এটি পবিত্র ও সম্মানিত শহর। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এটি কোন্ মাস? লোকজন বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূল সবচেয়ে বেশী জানেন। তিনি বলেন : এটি পবিত্র ও নিষিদ্ধ মাস। অতপর তিনি বলেন : আল্লাহ তোমাদের উপর তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের মাল ও তোমাদের ইজ্জত ঠিক তেমনি হারাম বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, যেমন তোমাদের আজকের এ দিন, তোমাদের এ মাস এবং তোমাদের এ শহর তোমাদের জন্য পবিত্র ও নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

৪৪-অনুচ্ছেদ : গালাগালি করা ও অভিশাপ দেয়া নিষেধ।

৬০৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

৫৬০৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে ঝগড়া-ফাসাদ ও মারামারি করা কুফরী।

৫৬১০. عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكَفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ كَذَلِكَ .

৫৬১০. আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন : এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে যেন ফাসেক বা কাফের বলে অভিহিত না করে। কেননা বাস্তবে সেই ব্যক্তি তা না হলে তা অভিহিতকারী ব্যক্তির উপরই বর্তায়।

৫৬১১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا لَعَانًا وَلَا سَبَابًا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ (تَرِبَتْ) جَبِيئُهُ .

৫৬১১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) অশালীন, অদ্ভুত ও অভিসম্পাতকারী ছিলেন না এবং কখনো অশালীন কথা উচ্চারণ করতেন না। তিনি কখনো অসন্তুষ্ট হলে বলতেন : তার কি হয়েছে ? তার কপাল ধূলিমলিন হোক।

৫৬১২. عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ أَدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عَذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ .

৫৬১২. সাবেত ইবনুদ দাহ্বাক (রা) গাছের নীচে বাইয়াত গ্রহণকারী (বাইয়াতুর রিদওয়ান) সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের শপথ করে তাহলে সে তাই যা সে বললো। আর যে জিনিস মানুষের মালিকানা বহির্ভূত যদি মানত পূরণ করতে হবে না (বা তা মানত করা যাবে না)। কেউ দুনিয়ায় যে বস্তুর সাহায্যে আত্মহত্যা করবে কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তু দ্বারাই শাস্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি কোন ঈমানদারকে লানত করলো সে যেন তাকে হত্যা করলো। যে ব্যক্তি কোন ঈমানদারকে কাফের বললো, সেটা তাকে হত্যার সমতুল্য। ১৩

৫৬১৩. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ قَالَ

فَانْطَلَقَ اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَاخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ تَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
فَقَالَ اَتَرَى بِيْ بَاسًا اَمْجَنُوْنَ اَنَا اِذْهَبْ .

৫৬১৩. নবী (স)-এর সাহাবী সুলাইমান ইবনে সু'াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
নবী (স)-এর সামনে দু'জন লোক পরস্পরকে গালি দিল। তাদের একজন অতিমাত্রায়
রাগান্বিত হয়ে গেল, এমনকি তার চেহারা ফুলে বিকৃত হয়ে গেল। তখন নবী (স)
বললেন : আমি এমন একটি কথা জানি যা সে বললে তার ক্রোধ তিরোহিত হতো।
একথা শুনে এক ব্যক্তি লোকটির কাছে গিয়ে নবী (স)-এর এ উক্তিটি তাকে অবহিত
করলো এবং বললো, তুমি শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও (অর্থাৎ 'আউযুবিল্লাহি
মিনাশ শাইতানির রাযীম' পড়)। প্রত্যুত্তরে সে বললো : আমার মধ্যে কি তুমি কোন
খারাপ কিছু দেখতে পাচ্ছ ? আমি কি পাগল ? তুমি চলে যাও।

৬১৪. عَنْ اَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
لِيُخْبِرَ النَّاسَ بِبَلِيَّةِ الْقَدْرِ فِتْلَاحِيْ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ
خَرَجْتُ لِأَخْبِرْكُمْ فِتْلَاحِيْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَأَنَّهَا رُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُوْنَ خَيْرًا لِّكُمْ
فَالْتَمِسُوْهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ .

৫৬১৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাদা ইবনুস সামেত (রা) আমার
নিকট বর্ণনা করে বলেছেন : রসূলুল্লাহ (স) লোকদেরকে 'লাইলাতুল কদর' সম্পর্কে
অবহিত করার জন্য বেরিয়ে আসলেন। তখন দু'জন মুসলমান ঝগড়া করছিলো। নবী (স)
বললেন : আমি তোমাদেরকে (লাইলাতুল কদর সম্পর্কে) অবহিত করতে বেরিয়েছিলাম,
কিন্তু অমুক ও অমুক ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করছিল। তাই (তাদের ঝগড়ার দরুন) সেই
জ্ঞান (আমার মন থেকে) তুলে নেয়া হয়েছে। হয়তো এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর
হবে। তোমরা তা (রমযানের শেষ দশ দিনের) নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে অনুসন্ধান
করো। ১৪

৬১৫. عَنْ الْمَعْرُوْرِ هُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا وَعَلَى غَلَامِهِ
بُرْدًا فَقُلْتُ لَوْ أَخَذْتُ هَذَا فَلَبِيسْتُهُ كَأَنَّتُ حُلَّةً وَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبًا آخَرَ فَقَالَ كَانَ
بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلَامٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةٌ فَنِلْتُ مِنْهَا فَذَكَرَنِيْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَقَالَ لِيْ اَسَابَيْتَ فُلَانًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَفَنِلْتَ مِنْ اُمِّهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّكَ اَمْرُوْ فَيْكَ
جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ عَلَى حِيْنَ سَاعَتِيْ هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ قَالَ نَعَمْ هُمْ اِخْوَانُكُمْ

جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ
وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يَكْلِفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ
فَلْيُعْنَهُ عَلَيْهِ .

৫৬১৫. আল-মারুর ইবনে সুয়াইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা) ও তাঁর ক্রীতদাসের গায়ে একই মানের চাদর দেখে বললাম, আপনি যদি এ চাদরটি নিয়ে পরতেন এবং তাকে অন্য কাপড় দিতেন, তাহলে আপনার একজোড়া (সম্পূর্ণ পোশাকই) হয়ে যেত। তখন আবু যার (রা) বলেন, আমার ও অপর এক ব্যক্তির মাঝে বিবাদ হচ্ছিল। তার মা ছিল অনারব। আমি তাকে তার মাকে খোটা দিয়ে গালি দিলে সে নবী (স)-এর কাছে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। নবী (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি অমুককে গালি দিয়েছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি তাকে মা তুলে গালি দিয়েছ? আমি বললাম, হাঁ। নবী (স) বললেনঃ তুমি এমন মানুষ যার মধ্যে এখনো জাহিলী স্বভাব রয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ বুড়ো বয়সেও? তিনি বললেনঃ হাঁ। তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। আল্লাহ তার যে ভাইকে তার অধীনস্ত করে দিয়েছেন সে ভাই নিজে যা খায় তাই যেন তাকেও খেতে দেয় এবং নিজে যা পরিধান করে তদনুরূপ যেন তাকেও পরিধান করতে দেয় এবং সাধ্যাতীত কাজ যেন তার উপরে চাপিয়ে না দেয়। যদি সাধ্যাতীত কোন কাজ তার উপর চাপানো হয় তাহলে সে যেন তাকে সহায়তা করে।

৪৫-অনুচ্ছেদঃ যেভাবে মানুষ সম্পর্কে উক্তি করা বৈধ। যেমন কাউকে লম্বা বা খাট বলা। নবী (স) একজন সাহাবীকে লক্ষ্য কর বলেছিলেনঃ দুই (লম্বা) হাতওয়ালা কি বলে? বদনাম বা হেয়প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য না হলে বিভিন্ন খেতাবে ডাকা জায়েয।

৫১১৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشْبَةِ فِي مَقْدَمِ الْمَسْجِدِ وَوَضَعَ يَدَهُ (بِيَدَيْهِ) عَلَيْهَا وَفِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ أَبُؤُ بَكَرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ صُرْعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا قُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوهُ ذَالْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ أَنْسَيْتَ أَمْ قُصِرَتْ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرَ قَالُوا بَلْ نَسَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ نَوَالْيَدَيْنِ فَقَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ.

৫৬১৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমাদেরকে যোহরের নামায দুই রাকআত পড়ালেন এবং সালাম ফিরালেন। এরপর সিজদার জায়গার সামনে কাষ্ঠ খণ্ডের পাশে গিয়ে তার উপর তাঁর (দুই) হাত রাখলেন। সেখানে লোকজনের মধ্যে

আবু বাক্বর (রা) এবং উমার (রা)-ও ছিলেন। তাঁরা দু'জন তাঁর সাথে কথ্যবর্তী বলতে সাহস পেলেন না। লোকজন বিস্মিত হয়ে খুব ভাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসলো এবং বলতে লাগলো, নামায কি হ্রাস করা হয়েছে? সেখানে একজন লোক ছিলেন নবী (স) যাকে যুল-ইয়াদাইন বলে ডাকতেন। তিনি আরয করলেন : হে আল্লাহর রসূল! আপনার কি ভুল হয়ে গেছে না নামায হ্রাস করা হয়েছে? নবী (স) বললেন : আমি ভুলেও যাইনি এবং নামায হ্রাসও করা হয়নি। লোকজন বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি বরং ভুলে গেছেন। তিনি বললেন : যুল ইয়াদাইন সত্য বলেছে। অতপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আরো দুই রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন এবং পরে তাক্বীর বললেন, তারপর আগের সিজদাগুলোর অনুরূপ কিংবা তা থেকে দীর্ঘ সিজদা করলেন, তারপর (সিজদা থেকে) মাথা উঠালেন এবং তাক্বীর বললেন। আবার আগের সিজদার মতো কিংবা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন, তারপর মাথা উঠালেন এবং তাক্বীর বললেন। ১৫

৪৬-অনুচ্ছেদ : গীবত বা পরচর্চা। মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ۝ (الحجرات : ১২)

“তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করো। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পসন্দ করবে? তোমরা তা ঘৃণা করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, অতিব দয়ালু”-সূরা আল হুজুরাত : ১২।

৬১৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لِيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيْبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِإِثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَأَ.

৫৬১৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন : এ দু'জন (কবরবাসীর) আযাব হচ্ছে। তবে বড় কোন বিষয়ের দরুন তাদের আযাব হচ্ছে না। এই কবরের লোকটি পেশাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতো না (অর্থাৎ পাক থাকত না)। আর এই কবরের লোকটি গীবত বা পরচর্চা করে বেড়াতো। অতপর তিনি খেজুর গাছের একটা কাঁচা ডাল চেয়ে নিলেন এবং সেটিকে দুই টুকরা করে এক টুকরা এ কবরের উপর এবং অন্য টুকরা অপর কবরটির উপর গেড়ে দিয়ে বললেন : যতক্ষণ এ ডাল দু'টি না শুকাবে ততক্ষণ হয়তো তাদের আযাব হ্রাস করা হবে।

৪৭-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর বাণী : আনসারদের মধ্যে উত্তম পরিবার।

৬১৮- عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُ نَوْرِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ .

৫৬১৮. আবু উসাইদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : মদীনার আনসারদের পরিবারসমূহের মধ্যে বনু নাজ্জার গোত্রই সর্বোত্তম।

৪৮-অনুচ্ছেদ : ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও সংশয়বাদীদের গীবত জায়েয।

৬১৯- عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ائْذِنُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ أَوْ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ الْآنَ لَهُ الْكَلَامَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ لَهُ ثُمَّ أَلْتَهُ الْكَلَامَ قَالَ أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فَحْشِهِ .

৫৬১৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলো। তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দাও। সে গোত্রের নিকৃষ্ট লোক বা সন্তান। লোকটি ভেতরে প্রবেশ করলে নবী (স) তার সাথে বিনম্র ভাষায় কথাবার্তা বলেন। [আয়েশা (রা) বলেন :] আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল ! এ লোকটি সম্পর্কে যা বলার আপনি বলেছেন। তারপর তার সাথে বিনম্র ভাষায় কথাবার্তা বলেছেন। তিনি বললেন : হে আয়েশা ! সেই মানুষ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যার অশ্লীল ও অশালীন কথাবার্তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে। ১৬

৪৯-অনুচ্ছেদ : চোগলখোরী কবীরা গুনাহ।

৬২০- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَعْضِ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَأَنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَتَيْنِ فَجَعَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْيَسَا .

১৬. গীবত হলো, কারো পেছনে তার কোন দোষের কথা বলা—যা সে নাপসন্দ করে। সেই দোষের কথাটা সত্য না হয়ে যদি মিথ্যা হয় তবে তাহলো অপবাদ। গীবত হারাম। চোগলখোরীও এক প্রকার গীবত। চোগলখোরী হলো, একজনের নামে কোন কথা আরেকজনের নিকট লাগানো। ইমাম বুখারী (র)-এর মতে চোগলখোরী কবীরা গুনাহ। আলেমগণের মতে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে কোন সং উদ্দেশ্যে গীবত করা মুবাহ। যেমন, যালিমকে যুলুম থেকে বিরত রাখার বা তার সংশোধনের জন্য তার গীবত জায়েয। শাসনকর্তা, কোন ক্ষমতার মালিক, বেদাতী ও ফাসেকের গীবতও জায়েয।

৫৬২০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মদীনার কোন এক বাগান থেকে বেরিয়ে আসলেন। তিনি দুই ব্যক্তির চিৎকার শুনলেন যাদেরকে কবরে আযাব দেয়া হচ্ছিল। নবী (স) বললেন : তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। যদিও বড় কোন কারণে তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না, তবুও তা গোনাহ হিসেবে বড়। তাদের একজন পেশাব থেকে সাবধান থাকতো না (সতর্কতা ও পবিত্রতা অবলম্বন করতো না)। আরেকজন পরচর্চা করে বেড়াতো। অতপর নবী (স) খেজুরের একটি তাজা ডাল চেয়ে নিলেন এবং তা দুই টুকরা করে এই কবরে এক টুকরা এবং ঐ করবে এক টুকরা গেড়ে দিলেন। তারপর তিনি বললেন : যতক্ষণ এ ডাল না শুকাবে ততক্ষণ আশা করা যায় তাদের আযাব কিছুটা হ্রাস করা হবে।

৫০-অনুচ্ছেদ : চোগলখোরী অপসন্দনীয় হওয়া।

আব্বাহ তাআলার বাণী : **هَمَّازٌ مَشَاءٌ بِنَمِيمٍ** “পশ্চাতে নিন্দাকারী, চোগলখোরী করে বেড়ানোই যার স্বভাব।” **وَيَلُّ لِكُلِّ هَمَزَةٍ لُّمَزَةٍ** “ঋংস তাদের প্রত্যেকের জন্য যারা পেছনে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।”

৫৬২১. **عَنْ هَمَّامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُدَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ حُدَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ .**

৫৬২১. হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুযাইফা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তাকে বলা হলো যে, এক লোক মানুষের কথা উসমান (রা)-এর নিকট বলে থাকে (চোগলখোরী করে)। হুযাইফা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : কাত্তাত (যে অনিষ্ট করা ও শত্রুতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা আরেকজনের কাছে বলে থাকে সে) জান্নাতে যাবে না।^{১৭}

৫১-অনুচ্ছেদ : আব্বাহ তাআলার বাণী : **وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ** “তোমরা মিথ্যা বলা পরিত্যাগ কর।”

৫৬২২. **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .**

৫৬২২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা, সে অনুযায়ী কাজ করা এবং অজ্ঞতা-মূর্খতা ছাড়লো না, তার পানাহার ত্যাগ করায় (রোযা রাখায়) আব্বাহর কোন প্রয়োজন নেই।^{১৮}

৫২-অনুচ্ছেদ : দু'মুখো নীতি বা কপটতা সম্পর্কে।

১৭. গীবত ও চোগলখোরীতে কিছুটা পার্থক্য আছে। ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা আরেকজনের নিকট লাগানোকে চোগলখোরী বলা হয়। কিন্তু গীবতে ফাসাদ বা অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শর্ত নয়।

১৮. আব্বাহ এমন রোযা কবুল করেন না যা পালন করেও মানুষ মন্দ কথা ও খারাপ কাজ বর্জন করে না। এটা শুধু উপবাস হবে, রোযা হবে না।

৬২৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَجِدُ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هُوَ لَاءٍ بِوَجْهِهِ وَهُوَ لَاءٍ بِوَجْهِهِ .

৫৬২৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : কিয়ামতের দিন তুমি আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হিসেবে দেখতে পাবে দু'মুখো নীতি অবলম্বনকারীকে যে একজনের কাছে একরূপ এবং আরেকজনের কাছে আরেক রূপ নিয়ে আসে। ১৯

৫৩-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার সাক্ষী সম্পর্কে কৃত মন্তব্য তাকে অবহিত করে।

৬২৪- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَاللَّهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهَذَا وَجَهَ اللَّهُ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فْتَمَعَرَّ وَجْهُهُ وَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرٍ مِّنْ هَذَا فَصَبِرَ .

৫৬২৪. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) গনীমাতের মাল বন্টন করলেন। আনসারদের এক লোক বললো, আল্লাহর শপথ! এই বন্টনের ব্যাপারে মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে খেয়াল রাখেননি। অতপর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে এ মন্তব্য অবহিত করলে তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন : আল্লাহ মুসা (আ)-এর উপর রহম করুন। তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে কিন্তু মন্তব্য তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।

৫৪-অনুচ্ছেদ : অতিরঞ্জিত প্রশংসা অপসন্দনীয়।

৬২৫- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يُّثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ أَهْلِكُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ .

৫৬২৫. আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এক ব্যক্তিকে আরেক ব্যক্তির অত্যধিক প্রশংসা করতে শুনে বললেন : তুমি তাকে ধ্বংস করলে অথবা তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে ?

৬২৬- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاتْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُولُهُ مِرَارًا إِنْ كَانَ أَحَدَكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسْبِيهِ اللَّهُ وَلَا يَزْكِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا .

১৯. অর্থাৎ মতলববাজ সুবিধাবাদীরা বিভিন্ন ব্যক্তি বা দলের নিকট বিভিন্ন রূপ ধরে উপস্থিত হয়ে নিজ মতলব হাসিল করে নেয় এবং নিজের আসল চেহারা গোপন করে রাখে।

৫৬২৬. আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনে এক লোকের কথা তুললো এবং তার প্রশংসা করলো। তখন নবী (স) বললেন : তোমার জন্য আক্ষেপ! তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড় ভেঙ্গে দিলে। তিনি বারবার একথা বলতে থাকলেন। তারপর তিনি বললেন : যদি তোমাদের কারো প্রশংসা করতেই হয় তবে এতটুকু বলবে, আমি তার সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করি, যদি তার ধারণায়ও তাই হয়। আর আল্লাহ্‌ই তার হিসাব গ্রহণকারী। কারণ আল্লাহ্‌র উপরে কিছুতেই আর কারো পবিত্রতা ঘোষণা করা উচিত নয়।

৫৫-অনুচ্ছেদ : বিদ্যমান গুণেরই প্রশংসা করা উচিত। সাদ (রা) বলেন : আমি নবী (স)-কে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ছাড়া পৃথিবীতে বিচরণকারী আর কোন মানুষ সম্পর্কে বলতে শুনি নি যে, সে জান্নাতি।

৬২৭হ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ ذَكَرَ فِي الْإِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ إِرَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدٍ شِقِيهِ قَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ .

৫৬২৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইয়ার (পায়জামা বা তহবন্দ) সন্ধক্ষে যা বলার বললেন। আবু বাক্‌র (রা) আরম্ভ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার ইয়ারের একদিক নীচে নেমে যায়। নবী (স) বলেন : তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।

৫৬-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ الْآيَةِ

“অবশ্যই আল্লাহ ‘আদল’ (সুবিচার) ও ইহসান করার নির্দেশ দিচ্ছেন -----”
(আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন :

إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ۖ (يونس : ২৩)

“তোমাদের বিদ্রোহ তোমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে।”

ثُمَّ يُعْنِي عَلَيْهِ لِيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ۗ (الحج : ৬০)

“এরপরও যদি তার ওপর যুলুম করা হয় তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন এবং মুসলমান বা কাফেরের জন্য ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত থাকা।

৬২৮হ- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ كَذَا وَكَذَا يُحِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَأْتِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِي أَمْرِ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي

فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَجُلِي لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ يَعْنِي مَسْحُورًا قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَيْبِيدُ بْنُ أَعْصَمٍ قَالَ وَفِيمَ قَالَ فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَّةٍ تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بَيْتِ زُرَّوَانَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ هَذِهِ الْبَيْتُ الَّتِي أُرِيْتَهَا كَانَ رُؤْسُ نَخْلِهَا رُؤْسُ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ مَاءُهَا نُقَاعَةً الْحِنَاءِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلَّا تَعْنِي تَنْشُرَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي وَأَمَّا أَنَا فَآكِرُهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا قَالَتْ وَلَيْبِيدُ بْنُ أَعْصَمٍ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِّيَهُودٍ .

৫৬২৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এত এত দিন পর্যন্ত এমন অবস্থায় ছিলেন যে, তাঁর খেয়াল হতো তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে এসেছেন। অথচ তিনি আসেননি (সহবাস করেননি)। আয়েশা (রা) বলেন, একদিন তিনি আমাকে বললেন : হে আয়েশা ! আমি যে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জানতে চেয়েছিলাম সে ব্যাপারে তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। আমার কাছে দু'জন লোক আসলো। তাদের একজন আমার দুই পায়ের কাছে এবং অপরজন আমার শিয়রে বসলো। পায়ের কাছে উপবিষ্ট লোক শিয়রে উপবিষ্ট লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, লোকটির কি হয়েছে ? সে বললো, তাকে যাদু করা হয়েছে। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, কে তাকে যাদু করেছে ? দ্বিতীয়জন বললো, লাবীদ ইবনে আ'সাম। প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, কিসের মধ্যে ? সে বললো, চিরুনির সাথে চুল জড়িয়ে নর খেজুর গাছের পরাগ মাদি খেজুর গাছের খোসায় পুরে যারওয়ান কূপে একটি পাথরের নীচে চাপা দিয়ে। সুতরাং নবী (স) সেই কূপটির পাশে গেলেন এবং বললেন : এটিই সেই কূপ যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। এর পাশে খেজুর গাছগুলো যেন শয়তানের মুণ্ডের মতো এবং এর পানি যেন মেহেদি মিশ্রিত লাল। নবী (স) (কূপ থেকে) ঐগুলো বের করে আনার নির্দেশ দিলেন এবং তা বের করে আনা হলো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! এরপরও কেন নয় অর্থাৎ আপনি একথাটি কেন প্রচার করেননি ? নবী (স) বলেন : আল্লাহ আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। জনগণের মধ্যে কারো দোষ প্রচার করা আমি পসন্দ করি না। আয়েশা (রা) বলেন, লাবীদ ইবনে আ'সাম ছিল বনী যুরাইক গোত্রের লোক। তারা ছিল ইহুদীদের মিত্র।

৫৭-অনুচ্ছেদ : পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ ও অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ নিষেধ।
আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

“এবং হিংসুকের অনিষ্টকারিতা থেকে যখন সে হিংসা করে।”

৬২৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

৫৬২৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমরা অলীক ধারণা থেকে বিরত থাক। কারণ, অলীক ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা কারো দোষ অন্বেষণ করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, একে অন্যের প্রতি হিংসা করো না, অসাক্ষাতে পরস্পরের নিন্দাবাদ করো না, আল্লাহর বান্দাগণ ! সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও।

৬৩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا

تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

৫৬৩০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমরা একে অন্যের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে না, পরস্পরকে হিংসা করবে না এবং অসাক্ষাতে একে অপরের নিন্দা করবে না। আল্লাহর বান্দাগণ ! সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলমানের পক্ষে তার (মুসলমান) ভাইকে তিন দিনের অধিক সময় বর্জন (সালাম দেয়া ও কথাবার্তা বলা বন্ধ) করা বৈধ নয়।

৫৮-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا.

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অধিক কুধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা কোন কোন কুধারণা পোষণ গুনাহ। আর তোমরা পরস্পরের দোষ অন্বেষণ করো না”-(সূরা আল হজুরাত : ১২)।

৬৩১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ

الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا

تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ إِخْوَانًا.

৫৬৩১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : সাবধান ! তোমরা অলীক ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা, অলীক ধারণা পোষণ সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা পরস্পর দোষ অন্বেষণ করো না, গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত হয়ো না, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধোঁকা দিও না, হিংসা করো না, ঘৃণা করো না এবং অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করো না। আল্লাহর বান্দাগণ ! সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও।

৫৯-অনুচ্ছেদ : যে ধরনের ধারণা পোষণ বৈধ।

৬৩২- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَقُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنِّي دِينَنَا شَيْئًا وَقَالَ اللَّيْثُ كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ .

৫৬৩২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : অমুক ও অমুক ব্যক্তি আমাদের দীন সম্পর্কে কিছু জানে বলে আমি মনে করি না। লাইস (র) বলেন, ঐ দুই ব্যক্তি ছিল মুনাফিক।

৬৩৩- عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِهَذَا وَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَقُلَانًا يَعْرِفَانِ دِينَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ .

৫৬৩৩. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাইস (র) আমার কাছে এই একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে আছে যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, একদিন নবী (স) আমার কাছে এসে বললেন : হে আয়েশা ! আমরা যে দীনের উপর কায়ম আছি অমুক ও অমুক লোক সে দীন সম্পর্কে কিছু জানে বলে আমি মনে করি না। ২০

৬০-অনুচ্ছেদ : ঈমানদার ব্যক্তি তার কৃতকর্ম গোপন রাখবে।

৬৩৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمَجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ (الْمُجَاهِرَةَ) أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ . يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ

৫৬৩৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : প্রকাশ্য গোনাহকারী ছাড়া আমার প্রত্যেক উম্মাতের গোনাহ মাফ করা হবে। প্রকাশ্য গোনাহ করার মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, কেউ রাতের বেলা কোন (খারাপ) কাজ করে, যা আল্লাহ গোপন রেখেছিলেন। অথচ পরদিন সকাল বেলা সে বলে, হে অমুক ও অমুক ! গত রাতে আমি এই এই করেছি। সে রাত যাপন করল আর আল্লাহ তাআলা তার পর্দার আড়ালের তার কৃতকর্ম গোপন রাখলেন। কিন্তু সকালে সে তার উপর আল্লাহর দেয়া আবরণ খুলে ফেললো।

৬৩৫- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي النَّجْوَى قَالَ يَدْنُو أَحَدَكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنْفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ عَمِلْتُ كَذَا وَكَذَا مَرَّتَيْنِ فَيَقُولُ نَعَمْ وَيَقُولُ عَمِلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقْرِرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ .

২০. এখানে দুই মুনাফিক সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। এরূপ ধারণা পোষণ জায়েয। কারো পক্ষ থেকে কারো দীন, ঈমান ও অন্য কোনরূপ ক্ষতির আশংকা থাকলে ক্ষতিকর ব্যক্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এরূপ কথা বলা বৈধ।

৫৬৩৫. সাফওয়ান ইবনে মুহরিয় (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, (কিয়ামতের দিন আল্লাহ ও ঈমানদার বান্দাহর মধ্যকার) গোপন আলোচনা সম্পর্কে আল্লাহর রসূল (স)-কে আপনি কিরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন: তোমাদের মধ্যকার কেউ তার রবের এতটা নিকটবর্তী হবে যে, তার রব তাঁর হাত সেই বান্দার উপর রেখে বলবেন: তুমি (দুনিয়ায়) অমুক অমুক কাজ করেছিলে? সে বলবে, হ্যাঁ। তিনি আবার বলবেন: তুমি কি অমুক অমুক কাজ করেছিলে? সে বলবে, হ্যাঁ। এভাবে তার থেকে স্বীকারোক্তি নিয়ে বলবেন: আমি দুনিয়ায় তোমার গুনাহ গোপন করে রেখেছিলাম। আজ আমি তোমার সেই গুনাহ মাফ করে দিচ্ছি।

৬১-অনুচ্ছেদ: গর্ব ও অহমিকা। মুজাহিদ (র) বলেন, ঘাড় বাঁকিয়ে বিতণ্ডাকারী, স্বীয় অন্তরে হিংসা পোষণকারী, ইতকুহ্ অর্থ রাকাবাতুহ্ (তার ঘাড়)।

৫৬৩৬. ৬১২৬. عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبِ الْخَزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابْرَهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلِّ عَتَلٍ جَوَاطِ مُسْتَكْبِرٍ وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ .

৫৬৩৬. হারিসা ইবনে ওয়াহাব আল খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন: আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতীদের পরিচয় জানিয়ে দিব না? তারা অখ্যাত, দুর্বল, কোমল ও বিনয়ী স্বভাবের লোক। ২১ তারা যদি কোন বিষয়ে আল্লাহর শপথ করে তবে আল্লাহ তা অবশ্যই পূরণ করেন। আর আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের পরিচয় জানাব না? তারা বদমেজাজী, কঠোর, নিষ্ঠুর স্বভাবের, দাষ্টিক ও অহংকারী। অপর এক সনদে আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন: মদীনায় একজন ক্রীতদাসী ছিল। সে রসূলুল্লাহ (স)-এর হাত ধরে তাঁকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেত। [রসূলুল্লাহ (স)-ও এমন বিনয়ী ও কোমল স্বভাবের ছিলেন যে, তিনি তার সাথে চলে যেতেন এবং তার প্রয়োজনীয় কাজ করে দিতেন। অথচ তখন তিনি রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন।]

৬২-অনুচ্ছেদ: কারো সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা। রসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী: কোন মুসলমানের পক্ষে তার মুসলমান ভাইকে তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য বর্জন করা (সালাম-কালাম বন্ধ রাখা) জায়েয নয়।

৫৬৩৭. ৬১২৭. عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ وَاللَّهِ لَتَنْتَهَيْنَّ عَائِشَةَ أَوْ لَأَحْجِرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَهُوَ قَالَ هَذَا قَالُوا نَعَمْ قَالَتْ هُوَ لِلَّهِ عَلَى نَذْرٍ أَنْ لَا أَكَلِمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا

২১. 'যদি' শব্দের আসল অর্থ দুর্বল। তবে তরজমায় গৃহীত অর্থ ছাড়াও অবস্থা ও বৈষয়িক দিক দিয়ে 'দুর্বল' অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানের অবস্থা অনুরূপ ছিল। তাই মানুষ তাদেরকে ঠাট্টা-বিক্রপ করতো। কিন্তু তারপরও নীতিতে তাঁরা অতি কঠোর, আপোষহীন।

وَحِينَ طَالَتِ الْهَجْرَةَ فَقَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَا أَشْفَعُ فِيهِ أَبَدًا وَلَا أَتَحْتُّ إِلَى نَذْرِي فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ وَقَالَ لَهُمَا أَنْشِدْكُمَا بِاللَّهِ لِمَا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي وَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسُورُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلِينَ بِأَرْدِيَّتَيْهِمَا حَتَّى اسْتَاذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَنْدَخُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ ادْخُلُوا قَالُوا كُنَّا قَالَتْ نَعَمْ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يَنَاشِدُهَا وَيَبْكِي وَطَفِقَ الْمِسُورُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَنَاشِدَانِهَا الْأَمَّا كَلِمَتُهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُولَانِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتَ مِنَ الْهَجْرَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكَرَةِ وَالتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تَذْكَرُهُمَا (نَذْرَهَا) وَيَبْكِي وَتَقُولُ إِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتْ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً وَكَانَتْ تَذْكَرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خُمَارَهَا.

৫৬৩৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁর কোন একটি জিনিস বিক্রয় বা দান করার ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! হয় আয়েশা (রা) এ কাজ থেকে বিরত থাকবেন, নয়তো আমি তাকে সম্পদ দানের অযোগ্য বলে ঘোষণা করবো। আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, সত্যই কি সে এ ধরনের কথা বলেছে? লোকেরা বললো, হ্যাঁ। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহর নামে শপথ করছি যে, আমি ইবনে যুবাইরের সাথে কখনো কথা বলবো না। এ বিচ্ছেদ কাল দীর্ঘায়িত হলে ইবনে যুবাইর (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট মধ্যস্থতাকারী পাঠান। কিন্তু আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কখনো কারো সুপারিশ গ্রহণ করবো না এবং আমি আমার শপথ ভংগ করবো না ব্যাপারটি ইবনে যুবাইর (রা)-এর জন্য দীর্ঘায়িত হলে তিনি মিসওয়াল ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগূসের সাথে কথা বললেন। তারা দু'জন বনী যোহরার লোক ছিলেন। ইবনে যুবাইর তাদেরকে বললেন, তোমাদের দু'জনকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, আমাকে তোমরা আয়েশা (রা)-এর সামনে পৌঁছিয়ে দাও। কেননা, আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মানত মানা তাঁর জন্য জায়েয হয়নি। অতএব মিসওয়াল ও আবদুর রহমান (র) চাদর গায়ে জড়িয়ে ইবনে যুবাইর (রা)-কে সাথে নিয়ে চললেন। শেষ পর্যন্ত দু'জনে আয়েশা (রা)-এর কাছে প্রবেশের

অনুমতি চাইলেন। দু'জনই বললেন, আস্‌সালামু আলাইকে ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ ! আমরা কি ভেতরে আসতে পারি ? তিনি বললেন, হাঁ, আস। তাঁরা বললেন, আমরা সবাই কি ভেতরে আসতে পারি ? আয়েশা বললেন, হাঁ, সবাই আস। আয়েশা (রা) জানতেন না যে, তাদের সাথে ইবনে যুবাইর (রা)-ও আছেন। সবাই ভেতরে প্রবেশ করলে ইবনে যুবাইর (রা) পর্দার ভেতরে গিয়ে আয়েশা (রা)-কে জড়িয়ে ধরে আল্লাহর দোহাই দিতে লাগলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। মিসওয়্যার ও আবদুর রমহানও তাঁকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে ইবনে যুবাইর (রা)-এর সাথে কথা বলতে তার ওজর ও অনুশোচনা গ্রহণ করতে বললেন। তাঁরা দু'জন [আয়েশা (রা)-কে] বললেন, আপনি তো জানেন, নবী (স) সালাম-কালাম ও দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করে দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : কোন মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী দেখা-সাক্ষাত ও সালাম-কালাম বন্ধ রাখা জায়েয নয়। তাঁরা দু'জন যখন এভাবে আয়েশা (রা)-কে বুঝালেন এবং বারবার এর ক্ষতিকর দিক স্মরণ করিয়ে দিলেন তখন তিনিও কান্নাজড়িত কণ্ঠে তাঁদের দু'জনকে বললেন, আমি (কথা না বলার) মানত ও শপথ করে ফেলেছি এবং মানত অনেক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তাঁরা দু'জন বরাবর তাঁকে বুঝাতে থাকেন, যতক্ষণ না তিনি ইবনে যুবাইরের সাথে কথা বলেন। অতপর আয়েশা (রা) তাঁর কসমের কাফফারা হিসেবে চল্লিশজন গোলাম আযাদ করেন। এরপর যখনই এ মানতের কথা তাঁর স্মরণ হতো তখনই তিনি কাঁদতেন, এমনকি তাঁর চোখের পানিতে তাঁর ওড়না ভিজ়ে যেত।

৬২৮ হ- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ .

৫৬৩৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা করো না, হিংসা করো না, অসাক্ষাতে কারো নিন্দাবাদ করো না (একে অপরের সাথে শত্রুতা পোষণ করো না)। আল্লাহর বান্দাগণ ! সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও। একজন মুসলমানের জন্য তাঁর ভাইকে তিন রাতের বেশী (বিরাগবশত) পরিত্যাগ করা বৈধ নয়।

৬২৯ হ- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ .

৫৬৩৯. আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : কোন লোকের জন্য তার ভাইকে (মুসলমান) এভাবে পরিত্যাগ করা (কথাবার্তা না বলা) বৈধ নয় যে, উভয়ের সাক্ষাত হলে একে অপরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম সেই যে সালাম দ্বারা (কথাবার্তা) সূচনা করে।

৬৩-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর নাফরমানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ জায়েয। কাব ইবনে মালেক (রা) বলেন যে, তিনি (তাবুক যুদ্ধে) নবী (স)-এর সাথে অংশগ্রহণ না করে মদীনায থেকে গেলেন। নবী (স) ফিরে এসে সকল মুসলমানকে আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করলেন। কাব (রা) পঞ্চাশ রাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

৫৬৬০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْرِفُ غَضَبَكَ وَرِضَاكَ قَالَتْ قُلْتُ وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكَ إِذَا كُنْتَ رَاضِيَةً قُلْتَ بَلَى وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتَ سَاخِطَةً قُلْتَ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ أَجَلٌ لَسْتُ أَهَاجِرُ إِلَّا اسْمَكَ .

৫৬৪০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেন : আমি তোমার ক্রোধ ও সন্তুষ্টি বুঝতে পারি। আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! তা কিভাবে বুঝতে পারেন ? নবী (স) বললেন : যখন তুমি সন্তুষ্ট থাক তখন বল, “বাবা, ওয়া রকিব মুহাম্মাদিন” —হাঁ, মুহাম্মাদ (স)-এর রবের শপথ ! আর যখন তুমি অসন্তুষ্ট হও তখন বল : লা ওয়া রকিব ইবরাহীমা—না, ইবরাহীম (আ)-এর রবের কসম ! আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম : জি হাঁ, আমি কেবল আপনার নামটি বাদ দেই। ২২

৬৪-অনুচ্ছেদ : বন্ধুর সাথে কি সাক্ষাত করবে প্রতিদিন না সকালে ও সন্ধ্যায় ?

৫৬৬১. عَنْ عَائِشَةَ نَوَجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَىَّ إِلَّا وَهَمَّا يَدِينَانَ الدِّينِ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفَى النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَةً فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهْرِ قَالَ قَائِلٌ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ قَالَ إِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي بِالْخُرُوجِ .

৫৬৪১. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকেই আমার পিতা-মাতাকে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অনুসরণ করতে দেখিনি এবং তাঁদের এমন কোনদিন অতিক্রান্ত হতো না যেদিন রসূলুল্লাহ (স) সকাল-সন্ধ্যায় তাদের কাছে আসতেন না। একদিন ঠিক দুপুর বেলা যখন আমরা আবু বাকরের ঘরে বসিলাম তখন একজন বলে উঠলো : এই তো রসূলুল্লাহ (স) আসছেন। অথচ এ সময় কখনো তিনি আমাদের বাড়ীতে আসতেন না। আবু বাকর (রা) বললেন : এমন অসময়ে তিনি নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন ছাড়া আসেননি। নবী (স) এসে বললেন : আমাকে হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

২২. এখানে রসূল (স)-এর ওপর নারাজি ও অসন্তুষ্টির কথা বলা হয়নি। কারণ, তা গুনাহ। এখানে মান-অভিমানের কথা বলা হয়েছে এবং মান-অভিমান স্বামী-স্ত্রীর গভীর প্রেমেরই প্রতীক। অভিমান ডাকার পর স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা আগের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পায়। এ জাতীয় মান-অভিমান রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা)-এরও হতো।

৬৫-অনুচ্ছেদ : দেখা-সাক্ষাত করা। কারো সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে তাদের সাথে আহার কর। সালামান ফারসী (রা) নবী (স)-এর আমলে আবু দাররা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে যান এবং তার সাথে খাবার গ্রহণ করেন।

৫৬৪২- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَارَ أَهْلَ بَيْتِ فِي الْأَنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بَسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ .

৫৬৪২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) এক আনসারী সাহাবীর বাড়ীতে বেড়াতে গেলেন। তাঁদের সাথে তিনি খাবারও গ্রহণ করলেন। পরে যখন তিনি সেখান থেকে চলে আসতে মনস্থ করলেন তখন নামাযের জন্য ঘরের এক জায়গায় বিছানা পাতে বললেন। সুতরাং তাঁর জন্য একটি চাটাই বিছিয়ে দেয়া হলো। নবী (স) তার উপর নামায পড়লেন এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন।

৬৬-অনুচ্ছেদ : প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাতের জন্য সাজসজ্জা করা।

৫৬৪৩- عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا الْأِسْتَبْرَقُ قُلْتُ مَا غُلْظٌ مِنَ الدِّيَبِاجِ وَخَشْنٌ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ فَاتَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِ هَذِهِ فَالْبَسْهَا لَوْ قَدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ فَمَضَى فِي ذَلِكَ مَا مَضَى ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ إِلَيْهِ بِحُلَّةٍ فَاتَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِهَذَا وَقَدْ قُلْتُ فِي مِثْلِهَا مَا قُلْتُ قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَصِيبَ بِهَا مَا لَا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثُّوبِ لِهَذَا الْحَدِيثِ .

৫৬৪৩. ইয়াহুইয়া ইবনে ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে সালাম ইবনে আবদুল্লাহ (র) জিজ্ঞেস করলেন, 'ইসতাবরাক কি? আমি বললাম, মোটা খসখসে কারুকার্য খচিত (সুন্দর) রেশমী বস্ত্র। তিনি বললেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, উমার (রা) এক ব্যক্তির কাছে 'ইসতাবরাক'-এর 'হুলা' (চাদর ও লুঙ্গি) বা ইয়ার দেখলেন। তিনি সেটা নবী (স)-এর কাছে এনে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এ কাপড় খরিদ করে নিন। যখন জনগণের কোন প্রতিনিধিদল আসবে তখন আপনি তা পরিধান করবেন। নবী (স) বললেন : রেশমী কাপড় সে লোকই পরিধান করে (আখেরাতে) যার কোন অংশ নেই। এ ঘটনার কিছুদিন পর নবী (স) উমার (রা)-এর জন্য এক জোড়া 'হুলা' পাঠালে তিনি তা নিয়ে নবী (স)-এর দেখমতে হাযির হয়ে বললেন : আপনি এটি আমার জন্য পাঠিয়েছেন। অথচ আপনি নিজেই এ জাতীয় কাপড় ব্যবহার সম্পর্কে যা বলার বলেছেন। নবী (স) বললেন : আমি তোমার কাছে এটি এজন্য

কিতাবুল আদাব

পাঠিয়েছি যে, তুমি এর বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করবে। ইবনে উমার (রা) এ হাদীসের কারণেই পরিধেয় বস্ত্রে নকশা বা কারুকর্ম অপসন্দ করতেন।

৬৭-অনুচ্ছেদ : ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও ভ্রাতৃ চুক্তি সম্পাদন। আবু জুহাইফা বলেন, নবী (স) সালমান ফারসী (রা) ও আবু দারদা (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, আমরা যখন (হিজরত করে) মদীনা আসলাম তখন নবী (স) আমার ও সাদ ইবনুর রাবী (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন।

৫৬৪৪- عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَأَخَى النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৫৬৪৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হিজরত করে আমাদের কাছে আসলে নবী (স) তাঁর ও সাদ ইবনুর রাবী (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন^{২৩} স্থাপন করে দেন। অতপর তিনি বিবাহ করলে নবী (স) তাকে বলেন : একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমা কর।

৫৬৪৫- عَنْ عَاصِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَبْلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي .

৫৬৪৫. আসেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জানেন যে, ইসলামে চুক্তিভিত্তিক বন্ধন (হিল্ফ) নেই বলে নবী (স) বলেছেন। তখন তিনি বললেন, নবী (স) আমার ঘরে কুরাইশ ও আনসারদের উভয় দলকে চুক্তিভিত্তিক বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

৬৮-অনুচ্ছেদ : মুচকি হাসি ও সাধারণ হাসি। ফাতিমা (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে চুপে চুপে (একটি কথা) বললে আমি হাসলাম। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলাই হাসান ও কাঁদান।

৫৬৪৬- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهَدْيَةِ لِهَدْيَةِ أَخَذَتْهَا مِنْ جَلْبَابِهَا قَالَ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ

২৩. হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে নবী করীম (স) ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন। মদীনাবাসী একেকজন আনসার মক্কার একেকজন মুহাজিরকে আপন ভাই হিসেবে বরণ করে নেন। তাঁদেরকে আপন স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তির অংশ দান করেন। দীনী ভাইদের পরস্পরের এমন ভালোবাসা এবং মুহাজির সমস্যার এমন সমাধানের নবীর দুনিয়ায় আর নেই।

الْحُجْرَةَ لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَزَجُرُ هَذِهِ عَمَّا
تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ ثُمَّ قَالَ
لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَيَّ رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ .

৫৬৪৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রিফাআ আল-কুরায়ী (রা) তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইর (রা) তাকে বিয়ে করলেন। একদা সেই মহিলা নবী (স)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমি প্রথমে রিফাআর স্ত্রী ছিলাম। সে আমাকে তিন তালাক দিলে আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইর আমাকে বিয়ে করে। হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর কসম! তার কাছে কাপড়ের এরূপ পুটলি ছাড়া আর কিছু নেই। সে তার মাথা ঢাকা জিলবাব (বড় চাদর)-এর প্রান্ত পেঁচিয়ে পুটলি করে দেখালো। বর্ণনাকারীর বর্ণনা, তখন আবু বাক্‌র (রা) নবী (স)-এর নিকট বসা ছিলেন। আর খালিদ ইবনে সায়ীদ ইবনে আস (রা) অনুমতি লাভের অপেক্ষায় হাজার হাজার দরজার কাছে বসা ছিলেন। খালিদ (রা) আবু বাক্‌র (রা)-কে ডেকে বলেন, হে আবু বাক্‌র! এ মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে খোলাখুলি যেসব কথা বলছে সে জন্য আপনি তাকে ধমক দেন না কেন? (তার কথা শুনে) রসূলুল্লাহ (স) কেবল মুচকি হাসি দেন। পরে তিনি মহিলাকে বললেন: সম্ভবত তুমি আবার রিফাআর কাছে ফিরে যেতে যাচ্ছ। কিন্তু তা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তুমি তার থেকে এবং সে তোমার থেকে মিলনসুখ ভোগ করবে।

٥٦٤٧- عَنْ سَعْدِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ
نِسْوَةٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يَسْأَلْنَهُ وَيَسْتَكْتَرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ
عُمَرُ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَآذَنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ
أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي فَقَالَ عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ
اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَقَالَ أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهْبَنَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ يَا عَدُوَاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبِنِّي وَلَمْ تَهْبَنِي رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَ إِنَّكَ أَفْظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِيهِيَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا
غَيْرَ فَجِّكَ .

৫৬৪৭. সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর কাছে কতিপয় কুরাইশ মহিলা উপস্থিত ছিল। তারা কোন বিষয়ে নবী (স)-এর কাছে দাবি করছিল এবং অধিক পরিমাণে দাবি করছিল। তাদের কণ্ঠস্বর নবী (স)-এর কণ্ঠস্বরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উমার (রা)

যখন (ভেতরে প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন, তখন তারা তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেল। নবী (স) তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি ভেতরে প্রবেশ করে দেখলেন, নবী (স) হাসছেন। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার আব্বা-আম্মা আপনার জন্য কুরবান হোক! আল্লাহ সর্বদা আপনাকে হাসি-খুশীই রাখুন (ব্যাপারটা কি)! নবী (স) বললেন: আমি এসব মহিলার জন্য আশ্চর্য হচ্ছি। তারা আমার কাছে উপস্থিত ছিল কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শুনে তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেল। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! ভয়ের পাত্র হিসেবে আপনিই অধিক উপযুক্ত। পরে তিনি সেই মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বললেন: হে নিজ নিজ প্রাণের দূশমনেরা! তোমরা আমাকে ভয় করছো, অথচ রসূলুল্লাহ (স)-কে ভয় করছো না? মহিলারা জবাব দিল, আপনি রসূলুল্লাহ (স)-এর চেয়ে কঠোর ভাষী ও পাষণ হৃদয়। রসূলুল্লাহ (স) বললেন: হে খাতাবের পুত্র! সেই মহান সত্তার কসম যাঁ হাতে আমার জীবন! শয়তান কখনো পৃথিবীতে তোমার সাক্ষাত পেলে ভূমি যে পথে চল, সে তার বিপরীত পথে চলে যায়।

৫৬৪৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالطَّائِفِ قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَبْرَحُ أَوْ تَفْتَحَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ قَالَ فَعَدُوا فَقَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا وَكَثُرَ فِيهِمُ الْجِرَاحَاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَسَكَّنُوا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৫৬৪৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) তায়েফ অভিযান কালে বললেন: আগামীকাল আমরা ফিরে যাব ইনশাআল্লাহ। রসূলুল্লাহ (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবা বললেন, আমরা বিজয় লাভ না করে এখান থেকে যাব না। তখন নবী (স) বললেন: তাহলে তোমরা আগামীকাল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। তাই পরদিন তাঁরা ভীষণ যুদ্ধ করলেন এবং তাঁদের অনেকে আহত হলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন: ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আমরা ফিরে যাব। এবার সবাই চুপ করে থাকলে রসূলুল্লাহ (স) হেসে ফেললেন।

৫৬৪৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَعْتَقَ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ لِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَاطْعِمِ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَاتَى بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فَقَالَ آيْنَ السَّائِلُ تَصَدَّقُ بِهَا قَالَ عَلَى أَفْقَرِ مِنِّي وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ فَانْتُمْ إِذَا .

৫৬৪৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আমি রমযানে দিনের বেলা আমার স্ত্রীর সাথে

সহবাস করেছি। নবী (স) বললেন : একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দাও। লোকটি বললো, আমার সে সামর্থ নেই। নবী (স) বললেন : তাহলে একাধারে দুই মাস রোযা রাখ। সে বললো, সে শক্তিও আমার নেই। নবী (স) বললেন : তাহলে ষাটজন দরিদ্রকে খাবার খাওয়াও। লোকটি বললো, সেই সঙ্গতিও আমার নেই। অতপর বড় একটি ঝুড়িভর্তি খেজুর আনা হলো। ইবরাহীম (র) বলেন, 'আরক' হলো এক প্রকার মাপের পাত্র। তখন নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন : ঐ প্রশ্নকর্তা কোথায় ? এটি নিয়ে যাও এবং দান করে দাও। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, আমার থেকেও বেশী অভাবী যে তাকে দিব ? আল্লাহর কসম ! মদীনার দুই শিলাময় প্রান্তরের মধ্যবর্তী স্থানে আমাদের চেয়ে অধিক গরীব কোন পরিবার নেই। তখন নবী (স) হেসে ফেললেন, এমনকি তাঁর মাড়ির সামনের দাঁত পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। অতপর তিনি বললেন : তাহলে তোমরাই এর হকদার।

৬৫০. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظٌ الْحَاشِيَةِ فَادْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً قَالَ قَالَ أَنَسٌ فَتَنَزَّرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةَ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَرِّ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ .

৫৬৫০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে পথ চলছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল মোটা পাড়বিশিষ্ট নাজরানী চাদর। এক বেদুঈন তার কাছে এসে তাঁর চাদরটি ধরে জোরে টান দিল। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি লক্ষ্য করলাম, সজোরে টানার কারণে নবী (স)-এর কাঁধের উপর চাদরের পাড়ের ছাপ পড়ে গেছে। বেদুঈন বললো, হে মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর যেসব অর্থ-সম্পদ আপনার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দেয়ার আদেশ দিন। নবী (স) তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং তাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

৬৫১. عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مِنْذُ اسْلَمْتُ وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا .

৫৬৫১. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে নবী (স) আমাকে কখনো তাঁর কাছে যেতে বাঁধা দেননি এবং যখনই তিনি আমাকে দেখেছেন মুচকি হেসেছেন। আমি তাঁর কাছে অভিযোগ করলাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না। তখন নবী (স) আমার বুকের উপর সজোরে তাঁর হাত মেরে এই বলে দোয়া করলেন : “আল্লাহ ! তাকে দৃঢ়পদ রাখ এবং তাকে হিদায়াতদানকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত করো।”

৫৬৫২- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيءُ مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلُ إِذَا اِحْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَضَحِكَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ اِتَّحَلَمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَ شَبَّهَ الْوَلَدِ .

৫৬৫২. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে সুলাইম (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ তাআলা হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে কি তাদেরকে গোসল করতে হবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। যদি পানি (তরল কিছু) দেখে। তখন উম্মে সালামা (রা) হেসে ফেললেন এবং বললেন : মেয়েদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? নবী (স) বললেন : তা না হলে সন্তান কেন মায়ের মত হয়?

৫৬৫৩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أُرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ .

৫৬৫৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে কখনো সব দাঁত বের করে এমনভাবে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর মুখ গহ্বর বা কণ্ঠ তালু পর্যন্ত দেখা যায়, বরং তিনি কেবল মুচকি হাসতেন।

৫৬৫৪- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ قُحِطَ الْمَطَرُ فَسْتَسْقِرِيكَ فَنظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابٍ فَاسْتَسْقَى فَنَشَا السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ مَطَرُوا حَتَّى سَأَلَتْ مَتَاعِبُ الْمَدِينَةِ فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تَقْلَعُ ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ غَرِقْنَا فَادْعُ رَبِّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا يُمَطِّرُ مَا حَوَالَيْنَا وَلَا يُمَطِّرُ مِنْهَا شَيْءٌ يُرِيهِمُ اللَّهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَاجَابَةَ دَعْوَتِهِ .

৫৬৫৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জুমআর দিন মদীনায়ে নবী (স)-এর নিকট হাজির হলো। তখন তিনি (জুমআর) খোতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি বললো, বৃষ্টি চলছে, এ জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চেয়ে দোয়া করুন। নবী (স) আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তখন আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখি নাই। নবী (স) বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। সাথে সাথে মেঘ দানা বাঁধতে থাকলো এবং খণ্ড খণ্ড মেঘ এসে জমা হলো। তারপর বৃষ্টি হতে লাগলো, এমনকি মদীনার নালাগুলো পর্যন্ত প্রবাহিত হতে থাকলো। বৃষ্টি একাধারে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত হতে থাকলো। তখন পুনরায় সেই ব্যক্তি কিংবা আরেকজন লোক উঠে

দাঁড়ালো। নবী (স) তখন (জুমআর) খোতবা দিচ্ছিলেন। সে বললো, আমরা তো ডুবে গেলাম। আপনি আপনার রবের কাছে দোয়া করুন তিনি যেন বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। নবী (স) হেসে ফেললেন। তিনি দোয়া করলেন : “হে আল্লাহ ! আমাদের আশেপাশের এলাকায় বৃষ্টি বর্ষণ করো, আমাদের ওপর বর্ষণ করো না।” দু’বার কিংবা তিনবার তিনি একথা বললেন। তখন মেঘমালা খণ্ড খণ্ড হয়ে মদীনা হতে ডানে-বামে সরে যেতে লাগলো এবং আমাদের আশপাশে বর্ষণ থেকে থাকলো। কিন্তু মদীনায় এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়লো না। আল্লাহ তাআলা মদীনাবাসীকে তাঁর নবীর কারামত ও তাঁর দোয়া কবুল হওয়া দেখালেন।

৬৯-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة : ١١٩)

“হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও”-(সূরা আত-তাওবা : ১১৯) এবং মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে।

৫৬০০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتَبَ (يَكُونَ) عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا.

৫৬৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, নিশ্চয় সত্যবাদিতা মানুষকে নেকীর পথ দেখায় এবং নেকী জান্নাতের দিকে চালিত করে। আর মানুষ সত্য বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধিক (পরম সত্যবাদী) হয়ে যায়। আর মিথ্যা (মানুষকে) পাপ কার্যের পথ দেখায় এবং পাপকার্য জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট জঘন্য মিথ্যাবাদী হিসেবে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

৫৬০৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ .

৫৬৫৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি : যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে ; ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং তার নিকট আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে।

৫৬০৭- عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ اتَّيَانِي قَالَا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يَكْذِبُ بِالْكَذِبَةِ تَحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

৫৬৫৭. সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, দু'জন লোক আমার নিকট এসে বললো : আপনি (মিরাজের রাতে) যে লোকটিকে দেখেছিলেন যে, তার গাল চিরে ফেলা হচ্ছে সে ছিল জঘন্য মিথ্যাবাদী। সে এমনভাবে মিথ্যা রটাতো যে, দুনিয়ার কোণে কোণে তা ছড়িয়ে যেত। তাই কিয়ামত পর্যন্ত তার অনুরূপ শাস্তি হতে থাকবে।

৭০-অনুচ্ছেদ : সত্য-সঠিক পথ।

৫৬৫৮. عَنْ حُذَيْفَةَ يَقُولُ إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ دَلًّا وَسَمْتًا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِابْنِ أُمِّ عَبْدِ مَنْ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ لَا نَذْرِي مَا يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ إِذَا خَلَا .

৫৬৫৮. হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাড়ী থেকে বের হওয়া থেকে বাড়ীতে প্রবেশ করা পর্যন্ত চাল-চলন, রীতিনীতি ও অভ্যাসের দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে যার সর্বাধিক মিল রয়েছে, তিনি হলেন ইবনে উম্মে আব্দ অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। তবে যখন তিনি পরিবারে একাকী থাকেন তখন কি করেন তা আমাদের জানা নেই।

৫৬৫৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺ .

৫৬৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব এবং মুহাম্মদ (স)-এর পথনির্দেশনা হলো সর্বোত্তম পথনির্দেশনা।

৭১-অনুচ্ছেদ : দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ তাআলার বাণী :

إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

“ধৈর্যশীলদেরকে অঢেল ও অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।”-(আয যুমার : ১২)

৫৬৬০. عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَى أَدَى

سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا وَأَنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ .

৫৬৬০. আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, কষ্ট ও পীড়াদায়ক কথা শোনার পর আল্লাহ তাআলার চেয়ে অধিক ধৈর্যধারণকারী আর কেউ নেই। মানুষ তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে কিন্তু তিনি তারপরও তাদেরকে উপেক্ষা করেন এবং রিযিক দান করেন।

৫৬৬১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قِسْمَةً كَبَعَضِ مَا كَانَ يَقْسِمُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدُ بِهَا وَجَهَ اللَّهُ قُلْتُ أَمَا أَنَا لَأَقُولَنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ

فَأْتَيْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ
وَعَضِبَ حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ فَصَبِرَ .

৫৬৬১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (গনীমাতের মাল বা অন্যকিছু) যথারীতি বণ্টন করলেন। এক আনসারী মন্তব্য করলো, আল্লাহ্র কসম! এ ভাগ-বাটোয়ারায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। [আবদুল্লাহ (রা) বলেন], আমি বললাম, আমি নবী (স)-এর কাছে একথা অবশ্যই বলবো। সুতরাং আমি নবী (স)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে বসা ছিলেন। আমি তাঁকে গোপনে কথাটি বললাম। তা নবী (স)-এর জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক বোধ হলো, তাঁর চেহারার রং বদলে গেল এবং তিনি রাগান্বিত হলেন, এমনকি আমি মনে করতে লাগলাম যে, আমি যদি তাঁকে কথাটা না বলতাম। অতপর তিনি বললেন : মূসা (আ)-কে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে কিন্তু তিনি সবর করেছেন। ২৪

৭২-অনুচ্ছেদ : সামনাসামনি কাউকে তিরস্কার বা ভৎসনা না করা।

৬৬২- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهُ عَنْهُ قَوْمٌ فَلَبَغَ
ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْئِ
أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُم بِاللَّهِ وَأَشَدَّهُمْ لَهُ خُشْيَةً .

৫৬৬২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) একটা কিছু করলেন এবং লোকদেরকেও তা করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু লোকেরা তা করা থেকে বিরত রইল। এ খবর নবী (স)-এর কাছে পৌঁছল। তিনি (লোকদের উদ্দেশ্যে) কিছু বক্তব্য পেশ করলেন। বক্তৃতায় তিনি প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং তারপর বললেন : লোকদের কি হয়েছে যে, এমন কাজ থেকে তারা বিরত থাকছে যা আমি করেছি? আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহকে তাদের চেয়ে বেশী জানি এবং তাদের চেয়ে বেশী ভয়ও করি। ২৫

২৪. মুসা (আ)-এর উম্মতগণ তাঁর সাথে এর চেয়েও বেশী বেয়াদবি করেছে। কিন্তু তিনি সবর করেছেন। নবীগণ প্রতিটি কাজই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে করেন। কিন্তু কারো ব্যক্তিবর্ধ সামান্যতম ক্ষুণ্ণ হলেই সে অনুরূপ মন্তব্য করে বসে। এতে মনে কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। রসূলুল্লাহ (স)-এরও অনুরূপ মনোকষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন।

২৫. লোকদের ধারণা ছিল—এ কাজটি না করাই বিধেয় এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের বেশী উপযোগী। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) বললেন : কোন কিছু করা না করার ব্যাপারে আমার অনুসরণই হলো আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের একমাত্র উপায়।

রসূলুল্লাহ (স)-এর নিয়ম ছিল, কারো কোন কাজের সমালোচনা করতে হলে তিনি সাধারণভাবেই বিষয়টি উল্লেখ করতেন, ব্যক্তি বিশেষের নাম উল্লেখ করে বলতেন না। অসলে এভাবে ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে না বলা সংশোধনের জন্যে অধিকতর কার্যকর পন্থা। ব্যক্তি বিশেষের সমালোচনা না করে সাধারণভাবে তা উল্লেখ করলে বিশেষ লোকটি লজ্জা থেকে রক্ষা পায় এবং সে তার দোষ সংশোধনেরও সুযোগ পায়। অন্যরাও সাবধান হয়ে যায়। অবশ্য হারাম কাজের ক্ষেত্রে নবী (স) নির্দিষ্ট লোককে লক্ষ্য করে কথা বলতেন এবং তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করতেন।

৫৬৬৩. ৬৬৩- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعَدْرَاءِ فِي خَدْرِهَا فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفَنَاهُ فِي وَجْهِهِ .

৫৬৬৩. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘরের নিভৃত কোণে অবস্থানকারিণী লাজুক নম্র কুমারী যুবতীদের চেয়েও নবী (স) অধিক লাজুক স্বভাবের ছিলেন। তিনি যদি এমন কিছু দেখতেন যা তার অপসন্দীয় তাহলে আমরা তাঁর চেহারা দেখে সেটা বুঝতে পারতাম।

৭৩-অনুচ্ছেদ : যথার্থতা ছাড়াই কেউ তার মুসলমান ভাইকে কাফের বললে সে নিজেই তা হবে।

৫৬৬৪. ৬৬৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا .

৫৬৬৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : কোন লোক যখন তার কোন ভাইকে ‘হে কাফের’ বলে সম্বোধন করলো, তখন তাদের একজন একথার উপযুক্ত হয়ে গেল।

৫৬৬৫. ৬৬৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا .

৫৬৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : কোন লোক তার কোন ভাইকে ‘হে কাফের’ বলে সম্বোধন করলে তাদের একজন কুফরীর শিকার হল।

৫৬৬৬. ৬৬৬- عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضُّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمَلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُدِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَلَعَنَ الْمُؤْمِنُ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ .

৫৬৬৬. সাবেত ইবনুদ দাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের নামে মিথ্যা কসম করে সে সেরূপই হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে জাহান্নামে সে জিনিস দ্বারাই তাকে শাস্তি দেয়া হবে। কোন মু‘মিনকে লা‘নত করা তাকে হত্যা করার সমতুল্য এবং কোন মু‘মিন ব্যক্তিকে কুফরীর অভিযোগে অভিযুক্ত করা তাকে হত্যা করার সমান।

৭৪-অনুচ্ছেদ : অজ্ঞতাবশত কিংবা তাবীলের ভিত্তিতে কেউ কাফের উক্তি করলেই উক্তিকারী কাফের না হওয়ার দলীল। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হাতিব ইবনে আবু বলতা‘আ (রা) সম্পর্কে বললেন যে, সে মুনাফিক। তখন নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করে জানলে? আল্লাহ তাআলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি উদ্ভাসিত হয়ে তাদের সম্পর্কে বলেন : আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিলাম।

১১৭হـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّيَ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقْرَةَ قَالَ فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةَ خَفِيفَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَآتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ الْبَقْرَةَ فَتَجَوَّزْتُ فَرَزَعَمُ أَنِّي مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعَاذُ أَفَتَانَ أَنْتَ ثَلَاثًا إِقْرَأْ وَالشَّمْسُ وَضَحَاهَا وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحْوَهَا.

৫৬৬৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল (রা) নবী (স)-এর সাথে নামায পড়তেন এবং তারপর নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদের নামাযে ইমামতি করতেন। একদা তিনি নামাযে সূরা বাকারা পড়লেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক ব্যক্তি নামায থেকে বেরিয়ে এসে আলাদাভাবে সংক্ষিপ্ত নামায পড়লো। মুআয (রা) এ বিষয়ে জানতে পেরে বললেন, সে মুনাফিক! লোকটি একথা শুনে নবী (স)-এর কাছে গিয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা এমন এক জাতির লোক যারা নিজ হাতে কাজ করি এবং আমাদের উটগুলো দিয়ে পানি সেচন করি। মুআয (রা) গতরাতে আমাদের নিয়ে যে নামায পড়েছেন, তাতে তিনি সূরা বাকারা পাঠ করেছেন। তাই আমি আলাদা হয়ে সংক্ষিপ্ত সূরা দ্বারা নামায পড়ায় তিনি আমাকে মুনাফিক বলেছেন। একথা শুনে নবী (স) বলেন: হে মুআয! তুমি কি মানুষকে ফিতনায় নিষ্পেককারী? একথা তিনি তিনবার বলেন, তারপর বলেন: তুমি নামাযে সূরা 'ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা' ও সূরা 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা এবং অনুরূপ সূরাগুলো পড়বে। ২৬

১১৮হـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرِكَ فَلْيَتَّصِدْ.

৫৬৬৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: তোমাদের কেউ যদি তার শপথে বলে ফেলে লাত ও উয্যার কসম^{২৭}, তাহলে সে যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। আর কেউ যদি তার বন্ধুকে বলে: এসো, তোমার সাথে জুয়া খেলি, তাহলে সে যেন অবশ্যই সদাকা দেয়।

২৬. এখানে এশার নামাযের কথা বলা হয়েছে। হযরত মুআয (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর ইমামতিতে এশার নামায পড়ে নিজের গোত্রে এসে আবার তাদেরকে এশার নামায পড়াতেন। সম্ভবত এটা এমন সময়ের ঘটনা, যখন ফরয নামায দু'বার পড়া যেত, কিংবা রসূলের (স) সাথে তিনি নফল নামায পড়তেন এবং নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে ফরয পড়তেন। ইমামকে মুক্তাদীদের অবস্থা বুঝে কিরাআত পড়তে হবে। মুক্তাদীদের মধ্যে অসুস্থ, দুর্বল, বৃদ্ধ কিংবা ব্যস্ত লোক থাকতে পারে। তাই তাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে বড়, মধ্যম ধরনের বা ছোট সূরা দিয়ে নামায পড়ানো উচিত।

২৭. অজ্ঞতাবশত লাত-উয্যার নামে কসম করলে সদাকা দিতে হয়।

৫৬৬৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَخْلِفُ بِأَيْبِهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِقُوا بِأَبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ وَالْأَقْلَبِصَمْتُ .

৫৬৬৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কাফেলার মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে এমন সময় পৌঁছলেন যখন তিনি তাঁর পিতার নামে কসম করছিলেন। তাই রসূলুল্লাহ (স) তাকে ডেকে বললেন : সাবধান ! আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে বাপ-দাদার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কাউকে যদি কসম করতেই হয় তাহলে সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে, অন্যথায় চূপ থাকে।

৭৫-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার নির্দেশের ব্যাপারে ক্রোধ ও কঠোরতা জায়েয। আল্লাহ তাআলা বলেন :

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ - ١ (التوبة : ٧٣)

“তুমি কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের প্রতি কঠোর হও।”

৫৬৭০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ قَرَامٌ فِيهِ صُورٌ فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ وَقَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّورَ .

৫৬৭০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বাড়ীতে আমার কাছে আসলেন এবং ঘরে অনেক ছবিযুক্ত পর্দা লটকানো ছিল। তাতে নবী (স)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। অতপর তিনি পর্দাটি হাতে নিলেন এবং তা ছিঁড়ে ফেললেন। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) তখন এ কথাও বললেন যে, যারা এসব প্রাণীর ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠোর শাস্তি তাদেরকেই দেয়া হবে।

৫৬৭১. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مَنْضَرِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ .

৫৬৭১. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, অমুক ব্যক্তির কারণে আমি ফজরের নামাযে শরীক হই না। কারণ, সে নামায অনেক দীর্ঘায়িত করে। আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে সেদিন উপদেশ দানকালে যতটা অসন্তুষ্ট হতে দেখেছি তার চেয়ে বেশী অসন্তুষ্ট হতে আর কখনো দেখিনি। তিনি বললেন : হে জনগণ ! তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা

বিত্ত্বা সৃষ্টি করে নামায থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই তোমাদের যারা নামায পড়াবে তারা যেন নামায সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, মুসল্লীদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ এবং ব্যস্ত লোকও থাকে।

৬১৭২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي رَأَى فِي قِبَلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا بِيَدِهِ فَتَغَيَّظَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيَّالٌ وَجْهَهُ فَلَا يَتَنَحَّمَنَّ حَيَّالٌ وَجْهَهُ فِي الصَّلَاةِ .

৫৬৭২. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) নামাযরত অবস্থায় কিবলার দিকে মসজিদের দেয়াল গায়ে থুথু দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে তা ঘষে সাফ করলেন কিন্তু খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। অতপর তিনি বললেন : তোমাদের কেউ যখন নামাযরত থাকে তখন আল্লাহ তাআলা তার সামনেই থাকেন। অতএব তার উচিত নামাযের সময় সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ না করা।

৬১৭৩- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ أَعْرَفَ وَكَاعَا وَعَقَّاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفَقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدَّهَا إِلَيْهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَحْمَرَّتْ وَجْتَاهُ أَوْ أَحْمَرَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاءٌ مَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا .

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً أَوْ حَصِيرًا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيهَا قَالَ فَتَتَبَعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغَضِبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَكْتَبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةٍ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ .

৫৬৭৩. যায়েদ ইবনে খালেদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-কে হারানো প্রাপ্তি (লুকতা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন : আমি সে সম্পর্কে এক বছর পর্যন্ত জনসমক্ষে প্রচার করতে থাক। অতপর থলে ও এর মাথার বাঁধনটি চিনে রাখ, তারপর তা খরচ করতে পার। এরপর যদি তার মালিক আসে তবে তা তাকে

ফিরিয়ে দিও। লোকটি জিজ্ঞেস করলো : হে আল্লাহ্‌র রসূল ! হারিয়ে যাওয়া বকরীর বিধান কি ? তিনি বলেন : তুমি পেলে সেটি নিয়ে নিবে। কেননা, সেটি হয় তোমার না হয় তোমার ভাইয়ের কিংবা বাঘের। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! হারানো উটের বিধান কি ? বর্ণনাকারী বলেন, এবার রসূলুল্লাহ (স) রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাঁর উভয় গণ্ডদেশ কিংবা মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন : তাতে তোমার কি প্রয়োজন, যখন তার জুতা ও পানীয় তার সাথেই রয়েছে ? শেষ পর্যন্ত তা তার মালিকের হস্তগত হবে।

অপর এক সনদে যাদেদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) খেজুরের ডাল কিংবা পাতার চাটাই দ্বারা একটি ছোট কামরা বানিয়ে নিলেন। রসূলুল্লাহ (স) বেরিয়ে এসে ঐ কামরায় নামায পড়তে লাগলেন। তখন অনেক লোকজন এসে তাঁর সাথে নামাযে যোগ দিল। অতপর আর এক রাতে লোকজন এসে হাযির হলো। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) বিলম্ব করলেন এবং বের হলেন না। তখন লোকজন উচ্চৈশ্বরে কথা বলতে শুরু করলো এবং নবী (স)-এর ঘরের দরজায় কঙ্করাঘাত করলো। [তাদের ধারণা, হুযুর (স) আসতে ভুলে গেছেন। তাই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তারা এসব করলো]। তখন নবী (স) রাগান্বিত হয়ে বেরিয়ে আসলেন এবং তাদেরকে বললেন : তোমরা নিয়মিত যেভাবে এ কাজ করে যাচ্ছ তাতে আমার ধারণা হলো যে, অচিরেই এটা তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া না হয়। সুতরাং তোমরা নিজ নিজ ঘরেই নামায পড়। কেননা, ফরয নামায ছাড়া মানুষের অন্য সব নামায ঘরে পড়াই উত্তম।

৭৬-অনুচ্ছেদ : ক্রোধান্বিত হওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকা। আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (الشورى : ৩৭)

“(আর তারাই হলো ঈমানদার) যারা কবীরা গুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকে এবং যখন ক্রোধান্বিত হয় তখন মাফ করে দেয়”-(সূরা আশ শূরা : ৩৭)।

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

“(তারাই হলো ঈমানদার) যারা প্রাচুর্যে ও অভাবে (উভয় অবস্থায়) আল্লাহ্‌র পথে দান করে, ক্রোধ দমন করে এবং মানুষকে মাফ করে দেয়। আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোকদেরকেই ভালোবাসেন”-(সূরা আলে ইমরান : ১৩৪)।

৫৬৭৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ .

৫৬৭৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : প্রকৃত বলবান ও বীর পুরুষ সে নয়, সে কুস্তিতে কাউকে হারিয়ে দেয়। আসল বীরপুরুষ হলো সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

৫৬৭৫- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ أَحْمَرَ وَجْهَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ .

৫৬৭৫. সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দুই ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনেই গালমন্দে লিপ্ত হলো। আমরা তখন নবী (স)-এর সাথে বসেছিলাম। তাদের একজন অপরজনকে ক্রোধান্বিত হয়ে গালি দিচ্ছিল এবং তার চেহারা লাল হয়ে উঠেছিল। নবী (স) বললেন : আমি এমন একটি কথা জানি, যদি লোকটি তা বলতো তাহলে তার ক্রোধ থাকত না। যদি সে **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** বলতো, তাহলে কত ভাল হতো ! তখন লোকজন সেই ব্যক্তিকে বললো, রসূলুল্লাহ (স) যা বলছেন, তুমি কি তা শুনতে পাচ্ছ না। সে বললো, আমি পাগল নই (যে, শুনবো না বা বুঝবো না)।

৫৬৭৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مَرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبُ .

৫৬৭৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-কে বললো, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন : ক্রোধান্বিত হয়ে না। লোকটি বারবার তার অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করলে নবী (স)-ও প্রতিবারই বলতে থাকলেন : ক্রোধান্বিত হয়ে না।

৭৭-অনুচ্ছেদ : লজ্জাশীলতা।

৫৬৭৭- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةً فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أَحَدَيْتَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَحَدَّثْنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ .

৫৬৭৭. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : লজ্জাশীলতা কল্যাণই বয়ে আনে। তখন বুশাইর ইবনে কা'ব বললেন, জ্ঞান বিষয়ক পুস্তক-সমূহে লেখা আছে, এমন কিছু কিছু লজ্জা আছে যা সম্মানের কারণ হয়, আর কোন কোন লজ্জা শান্তি ও স্বস্তি বয়ে আনে। ইমরান (রা) তাকে বললেন, আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস বর্ণনা করছি, আর তুমি আমাকে তোমার পুস্তিকার কথা শোনাচ্ছ!

৫৬৭৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُعَاتِبُ فِي الْحَيَاءِ يَقُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ أَضْرَبَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَا فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ .

৫৬৭৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি লজ্জা সম্পর্কে তার ভাইকে তিরস্কার করে বলছিল : তুমি খুব লাজুক, এতে তোমার দারুণ ক্ষতি হবে। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, লজ্জা ঈমানের অংশ।

৫৬৭৯. আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (স) নিভৃত কোণে অবস্থানকারিণী পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চেয়েও বেশী লাজুক ছিলেন।

৭৮-অনুচ্ছেদ : তোমার লজ্জা-সম্ভ্রমবোধ না থাকলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।

৫৬৮০. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ .

৫৬৮০. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : পূর্ববর্তী যুগের নবীদের বাণীসমূহের মধ্য থেকে যেটি মানুষ লাভ করেছে সেটি হলো : তোমার যদি লজ্জাই না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।

৭৯-অনুচ্ছেদ : দীনি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য হক কথা বলতে লজ্জা না করা।

৫৬৮১. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمَّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ .

৫৬৮১. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মে সুলাইম (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ তাআলা হক কথা বলতে লজ্জা পান না। স্বপ্নদোষ হলে কি মহিলাদের গোসল করা ওয়াজিব ? তিনি বলেন : হ্যাঁ, যদি বীর্যপাত হয়।

৫৬৮২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلَا يَتَحَاتُّ فَقَالَ الْقَوْمُ هِيَ شَجَرَةٌ كَذَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ هِيَ النَّخْلَةُ .

৫৬৮২. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ قُلْتُهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا .

৫৬৮২. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : মু'মিন লোকের উপমা এমন সবুজ-শ্যামল বৃক্ষ, যার পাতা ঝরে না। লোকজন বললো, সেটা তো অমুক বা অমুক বৃক্ষ। আমি বলতে চাইলাম যে, সেটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি কম বয়সের যুবক ছিলাম, তাই তা বলতে লজ্জাবোধ করলাম। তখন নবী (স) নিজেই বলেন যে, সেটি খেজুর গাছ।

অন্য এক সনদে ইবনে উমার (রা) থেকে অনুরূপই বর্ণিত রয়েছে। তবে তাতে আরো আছে : অতপর আমি তা উমার (রা)-এর কাছে ব্যক্ত করলে তিনি বলেন : যদি তুমি (লজ্জা না করে) কথাটি বলতে তাহলে তা আমার কাছে অমুক অমুক বস্তু থেকেও অধিক পসন্দনীয় হতো।

৬৮৩- عَنْ أَنَسٍ يُقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِيَّ فَقَالَتْ ابْنَتُهُ مَا أَقْلُ حَيَاةَا فَقَالَ هِيَ خَيْرٌ مِّنْكَ عَرَضْتَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهَا.

৫৬৮৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী (স)-এর খেদমতে এসে তাকে বিয়ে করার জন্য নবী (স)-এর কাছে আবেদন জানালো এবং বললো : 'আমাকে কি আপনার প্রয়োজন আছে? যখন আনাস (রা)-এর কন্যা বললো, মহিলা কত বেহায়া! আনাস (রা) তাকে বলেন, সে তোমার চেয়ে উত্তম। সে রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য নিজেকে পেশ করেছে।

৮০-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর বাণী : তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না। নবী (স) মানুষের জন্য সবকিছু হালকা ও সহজ করতে ভালোবাসতেন।

৬৮৪- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تَنْفِرُوا.

৫৬৮৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না এবং মানুষকে শান্তি ও স্বস্তি দাও, বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করো না।

৬৮৫- عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ (أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ) قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَادُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا يَسِّرَا وَلَا تَعْسِرَا وَبَشِّرَا وَلَا تَنْفِرَا وَتَطَاوَعَا قَالَ أَبُو مُوسَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعْبِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمَزْدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

৫৬৮৫. আবু বুরদা (রা) থেকে তাঁর দাদা আবু মূসা আশআরী (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন তাঁকে ও মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়ামান পাঠালেন, তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : সহজ করবে, কঠিন করবে না, সুখবর শোনাবে, ভাগিয়ে দিবে না এবং তোমরা (দুইজন) একে অপরকে মেনে চলবে। আবু মূসা (রা) বললে, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা এমন এক এলাকায় যাচ্ছি যেখানে মধু থেকে বিত নামক শরাব তৈরি করা হয় এবং যব থেকে মিয়র নামক শরাব বানানো হয়। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : প্রতিটি নেশাকর বস্তুই হারাম।

৫৬৮৬. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تَنْتَهَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ .

৫৬৮৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে দু'টি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণের একতীয়ার দেয়া হলে এবং তা গোনাহের কাজ না হলে যেটি সহজতর তিনি সেটি গ্রহণ করেছেন। যদি তা গুনাহের কাজ হতো তবে তিনি তা থেকে সবার চেয়ে বেশী দূরে অবস্থান করতেন। রসূলুল্লাহ (স) কোন ব্যাপারে নিজ স্বার্থে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর কোন নিষেধাজ্ঞার প্রকাশ্য লংঘন হলে তিনি তখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ নিতেন।

৫৬৮৭. عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا عَلَى شَاطِئِ نَهْرٍ بِالْأَهْوَازِ قَدْ نَصَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَجَاءَ أَبُو بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيُّ عَلَى فَرَسٍ فَصَلَّى وَخَلَّى فَرَسَهُ فَانْطَلَقَتِ الْفَرَسُ فَتَرَكَ (فَخَلَّى) صَلَوَتَهُ وَتَبِعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا فَأَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلَاتَهُ وَفِينَا رَجُلٌ لَهُ رَأْيٌ فَأَقْبَلَ يَقُولُ انظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلَوَتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ فَأَقْبَلَ فَقَالَ مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّ مُنْزِلِي مُتْرَاحٍ فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكَتُهُ لَمْ أَتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ فَرَأَى مِنْ تَيْسِيرِهِ .

৫৬৮৭. আল-আযরাক ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আহওয়াজ' নামক স্থানে একটি নদীর তীরে অবস্থান করছিলাম। নদীর পানি শুকিয়ে গিয়েছিল। আবু বারযা আসলামী (রা) একটি ঘোড়ায় চড়ে আসলেন। ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিয়ে তিনি নামায পড়তে লাগলেন। ঘোড়াটি ছুটে পালাতে থাকলে তিনি নামায ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ার পেছনে পেছনে ছুটলেন, শেষ পর্যন্ত সেটিকে ধরে ফেললেন এবং ফিরে এসে নামায আদায় করলেন। আমাদের মধ্যে স্বতন্ত্র মতের একজন লোক ছিল। সে বলতে লাগলো, তোমরা এই বৃদ্ধের কাণ্ড দেখ, একটি ঘোড়ার কারণে তিনি নামায ছেড়ে দিয়েছেন। তখন আবু বারযা (রা) বললেন, আমি যখন থেকে রসূলুল্লাহ (স)-কে হারিয়েছি তখন থেকে (আজ পর্যন্ত) কেউ আমাকে তিরস্কার করেনি। তিনি আরও বললেন, আমার বাড়ী এখান থেকে

অনেক দূরে। যদি নামায পড়েই যেতাম এবং ঘোড়াটিকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতাম তাহলে রাত অবধিও আমি পরিবার-পরিজনদের কাছে পৌঁছতে পারতাম না। তিনি আরো বললেন যে, তিনি নবী (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁকে সহজ পস্থা অবলম্বন করতে দেখেছেন। ২৮

৬৮৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقْعُوَاهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ وَاهْرِقُوا عَلَى بَوْلِهِ زَنْبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُسَيِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ .

৫৬৮৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন মসজিদে নববীতে পেশাব করে ফেলল। লোকজন তাকে প্রহার করার জন্য তার দিকে ছুটে গেল। রসূলুল্লাহ (স) তাঁদেরকে বললেন : তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের ওপর এক বালতি অথবা এক ঘটি পানি ঢেলে দাও। কেননা, তোমাদেরকে কোমলতা প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা অবলম্বনকারী হিসেবে নয়। ২৯.

৮১-অনুচ্ছেদ : মানুষের প্রতি উৎফুল্লচিত্ত হওয়া। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, মানুষের সাথে মেলামেশা কর কিন্তু তোমার দীন যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখ এবং পরিবারের লোকদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করা।

৬৮৯. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخَالِطَنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخِي لِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّفِيرُ .

৫৬৮৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমাদের বাড়ীর সকলের সাথে খুব মেলামেশা করতেন, এমনকি আমার এক ছোট ভাইয়ের সাথেও কথা বলতেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করতেন : ওহে আবু উমাইর ! কি হলো তোমার নুগায়ের ?

৬৯০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ لِي صَوَابٌ يَلْعَبَنَ مَعِي فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعَنَ مِنْهُ فَيُسْرِبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبَنَ مَعِي .

৫৬৯০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর উপস্থিতিতে পুতুল নিয়ে খেলতাম। আমার কিছু সংখ্যক বান্ধবী ছিল। তারাও আমার সাথে খেলত। যখন রসূলুল্লাহ (স) আমার ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখতো। কিন্তু নবী (স) তাদেরকে ডেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তারা আবার আমার সাথে খেলা করতো।

২৮. কোন ভয়, ক্ষয়-ক্ষতি ও পেরেশানীর আশংকা দেখা দিলে নামায ছেড়ে দিয়ে হাদীসে উল্লেখিত ঘটনার ন্যায় কাজ সমাধান পর পুনরায় নামায আদায় করা যায়। এটাও ইসলামের সহজতর পস্থা। নামায শুরু করলে শেষ করতেই হবে, এর ব্যতিক্রম কোন অবস্থাতেই করা যাবে না, এমন কঠোর ব্যবস্থা ইসলামে নেই।

২৯. পেশাব করার সময় বাধা দিলে পেশাবে বিঘ্ন ঘটে, দৈহিক ক্ষতি হয়। তাই নবী (স) সাহাবীগণকে বাধা দিলেন এবং লোকটিকে পেশাব করতে সুযোগ দিলেন। পরে তিনি পানি ঢেলে মসজিদ পাক-সাফ করার ব্যবস্থা করলেন।

৮২-অনুচ্ছেদ : মানুষের সাথে ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করা। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে : আমরা কিছু লোকের সাথে প্রকাশ্যে হাসিমুখে মিশতাম কিন্তু আমাদের অন্তর তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করতো।

৬৭১. عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ انْذِنُوا لَهُ فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ الْآنَ لَهُ الْكَلَامَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ أَلْنَتْ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ أَيُّ عَائِشَةَ إِنْ شَرَّ النَّاسِ مَنَزَلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ تَرْكِهِ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فَحْشِهِ .

৫৬৯১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক লোক নবী (স)-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলো। তিনি বলেন : তাকে আসতে দাও। সে গোত্রের নিকৃষ্ট সন্তান কিংবা নিকৃষ্ট ভাই। কিন্তু সে ভেতরে আসলে তিনি তার সাথে নম্রতার সাথে কথা বলেন। আমি তাকে বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আপনি এ লোকটি সম্পর্কে যা বলার বলেছেন। অথচ সে ভেতরে আসলে আপনি তার সাথে নম্রভাবে কথা বললেন। নবী (স) বলেন : হে আয়েশা! আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হলো সেই ব্যক্তি যার অশালীন ও অসভ্য আচরণ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে।

৬৭২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْدَيْتَ لَهُ أَقْبِيَةَ مِنْ دَيْبَاجٍ مُزْدَرَّةً بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةٍ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ قَالَ أَيُّوبُ بِئُوبِهِ وَأَنَّهُ يُرِيهِ آيَاهُ وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ وَعَنِ الْمِسُورِ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقْبِيَةٌ .

৫৬৯২. আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে স্বর্ণের বোতাম লাগানো কতিপয় রেশমী কুবা উপহার দেয়া হলে তিনি তা সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন এবং একটি মাখরামার জন্য আলাদা করে রাখলেন। মাখরামা (রা) আসলে তিনি তাকে বলেন : আমি এটি তোমার জন্য আলাদা করে রেখেছি। রসূলুল্লাহ (স) যেভাবে উক্ত জামাটি মাখরামাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, অধঃস্তন রাবী আইউব ঠিক তেমনভাবে তার নিজের জামাটি হাতে নিয়ে দেখিয়ে বললেন। মাখরামার স্বভাবে কিছুটা কঠোরতা ছিল। অপর এক সনদে মিসওয়ার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (স)-এর কাছে কতিপয় কুবা এসেছিল।

৮৩-অনুচ্ছেদ : মুমিন ব্যক্তি একই গর্ভ থেকে দুইবার দংশিত হয় না। মুআবিয়া (রা) বলেন, অভিজ্ঞতা বা অনুশীলন ছাড়া কেউ জ্ঞানী হতে পারে না।

৫৬৯৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَلِدُغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ .

৫৬৯৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।

৮৪-অনুচ্ছেদ : মেহমানদের হক।

৫৬৯৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبَرَ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا تَفْعَلْ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمْرٌ وَإِنَّ مِنْ حَسَبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدْتُ عَلَى فَقُلْتُ فَإِنِّي أَطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدْتُ عَلَى قُلْتُ أَطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ قُلْتُ وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ .

৫৬৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমার কাছে এসে বললেন : তুমি রাতভর ইবাদত করো এবং দিনে রোযা রাখ, এ বিষয়ে আমাকে যা অবহিত করা হয়েছে তা কি ঠিক নয়? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন : এমনটি করো না, রাতে নামাযও পড় এবং নিদ্রাও যাও, রোযাও রাখ এবং রোযাহীনও থাক। কেননা, তোমার উপর তোমার দেহের হক আছে, তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে, তোমার সাথে যারা দেখা করতে আসে, তাদেরও তোমার উপর হক আছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে। আশা করা যায়, তুমি দীর্ঘজীবী হবে। এ জন্যে প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। কারণ, প্রতিটি সৎকাজের বিনিময়ে দশ গুণ প্রতিদান পাওয়া যায়। এভাবেই সারা বছরের রোযা হয়ে যাবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি পীড়াপীড়ি করলে আমার উপর কঠোরতা আরোপিত হল। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন : তাহলে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন রোযা রাখ। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, আমি আবারও পীড়াপীড়ি আমি কঠোরতায় পতিত হলাম। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন : আল্লাহর নবী দাউদ (আ)-এর মত রোযা রাখ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নবী দাউদ (আ)-এর রোযা কিরূপ? তিনি বলেন : অর্ধ বছরের রোযা (অর্থাৎ তিনি একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন)।

৮৫-অনুচ্ছেদ : মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং স্বশরীরে তার খেদমত করা ।
আল্লাহ তাআলার বাণী :

هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۝ (الذريت : ٢٤)

“তোমার কাছে কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের খবর এসেছে ?”

৫৬৯৫- عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَوَى عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ .

৫৬৯৫. আবু শুরাইহ আল-কা'বী (রা) থেকে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ (স) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে, সে যেন অবশ্যই তার মেহমানকে সম্মান করে । একদিন ও এক রাত তাকে উত্তররূপে আপ্যায়ন করতে হবে এবং তিন দিন পর্যন্ত মেহমানদারী করতে হবে । এর অধিক সদাকা হিসেবে গণ্য হবে । আর মেজবানের কষ্ট হতে পারে এত দীর্ঘ সময় কোন মেহমানের অবস্থান বৈধ নয় ।

৫৬৯৬- عَنْ مَالِكٍ مِثْلَهُ وَزَادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ .

৫৬৯৬. ইমাম মালেক (র)ও (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন । তবে তার রিওয়ায়াতে আরো আছে : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন ভালো কথা বলে অন্যথা চুপ থাকে ।

৫৬৯৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ .

৫৬৯৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় । যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে । আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন ভালো কথা বলে নতুবা চুপ থাকে ।

৫৬৯৮- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَأَقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ .

৫৬৯৮. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদেরকে বাইরে পাঠিয়ে থাকেন। আমরা এমন সব গোত্রের এলাকায় অবতরণ করি যারা আমাদের মেহমানদারি করে না। এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কি? রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে বললেন: যদি তোমরা কোন গোত্রের এলাকায় অবতরণ কর এবং তারা তোমাদের জন্য উপযুক্ত মেহমানদারির ব্যবস্থা করে তবে তা সাদরে গ্রহণ কর। কিন্তু যদি তারা (অনুরূপ কোন ব্যবস্থা) না করে, তবে তাদের থেকে এতটা হক আদায় করে নাও যা দেয়া তাদের উচিত ছিল। ৩০

৫৬৯৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন অবশ্যই তার মেহমানকে সম্মান করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন অবশ্যই আখীরতার সম্পর্ক বজায় রাখে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

৮৬-অনুচ্ছেদ : মেহমানের জন্য খাবার তৈরি করা এবং আনুষ্ঠানিকতা দেখানো।

৫৭০০. عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَخَى النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكَ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بِأَكْلٍ حَتَّى تَأْكُلِ فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ فَقَالَ نَمَ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمَ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمْ الْآنَ قَالَ فَصَلَّيْنَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلَا هَلْكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَآتَى النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ أَبُو جُحَيْفَةَ وَهَبُ السُّوَائِيُّ يَقُولُ لَهُ وَهَبُ الْخَيْرِ.

৫৭০০. আওন ইবনে আবু জুহাইফা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) সালমান ফারসী (রা) এবং আবু দারদা (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। সালমান (রা) আবু দারদা (রা)-এর সাথে দেখা করতে গিয়ে উম্মে দারদাকে

পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত দেখলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এ অবস্থা কেন? তিনি বলেন, আপনার ভাই আবু দারদার দুনিয়াতে কোন প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে আবু দারদা (রা) এসে গেলেন এবং সালমান (রা)-এর জন্য খাবার তৈরি করে বললেন, খাও। আমি রোযাদার। সালমান (রা) বললেন, তুমি না খেলে আমি খাব না। তখন তিনি খেলেন। রাত হলে আবু দারদা (রা) নামায পড়ার প্রস্তুতি নিলেন। সালমান (রা) বললেন, ঘুমাও। তাই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি আবার নফল নামায পড়ার প্রস্তুতি নিলেন। সালমান (রা) বললেন, আরো ঘুমাও। অতপর রাতের শেষ ভাগে তিনি বললেন, এখন ওঠ। তখন দু'জনেই (উঠে) নামায পড়লেন। পরে সালমান (রা) তাঁকে বললেন, তোমার উপর তোমার রবের প্রতি কর্তব্য আছে, তোমার উপর তোমার নিজের প্রতি কর্তব্য আছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীর প্রতিও কর্তব্য আছে। তাই প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করতে হবে। পরে আবু দারদা (রা) নবী (স)-এর কাছে গিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলে নবী (স) বলেন : সালমান ঠিকই বলেছে। আবু জুহাইফা (রা) হলেন 'ওয়াহ্ব সুওয়ায়ী'। তাঁকে 'ওয়াহ্ব খায়ের'ও বলা হয়।

৮৭-অনুচ্ছেদ : অতিথির সামনে ত্রুঙ্ক হওয়া ও অসহিষ্ণু হওয়া অবাপ্তনীয়।

৫৭০।- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَضَيَّفَ رَهْطًا فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُونَكَ أَضْيَافَكَ فَاتَى مُنْطَلِقُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَافْرُغَ مِنْ قِرَائِهِمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ فَمَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَاتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ اطْعَمُوا فَقَالُوا أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ اطْعَمُوا قَالُوا مَا نَحْنُ بِأَكْلِينَ حَتَّى يَجِيئَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ أَقْبَلُوا عَنَّا قِرَائِكُمْ فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيْنَ مِنْهُ قَابِوًا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ فَلَمَّا جَاءَ تَحَيَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ فَأَخْبَرُوا فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَسَكَتُ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَسَكَتُ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جِئْتَ فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ سَلْ أَضْيَافَكَ فَقَالُوا صَدَقَ أَتَانَا بِهِ قَالَ فَإِنَّمَا أَنْتَ تَنْتَظِرْتُمُونِي وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ الْأَخْرُونَ وَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ قَالَ لَمْ أَرِ فِي الشَّرِكَا لِلَّيْلَةِ وَيَلَكُمْ مَا أَنْتُمْ لِمَ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَائِكُمْ هَاتِ طَعَامَكَ فَجَاءَ بِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ الْأُولَى لِلشَّيْطَانِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا.

৫৭০।. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাকর (রা) একদল লোকের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। তিনি (পুত্র) আবদুর রহমানকে বললেন, আমি নবী (স)-এর কাছে যাচ্ছি। আমি ফিরে আসার পূর্বেই তুমি মেহমানদের আপ্যায়নের কাজ শেষ করবে। আবদুর রহমান (রা) উপস্থিত মত বাড়িতে যা ছিল তা মেহমানদের সামনে পেশ করে বললেন, খেয়ে নিন। মেহমানগণ জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের বাড়ীর মালিক

কোথায় ? আবদুর রহমান (রা) বললেন, আপনারা খেয়ে নিন। তাঁরা বললেন, বাড়ীর মালিক না আসা পর্যন্ত আমরা খাব না। তিনি বললেন, আমাদের পক্ষ থেকে মেহমানদারি কবুল করুন। যদি আপনারা খাবার না খান এবং তিনি ফিরে এসে তা দেখেন তবে আমাদেরকে তার অসন্তুষ্টির সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু তবুও তারা খেতে অস্বীকার করলেন। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি (আব্বা) আমার উপর অবশ্যই ক্রুদ্ধ হবেন। তিনি ফিরে আসলে আমি নিজেকে আড়াল করার জন্য একপাশে সরে গেলাম। তিনি এসে জানতে চাইলেন, তোমরা কি করেছে ? তখন তারা তাকে সবকিছু জানালেন। তিনি ডাকলেন, হে আবদুর রহমান ! আমি চুপ থাকলাম। তিনি আবার ডাকলেন, হে আবদুর রহমান। এবারও আমি চুপ করে রইলাম। তিনি বললেন, ওরে মুর্খ, আমি তোকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, যদি আমার কথা শুনে পেয়ে থাকিস। তখন আমি সামনে এসে বললাম, আপনি আপনার মেহমানদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তারা বললেন, যে সে ঠিকই বলেছে। আমাদের সামনে সে খাবার নিয়ে এসেছিল। একথা শুনে আবু বাকুর (রা) বললেন, তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করেছে। আল্লাহর কসম ! আমি আজ রাতে খাব না। মেহমানগণ বললেন, আল্লাহর কসম ! আপনি না খেলে আমরাও খাব না। আবু বাকুর (রা) বললেন, আমি আজকের মতো খারাপ রাত আর দেখিনি। তোমাদের জন্য আফসোস ! তোমরা কেন আমার মেহমানদারি কবুল করছ না ? (তারপর বললেন :) খাবার নিয়ে এসো। আবদুর রহমান খাবার নিয়ে আসলেন। তখন তিনি বিসমিল্লাহ বলে খাবার খেতে শুরু করলেন এবং বললেন : প্রথম অবস্থা শয়তানের কারণে হয়েছিল। সুতরাং তিনিও খেলেন এবং মেহমানরাও খেলেন।

৮৮-অনুচ্ছেদ : মেযবানকে মেহমানের একথা বলা যে, আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমি খাব না। এ ব্যাপারে নবী (স) থেকে আবু জুহাইফা (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৭০২- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِضَيْفٍ لَهُ أَوْ بِأَضْيَافٍ لَهُ فَاَمْسَى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ لَهُ أُمِّي اجْتَبَسْتُ عَنْ ضَيْفِكَ أَوْ عَنْ أَضْيَافِكَ اللَّيْلَةَ قَالَ مَا عَشَيْتِهِمْ فَقَالَتْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا أَوْ فَأَبَى فَغَضِبَ أَبُو بَكْرٍ فَسَبَّ وَجَدَّعَ (جَزَع) وَحَلَفَ لَا يَطْعَمُهُ فَاخْتَبَأْتُ أَنَا فَقَالَ يَا غُنْثُرُ فَحَلَفَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَطْعَمُهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ فَحَلَفَ الضَّيْفُ أَوْ الْأَضْيَافُ أَنْ لَا يَطْعَمَهُ أَوْ يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلَ وَآكَلُوا فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلَّا رِيًّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ يَا أُخْتِ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا فَقَالَتْ وَقَرَّةٌ عَيْنِي إِنَّهَا الْآنَ لَأَكْثَرُ قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَ فَآكَلُوا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا.

৫৭০২. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকুর (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাকুর (রা) একজন কিংবা কয়েকজন মেহমান নিয়ে (বাড়ী) আসলেন। তিনি বেশ কিছু রাত পর্যন্ত নবী (স)-

-এর কাছে অতিবাহিত করে ফিরে আসলে আমার আশ্মা বললেন, আপনি আপনার মেহমান কিংবা মেহমানদেরকে আজ রাতের খাবার খাওয়াতে দেৱী করে ফেলেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এখনো তাদেরকে রাতের খাবার খাওয়াওনি? আশ্মা বললেন, আমরা তাঁর বা তাদের সামনে খানা হাযির করেছিলাম, কিন্তু তারা বা তিনি খেতে রাজী হননি। তখন আবু বাক্ৰ (রা) রাগান্বিত হয়ে গেলেন, দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং খাবার গ্রহণ করবেন না বলে শপথ করলেন। আবদূর রহমান (রা) বর্ণনা করেন, আমি আশ্মাগোপন করলে তিনি বললেন: ওরে মুৰ্থ, তাঁর স্ত্রীও (আমার আশ্মা) কসম করলেন তিনি না খেলে তিনিও খাবেন না। ওদিকে মেহমান বা মেহমানগণও কসম করলেন যে, আবু বাক্ৰ না খাওয়া পর্যন্ত তারাও খাবেন না। অতপর আবু বাক্ৰ (রা) বললেন, এটা শয়তানের কাজ। তারপর তিনি খাবার আনতে বললেন এবং নিজে খেলেন, তারাও (মেহমানগণ) খাবার খেলেন। (খেতে বসে) তারা যে লোকমাই মুখে উঠাচ্ছিলেন তার নীচ থেকে তার চেয়েও বেশী খাবার বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। তা দেখে আবু বাক্ৰ (রা) বললেন: হে বনী ফিরাসের বোন, এটা কি, তার স্ত্রীও (আশ্চর্য হয়ে) বললেন, হে আমার চোখের শীতলতা, আমাদের খাওয়ার আগে যে পরিমাণ খাবার ছিল এখন তো তার চেয়েও বেশী হয়ে গেছে। অতপর সবাই মিলে তা খেলেন। আবু বাক্ৰ (রা) এ (বরকতময়) খাবার থেকে কিছু অংশ নবী (স)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। পরে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (স) তা খেয়েছেন।

৮৯-অনুচ্ছেদ: শ্রবীণদের সম্মান করা এবং শ্রবীণরাই কথা বলার ও কিছু চাওয়ার সূচনা করবে।

৫৭০৩- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَوْ حَدَّثَا أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحِيصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ آتَيَا خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيْصَةَ وَمُحِيصَةَ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكَانَ أَصْفَرَ الْقَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَبِيرُ الْكَبِيرِ قَالَ يَحْيَى لِيَلِيَ الْكَلَامَ الْأَكْبَرَ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَسْتَحِقُّونَ قَتِيلَكُمْ أَوْ قَالَ صَاحِبِكُمْ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ قَالَ فَتَبَرُّكُمْ يَهُودٌ فِي أَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَقَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَبْلِهِ قَالَ سَهْلٌ فَادْرَكْتُ نَاقَةَ مِنْ تِلْكَ الْأَيْلِ فَدَخَلْتُ مَرِيدًا لَهُمْ فَرَكَضْتَنِي بِرِجْلِهَا.

৫৭০৩. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) এবং সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল (রা) ও মুহাইয়াসা ইবনে মাসউদ (রা) খাইবারে আসলেন এবং একটি খেজুর বাগানে পৌঁছে পরস্পর আলাদা হয়ে গেলেন। অতপর আবদুল্লাহ ইবনে সাহল খুন হলেন। তখন আবদূর রহমান ইবনে সাহল এবং ইবনে মাসউদের (রা) দুই

পুত্র হুয়াইয়াসা ও মুহাইয়াসা নবী (স)-এর কাছে এসে তাদের সাথীর (হত্যার) ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগলেন। আবদূর রহমান কথা শুরু করলেন। তিনি এ দলে সবার ছোট ছিলেন। নবী (স) বললেন : বড়জনকে কথা বলতে দাও। ইয়াহুইয়া বলেন, এর অর্থ বয়সে যিনি বড় তিনি প্রথমে কথা বলবেন। অতপর তারা তাদের সাথীর হত্যার ব্যাপারে আলোচনা করলেন। নবী (স) তাদেরকে বললেন : তোমরা কি পঞ্চাশবার কসম খেয়ে তোমাদের নিহত ব্যক্তির কিংবা বলেছেন তোমাদের সাথীর রক্তপণের হকদার হতে পারবে ? তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! এটা এমন এক ঘটনা যা আমরা স্বচক্ষে দেখিনি। নবী (স) বললেন, তাহলে ইহুদীরা তাদের পঞ্চাশজনকে দিয়ে কসম করিয়ে দোষমুক্ত হয়ে যাবে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! ওরা তো কাফের সম্প্রদায় (মিথ্যা কসম করা তাদের পক্ষে সম্ভব)। রসূলুল্লাহ (স) নিজের (সরকারের) পক্ষ থেকে তাদেরকে রক্তপণ (দিয়াত) দিয়ে দিলেন। সাহল বর্ণনা করেন, এ দিয়াতের উটগুলোর একটি আমি পেয়েছি আমি উটের ঝোঁয়াড়ে প্রবেশ করলে সেটি আমাকে লাথি মেরেছিলো।

৭০৬. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرُونِي بِشَجْرَةٍ مِثْلَهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَلَا تُحْتُ وَرَقُهَا فَوْقَ فِي نَفْسِ النَّخْلَةِ فَكْرَهُتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَتَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ يَا أَبَتَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسِ النَّخْلَةِ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ مَا مَنَعَنِي إِلَّا أَنِّي لَمْ أَرَكَ وَلَا أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا فَكْرَهُتُ .

৫৭০৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তোমরা আমাকে এমন একটি বৃক্ষের নাম বলো যার সাথে মুসলমানের সাদৃশ্য রয়েছে, যে বৃক্ষ হর-হামেশা তার রবের অভিপ্রায় অনুযায়ী ফল দিয়ে থাকে এবং যার পাতাও ঝরে না। [আবদুল্লাহ (রা) বলেন,] তখন আমার মনে ধারণা জাগলো যে, সেটি হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আবু বাকর (রা) ও উমার (রা) সেখানে উপস্থিত থাকায় তাঁদের সামনে সে কথা বলা আমি ভালো মনে করলাম না। তাঁরা দু'জনও যখন কোন কথা বললেন না তখন নবী (স) বললেন : সেটি খেজুর গাছ। অতপর আমি যখন আমার আব্বার সাথে বেরিয়ে আসলাম তখন তাকে বললাম, আব্বাজান ! সেটি যে খেজুর গাছ সে ধারণা আমার মনেও জেগেছিলো। তিনি বললেন, তবে তুমি তা বললে না কেন ? তুমি যদি তা বলতে তাহলে তা আমার কাছে অমুক অমুক বস্তু থেকেও অধিক প্রিয়তর হতো। ইবনে উমার (রা) বললেন, আমি আপনাকে এবং আবু বাকরকে কোন কথা বলতে দেখলাম না। তাই আমিও বলা পসন্দ করলাম না।

৯০-অনুচ্ছেদ : যে ধরনের কবিতা, রাজ্য (আরবী কবিতার বিশেষ ছন্দ) এবং হুদী (উট চালনার উদ্দীপনামূলক গান) বৈধ এবং এর মধ্যে যেগুলো অবাঞ্ছিত।

মহান আল্লাহর বাণী :

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۗ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۗ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۗ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝

“আর বিভ্রান্তরা কবিদেরকে অনুসরণ করে। তুমি কি দেখ না তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে মাঠে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় এবং তারা যা করে না তাই বলে? তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান গ্রহণ করে সৎকাজ করে, আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হওয়ার পরই প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীর অচিরেই জানতে পারবে তাদের প্রত্যাঘাতের স্থল কোথায়”-(সূরা আশ-শুরা : ২২৪-২২৭)।

৫৭০৫. عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَخْبَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ الشُّعْرِ حِكْمَةً .

৫৭০৫. উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : নিশ্চয় কোন কোন কবিতায় জ্ঞানের কথাও থাকে।

৫৭০৬. عَنْ جُنْدُبٍ يَقُولُ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي إِذَا أَصَابَهُ حَجْرٌ فَعَثَرَ قَدَمَيْتِ اصْبَعُهُ فَقَالَ : هَلْ أَنْتِ إِلَّا اصْبِعُ دَمِيَّتِ + وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيَتْ .

৫৭০৬. জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) একদা পথ চলাকালে একটি পাথরে হাঁট খেলেন এবং পায়ের আঙ্গুলে আঘাতপ্রাপ্ত হলেন এবং তা থেকে রক্ত বের হলে তিনি তখন এ কবিতাংশটি আবৃত্তি করলেন :

তুমি রক্ত রঞ্জিত একটি আঙ্গুল
বৈ কিছুই নও, আর তুমি যা
কিছু পেলে তা পেলে
আল্লাহর পথেই।

৫৭০৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشُّاعِرُ كَلِمَةٌ لِبَيْدٍ :
إِلَّا كُلُّ شَيْءٍ مُاخَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ + وَكَأَدَ أُمِّيَّةٌ بِنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسَلِّمَ .

৫৭০৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : কোন কবির কথার মধ্যে সর্বাধিক সত্য কথা হচ্ছে কবি লাবীদের^{৩১} এ উক্তি : শোনো, আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল এবং উমাইয়া ইবনে আবিস সালাত ইসলাম গ্রহণ করার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল।

৩১. লাবীদ জাহেলী যুগের একজন প্রখ্যাত কবি ছিলেন এবং পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

৫৭০৮- عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ أَلَا تَسْمَعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ قَالَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُوا بِالْقَوْمِ وَيَقُولُ- اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا هُنْتَيْنَا : وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلِّينَا - فَاغْفِرْ فِدَاءُ لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا : وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَالْقَيْنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا : إِنَّا إِذَا صَبِحَ بِنَا أَتَيْنَا : وَيَالصِّيَاحِ عَوْلُوا عَلَيْنَا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ هَذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرُ ابْنُ الْأَكْوَعِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهُ لَوْلَا ائْتَمَرْنَا بِكَ قَالَ فَاتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فَتَحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا هَذِهِ النَّيِّرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ قَالَ عَلَى لَحْمٍ قَالَ عَلَى أَيِّ لَحْمٍ قَالُوا عَلَى لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْرِيقُوهَا وَآكُسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْنَهْرِيقُهَا وَنَفْسِلُهَا قَالَ أُوذَاكَ فَلَمَّا تَصَافَ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيهِ قِصْرٌ فَتَنَاولَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلْمَةُ رَأَيْتُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَاحِبًا فَقَالَ لِي مَا لَكَ قُلْتَ فِدَى لَكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ قَالَهُ قُلْتُ قَالَهُ فَلَانٌ وَفَلَانٌ وَفَلَانٌ وَأَسِيدُ بْنُ الْحَضِيرِ الْإِنصَارِيِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنْ لَهُ لِأَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُّجَاهِدٌ قُلَّ عَرَبِيٌّ نَشَأَ بِهَا مِثْلُهُ .

৫৭০৮. সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে খায়বার অভিযানে বের হলাম। আমরা রাতের আঁধারে চলছিলাম। দলের একজন লোক আমের ইবনুল আকওয়া (রা)-কে বলেন, আপনি কি আমাদেরকে আপনার কবিতাগুলো গেয়ে শুনাবেন না? বর্ণনাকারী বলেন, আমের (রা) একজন কবি ছিলেন। সুতরাং তিনি সুর করে হুদী ৩২ (গান) শোনাতে শুরু করলেন :

“হে আল্লাহ ! তোমাকে ছাড়া আমরা পথের দিশা পেতাম ।
 দান করতাম না, নামাযও পড়তাম না ।
 তাই তুমি ক্ষমা করো আমাদের গুনাহ,
 শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ় রাখো আমাদের পদযুগল ।
 নাযিল করো আমাদের উপর শান্তিধারা,
 শত্রু যদি ডাকে মোদের ভুল পথে
 প্রত্যাখ্যান করবো তা ঘৃণাভরে ।
 হৈচৈ-এ মেতে উঠেছে তারা আমাদের বিরুদ্ধে ।

(এ হুদী শুনে) রসূলুল্লাহ (স) বলেন : হুদী গেয়ে উট পরিচালনাকারী কে ? লোকেরা বললো, ‘আমের ইবনুল আকওয়া’। তিনি বললেন : আল্লাহ তার ওপর রহম করুন ! দলের এক লোক বললো, হে আল্লাহর নবী ! তার শাহাদাত অবধারিত হয়ে গেল। আহ ! কতই না উত্তম হতো যদি দীর্ঘ সময় তার সাহচর্য লাভের সুযোগ আমাদের দিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর আমরা খায়বারে পৌঁছলাম এবং তা অবরোধ করলাম, এমনকি আমাদেরকে নিদারুণ খাদ্য কষ্টের সম্মুখীন হতে হলো। কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করলেন। বিজয়ের দিন সন্ধ্যার পর লোকজন অনেক চুলা জ্বালালে রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি কারণে এতো চুলা জ্বালাচ্ছে ? লোকেরা বললো, গোশত পাকানোর জন্য। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কিসের গোশত ? তারা বললো, গৃহপালিত গাধার গোশত। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : এ গোশত ফেলে দাও এবং ডেকচিগুলো ভেঙে ফেল। এক ব্যক্তি বললো, “হে আল্লাহর রসূল ! (এমন কি হতে পারে না যে,) আমরা গোশতগুলো ফেলে দেই আর (ডেকচিগুলো) ধুয়ে নেই ? তিনি বললেন : তোমরা তাও করতে পার। বর্ণনাকারী বলেন, সেনাবাহিনী ব্যুহ রচনা করলে আমের (রা) তার তলোয়ার দ্বারা এক ইহুদীকে আঘাত করেন। তার তরবারি ছিল ছোট। তাই তা ফিরে এসে তার হাঁটুতেই আঘাত করে এবং তাতেই তিনি শহীদ হন। সালামা (রা) বলেন, জিহাদ থেকে ফেরার সময় রসূলুল্লাহ (স) আমার বিবর্ণ চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করলেন : কি ব্যাপার, তোমার কি হল ? আমি বললাম, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক! লোকজন বলছে যে, আমের (রা)-এর আমল বরবাদ হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন : একথা কে বলেছে ? আমি জানালাম, অমুক অমুক ব্যক্তি এবং উসাইদ ইবনে হুদাইর আনসারী বলেছে। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, যে একথা বলেছে, সে সত্য বলেনি। এরপর তিনি নিজের দু’টি আঙ্গুল একত্র করে বললেন : আমেরের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। নিশ্চয় সে ছিল অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী মানুষ এবং মুজাহিদ, আল্লাহর পথের নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক। তার মত আরব খুব কমই জন্ম নিয়েছে।

০৭.৯- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ سَلِيمٍ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا أَنْجِشَةَ رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بَعْضُكُمْ لَعَبِئْتُمُوهَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ .

৫৭০৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে গেলেন। তাঁদের সাথে উম্মে সুলাইম (রা)-ও ছিলেন। নবী (স) উট পরিচালনা-কারীকে বলেন : “হে আনজাশা ! তোমার জন্য আফসোস ! এসব কাচ পাত্রবাহী উটকে ধীরে-সুস্থে পরিচালনা কর। আবু কিলাবা (রা) বলেন, নবী (স) এমন একটি বাক্য ব্যবহার করেছেন, যদি অনুরূপ বাক্য তোমাদের কেউ ব্যবহার করতো তবে তোমরা তাতে তার দোষ ধরতে।

৯১-অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করা।

৫৭১০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَيْفَ بِنَسْبِي فَقَالَ حَسَّانُ لَأَسْلُنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تَسَلُّ الشَّعْرَةَ مِنَ الْعَجِينِ - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ ذَهَبَتْ أَسْبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَا تَسْبُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৫৭১০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসসান ইবনে সাবিত (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনার অনুমতি চাইলে রসূলুল্লাহ (স) বললেন : আমার বংশকে (বিদ্রূপ থেকে) কিভাবে বাঁচাবে ? হাসসান (রা) বলেন, আমি আপনাকে তাদের মধ্য থেকে এমন কৌশলে বের করে আনবো যেভাবে আটা থেকে চুল বের করে আনা হয়। উরওয়া (রা) বলেন, আমি হাসসান (রা)-কে আয়েশা (রা)-এর সামনে গালি দিতে উদ্যত হলে তিনি বলেন, তাকে গালি দিও না। কেননা, সে রসূলুল্লাহ (স)-এর তরফ থেকে (কাফেরদের) জবাব দিত। ৩৩

৫৭১১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَصِهِ يَذْكُرُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَخَا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفْقَ يَعْنِي بِذَلِكَ ابْنَ رَوَاحَةَ قَالَ :

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتْلُو كِتَابَهُ + إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ
أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فِقُلُوبُنَا + بِهِ مَوْقِنَاتٌ أَنْ مَا قَالَ وَقِيعٌ
يَبِيْتُ يَجَافِي جَنَبَهُ عَلَى فِرَاشِهِ + إِذَا اسْتَنَقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ الْمَضَاجِعُ

৫৭১১. আবু হুরাইরা (রা) তাঁর বর্ণনায় নবী (স)-এর উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি (স) বলেছেন : তোমাদের এক ভাই যে নোংরা কথাবার্তা বলে না। এর দ্বারা নবী (স) ইবনে রাওয়াহা (রা)-কেই বুঝাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন :

৩৩. আরবের কাকেররা যখন কবিতা রচনা করে রসূলুল্লাহ (স)-কে গালি দিতে লাগলো, তখন হাসসান (রা) তাদের জবাব দেয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। তিনি নিজেও আরবের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। কিন্তু নবী করীম (স) সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন এবং গালির জবাবে গালিদানের অনুমতি দিলেন না। কেননা, গালির জবাবে গালি দেয়া ইসলামের নীতি নয়।

কিতাবুল আদাব

আর আমাদের মাঝে আছেন

আল্লাহর রসূল যিনি আল্লাহর

কিতাব পাঠ করে শুনান।

যখন ভোরের আলো ফুটে উঠে।

আঁধারের পর তিনি

আমাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখালেন।

আমাদের হৃদয় এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করে যে, তিনি যা বলেন তা সত্য, বাস্তব।

রাতের বেলা শয্যাসুখ হতে

থাকেন তিনি দূরে বহু দূরে,

যখন শয্যাসুখ ত্যাগ করা

মুশরিকদের জন্য সত্যিই কঠিন।

৫৭১২- عَنْ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ يَشْتَشْهَدُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَيَقُولُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ

نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

ﷺ اللَّهُمَّ أَيْدِهِ بِرُوحِ الْقُدْسِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ .

৫৭১২. হাস্‌সান ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরাইরা (রা)-কে সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু হুরাইরা আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আপনি কি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন যে, হে হাস্‌সান! আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে (কাফেরদের বিদ্রোহের) জবাব দাও? হে আল্লাহ! রুহুল কুদুস [জিবরাঈল (আ)] দ্বারা হাস্‌সানের সাহায্য কর। আবু হুরাইরা (রা) বলেন: হ্যাঁ।

৫৭১৩- عَنْ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِحَسَّانَ أَهْجَهُمْ أَوْ قَالَ هَاجِهِمْ وَجَبْرِيلُ

مَعَكَ .

৫৭১৩. বারা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) হাস্‌সান (রা)-কে বলেন: তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কবিতা রচনা কর। জিবরাঈল (আ) তোমার সাথে আছেন।

৯২-অনুচ্ছেদ: কবিতা নিয়ে কারো এতটা মেতে থাকা নিন্দনীয় যা তার জন্য আল্লাহর স্মরণ, জ্ঞানার্জন ও কুরআন চর্চায় প্রতিবন্ধক হয়।

৫৭১৪- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ

مِنْ يَمْتَلِيَ شِعْرًا .

৫৭১৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন: তোমাদের কারো পেট কবিতা দ্বারা পূর্ণ করার চেয়ে পূজ দ্বারা পূর্ণ করা অধিক শ্রেয়।

৫৭১৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَمْتَلِي جَوْفُ الرَّجُلِ قَبِيهَا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَمْتَلِي شِعْرًا.

৫৭১৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : কোন ব্যক্তির পেট কবিতা দ্বারা পরিপূর্ণ করার চেয়ে পুঁজ খেয়ে পরিপূর্ণ করা অধিক উত্তম।

৯৩-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর উক্তি : তোমার ডান হাত ধূলামলিন হোক এবং আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন।

৫৭১৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أفلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَذْنُ لَهُ حَتَّى اسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعْتَنِي امْرَأَةً أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعْتَنِي امْرَأَتُهُ قَالَ ائْذِنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكَ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرَمُوا مِنَ الرُّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .

৫৭১৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিজ্রাবের (পর্দার) আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবুল কুয়াইসের ভাই আফ্লাহ আমার নিকট ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ (স) থেকে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত আমি তাকে অনুমতি দিব না। কেননা, আমাকে (শিশুকালে) আবুল কুয়াইসের ভাই দুধপান করাননি, বরং আমাকে দুধপান করিয়েছেন আবুল কুয়াইসের স্ত্রী। অতপর রসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট আসলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! পুরুষ তো আমাকে দুধপান করাননি, বরং তাঁর স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। তিনি বলেন : তাকে অনুমতি দাও। কেননা, সে তোমার চাচা। তোমার ডান হাত ধূলামলিন হোক! এ জন্যই আয়েশা (রা) বলতেন, রক্ত সম্পর্কের কারণে যেখানে বিয়ে হারাম, দুধপানের কারণেও সেসব ক্ষেত্রেও তোমরা বিয়ে হারাম করো।

৫৭১৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ فَرَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِيَابِهَا كَثِيْبَةً حَزِيْنَةً لِأَنَّهَا حَاضَتْ فَقَالَ عَقْرَى حَلْقِي لُغَةً قُرَيْشٍ إِنَّكَ لِحَاسِتُنَا ثُمَّ قَالَ أَكُنْتُ أَفْضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْْنِي الطَّوْفَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي إِذَا .

৫৭১৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (হজ্জ শেষে) ফিরতে মনস্থ করলেন। সাফিয়া (রা) তাঁর তাঁবুর দরজায় বিষণ্ণ বদনে ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কারণ, তাঁর ঋতুস্রাব দেখা দিয়েছিল। নবী (স) বললেন : 'আকরা', 'হালকা'। এ হলো কুরাইশদের আরবী বাগধারা। নিশ্চয় তুমি আমাদেরকে আটকে রাখবে। অতপর

তিনি বললেন : তুমি কি কুরবানীর দিন তাওয়্যাকে ইফাদা করেছ ? সাক্ফিয়া (রা) বললেন, হ্যাঁ। নবী (স) বললেন : তাহলে রওয়ানা হও। ৩৪

৯৪-অনুচ্ছেদ : যা 'আমু অর্থাৎ তারা মনে করে বা বলে উক্তি প্রসঙ্গে।

৫৭১৮- عَنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتَرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَعُ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلٍ قَدْ أَجْرْتُهُ فَلَنْ بِنُ هَبِيرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَجْرْنَا مَنْ أَجْرْتَ يَا أُمَّ هَانِئٍ وَذَاكَ ضَحَى .

৫৭১৮. উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাযির হলাম। দেখলাম, তিনি গোসল করছেন এবং তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা দিয়ে আড়াল করে রেখেছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কে ? আমি জবাব দিলাম, আমি উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব। তিনি বললেন : উম্মে হানীকে খোশ আমদেদ। গোসল শেষ হলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং শরীরে একটি মাত্র কাপড় জড়িয়ে আট রাকআত নামায পড়লেন। নামায শেষ হলে আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল ! আমি ছবাইরার পুত্র অমুককে নিরাপত্তা দান করেছি। কিন্তু আমার ভ্রাতৃপুত্র (আলী (রা)) তাকে হত্যা করে ছাড়বে। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : হে উম্মে হানী ! তুমি যাকে নিরাপত্তা দান করেছো আমিও তাকে নিরাপত্তা দান করলাম। তখন ছিল পূর্বাহ্ন।

৯৫-অনুচ্ছেদ : একজন আরেকজনকে ওয়াইলাকা (তোমার জন্য দুঃখ) বলা।

৫৭১৯- عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ وَبَيْنَكَ .

৫৭১৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তিকে কুরবানীর একটি উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন : এর পিঠে আরোহণ করো। লোকটি বললো, এটি কুরবানীর উট। তিনি পুনরায় বললেন : এর পিঠে আরোহণ করো। সে বললো, এটি কুরবানীর উট। তিনি বললেন : তোমার অকল্যাণ হোক, তুমি এর পিঠে আরোহণ করো।

৩৪. বিদায়ী তাওয়্যাক করতে পারবেন না বলে হযরত সাক্ফিয়া (রা) চিহ্নিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তাওয়্যাকে ইফাদা করেছেন বলে বিদায়ী তাওয়্যাক না হলেও চলে। এ মাসয়ালা জানার পর তিনি চিন্তামুক্ত হলেন।

৫৭২০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ ارْكَبْهَا

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَبَلَكَ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ .

৫৭২০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে কুরবানীর একটি উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন : তুমি এর পিঠে আরোহণ করো। সে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! এটি তো কুরবানীর উট। নবী (স) দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বার বললেন : তোমার অকল্যাণ হোক, তুমি এর পিঠে আরোহণ করো।

৫৭২১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ

أَسْوَدٌ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ يَحْدُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رَوَيْدَكَ

بِالْقَوَارِيرِ .

৫৭২১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) এক সফরে ছিলেন। তাঁর সাথে ছিল আনজাশা নামক তাঁর কৃষ্ণ গোলাম। সে হুদী (উট চালনার গান) গেয়ে দ্রুত উট হাঁকিয়ে নিচ্ছিলো। নবী (স) তাকে বললেন : হে আনজাশা ! তোমার অকল্যাণ হোক। এ কাঁচপাত্রগুলোকে একটু ধীরে নিয়ে চলো।

৫৭২২. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ أَتْنِي رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَبَلَكَ

قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ تَلْتَأُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فَلَانًا وَاللَّهِ

حَسِيبُهُ وَلَا أُرْكَبُ عَلَى اللَّهِ أَحَدًا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ .

৫৭২২. আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনে এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি বলেন : তোমার জন্য দুঃখ ! তুমি তোমার ভাইয়ের গর্দান কেটে ফেললে। তিনবার তিনি একথা বললেন। তোমাদের কাউকে যদি অন্য কারো প্রশংসা করতেই হয় তবে সে যেন বলে, আমি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করি। আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট এবং কেউই আল্লাহর সামনে কারো পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারে না, একথা বলবে যদি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে সে তা জানে।

৫৭২৩. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِسْمًا فَقَالَ

نُوَالِخُوِصِرَةَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْدِلْ فَقَالَ وَبَلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا

لَمْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ إِذْذَنْ لِي فَلَا ضَرْبَ عُنُقِهِ قَالَ لَا إِنْ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدَكُمْ

صَلَوْتَهُ مَعَ صَلَوَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْمِ مَنْ

الرَّمِيَّةُ يُنْظَرُ إِلَى نَصَلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُدْزِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ سَبَقَ الْفَرْثُ وَالِدَمَّ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِّنَ النَّاسِ أَيُّهُمْ رَجُلٌ أَحَدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثُدَى الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلَ الْبَضْعَةِ تَدْرُدُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ قَاتَلَهُمْ فَالْتَمَسُ فِي الْقَتْلِ فَأَتَى بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ النَّبِيُّ ﷺ.

৫৭২৩. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (স) যখন গনীমাতের সম্পদ ইত্যাদি বণ্টন করছিলেন, তখন যুল-খুওয়াইসিরা নামক বনী তামীম গোত্রের এক লোক বললো, হে আল্লাহর রসূল! ন্যায় ও ইনসাফের সাথে বণ্টন করুন। নবী (স) বললেনঃ তোমার জন্য দুঃখ। আমি ইনসাফ না করলে আর কে ইনসাফ করবে? উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী (স) বললেনঃ না (তা করো না)। কেননা, তার গোত্রে এমন সব লোক হবে যারা দৃশ্যত এমন ধার্মিক হবে যে, তোমাদের কেউ তাদের নামাযের তুলনায় নিজেদের নামাযকে এবং তাদের রোযার তুলনায় নিজেদের রোযাকে অতি নগণ্য মনে করবে। অথচ তারা দীন থেকে এমনভাবে খারিজ হয়ে যাবে যেমন তীর শিকারের দেহ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। ওই তীরের অগ্রভাগ পরীক্ষা করলে তাতে কিছু পাওয়া যাবে না, এর অগ্রভাগের একটু নীচে পরীক্ষা করলেও কিছু পাওয়া যাবে না এবং তীরের মধ্যভাগ পরীক্ষা করলেও কিছু পাওয়া যাবে না। তীর গোবর ও রক্ত ভেদ করে দ্রুত বেরিয়ে গেছে। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের সময় এদের আবির্ভাব ঘটবে। যে আলামত দেখে তাদেরকে চেনা যাবে তাহলো তাদের এক ব্যক্তি হবে এমন যার একখানা হতে হবে নারীদের স্তনের মত বা স্থূল মাংপিণ্ডের মত—যা ধীরে ধীরে আন্দোলিত হবে। আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এটি নবী (স) থেকেই শুনেছি। আর আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আলী (রা)-এর সাথে এসব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলাম। নিহতদের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে তালাশ করা হলো। অতপর তাকে ঠিক তেমনটিই পাওয়া গেল—যেমন বর্ণনা নবী (স) দিয়েছিলেন। ৩৫

৫৭২৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ فَقَالَ وَيْحَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِ فِي رَمْضَانَ قَالَ أَعْتَقَ رَقَبَةً قَالَ مَا أَجِدُهَا قَالَ

৩৫. হাদীসের মূল ভাবার্থ হলো—এমন এক জাতীয় লোক মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হবে—যারা ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদাত-বন্দেগী যথা নামায-রোযা ইত্যাদি খুবই তৎপরতার সাথে আজ্ঞাম দিবে। কিন্তু চিন্তা ও আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে তারা ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে যাবে এবং বিশ্বাসী হবে ভিন্ন চিন্তাধারায়।

فَصُمُّ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَاطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ مَا أجدُ
فَاتِي بِعَرَقٍ فَقَالَ خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَىٰ غَيْرِ أَهْلِ فَوَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنْبِي الْمَدِينَةِ أَحْوَجُ (أَفْقَرُ) مِنِّي فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّىٰ بَدَتْ
أَنْبِيَابُهُ قَالَ خُذْهُ .

৫৭২৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন : তোমার জন্য আফসোস (কি ঘটেছে?)। লোকটি বললো, আমি রমযানে স্ত্রী সন্তোগ করে ফেলেছি। তিনি বললেন : একজন ক্রীতদাস মুক্ত কর। সে বললো, আমার সে সামর্থ্য নেই। তিনি বললেন : তবে দুই মাস এক নাগাড়ে রোযা রাখ। সে বললো : আমার রোযা রাখারও শক্তি নেই। নবী (স) বললেন : তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াও। সে বললো, আমার সে সামর্থ্যও নেই। অতপর এক 'আরাক' খেজুর আনা হলো। নবী (স) বললেন : এটি নিয়ে যাও এবং দান করে দাও। সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! আপন পরিজনকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে দিব? সেই সত্তার কসম! যাঁর কজায় আমার জীবন, গোটা মদীনায় আমার চেয়ে অধিক অভাবী লোক আর নেই। তখন নবী (স) মৃদু হাসলেন এবং তাঁর দাঁতের মাঝখান পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। তিনি বললেন : তুমি নিজেই এগুলো নিয়ে নাও।

৫৭২৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ
الْهَجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَانَ الْحِجْرَةِ شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ
تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وِرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرَكَ مِنْ
عَمَلِكَ شَيْئًا .

৫৭২৫. আবু সাইয়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে হিজরত সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী (স) বললেন : তোমার অকল্যাণ হোক! হিজরত অতি কঠিন জিনিস। তোমার কি উট আছে? সে বললো : হ্যাঁ, আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি এসব উটের যাকাত আদায় কর? লোকটি বললো, হ্যাঁ। তখন নবী (স) বললেন : তবে সমুদ্রের পশ্চাদ ভূমিতে (অর্থাৎ নিজ গৃহে) থেকেই নিজের কাজ করে যাও। আল্লাহ তাআলা কখনো তোমার আমলের কিছুই নষ্ট করবেন না।

৫৭২৬. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ قَالَ شُعْبَةُ شَكُّ
هُوَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يُضْرَبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

৫৭২৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের অকল্যাণ হোক ! আমার পরে তোমরা কাফের হয়ে গিয়ে একে অন্যের গলা কেট না।

৫৭২৭. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا أَعَدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحَبَّيْتَ فَقُلْنَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيدًا فَمَرَّ غُلَامٌ لِلْمَغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي فَقَالَ إِنَّ أُخْرَ هَذَا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَأَخْصَرَهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৫৭২৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। গ্রামের অধিবাসী এক লোক নবী (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল ! কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে ? তিনি বললেন : তোমার অকল্যাণ হোক ! এজন্য তুমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ ? সে বললো, আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলকে ভালোবাসা ছাড়া আমার আর কোন প্রস্তুতি নেই। নবী (স) বললেন : যাকে তুমি ভালোবাস, (আখেরাতে) তুমি তার সাথেই থাকবে। তখন আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমরাও কি তদ্রূপ ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। এতে সেদিন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। এমন সময় মুগীরার একটি ছোট ছেলে সেই জায়গা দিয়ে অতিক্রম করলো। সে আমার সমবয়সী ছিল। নবী (স) বললেন : যদি এ বালকটি জীবিত থাকে, তবে সে বুড়ো হওয়ার আগেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। শোবা (র) কাতাদা থেকে এ হাদীস সংক্ষেপে বর্ণনা করে বলেছেন, আমি আনাস (রা) থেকে এবং তিনি নবী (স) থেকে শুনেছেন।

৯৬-অনুচ্ছেদ : মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার আলামত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ .

“হে নবী ! বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।”-(সূরা আলে ইমরান : ৩১)

৫৭২৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ .

৫৭২৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : মানুষ (দুনিয়াতে) যে যাকে ভালোবাসবে (আখেরাতে) সে তার সাথেই থাকবে।

৫৭২৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ .

৫৭২৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে কিছু লোককে ভালোবাসে কিন্তু সে তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, যে যাকে ভালোবাসে আখেরাতে সে তার সাথে থাকবে।

৫৭৩০. আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, এক ব্যক্তি কোন জাতিতে ভালোবাসে, কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি (এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি)? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসবে (আখেরাতে) সে তার সাথে থাকবে।

৫৭৩১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামত কবে হবে? তিনি বলেন: তার জন্য তুমি কি পাথের সঞ্চার করেছ? সে বললো, আমি নামায-রোযা ও দান-সদাকা বেশী কিছু করতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স)-কে ভালোবাসি। তিনি বলেন: তুমি যাকে ভালোবাস আখেরাতে তার সাথেই থাকবে।

৫৭৩২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইবনে সায়েদ (ইবনে সাইয়াদ) -কে বললেন: আমি এই মুহূর্তে তোমার জন্য মনের মধ্যে একটি বিষয় গোপন করে রেখেছি, সেটা কি? সে বললো: আদ-দুখ। নবী (স) বললেন: দূর হ।

৫৭৩৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইবনে সায়েদ (ইবনে সাইয়াদ) -কে বললেন: আমি এই মুহূর্তে তোমার জন্য মনের মধ্যে একটি বিষয় গোপন করে রেখেছি, সেটা কি? সে বললো: আদ-দুখ। নবী (স) বললেন: দূর হ।

৯৭-অনুচ্ছেদ : কেউ কাউকে 'দূর হ' বলা উচিত নয়।

৫৭৩৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইবনে সায়েদ (ইবনে সাইয়াদ) -কে বললেন: আমি এই মুহূর্তে তোমার জন্য মনের মধ্যে একটি বিষয় গোপন করে রেখেছি, সেটা কি? সে বললো: আদ-দুখ। নবী (স) বললেন: দূর হ।

৫৭৩৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইবনে সায়েদ (ইবনে সাইয়াদ) -কে বললেন: আমি এই মুহূর্তে তোমার জন্য মনের মধ্যে একটি বিষয় গোপন করে রেখেছি, সেটা কি? সে বললো: আদ-দুখ। নবী (স) বললেন: দূর হ।

৫৭৩৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইবনে সায়েদ (ইবনে সাইয়াদ) -কে বললেন: আমি এই মুহূর্তে তোমার জন্য মনের মধ্যে একটি বিষয় গোপন করে রেখেছি, সেটা কি? সে বললো: আদ-দুখ। নবী (স) বললেন: দূর হ।

أَنَّكَ رَسُولُ الْأَمِّيِّينَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ أَتَشْهَدُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ فَرَضَهُ النَّبِيُّ ﷺ
 ثُمَّ قَالَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ مَاذَا تَرَى قَالَ يَأْتِينِي صَادِقٌ
 وَكَاذِبٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلَطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي
 خَبَّاتُ لَكَ خَبِيئًا قَالَ هُوَ الدُّخُّ قَالَ أَحْسَنًا فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 أَتَأْذَنُ لِي فِيهِ أَضْرِبُ عَنْقَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ يَكُنْ هُوَ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْهِ وَإِنْ
 لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ قَالَ سَالِمٌ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ انْطَلَقَ
 بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَانَ النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا
 ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّقِي
 بَجْنُوعَ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتَلِ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ
 مُضْطَّعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ مَزْمَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ بِنْتِ صَيَّادٍ
 النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بَجْنُوعَ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ أَيُّ صَافٍ وَهُوَ اسْمُهُ
 هَذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهَى ابْنَ صَيَّادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَرَكْتَهُ بَيْنَ قَالَ سَالِمٌ
 قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ
 ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي أَنْذَرْتُكُمْ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ
 نُوحٌ قَوْمَهُ وَلِكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ
 أَعْوَرٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ .

৫৭৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অবহিত করেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাঁর কয়েকজন সাহাবাসহ ইবনে সাইয়াদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বনী মাগালার দুর্গের পাশে ছেলেদের সাথে ক্রীড়ারত পেলেন। সে বয়ঃপ্রাপ্তির নিকটবর্তী ছিল। সে নবী (স)-এর আগমন টের পায়নি। রসূলুল্লাহ (স) তার পিঠের উপর হাত দিয়ে টোকা দিলেন এবং তারপর জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রসূল ? সে নবী (স)-এর দিকে তাকিয়ে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি উম্মীদের (নিরক্ষরদের) রসূল। ইবনে সাইয়াদ প্রশ্ন করলো, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রসূল ? তখন নবী (স) শক্ত হাতে তার কাপড় চেপে ধরলেন এবং বললেন : আমি আল্লাহ ও তাঁর সব রসূলের উপর ঈমান এনেছি। তিনি পুনরায় ইবনে সাইয়াদকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কী দেখতে পাও ? সে বললো, আমার কাছে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী এসে থাকে। নবী (স) বলেন : ব্যাপারটি তোমার

জন্য সন্দেহজনক করে দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : আমি তোমার জন্য মনের মধ্যে একটি কথা গোপন করে রেখেছি। সেটি কি? সে বললো, ওটি আদ-দুখ বা ধোঁয়া। তিনি বললেন : দূর হ তুই তোর সীমা অতিক্রম করতে পারবি না। উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমায় অনুমতি দেবেন যে, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই? নবী (স) বললেন : যদি এ সে-ই (দাজ্জালই) হয়, তবে তুমি তাকে কাবু করতে পারবে না। আর যদি সে তা না হয়ে থাকে, তবে তাকে হত্যা করায় তোমার কোন কল্যাণ নেই। সালেম (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি : এরপর একদিন রসূলুল্লাহ (স) ও উবাই ইবনে কাব আনসারী (রা) ইবনে সাইয়াদ যেখানে ছিল, সেই খেজুর বাগানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। রসূলুল্লাহ (স) যখন বাগানে প্রবেশ করলেন, তখন গাছের পাতার আড়ালে থেকে চলতে লাগলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাকে দেখে ফেলার আগেই তিনি ইবনে সাইয়াদের কিছু কথাবার্তা শুনবেন। এ সময় ইবনে সাইয়াদ নিজ বিছানায় একটি মখমলের চাদরের উপর শুয়েছিল এবং গুন্ গুন্ শব্দ করছিল। ইবনে সাইয়াদের মা নবী (স)-কে গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে আসতে দেখে ফেললো। তার মা তাকে বললো, হে সাফ (এটি তার ডাকনাম), দেখ, মুহাম্মাদ (স) আসছেন। তখন ইবনে সাইয়াদ গুন্ গুন্ শব্দ বন্ধ করে দিল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : যদি তার মা (আমার আগমন সম্পর্কে) তাকে না বলতো, তবে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যেত। সালেম (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) জ্বীনসমাবেশে (ভাষণ দিতে) দাঁড়ালেন। আল্লাহ তাআলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন, অতপর দাজ্জালের প্রসংগ তুলে বললেন : আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি। আর এমন কোন নবী আসেননি যিনি তাঁর জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। নূহ (আ)-ও তাঁর জাতিকে এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তবে আমি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলবো, যা কোন নবীই তাঁর জাতিকে বলেননি। জেনে রাখ, দাজ্জাল কানা হবে। আর আল্লাহ তাআলা কানা নন। ৩৬

৯৮-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির ‘মারহাবা’ (স্বাগতম) বলা। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) ফাতিমা (রা)-কে বললেন, হে আমার কন্যা, মারহাবা (স্বাগতম)। উম্মে হানী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর কাছে গেলে তিনি বলেন : মারহাবা! হে উম্মে হানী!

৫৭২৬- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَقَدُ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَقْدِ الَّذِينَ جَاؤُوا غَيْرَ خَزَائِيَا وَلَا نَدْمَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا حَيٌّ مِنْ رِبِيعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُضْرُ وَأَنَا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمَرْنَا بِأَمْرِ فَضَلٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزُّكُوةَ وَصُومُوا رَمَضَانَ وَأَعْطُوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَرْفَتِ .

৫৭৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল নবী (স)-এর দরবারে আসলে তিনি বলেন, স্বাগতম, হে প্রতিনিধিদল! যারা অপমানিত ও লাঞ্চিত না হয়েই এসে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। তারা বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা রাবীআ গোত্রের লোক। আপনার আমাদের মাঝে রয়েছে মুদার গোত্র। আমরা আপনার দেখমতে (যুদ্ধ নিষিদ্ধ ঘোষিত চারটি) হারাম মাসেই কেবল আসতে পারি। সুতরাং আমাদেরকে এমন কিছু কথা বলে দিন যা মেনে চলে আমরা জান্নাতে যেতে পারি এবং আমাদের বাড়ী-ঘরে যারা রয়েছে তাদেরকেও এর দাওয়াত দিতে পারি। তিনি বলেন : চারটি এবং চারটি বিষয় রয়েছে (অর্থাৎ চারটি বিষয় মেনে চলতে হবে এবং চারটি বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে) নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং গনীমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে জমা দিবে। আর লাউয়ের খোল, মদ তৈরির সবুজ রং-এর বিশেষ কলস, খেজুর বৃক্ষের মূলের তৈরি মদের পাত্র এবং ভেতরে আলকাতরা মাখানো পাত্রে পান করবে না।*

৯৯-অনুচ্ছেদ : (কিয়ামতের দিন) মানুষকে পিতার নামে ডাকা হবে।

৫৭৩৫- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْغَادِرُ يُرْفَعُ لَهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَقَالُ هَذِهِ غَدْرَةٌ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ .

৫৭৩৫. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : কিয়ামতের দিন চুক্তি বা অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং বলা হবে, এ হলো অমুকের পুত্র অমুকের চুক্তি ভঙ্গের নিদর্শন।

৫৭৩৬- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ هَذِهِ غَدْرَةٌ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ .

৫৭৩৬. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : কিয়ামতের দিন চুক্তি ভঙ্গকারীর জন্য ঝাঞ্জা উত্তোলন করা হবে এবং বলা হবে, এ হলো অমুকের পুত্র অমুকের চুক্তিভঙ্গ। ৩৭

১০০-অনুচ্ছেদ : ‘আমার মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে’—এমন কথা না বলা।

৫৭৩৭- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبَيْتُ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسْتُ نَفْسِي .

* জাহিলী যুগে এসব পাত্রে মদ প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পান করা হতো।

৩৭. জাহিলী যুগে আরবে কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে হাঙ্কের মণ্ডসুমে বিশেষ পতাকা উত্তোলন করা হতো। উদ্দেশ্য মানুষ তাকে ভালো করে চিনুক, জানুক এবং তার থেকে হুঁশিয়ার থাকুক। একজন অন্যায়কারীকে ভালো করে পরিচিত করিয়ে দেয়ার এ ছিল আরবের একটি বিশেষ রীতি। কিয়ামতের দিন আব্দুল্লাহ তাআলাও বিদ্রোহীকে এভাবে সবার নিকট পরিচিত করে দিবেন।

৫৭৩৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কেউ এ রূপ বলবে না, আমার মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে। তবে (একান্তই যদি বলতে হয় তাহলে) বলবে, আমার মন-মানসিকতা খারাপ হয়ে গেছে।

৫৭৩৮. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কেউ এরূপ বলবে না, আমার মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে। তবে (বলতেই যদি হয় তাহলে) বলবে, আমার মন-মানসিকতা খারাপ হয়ে গেছে।

১০১-অনুচ্ছেদ : তোমরা কাল বা যুগকে গালি দিও না।

৫৭৩৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আল্লাহ তাআলা বলেন, বনী আদম কাল বা যুগকে গালি দিয়ে থাকে। অথচ আমিই হলাম যুগ। দিন এবং রাত আমারই কজায়।

৫৭৪০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আল্লাহ তাআলা বলেন, বনী আদম কাল বা যুগকে গালি দিয়ে থাকে। অথচ আমিই হলাম যুগ। দিন এবং রাত আমারই কজায়।

৫৭৪১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আল্লাহ তাআলা বলেন, বনী আদম কাল বা যুগকে গালি দিয়ে থাকে। অথচ আমিই হলাম যুগ। দিন এবং রাত আমারই কজায়।

৫৭৪২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আল্লাহ তাআলা বলেন, বনী আদম কাল বা যুগকে গালি দিয়ে থাকে। অথচ আমিই হলাম যুগ। দিন এবং রাত আমারই কজায়।

১০২-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর বাণী : 'করম' হলো ঈমানদারের কলব বা মন। তিনি বলেছেন, নিঃস্ব হলো সেই ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন (আমলের দিক দিয়ে) হবে নিঃস্ব। সত্যিকার বীর হলো সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ তাআলাই একমাত্র বাদশাহ। তিনি অন্য কারো মালিকানাই খারিজ করে দিয়েছেন। অতপর তিনি (দুনিয়ার) বাদশাহদের কথাও উল্লেখ করে বলেছেন :

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا - (النمل : ২৬)

“বাদশাহরা কোন জনপদে প্রবেশ করলে তাকে বিপর্যস্ত করে।” - (সূরা নমল : ৩৬)

৩৮. 'আল্লাহ তাআলা নিজেই যুগ'-এর অর্থ আল্লাহ তাআলা নিজেই কাল বা যুগ সৃষ্টি করেন, তিনিই এর মালিক। কালের আবর্তন-বিবর্তন সব তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। সূতরাং কাল বা যুগকে গালি দিলে তা আল্লাহ তাআলার উপরই গিয়ে পড়ে। এজন্য যুগকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। 'দিন-রাত তো আমারই কজায়' বলার অর্থ—দিন-রাতের আগমন-নির্গমনই কাল নিহিত। দিন-রাতের আগমন-নির্গমন আল্লাহ তাআলাই করে থাকেন। সূতরাং কালকে গালি দেয়া মানে আল্লাহকে গালি দেয়া।

৫৭৪১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ .

৫৭৪১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : লোকেরা (আঙ্গুরকে) 'করম' বলে। অথচ 'করম' হলো মুমিনের মন। ৩৯

১০৩-অনুচ্ছেদ : 'আমার আক্বা-আম্মা আপনার জন্য কুরবান হোক'—কাউকে একথা বলা। এ ব্যাপারে যুবাইর (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৫৭৪২- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُفَدِّي أَحَدًا غَيْرَ سَعْدِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اِرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي أَظُنُّهُ يَوْمَ أُحُدٍ .

৫৭৪২. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাদ (রা) ছাড়া আর কারো জন্য রসূলুল্লাহ (স)-কে একথা বলতে শুনি নি যে, তীর চালাও, আমার আক্বা-আম্মা তোমার জন্য কুরবান হোক। আমার ধারণা, তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন একথা বলেছেন।

১০৪-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ আমাকে তোমার জন্য কুরবান করুন বলা। আবু বাক্বর (রা) নবী (স)-কে বলেন, আমার আক্বা-আম্মা আপনার জন্য কুরবান হোক।

৫৭৪৩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَفِيَّةُ مُرَدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ أَحْسِبُ قَالَ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَآتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَالْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثُوبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَالْقَى ثُوبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَشَدَّ لَهَا عَلَى رَاحِلَتَيْهَا فَركَبَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ائْبُون تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ .

৩৯. আরববাসী জাহিলী যুগে আঙ্গুরের গাছকে এবং আঙ্গুরের রসে তৈরি মদকে 'করম' বলতো। কারণ, মদ তাদেরকে খুব শান্তি দান করতো। এজন্য মদকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। তাই মদ, মদের মূল উৎস আঙ্গুর এবং তারও উৎস আঙ্গুর গাছকে তারা 'করম' নামে ডাকতো। মদ যখন ইসলামে হারাম ঘোষণা হলো তখন এ সুন্দর নামে একটি হারাম জিনিসকে ডাকা রসূলুল্লাহ (স) পসন্দ করেননি।

৫৭৪৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ও আবু তালহা (রা) নবী (স)-এর সাথে মদীনাতে আসছিলেন। নবী (স)-এর সাথে তার সওয়ারীর পেছনে সাফিয়া (রা)-ও ছিলেন। পথে এক জায়গায় উটের পা পিছলে গেলে নবী (স) ও সাফিয়া (রা) পড়ে যান। আমার মনে হয় উট থেকে ঝাপিয়ে পড়ে আবু তালহা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর নবী ! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। আপনি কোনরূপ ব্যথা পেয়েছেন কি ? তিনি বলেন : না, তবে সাফিয়াকে একটু দেখ। সুতরাং আবু তালহা (রা) কাপড়ে মুখ ঢাকলেন এবং তারপর সাফিয়া (রা)-এর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর উপরও একখানা কাপড় টেনে দিলেন। তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অতপর তিনি নবী (স) এবং সাফিয়া (রা) উভয়ের জন্য হাওদা শক্ত করে বাঁধলেন। তাঁরা দু'জনই আরোহণ করলে সবাই রওয়ানা হলেন। তাঁরা মদীনার নিকটবর্তী হলে অথবা মদীনা দেখতে পেলে নবী (স) বলতে থাকলেন : “আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী এবং আমরা ইবাদাত ও আপন রবের প্রশংসাকারী।” মদীনাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি অবিরাম একথা বলতে থাকলেন।

১০৫-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার পসন্দনীয় নামসমূহ।

৫৭৪৪. عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَوَدِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لَا نُكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا كَرَامَةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ سَمَّيْنَاكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ .

৫৭৪৪. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান গ্রহণ করলে নিলে সে তার নাম রাখলো কাসেম। আমরা তাকে বললাম, আমরা তোমাকে আবুল কাসেম (কাসিমের পিতা) বলে ডাকবো না এবং এজন্য মর্যাদাবানও মনে করবো না। [কেননা, তা রসূল (স)-এর উপনাম]। সে নবী (স)-কে একথা জানালে তিনি বলেন : তোমার ছেলের নাম রাখো আবদুর রহমান।

১০৬-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর বাণী : আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার উপনামে কাউকে ডেকো না। আনাস (রা) নবী (স) থেকে একথা বর্ণনা করেছেন।

৫৭৪৫. عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَوَدِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لَا نُكْنِيهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُبُوا بِكُنْيَتِي .

৫৭৪৫. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে তার নাম রাখলো কাসেম। সাহাবীগণ বললেন, আমরা নবী (স)-কে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত তাকে আবুল কাসেম (কাসিমের পিতা ডাকনামে) ডাকবো না। জিজ্ঞেস করলে নবী (স) বলেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার উপনামে কাউকে ডেকো না।

৫৭৪৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُبُوا بِكُنْيَتِي .

৫৭৪৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। আবুল কাসেম (স) বলেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার ডাকনামে কাউকে ডেকো না।

৫৭৪৭. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَوَدَّ لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لَأَنْتَ بَابِي الْقَاسِمِ وَلَا تَنْعَمَ عَيْنًا فَآتَى النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَسْمَ ابْنِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ .

৫৭৪৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্ম করলে সে তার নাম রাখলো কাসেম। তখন সবাই বললো, আমরা তোমাকে আবুল কাসেম নামে ডাকবো না এবং এ নামে তোমাকে ডেকে সম্বোধন করবো না। সুতরাং সে নবী (স)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সেকথা বললো। নবী (স) বললেন : তুমি তোমার ছেলের নাম আবদুর রহমান রাখো।

১০৭-অনুচ্ছেদ : 'হায়ন' জাতীয় নাম রাখা।

৫৭৪৮. عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ حَزْنٌ قَالَ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ .

৫৭৪৮. ইবনুল মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা নবী (স)-এর কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার নাম কি ? তিনি বললেন, (আমার নাম) 'হায়ন' (কঠিন ও কঠোর)। নবী (স) বলেন : তোমার নাম 'সাহল' (নরম ও কোমল)। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন তা আমি বদলাতে চাই না। ইবনুল মুসাইয়াব বলেন, তখন থেকে এ নামের প্রভাবে আমাদের বংশে সর্বদা কঠোরতা বিদ্যমান রয়েছে।

৫৭৪৯. عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهَذَا .

৫৭৪৯. সাযীদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) তাঁর আক্বা মুসাইয়াব থেকে, তিনি সাযীদের দাদা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১০৮-অনুচ্ছেদ : সুন্দর নামে নাম পরিবর্তন করা।

৫৭৫০. عَنْ سَهْلِ قَالَ قَالَ أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخْذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِشَى بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتَمَلَ مِنْ فَخْذِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ آيْنَ الصَّبِيُّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قَلْبِنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلَانٌ قَالَ وَلَكِنْ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرُ .

৫৭৫০. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুনযির ইবনে আবী উসাইদ জন্মগ্রহণ করলে তাকে নবী (স)-এর খেদমতে আনা হলো। তিনি তাকে তাঁর উরুর উপর রাখলেন।

আবু উসাইদ (রা) তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। নবী (স) তাঁর সামনের কোন একটি জিনিসে মনযোগী হয়ে রইলেন। তখন আবু উসাইদ (রা) তার পুত্রকে নবী (স)-এর উরু থেকে উঠিয়ে নিতে বললে তাকে উঠিয়ে নেয়া হলো। উক্ত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ শেষ হলে নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন : বাচ্চাটি কোথায় ? আবু উসাইদ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন : তার নাম কি ? তিনি বললেন : অমুক। নবী (স) বললেন : না, বরং তার নাম মুনযির। ঐ দিন থেকে তার নাম হলো মুনযির।

৫৭৫১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَتْ إِسْمَهَا بَرَّةَ فَقِيلَ تَزْكِي نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ .

৫৭৫১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। যয়নব (রা)-এর মূল নাম ছিল বাররাহ (গুনাহ থেকে পাক-পবিত্র)। বলা হলো, এ নাম দ্বারা তিনি নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করেছেন। তখন রসূলুল্লাহ (স) তার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন যয়নব।

৫৭৫২- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنَا أَنَّ جَدَّهُ حَزَنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اسْمِي حَزْنٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا أَنَا بِمُغَيِّرِ اسْمًا سَمَانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ فِيْنَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ .

৫৭৫২. সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) বর্ণনা করেন, তাঁর দাদা হায়ন (রা) নবী (স)-এর খেদমতে হাজির হলে নবী (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার নাম কি ? তিনি বললেন, আমার নাম হায়ন। নবী (স) বললেন : বরং তোমার নাম সাহল। হায়ন (রা) বললেন, আমার আকা আমার যে নাম রেখেছেন আমি তা বদলাতে চাই না। ইবনে মুসাইয়াব (র) বলেন, তখন থেকে আমাদের বংশে সর্বদা কঠোরতা বিদ্যমান রয়েছে।^{৪০}

১০৯-অনুচ্ছেদ : নবীদের নামে নাম রাখা। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর পুত্র ইবরাহীমকে চুমু দিয়েছেন।

৫৭৫৩- عَنْ إِسْمَاعِيلَ قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَاتَ صَغِيرًا وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لِأَنِّي بَعْدَهُ .

৫৭৫৩. ইসমাইল (র) বর্ণনা করেন, আমি ইবনে আবী আওফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী (স)-এর পুত্র ইবরাহীমকে দেখেছেন ? তিনি বলেন, তিনি তো ছোটকালেই মৃত্যুবরণ করেছেন। যদি আল্লাহর মর্জি হতো যে, মুহাম্মাদ (স)-এর পরেও কেউ নবী হবেন, তবে নবী (স)-এর পুত্র ইবরাহীম বেঁচে থাকতেন। কিন্তু (এটা চূড়ান্ত যে) তাঁর পরে আর কোন নবী নেই।

৪০. এখানে নবী করীম (স)-এর নাম পরিবর্তনের কথাটি কোন নির্দেশ ছিল না, ছিল প্রস্তাব। যদি নির্দেশ হতো, একজন সাহাবী হয়ে হযরত হায়ন (রা)-এর পক্ষে তা অমান্য করা অসম্ভব ছিল।

৫৭৫৪. عَنْ الْبِرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ اِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ .

৫৭৫৪. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর পুত্র ইবর-হীম মারা গেলে তিনি বলেন : বেহেশতে তার জন্য একজন ধাত্রী থাকবে।

৫৭৫৫. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي فَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ .

৫৭৫৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার ডাকনামে নাম রেখো না। কেননা, আমি কাসেম (বন্টনকারী)। আমিই তোমাদের মাঝে (আল্লাহর দেয়া নিয়ামত) বন্টন করে থাকি।

৫৭৫৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي وَمَنْ رَأَنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَنِي فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ صُوْرَتِي وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৫৭৫৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখো। কিন্তু আমার ডাকনামে নাম রেখো না। আর যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো, সে আমাকেই দেখলো। কেননা, শয়তান কখনো আমার রূপ ধারণ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নেয়। ৪১

৫৭৫৭. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَاتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ اِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ وَدَفَعَهُ اِلَيَّ وَكَانَ اَكْبَرُ وُلْدِ أَبِي مُوسَى .

৫৭৫৭. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে নিয়ে নবী (স)-এর কাছে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম। অতপর তিনি খেজুর চেয়ে নিয়ে তা চিবিয়ে তার-মুখে দিলেন এবং তার জন্য কল্যাণ ও বরকতের দোয়া করলেন, অতপর তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। সে ছিল আবু মূসা (রা)-এর বড় সন্তান।

৫৭৫৮. عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيمُ رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪১. অর্থাৎ শয়তান যদি আমার রূপ ধারণ করতে পারতো, তাহলে আমার রূপ ধরে স্বপ্নে মানুষকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হতো।

৫৭৫৮. মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন নবী (স)-এর পুত্র ইবরাহীম ইনতিকাল করে সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়।^{৪২} আবু বাক্‌রা (রা)-ও এ হাদীস নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১১০-অনুচ্ছেদ : আল-ওয়ালীদ নাম রাখা।

৫৭৫৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَالِدِ بْنِ الْوَالِدِ وَسَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَيْبَعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَكَّةَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ.

৫৭৫৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন নবী (স)] রুকু থেকে যখন মাথা তুলে দোয়া করলেন : “হে আল্লাহ ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ, সালামা ইবনে হিশাম, আইয়াশ ইবনে আবী রবীআ এবং মক্কার দুর্বল মুসলমানদের মুক্তি দাও। হে আল্লাহ ! মুদার গোত্রকে কঠোর হাতে পাকড়াও করো এবং তাদের উপর ইউসুফ (আ)-এর সময়কার চরম দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষ নাযিল করো।”^{৪৩}

১১১-অনুচ্ছেদ : বন্ধু ও সংগী-সাথীর নাম সংক্ষেপ করে সম্বোধন করা। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে ‘আবু হিরর’ বলে সম্বোধন করেছেন।

৫৭৬০. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشُ هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَتْ وَهُوَ يَرَى مَا لَا تَرَى

৫৭৬০. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে ডেকে বললেন, হে আয়েশ! এখানে জিবরাঈল (আ) আছেন, তিনি তোমাকে সালাম বলেছেন। আমি বললাম, ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা যা দেখি না, নবী (স) তা দেখেন।

৫৭৬১. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتْ اُمُّ سَلِيْمٍ فِي التَّقْلِ وَاَنْجَشَةَ غُلَامُ النَّبِيِّ ﷺ يَسُوْقُ بِهِنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَنْجَشَ رُوَيْدَكَ سَوَّقَكَ بِالْقَوَارِيرِ .

৪২. ইবরাহীমের ইনতিকালের সাথে সূর্যগ্রহণের সম্পর্ক নেই।

৪৩. ওলীদ ইবনে ওলীদ (রা) ছিলেন হযরত খালিদ ইবনে ওলীদের ভাই ; সালামা ইবনে হিশাম (রা) এবং আইয়াশ (রা) ছিলেন আবু জাহেলের যথাক্রমে বাপের দিকের ও মায়ের দিকের ভাই। এরা তিনজনই ইসলাম কবুল করেছিলেন। এদেরকে হিজরত করতে দেয়া হয়নি। কাফেররা তাদেরকে বন্দী করে রেখেছিল। এছাড়া আরও অনেক গরীব দুর্বল মুসলমান হিজরত করতে পারছিলেন না। তারা মক্কায় নির্ধারিত হাজিরত। তাদের সবার জন্য নবী (স) মুক্তির দোয়া করলেন এবং যালিমদের চরম দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন করার জন্য আল্লাহর দরবারে আবেদন জানালেন। হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময় মিসরে একনাগাড়ে সাত বছর চরম দুর্ভিক্ষ চলছিল। এটা ইতিহাসখ্যাত দুর্ভিক্ষ ছিল। অবশ্য হযরত ইউসুফ (আ)-এর বিচক্ষণতায় ও আল্লাহর মেহেরবানীতে লোকেরা ঐ দুর্ভিক্ষের কষ্ট পায়নি। তাই যালিম মুদার গোত্রের লোকদের অনুরূপ একটি দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন করার জন্য নবী (স) দোয়া করলেন।

৫৭৬১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলাইম (রা) সফরে সাজ-সরঞ্জাম সংরক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। নবী (স)-এর খাদেম আনজাশা মহিলাদের সওয়ারী উটগুলো হাঁকিয়ে নিচ্ছিলেন। নবী (স) বললেন : হে আনজাশা ! এ কাচগুলোকে একটু ধীরে-সুস্থে নিয়ে চল।^{৪৪}

১১২-অনুচ্ছেদ : জন্মের পূর্বেই শিশুর ডাকনাম স্থির করা।

৫৭৬২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسَبُهُ فَطِيمٌ وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّفِيرُ نَفَرُ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرِيمًا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْصَحُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا .

৫৭৬২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ছিলেন। আমার এক ভাই ছিল। তাকে আবু উমাইর নামে ডাকা হতো। রাবী বলেন, আমার ধারণা তখন সবমাত্র তার দুধপান বন্ধ করা হয়েছিল। যখনই তিনি আসতেন তখনই তাকে নবী (স) বলতেন, হে আবু উমাইর ! তোমার নুগাইরের^{৪৪ক} কি হলো ! নুগাইর পাখিকে নিয়ে সে খেলতো। অনেক সময় তিনি আমাদের ঘরে থাকতে নামাযের সময় হয়ে গেলে যে বিছানায় তিনি বসতেন, সেটি পেতে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। অতএব তা ঝাড়ামোছা করে পেতে দেয়া হলে তিনি নামায পড়ার জন্য দাঁড়াতেন। আমরাও তাঁর পেছনে দাঁড়াইতাম এবং তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়াতেন।

১১৩-অনুচ্ছেদ : অন্য ডাকনাম থাকা সত্ত্বেও ‘আবু তুরাব’ ডাকনাম রাখা।

৫৭৬৩. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاءٍ عَلَيَّ إِلَيْهِ لِأَبُو تَرَابٍ وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا وَمَا سَمَاهُ أَبُو تَرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ غَاظِبٌ يَوْمًا فَاطِمَةَ فَخَرَجَ فَاضْطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّبِعُهُ (يَتَّبِعُهُ) فَقَالَ هُوَذَا مُضْطَجِعٌ فِي الْجِدَارِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَامْتَلَأَ ظَهْرَهُ تُرَابًا فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ اجْلِسْ يَا أَبَا تَرَابٍ .

৫৭৬৩. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-এর নিকট তাঁর নামগুলোর মধ্যে ‘আবু তুরাব’ নামটি ছিল সর্বাধিক প্রিয় এবং তাকে এ নামে ডাকা হলে তিনি বিশেষ আনন্দিত হতেন। আবু তুরাব নাম তাঁকে নবী (স)-ই দিয়েছিলেন। একদিন তিনি ফাতিমা (রা)-র উপর রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে এস মসজিদে গিয়ে দেয়াল

৪৪. কাচগুলো দ্বারা নারীদের বুঝানো হয়েছে। তাই নারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে উট হাঁকানোর কথা বলা হয়েছে।

৪৪ক. নুগাইর এক প্রকার ছোট পাখী।

যেঁষে শুয়ে পড়েন। তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে নবী (স) সেখানে আসলে একজন বলে যে, তিনি দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে আছেন। নবী (স) তাঁর কাছে যান। আলী (রা)-এর পিঠে ধূলাবালি লেগে ছিল। নবী (স) তাঁর পিঠের ধূলাবালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন : হে আবু তুরাব ! উঠে বস।

১১৪-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে অপসন্দনীয় নাম।

৫৭৬৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْنَعُ (أَخْنَعُ) الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاقِ .

৫৭৬৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট সেই ব্যক্তির নাম সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে পরিগণিত হবে যার নাম হবে মালেকাল আমলাক (রাজাধিরাজ)।

৫৭৬৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةٌ قَالَ أَخْنَعُ اسْمٌ عِنْدَ اللَّهِ وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَخْنَعُ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تُسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاقِ قَالَ سُفْيَانُ يَقُولُ غَيْرُهُ تَفْسِيرُهُ شَاهَانُ شَاهٍ .

৫৭৬৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক নিকৃষ্ট নাম, সুফিয়ান (র) একাধিকবার বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তির নাম যে দুনিয়ায় 'রাজাধিরাজ' নাম ধারণ করে। সুফিয়ান (র) বলেন, অন্যেরা এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর মানে 'শাহানশাহ'।^{৪৫}

১১৫-অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের ডাকনাম বা উপনাম রাখা। মিসওয়াল (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, “তবে ইবনে আবু তালিব যদি চায়।”

৫৭৬৬- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيئَةٌ وَأُسَامَةُ وَرَأَاهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَسَارًا حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بِنِ اسْمٍ سَلُولٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَادَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِي الْمُسْلِمِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتْ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ ابْنُ أَبِي أَنْفَةَ بَرْدَانَهُ وَقَالَ لِاتَّغَيَّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ

৪৫. আল্লাহ তাআলাই হলেন সকল বাদশার বাদশাহ ও রাজাধিরাজ এবং তিনিই একমাত্র এ নামের যোগ্য। কিন্তু যেসব দাষ্টিক শাসক অনুরূপ অর্থ জ্ঞাপক যে কোন নাম ধারণ করে সে নিশ্চয়ই অহংকারী, স্বৈরাচারী। আল্লাহ তাআলার কোপানলের পাত্র, তা যে কোন ভাষায় হোক না কেন।

بِنِ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي
 مَجَالِسِنَا فَمَنْ جَاءَكَ فَأَقْصِصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ
 فَأَغَشْنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نَحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ
 حَتَّى كَانُوا يَتَنَازَرُونَ فَلَمَّ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا ثُمَّ رَكِبَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَابَّتُهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ أَيُّ سَعْدٍ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حَبَابٍ يُرِيدُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ أَبِي قَالَ كَذَا وَكَذَا
 قَالَ فَقَالَ سَعْدُ ابْنُ عُبَادَةَ أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ اعْفُ عَنْهُ وَأَصْفَحْ فَوَالَّذِي
 أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ وَلَقَدْ اضْطَلَحَ أَهْلُ
 هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يَتَوَجَّوهُ وَيَعْصِبُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ
 الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَفَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ
 وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْإِذْيِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلِتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 الْآيَةَ وَقَالَ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَفَنَّا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَأَوَّلُ فِي الْعَفْوِ عَنْهُمْ
 مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ حَتَّىٰ أَذِنَ لَهُ فِيهِمْ فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدْرًا فَقَتَلَ اللَّهُ
 بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ فَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ
 مَنْصُورِينَ غَانِمِينَ مَعَهُمْ أُسَارَىٰ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ قَالَ ابْنُ أَبِي
 بِنِ سَلُولٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَبْدَةَ الْأَوْثَانَ هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايَعُوا رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاسْلَمُوا.

৫৭৬৬. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) একটি গাধার পিঠে
 সওয়ার হয়ে রোগশয্যায় শায়িত সাদ ইবনে উবাদাকে দেখার জন্য বনী হারেস ইবনে
 খায়রাজ গোত্রে যাচ্ছিলেন। গাধার পিঠে পাতা ছিল ফাদাকে তৈরী মখমলের একখানা
 চাদর এবং তাঁর পেছনে বসেছিল উসামা ইবনে যায়েদ। এটা বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা।
 পথ চলতে চলতে তিনি একটি সমাবেশস্থলে উপনীত হলেন যেখানে আবদুল্লাহ ইবনে
 উবাই ইবনে সালুল উপস্থিত ছিল। এটি ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর ইসলাম গ্রহণের
 আগের ঘটনা। সেটা ছিল মুসলমান, মুশরিক, ইহুদী ও মূর্তিপূজকের সম্মিলিত সমাবেশ।
 উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-ও ছিলেন। সওয়ারী জন্তুর

(খুরের আঘাতে) উখিত ধূলাবালি সমাবেশের লোকদের উপর ছেয়ে গেলে ইবনে উবাই চাদর দিয়ে তার নাক ঢাকলো এবং বললো, আমাদের উপর ধূলাবালি উড়িয়ে না। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে সালাম দিলেন এবং সওয়ারী জানোয়ার খামিয়ে ওখানে নেমে পড়লেন, অতপর তাদেরকে আল্লাহর দীনের দিকে দাওয়াত দিলেন এবং কুরআন পড়ে শুনালেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল রসূল (স)-কে বললো, আরে মিয়া ! তুমি যা বলছো তা যদি সত্য হয়, তাহলে তার চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। তবে আমাদের সমাবেশে ঐ কথা শুনিয়া আমাদেরকে কষ্ট দিও না, তোমার কাছে যে যাবে তাকে বর্ণনা করে শুনাবে। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! অবশ্যই আপনি আমাদের সমাবেশসমূহেও তা বর্ণনা করুন। আমরা তা পসন্দ করি। এতে মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদীরা পরস্পর গালমন্দ করা শুরু করলো, এমনকি তাদের মধ্যে মারামারি লেগে যাওয়ার উপক্রম হল। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে খামাতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা থামলো। তখন রসূলুল্লাহ (স) তার সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে পথ চলতে শুরু করলেন এবং সাদ ইবনে উবাদার কাছে গিয়ে পৌছলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : হে স'দ ! আবু হুবাব যা বলেছে, তুমি কি তা শোননি ? সে এসব কথা বলেছে। আবু হুবাব বলে নবী (স) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বুঝিয়েছেন। সাদ ইবনে উবাদা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনার জন্য আমার পিতা কুরবান হোক ! তাকে মাফ করে দিন। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছেন ! তিনি এমন এক সময় আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন যখন এই জগতের অধিবাসীরা তাকে রাজমুকুট পরাতে এবং দেশের রাজা বানাতে প্রস্তুত। কিন্তু আল্লাহ আপনাকে যে সত্য দান করেছেন এবং তার মাধ্যমে যখন ওই সিদ্ধান্ত রদ করে দিলেন, তখন থেকেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। সুতরাং এ কারণেই সে আপনার সাথে এরূপ আচরণ করেছে, যা আপনি দেখতে পেয়েছেন। অতপর রসূলুল্লাহ (স) তাকে মাফ করে দিলেন। বস্তৃত রসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবাগণ মুশরিক ও আহলে কিতাবদেরকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী মাফ করতেন এবং নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ করতেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন : “যাদেরকে তোমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা শিরক করেছে, তাদের কাছ থেকে তোমাদেরকে অবশ্যই অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে হবে। যদি তোমরা সবার করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে নিশ্চয় এটা হবে কার্যক্ষেত্রে সংকল্পের দৃঢ়তা।”

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন : “আহলে কিতাবদের মধ্যে অনেকেই এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে, ঈমান আনার পর যদি তোমাদেরকে তারা আবার কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিতে পারতো ! এ কেবল নিজেদের হিংসামূলক মনোভাবের কারণেই, যদিও আসল সত্য তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে গেছে। অতপর তোমরা মাফ করো এবং ক্ষমার পথ অবলম্বন করো, যে পর্যন্ত না আল্লাহ (এ ব্যাপারে) চূড়ান্ত নির্দেশ দেন।” তাই আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক রসূলুল্লাহ (স) বরাবর তাদেরকে মাফ করতে থাকেন। অবশেষে নবী (স)-কে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম দেয়া হলো। রসূলুল্লাহ (স) বদরের ময়দানে যুদ্ধ করলেন। আল্লাহ তাআলা এ যুদ্ধের মাধ্যমে অনেক বড় বড় কাফের এবং কুরাইশ নেতাদেরকে হত্যা করালেন। রসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবাগণ সফলকাম হয়ে গনীমাতের বিপুল মাল-সম্ভার সহকারে ফিরে আসলেন। তাঁদের সাথে অনেক বড় বড় কাফের এবং কুরাইশ নেতাও বন্দী হয়ে আসলে ইবনে উবাই ইবনে সালুল ও তার মূর্তি পূজারী মুশরিক

সঙ্গী-সাথীরা বললো, এ ব্যাপারে ইসলাম তো বিজয়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। অতএব, রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে সবাই ইসলামের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করো। অবশেষে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করলো।

৫৭৬৭- عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعَتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضِبُ لَكَ قَالَ نَعَمْ هُوَ فِي ضَحَضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْ لَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .

৫৭৬৭. আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আবু তালিবের কোন উপকার করতে পেরেছেন? তিনি আপনাকে রক্ষা করতেন এবং আপনার খাতিরে অন্যদের উপর ত্রুঙ্ক হতেন। তিনি বলেন : হাঁ, তিনি জাহান্নামের উপরের অংশে আছেন। আমার জন্য না হলে তিনি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন। ৪৬

১১৬-অনুচ্ছেদ : পরোক্ষ বচন মিথ্যা এড়িয়ে চলার নিরাপদ উপায়। ইসহাক (র) বলেন, আমি আনাস (রা) থেকে শুনেছি যে, আবু তালহা (রা)-এর এক পুত্র মারা গেল, আবু তালহা (রা) (বাড়ি এসে স্ত্রীকে) জিজ্ঞেস করলেন, ছেলে কেমন আছে! উম্মে সুলাইম (রা) জবাব দিলেন, তার প্রাণ শান্তি লাভ করেছে এবং আমি আশা করি সে আরামে আছে। আবু তালহা (রা) মনে করলেন যে, তাঁর স্ত্রী ঠিকই বলছে।

৫৭৬৮- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَحَدَّاهُ الْحَادِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ارفُقْ يَا أَنْجِشَةَ وَيْحَكَ بِالْقَوَارِيرِ .

৫৭৬৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এক সফরে ছিলেন (সাথে মহিলাও ছিল)। [রসূল (স)-এর গোলাম] আনজাশা উট চালনার গান (হুদী) গেয়ে উট হাঁকিয়ে নিচ্ছে দেখে তিনি বলেন : হে আনজাশা! আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন! কাচপাত্র বহনকারী বাহনগুলোকে ধীরে ধীরে পরিচালনা কর।

৫৭৬৯- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجِشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ رُوَيْدَكَ يَا أَنْجِشَةُ سَوِّقْ بِالْقَوَارِيرِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ يَغْنِي النَّسَاءَ .

৫৭৬৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক সফরে ছিলেন। তাঁর একটি গোলাম ছিল। সে 'হুদী' গেয়ে উটগুলো হাঁকিয়ে নিচ্ছিল। নবী (স) তাকে বলেন : হে আনজাশা!

৪৬. জাহান্নামে আবু তালিবের এ শাস্তি হ্রাস রসূল (স)-এর চাচা হওয়ার কারণে নয়, বরং ইসলাম ও ইসলামের নবীর সাহায্য-সহযোগিতা করার কারণে। তার মতো ইসলাম কবুল না করেও যারা ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতা ও সৎকাজ করবে, তাদেরও পরকালে আযাব কিছুটা হ্রাস পাবে।

এই কাচপাত্রের বাহন সওয়ারীগুলোকে একটু ধীরে ধীরে হাঁকিয়ে নাও। আবু কিলাবা (র) বলেন, 'কাচ' দ্বারা নবী (স) মেয়েদেরকে বুঝিয়েছেন।

৫৭৭০. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَادٍ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ لَا تُكْسِرِ الْقَوَارِيرَ فَقَالَ قَتَادَةُ يَغْنَى صَعْفَةَ النِّسَاءِ .

৫৭৭০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনজাশা নামক নবী (স)-এর একজন 'হুদী' গায়ক ক্রীতদাস ছিল। তার কণ্ঠস্বর ছিল খুবই সুন্দর। (সে হুদী গেয়ে তার তালে তালে স্ত্রীলোকদের বহনকারী উটগুলোকে দ্রুত হাঁকিয়ে নিলে) নবী (স) তাকে বলেন : ধীরে চল হে আনজাশা ! কাচগুলোকে ভেঙ্গে ফেল না। কাতাদা (র) বলেন, কাচগুলো দ্বারা নবী (স) মহিলাদেরকে বুঝিয়েছেন।

৫৭৭১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَرْعٌ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ وَجَدْنَاهُ لَبْحَرًا .

৫৭৭১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক রাতে একটি অজ্ঞাত শব্দের কারণে) মদীনায় ভীতি ছড়িয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহা (রা)-এর ঘোড়ায় আরোহণ করলেন এবং ফিরে এসে বললেন : আমি কিছুই দেখতে পেলাম না, তবে ঘোড়াটিকে খুব দ্রুতগতি পেলাম।

১১৭-অনুচ্ছেদ : কারো কোন কিছু সম্পর্কে বলা যে, 'ও কিছু না' এবং এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য একথা বুঝানো যে, তা অবাস্তব। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) দু'টি কবর সম্পর্কে বলেছেন : এ দু'জন কবরবাসীর শাস্তি হচ্ছে। তাদেরকে কোন বড় গোনাহের কারণে আযাব দেয়া হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু তা অবশ্যই বড়।

৫৭৭২. عَنْ عَائِشَةَ سَأَلَ أَنَسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسُوا بِشَيْءٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَخْطِفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقْرُهَا فِي أُنْزِنَ وَإِلَيْهِ قَرَأَ الدَّجَاجَةَ فَيَخْلُطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذِبَةٍ .

৫৭৭২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ (স)-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : তারা কিছুই না। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! কোন কোন সময় তারা এমন কথা বলে যা ঠিক হয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : সেটা সত্য কথা থেকে এসে থাকে। (আসমানে এ সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকে) জিনেরা তা হঠাৎ লুফে নেয় এবং তা নিজের বন্ধুর (গণকের) কানে মুরগীর আওয়াজ করে পৌঁছিয়ে দেয়। অতপর সেই গণক তার সাথে শতটা মিথ্যা যুক্ত করে।

১১৮-অনুচ্ছেদ : আসমানের দিকে চোখ তুলে দেখা। আল্লাহ তাআলার বাণী :

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيَاتِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝ (النشئة : ১০-১৬)

“তারা কি উটের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে? আর আসমানের দিকে (কি চোখ তুলে তাকায় না) কিরূপে তা অতি উচ্চে স্থাপন করা হয়েছে?” আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আসমানের দিকে মাথা তুললেন।

৫৭৭৩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي الْوَحْيُ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصْرِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَ نَبِيَّ بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

৫৭৭৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন : অতপর আমার কাছে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। একদিন আমি পথ চলছিলাম, এমন সময় আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনলাম। আমি আকাশপানে চোখ তুলে তাকালে সেই ফেরেশতাকে দেখতে পেলাম, যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন। তিনি আসমান-যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীতে বসেছিলেন।

৫৭৭৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهَا فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ) .

৫৭৭৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মায়মূনার (রা) ঘরে রাত যাপন করি। নবী (স)-ও তখন তার কাছে ছিলেন। যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ কিংবা তার কিছু কম-বেশী) বাকী রইল তখন নবী (স) উঠে আসমানের দিকে তাকালেন এবং এ আয়াত পড়লেন : “নিশ্চয় আসমান-যমীনের সৃজনে এবং দিবা-রাত্রির আবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।”

১১৯-অনুচ্ছেদ : লাঠি দ্বারা পানি ও মাটিতে আঘাত করা।

৫৭৭৫- عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطٍ مِّنْ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ وَفِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ عُوْدٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ (فِي) الْمَاءِ وَالطِّينِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ وَيَشْرِهِ بِالْجَنَّةِ فَذَهَبَتْ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ فَفَتَحَتْ لَهُ وَيَشْرَتْهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرَ فَقَالَ افْتَحْ لَهُ وَيَشْرِهِ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا عُمَرُ فَفَتَحَتْ لَهُ وَيَشْرَتْهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ افْتَحْ لَهُ

وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ أَوْ تَكُونُ فَذَهَبَتْ فَأَذًا عُمَانُ فَفَتَحَتْ لَهُ
وَبَشِّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالذِّئْبِ قَالَ قَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .

৫৭৭৫. আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মদীনার কোন এক বাগানে নবী (স)-এর সাথে ছিলেন। নবী (স)-এর হাতে একটি মাঠি ছিল। এটি দ্বারা তিনি পানি ও কাদায় আঘাত করছিলেন। এমন সময় একজন লোক আসলো এবং দরজা খুলতে বললে নবী (স) বলেন : দরজা খুলে দাও এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করো। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, আবু বাকর (রা) দাঁড়িয়ে। আমি দরজা খুলে দিলাম এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করলাম। পুনরায় আরেক ব্যক্তি দরজা খুলতে বললে নবী (স) বললেন : দরজা খুলে দাও এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করো। আমি দরজা খুলতে গিয়ে দেখলাম, তিনি উমার (রা)। আমি দরজা খুলে দিলাম এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিলাম। আবার আরেক ব্যক্তি এসে দরজা খুলতে বললেন, নবী (স) হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি উঠে বসলেন এবং বললেন : দরজা খুলে দাও এবং তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করো। তবে (পৃথিবীতে) কিছু বিপদাপদের সম্মুখীন তাকে হতে হবে। আমি দরজা খুলে দিতে গিয়ে দেখলাম তিনি উসমান (রা)। আমি দরজা খুলে দিলাম এবং তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করলাম। এবং সেই মসিবতের কথাও জানিয়ে দিলাম যা নবী (স) বলেছিলেন। শুনে তিনি বললেন, (এ সংকটে) আল্লাহ তাআলা সাহায্যকারী। ৪৭

১২০-অনুচ্ছেদ : হাতে কিছু নিয়ে তার সাহায্যে মাটি খোঁচানো।

৫৭৭৬. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ الْأَرْضَ
بِعُودٍ فَقَالَ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ فُرِعَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالُوا
أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ ااعْمَلُوا فِكُلُّ مُيسِرٌ فَمَا مَنَ اعطى وَاتَّقَى الْآيَةَ .

৫৭৭৬. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক জানাযায় নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি একটি কাঠ দ্বারা মাটিতে খোঁচাতে লাগলেন, অতপর বললেন : তোমাদের প্রত্যেকের ঠিকানা জান্নাত ও জাহান্নাম চূড়ান্তভাবে লিখিত হয়ে গেছে। সাহাবীগণ আরজ করলেন, তবে আমরা সেই লেখার উপর কেন নির্ভর করে থাকব না ? তিনি বলেন : তোমরা কাজ করে যাও। কেননা, প্রত্যেকের জন্য তার সেই কাজই সহজতর (বেহেতশী হলে নেক কাজ এবং জাহান্নামী হলে বদ্ কাজ)। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন : “আর যে দান করলো এবং তাকওয়া অলম্বন করলো -----।”

১২১-অনুচ্ছেদ : বিশ্বয়কালে তাকবীর ও তাসবীহ পড়া। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উমার (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন ? তিনি বলেন : না। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্ আকবার !

৫৭৭৭- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجْرِ يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلِّيَنَّ رَبُّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةً فِي الْآخِرَةِ .

৫৭৭৭. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে নবী (স) ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন : সুবহানাল্লাহ ! কত রহমতের ভাণ্ডার এবং কত যে ফিতনা নাযিল করা হয়েছে। “নামায পড়ার জন্য এসব হুজরার ঘুমন্ত মহিলাদের জাগিয়ে দিবে।” একথা দ্বারা তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকেই বুঝিয়েছেন। দুনিয়ায় কাপড় পরিহিতা অনেক নারীই আখেরাতে হবে বিবস্ত্র।

৫৭৭৮- عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رِسَالِكُمَا إِنَّمَاهِي صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيٍّ قَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا .

৫৭৭৮. নবী (স)-এর স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) রমযানের শেষ দশ দিনে মসজিদে ইতিকাফরত থাকাবস্থায় তিনি একদিন তাঁর সাথে দেখা করতে গেলেন। সাফিয়া (রা) নবী (স)-এর সাথে কিছু সময় কথাবার্তা বললেন এবং তারপর চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নবী (স)-ও তাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য উঠলেন। সাফিয়া (রা) নবী (স)-এর স্ত্রী উম্মে সালামার বাসস্থান সংলগ্ন মসজিদের দরজায় পৌঁছলে দু'জন আনসার তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তারা দু'জনই রসূলুল্লাহ (স)-কে সালাম দিলেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে গেলে তখন রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে ডেকে বললেন : একটু অপেক্ষা করো। (আমার সাথের) মহিলা সাফিয়া বিনতে হুয়াই। (একথা শুনে) তাঁরা বলে উঠলো, সুবহানাল্লাহ ! হে আল্লাহর রসূল! তাঁর কথায় তাদের দু'জনের মনেই এটা রেখাপাত করলো। নবী (স) বলেন : শয়তান বনী আদমের শিরা-উপশিরায় রক্তের মতো চলাচল করে। তাই আমি আশঙ্কা বোধ করলাম, শয়তান হয়ত তোমাদের মনে কোনরূপ সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে।

১২২-অনুচ্ছেদ : অযথা পাথর বা টিল ছোঁড়া নিষেধ ।

৫৭৭৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الصَّيْدَ وَلَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَأَنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ .

৫৭৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল আল মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেছেন : নবী (স) অযথা টিল ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : তা কোন শিকার বধ করে না, কিংবা শত্রুকেও আঘাত করে না । তবে চোখ ফুঁড়ে এবং দাঁত ভেঙ্গে দিতে পারে ।

১২৩-অনুচ্ছেদ : হাঁচিদাতা ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলবে ।

৫৭৮০. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ هَذَا حَمْدُ اللَّهِ وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ .

৫৭৮০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে দুই ব্যক্তি হাঁচি দল । তিনি তাদের একজনের হাঁচির জবাবে ‘ইয়ারহামবকাল্লাহ’ (আল্লাহ তোমায় রহম করুন) বললেন, কিন্তু অপরজনের বেলায় তা বললেন না । তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : এ ব্যক্তি ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলেছে, কিন্তু সে ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলেনি ।

১২৪-অনুচ্ছেদ : হাঁচিদাতা ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বললে তার জবাবে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলা ।

৫৭৮১. عَنْ الْبِرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرْنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَرَدِّ السَّلَامِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَأَبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ عَنْ خَاتِمِ الذُّهَبِ أَوْ قَالَ حَلَقَةِ الذُّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذِّيْبَاجِ وَالسُّنْدُسِ وَالْمِيَاثِرِ .

৫৭৮১. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী (স) আমাদেরকে সাতটি কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন । তিনি আমাদের আদেশ দিয়েছেন : রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযায় যোগদান করতে, হাঁচি দাতার হাঁচির জবাব দিতে, দাওয়াতদাতার দাওয়াত গ্রহণ করতে, সালামের জবাব দিতে এবং মজলুমকে সাহায্য করতে । তিনি যে সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন : সোনার আংটি কিংবা বলেছেন স্বর্ণের বালা বা মল পরতে, রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে, ‘দীবাজ’ বা রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং ‘সুন্দুস’ বা খিযাব ও ‘মাইয়াসির’ ব্যবহার করতে ।

১২৫-অনুচ্ছেদ : হাঁচি দেয়া পসন্দনীয় এবং হাই তোলা নিন্দনীয় ।

৫৭৮২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّنَائُبَ .

فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ وَأَمَّا التَّنَابُؤُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيُرِدْهُ مَا سَتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ مَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .

৫৭৮২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আল্লাহ হাঁচি দেয়া পসন্দ করেন এবং হাই তোলা অপসন্দ করেন। কোন ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে যে সকল মুসলমান তা শুনবে তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে তার জবাব দেয়া। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং যথাসাধ্য তা রোধ করা উচিত। যখন কোন লোক (হাই তোলার সময় মুখ খুলে) 'হা' বলে আওয়ায করে তখন তার এ কাজে শয়তান হাশে। ৪৮

১২৬-অনুচ্ছেদ : কিভাবে হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দিতে হবে।

৫৭৮৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ .

৫৭৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে যেন 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে। আর তার (মুসলমান) ভাই কিংবা সাথী যেন জবাবে বলে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'—আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। সে যখন 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে, তখন (তার জবাবে আবার) হাঁচিদাতা বলবে : ইয়াহুদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহু বালাকুম—আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থার উন্নতি বিধান করুন।

১২৭-অনুচ্ছেদ : হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহ' না বললে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলতে হবে না।

৫৭৮৪. عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَمَّتْ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِي قَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ وَلَمْ تَحْمِدِ اللَّهَ .

৫৭৮৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন লোক নবী (স)-এর সামনে হাঁচি দিলে নবী (স) তাদের একজনের হাঁচির জবাব দিলেন কিন্তু আরেকজনের হাঁচির জবাব দিলেন না। তখন সেই ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তার হাঁচির জবাব দিলেন অথচ আমার হাঁচির জবাব দিলেন না? নবী (স) বলেন : সে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলেছে কিন্তু তুমি 'আলহামদু লিল্লাহ' বলোনি।

৪৮. হাঁচি মানুষের মন-মস্তিষ্ক পরিষ্কার করে, জড়তা দূর করে। এটা মানুষের জন্য কল্যাণকর। তাই আল্লাহ তাআলা হাঁচি দেয়া পসন্দ করেন। পক্ষান্তরে হাই জড়তা ও অলসতার পরিচায়ক। তা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। তাই আল্লাহ তাআলা তা অপসন্দ করেন। আর শয়তান তাতে আনন্দবোধ করে। কারণ, বান্দার ক্ষতিতেই শয়তানের আনন্দ।

১২৮-অনুচ্ছেদ : কারো হাই আসলে সে তার মুখে হাত দিবে ।

৫৭৮৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَطَّاسَ وَيَكْرَهُ
التَّشَاوِبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ
لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَأَمَّا التَّشَاوِبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَشَاوَبَ أَحَدُكُمْ
فَلْيُرِدْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَتَابَعَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .

৫৭৮৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী (স) বলেন : আল্লাহ হাঁচিদান পসন্দ করেন কিন্তু হাই তোলা অপসন্দ করেন । তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয় এবং 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে, তখন যত মুসলমান তা শুনে তাদের প্রত্যেককে তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলতে হবে । অপরদিকে হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে । তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন যথাসাধ্য তা রোধ করে । কেননা তোমাদের কেউ হাই তুললে শয়তান তাতে হাসে । ৪৯

৪৯. এখানে স্পষ্টত মুখে হাত দেয়ার কথা না থাকলেও অন্যান্য হাদীসে তা বলা আছে । তাছাড়া এখানে সাধারণভাবে হাই রোধ করার কথা বলা হয়েছে । হাই রোধ করতে হলে ঠোঁটে ঠোঁট চাপ দিয়ে রোধের চেটার চেয়ে হাত চাপা দিয়ে রোধ করা অনেক সহজ । তাই হাই তোলার সময় মুখে হাত চাপা দেয়া কর্তব্য ।

كِتَابُ الْأِسْتِزْدَانِ

প্রবেশানুমতি প্রার্থনা

১-অনুচ্ছেদ : সালামের সূচনা ।

৫৭৮৬- عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ أَدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طَوْلُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلِيكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسًا فَاسْتَمِعَ مَا يُحْيُونَكَ فَإِنَّمَا تَحْيَيْتُكَ وَتَحْيَا ذُرِّيَّتَكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ أَدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ .

৫৭৮৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী (স) বলেন : আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে তাঁর [আদম-এর] নিজের আকার-আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন । তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত । আল্লাহ তাআলা তাঁকে সৃষ্টি করে বলেন, যাও উপবিষ্ট ফেরেশতাদের দলকে সালাম দাও এবং তারা তোমার সালামের জবাব কি দেয় তা মনোযোগ সহকারে শোন । এটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালাম বা সম্ভাষণ বাক্য । আদম (আ) গিয়ে বলেন, আসসালামু আলাইকুম (আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক) । ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন, আসসালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ (আপনার উপরও শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক) । ফেরেশতাগণ ওয়া রহমাতুল্লাহি অংশ বাড়িয়ে বলেন । যারা বেহেশতে যাবে তাদের প্রত্যেকেই আদম (আ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবে । তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের দেহাবয়ব (উচ্চতা) ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে আসছে ।^১

২-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْنُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝

১. আদম (আ)-কে তাঁর নিজের আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করার অর্থ এর আগে আর কোন মানুষ ছিল না যে, তাদের কারো আকারে সৃষ্টি করা হবে । বরং তাঁকে সৃষ্টি করার জন্য যে নকশা বা আকৃতি-প্রকৃতি পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন । কাজেই আকৃতি-প্রকৃতি, জ্ঞান-বুদ্ধি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে আদম (আ) নিজেই নিজের তুলনা ।

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নিজেদের বসতঘর ছাড়া অপরের বসতঘরসমূহে ঘরবাসীর অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করবে না। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। যদি তোমরা তাতে কাউকে না পাও তবে তাতে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত তোমাকে অনুমতি দেয়া না হবে। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও, তাহলে ফিরে যাবে। এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতম ব্যাপার। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত। যেসব ঘরে কেউ বাস করে না সেরূপ ঘরে তোমাদের জিনিস-পত্র থাকলে তাতে প্রবেশে তোমাদের কোন গোনাহ হবে না। আর যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর আল্লাহ তা সবই জানেন”-(সূরা আন-নূর : ২৭-২৯)।

সায়ীদ ইবনে আবিল হাসান (র) হাসান (রা)-কে বলেন, অনারব মহিলারা নিজেদের বুক ও মাথা খোলা রাখে। তিনি বলেন, তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ (النور : ২০)

“(হে নবী)! ঈমানদারদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি আনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহ হেফায়ত করে।” উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন, এই নির্দেশ সেসব ক্ষেত্রে যা তাদের জন্য হালাল নয়।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ۗ (النور : ২১)

“এবং আপনি ঈমানদার নারীদেরকেও বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি আনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফায়ত করে।” অর্থ এমন জিনিসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যেরদিকে তাকাতো আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আর ঋতুবতী হয়নি এমন নাবালিকা মেয়েদের দিকে তাকানো সম্পর্কে যুহরী (র) বলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলেও এসব মেয়েদের এমন অপের দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয় যা দেখলে যৌন লালসা জাগ্রত হয়। মক্কা শরীফের বাজারে (সে যুগে) যেসব দাসী বিক্রয়ের জন্য আনা হতো, আতা (র) তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও মাকরুহ মনে করতেন, তবে তাদেরকে খরীদ করার ইচ্ছা হলে ভিন্ন কথা।

৫৭৮৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَرَدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجْرٍ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ وَضِيئَةٍ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ

اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضَى عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ .

৫৭৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কুরবানীর দিন ফযল ইবনে আব্বাসকে নিজের পেছনে সওয়ারীর পিঠে বসালেন। ফযল (রা) ছিলেন একজন সুদর্শন পুরুষ। নবী (স) লোকদেরকে মাসআলা-মাসায়েল বলে দেয়ার জন্য খামলে খাসয়াম গোত্রের সন্দুরী এক মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আসলো। তখন ফযল সেই মহিলার প্রতি বারবার তাকাতে থাকলো এবং তার সৌন্দর্য তাঁকে মোহিত করলো। রসূলুল্লাহ (স) ফযল (রা)-এর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলেন যে, সে বারবার মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করছে। নবী (স) নিজের হাত পেছনের দিকে নিয়ে ফযল (রা)-এর খুতনি ধরে মহিলার দিক থেকে তাঁর মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। মহিলা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন, তা আমার আব্বাস উপরও ফরয। তার বার্ষিক্য এসে গেছে, তিনি খুব বুড়ো হয়ে গেছেন, সওয়ারীর পিঠে সোজা হয়ে বসতেও পারেন না। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করি তাহলে কি তাঁর ফরয আদায় হবে? তিনি বলেন : হ্যাঁ।

৫৭৮৮. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بَدُ نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ إِذَا آتَيْتُمُ الْإِ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ .

৫৭৮৮. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমরা যাতায়াতের রাস্তায় বসা পরিহার করো। লোকজন বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের রাস্তায় বসা ছাড়া কোন উপায়ান্তর নেই। আমরা সেখানে বসেই পরস্পর কথাবার্তা বলি। তিনি বলেন: একান্তই যদি তোমাদেরকে রাস্তায় বসতে হয়, তবে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। লোকজন বললো, হে আল্লাহর রসূল ! রাস্তার হক কি? তিনি বলেন : দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, ন্যায়ে আদেশ করা এবং অন্যায় করতে নিষেধ করা।

৩-অনুচ্ছেদ : সালাম আল্লাহ তাআলার একটি নাম।

وَإِذَا حُبَيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها ١- (النساء : ৮৬)

“এবং যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় তখন তোমরা তার চেয়েও উত্তম অভিবাদনের মাধ্যমে তার জবাব দাও অথবা তার অনুরূপ জবাব দান কর।”

৫৭৮৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا أَلْسَلَامٌ عَلَى

اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ فَلَمَّا
 انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ
 فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
 اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ
 كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ .

৫৭৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নবী (স)-এর সাথে নামায পড়তাম তখন বলতাম, “বান্দাদের আগে আল্লাহর উপর সালাম বা শান্তি বর্ষিত হোক। জিবরাঈল (আ)-এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, মীকাঈল (আ)-এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, অমূকের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।” নবী (স) নামায শেষ করে আমাদের দিকে ফিরে বলেন : আল্লাহ নিজেই সালাম। যখন তোমাদের কেউ নামাযে (দ্বিতীয় বা শেষ রাকাআতে) বসবে তখন বলবে : “আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহে ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত তাইয়েবাতু আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহু আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিচ্ছালেহীন।” সে যখন এটা বলবে তখন সাথে সাথে আসমান-যমীনে যত সালেহ ও সত্যনিষ্ঠ বান্দাহ আছে সবার নিকট সালাম পৌঁছে যাবে। অতপর আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুলহ ওয়া রাসূলুহ (বলে) নিজ ইচ্ছা মোতাবেক দোয়া করবে।

৪-অনুচ্ছেদ : কমসংখ্যক লোক বেশীসংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

৫৭৯০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ .

৫৭৯০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : ছোট বড়কে সালাম দিবে, পথচারী উপবিষ্ট লোককে সালাম দিবে এবং কমসংখ্যক লোক বেশীসংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

৫-অনুচ্ছেদ : আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে।

৫৭৯১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّكْبُ عَلَى الْمَاشِيِ وَالْمَاشِيِ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ .

৫৭৯১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : যানবাহনে আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে। পদচারী ব্যক্তি উপবিষ্টকে এবং কমসংখ্যক লোক বেশীসংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

৬-অনুচ্ছেদ : পদচারী উপবিষ্টকে সালাম দিবে।

৫৭৯২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّكَّابُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ .

৫৭৯২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে। পদচারী উপবিষ্টকে এবং কমসংখ্যক লোক বেশীসংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

৭-অনুচ্ছেদ : ছোটরা বড়দের সালাম দিবে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : ছোট বড়কে সালাম দিবে, পথচারী পথে উপবিষ্ট লোককে এবং কমসংখ্যক লোক বেশীসংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

৮-অনুচ্ছেদ : সালামের ব্যাপক প্রচলন করা।

৫৭৯৩. عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعِ بَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَضْرِ الضَّعِيفِ وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ وَأَفْشَاءِ السَّلَامِ وَأَبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَى عَنِ الشَّرْبِ فِي الْفِضَةِ وَنَهَانَا عَنْ تَحْتِمِ الذَّهَبِ وَعَنْ رُكُوبِ الْمِيَاثِرِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذِّيْبَاجِ وَالْقَسِيِّ وَالِاسْتَبْرَقِ .

৫৭৯৩. বারআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন : রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযাতে অংশগ্রহণ করতে, ইচ্ছাদাতার জবাব দিতে, দুর্বলের সাহায্য করতে, ময়লুমের সঁহায্যতা করতে, সালামের প্রসার ঘটাতে ও কসমকারীকে কসম থেকে মুক্ত করতে। আর তিনি নিষেধ করেছেন : রৌপ্য পাত্রে পান করতে, সোনার আংটি পরতে, রেশমী কাপড়ে তৈরী গদি বা আসনে বসতে, রেশমী কাপড় কিংখাব এবং বুটিদার রেশমী কাপড়, ব্যবহার করতে।

৯-অনুচ্ছেদ : পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া।

৫৭৯৪. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

৫৭৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কিরূপ ইসলাম উত্তম? তিনি বলেন : তুমি (অভূক্তকে) খানা খাওয়াবে এবং তোমার পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দিবে।

৫৭৯৫- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ .

৫৭৯৫. আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : কোন মুসলমানের জন্য এটা হালাল নয় যে, তার মুসলমান ভাইকে এবং একাধারে তিন দিন এমনভাবে পরিত্যাগ করবে যে, যখন তাদের দেখা হবে তখন একজন এদিকে এবং আরেকজন ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের মধ্যে যে প্রথমে সালামের সূচনা করে সে-ই উত্তম।

১০-অনুচ্ছেদ : হিজাবের আয়াত।

৫৭৯৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ ابْنُ عَشْرٍ سِنِينَ مَقَدَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَخَدَمَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرًا حَيَاتَهُ وَكُنْتُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَانَ الْحِجَابِ حِينَ أَنْزَلَ وَقَدْ كَانَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ يَسْتَأْنِي عَنْهُ وَكَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِرَيْزَبِ ابْنَةِ جَحْشِ أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوا وَيَقِي مِنْهُمْ رَهْطٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاطَّالُوا الْمَكَّةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ كَيْ يَخْرُجُوا فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَارْجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَتَفَرَّقُوا فَارْجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ فَظَنَّ أَنَّ قَدْ خَرَجُوا فَارْجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَأَنْزَلَ آيَةَ الْحِجَابِ فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا .

৫৭৯৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) হিজরত করে মদীনায় আসার সময় তার (আনাসের) বয়স ছিল দশ বছর। অতপর আমি দশ বছর ধরে রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমত করি। পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে আমি সবার চেয়ে বেশী অবগত। উবাই ইবনে কা'ব (রা)-ও এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। যয়নাব বিনতে জাহশ (রা)-এর সাথে বিয়ের পর যেদিন রসূলুল্লাহ (স)-এর বাসর শয্যা হয় সেদিনই সর্বপ্রথম এ আয়াত নাযিল হয়। নবী (স) দুলহা ছিলেন। লোকদেরকে তিনি দাওয়াত দিয়েছিলেন। লোকজন খাবার খেয়ে চলে গেল। কিন্তু কয়েকজন লোক রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে থেকে গেল। তারা অনেকক্ষণ বসে রইলো। তারা যাতে চলে যায় সে উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (স) উঠে বাইরে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে উঠে গেলাম। তিনি হাঁটতে লাগলেন, আমিও হাঁটতে লাগলাম এবং শেষে আয়েশা (রা)-এর কক্ষের দরজার

চৌকাঠ পর্যন্ত পৌছে গেলেন। অতপর রসূলুল্লাহ (স) মনে করলেন, এখন তারা হয়তো চলে গিয়ে থাকবে। তাই তিনি ফিরে আসলেন। আমিও তাঁর সাথে আসলাম। তিনি যয়নাব (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, তারা বসেই আছে, চলে যায়নি। রসূলুল্লাহ (স) আবার ফিরে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে ফিরে গেলাম। তিনি আয়েশা (রা)-এর ঘরের দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত পৌছে গেলেন। পুনরায় তিনি ভাবলেন, তারা হয়তো চলে গিয়ে থাকবে, তাই তিনি ফিরে এলেন। আমিও তাঁর সাথে আসলাম। অবশ্য তখন তারা চলে গেছে। এ সময়ই পর্দার আয়াত নাযিল হলো। তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা টেনে দিলেন।

৫৭৭- عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ فَأَخَذَ كَاتِبُهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبَتْ أَدْخُلُ فَالْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ الْآيَةَ .

৫৭৯৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যয়নাব (রা)-কে বিয়ে করলে ওলীমার দাওয়াতে লোকজন এসে খানা খেলো। অতপর তারা বসে কথাবার্তা বলতে থাকলো। তারা যেন চলে যায় সে উদ্দেশ্যে নবী (স) এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যেন তিনি উঠতে চাচ্ছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা উঠলো না। এ অবস্থা দেখে তিনি উঠে গেলেন। তিনি উঠে গেলে তাদের কিছু লোক চলে গেল কিন্তু অবশিষ্ট লোক বসেই রইলো। পুনরায় নবী (স) যয়নাব (রা)-এর নিকট যেতে চাইলেন। কিন্তু দেখলেন যে, লোকজন তখনো বসে আছে। তারপর তারা উঠে চলে গেলে আমি নবী (স)-কে খবর দিলাম। তিনি এসে ভেতরে প্রবেশ করলেন। আমিও ভেতরে প্রবেশ করতেই তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা টেনে দিলেন। অতপর আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করলেনঃ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর ঘরে প্রবেশ করো না”-(আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।

৫৭৭৮- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُحْجِبُ نِسَاءَكَ فَلَمْ يَفْعَلْ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَخْرُجْنَ لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ قَبْلَ الْمَنَاصِعِ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةَ فَرَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ فَقَالَ عَرَفْتُكَ يَا سَوْدَةُ حَرِصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ الْحِجَابِ .

৫৭৯৮. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতেন, আপনার বিবিগণকে পর্দায় রাখুন। আয়েশা (রা) বলেন, কিন্তু নবী (স) তা করেননি। নবী (স)-এর স্ত্রীগণ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে কেবলমাত্র রাতের বেলাতেই বের হতেন। একদা সাওদা বিনতে যামআ (রা) প্রকৃতির ডাকে বাইরে গেলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী মহিলা। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তখন মজলিসে বসাছিলেন। তাঁকে দেখে তিনি বলেন, হে সাওদা! আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি। পর্দার নির্দেশ যেন নাযিল হয় সেই প্রত্যাশাই উমার (রা) এই উক্তি করেছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, অতপর আল্লাহ তাআলা পর্দার নির্দেশ নাযিল করলেন।

১১-অনুচ্ছেদ : দৃষ্টিশক্তির কারণেই তো অনুমতি নেয়ার ব্যবস্থা।

৫৭৭৭- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِّنْ حُجْرٍ فِي حُجْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِدْرَى يَحْكُ بِهٖ رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعْتُ بِهٖ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصْرِ .

৫৭৯৯. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর হজরাগুলোর কোন একটিতে ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারে। তখন নবী (স)-এর হাতে একটা চিরুনি ছিল। সেটি দিয়ে তিনি মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। নবী (স) বললেন : যদি আমি জানতাম যে, তুমি তাকাচ্ছে, তাহলে এটি দিয়ে আমি তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। দৃষ্টিশক্তির কারণেই তো অনুমতি প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫৮০০- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمِشَاقِصٍ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتَلُ الرَّجُلُ لِيَطْعَنَهُ .

৫৮০০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর হজরাগুলোর কোন একটিতে উঁকি মারলো। তখন নবী (স) একটি বা কয়েকটি তীর ফলক হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি লোকটির চোখ ফুঁড়ে দেয়ার জন্য সন্তর্পণে অগ্রসর হচ্ছেন তা যেন আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি।

১২-অনুচ্ছেদ : যৌনাদ্ধ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও ব্যাভিচার।

৫৮০১- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّزْقِ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرِنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ وَرِنَا اللِّسَانَ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمْنَى وَتَشْتَهَى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ .

৫৮০১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-এর কথার চেয়ে ছোট ছোট গুনাহের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ কোন কথাই আর দেখিনি। তিনি

আরো বলেন, আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন ছোট ছোট গুনাহের সাথে তার চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কিছুই আমি দেখিনি। নবী (স) বলেন : আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের জন্য যেনার একটি অংশ লিখে দিয়েছেন যা সে অনিবার্যরূপে করে থাকে। সুতরাং চোখের যেনা হলো দর্শন এবং মুখের যেনা হলো বাক্যালাপ। অতপর মন আকাংখা করে এবং যৌনাংগ তা সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

১৩-অনুচ্ছেদ : সালাম দেয়া ও অনুমতি প্রার্থনা তিনবার।

৫৮০২- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا.

৫৮০২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) যখন সালাম দিতেন, (উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত) তিনবার দিতেন এবং যখন কোন কথা বলতেন, তিনবার বলতেন।

৫৮০৩- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ قُلْتُ اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْفَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ أَصْفَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَلِكَ وَعَنْ بَشِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ بِهَذَا.

৫৮০৩. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনসারদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় আবু মুসা (রা) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আমি উমার (রা)-এর কাছে যাওয়ার জন্য তিনবার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। তাই আমি ফিরে আসলাম। অতপর উমার (রা) বিষয়টি জেনে জিজ্ঞেস করলেন, (ভেতরে আসতে) তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল। আমি বললাম, আমি তিনবার অনুমতি চেয়েছি কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। তাই আমি ফিরে এসেছি। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও অনুমতি না পায়, তবে ফিরে আসবে (তাই আমিও ফিরে এসেছি)। উমার (রা) বলেন, আল্লাহর কসম ! এ ব্যাপারে তোমাকে অবশ্যই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে যে, তোমাদের মধ্যে কেউ একথা নবী (স)-এর কাছ থেকে শুনেছে। উবাই ইবনে কা'ব (রা) বললেন, আল্লাহর কসম ! তোমার পক্ষে (সাক্ষ্য দিতে) আমাদের মধ্যকার সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিটিই উঠবে। আমিই ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি। আমি আবু মুসা (রা)-এর সাথে গেলাম এবং উমার (রা)-কে অবহিত করলাম যে, নবী (স) একথা বলেছেন।

অপর এক সনদে বুসর (র) বর্ণনা করেন, আমি এ হাদীস আবু সায়ীদ (রা) থেকে শুনেছি।^২

১৪-অনুচ্ছেদ : যাকে ডাকা হয়েছে সেও কি অনুমতি প্রার্থনা করবে ? আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : ডাকাটাই তার জন্য অনুমতি।

৫৮০৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ لَبْنًا فِي قَدَحٍ فَقَالَ
أَبَا هِرٍّ الْحَقُّ أَهْلَ الصَّفَةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ قَالَ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا
فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا.

৫৮০৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি একটি পেয়ালায় কিছুটা দুধ দেখে বলেন : হে আবু হির (আবু হুরাইরার সংক্ষেপ)! তুমি আহলি সুফ্যার কাছে গিয়ে তাদেরকে আমার কাছে ডেকে আন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি তাদের কাছে গেলাম এবং তাদেরকে ডেকে আনলাম। তারা এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি তাদের অনুমতি দেন এবং তারা ভেতরে প্রবেশ করেন।

১৫-অনুচ্ছেদ : শিশুদেরকে সালাম দেয়া।

৫৮০৭- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صَبِيَّانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ
ﷺ يَفْعَلُهُ.

৫৮০৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শিশুদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেন, নবী (স)-ও এভাবে সালাম দিতেন।

১৬-অনুচ্ছেদ : পুরুষদের নারীদেরকে এবং নারীদের পুরুষদেরকে সালাম দেয়া।

৫৮০৮- عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ كَانَتْ
لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى يَضَاعَةَ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ نَخَلُ بِالْمَدِينَةِ فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ
السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قَدْرِ وَتُكْرِكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ
انْصَرَفْنَا وَنَسَلِمُ عَلَيْهَا فَتَقْدِمُهُ إِلَيْنَا فَتَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَعَدَّى
إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

২. এখানে এ হাদীসটি উপেক্ষা করা হয়রত উমার (রা)-এর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং হাদীসটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

৫৮০৬. আবু হাযেম (র) থেকে সাহল ইবনে সা'দ সায়ীদী (রা)]-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমআর দিন আসলে আমরা খুব আনন্দিত হতাম। আবু হাযেম (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তিনি বলেন, আমাদের পরিচিত এক বৃদ্ধা ছিলেন। সে বুদাআ নামক স্থানে কাউকে পাঠাতেন। ইবনে মাসলামা বলেন, বুদাআ মদীনার একটি খেজুর বাগান। সেই বৃদ্ধা সেখান থেকে গাজর আনিতে তার সাথে কিছু যবের দানা মিশিয়ে ডেকচিতে করে পাক করতেন। আমরা জুমআর নামায শেষ করে ঐ বৃদ্ধার নিকট যেতাম এবং তাকে সালাম দিতাম। তিনি আমাদের সামনে সেই খাবার পরিবেশন করতেন। এ কারণেই আমরা খুব আনন্দিত হতাম। আমরা জুমআর নামায শেষ করার আগে কখনো খাওয়া-দাওয়া বা কায়লুলা (দুপুরের আহারাতে বিশ্রাম) করতাম না।

৫৮০৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَتْ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَرَى مَا لَا تَرَى تُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

৫৮০৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেন : হে আয়েশা ! জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম জানাচ্ছেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আপনি যা দেখেন তা আমরা দেখতে পাই না। আয়েশা (রা) একথা রসূলুল্লাহ (স)-কে বলেছেন।

১৭-অনুচ্ছেদ : কে ? এ প্রশ্নের জবাবে 'আমি' বলা।

৫৮০৮. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ (فَدَقَعْتُ) الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا.

৫৮০৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমার আবার কিছু ঋণের ব্যাপারে আমি নবী (স)-এর কাছে গেলাম। আমি দরজায় করাঘাত করলে নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন : 'কে?' আমি বললাম, 'আমি'। তিনি বললেন : 'আমি' 'আমি'। নবী (স) যেন জবাব পসন্দ করলেন না।

১৮-অনুচ্ছেদ : সালামের জবাবে 'আলাইকাস সালাম' বলা। আয়েশা (রা) ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু বলে জবাব দিয়েছেন। নবী (স) বলেন : ফেরেশতাগণ আদম (আ)-এর সালামের জবাবে আস্সালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ বলেছেন।

৫৮০৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ

السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَصَلِّ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ
فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الْأُتَى بَعْدَهَا عَلِمَنِي يَا
رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ
ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رُكْعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى
تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ
اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي
صَلَاتِكَ كُلِّهَا وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ فِي الْأَخِيرِ حَتَّى تَسْوِيَ قَائِمًا.

৫৮০৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) মসজিদের এক কোণে উপবিষ্ট ছিলেন। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লো, অতপর কাছে এসে তাঁকে সালাম দিল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : ওয়া আলাইকাস সালাম। তুমি আবার গিয়ে নামায পড়ো। কারণ তুমি নামায পড়োনি। সে ফিরে গিয়ে নামায পড়লো এবং পুনরায় এসে সালাম দিল। তিনি বললেন : ওয়া আলাইকাস সালাম। তুমি আবার গিয়ে নামায পড়ো। কারণ তুমি নামায পড়োনি। সে আবার গিয়ে নামায পড়লো এবং এসে সালাম দিল। তিনি বললেন : ওয়া আলাইকাস সালাম, তুমি আবার গিয়ে নামায পড়ো। কারণ, তুমি নামায পড়োনি। লোকটি দ্বিতীয় বারে কিংবা তার পরেরবারে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন : যখন তুমি নামায পড়তে চাইবে, তখন প্রথমে ঠিকভাবে উযু করবে, তারপর কেবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে। এরপর কুরআনের তোমার মুখস্ত যা আছে তা থেকে পড়বে, অতপর ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে, তারপর রুকু থেকে উঠবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর প্রশান্তিসহ সিজদা করবে। তারপর সিজদা থেকে উঠবে এবং প্রশান্তিসহ বসবে। তারপর আবার সিজদা করবে। তারপর মাথা উঠাবে এবং প্রশান্তিসহ বসবে। এভাবে তোমার সব নামায আদায় করবে। আবু উসামা শেষাংশে **حَتَّى تَسْوِيَ قَائِمًا** বাক্য উদ্ধৃত করেছেন।

৫৮১০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا.

৫৮১০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : পুনরায় মাথা উঠাবে এবং প্রশান্তির সাথে বসবে।

১৯-অনুচ্ছেদ : যখন কেউ বলে, অমুক তোমাকে সালাম বলেছে।

৫৮১১. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُكَ السَّلَامَ فَقَالَتْ
وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

৫৮১১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আমাকে বললেন : জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম বলছেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন : ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

২০-অনুচ্ছেদ ৪ মুসলমান ও মুশরিকদের যৌথ সমাবেশে সালাম দেয়া ।

৫৮১২- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ أَكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيئَةٌ وَأَرْدَفٌ وَرَأَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْدَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَنِي سَلُولٍ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتْ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغْبِرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي بَنِي سَلُولٍ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَابِي فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ أَغَشَيْنَا فِي مَجَالِسِنَا فَمَا نُحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَأَّبُوا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ فَقَالَ أَيُّ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اغْفُ عَنْهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَصْفَحْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يَتَوَجَّوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَفَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ .

৫৮১২. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত । নবী (স) একটি গাধার পিঠে আরোহণ করলেন । গাধার পিঠে জিনের নীচে ছিল ফাদাকে তৈরী মখমল । নবী (স) তাঁর পেছনে উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-কে বসিয়ে নিলেন । তিনি বনী হারিস ইবনুল খাজরাজ গোত্রের সাদ ইবনে উবাদা (রা)-কে দেখতে যাচ্ছিলেন । এটা ছিল বদর যুদ্ধের আগের ঘটনা । নবী (স) এক জনসমাবেশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন । সমাবেশে মুসলমান, মুশরিক মূর্তিপূজক এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের লোক ছিল । তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-ও সমাবেশে ছিলেন । সওয়ারী

পশুর পায়ের আঘাতে উখিত ধূলাবালি সমাবেশকে আচ্ছন্ন করলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার চাদর দিয়ে মুখ ঢাকলো এবং বললো, আমাদের উপর ধূলাবালি উড়িও না। নবী (স) তাদেরকে সালাম দিলেন এবং সওয়ালী থেকে নেমে তাদেরকে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিলেন। তিনি কুরআনের আয়াত পড়ে তাদেরকে শোনালেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বলল, আরে মিয়া! তুমি যা বলছো তা যদি সত্য হয় তাহলে তার চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। তবে আমাদের সমাবেশে (ঐ কথা শুনিয়ে) আমাদেরকে কষ্ট দিও না। তোমার বাহনে গিয়ে আরোহণ কর। তোমার কাছে যদি আমাদের কেউ যায়, তাকে তোমার গল্প শুনিয়ে দিও। তখন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) বললেন, (হে আল্লাহর রসূল!) আপনি আমাদের সমাবেশসমূহে আসবেন। কারণ আমরা ঐসব কথা পসন্দ করি। এতে মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদীরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়লো এবং একে অপরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। (তারা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত) নবী (স) তাদেরকে নিবৃত্ত করতে থাকলেন। অতপর তিনি তার সওয়ালীতে আরোহণ করে সাদ ইবনে উবাদা (রা)-এর কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি তাকে বললেন : হে সাদ! আবু হুবাব কি বলেছে তা কি তুমি শোননি? সে একরূপ এবং একরূপ কথা বলেছে। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতি ইংগিত করেছিলেন। সাদ ইবনে উবাদা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার বিষয়টা উপেক্ষা করুন। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে যা দেয়ার ছিল তা দিয়েছেন। এ জনপদের লোকেরা পরামর্শের ভিত্তিতে তাকে নিজেদের নেতা ও শাসক হিসেবে রাজমুকুট পরানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে ন্যায় ও সত্য দান করেছেন তার দ্বারা যখন ঐ পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিলেন তখন থেকেই সে ক্রুদ্ধ হয়ে আছে এবং যে আচরণ তাকে করতে দেখেছেন তা সে ঐ কারণেই করেছে। অতএব নবী (স) তাকে মাফ করে দিলেন।

২১-অনুচ্ছেদ : শুনাহে লিগ্ত ব্যক্তিকে তওবা করার নিদর্শন স্পষ্টরূপে প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত সালাম ও সালামের জবাব না দেয়া এবং শুনাহগারের তওবা কবুলের নিদর্শন কখন প্রকাশ পায়। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, শরাব খোরকে সালাম দিবে না।

৪১১২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا وَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَلِمَ عَلَيْهِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَكْتُ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا حَتَّى كَمَلْتُ خَمْسُونَ لَيْلَةً وَأَذَّنَ النَّبِيُّ ﷺ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ .

৫৮১৩. আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবনে মালেক (রা)-কে তার তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সম্পর্কে বলতে শুনেছি : রসূলুল্লাহ (স) আমাদের সাথে কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিতাম এবং মনে মনে বলতাম, আমার সালামের জবাব দিতে গিয়ে তিনি তাঁর ঠোঁট দু'টি নাড়েন কি না। শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশটি রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর নবী

(স) ফযরের নামাযান্তে ঘোষণা করলেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের তিনজনের তওবা কবুল করেছেন।

২২-অনুচ্ছেদ : যিশ্বীদের সালামের জবাব দেয়ার নিয়ম।

৫৮১৬- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهَمَتْهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْلِمَ تَسْمَعُ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ .

৫৮১৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ইহুদী রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে প্রবেশ করে বললো, আস-সামু আলাইকা (তোমার মৃত্যু হোক)। আমি একথার মর্ম বুঝে ফেললাম। তাই আমি বললাম, আলাইকুমুস সাম ওয়াল লানাতু (তোমাদের মৃত্যু হোক এবং তোমাদের উপর অভিসম্পাত নেমে আসুক)। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : হে আয়েশা ! থাম, আল্লাহ সব ব্যাপারেই নম্রতা পসন্দ করেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! তারা কী বলেছে আপনি কি তা শুনেননি ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন : সেজন্য আমিও তো ওয়া আলাইকুম (তোমাদের উপরও) বলে জবাব দিয়েছি।

৫৮১৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ .

৫৮১৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : যখন ইহুদীরা তোমাদেরকে সালাম দেয় তখন তারা সাধারণত বলে, আসসামু আলাইকা। তখন তোমরাও বলবে, ওয়া আলাইকা।

৫৮১৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ .

৫৮১৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আহলি কিতাবরা যখন তোমাদেরকে সালাম দেয় তখন তার উত্তরে বল ওয়া আলাইকুম।

২৩-অনুচ্ছেদ : মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেখা পত্রের বিষয়বস্তু জানার জন্যে তা পড়া।

৫৮১৭- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَأَبَا مَرْثَدَ الْغَنَوِيِّ وَكُلَّنَا فَارِسٌ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَازِجٍ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرٌ عَلَى جَمَلٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي

مَعَكَ قَالَتْ مَا مَعِيَ كِتَابٌ فَأَنْخَبْنَاهَا فَايْتَمَّغْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا قَالَ
صَاحِبَايَ مَا نَرَى كِتَابًا قَالَ قُلْتُ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي
يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَأَجْرِدَنَّكَ قَالَ فَلَمَّا رَأَتْ الْجِدَّ مِنِّي أَهَوَتْ بِبَيْدِهَا
إِلَى حُجْرَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِرَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ قَالَ فَاَنْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ مَا بِي إِلَّا أَنْ أَكُونَ مُؤْمِنًا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا غَيَّرْتُ وَلَا بَدَّلْتُ أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللَّهُ
بِهَا عَنِ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ هُنَاكَ إِلَّا وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنِ أَهْلِهِ
وَمَالِهِ قَالَ صَدَقَ فَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّهُ قَدْ خَانَ
اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي فَأَضْرِبْ عَنْقَهُ قَالَ فَقَالَ يَا عُمَرُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ
اللَّهَ قَدْ أَطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجِبَتْ لَكُمْ الْجَنَّةُ قَالَ
فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

৫৮১৭. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা), আবু মারসাদ গানাবী (রা) ও আমাকে 'রাওদা খাখ'-এর উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন : তোমরা রাওদা খাখে গিয়ে উপনীত হও। সেখানে এক মুশরিক নারীর সাক্ষাত পাবে। তার কাছে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে হাতিব ইবনে আবু বালতাআর পক্ষ থেকে লেখা একটি পত্র আছে। আমরা তিনজনই ছিলাম অশ্বারোহী। আলী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যে স্থানের কথা বলেছিলেন আমরা তাকে সে স্থানেই পেয়ে গেলাম। সে তার উটের পিঠে আরোহণ করে পথ অতিক্রম করছিলো। আমরা তাকে বললাম, তোমার নিকট যে পত্র আছে, তা কোথায়? সে বললো, আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা তার উটটিকে বসালাম এবং জিন ইত্যাদি তল্লাশী করলাম, কিন্তু কিছুই পেলাম না। আমার সাথীদ্বয় বললো, পত্র তো দেখছি না। আমি বললাম, আমি জানি, রসূলুল্লাহ (স) মিথ্যা বলেননি। যেই সত্তার শপথ করা হয়ে থাকে, তার শপথ! জলদি পত্র বের কর, নতুবা তোমার পোশাকাদি খুলে (উলঙ্গ করে) তালাশ করবো। সে আমার কঠোরতা দেখে তার কটিবন্ধের ভাঁজ থেকে পত্র বের করে দিল। সে কাপড় ভাঁজ করে কটিবন্ধরূপে ব্যবহার করেছিল। পত্রটি নিয়ে আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : হে হাতিব! তুমি এমন কাজ কেন করলে? হাতিব (রা) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখি। আমি মত পরিবর্তন করিনি কিংবা বদলেও যাইনি (মুরতাদও হইনি)। পত্র লিখে আমি তাদের প্রতি আমার সহানুভূতি প্রদর্শন করতে চেয়েছি যাতে এ উসীলায় আল্লাহ আমার পরিজন ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বিধান

করেন। আপনার সাহাবীগণের প্রত্যেকের এমন কেউ আছে যার উসীলায় আল্লাহ সেখানে তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ রক্ষা করবেন। নবী (স) বলেন : হাতিব (রা) ঠিক বলেছে। সুতরাং তোমরা তাকে ভালো ছাড়া খারাপ বলো না। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন : সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের এবং মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আপনি অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী (স) বলেন, হে উমার ! তোমার কি জানা আছে, আল্লাহ তাআলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি উদ্ভাসিত হয়ে তাদের সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন : তোমরা যা চাও কর। তোমাদের জন্য জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে গিয়েছে। আলী (রা) বলেন, তখন উমার (রা)-এর দুই চোখ বেয়ে অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল এবং তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক অবগত।

২৪-অনুচ্ছেদ : আহলি কিতাবদের নিকট পত্র কিভাবে লিখতে হয় ?

৫৮১৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقَلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرٍ مِّنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا تِجَارًا بِالشَّامِ فَاتَوَه فذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرْقَلَ عَظِيمِ الرُّومِ السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ.

৫৮১৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সুফিয়ান ইবনে হার্ব তাঁকে জানিয়েছেন যে, (রোম সম্রাট) হেরাক্লিয়াস কুরাইশদের একদল লোকসহ তাঁকে ডেকে পাঠান। তারা ব্যবসায় উপলক্ষে সিরিয়ায় অবস্থান করছিল। তারা সবাই হেরাক্লিয়াসের দরবারে উপস্থিত হলো। অতপর তিনি গোটা হাদীস বর্ণনা করলেন। তারপর হেরাক্লিয়াস রসূলুল্লাহ (স)-এর পত্রটি আনালেন। সুতরাং তা পড়া হলো। তাতে লেখা ছিল :

বিস্মিল্লাহির রাহমানীর রাহীম।

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে

রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের প্রতি

সৎপথের অনুসরণকারীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতপর

২৫-অনুচ্ছেদ : পত্রে কার নাম প্রথমে লিখতে হবে অর্থাৎ প্রেরক না প্রাপকের ?

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে, সে একখণ্ড কাঠ নিয়ে তাতে গর্ত করলো অতপর তার ভেতর এক হাজার দীনার রেখে দিল এবং এর মালিকের নামে একখানা পত্র লিখল।

অন্য এক সনদে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, ঐ ব্যক্তি একখণ্ড কাঠ কেটে নিয়ে তার মধ্যে অর্থ রেখে মালিকের নিকট পত্র লিখল, যার প্রারম্ভ ছিল : অমুকের পক্ষ থেকে অমুকের প্রতি।

২৬-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর বাণী—তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানে উঠে দাঁড়াও ।
 ৫১১৭- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَهْلَ قُرَيْشَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَقَالَ قَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ قَالَ خَيْرِكُمْ فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ فَقَالَ فَاِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تَقْتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَتُسَبِّى ذُرَارِيَهُمْ فَقَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَّمَ بِهِ الْمَلِكُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَفَهَمْنِي بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ إِلَى حُكْمِكَ .

৫৮১৯. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । বনী কুরাইযার ইহুদীরা সাদ (রা)-এর সিদ্ধান্তে মেনে নিবে বলে স্বীকৃত হলে নবী (স) তাঁর নিকট লোক পাঠালেন । তিনি আসলে নবী (স) বললেন, তোমরা তোমাদের নেতার জন্য দাঁড়াও কিংবা বললেন : তোমাদের উত্তমজনের জন্য দাঁড়াও । সাদ (রা) নবী (স)-এর পাশে বসলেন । নবী (স) বললেন : এরা তোমার ফায়সালা গ্রহণ করতে রাজি হয়েছে । সাদ (রা) বললেন : আমার ফায়সালা হলো তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম তাদেরকে হত্যা করা হোক এবং তাদের সন্তানদেরকে বন্দী করা হোক । নবী (স) বললেন : তুমি এমন ফায়সালা করেছ যা প্রকৃত মালিকের (আব্দুল্লাহ) ফায়সালা । আবু আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন, আমার কাছে আমার কোন কোন বন্ধু আবুল ওয়ালীদের সূত্রে আবু সায়ীদ (রা)-এর বর্ণনা নাযালু আলা হকমিকা'র স্থলে নাযালু ইলা হকমিকা উদ্ধৃত করেছেন ।

২৭-অনুচ্ছেদ : মুসাফাহা করা । ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে তাশাহুদ শিখিয়েছেন, তখন আমার হাত তাঁর দুই হাতের মাঝখানে ছিল । কাব ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করেই রসূলুল্লাহ (স)-কে দেখলাম । তালাহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা) উঠে দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে আসলেন এবং আমার সাথে মুসাফাহা করে মুবারকবাদ জানালেন ।

৫১২০- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لَأَنْسِ أَكَانَتْ الْمُصَافِحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ .

৫৮২০. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম: নবী (স)-এর সাহাবাগণের মধ্যে কি মুসাফাহার প্রচলন ছিল ? তিনি বলেন, হ্যাঁ ।

৫১২১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ أَخَذُ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .

৫৮২১. আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে ছিলাম এবং তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন ।^৪

৪. অর্থাৎ হাতে হাত দিয়ে তাঁরা দুইজনে মুসাফাহা করছিলেন ।

২৮-অনুচ্ছেদ : দুই হাতে (বা এক হাতে) মুসাফাহা করা। হাম্বাদ ইবনে যায়েদ (র) দুই হাতে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সাথে মুসাফাহা করেছেন।

৫৮২২- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ يَقُولُ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَفَى بَيْنَ كَفَيْهِ التَّشَهُدُ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرِنَا فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا السَّلَامُ يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

৫৮২২. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে তাশাহুদ শিখিয়েছেন, যেভাবে তিনি আমাকে শিখিয়েছেন কুরআনের সূরা। আর তা শিখানোর সময় আমার হাত তাঁর দুই হাতের মাঝখানে ছিল। (তাশাহুদের বাক্যগুলো ছিল এরূপ) : “আত্তাহিয়্যা তুল্লিহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তায়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইউহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালাইহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু”। এ সময় তিনি আমাদের মাঝে জীবিত ছিলেন। তাঁর ইনতিকাল হলে আমরা বলতে লাগলাম : আসসালামু আলাইনা নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

২৯-অনুচ্ছেদ : মুয়ানাকা বা কোলাকোলি করা এবং একজন আরেকজনকে কেমন আছেন জিজ্ঞেস করা।

৫৮২৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَ أَنَّ عَلِيًّا يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوَفِّي فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا الْحَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِتًا فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّاسُ فَقَالَ لَا تَرَاهُ أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ الثَّلَاثِ عَبْدُ الْعَصَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَيَتَوَفَّى فِي وَجَعِهِ وَإِنِّي لَأَعْرِفُ فِي وَجُوهِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمَوْتَ فَأَذْهَبَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَسَاءَلَهُ فِيمَنْ يَكُونُ الْأَمْرُ فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا أَمَرْنَا فَأَوْضَى بِنَا قَالَ عَلِيُّ وَاللَّهِ لَنْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيمَنْعَنَا لَا يُعْطِينَا النَّاسُ أَبَدًا وَإِنِّي لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبَدًا.

৫৮২৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রোগে নবী (স) ইনতিকাল করেন তাতে আক্রান্ত থাকাকালে আলী ইবনে আবু তালিব (রা) নবী (স)-এর কাছ থেকে বেরিয়ে আসলে অপেক্ষমান লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আবুল হাসান, আজ সকালে রসূলুল্লাহ (স)-এর অবস্থা কেমন ছিল? আলী (রা) বলেন, আল্লাহর মেহেরবানীতে আজ সকাল থেকে তিনি ভালো আছেন। আব্বাস (রা) তাঁর হাত ধরে বলেন, তুমি কি নবী (স)-কে মরণাপন্ন দেখতে পাচ্ছ না? আল্লাহর কসম! তিন দিন পর তুমি ডাভার গোলাম হয়ে যাবে (অর্থাৎ অন্য কোন শাসকের শাসনাধীন হয়ে পড়বে)। আমার ধারণা, রসূলুল্লাহ (স) এ অসুখেই অচিরেই ইনতিকাল করবেন। আমি আবদুল মুত্তালিব গোত্রের লোকদের চেহারা থেকেই তাঁর ওফাতের লক্ষণ বুঝতে পেরেছি। তাই তুমি আমার সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট চলে। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে নেই যে, (তাঁর অবর্তমানে) খেলাফতের দায়িত্ব কার হাতে থাকবে। তা যদি আমাদের খান্দানে থাকে, তবে আমরা তা জানতে পারব। আর যদি তা অন্য কারো হাতে থাকবে বলে জানি, তবে আমরা তাঁকে আমাদের জন্য ওসিয়ত করতে অনুরোধ করবো। আলী (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! যদি আমরা এ বিষয়ে নবী (স)-এর কাছে জানতে চাই, আর তিনি আমাদের জন্য না করে দেন, তবে জনগণ কখনো আমাদেরকে তা দিবে না। আমি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে কখনো জানতে চাইব না।

৩০-অনুচ্ছেদ : কেউ ডাকলে জবাবে 'লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা' বলা।

৫৮২৪. عَنْ أَنَسٍ عَنِ مَعَاذٍ قَالَ قَالَ أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مَعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ قَالَ قَالَ مِثْلَهُ ثَلَاثًا هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ (قُلْتُ لَا قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ) أَنْ يُعْبُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ يَا مَعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ .

৫৮২৪. আনাস (রা) মুআয (রা)-এর সূত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর সওয়ালীর পিঠে তাঁর পেছনে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি আমাকে ডাকলেন : হে মুআয! আমি জবাব দিলাম, লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা। তিনি এভাবে তিনবার ডাকলেন, তারপর বললেন : তুমি কি জান বান্দাদের উপর আল্লাহর অধিকার কি? আমি বললাম, না। তিনি বলেন : বান্দাদের উপর আল্লাহর অধিকার হলো : বান্দা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। পুনরায় তিনি আরও কিছুক্ষণ চললেন, তারপর ডাকলেন : হে মুআয! আমি জবাব দিলাম, লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা। তিনি বলেন : তুমি কি জান, বান্দা যখন তা করে তখন আল্লাহর কাছে বান্দার অধিকার কি দাঁড়ায়? (তখন আল্লাহর কাছে বান্দার অধিকার হলো) আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।^৫

৫. যাবতীয় কাজে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা বান্দার কর্তব্য, এটাই আল্লাহর অধিকার। এর বিনিময়ে আল্লাহ বান্দাকে জ্বালাত দান করবেন।

৫৮২৫- عَنْ أَنَسٍ عَنِ مُعَاذٍ بِهَذَا .

৫৮২৫. অন্য একটি সনদে হযরত আনাস (রা) মুআয (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৫৮২৬- عَنْ أَبِي ذَرِّ بْنِ الزَّبِيْدَةِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرَّةِ الْمَدِيْنَةِ عِشَاءً اسْتَقْبَلْنَا أَحَدٌ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أَحْبَبُّ أَنْ أُحَدِّثَ لِي ذَهَبًا تَأْتِي عَلَيَّ لَيْلَةً أَوْ ثَلْثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَآرَانَا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبِيْكَ وَسَعْدِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ هُمُ الْأَقْلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ قَالَ لِي مَكَانَكَ لَا تَبْرَحَ يَا أَبَا ذَرٍّ حَتَّى أَرْجِعَ فَمَا نَطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنِّي فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَخَشِيتُ (فَتَخَوَّفْتُ) أَنْ يَكُونَ عَرْضَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تَبْرَحَ فَمَكَّنْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيتُ (حَسِبْتُ) أَنْ يَكُونَ عَرْضَ لَكَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ فَقَمْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مِنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ زَنَيْتُ وَإِنْ سَرَقْتُ قَالَ وَإِنْ زَنَيْتُ وَإِنْ سَرَقْتُ قُلْتُ لَزَيْدٍ إِنَّهُ بَلَغَنِي إِنَّهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ لِحَدِيثِهِ أَبُو ذَرِّ بْنِ الزَّبِيْدَةِ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ نَحْوَهُ .

৫৮২৬. রাবাযা নামক স্থানে অবস্থানকালে আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন সন্ধ্যাকালে নবী (স)-এর সাথে মদীনার 'হাররাহ' নামক স্থান অতিক্রম করছিলাম। আমাদের সামনে ওহুদ পাহাড় দৃশ্যমান হলে নবী (স) বললেন : হে আবু যার! আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকে আমি ঋণ পরিশোধের প্রয়োজন ছাড়া তা থেকে একটি দীনারও এক রাত বা তিন রাত পর্যন্ত (ব্যয় না করে) পসন্দ করি না। আমি বলতাম তার সবটাই আল্লাহর বান্দাদের জন্য এভাবে এভাবে এবং এভাবে ব্যয় করবো। একথা বলে নবী (স) হাতে ইশারা করে আমাদেরকে দেখালেন। পুনরায় তিনি আমাকে ডাকলেন : হে আবু যার ! আমি জবাব দিলাম, লাকবাইকা ওয়া সাদাইকা, ইয়া রসূলুল্লাহ। তিনি বললেন : (দুনিয়ায়) যারা অধিক বিত্তশালী, (আখেরাতে) তারা হবে সর্বাধিক কম পুরস্কৃত। তবে তাদের মধ্যে যারা এভাবে এবং এভাবে ব্যয় করে (তারা এর ব্যতিক্রম)। পুনরায় তিনি আমাকে বললেন : হে আবু যার ! আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই থাক। সুতরাং তিনি রওনা হয়ে গেলেন, এমনকি আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলেন। এমন সময় আমি একটি আওয়াজ শুনলাম। আমার ভয় হলো এই ভেবে যে, রসূলুল্লাহ (স) কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলেন কি না। তাই আমি সেদিকে যেতে

চাইলাম কিন্তু তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ (স)-এর এ নির্দেশ আমার মনে পড়লো যে, তুমি এস্থানে থেকে যাবে না। সুতরাং আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। তিনি ফিরে আসলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি একটি শব্দ শুনে এই ভেবে শঙ্কিত হলাম যে, আপনি কোন দু'ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন কি না। কিন্তু আপনার নির্দেশের কথা স্মরণ হলে আমি অপেক্ষা করে আছি। নবী (স) বলেন : জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আমাকে জানালেন : আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন শরীক করে না এবং এ অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও? তিনি বলেন : যদিও সে যেনা এবং চুরি করে তবুও।

আ'মাশ (র) বর্ণনা করেন, আমি যায়েদকে বললাম, আমি অবগত হয়েছি যে, [বর্ণনাকারী) আবু যার (রা) নন, বরং আবুদ দারদা (রা)। যায়েদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার নিকট আবু যার (রা) 'রাবাযা নামক স্থানে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপর এক সনদে আবুদ দারদা (রা)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩১-অনুচ্ছেদ : বসার জন্য একজন আরেকজনকে উঠিয়ে দিবে না।

৫৮২৭- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنَ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ .

৫৮২৭. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, কোন ব্যক্তি যেন অন্য ব্যক্তিকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে।

৩২-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ؕ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا (المجادلة : ١١)

“যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসে বসার জন্য জায়গা করে দাও, তোমরা জায়গা করে দিবে। তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিবেন। আর যখন বলা হয়, তোমরা উঠে যাও, তখন উঠে যাবে।”

৫৮২৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنَ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرَ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ .

৫৮২৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। কোন ব্যক্তিকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে অপর ব্যক্তিকে সেখানে বসাতে নবী (স) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : তোমরা নিজেরা বরং আরো ছড়িয়ে অন্যদের জায়গা করে দাও। কাউকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজেই সেখানে বসে পড়াকে ইবনে উমার (রা) পসন্দ করতেন না।

৩৩-অনুচ্ছেদ : সবাই যেন উঠে যায় এ উদ্দেশ্যে মজলিস বা ঘর থেকে সাধীদের অনুমতি ছাড়াই কোন ব্যক্তির উঠে চলে যাওয়া অথবা উঠে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়া।

৫৮২৭- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا النَّاسَ طَعْمًا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ قَالَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ وَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا قَالَ فَجِئْتُ فَأَخْبِرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَرَخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَانزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا.

৫৮২৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন বিনতে জাহশ (রা)-কে বিয়ে করলে লোকজনকে ওয়ালীমার ভোজে দাওয়াত দিলেন, লোকজন খাওয়া-দাওয়ার পর বসে বসে কথাবার্তা বলতে লাগলো। বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, নবী (স) তখন বাহ্যত উঠে পড়ার ভাব দেখালেন। কিন্তু লোকজন উঠলো না। তা দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালে কিছু লোকও তার সাথে উঠে পড়লো কিন্তু এরপরও তিনজন লোক থেকেই গেল। নবী (স) ভেতরে প্রবেশ করার জন্য এসে তিনজন লোক বসেই আছে দেখে তিনি আবার ফিরে গেলেন। এরপর তারাও উঠে চলে গেল। আনাস (রা) বলেন, তখন আমি এসে নবী (স)-কে খবর দিলাম যে, তারা চলে গেছে। তিনি তখন আসলেন এবং ঘরে প্রবেশ করলেন। আমিও প্রবেশ করতে উদ্যত হলে তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। অতপর আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করলেন : “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর ঘরগুলোয় প্রবেশ করো না, তবে যদি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয় এটা আল্লাহর কাছে বিরাট” বিষয় পর্যন্ত।

৩৪-অনুচ্ছেদ : দুই হাঁটু খাড়া করে পাছার উপর বসা এবং দুই হাতে বেড় দিয়ে ধরে বসা।

৫৮৩০- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِفِنَاءِ الْكُعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ مَكْدًا.

৫৮৩০. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে কা'বার আড়িনায় তাঁর হাত দিয়ে এভাবে 'ইহতেবা' করে বসে থাকতে দেখেছি।^৬

৩৫-অনুচ্ছেদ : সাধীদের সামনে বালিশে হেলান দিয়ে বসা। খান্নাব (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর কাছে আসলাম। তিনি চাদর দ্বারা বালিশ বানিয়ে হেলান

৬. ইহতেবা মানে দুই হাঁটু খাড়া করে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসা এবং উভয় হাতে বেড় দিয়ে হাঁটু ধরে রাখা।

দিয়ে ছিলেন। আমি বললাম, আপনি কি আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন না ? (এ কথা শুনে) তিনি উঠে বসলেন।^৭

৪৮১. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ .

৫৮৩১. আবু বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না ? লোকজন বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল ! তিনি বলেন : আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া।

৪৮২. عَنْ بِشْرِ بْنِ مَرْثَةَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكْرِهُمَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .

৫৮৩২. বিশর (র) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী (স) হেলান দিয়ে ছিলেন। তিনি বসলেন এবং বললেন : শোন, মিথ্যা কথা থেকে বাঁচ। একথা তিনি বারবার বলতে থাকলেন। শেষে আমরা বললাম, আহ ! তিনি যদি থামতেন !

৩৬-অনুচ্ছেদ : কোন বিশেষ প্রয়োজনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে দ্রুত হাঁটা।

৪৮৩. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَ قَالَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ فَاسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ .

৫৮৩৩. উকবা ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আসরের নামায পড়লেন, তারপর খুব দ্রুতপদে গৃহে প্রবেশ করলেন।

৩৭-অনুচ্ছেদ : সারীর বা বিছানা।

৪৮৪. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَنَسَطَ السَّرِيرَ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ تَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَاسْتَقْبِلَهُ فَانْسَلَّ أَنْسِلًا .

৫৮৩৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বিছানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে (রাতে) নামায পড়তেন। আমি তাঁর ও কিবলার মঝেখানে শুয়ে থাকতাম। আমার

৭. হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাতি (রা) ইসলাম গ্রহণের পর চরমভাবে নির্খাতিত হয়েছিলেন। কামেররা জুলন্ত কয়লায় উপর তাঁকে চিত করে শুইয়ে দিতো এবং বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখতো। আতনে পুড়ে রক্ত ও চর্বি বেরিয়ে আতন নিতে গেলে তারা তাঁকে ছেড়ে দিত। পরে এক সময় তিনি নবী (স)-এর নিকট আসেন। নবী (স) তখন কা'বার ছায়ায় হেলান দিয়ে শুইয়ে ছিলেন। খাব্বাব (রা) বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি আমাদের সাহায্যের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবেন না ? নবী (স) উঠে বসলেন এবং বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের ঈমানদারদেরকেও মাটিতে পুতে ফেলা হতো। তারপর লোহার চিরুণী দিয়ে তাদের গায়ের সমস্ত গোশত খসিয়ে নিত, করাত চালিয়ে দুই টুকরা করা হতো। তবুও তারা ঈমান ত্যাগ করতেন না। ঈমানের এ কঠিন পরীক্ষা সর্বযুগেই আছে। কাজেই সবার করো। বিজয় নিশ্চয়ই আসবে।

কোন প্রয়োজন দেখা দিলেও নিজ স্থান থেকে উঠে তাঁর সামনে কিবলার দিকে দাঁড়ানো ভালো মনে করতাম না। তাই আমি বিছানা থেকে খুব সন্তর্পণে পিছলিয়ে নেমে যেতাম।

৩৮-অনুচ্ছেদ ৪ কাউকে বালিশ এগিয়ে দেয়া।

৫৮৩৫- عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَيَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وَسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشَوَهَا لِنِيفٍ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتْ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِي أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَسْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَخَذِي عَشْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ شَطَرَ الدَّهْرِ صِيَامَ يَوْمٍ وَأَفْطَارَ يَوْمٍ .

৫৮৩৫. আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল মালীহ (র) তাকে বলেছেন, আমি তোমার পিতা যায়েদের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করলেন যে, নবী (স)-এর কাছে আমার রোযার কথা উল্লেখ করা হলে তিনি আমার নিকট তাশরীফ আনলেন। আমি তাঁর সামনে একটি চামড়ার বালিশ পেশ করলাম। তাতে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিল। তিনি মেঝেতে বসলেন। বালিশটি আমার ও তাঁর মধ্যখানে ছিল। তিনি আমাকে বলেন : তোমার জন্য কি প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা যথেষ্ট নয় ? আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল ! (আমি এর চেয়েও বেশী শক্তি রাখি)। তিনি বলেন : তাহলে পাঁচটি করে রাখ। আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল ! তিনি বলেন : তাহলে সাতটি। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! তিনি বললেন : তবে নয়টি করে রাখ। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! তিনি বলেন : তাহলে এগারটি করে রাখ। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! তিনি বলেন : দাউদ (আ)-এর রোযার উপরে কোন রোযা নেই। সারা বছর একদিন রোযা রাখা এবং একদিন রোযা ভঙ্গ।

৫৮৩৬- عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ فَاتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جَلِيْسًا فَقَعَدَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي كَانَ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَعْنِي حُدَيْفَةَ أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ كَانَ فِيكُمْ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي عَمْرًا أَوْ لَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السَّوَاكِ وَالْوِسَادَةِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ كَيْفَ كَانَ عَبْدٌ

اللَّهِ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى قَالِ وَالذُّكْرِ وَالْأُنْثَى فَقَالَ مَا زَالَ هُوَ لَاءِ حَتَّى كَادُوا
يُشْكِكُونِي وَقَدْ سَمِعْتَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৫৮৩৬. আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সিরিয়া আগমন করলেন এবং মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায পড়লেন, তারপর দোয়া করলেন, হে আল্লাহ ! আমাকে একজন বন্ধু দান করো। তারপর তিনি আবুদ দারদা (রা)-এর মজলিসে গিয়ে বসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথাকার বাসিন্দা ? তিনি বলেন, আমি কুফার বাসিন্দা। আবুদ দারদা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের মাঝে কি সেই ব্যক্তি নেই, যিনি সেই গোপনীয় বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না ? অর্থাৎ হুযাইফা (রা)। আপনাদের মধ্যে কি সেই ব্যক্তি নেই (কিংবা বলেছেন, আপনাদের মধ্যে কি সে ব্যক্তি ছিলেন না) যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলের জবানীতে শয়তান থেকে আশ্রয় দানের কথা জানিয়েছেন ? অর্থাৎ আন্নার (রা)। আপনাদের মধ্যে কি বালিশ ও মিসওয়াকওয়ালা অর্থাৎ ইবনে মাসউদ (রা) নেই ? আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ يَغْشَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالذُّكْرَ وَالْأُنْثَى -এর জায়গায় কেবল وَوَمَا خَلَقَ الذُّكْرَ وَالْأُنْثَى পড়তেন ? তিনি বলেন, আবুদ দারদা (রা) বলেন, এসব লোক এ ব্যাপারে সবসময় আমাকে বিতর্কের মাধ্যমে সন্দেহে নিপতিত করার উপক্রম করেছে। অথচ আমি নিজে এটি রসূলুল্লাহ (স) -এর নিকট থেকে শুনেছি।

৩৯-অনুচ্ছেদ : জুমুআর নামাযের পর 'কায়লুলা' (দুপুরের বিশ্রাম)।

৫৮৩৭. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

৫৮৩৭. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমুআর নামাযের পর দুপুরের খানা খেতাম এবং তারপর 'কায়লুলা' (দুপুরের বিশ্রাম) করতাম।

৪০-অনুচ্ছেদ : মসজিদে কায়লুলা করা।

৫৮৩৮. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا كَانَ لِعَلِيِّ إِسْمٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي تَرَابٍ وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا دُعِيَ بِهَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكَ فَقَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقُلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ أَنْظِرْ أَيْنَ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَائُهُ عَنْ شِقِّهِ فَاصَابَهُ تَرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ قُمْ أَبَا تَرَابٍ قُمْ أَبَا تَرَابٍ مَرَّتَيْنِ .

يَرْكَبُونَ ثَبِجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِيرَةِ أَوْ قَالَ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِيرَةِ
 شَكَ إِسْحَاقُ قُلْتُ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ
 اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يَضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرَضُوا
 عَلَيَّ غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبِجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِيرَةِ أَوْ مِثْلَ
 الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِيرَةِ فَقُلْتُ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتَ مِنَ الْأَوَّلِينَ
 فَرَكِبْتَ الْبَحْرَ زَمَانَ مُعَاوِيَةَ فَصْرِعْتَ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجْتَ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكْتَ

৫৮৪০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কুবায় গেলে উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা)-এর কাছে যেতেন। উম্মে হারাম (রা) তাঁকে আপ্যায়ণ করতেন। উম্মে হারাম (রা) ছিলেন উবাদা ইবনে সামিত (রা)-এর পত্নী। একদিন রসূলুল্লাহ (স) তার বাড়ীতে গেলে তিনি তাঁকে খেতে দিলেন। অতপর রসূলুল্লাহ (স) ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে হাসতে হাসতে জাগলেন। উম্মে হারাম বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার হাসার কারণ কি? তিনি বলেন: স্বপ্নে আমাকে আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত দেখানো হলো। তারা এ সমুদ্রে জাহাজে আরোহণ করে যাত্রা করছে এবং বাদশাহদের মত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও সেই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী (স) তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং পুনরায় মাথা রেখে ঘুমালেন এবং হাসতে হাসতে জাগলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি হাসছেন কেন? তিনি বলেন: স্বপ্নে আমাকে আমার উম্মতের একদল লোককে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত দেখানো হলো। তারা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাদশাহ অথবা বাদশাহদের ন্যায় জাহাজে আরোহণ করে এই সমুদ্রযাত্রা করবে। আমি বললাম, আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী (স) বলেন: তুমি সেই পর্যায়ের অগ্রবর্তী লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সুতরাং উম্মে হারাম (রা) মুআবিয়া (রা)-এর সময় সমুদ্র পথে রওনা হলেন এবং ফিরে এসে নিজের সওয়ারী থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন।

৪২-অনুচ্ছেদ: যে কোন সুবিধাজনক পছায় বসা।

৪৮৪১. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبَسْتَيْنِ وَعَنْ بِيْعَتَيْنِ
 اِسْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَالْاِحْتِبَاءِ فِي تَوْبٍ وَّاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الْاِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ
 وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمَنَابِذَةِ .

৫৮৪১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) দুই রকম পোশাক এবং দুই রকম বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি নিষিদ্ধ করেছেন, 'ইশতিমালুস সাম্মা' এবং এক কাপড়ে এমনভাবে বসতে যাতে লজ্জাস্থানের উপর কোন আবরণ থাকে না এবং নিষেধ করেছেন দুই রকমের বিক্রয় অর্থাৎ মুলামাসা ও মুনাবাযা।

৪৩-অনুচ্ছেদ : যিনি মানুষের সামনে গোপন আলাপ করেন যিনি তার সাথীর গোপনীয় কথা তার মৃত্যুর পূর্বে কারো কাছে প্রকাশ করেন না, বরং তার ইনতিকালের পর ব্যক্ত করেন।

৫৪৬২- عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ جَمِيعًا لَمْ تَغَادِرْ مِنَّا وَاحِدَةً فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي لَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَى مَشِيَّتُهَا مِنْ مَشِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَاهَا رَحَبَ قَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ اجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَهَا فَبَكَتْ بَكَاءَ شَدِيدًا فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَهَا الثَّانِيَةَ إِذَا هِيَ تَضْحَكُ فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ خَصَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتُهَا عَمَّا سَارَكَ قَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِرَّهُ فَلَمَّا تُوَفِّي قُلْتُ لَهَا عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِمَا لِي عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْتَنِي قَالَتْ أَمَا الْآنَ فَنَعَمْ فَأَخْبَرْتَنِي قَالَتْ أَمَا حِينَ سَارَنِي فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدْ اقْتَرَبَ فَاتَّقِيَ اللَّهَ وَأَصْبِرِي فَإِنِّي نِعَمَ السَّلْفِ أَنَا لِكَ قَالَتْ فَبَكَتْ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَنِي الثَّانِيَةَ قَالَ يَا فَاطِمَةُ الْآنَ تَرْضَيْنِ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ .

৫৮৪২. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর স্ত্রীগণ তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম। আমাদের মধ্য থেকে একজনও অনুপস্থিত ছিল না। ইতিমধ্যে ফাতিমা (রা) হাঁটতে হাঁটতে আসলেন। আল্লাহর শপথ! তাঁর হাঁটার ভঙ্গী ছিল প্রায় রসূলুল্লাহ (স)-এর চলার ভঙ্গীর মত। নবী (স) তাঁকে দেখে খোশ আমদেদ জানালেন এবং বললেন : আমার কন্যাকে স্বাগতম। অতপর তিনি তাকে নিজের ডান পাশে অথবা বাঁ পাশে বসালেন এবং চুপে চুপে তার সাথে আলাপ করলেন। তখন ফাতিমা (রা) কাঁদতে লাগলেন। নবী (স) তার বিষণ্ণতা ও দুঃখ দেখে আরেকবার তাঁর সাথে চুপে চুপে কথা বললেন। এবার ফাতিমা (রা) হাসলেন। নবী (স)-এর স্ত্রীদের মধ্য থেকে আমি বললাম, রসূলুল্লাহ (স) গোপন কথা বলার জন্য আমাদের মধ্য থেকে আপনাকে নির্দিষ্ট করলেন। তা সত্ত্বেও আপনি কাঁদছেন? রসূলুল্লাহ (স) উঠে চলে গেলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (স) আপনাকে কানে কানে কি কথা বললেন? তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নবীর গোপন কথা প্রকাশ করতে পারি না। অতপর রসূলুল্লাহ (স) ইনতিকাল করলে আমি তাকে বললাম, আপনাকে আমি শপথ করে বলছি, আপনার উপর

আমার যে হক আছে তার বিনিময়ে সেই কথাটি বলুন। তিনি বলেন : হাঁ, এখন আমি তা বলতে পারি। প্রথমবার যখন তিনি কানে কানে বললেন, তখন বলেছিলেন যে, প্রতি বছর জিবরাঈল তাঁকে একবার মাত্র কুরআন মজীদ আবৃত্তি করে শুনাতেন, কিন্তু এ বছর দুইবার আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। তাই আমার মনে হয় আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়েছে। তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। কারণ, আমি তোমার জন্য অতি উত্তম অশ্রু গমনকারী। তিনি বলেন, আমাকে যে কাঁদতে দেখেছেন তা এ কারণেই। নবী (স) যখন আমার অস্থিরতা দেখলেন তখন দ্বিতীয়বার আমার কানে কানে বলেন, ফাতেমা ! তুমি কি আনন্দিত নও যে, তুমি ঈমানদারদের নারীদের নেত্রী অথবা এই উম্মতের নারীদের নেত্রী ? তখন আমি হেসেছি।

৪৪-অনুচ্ছেদ : চিত হয়ে শোয়া।

৫৮৪৩- عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَأَضِعًا أَحَدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى .

৫৮৪৩. আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তাঁর চাচার [আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আনসারী (রা)] সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর এক পা অন্য পায়ের উপর রেখে মসজিদে চিত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছি।

৪৫-অনুচ্ছেদ : তৃতীয় সঙ্গীকে বাদ দিয়ে দুইজনে গোপন আলাপ করবে না। আল্লাহ তাআলার বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْأَيْمِ وَالْعُنُوتِ إِلَى قَوْلِهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর তখন পাপ, অন্যায ও রসূলের নাফরমানীর ব্যাপারে গোপন পরামর্শ করো না”-(সূরা আল মুবাদালা : ৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন :“আল্লাহর উপরই মুমিনরা তাওয়াক্কুল করবে।”-(সূরা আত-তাওবা : ৫১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوِكُمْ صَدَقَةً ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা রসূলের সাথে গোপন আলাপ করতে চাইলে তার আগে সদাকা দিবে তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল”-(সূরা আল-মুবাদালা : ১২-১৩)।

৫৮৪৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ نُونِ الثَّلَاثِ .

৫৮৪৪. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : যদি তিনজন লোক এক সাথে থাকে, তবে দু'জন যেন অপরজনকে বাদ দিয়ে গোপন আলাপ না করে।

৪৬-অনুচ্ছেদ : গোপনীয়তা রক্ষা করা।

৫৮৪৫. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَسْرَأَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ وَلَقَدْ سَأَلْتَنِي أُمُّ سَلِيمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ .

৫৮৪৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমার কাছে একটি গোপনীয় বিষয় বললেন। নবী (স)-এর ওফাতের পর আমি তা কারো কাছে প্রকাশ করিনি। (আমার মা) উম্মে সুলাইম আমার কাছে সেটা জানতে চেয়েছিলেন। আমি তাকেও তা জানাইনি।

৪৭-অনুচ্ছেদ : তিনের অধিক সঙ্গী হলে দু'জনে গোপনে বা চুপে চুপে কথা বলায় কোন দোষ নেই।

৫৮৪৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ بُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ .

৫৮৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, যখন তোমরা কেবল তিনজন সঙ্গী হবে, তখন তাদের দুইজন অন্যজনকে বাদ দিয়ে কোন গোপন আলাপ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা আরও লোকজনের সাথে মিলিত হও। কারণ, এটা তাকে দুর্ভাবনায় ফেলতে পারে।

৫৮৪৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ قُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَأَتَيْنَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ مَلَأَ فِي فَسَارَرْتُهُ فَعُضِبَ حَتَّى أَحْمَرَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مُوسَى أُوذِيَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ .

৫৮৪৭. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) কিছু মাল বন্টন করলেন। এক আনসারী বললো, এটা এমন বন্টন যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। (একথা শুনে) আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি নবী (স)-এর কাছে যাব (এবং একথা তাকে জানাবো)। সুতরাং আমি নবী (স)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন একদল লোকের মাঝে ছিলেন। আমি চুপে চুপে তাঁকে বিষয়টি জানালাম। এতে তিনি রাগান্বিত হলেন, এমনকি তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বলেন : মুসা (আ)-এর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।

৪৮-অনুচ্ছেদ : দীর্ঘক্ষণ ধরে গোপন আলাপ করা।

মহান আল্লাহর বাণী : وَأَزِمْ نَجْوَى “যখন তারা গোপনে আলাপ করে”-(সূরা বনি ইসরাঈল : ৪৭)।

৫৮৪৮- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةَ وَرَجُلٌ يَتَنَاجَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَا زَالَ يَتَنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى .

৫৮৪৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের ইকামত হয়ে যাওয়ার পরও এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে গোপনে আলাপ করতে থাকে এবং তা দীর্ঘক্ষণ ধরে চলতে থাকে, এমনকি সাহাবীগণ ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর তিনি এসে নামায পড়ালেন।

৪৯-অনুচ্ছেদ : ঘুমানোর সময় ঘরে আশুন জ্বালিয়ে রাখবে না।

৫৮৪৯- عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ .

৫৮৪৯. সালেম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : ঘুমানোর সময় তোমরা ঘরে আশুন জ্বালিয়ে রাখবে না।

৫৮৫০- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَحْتَرَقَ بَيْتُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَحَدَّثَ بِشَانِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوُّكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَاطْفُؤُهَا عَنْكُمْ .

৫৮৫০. আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের বেলা মদীনার একটি পরিবারের ঘরে আশুন লেগে তা পুড়ে গেল। তাদের এ ঘটনাটি নবী (স)-এর কাছে বর্ণনা করা হলে তিনি বলেন : এ আশুন তোমাদের শত্রু। তাই যখনই তোমরা ঘুমাতে যাবে তখন তা নিভিয়ে ফেলবে।

৫৮৫১- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَمَرُوا الْأَنْيَةَ وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ فَإِنَّ الْفُؤَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ .

৫৮৫১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: (রাতে) তোমাদের পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে, ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিবে এবং বাতিগুলো নিভিয়ে ফেলবে। কেননা দুষ্ট ইঁদুরগুলো প্রায়ই বাতিগুলো এদিক-সেদিক টেনে নিয়ে যায় এবং ঘরের লোকজনদের পুড়িয়ে মারে।

৫০-অনুচ্ছেদ : রাতে ঘরের দরজা বন্ধ রাখা।

৫৮৫২- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِقُوا الْأَبْوَابَ وَأَوَكُوا الْأَسْقِيَةَ وَخَمَرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ قَالَ هَمَامٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بَعُودٍ .

৫৮৫২. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : রাতে তোমরা শোয়ার সময় বাতিগুলো নিভিয়ে ফেলবে, ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিবে, (পানির পাত্র) মশকের মুখ বেঁধে রাখবে এবং খাদ্য ও পানীয় ঢেকে রাখবে একটি কাঠ দিয়ে হলেও।

৫১-অনুচ্ছেদ : বয়োপ্রাপ্তির পর খাতনা করা এবং বগলের পশম উপড়ে ফেলা।

৫৮৫৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسُ الْخِتَانِ وَالْأَسْتِحْدَادُ وَتَنْفُ الْأَيْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ .

৫৮৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : পাঁচটি জিনিস প্রকৃতিগত : খাতনা করা, নাতীর নীচের পশম কামিয়ে ফেলা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, গৌফ খাট করা এবং নখ কাটা।

৫৮৫৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِخْتَنَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَأَخْتَنَ بِالْقَنُومِ مُخَفَّفَةً .

৫৮৫৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : ইবরাহীম (আ) আশি বছর বয়সের পর 'কাদুম' নামক অস্ত্র দ্বারা নিজের খাতনা করেছিলেন।

৫৮৫৫. عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ بِالْقَنُومِ وَهُوَ مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ .

৫৮৫৫. আবুয যিনাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাশদীদসহ বর্ণনা করেছেন এবং এটি একটি জায়গার নাম।^৯

৫৮৫৬. عَنْ سَعْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ مِثْلَ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ قَالَ وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا خَتِينٌ .

৫৮৫৬. সায়ীদ ইবনে যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী (স)-এর ওফাতকালে আপনার বয়স কত ছিল? তিনি বলেন, সে সময় আমার খাতনা করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, তখনকার সময় মানুষ সাবালক না হওয়া পর্যন্ত খাতনা করতো না।

অপর এক সনদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী (স)-এর ওফাত হয় তখন আমার খাতনা করা হয়েছিল।

৫২-অনুচ্ছেদ : যেসব খেলাধুলা মানুষকে আত্মাহ্বর আনুগত্য থেকে বিমুখ করে তা বাতিল। যে ব্যক্তি তার সংগীকে বলে, এসো তোমার সাথে জুয়া খেলি।

৯. 'কাদুম' মানে কুঠার জাতীয় এক প্রকার অস্ত্র। এটা দিয়েই ইবরাহীম (আ) নিজের খাতনা করেছিলেন। কারো মতে, উচ্চারণ 'কাদুম' হলে এর অর্থ হবে কাদুম নামক জায়গা।

আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ .

“এমন লোকও আছে, যে অজ্ঞতাবশত অসার বাক্য ক্রয় করে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য” (সূরা শোকমান : ৬) আয়াতের শেষ পর্যন্ত ।

৫৮৫৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَّصِدْ .

৫৮৫৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি শপথ করে এবং শপথের মধ্যে বলে যে, লাভ ও উয্যার শপথ, তাহলে সে যেন বলে, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) এবং যে লোক তার সাথীকে বললেন, এসো, তোমার সাথে জুয়া খেলি, সে যেন সদাকা করে ।

৫৩-অনুচ্ছেদ : ইমারত বা পাকা ভবন সম্পর্কিত বর্ণনা । আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম হলো পশুচারণকারী রাখালেরা পাকা ভবন নির্মাণে নিজে পল্পর গর্ব করবে ।

৫৮৫৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَنَيْتُ بِيَدَيْ بَيْتًا يُكْنَى مِنْ الْمَطَرِ وَيُظَلَّنِي مِنَ الشَّمْسِ مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ .

৫৮৫৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর যুগে নিজ হাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলাম । যাতে তা আমাকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে এবং রোদে ছায়া দিতে পারে । এ বাড়ি নির্মাণ করতে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কেউ আমাকে সাহায্য করেনি ।

৫৮৫৯- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ وَلَا غَرَسْتُ نَخْلَةً مُنْذُ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ سَفِيَانُ فَذَكَرْتُهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ بَنَى بَيْتًا قَالَ سَفِيَانُ قُلْتُ فَلَعَلَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى .

৫৮৫৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহর কসম ! আমি নবী (স)-এর ইনতিকালের পর থেকে ইটের উপর ইট রাখিনি (কোন ভবন বানাইনি) এবং কোন খেজুরের চারাও রোপণ করিনি । সুফিয়ান (র) বলেন, আমি এ হাদীসটি তাঁর পরিবারের কোন লোকের কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম ! তিনি বাড়ি বানিয়েছেন । সুফিয়ান (র) বলেন, আমি বললাম, হয়ত তিনি বাড়ি বানানোর আগে এ উক্তি করেছেন ।

كِتَابُ الدَّعَوَاتِ (দোয়ার বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخْرِينَ ۗ
“তোমরা আমার কাছে দোয়া কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো। যারা আমার ইবাদত থেকে দৃষ্টিভঙ্গি মুখ ফিরায়ে, অচিরেই তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে”-(সূরা আল-মুমিন : ৬০)।

২-অনুচ্ছেদ : প্রত্যেক নবীর একটি কবুলযোগ্য দোয়া আছে।

৫৮৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ نَبِيٍّ سَأَلَ سُؤلاً أَوْ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا وَأَسْتَجِيبُ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৫৮৬০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : প্রত্যেক নবীরই (আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য) একটি দোয়া থাকে যা তিনি করেন। আমি চাই আমার দোয়াটি আখেরাতে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য সংরক্ষিত থাকুক। অন্য এক সনদে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : প্রত্যেক নবীরই একটি করে বিষয় চেয়ে নিয়েছেন অথবা বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই নিশ্চিতভাবে কবুল হওয়ার মত একটি দোয়া থাকে। তারা সে দোয়া করেছেন এবং তা কবুলও হয়েছে। কিন্তু আমি আমার দোয়াটি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছি।

৩-অনুচ্ছেদ : সর্বোত্তম ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)। আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۗ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۗ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝

“তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, ধনে-জনে, তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন এবং বানাবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা”-(সূরা নূহ : ১০-১২)।

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ مِنَ الْإِيَةِ
 “(এবং যুক্তাকী তারাই) যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজের প্রতি যুলুম
 করে থাকলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা
 করে”-(সূরা আলে ইমরান : ১৩৫)।

৪৮১। عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَيِّدُ الْأِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ
 اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا سَتَطَعْتُ
 أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي اغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا
 يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ
 يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ
 يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

৫৮৬১. শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : সাযিয়াদুল ইসতিগফার
 বা সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষমা প্রার্থনা এই যে, বান্দা বলে : “আল্লাহুমা আনতা রব্বী লা-ইলাহা ইল্লা
 আনতা, খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা
 মাসতাতাতু, আউযু বিকা মিন শাররি মা সানাতু আবুযু লাকা বিনিমাতিকা আলাইয়া ওয়া
 আবুযু লাকা বিযাহী ইগফিরলী ফাইল্লাহ লা-ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা।” “হে
 আল্লাহ ! তুমি আমার রব, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ।
 আমি তোমার দাস। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর
 অবিচল আছি। আমার কর্মের মন্দ পরিণাম থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তুমি
 আমাকে যেসব নিয়ামত দান করেছ আমি তা সবই স্বীকার করছি এবং স্বীকার করছি
 আমার গুনাহের কথাও। তুমি আমাকে মাফ কর। কেননা তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ
 মাফ করতে পারে না।”

রসূলুল্লাহ (স) বলেন : যে ব্যক্তি কথাগুলো দিনের বেলায় দুঢ় প্রত্যয়ের সাথে বললো এবং
 সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই মারা গেল সে জান্নাতি। আর যে ব্যক্তি তা রাত্রিবেলা আশুরিকতার
 সাথে বললো এবং সকাল হওয়ার আগেই মারা গেল সে-ও জান্নাতি।

৪-অনুচ্ছেদ : দিনে ও রাতে নবী (স)-এর ক্ষমা প্রার্থনা।

৪৮১২। عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
 وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً .

৫৮৬২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে
 শুনেছি : আল্লাহর শপথ ! অবশ্যই আমি প্রতি দিন আল্লাহ তাআলার কাছে সত্তর বারের
 বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তওবা করি।

৫-অনুচ্ছেদ : তওবা করা। কাতাদা (র) **أَيُّهَا تَوْبَةُ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةٌ تَصُوحًا** আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে **تَوْبَةُ تَصُوحًا** অর্থ নিষ্ঠাপূর্ণ তওবা।

৫৮৬৩- **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مِنْزِلًا وَبِهِ مَهْلِكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى أَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي فَرَجِعْ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ .**

৫৮৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে। তার একটি নবী (স) থেকে, অন্যটি নিজ থেকে। (নিজ থেকে বর্ণিত হাদীসটি হলো,) তিনি বলেন, ঈমানদার নিজের গুনাহসমূহকে এমন দৃষ্টিতে দেখে যেন সে একটি পাহাড়ের নীচে বসে আছে, আর পাহাড়টি তার উপর ধ্বসে পড়ার আশংকা করছে। পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহসমূহকে মক্ষিকার মত মনে করে যা তার নাকের উপর বসলো সে তা এভাবে তাড়িয়ে দিল। আবু শিহাব (র) ব্যাখ্যাস্বরূপ নিজের নাকের সামনে হাত নেড়ে বুঝিয়ে বলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত হাদীসটির অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করে বলেন : বান্দাহ তওবা করলে আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশী হন যে সফর ব্যাপদেশে প্রাণের আশংকা আছে এমন এক স্থানে গিয়ে তাঁবু ফেললো। তার সাথে তার সওয়ারী আছে এবং সওয়ারীর পিঠে তার খাবার ও পানীয় রয়েছে। সে মাটিতে মাথা রাখতেই গভীর ঘুমে পড়লো। পরক্ষণে জেগেই সে দেখলো যে, তার সওয়ারী অদৃশ্য। অবশেষে সে প্রচণ্ড গরম ও পিপাসা অথবা আল্লাহ যা চাইলেন তাতে সে কাতর হয়ে পড়লো। তখন সে নিজে নিজে বললো, আমি আমার পূর্ব স্থানে ফিরে যাই। অতপর সে সেখানে ফিরে গেল এবং আবার গভীর ঘুমে পড়লো। তারপর জেগেই সে দেখতে পেল যে, তার সওয়ারী জন্তুটি তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।^১

৫৮৬৪- **عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ .**

৫৮৬৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহর তওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশী খুশী হন যে বিজন মরুভূমিতে তার উট হারিয়ে আবার তা ফিরে পেয়ে যত আনন্দিত হয়।

১. অর্থাৎ বর্ণিত অবস্থায় পতিত একটি লোক সর্ব্ব হারিয়ে পুনরায় তা ফিরে পেলে যত আনন্দিত হয়, আল্লাহর কোন বান্দাহ গুনাহ করে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তার চেয়েও বেশী আনন্দিত হন।

৬-অনুচ্ছেদ : ডান কাত হয়ে শোয়া ।

৫৮৬৫- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤَذِّنُهُ .

৫৮৬৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (স) রাতে এগার রাকাআত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। পরে ফযরের সময় হলে হালকাভাবে দু' রাকাআত নামায (ফযরের সুন্নাত) পড়তেন। তারপর ডান দিকে কাত হয়ে শুয়ে পড়তেন। শেষে মুয়ায্বিন এসে তাঁকে (ফযরের সময় হওয়ার) খবর দিত।

৭-অনুচ্ছেদ : পবিত্রতাৰস্থায় রাত্রি যাপন।

৫৮৬৬- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا آتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي (وَجْهِي) إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَأَمْلَجًا وَلَا مَنَجِي مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مِتُّ مَتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ فَقُلْتُ أَلَسْتُ ذَكَرْتُهُنَّ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ لَا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ .

৫৮৬৬. বারআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেন : যখন তুমি বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন নামাযের উযুর ন্যায় উযু করবে, তারপর ডান কাত হয়ে বিছানায় শুয়ে বলবে : “أَسَلَمْتُ نَفْسِي (وَجْهِي) إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَأَمْلَجًا وَلَا مَنَجِي مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مِتُّ مَتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ فَقُلْتُ أَلَسْتُ ذَكَرْتُهُنَّ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ لَا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ .” “হে আল্লাহ ! আমি (আমার মুখমণ্ডল) তোমার কাছে সোপর্দ করলাম, আমি আমার সব বিষয় তোমার ইখতিয়ারে ছেড়ে দিলাম এবং তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলাম। তোমার আযাবের ভয়ে এবং তোমার রহমতের আশায় তোমার থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয়ার এবং নাজাত পাওয়ার স্থান তোমার কাছে ছাড়া আর কোথাও নেই। তুমি যে কিতাব নাখিল করেছো আমি তার উপর ঈমান এনেছি। তুমি যে নবী পাঠিয়েছো আমি তাঁর উপর বিশ্বাসস্থাপন করেছি।”

যদি এটা পড়ে নিন্দা যাওয়ার পর তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে ফিতরাতের (ইসলামের) উপর মৃত্যুবরণ করলে। একথাগুলো সবশেষে পড়ো। আমি বললাম, আমি কি ‘ওয়াবি রাসূলিকাল্লাযী আর সালতা’ বলবো ? তিনি বলেন : না, ‘ওয়াবি নাবিইকাল্লাযী আরসালতা’ বলবে। ২

২. এর মানে এখানে “বিনাবিয়্যিকার স্থলে বিরাসূলিকা পড়বে কি না। নবী (স) বললেন : না, বিনাবিয়্যিকা বলবে। বারআ (রা) এ দোয়াটি মুখস্থ করে নবী (স)-কে শোনানোর সময় এ শব্দটি ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল তিনি তা ঠিক করে দেন এবং বিনাবিয়্যিকা পড়তে বলেন।

৮-অনুচ্ছেদ : শোয়ার সময় কি দু'আ পড়বে ?

৫৮৬৭. عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا قَامَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ .

৫৮৬৭. হুয়াইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন বিছানায় যেতেন তখন পড়তেন : বিইসমিকা আমূতু ওয়া আহুইয়া (হে আল্লাহ তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি এবং বেঁচে থাকি অর্থাৎ ঘুমাই এবং জাগি)। তিনি ঘুম থেকে উঠে বলতেনঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহুইয়ানা বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর (সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি মৃত্যুদানের পর আবার আমাদেরকে জীবিত করেছেন এবং তাঁর-ই কাছে ফিরে যেতে হবে)।

৫৮৬৮. عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى رَجُلًا فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مِتُّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ .

৫৮৬৮. বারাআ ইবনে আয়েব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তিকে ওসিয়ত করে বলেন : যখন তুমি বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন এ দোয়া পড়বে : আল্লাহুমা আসলামতু নাফসী ইলাইকা ওয়া ফাউয়াদতু আমরী ইলাইকা, ওয়া ওয়াযজাহতু ওয়াজহী ইলাইকা ওয়া আলজাতু যহরী ইলাইকা রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা লা-মালজাআ ওয়ালা মানজা মিনকা ইল্লা ইলাইকা আমানতু বিকিতাবিকাল্লাযী আনযালতা ওয়াবিনাবিয়িকাল্লাযী আরসালতা। —“হে আল্লাহ ! আমি নিজেকে তোমার কাছে সোপর্দ করলাম। আমার সব বিষয় তোমার উপর ন্যস্ত করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে ফিরিয়ে নিলাম এবং তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলাম তোমার আযাবের ভয়ে এবং রহমত ও পুরস্কারের আশায়। তোমাকে বাদ দিয়ে আশ্রয় ও নাজাত লাভের আর কোন জায়গা নেই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো এবং যে নবী পাঠিয়েছো আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি।” অতপর তুমি যদি মারা যাও তবে ফিত্রাতের (ইসলামের) উপরই মরবে।

৯-অনুচ্ছেদ : ডান গালের নীচে ডান হাত রেখে শোয়া।

৫৮৬৯. عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقِظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ .

৫৮৬৯. হুয়াইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) রাতে যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন ডান হাত ডান গালের নীচে রাখতেন, তারপর পড়তেন : আল্লাহুমা

বিইসমিকা আমুতু ওয়া আহুইয়া—“হে আল্লাহ ! আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করি এবং তোমার নামেই বেঁচে থাকি।” আর তিনি যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন বলতেন : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহুইয়ানা বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর। “সব প্রশংসার মালিক আল্লাহ, যিনি আমাকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে উঠিয়েছেন। অবশেষে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।”

১০-অনুচ্ছেদ : ডান কাতে শোয়া ।

৪৮৭০- عَنْ الْبِرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَنَاتُ ظَهَرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ .

৫৮৭০. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন ডান কাত হয়ে শুয়ে পড়তেন : আল্লাহুয়া আসলামতু নাফসী ইলাইকা ওয়া ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহী ইলাইকা ওয়া ফাউওয়াদতু আমরী ইলাইকা ওয়া আলজাতু যহরী ইলাইকা রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা লা-মালজাআ ওয়ালা মানজাআ মিনকা ইল্লাহ ইলাইকা, আমানতু বিকিতাবিকাল্লাযী আন যালতা ওয়া বিনাবিয়িকাল্লাযী আরসালতা।—“হে আল্লাহ ! আমি নিজেকে তোমার কাছে সোপর্দ করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে ফিরিলাম, আমার সব বিষয় তোমার উপর ন্যস্ত করলাম এবং তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলাম তোমার আযাবেবের ভয়ে এবং রহমত ও পুরস্কারের আশায় । তোমাকে বাদ দিয়ে আশ্রয় ও মুক্তি লাভের আর কোন জায়গা নেই । তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো এবং যে নবী পাঠিয়েছো আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি ।” রসূলুল্লাহ (স) বলেন : যে ব্যক্তি এ দোয়া পড়লো এবং সেই রাতেই মৃত্যুবরণ করলো সে ফিতরাত অর্থাৎ ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করলো ।

১১-অনুচ্ছেদ : রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর যে দোয়া পড়বে ।

৪৮৭১- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَى حَاجَتَهُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاتَى الْقُرْبَةَ فَاطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَ بَيْنَ وَضُوءَيْنِ لَمْ يَكْثُرْ وَقَدْ أَبْلَغَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَرْقُبُهُ (اتَّقِيهِ) فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَادَرَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَنَامَتْ صَلَوَتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى تَفْخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ

نَفَخَ فَادْنَهُ بِرَأْسِهِ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ
 فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي
 نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَآمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا
 قَالَ كَرِيْبٌ وَسَبَّحُ فِي التَّابُوتِ فَلَقِيَتْ رَجُلًا مِنْ وِلْدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثْنِي بِهِنَّ
 فَذَكَرَ عَصِيْبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشْرِي وَذَكَرَ خَصَلَتَيْنِ .

৫৮৭১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি (আমার খালা উম্মুল মুমিনীন) মাইমুনা (রা)-এর কাছে ছিলাম। রাতে নবী (স) উঠে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারলেন এবং হাত-মুখ ধুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, তারপর আবার উঠলেন এবং মশকের কাছে গিয়ে এর মুখ খুললেন, অতপর যথেষ্ট পানি ব্যবহার না করেই উয়ু করলেন, তথাপি সমস্ত অংশই ঠিকমত ধুলেন। অতপর তিনি নামায পড়লেন। আমিও উঠলাম, তবে একটু দেরী করে। কারণ আমি চাইনি, তিনি বুঝে ফেলুন যে, আমি তাঁকে দেখছি। আমি উঠে উয়ু করলাম। অতপর তিনি নামায পড়তে দাঁড়ালে আমি গিয়ে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার কান ধরে আমাকে তাঁর ডান দিকে ঘুরিয়ে নিলেন। তিনি পুরো তের রাকআত নামায পড়লেন এবং আবার ঘুমিয়ে পড়লেন, এমনকি নাক ডাকাও শুরু করলেন। তিনি ঘুমালে নাক ডাকতেন। অতপর বিলাল (রা) এসে তাঁকে ফযরের নামাযের সময় হওয়ার কথা জানালে তিনি নামায পড়লেন কিন্তু নতুন উয়ু করলেন না। তিনি তাঁর দোয়ায় বলছিলেন : আল্লাহুমা জআল ফী কালবী নূরান ওয়া ফী বাছারী নূরান, ওয়া ফী সাময়ী নূরান ওয়া ইয়ামিনী নূরান ওয়া আন ইয়াসারী নূরান ওয়া ফাতুকী নূরান ওয়া তাহতি নূরান ওয়া আমামী নূরান ওয়া খালফী নূরান ওয়া জআললী নূরা....।—“হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর দাও, আমার চোখে নূর দাও, আমার কানে নূর দাও, আমার ডানে-বাঁয়ে, উপরে-নীচে এবং সামনে-পেছনেও নূর দাও। আমাকে নূর দান কর।” কুরাইব (র) বলেন, তাবুতে সাতটি নূর ছিল। আমি আব্বাস (রা)-এর সন্তানদের একজনের সাথে দেখা করলে তিনি আমার কাছে ঐগুলো বর্ণনা করেন এবং তাতে তিনি عصبى ولحمى ودمى وشرى وبشرى সবগুলো বর্ণনা করেছেন এবং এছাড়া আরও দু'টি বিষয়ও উল্লেখ করেছেন।^৪

৪৮৭২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ
 اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَكَانَ الْحَمْدُ اَنْتَ قِيَمُ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَكَانَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ
 وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ

৪. অর্থাৎ নবী (স) সাতটি জিনিসে নূর চেয়ে দোয়া করেছেন। সেগুলো হলো শিরা-উপশিরা, গোশত, রক্ত, চুল ও ত্বক। আর দু'টি বর্ণনাকারী উল্লেখ করেননি।

اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمَقْدِمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ .

৫৮৭২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) রাতে তাহাজ্জদের নামায পড়তে উঠে দোয়া করতেন : আল্লাহুমা লাকাল হামদু আনতা নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে ওয়ামান ফীহিন্না, ওয়ালাকাল হামদু আনতা কাইয়ুমুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে ওয়ামান ফীহিন্না। ওয়ালাকাল হামদু আনতাল হাক্কু, ওয়া ওয়াদুকা হাক্কুন, ওয়া কাউলুকা হাক্কুন, ওয়া লিকাউকা হাক্কুন, ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন ওয়ান নারু হাক্কুন ওয়াস সাআতু হাক্কুন, ওয়ান নাবিউনা হাক্কুন ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্কুন। আল্লাহুমা লাকা আসলামতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়াবিকা আমানতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়াবিকা খাসামতু ওয়া ইলাইকা হাকামতু ফাগফির লী মাকাদ্দামতু ওয়ামা আখ্খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলানতু, আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুয়াখখিরু লাইলাহা ইল্লা আন্তা (অথবা বলতেন) লাইলাহা গাইরুকা। —“হে আল্লাহ ! সব প্রশংসা তোমার। তুমি আসমান-যমীন এবং এ দু’য়ের মধ্যকার সবকিছুর নূর। সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। আসমান-যমীন এবং এ দু’য়ের মধ্যকার সবকিছুর স্থাপক তুমি। সব প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। তুমিই একমাত্র সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার কথা সত্য, (আখেরাতে) তোমার সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ (স) সত্য। হে আল্লাহ ! তোমার উপর সবকিছু সোপর্দ করেছি। তোমার ওপর তাওয়াক্কুল করেছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। শত্রুদের বিষয় তোমার উপর ছেড়ে দিয়েছি এবং তোমাকেই বিচারক মেনেছি। অতএব, আমার আগের ও পরের এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব গুনাহ মাফ করে দাও। তুমিই আদি এবং তুমিই অন্ত। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।”

১২-অনুচ্ছেদ : শয়নকালের তাক্বীর ও তাস্বীহ।

৪৮৭৩. عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ شَكَتَ مَا تَلَقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرُّحَى فَآتَتْ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا قَدْ هَبْتُ أَقْوَمُ فَقَالَ مَكَانَكَ فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدَتْ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ إِلَّا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ خَادِمٍ إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ خَادِمٍ وَعَنْ ابْنِ سَيْرٍ بَنَ قَالَ التَّسْبِيحُ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ :

৫৮৭৩. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। গম পেষার যাঁতা চালানোর দরুন ফাতেমা (রা)-এর হাতে ফোকা পড়ে যায় তিনি নবী (স)-এর কাছে অভিযোগ করে একজন খাদেম চাইতে

আসলেন, কিন্তু নবী (স)-কে বাড়িতে পেলেন না। তাই আসার উদ্দেশ্যটি তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে বর্ণনা করলেন। রসূলুল্লাহ (স) বাড়ি আসলে আয়েশা (রা) তাঁকে জানালেন। আলী (রা) বলেন, এ খবর শুনে নবী (স) আমাদের বাড়িতে আসেন। তখন আমরা শুয়ে পড়েছিলাম। আমি বিছানা ছাড়তে উদ্যত হলে তিনি বলেন : তোমরা নিজের অবস্থানেই থাক। তিনি আমাদের মাঝখানে বসলেন, এমনকি আমি তাঁর পদযুগলের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। তিনি বলেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় জানিয়ে দিব না, যা তোমাদের জন্য খাদেমের চেয়ে উৎকৃষ্ট? তোমরা যখন বিছানায় যাবে, তখন ৩৩বার আল্লাহ্ আকবার, ৩৩বার সুবহানাল্লাহ এবং ৩৩বার আলহামদু লিল্লাহ পড়বে। এটা তোমাদের জন্য চাকরের চেয়ে উত্তম। অন্য এক সনদে ইবনে সিরীন (র)-এর বর্ণনায় আছে : সুবহানাল্লাহ ৩৪বার।^৫

১৩-অনুচ্ছেদ : শয়নকালে আউযু বিল্লাহ পড়া এবং কুরআন তিলাওয়াত করা।

৫৮৭৬- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ .

৫৮৭৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) যখন বিছানায় যেতেন, তখন নিজের দু' হাতে ফুঁ দিতেন এবং সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস পড়ে শরীর মাস্হ করতেন।

১৪-অনুচ্ছেদ : (শয়নের পূর্বে বিছানা ঝাড়বে এবং দোয়া পড়বে)।

৫৮৭৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكَتْ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ .

৫৮৭৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যখন তোমাদের কেউ বিছানায় (ঘুমতে) যায় তখন সে যেন তার ইয়ারের প্রান্তভাগ দ্বারা বিছানা ঝেড়ে নেয়। কেননা সে জানে না তার অবর্তমানে সেখানে স্ফটিকের কিছু আশ্রয় নিয়েছে কি না। অতপর এ দোয়া পড়বে : বি-ইছমিকা রবিব ওয়াদা'তু জামবি ওয়া বিকা আরফাউহ্ ইন আমছাকতা নাফছি ফারহামহা ওয়া ইন্ আরছালতাহা ফাহ্ফাজহা বিমা তাহফাজু বিহিছ ছালেহীন। “হে আমার রব ! তোমার নামে আমি আমার দেহ বিছানায় রাখলাম এবং তোমার নামেই আবার তা উঠাবো। যদি তুমি আমার জান কবয করে নাও তবে তার উপর রহম কর এবং যদি ফিরিয়ে দাও তবে ঠিক সেভাবে তাকে হেফযত কর, যেভাবে তুমি নেককারদের হেফযত করে থাক।”

৫. বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী সুবহানাল্লাহ ৩৪বার পড়াই সঠিক।

১৫-অনুচ্ছেদ : মধ্য রাতে দোয়া করা ।

৫৮৭৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْتَلْنِي فَأَعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ .

৫৮৭৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ (স) বলেন : প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ যখন বাকি থাকে তখন আমাদের মহান রব দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন : এমন কেউ কি আছে যে, আমার কাছে প্রার্থনা করবে এবং আমি তার প্রার্থনা কবুল করবো । এমন কেউ কি আছে যে, আমার কাছে চাইবে এবং আমি তাকে দান করবো ? এমন কেউ কি আছে যে, আমার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আমি তাকে ক্ষমা করবো ?

১৬-অনুচ্ছেদ : পায়খানায় যাওয়ার দোয়া ।

৫৮৭৭. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ .

৫৮৭৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী (স) পায়খানায় প্রবেশ করে বলতেন : আল্লাহ্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল খুবসি ওয়াল খাবাইস।—“হে আল্লাহ ! আমি ‘খুবস’ ও ‘খাবায়েস মন্দ জিনিস থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”

১৭-অনুচ্ছেদ : সকাল বেলা যে দোয়া পড়বে ।

৫৮৭৮. عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَيِّدُ الْأِسْتِغْفَارِ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا سَتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي فَأَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ إِذَا قَالَ حِينَ يُمَسِّي فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ .

৫৮৭৮. শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত । নবী (স) বলেন : সাযিয়্যদুল ইসতিগফার (সর্বপ্রথম ক্ষমা প্রার্থনা) হলো : আল্লাহ্মা আনতা রব্বী লাইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতাতু আবুউ লাকা বিনিমাতিকা ওয়া আবু উলাকা বিযাহী ফাগফির লী ফাইল্লাহ্ লাইয়াগফিরুকয যুন্বা ইল্লা আনতা আউযু বিকা মিন শাররি মা ছানাতু ।

“হে আল্লাহ ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, আমি তোমারই দাস। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির উপর কায়েম থাকব। আমি তোমার নিয়ামতসমূহ এবং আমার অপরাধসমূহ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া গুনাহ মার্জানাকারী আর কেউ নেই। আমার সকল কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।”

কেউ যদি সন্ধ্যার সময় এ দোয়া পড়ে এবং (রাতেই) মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে কিংবা বলেছেন, সে জান্নাতবাসী হবে। আর যদি কেউ এ দোয়া সকাল বেলা পড়ে এবং সে দিনেই মারা যায়, তবে সেও অনুরূপ জান্নাতবাসী হবে।

৫৮৭৭. عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ .

৫৮৭৯. হুয়াইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন ঘুমাতে চাইতেন তখন এ দোয়া পড়তেন : বিইসমিকা আল্লাহুয়া আমুতু ওয়া আহুইয়া (হে আল্লাহ আমি তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি এবং তোমার নামেই বেঁচে থাকি)। আর যখন তিনি ঘুম থেকে জাগতেন তখন এ দোয়া পড়তেন : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহুইয়ানা বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর। (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি মৃত্যুর পর আমাকে জীবন দান করেছেন এবং তারই কাছে ফিরে যেতে হবে)।

৫৮৮০. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُمَّ بِسْمِكَ أَمُوتُ أَحْيَا فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ .

৫৮৮০. আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (স) রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন এ দোয়া পড়তেন : হে আল্লাহ আমি তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি এবং তোমার নামেই বেঁচে থাকি। আর যখন তিনি ঘুম থেকে জাগতেন তখন বলতেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি মৃত্যুর পর আমাকে জীবন দান করলেন আর অবশেষে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।”

১৮-অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে দোয়া পড়া।

৫৮৮১. عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلَّمَنِي دُعَاءَ أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

৫৮৮১. আবু বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলেন, আমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যা আমি নামাযে পড়তে পারি। নবী (স) বললেন : তুমি এ দোয়া পড়বে : আল্লাহুয়া ইন্নী যলামতু নাফছী যুলমান কাছীরান ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা ফাগফির লী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইল্লাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম। “হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার কেউ নেই। অতএব তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে মাফ করে দাও এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী অতি দয়ালু।”

৫৮৮২. ৫৮৮২- عَنْ عَائِشَةَ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافِ بِهَا أَنْزَلْتَ فِي الدُّعَاءِ .

৫৮৮২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনের আয়াত : وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ (আর নিজের নামায বেশী উচ্চ কণ্ঠেও পড়বে না কিংবা বেশী নীচ কণ্ঠেও পড়বে না)–(সূরা বনী ইসরাঈল : ১১১) দোয়া সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

৫৮৮৩. ৫৮৮৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ فَلَانَ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَ كُلُّ عَبْدٍ لِلَّهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ صَالِحٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ التَّنَائِ مَا شَاءَ .

৫৮৮৩. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা নামায পড়তাম : আসসালামু আলাল্লাহি, আসসালামু আলা ফুলানিন। “আল্লাহর প্রতি সালাম, অমুকের প্রতি সালাম।” একদিন নবী (স) আমাদেরকে বলেন : আল্লাহ তাআলা নিজেই সালাম (শান্তি) তাই তোমাদের কেউ যখন নামাযে বসবে তখন সে আন্তাহিয়্যাত্তু লিল্লাহি ----- সালিহীন পর্যন্ত পড়বে। যখন সে তা পড়বে, তখন আসমান-যমীনে যত নেককার বান্দাহ আছে তাদের সকলকে এ দোয়া পৌছানো হয়ে যাবে। অতপর সে বলবে : আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু। “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দাহ ও রসূল। এরপর সে ইচ্ছামত আল্লাহর প্রশংসামূলক দোয়া পড়বে।

১৯-অনুচ্ছেদ : নামায শেষে দোয়া পড়া।

৫৮৮৪. ৫৮৮৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ قَالَ كَيْفَ ذَاكَ قَالُوا صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ قَالَ أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مِنْ

كَانَ قَبْلَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ يَعِدْكُمْ وَلَا يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ إِلَّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا .

৫৮৮৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। গরীব মুহাজিরগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! বিত্তবান ও ধনবান লোকেরাইত উচ্চ মর্যাদা এবং চিরস্থায়ী নেয়ামতের দিক দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে এগিয়ে গেলেন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন : তা কিভাবে ? তারা বলেন : আমরা যেভাবে নামায পড়ি তারাও নামায পড়ে। আমরা জিহাদ করি, তাঁরাও জিহাদ করে। তাঁরা তাদের ধন-সম্পদের অতিরিক্ত অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করে। কিন্তু আমাদের ধন-সম্পদ নেই, তাই আল্লাহর পথে ব্যয় করতে পারি না। এভাবে তাঁরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিস শিক্ষা দিব না যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীগণের সমান হতে পারবে এবং তোমাদের পরবর্তীগণের চেয়ে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে ? অনুরূপ আমল করা ভিন্ন কেউই তোমাদের সমকক্ষ হতে পারবে না। তাহলো, প্রত্যেক নামাযের পর তোমরা দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং দশবার আল্লাহু আকবার পড়বে।

৫৮৮৫. عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعْوِيَةَ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مَعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

৫৮৮৫. ওয়াররাদ (র) থেকে বর্ণিত। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-এর নিকট পত্র লিখলেন যে, রসূলুল্লাহ (স) প্রতি ওয়াক্ত নামাযে সালাম ফিরানোর পর পড়তেন : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাই-ইন কাদীর। আল্লাহুমা লা মানিয়া লিমা আতাইতা ওয়ালা মুতিয়া লিমা মানাতা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু। —“এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁর। সমস্ত প্রশংসা কেবল তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান। হে আল্লাহ ! তুমি যা দিতে চাও তা বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা কারো নেই। আর তুমি বাধা দিলে দেয়ার ক্ষমতাও কারো নেই এবং কোন ভাগ্যবান তার ভাগ্যের মাধ্যমে কোন কল্যাণ লাভ করতে বা অকল্যাণ প্রতিহত করতে পারে না, তোমার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত ছাড়া।”

২০-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ؕ

“আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন। নিশ্চয় আপনার দোয়া তাদের জন্য স্বস্তিদায়ক”
- (সূরা আত-তওবা : ১০৩)। নিজেকে বাদ দিয়ে (মুসলিম) ভাইয়ের জন্য দোয়া
করা।

আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেছেন। (এক দোয়ায়) নবী (স) বলেছেন : হে আল্লাহ !
উবাইদ আবু আমেরকে মাফ করুন। হে আল্লাহ ! আবদুল্লাহ ইবনে কায়েসের শুনাই
মাফ করুন।

৪৪৬. عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ قَالَ رَجُلٌ
مِّنَ الْقَوْمِ يَا عَامِرُ لَوْ أَسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيْنَاهَاكَ فَنَزَلَ يَحْضُو بِهِمْ يُذَكِّرُ تَاللهِ لَوْلَا
اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَذَكَرَ شِعْرًا غَيْرَ هَذَا وَلَكِنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
مَنْ هَذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ يَرْحَمُهُ اللهُ وَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ
يَا رَسُولَ اللهِ لَوْلَا مَتَّعْتَابِيهِ فَلَمَّا صَافَ الْقَوْمُ قَاتَلُوهُمْ فَأَصِيبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةٍ
سَيْفٍ نَفْسِهِ فَمَاتَ فَلَمَّا أَمْسُوا أَوْقَدُوا نَارًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا هَذِهِ
النَّارُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقَدُونَ قَالُوا عَلَى حُمْرٍ ائْسِيَةٍ فَقَالَ أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَكَسِّرُوهَا
قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نُهْرِيقُ مَا فِيهَا وَنَفْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَاكَ .

৫৮৮৬. সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর
সাথে খায়বর অভিযানে বের হলাম। আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, হে আমের!
তুমি যদি তোমার কবিতা শুনাতো তাহলে ভালো হতো। তখন আমের (রা) সওয়ালী
থেকে নেমে পড়লো এবং ‘হুদী’ গাইতে লাগলো। সে বলতে থাকলো : তাল্লাহি
লাওলাল্লাহ্ মাহুতাদাইনা” (আল্লাহর শপথ ! তার দয়া না হলে আমরা হেদায়াত লাভ
করতাম না। এ ছাড়াও সে আরও কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করলো যা আমি স্মরণ রাখতে
পারিনি।) (তার আবৃত্তি শুনে) রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, (হুদী গেয়ে) এই উট
হাঁকানেওয়াল্লা কে ? লোকজন বললো, আমের ইবনুল আকওয়া। নবী (স) বলেন : আল্লাহ
তার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর
রসূল! আমাদেরকে যদি তার সাহচর্য দীর্ঘক্ষণ ভোগ করতে দিতেন তাহলে কতই না
ভালো হতো। অতপর সবাই যুদ্ধের জন্য ব্যুহ রচনা করলো, যুদ্ধ শুরু হলো। আমের (রা)
নিজেই নিজের তলোয়ারের আঘাতে আহত হলেন এবং মৃত্যুবরণ করলেন। সন্ধ্যা হলে
সবাই ব্যাপকভাবে আশুদ জ্বালালো। রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন : এত আশুদ কিসের?
কি কারণে তোমরা আশুদ জ্বালিয়েছো। তারা বললো, গৃহপালিত গাধার গোশত পাকানো
হচ্ছে। নবী (স) বলেন : ডেকচির ভেতরে যা আছে ফেলে দাও এবং ডেকচিশুলো ভেঙ্গে
ফেল। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা গোশত ফেলে দিয়ে ডেকচিশুলো
ধুয়ে রেখে দিতে পারি না ? তিনি বলেন : তবে তাই করো।

৫৮৮৭. عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا آتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَآتَاهُ أَبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى .

৫৮৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর কাছে কেউ সদাকা (যাকাত) নিয়ে আসলে তিনি বললেন : হে আল্লাহ ! অমুকের পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমার পিতা কিছু নিয়ে তাঁর কাছে আসলে তিনি বলেন : হে আল্লাহ ! আবু আওফার বংশের উপর রহমত নাযিল করুন।

৫৮৮৮. عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تَرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلْصَةِ وَهُوَ نَصَبٌ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَصَكَّ فِي صَدْرِي فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا قَالَ فَخَرَجْتُ فِي خَمْسِينَ مِنْ أَحْمَسَ مِنْ قَوْمِي وَرَيْمًا قَالَ سَفِيَانُ فَانْطَلَقْتُ فِي عَضْبَةٍ مِنْ قَوْمِي فَاتَيْتُهَا فَأَحْرَقْتُهَا ثُمَّ آتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا آتَيْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الْأَجْرَبِ فِدَعًا لِأَحْمَسَ وَخَيْلِهَا .

৫৮৮৮. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন : তুমি কি আমাকে ‘যুল-খালাসা’ থেকে মুক্তি দেবে না ? সেটা ছিল একটি মূর্তি। মানুষ যার পূজা করতো। এর নাম ছিল ইয়ামানী কাবা। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি ঠিকমত ছোড়ার পিঠে বসতে পারি না। তখন নবী (স) আমার বুকে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করলেন এবং বললেন : হে আল্লাহ ! তাকে দৃঢ় রাখ এবং তাকে হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দাও। জারীর (রা) বলেন, অতপর আমি আমার গোত্র আহমাসের পঞ্চাশজন লোকসহ বের হলাম। সুফিয়ান (র) কোন কোন সময় এভাবে বর্ণনা করতেন : আমি নিজ গোত্রের একদল লোকসহ বের হলাম এবং সেই মূর্তির কাছে গিয়ে সেটিকে জ্বালিয়ে ফেললাম। তারপর নবী (স)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহর কসম ! যুল-খালাসাকে চর্মরোগাক্রান্ত উটের মত করে তবেই আমি আপনার কাছে এসেছি। নবী (স) আহমাস গোত্র এবং এর ছোড়া সওয়ারদের জন্য দোয়া করলেন।

৫৮৮৯. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَسُ خَادِمُكَ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثَرُ مَالِهِ وَوَلَدُهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ .

৫৮৮৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা উম্মে সুলাইম (রা) নবী (স)-কে বললেন : আনাস আপনার খাদেম। নবী (স)-দোয়া করলেন : হে আল্লাহ ! তার ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি বাড়িয়ে দাও। আর যা কিছু তুমি তাকে দাও তাতে বরকত দান কর।

৫৮৯০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا مِنْ (فِي) سُورَةِ كَذَا وَكَذَا .

৫৮৯০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এক ব্যক্তিকে মসজিদে কুরআন পড়তে শুনে বললেন, আল্লাহ তার উপর রহম করুন! সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্বরণ করিয়ে দিয়েছে। আমি অমুক অমুক সূরা থেকে তা ভুলে গিয়েছিলাম।

৫৮৯১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قَسَمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ لِقِسْمَةٌ مَا أُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبِرَ .

৫৮৯১. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (গনীমাতের) মাল বণ্টন করলেন। এক ব্যক্তি বললো, এ বণ্টনে আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য ছিল না। আমি একথা নবী (স)-কে জানালে তিনি রাগান্বিত হলেন, এমনকি আমি তাঁর চেহারায় রাগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেখলাম। তিনি বলেন : আল্লাহ মুসা (আ)-এর উপর রহম করুন। তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে কিন্তু তিনি সবর করেছেন।

২১-অনুচ্ছেদ : কবিতার ন্যায় ছন্দবদ্ধ ভাষায় দোয়া করা অপসন্দীয়।

৫৮৯২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنَّ آيَاتٍ فَمَرَّتَيْنِ فَإِنَّ أَكْثَرَتْ فَتَلَّتْ مِرَارًا وَلَا تَمَلُّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ وَلَا الْفَيْتَنَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِّنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقْصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتَمْلُئُهُمْ وَلَكِنْ أَنْصَتُ فَإِذَا أَمْرُكَ فَحَدِيثُهُمْ وَهُمْ يَسْتَهْوُونَ فَنَنْظُرُ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَإِنِّي عَهَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ يَعْنِي لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ الْاجْتِنَابَ

৫৮৯২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষকে সপ্তাহে প্রতি শুক্রবার দিনের কথা শুনাবে। এতে তুমি সন্তুষ্টি না হলে সপ্তাহে দুই দিন। যদি এর চেয়েও বেশী করতে চাও তবে তিনদিন। অধিক দিন কুরআনের কথা শুনাতে গিয়ে কুরআনের প্রতি মানুষকে এর প্রতি বিরক্ত করে তুলবে না। নিজেদের কথাবার্তায় ব্যস্ত এমন লোকদের কাছে পৌছেই তাদের কথাবার্তায় ছেদ টেনে তুমি দিনের কথা শুনাতে থাক এবং তাদের বিরক্তি উৎপাদন করো তা আমি চাই না, বরং তুমি নিচুপ থাক। যখন তারা আত্মহ সহকারে বলতে বলবে তখন তুমি বক্তব্য পেশ করবে, কিন্তু লক্ষ্য রেখো দোয়ার মধ্যে ছন্দবদ্ধ ভাষার ব্যবহার পরিহার করবে। কেননা আমি রসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর সাহাবাগণকে অনুরূপ করতে দেখেছি অর্থাৎ তারা অনুরূপ ভাষার ব্যবহার পরিহার করতেন।

২২-অনুচ্ছেদ : দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করবে। কেননা আল্লাহ তাআলাকে বাধ্য করার কেউ নেই।

৫৮৯৩. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَغْزِمِ الْمَسْئَلَةَ وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنَّ شَيْئًا فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرَهَ لَهُ .

৫৮৯৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমাদের কেউ দোয়া করলে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে করবে। দোয়ায় এরূপ বলবে না যে, হে আল্লাহ ! যদি তুমি চাও তবে আমাকে দাও। কেননা আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই।

৫৮৯৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدِكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْرِمَ الْمَسْئَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مَكْرَهَ لَهُ .

৫৮৯৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন এভাবে দোয়া না করে : “হে আল্লাহ ! যদি তুমি চাও তবে আমাকে মাফ কর এবং যদি তুমি চাও আমার প্রতি রহমত বর্ষণ কর” বরং নিশ্চিত হয়ে ও মনের দৃঢ়তা নিয়ে দোয়া করবে। কেননা আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই।

২৩-অনুচ্ছেদ : (ফল লাভে) তাড়াহুড়া না করলে বান্দার দোয়া কবুল হয়।

৫৮৯৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعْوَتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي .

৫৮৯৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমাদের যে কোন লোকের দোয়া কবুল হয়ে থাকে, যদি সে ফললাভের জন্য তাড়াহুড়া না করে এবং এমন কথা না বলে যে, আমি দোয়া করেছি কিন্তু কবুল হয়নি।

২৪-অনুচ্ছেদ : হাত তুলে দোয়া করা। আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন : নবী (স) দুই হাত তুলে দোয়া করেছেন, এমনকি আমি তাঁর উভয় বগলতলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) উভয় হাত তুলে দোয়া করেছেন : হে আল্লাহ ! খালিদ যা করেছে : তা থেকে আমি তোমার কাছে মুক্ত। অপর এক সনদে আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) দুই হাত তুলে দোয়া করেছেন, এমনকি আমি তাঁর বগলতলের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি।

২৫-অনুচ্ছেদ : কিবলামুখী না হয়ে দোয়া করা (জায়েয)।

৫৮৯৬. عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهُ أَنْ يَسْقِينَا فَتَقِيمَتِ السَّمَاءِ وَمَطْرِنَا حَتَّى مَا كَادَ الرَّجُلُ يَصِلُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهُ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَجَعَلَ السَّحَابُ يَنْقَطِعُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَلَا يُمْطِرُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ .

৫৮৯৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জুমআর দিন নবী (স) জুমআর খোতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি দোয়া করলেন : অতপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলো এবং বর্ষণ শুরু হলো, এমনকি লোকজন খুব কষ্টেই বাড়ী পৌঁছে। পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত বৃষ্টি অব্যাহত থাকলো। এদিনও সেই ব্যক্তি কিংবা অন্য কোন লোক দাঁড়িয়ে বললো, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন বৃষ্টি বন্ধ করেন। কারণ, প্রবল বৃষ্টিতে আমরা ডুবে যাচ্ছি। তখন নবী (স) দোয়া করলেন : হে আল্লাহ! আমাদের আশপাশের জনপদে বর্ষণ কর, আমাদের উপর বর্ষণ করো না। সুতরাং আকাশের মেঘ বিক্ষিপ্ত হয়ে মদীনার আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো এবং ওসব এলাকায় বৃষ্টি হতে লাগলো। কিন্তু তখন আর মদীনাবাসীর উপর বৃষ্টি হয়নি।

২৬-অনুচ্ছেদ : কিবলমুখী হয়ে দোয়া করা।

৫৮৯৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَىٰ هَذَا الْمُصَلِّيِّ يَسْتَسْقِي فِدَعًا فَاسْتَسْقَىٰ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوْلَ وَقَلْبَ رِدَاعِهِ .

৫৮৯৭. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইস্তিসকার নামায পড়ার জন্য ঈদগাহে গেলেন। তিনি আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে দোয়া করলেন, অতপর ঘরে কিবলামুখী হলেন এবং চাঁদের উলটিয়ে গায়ে দিলেন।

২৭-অনুচ্ছেদ : নিজের খাদেমের দীর্ঘজীবন ও তার সম্পদের প্রাচুর্য কামনা করে নবী (স)-এর দোয়া।

৫৮৯৮. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَتْ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ خَادِمُكَ أَنَسٌ أُدْعُ إِلَيْهِ لَهْ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ .

৫৮৯৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আনাস আপনার খাদেম। আপনি তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। নবী (স) বলেন : হে আল্লাহ তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দাও এবং যা কিছু তাকে দান করেছো তাতে বরকত দাও।

২৮-অনুচ্ছেদ : চরম বিপদ ও দুর্দশার সময় দোয়া করা।

৫৮৯৯. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .

৫৮৯৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কঠিন বিপদের সময় এ দোয়া করতেন : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রব্বুল সামাওয়াতি ওয়াল আরদে রব্বুল আরশিল আযীম (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি অতি মহান, অতি সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি আসমান-যমীনের রব এবং মহান আরশের মালিক)।

৫৯০০. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْعَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ .

৫৯০০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। কঠিন বিপদের সময় রসূলুল্লাহ (স) বলতেন : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল আলীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রব্বুল আরশিল আযীম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রব্বুল সামাওয়াতি ওয়াল আরদে ওয়া রব্বুল আরশিল কারীম।

২৯-অনুচ্ছেদ : চরম দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা।

৫৯০১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جُهِدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسَوْءِ الْقَضَاءِ وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ قَالَ سَفِيَانُ الْحَدِيثُ ثَلَاثُ زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ .

৫৯০১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কঠিন বিপদ, ধ্বংসের মুখোমুখি হওয়া, দুর্ভাগ্য এবং শত্রুর বিদেষজাত আনন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। সুফিয়ান (র) বলেন, হাদীসে তিনটি বিষয় উল্লেখিত ছিল। আমি একটি বৃদ্ধি করেছি। কিন্তু আমার স্মরণ নেই সেটি কোনটি।^১

৩০-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর দোয়া হে আল্লাহ ! সুমহান বন্ধু।

৫৯০২. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ لَمْ يَقْبِضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيِّرُ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخَذِي غُشِيَّ عَلَيْهِ سَاعَةٌ ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى قُلْتُ إِذَا لَا يَخْتَارُنَا وَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ قَالَتْ فَكَانَتْ تِلْكَ أُخْرَى كَلِمَةٍ تَكَلَّمُ بِهَا اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى .

৫৯০২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) সুস্থ অবস্থায় বলতেন, জান্নাতে নিজের জন্য নির্ধারিত জায়গা দেখানোর পূর্বে এবং তাঁকে (দুনিয়ার কিংবা আখেরাতের জীবনে যে কোন একটি) বেছে নেয়ার এখতিয়ার না দেয়া পর্যন্ত কোন নবীর ইনতিকাল হয়নি। অতপর যখন নবী (স)-এর ইনতিকালের সময় ঘনিয়ে আসে তখন

১. অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুফিয়ান যে বিষয়টি যোগ করেছিলেন তাহলো : “শত্রুর বিদেষজাত আনন্দ।”

তঁার মাথা আমার উরুর উপর ছিল। তিনি সামান্য সময়ের জন্য অচেতন হয়ে পড়লেন, পরে সংজ্ঞা ফিরে পেলে তিনি ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং উচ্চারণ করলেন : আল্লাহ্‌র রাফীকাল আলা। আমি ভাবলাম, এখন তিনি আর আমাদেরকে পসন্দ করবেন না। তখন আমি বুঝতে পারলাম, তিনি সুস্থাবস্থায় আমাদেরকে যা বলতেন এটা তারই বাস্তব প্রতিফলন। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, মৃত্যুর পূর্বে নবী (স)-এর মুখ থেকে সর্বশেষ যে কথাটি উচ্চারিত হয়েছিল তাহলো : আল্লাহ্‌র রাফীকাল আলা।^২

৩১-অনুচ্ছেদ : হায়াত ও মৃত্যুর জন্য দোয়া করা।

৫৯০৩. عَنْ قَيْسٍ قَالَ أَتَيْتُ خُبَابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا قَالَ لَوْلَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ .

৫৯০৩. কয়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব (রা)-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি রোগ মুক্তির উদ্দেশে শরীরে সাতটি দাগ লাগাচ্ছিলেন।^৩ তিনি বললেন : যদি রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন তবে আমি মৃত্যু কামনা করতাম।

৫৯০৪. عَنْ قَيْسٍ قَالَ أَتَيْتُ خُبَابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ .

৫৯০৪. কয়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব (রা)-এর কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি তঁার পেটে সাতটি দাগ লাগিয়েছেন। আমি তাকে বলতে শুনেছি : যদি নবী (স) আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন, তবে আমি মৃত্যুর জন্য দোয়া করতাম।

৫৯০৫. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنَّيًّا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي .

৫৯০৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়ে কখনো মৃত্যু কামনা না করে। যদি তাকে মৃত্যু কামনা করতেই হয় তবে যেন সে বলে : আল্লাহ্‌হু আহ্বীনী মা কানাতিল হায়াতু খাইরানলী ওয়া তাওয়াফফানী ইয়া কানাতিল ওয়াফাতু খাইরানলী। হে আল্লাহ ! যতদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য মঙ্গলজনক ততদিন তুমি আমাকে জীবিত রাখ এবং মৃত্যু যখন আমার জন্য কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দিও।

২. হে আল্লাহ ! আমার সর্বোত্তম ও মহোত্তম বন্ধু।

৩. কোন খাতব বস্তু পুড়িয়ে শরীরে দাগানো।

৩২-অনুচ্ছেদ : শিশুদের জন্য বরকতের দোয়া করা এবং তাদের মাথায় হাত বুলানো। আবু মুসা (রা) বলেন, আমার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলে নবী (স) তার জন্য বরকতের দোয়া করেন।

৫৯০৬. عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعُ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وُضُوئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَتَنَظَّرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتْفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ .

৫৯০৬. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা আমাকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার এ ভাগ্নে রুগ্ন। তখন নবী (স) আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন। তারপর তিনি উষু করলে আমি তাঁর উষুর বেঁচে যাওয়া পানি পান করলাম। এরপর তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম এবং তাঁর উভয় কাঁধের মাঝামাঝি জায়গায় মোহরে নবুয়াতের দিকে তাকালাম। এটি সুসজ্জিত বাসরগৃহের পর্দার বোতাম কিংবা তাঁবুর বোতামের মত দেখাচ্ছিল।

৫৯০৭. عَنْ أَبِي عَقِيلٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ مِنَ السُّوقِ أَوْ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ فَيَقُولَانِ أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيُشْرِكُهُمْ فَرِيئًا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ .

৫৯০৭. আবু আকীল (র) থেকে বর্ণিত। তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (র) তাকে সাথে নিয়ে বাজার থেকে আসতেন কিংবা বাজারে যেতেন এবং খাদ্যশস্য খরিদ করতেন। কখনো কখনো পথে তার সাথে ইবনে যুবায়ের (রা) ও ইবনে উমার (রা)-এর সাথে দেখা হলে তাঁরা বলতেন, আমাদেরকেও আপনার সাথে অংশীদার করুন। কেননা নবী (স) আপনার জন্য বরকতের দোয়া করেছেন। তখন তিনি তাদেরকেও তার শরীকদার বানিয়ে নিতেন। অনেক সময় একটি সওয়ারীর পিঠে চাপানো শস্যের পুরোটাই মুনাফা হিসেবে তিনি লাভ করতেন এবং সবটাই বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন।

৫৯০৮. عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غَلَامٌ مِّنْ بَنِيهِمْ .

৫৯০৮. ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহমূদ ইবনুর রাবী (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। মাহমূদ এমন এক ব্যক্তি যাদের কূপের পানি মুখে নিয়ে নবী (স) কুলি করে তার মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করেছিলেন।

৫৯০৯. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتِي بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ فَاتِي بِصَبِيٍّ فَيَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ أَيَّاهُ الْمَاءِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

৫৯০৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর কাছে শিশুদের নিয়ে আসা হলে তিনি তাদের জন্য দোয়া করতেন। একটি শিশুকে নিয়ে আসা হলে সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন, কিন্তু কাপড় ধুলেন না।

৫৯১০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ مَسَحَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يُؤْتِرُ بِرُكْعَةٍ .

৫৯১০. আবদুল্লাহ ইবনে সালাবা ইবনে সুয়াইর (রা) থেকে বর্ণিত। তার মাথায় রসূলুল্লাহ (স) হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে বেতরের নামায এক রাকআত পড়তে দেখেছেন।

৩৩-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর উপর দুরূদ পাঠ করা।

৫৯১১. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيتُنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ .

৫৯১১. আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথে কাব ইবনে উজরা (রা) সাক্ষাত করে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি উপটোকন দিব না ? নবী (স) আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা কিভাবে আপনাকে সালাম জানাবো তা জেনেছি, কিন্তু কিভাবে আপনার উপর দুরূদ পাঠাবো ? তিনি বলেন : তোমরা বলবে :

আল্লাহুমা সল্লে আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুমা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাক্তা আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। (হে আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মাদ (স)-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের উপর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ কর, যেমন তুমি ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের উপর রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।" হে আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মাদ (স)-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন তুমি ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের উপর বরকত নাযিল করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান)।

৫৯১২. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَلِمْنَا فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالْ إِبْرَاهِيمِ .

৫৯১২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনাকে কিভাবে সালাম জানাবো তা জানি, কিন্তু আপনার উপর দুরুদ কিভাবে পড়বো তা জানি না? তিনি বলেন: তোমরা বলবে:

“আল্লাহু সন্তো আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসূলিকা কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলে ইবরাহীম।”

(“হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদ (স)-এর উপর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ কর, যেমন তুমি ইবরাহীম (আ)-এর উপর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ করেছিলে। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন তুমি ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং অনুসারীদের বরকত দান করেছিলে।”

৩৪-অনুচ্ছেদ : নবী (স) ছাড়া অন্যদের উপর দুরুদ পড়া যায় কি না? আল্লাহ তাআলার বাণী : “তুমি তাদের জন্য দোয়া কর। তোমার দোয়া তাদের সাঙ্কনার কারণ হবে”-(সূরা তওবা : ১০৩)।^৪

৫৯১৩. عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ إِذَا أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ بِصِدْقَتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ فَاتَاهُ أَبِي بِصِدْقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى .

৫৯১৩. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন লোক নবী (স)-এর কাছে তার সদাকার মাল নিয়ে আসলে তিনি বলতেন: আল্লাহু সন্তো আলাইহি (হে আল্লাহ! তার উপর রহমত নাযিল কর)। আমার আব্বা তার সদাকার মাল নিয়ে নবী (স)-এর দরবারে হাজির হলে নবী (স) বলেন: “হে আল্লাহ! আবু আওফার বংশে রহমত নাযিল কর।”

৫৯১৪. عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ .

৭. সাঙ্কো বা সাঙ্কো-এর মূল ‘সালাত’-এর মানে দুরুদ, দোয়া, রহমত, নামায ইত্যাদি। নবীর উপর উম্মাত সালাত পড়লে তখন এর অর্থ হবে দুরুদ পড়া, নবী (স) উম্মাতের জন্য সালাত পাঠ করলে তা হবে দোয়া। আর আল্লাহ নবী (স)-এর প্রতি সালাত প্রেরণ করলে তা হবে রহমত নাযিল করা।

৫৯১৪. আবু হুমাঈদ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার উপর কিভাবে দুরূদ পড়বো? তিনি বলেন: তোমরা বলবে: আল্লাহুমা সল্লে আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া জুররিয়াতিহি কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া জুররিয়াতিহি কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (স) তাঁর স্ত্রীগণ সন্তানগণের উপর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ কর, যেমন অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের ওপর। “হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (স), তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর সন্তানগণের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের উপর। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।”

৩৫-অনুচ্ছেদ: নবী (স)-এর উক্তি: হে আল্লাহ! যাকে আমি কষ্ট দিয়েছি সেই কষ্টকে তার জন্য পরিশুদ্ধি ও রহমত বানিয়ে দাও।

৫৯১৫. ۹۱۵- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৫৯১৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন: “হে আল্লাহ! আমি যদি কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে কোন সময় গালমন্দ করে থাকি, কিয়ামাতের দিন তুমি সেই গালমন্দকে তার জন্য তোমার নৈকট্য (লাভের উপায়) বানিয়ে দাও।”

৩৬-অনুচ্ছেদ: ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

৫৯১৬. ۹۱۶- عَنْ أَنَسٍ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَحْفَوهُ الْمَسْئَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمَنْبَرَ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَأَفَ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَإِذَا رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَأَحَى الرِّجَالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ حُدَافَةُ ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ إِنَّهُ صُورَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ الْحَائِطِ وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكَرُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيثِ هَذِهِ الْآيَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تَبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ .

৫৯১৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। লোকজন রসূলুল্লাহ (স)-কে নানারূপ প্রশ্ন করলো। তারা অধিক মাত্রায় প্রশ্ন করতে থাকলে তিনি বিরক্তিবোধ করলেন এবং রাগান্বিত হয়ে

মিহ্বারে উঠে বলেন : আজ তোমরা আমাকে যত প্রশ্ন করবে সব প্রশ্নের আমি জবাব দিব। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ডানে ও বাঁয়ে তাকিয়ে দেখলাম সকলেই নিজ নিজ কাপড়ের আড়ালে মাথা লুকিয়ে কাঁদছে। তাদের মধ্যে এমন একজন লোকও ছিল, বিবাদের সময় লোকজন যাকে তার পিতা ছাড়া অন্যের ঔরসজাত সন্তান বলে ডাকতো। সে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রসূল ! আমার পিতা কে ? নবী (স) বলেন : হুযাফা। এমনি পরিস্থিতিতে উমার (রা) উঠে বলেন, আমরা আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ (স)-কে রসূল হিসেবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট। আমরা ফিতনা থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাই। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : আমি ভালো ও মন্দ হিসেবে আজকের দিনের মত দিন আর কখনো দেখিনি। কারণ, জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র এমন স্পষ্টভাবে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে যেন এই প্রাচীরের ওপাশেই আমি তা দেখলাম। কাতাদা (র) এ হাদীস বর্ণনা করার সময় এ আয়াতও তিলাওয়াত করতেন (অনুবাদ) :

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশ করা হলে তোমাদের কষ্ট হবে”—(সূরা আল মায়েরা : ১০১)।

৩৭-অনুচ্ছেদ : মানুষের আধিপত্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

৫৯১৭- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ التَّمِيسِ لَنَا غُلَامًا مِّنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرِدْفُنِي وَرَأَاهُ فَكَانَتْ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَلَّمَا نَزَلَ فَكَانَتْ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حَبِيبٍ قَدْ حَازَهَا فَكَانَتْ أَرَاهُ يُحَوِّي وَرَأَاهُ بِعَبَاءَةَ أَوْ بِكِسَاءٍ ثُمَّ يُرِدْفُهَا وَرَأَاهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصُّهْبَاءِ صَنَعَ حَبْسًا فِي نِطْعٍ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكَلُوا وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَأَ لَهُ أَحَدٌ قَالَ هَذَا جَبِيلٌ يُحِبُّنَا وَنَحِبُهُ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْرَمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَدِهِمْ وَصَاعِهِمْ .

৫৯১৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহা (রা)-কে বললেন : তোমাদের বালকদের মধ্য থেকে আমার সেবার জন্য একটি বালককে খুঁজে আন। আবু তালহা (রা) আমাকে সওয়ারীর পিঠে তাঁর পেছনে বসিয়ে নিয়ে গেলেন। তখন থেকে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমত করতে লাগলাম।

যখনই তিনি কোন মনযিলে খামতেন তখন প্রায়ই আমি তাঁকে বলতে শুনতাম : আল্লাহুয়া ইন্নি আউযু বিকা মিনাল হাম্মে ওয়াল ছ্যনে ওয়াল আযাযে ওয়াল কাসালে ওয়াল বুখলে ওয়াল জুবনে ওয়া দালাইদ দাইনে ওয়া গালাবাতির রিজাল। (হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা, দুঃখ, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীর্ণতা, ঋণের কঠিন বোঝা এবং মানুষের আধিপত্য থেকে)। আমি নবী (স)-এর খেদমতে নিয়োজিত থাকলাম। যখন তিনি খায়বর অভিযান থেকে ফিরে আসলেন তখন সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা)-কে সাথে নিয়ে আসলেন। তিনি সাফিয়া (রা)-কে গনীমাত হিসেবে লাভ করেছিলেন। আমি নবী (স)-কে দেখলাম, তিনি তার চাদর কিংবা কঞ্চল দ্বারা পর্দা করে সওয়ারীতে নিজের পেছনে তাঁকে বসিয়ে নিয়েছিলেন। আমরা যখন সাহুবা নামক স্থানে পৌছলাম, তখন তিনি হাইস নামক খাবার তৈরি করালেন এবং তা দস্তুরখানে সাজিয়ে রাখালেন, তারপর (লোকজনকে) ডাকার জন্য আমাকে পাঠালেন। আমি তাদেরকে ডেকে আনলাম। তারা খাবার খেলেন। এটা ছিল তার পক্ষ থেকে ওলীমার দাওয়াত। অতপর তিনি সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হলেন। অবশেষে উহুদ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হলে নবী (স) বলেন : এই পাহাড় আমাদের ভালোবাসে, আমরাও তাকে ভালোবাসি। তিনি মদীনার নিকটবর্তী হয়ে বলেন : “হে আল্লাহ ! আমি মদীনার দুই পাহাড়ের মধ্যস্থ এলাকাকে হারাম বা পবিত্র বলে ঘোষণা করছি, যেমন ইবরাহীম (আ) মক্কাকে হারাম বা পবিত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। হে আল্লাহ ! মদীনাবাসীকে তাদের মাপে ও ওজনে বরকত দান করুন।”

৩৮-অনুচ্ছেদ : কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

৫৯১৮. عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ۵ۯ১৮. মুসা ইবনে উকবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ বলেছেন, আমি নবী (স)-কে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি। মুসা ইবনে উকবা বলেন, উম্মে খালিদ ছাড়া এ বিষয়ে আর কাউকে নবী (স) থেকে বর্ণনা করতে আমি শুনিনি।

৫৯১৯. عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِخَمْسٍ وَيَذَكِّرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُنَا بِهِنَّ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

৫৯১৯. মুসআব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ (রা) পাঁচটি জিনিস থেকে পানাহ চাইতে নির্দেশ দিতেন এবং তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করে বলতেন যে, নবী (স) নিজে ঐ পাঁচটি জিনিস থেকে পানাহ চাইতে আমাদের আদেশ দিতেন : “হে আল্লাহ ! আমি

কৃপণতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, আমি ভীর্ণতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে চরম বার্বক্যে উপনীত হওয়া থেকে এবং দুনিয়ার ফিতনা অর্থাৎ দাজ্জালের ফিতনা থেকে। আর তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে।”

৫৯২০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَى عَجُوزَانِ مِنْ عَجَزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا لِي إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أَنْعِمِ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَّقْتَا إِنَّهُنَّ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا فَمَا رَأَيْتَهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

৫৯২০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার দুই ইহুদী বৃদ্ধা আমার কাছে এসে বললো, কবরবাসীদেরকে তাদের কবরে শাস্তি দেয়া হয়। আমি তাদের কথা মিথ্যা বলে অভিহিত করলাম এবং তাদের কথা সত্য বলে মেনে নিতে পারলাম না। তারা চলে গেলে পর নবী (স) আমার কাছে আসলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! দুই বৃদ্ধা এসেছিল। অতপর আমি নবী (স)-কে পুরো ঘটনা বললাম। তিনি বলেনঃ তারা সত্য কথাই বলেছে। কবরবাসীদের অবশ্যই তাদের কবরে শাস্তি দেয়া হয় যা সকল চতুষ্পদ জন্তুই শুনতে পায়। সুতরাং এরপর আমি নবী (স)-কে প্রত্যেক নামাযে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে দেখেছি।^৮

৩৯-অনুচ্ছেদঃ জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

৫৯২১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

৫৯২১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী (স) বলতেনঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অক্ষমতা, অলসতা, ভীর্ণতা ও চরম বার্বক্যে উপনীত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার কাছে আরো আশ্রয় চাই কবরের আযাব এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে।”

৪০-অনুচ্ছেদঃ সবরকম গুনাহ এবং ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

৫৯২২. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ

৮. ইহুদীরা ধোঁকা-প্রভারণা ও মিথ্যা কথায় পাকা। এজন্য আয়েশা (রা) তাদের কথা বিশ্বাস করতে চাননি। মনে করেছেন, এটাও হয়তো তাদের কোন উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা কথা। সকল চতুষ্পদ জন্তুই কবর আযাবের শব্দ শোনে।

وَالْهَرَمِ وَالْمَأْتَمِ وَالْمَعْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ
النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ
الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَا بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا
كَمَا نَقَيْتَ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ .

৫৯২২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলতেন : আল্লাহ্‌র ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কাসালে ওয়াল হারামে ওয়াল মাছামে ওয়াল মাগরামে ওয়ামিন ফিতনাতিল কাবরে ওয়া আযাবিল কাবরে ওয়ামিন ফিতনাতিন্নারে ওয়া আযাবিন্নারে ওয়ামিন শাররে ফিতনাতিল গিনা ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল ফাকরে ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জালে, আল্লাহ্‌ম্মাগসিল আন্নি খাতাইয়াইয়া বিমায়েছ ছালজে ওয়াল বারাদে ওয়ানাক্বি কালবি মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্বাইতাছ্ছাওবাল আবইয়াদা মিনাদ দানাছে ওয়াবায়েদ বাইনি ওয়া বাইনা খাতাইয়াইয়া কামা বাআদতা বাইনাল মাশরিকে ওয়াল মাগরিবে।—“হে আল্লাহ ! আমি তোমার আশ্রয় চাই অলসতা, অতি বার্বক্য, সব প্রকারের গুনাহ, ঋণগ্রস্ততা, কবরের ফিতনা ও কবরের আযাব, জাহান্নামের সংকট ও জাহান্নামের আযাব, প্রাচুর্যের মন্দ পরিণাম থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দারিদ্র্যের ফিতনা থেকে, আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি মসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ ! তুমি আমার গুনাহসমূহ তুমার ও শিলার পানি দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও এবং আমার হৃদয়-মনকে এমনভাবে গোনাহ থেকে পরিষ্কার করে দাও যেমন সাদা বস্ত্রকে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয় এবং আমার ও আমার গুনাহসমূহের মাঝে এতটা দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও যতটা দূরত্ব সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মাঝে।

৪১-অনুচ্ছেদ : ভীর্ণতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

৯২৩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَمِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ

৫৯২৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (স) বলতেন : “হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দুশ্চিন্তা, দুঃখ, অক্ষমতা, অলসতা, ভীর্ণতা, কৃপণতা, কঠিন ঋণভার এবং মানুষের আধিপত্য থেকে।”

৪২-অনুচ্ছেদ : কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

৯২৪- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهَؤُلَاءِ الْخَمْسِ وَيُحَدِّثُ بِهِنَّ عَنْ

النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجَبِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلَى اَرْضِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

৫৯২৪. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পাঁচটি জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিতেন এবং এগুলো তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করতেন : “হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, আশ্রয় চাই ভীর্ণতা থেকে, আশ্রয় চাই অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে, আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিতনা থেকে এবং আমি তোমার কাছে আরো আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে।

৪৩-অনুচ্ছেদ : অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

৫৯২৫. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجَبِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ.

৫৯২৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন : আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কাসলে ওয়া আউযু বিকা মিনাল জুবনে ওয়া আউযু বিকা মিনাল হারামে ওয়া আউযু বিকা মিনাল বুখলে। “(হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা থেকে, আশ্রয় চাই ভীর্ণতা থেকে, আশ্রয় চাই বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে এবং আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে)।”

৪৪-অনুচ্ছেদ : মহামারি ও রোগ-ব্যধি দূরীকরণের জন্য দোয়া।

৫৯২৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ حَبِيْبِ الْاِيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَبَبْتَ الْاِيْنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ وَاَنْقُلْ حُمَاهَا اِلَى الْجَحْفَةِ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَصَاعِنَا.

৫৯২৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : “হে আল্লাহ ! আমাদের অন্তরে মদীনার প্রতি এমন ভালোবাসা সৃষ্টি করে দাও যেমন ভালোবাসা দিয়েছো মক্কার প্রতি কিংবা তার চেয়েও অধিক ভালোবাসা সৃষ্টি করে দাও এবং মদীনার জুরকে জুহফায় স্থানান্তরিত করে দাও। হে আল্লাহ ! আমাদের মুন্দ ও সা’ অর্থাৎ মাপে ও ওয়নে বরকত দান কর।”৯

৯. ‘জুহফা’ ইরাক ও সিরিয়া থেকে আগত হাজীদের মীকাত। মক্কা ছিল মুহাজিরগণের জন্যভূমি। স্বাভাবিকভাবেই জন্মভূমির প্রতি বিশেষ ভালোবাসা থাকে। নবী (স) মদীনার প্রতিও অনুরূপ বা তার অধিক ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয়ার জন্যে দোয়া করেছেন। কারণ মদীনা তখন ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী ও কেন্দ্র। এ কেন্দ্রে অবস্থান করেই ইসলামকে বিকশিত করতে হবে। তাই মদীনার আবহাওয়াকে মুহাজিরদের অনুকূল করে দেয়া এবং মদীনার প্রতি সবার মনে আন্তরিক ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য নবী (স)-এর এ দোয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

৯২৭- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكْوَى أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْ بِي مَا تَرَى مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَا لِي قَالَ لَا قُلْتُ فَبِشَطْرِهِ قَالَ لَا قَالَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرْتَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ قُلْتُ أَخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزِدَّتْ بِهِ دَرَجَةً وَرَفِيعَةً وَلَعَلَّكَ تُخْلَفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ امْضُ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ قَالَ سَعْدٌ رَأَيْتُ لَهُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ أَنْ تُوَفِّيَ بِمَكَّةَ .

৫৯২৭. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ (স) আমাকে দেখতে আসেন। আমি তখন রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার রোগযন্ত্রণা কি পর্যায়ের পৌছেছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন বিস্তবান মানুষ। একমাত্র মেয়ে ছাড়া আমার আর কোন উত্তরাধিকারী নেই। আমি কি আমার সম্পদের তিন ভাগের দু'ভাগ দান করবো? নবী (স) বলেন: না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে অর্ধেক সম্পদ? তিনি বলেন: না, তাও না। এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ অনেক বেশী। উত্তরাধিকারীদেরকে অন্যের দ্বারে হাত পাতার মত অভাবী ও মুখাপেক্ষী রেখে যাওয়ার চেয়ে বিস্তবালী রেখে যাওয়া তোমার জন্য অধিক উত্তম। তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যা খরচ করবে আল্লাহ তার পুরস্কার তোমাকে দান করবেন। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে খাবারের যে গ্লাসটি তুলে দাও তার বিনিময়ে পুরস্কার লাভ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আমার সাথীদের পেছনে থেকে যাব? তিনি বলেন: তোমাকে রেখে যাওয়া হলে তুমি অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য এমন কাজ করবে যাতে তোমার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আশা করি তুমি আরও দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকবে। এক গোষ্ঠী তোমার দ্বারা উপকৃত হবে এবং অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! আমার সাহাবীগণের হিজরতকে বহাল রাখ এবং তাদেরকে পিছনে ফিরে নিয়ে যেও না। কিন্তু দুস্থ সাদ ইবনে খাওলা! রাবী বলেন, মক্কাতেই সাদ ইবনে খাওলা ইস্তেকাল করলে রসূলুল্লাহ (স) তার জন্য শোক জ্ঞাপন করেন। ১০

১০. এখানে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের রোগ মুক্তির দোয়াও নিহিত রয়েছে। কারণ মক্কা থেকে গেলে তার হিজরত পূর্ণ হবে না। তাই দোয়া করা হয়েছে, যেন সবাই তাঁদের হিজরতের স্থান মদীনায় ফিরে যেতে পারেন।

“আমি কি আমার সাথীদের পেছনে পড়ে থাকবো?” অর্থাৎ সবাই মদীনায় চলে যাওয়ার পর রোগের কারণে মক্কা থেকে যাব বা মক্কায়ই মৃত্যুবরণ করবো? এখানে উল্লেখ্য যে, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও সাদ ইবনে খাওলা (রা) ভিন্ন দুইজন সাহাবী।

৪৫-অনুচ্ছেদ : অতি বার্বক্য, দুনিয়ার ফিতনা এবং জাহান্নামের ফিতনা বা শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

৫৯২৮- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ تَعَوَّذُوا بِكَلِمَاتِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبِينِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ أَرْدَلَ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

৫৯২৮. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যে কথা বলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন তোমরাও সে কথাগুলো আল্লাহর দ্বারা কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো : আল্লাহ্‌য়া ইন্নী আউযুবিকা মিনাল জুবনে ওয়া আউযু বিকা মিনাল বুখলে ওয়া আউযু বিকা মিন আন উরাদ্দা আরযালিল উমুরে ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিদ দুন্য়া ওয়া আযাবিল কাবরে।—“হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে ভীরুতা, কৃপণতা, অতি বার্বক্যে উপনীত হওয়া এবং দুনিয়ার ফিতনা-ফাসাদ ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই।”

৫৯২৯- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتَمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ التَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يَنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ .

৫৯২৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলতেন : আল্লাহ্‌য়া ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কাসালে ওয়াল হারামে ওয়াল মাগরামে ওয়াল মাছামে। আল্লাহ্‌য়া ইন্নী আউযু বিকা মিন আযাবিন্নারে ওয়া ফিতনাতিন্নারি ওয়া ফিতনাতিল কাবরে ওয়া আযাবিল কাবরে ওয়া শাররি ফিতনাতিল গিনা ওয়া শাররে ফিতনাতিল ফাকরে ওয়া মিন শাররে ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল, আল্লাহ্‌য়াগছিল খাতাইয়াইয়া বি-মাইস্ সালাজে ওয়াল বারদে ওয়া নাক্কে কালবে মিনাল খাতাইয়া কামা ইউনাক্কাছ ছাওবুল আব্‌ইয়াদু মিনাদ দানাসে। ওয়া বায়েদ বাইনি ওয়া বাইনা খাতাইয়াইয়া কামা বারাদতা বাইনাল মাশরিকে ওয়াল মাগরিবে। “হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা, অতি বার্বক্য, ঋণের বোঝা গোনাহ থেকে। হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের

“আশা করি তুমি আরও দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকবে।” এটা নবী (স)-এর মুজিয়া বিশেষ। মূলে ‘তুখাত্তাহু’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো দীর্ঘজীবী হবে। বাস্তবে হয়েছেও তাই। তিনি ইরাক বিজয়কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলমানগণ তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন এবং কাকের মুশরিকরা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত।

হযরত সাদ ইবনে খাওলা একজন মুহাজির ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় তিনি ইনতিকাল করেন। যারা মক্কা থেকে হিজরত করেছিলেন, তাদের কেউ মক্কায় ইনতিকাল করুক নবী (স) তা চাননি। তাই সাদ ইবনে খাওলা (রা) মক্কায় ইনতিকাল করায় নবী (স) মনে নিদারুণ দুঃখবোধ করেন।

আযাব ও জাহান্নামের ফিতনা থেকে, কবরের আযাব ও কবরের ফিতনা থেকে, প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের পরীক্ষা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ ! তুমি আমার শুনাহসমূহ বরফ ও তুষারের পানি দিয়ে ধুয়ে দাও এবং আমার হৃদয়-মনকে সব শুনাহ থেকে পরিষ্কার করে দাও, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয় এবং আমার ও আমার শুনাহর মধ্যে এতটা ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও যতটা ব্যবধান পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে সৃষ্টি করেছে।”

৪৬-অনুচ্ছেদ : প্রাচুর্যের ক্ষতিকর দিক থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

৫৯৩০. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ .

৫৯৩০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এভাবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন : আল্লাহ্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ফিতনাতিন্নারে ওয়া মিন আযাবিন্নারে ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল কাবরেওয়া আউযু বিকা মিন আযাবিল কাবরে ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল গিনা ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল ফাকরে ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল।—“হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের ফিতনা ও জাহান্নামের আযাব থেকে, আশ্রয় চাই কবরের ফিতনা থেকে, আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে, আশ্রয় চাই প্রাচুর্য ও অভাব-অনটনের পরীক্ষা থেকে এবং আশ্রয় চাই মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে।”

৪৭-অনুচ্ছেদ : দারিদ্র্যের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

৫৯৩১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ التَّلْحِجِ وَالْبُرْدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْتَمِّ وَالْمَقْرَمِ .

৫৯৩১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলতেন : আল্লাহ্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ফিতনাতিন্নারে ওয়া আযাবিন্নারে ওয়া ফিতনাতিল কাবরে ওয়া আযাবিল কাবরে ওয়া শাররে ফিতনাতিল গিনা ওয়া শাররে ফিতনাতিল ফাকরে। আল্লাহ্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শাররে ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল, আল্লাহ্মাগসিল কালবী বিমায়ে

সালজে ওয়াল বারাদে ওয়া নাক্কি কালবী মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্কাইতাছ ছাওবাল আবইয়াদা মিনাদানাসে ওয়া বায়েদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়াইয়া কামা বাআদতা বাইনাল মাশরিকে ওয়াল মাগরিব। আল্লাহুয়া ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কাসালে ওয়াল মাসামে ওয়াল মাগরামে।—“হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের ফিতনা ও জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে, প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ ! আমি আশ্রয় চাই মসিহ দাজ্জালের ফেতনা থেকে। হে আল্লাহ ! আমার হৃদয়-মনকে শিলা ও বরফের পানি দিয়ে ধুয়ে দাও এবং আমার হৃদয়-মনকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে দাও, যেভাবে তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করেছো। আমি এবং আমার গুনাহর মাঝে এতটা ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও, যতটা ব্যবধান সৃষ্টি করেছো পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মাঝে। হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা, গুনাহ ও ঋণ থেকে।”

৪৮-অনুচ্ছেদ : বরকতপূর্ণ অধিক সম্পদ ও সম্ভান-সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা।

৫৯২২- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسُ خَادِمُكَ أَدْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ اللَّهُ لَهُ قَالَ اللَّهُ لَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ .

৫৯৩২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে সুলাইম (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আনাস আপনার খাদেম। তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : “হে আল্লাহ ! আনাসের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে দাও এবং তাকে যা দাও, তাতে বরকত দান করো।

৪৯-অনুচ্ছেদ : বরকতপূর্ণ অধিক সম্ভান লাভের জন্য প্রার্থনা।

৫৯২৩- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسُ خَادِمُكَ قَالَ اللَّهُ لَهُ أَكْثَرَ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ .

৫৯৩৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর মা উম্মে সুলাইম (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আনাস আপনার খাদেম। নবী (স) বলেন : “হে আল্লাহ ! আনাসের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে দাও এবং তুমি তাকে যা কিছু দাও তাতে বরকত দান করো।”

৫০-অনুচ্ছেদ : ইস্তেখারা করার দোয়া।

৫৯২৪- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْأِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا

الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ
فَأَقْدَرُهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ
قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ
كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ وَيَسْمَى حَاجَتَهُ .

৫৯৩৪. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমাদেরকে যেমন কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন তেমনি সকল ব্যাপারে আমাদেরকে ইস্তেখারা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন : তোমাদের কেউ যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, সে যেন তখন দুই রাকআত নামায পড়ে এবং তারপর বলে : আল্লাহ্মা ইন্নী আসতাখীরুকা বিইলমিকা ওয়া অসতাকদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাদলিকাল আজীম। ফাইন্না কা তাকদিরু ওয়ালা আকদিরু ওয়া তালামু ওয়ালা আলামু ওয়া আনতা আল্লামুল গুযুব। আল্লাহ্মা ইন কুনতা তালামু আন্না হাযাল আমরা খাইরুল্লী ফি দিনী ওয়া মাআশী ওয়া আকিবাতি আমরী ফি আজিলি আমরী ওয়া আজিলিহী ফাকদুরহ লী, ওয়াইন কুনতা তালামু আন্না হাযাল আমরা শাররুল্লী ফিদীনী ওয়া মাআশী ওয়া আকিবাতে আমরী ফী আজিলি আমরী ওয়া আজিলিহী ফাহুরেফহ আন্নি ওয়াসরিফনী আনহু ওয়াকদুর লিয়াল খাইরা হাইহু কানা সুম্মা রাদিনী বিহী। (হে আল্লাহ ! আমি তোমার জ্ঞানের সাহায্যে তোমার কাছে কল্যাণ কামনা করছি। আমি তোমার শক্তির সাহায্য এবং তোমার মহান অনুগ্রহ কামনা করছি। কেননা তুমি ক্ষমতাবান এবং আমি অক্ষম। তুমি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। হে আল্লাহ ! তোমার জ্ঞানে, আমার এ কাজ আমার দীন, জীবন ও জীবিকা, কর্মের পরিণামে ও আমার বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনের জন্য কল্যাণকর হলে তুমি তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও। আর যদি তোমার জ্ঞানে আমার এ কাজ আমার দীন ও কর্মের পরিণামে অথবা বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য অকল্যাণকর হয় তবে তুমি তা আমার থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখ, আর আমার জন্য সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ নির্ধারণ করো এবং আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দাও।” অতপর নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করবে।”১১

৫১-অনুচ্ছেদ : উষুর সময়ের দোয়া।

৫৯৩৫. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِعُبَيْدِ أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِئِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ
كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ .

৫৯৩৫. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) পানি চেয়ে নিয়ে উষু করলেন, তারপর দুই হাত তুলে বললেন : হে আল্লাহ ! উবাইদ আবু আমেরকে মাফ

১১. ইস্তেখারা অর্থ কোন ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কাছে কল্যাণ কামনা করা, কামা বস্তুকে কল্যাণকর হওয়ার জন্য দোয়া করা। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বে উক্ত নিয়মে ইস্তেখারা করা সন্নাত।

করে দাও।” [নবী (স) দোয়ার সময় হাত এত উঁচু করেন যে,] আমি নবী (স)-এর বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি। অতপর তিনি বললেন : “হে আল্লাহ ! কিয়ামাতের দিন তাকে তোমার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অধিকাংশ মানুষের চেয়ে উচ্চমর্যাদা দান করো।” ১২

৫২-অনুচ্ছেদ : উপত্যকায় বা উঁচু জায়গায় উঠার সময়কার দোয়া।

৯৩৬- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَسْمَ وَلَا غَائِبًا وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا ثُمَّ أَتَى عَلِيَّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنَ قَيْسٍ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كُنْزٌ مِّنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِيَ كُنْزٌ مِّنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

৫৯৩৬. আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। আমরা যখন উঁচুতে উঠতে থাকতাম তখন উচ্চস্বরে আল্লাহ আকবার বলতাম। নবী (স) বলেন : হে জনগণ ! নিজেদের প্রতি সদয় হও। কেননা তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না ; বরং এমন এক সত্তাকে ডাকছো যিনি সব শোনেন ও দেখেন। অতপর তিনি আমার কাছে আসলেন। তখন আমি মনে মনে “লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” বলছিলাম। তিনি বলেন : হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস ! লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলো। কেননা এটা জান্নাতের ভাণ্ডারগুলোর অন্যতম কিংবা তিনি বলেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলব, যা জান্নাতের ভাণ্ডারগুলোর অন্যতম ? সেটি হলো : লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। (“আল্লাহ ছাড়া ক্ষতি রোধ করার এবং কল্যাণ হাসিলের আর কোন শক্তি নেই।”)

৫৩-অনুচ্ছেদ : উপত্যকা থেকে অবতরণ করতে দোয়া করা। এ সম্পর্কে জাবের (রা)-এর একটি হাদীস আছে। ১৩

৫৪-অনুচ্ছেদ : সফরে গমন কিংবা সফর থেকে ফিরে আসাকালীন দোয়া।

১২. উবাইদ (রা) আবু মুসা আশআরী (রা)-এর চাচা। তাঁর ডাক নাম আবু আমের। এক লড়াইয়ে তাঁর হাঁটুতে জৈনিক কাফেরের তীর বিদ্ধ হয়। এতে তিনি ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের আগে তিনি আবু মুসা (রা)-কে বলেন, ভাতিজা ! নবী (স)-এর কাছে আমার সালাম পৌছাবে এবং তাঁকে আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে বলবে। আবু মুসা (রা) এসে নবী (স)-এর কাছে এ খবর পৌছান। তখন তিনি উবাইদ (রা)-এর জন্য দোয়া করেন।

১৩. এ ব্যাপারে জিহাদ অধ্যায়ে “সুবহানাল্লাহ পড়া”, অনুচ্ছেদে জাবের (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে : যখন আমরা উপরে উঠতাম, তখন ‘আল্লাহ আকবার’ বলতাম। যখন নিচে অবতরণ করতাম তখন ‘সুবহানাল্লাহ’ পড়তাম।

৯৩৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حِجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أُتِيَ بِنُؤُنٍ تَأْتِي بِنُؤُنٍ لِرَبِّنَا حَامِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ .

৫৯৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) যখন কোন যুদ্ধাভিযান অথবা হজ্জ কিংবা উমরা থেকে ফিরতেন তখন পথে প্রতিটি উঁচু ভূমিতে আরোহণের সময় তিনবার তাকবীর বলতেন। তারপর পড়তেন : “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ্ লা শারীকা লাহ্ লাহল মুলক ওয়া লাহল হামদু ওয়া ছয়া আলা কুল্লি শাই-ইন কাদীর। আয়েবুনা তায়েবুনা আবেদুনা লি-রক্বিনা হামেদুন।” (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব ও সার্বভৌমত্ব তাঁরই। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, আপন রবের প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রুবাহিনীসমূহকে একাই পরাজিত করেছেন)।

৫৫-অনুচ্ছেদ : বর বা দুলহার জন্য দোয়া করা।

৯৩৮. عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهَيْمٌ أَوْ مَهٍ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَآءٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৫৯৩৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর গায়ে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কি ব্যাপার? আবদুর রহমান (রা) বললেন, আমি এক নাওয়াত^{১৪} স্বর্ণের বিনিময়ে এক মহিলাকে বিয়ে করেছি। নবী (স) বলেন : বারাকাল্লাহু লাকা (আল্লাহ তোমাকে বরকত ও কল্যাণ দান করুন)। একটি বকরী দিয়ে হলেও ওলীমার ব্যবস্থা করো।

৯৩৯. عَنْ جَابِرٍ قَالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَيْكُرًا أَمْ ثَيْبًا قُلْتُ ثَيْبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةٌ تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ أَوْ تَضَاحِكُهَا وَتَضَاحِكُكَ قُلْتُ هَلَكَ أَبِي فَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَفَكَرِهْتُ أَنْ أَجِئِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْنَهُنَّ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقُلْ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ

১৪. 'নাওয়াত' হলো পাঁচ দিরহাম ওজন স্বর্ণের একটি পিণ্ড। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে দশ দিরহাম-এর কমে মোহরানা ধার্য জায়েয নেই।

৫৯৩৯. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার আব্বা মারা গেলেন। তিনি রেখে গেলেন সাত অথবা নয়টি কন্যা সন্তান। আমি এক মহিলাকে বিয়ে করলাম। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন : জাবের ! বিয়ে করেছ ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন : কুমারী না বিধবা ? আমি বললাম, বিধবা। তিনি বলেন : কুমারী বিয়ে করলে না কেন ? তাহলে তুমি তার সাথে হাস্য-কৌতুক করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে হাস্য-কৌতুক করতে পারতো। কিংবা নবী (স) বলেছেন, তুমি তার সাথে খেল-তামাশা করতে এবং সেও তোমার সাথে খেল-তামাশা করতো। আমি বললাম, আমার আব্বা মারা গেছেন এবং তিনি সাত অথবা নয়টি কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। তাই তাদের মতই একটি কুমারী বিয়ে করে আনা আমি পসন্দ করিনি। সুতরাং আমি এমন এক মহিলাকে বিয়ে করেছি, যে তাদের দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। নবী (স) বলেন : বারাকাল্লাহ্ আলাইকা (আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করুন)। ইবনে উয়াইনা ও মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম (র) আমর (র) থেকে 'বারাকাল্লাহ্ আলাইকা' কথাটা উদ্ধৃত করেননি।

৫৬-অনুচ্ছেদ : স্ত্রী সহবাসের দোয়া।

৫৯৪০. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاتَهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

৫৯৪০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে মনস্থ করে তাহলে বলবে : আল্লাহুমা জান্নিবনাশ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ শাইতানা মা রাজাকতানা (আল্লাহর নামে গুরু করছি। হে আল্লাহ! তুমি শয়তানকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখ এবং আমাদেরকে যা দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে সরিয়ে রাখ)। যদি তাদের এ মিলনে কোন সন্তানের জন্ম নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে শয়তান কখনো তার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।

৫৭-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর দোয়া রক্ষানা আতিনা ফিদ-দুনইয়া হাসানা তান।

৫৯৪১. عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَكْثَرَ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

৫৯৪১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) অধিকাংশ সময় এ দোয়া করতেন : আল্লাহুমা রাক্বানা আতিনা ফিদ-দুনইয়া হাসানা তাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা তাও ওয়া কিনা আযাবান নার। (হে আমাদের প্রভু ! দুনিয়ায় ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো)।

৫৮-অনুচ্ছেদ : দুনিয়ার কিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

৫৯৪২. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا هَذِهِ الْكَلِمَاتِ

كَمَا تَعَلَّمَ الْكِتَابَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ
بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْزَلِ الْعَمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

৫৯৪২. সাদ ইবনে আবু ওয়াহ্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমাদেরকে ঠিক সেভাবেই এ দোয়াটি শিখাতেন : আল্লাহুয়া ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বুখলি ওয়া আউযু বিকা মিনাল জুবুনি ওয়া আউযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরে ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিদ দুইয়া ওয়া আযাবিল কাবরি (হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, ভীকৃত্য থেকে, অতি বার্বক্যে উপনীত হওয়া থেকে এবং আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে)।

৫৯-অনুচ্ছেদ : বারবার দোয়া করা।

৫৯৪৩. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَبَّ حَتَّى أَنَّهُ لِيُخِيلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ صَنَعَ الشَّيْءَ وَمَا صَنَعَهُ وَإِنَّهُ دُعَارِيَهُ ثُمَّ قَالَ أَشْعَرْتِ أَنْ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِي مَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعَ الرَّجُلُ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِيمَا ذَا قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجَفَّ طَلْعَةٌ قَالَ فَايْنَهُ هُوَ قَالَ فِي نَوْرَانَ وَذَوْرَانَ بِئْرٍ فِي بَنِي زُرَيْقٍ قَالَتْ فَآتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَانَ مَاءٌ هَا نِقَاعَةُ الْحِنَاءِ وَلَكَانَ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ قَالَتْ فَآتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهَا عَنِ الْبَيْرِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلَّا أَخْرَجْتَهُ قَالَ أَمَا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ وَكَرِهْتُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَا وَدَعَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

৫৯৪৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর উপর যাদু করা হলে তাঁর মনে হতো একটি কাজ তিনি করেছেন অথচ বাস্তবে তিনি তা করেননি। সুতরাং তিনি তাঁর রবের কাছে দোয়া করলেন : অতপর বলেন : হে আয়েশা ! তুমি কি জান আমি যে কথাটা জানতে চেয়েছিলাম, আল্লাহ সেটা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন ! আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! সে কথাটি কি ? তিনি বলেন : আমার কাছে (স্বপ্নে) দু'জন লোক আসলো। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে বসলো। তাদের একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করলো, এ ব্যক্তির কি হয়েছে ? সে জবাব দিল, তাকে যাদু করা হয়েছে। প্রথমজন বললো, কে যাদু করেছে ? সে

বললো, লাবীদ ইবনে আসাম। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, সে কিসের সাহায্যে যাদু করেছে? সে জবাব দিল, চিরুনী, চিরুনীর সাথে সেঁটে থাকা চুল এবং সদ্যজাত খেজুর কাঁদির আবরণের সাহায্যে। প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, তা কোথায়? দ্বিতীয়জন বললো, যুরাইক গোত্রের যারওয়ান নামক কূপের মধ্যে। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, অতপর রসূলুল্লাহ (স) সেই কূপের কাছে গেলেন এবং যাদুর উপকরণগুলো ধ্বংস করে আয়েশা (রা)-এর কাছে ফিরে এসে বলেন : আল্লাহর কসম ! সেই কূপের পানি মেহেদি রংয়ের ন্যায় লাল। এর খেজুর গাছগুলো যেন শয়তানের মাথা। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) ফিরে এসে কূপের অবস্থা বর্ণনা করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি তা বের করলেন না কেন? তিনি বলেন : আল্লাহ তাআলা আমাকে নিরাময় দান করেছেন। এরূপ মন্দ কাজের দিকে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হোক তা আমি পসন্দ করি না। অপর এক সনদে আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স)-কে যাদু করা হয়েছিল তখন তিনি বারবার দোয়া করেছেন। এরপর তিনি পুরা হাদীস বর্ণনা করেন।

৬০- অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের জন্য বদদোয়া করা।

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স) এই বলেন : হে আল্লাহ ! (কুরাইশি) মুশরিকদের উপর ইউসুফ (আ)-এর সময়ে সাত বছর ব্যাপি দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য কর। নবী (স) আরো বলেন : হে আল্লাহ ! আবু জাহলকে ধ্বংস কর। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) নামায়ে দোয়া করেছেন : হে আল্লাহ ! অমুক ও অমুকের উপর লানত নাযিল করো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তোমার কাজ নয়)।

৫৯৬৬- عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مَنَزِلَ الْكِتَابِ سَرِيحَ الْحِسَابِ أَهْزِمِ الْأَحْزَابَ أَهْزِمَهُمْ وَزَلْزَلَهُمْ .

৫৯৪৪. ইবনে আবু আওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) খন্দকের যুদ্ধে আহযাবের অর্থাৎ শত্রু বাহিনীগুলোর জন্য এই বলে বদদোয়া করেন : আল্লাহুম্মা মুনযিলাল কিতাবি সারিয়াল হিসাবে আহযিমিল আহযাবা আহযিমুলহম ওয়া জালজিলহম। “হে আল্লাহ ! হে কিতাব নাযিলকারী ! ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী ! বাহিনীসমূহকে পরাজিত করো, তাদেরকে পরাজিত কর এবং প্রকম্পিত করো)।

৫৯৬৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَنَتَ اللَّهُمَّ أَنْجِ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنَى يُوسُفَ .

৫৯৪৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এশার নামাযের শেষ রাকআতে সামিআল্লাহ্ লিমান হামিদাহ বলার পর দোয়া কুনূত পড়তেন : আল্লাহুমা আনজি আইয়াশ ইবনা আবি রাবিয়াহ আল্লাহুমা আনজিল ওয়ালিদাবনালা ওয়ালিদ আল্লাহুমা আনজি সালামাতাবনা হিশাম আল্লাহুমা আনজিল মুসতাদআফিনা মিনাল মু'মিনীন আল্লাহুমাশদুদ ওয়াত্আতাকা আলা মুদার আল্লাহুমাজ্জ আলহা সিনিনা কাছিনি ইউসুফ। “হে আল্লাহ ! আইয়াশ ইবনে আবু রাবিয়াকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে মুক্ত করে দাও। হে আল্লাহ ! সালামা ইবনে হিশামকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ ! দুর্বল মুসলমানদেরকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ মুদার গোত্রকে শক্ত করে পাকড়াও করো। হে আল্লাহ এ কাফেরদেরকে ইউসুফ (আ)-এর (সময়ের) দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষে নিক্ষেপ করো।” ১৫

৫৯৪৬. ০৯৬৬- عَنْ أَنَسٍ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ فَأَصِيبُوا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ فَقَنْتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَيَقُولُ إِنَّ عَصِيَّةَ عَصَاؤَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ .

৫৯৪৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) একটি ক্ষুদ্র বাহিনীকে অভিযানে পাঠালেন, তাদেরকে কুররা (কুরআন বিশেষজ্ঞ) বলা হতো। তাদের সবাইকে হত্যা করা হলো। আনাস (রা) বলেন, এ কারণে নবী (স)-কে যত দুঃখ পেতে দেখেছি আর কোন কারণে ততটা দুঃখ পেতে দেখিনি। তাই তিনি এক মাস যাবত ফযরের নামাযে কুনূত পড়তে থাকেন। এই কুনূতে তিনি উসাইয়া গোত্রকে বদদোয়া করে বলতেন : উসাইয়া আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানি করেছে।

৫৯৪৭. ০৯৬৭- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الْيَهُودُ يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُونَ السَّامُ عَلَيْكَ فَطَبِئْتَ عَائِشَةُ إِلَى قَوْلِهِمْ فَقَالَتْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كَلَّهِ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَوْلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُونَ قَالَ أَوْلَمْ تَسْمَعِي أَرَدْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ وَعَلَيْكُمْ .

৫৯৪৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীরা নবী (স)-কে সালাম দেয়ার সময় বলতো, আস্‌সামু আলাইকা (তোমার মৃত্যু হোক)। আয়েশা (রা) তাদের কথা বুঝে ফেললেন। তিনি বললেন, তোমাদের উপরই মৃত্যু ও লানত নেমে আসুক। নবী (স) বলেনঃ হে আয়েশা ! নম্র ও শান্ত হও। আল্লাহ তাআলা সব কাজেই নম্রতা পসন্দ করেন। আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী ! আপনি কি শোনেননি তারা কী বলেছে ? নবী (স) বলেন : তুমি কি শোননি, আমি তাদেরকে একই জবাব দিয়েছি ? আমি জবাবে বলেছি : ওয়া আলাইকুম (তোমাদের উপরও তাই আসুক)।

১৫. কুনূত অর্থ দোয়া। এ তিনজনসহ আরো অনেক মুসলমান তখন মক্কায় কাফেরদের হাতে বন্দী ছিলেন। তাদের উপর চরম নির্যাতন চলছিল। তাই তাদের মুক্তি এবং নির্যাতনের চরম ভূমিকা পালনকারী মুদার গোত্রের জন্য নবী (স) বদদোয়া করেন।

৫৯৪৮. عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ مَلَأَ اللَّهُ بَيْوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ .

৫৯৪৮. আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খন্দকের যুদ্ধে নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি তখন বলেছেন : আল্লাহ তাদের ঘরবাড়ী ও কবরগুলোকে আগুনে ভর্তি করে দিন। তারা আমাদেরকে (যুদ্ধে লিপ্ত করে) সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সালাতে উস্তা থেকে বিরত রেখেছে। সালাতে উস্তা অর্থ আসরের নামায।

৬১-অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের জন্য দোয়া করা।

৫৯৪৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ نَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَهْدِ نَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ .

৫৯৪৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাওসী (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! 'দাওস' গোত্র নাফরমান হয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আপনি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বদদোয়া করুন। লোকজন মনে করলো, নবী (স) তাদেরকে বদদোয়া করবেন। কিন্তু তিনি করলেন : হে আল্লাহ দাওস গোত্রকে হেদায়াত দান কর এবং তাদেরকে মুসলমানদের সাথে মিলিয়ে দাও।

৬২-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর কথা : ইয়া আল্লাহ! আমার পূর্বাণর সব গুনাহ ক্ষমা করুন।

৫৯৫০. عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

৫৯৫০. আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এ দোয়াটি করতেন : রকিবগফির লি খাতিয়াতি ওয়া জাহলি ওয়া ইসরাফি ফী আমরি কুল্লিহি ওয়ামা আনতা আলামু বিহি মিন্নী। আল্লাহুমাগফির লি খাতাইয়াইয়া ওয়া আমদি ওয়া জাহলি ওয়া হাজলি ওয়া কুল্লু যালিকা ইন্দি। আল্লাহুমাগফির লি মা কান্দামতু ওয়ামা আখ্বারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলানতু। আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুয়াখখিরু ওয়া আনতা আলা কুল্লি

শাই-ইন কাদীর। “(হে আল্লাহ ! মাফ করে দাও আমার সব গুনাহ, আমার অজ্ঞতা প্রসূত অপরাধ, আমার কাজের ক্ষেত্রে সীমালংঘন, আর আমার সেইসব গুনাহ যা তুমি আমার চেয়ে অধিক জান। হে আল্লাহ ! তুমি মাফ করে দাও আমার সব ইচ্ছাকৃত ও অজ্ঞতাপ্রসূত ভুল-ত্রুটি এবং হাসি-ঠাট্টাপ্রসূত গুনাহ। এর সবই আমার মধ্যে আছে। হে আল্লাহ ! মাফ করে দাও, যা আমি আগে করেছি কিংবা পরে করেছি, যা গোপন করেছি কিংবা প্রকাশ করেছি। তুমিই কোন কিছুকে অত্রগামী ও পশ্চাদবর্তীকারী এবং তুমি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান)।

৫৯৫১- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو اللَّهَ مُغْفِرًا لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي .

৫৯৫১. আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এই বলে দোয়া করতেন : আল্লাহ্মাগফির লি খাতিয়াতি ওয়া জাহলি ওয়া ইসরাফি ফী আমরি ওয়ামা আনতা আলামু বিহি মিন্নী। আল্লাহ্মাগফির লী হাযলি ওয়া জিদি ওয়া খাতাইয়াইয়া ওয়া আমদি ওয়া কুলু যালিকা ইন্দি। “(হে আল্লাহ ! আমার সব রকম গুনাহ, আমার অজ্ঞতা প্রসূত গুনাহ আমার কাজে বাড়াবাড়ি, আর আমার সেই গুনাহ তুমি আমার চেয়ে অধিক জান ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ ! আমার হাসি-ঠাট্টাপ্রসূত গুনাহ, সংকল্পের মাধ্যমে কৃত গুনাহ, আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি, আমার ইচ্ছাকৃত গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার সব গুনাহ মাফ করে দাও।

৬৩-অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিনে নির্দিষ্ট সময়ে (যখন দোয়া কবুল হয়) দোয়া করা।

৫৯৫২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فِي جُمُعَةٍ سَاعَةٌ لَا يُؤَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيُ يَسْئَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ فَلَنَا يُقَلِّلَهَا يَزِيدُهَا .

৫৯৫২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসেম (স) বলেছেন : জুমুআর দিন এমন একটি সময় আছে, যখন নামাযে দাঁড়িয়ে কোন মুসলমান আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তা দান করেন। তিনি নিজের হাত দিয়ে ইশারা করলেন। আমাদের মতে সম্ভবত তিনি এ সময়ের সংক্ষিপ্ততার প্রতি ইঙ্গিত করেন। ১৬

৬৪-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর উক্তি : ইহুদীদের ব্যাপারে আমাদের বদদোয়া কবুল হয় কিন্তু আমাদের ব্যাপারে তাদের বদদোয়া কবুল হয় না।

১৬. এ সময়টি সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। তবে দুটি মত প্রধান। কারো মতে এ দোয়া কবুলের সময়টি হলো জুমুআর নামায পড়ার সময়টুকু। অন্যদের মতে এ সময়টা হলো, জুমুআর দিনের শেষাংশ যখন সূর্য অস্তগমনের নিকটবর্তী হয়।

৫৯৫২- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْيَهُودَ اتَّوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا السَّأْمُ عَلَيْكَ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ السَّأْمُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمْ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بِالرَّفِيقِ وَأَيَّكَ وَالْعُنْفُفِ أَوْ الْفَحْشِ قَالَتْ أَوْلَمْ تَسْمَعِ مَا قَالُوا قَالَ أَوْلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ .

৫৯৫৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদল ইহুদী নবী (স)-এর দরবারে এসে বললো : আসসামু আলাইকুম (তোমার মৃত্যু হোক)। জবাবে নবী (স) বলেন : ওয়া আলাইকুম (তোমাদেরও)। আয়েশা (রা) বলেন,—মরণ হোক তোমাদের। আল্লাহ তোমাদের উপর লানত করুন এবং গযব নাযিল করুন। তখন রসূলুল্লাহ (স) বলেন : হে আয়েশা! বাদ দাও তো, নম্রতা অবলম্বন কর এবং কঠোরতা ও মন্দ ভাষণ পরিহার কর। আয়েশা (রা) বলেন, তারা যা বললো তাকি আপনি শোনেননি? নবী (স) বলেন : আমি কি জবাব দিলাম তা কি তুমি শোননি? তাদের জন্য আমার দোয়া কবুল হয়। কিন্তু আমার জন্য তাদের দোয়া কবুল হয় না।

৬৫-অনুচ্ছেদ : আমীন বলা।

৫৯৫৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِيُ فَاْمِنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤْمِنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِنَ الْمَلَائِكَةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৫৯৫৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : কারী (ইমাম) যখন 'আমীন' বলে তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা তখন ফেরেশতারাও আমীন বলে। তাই যে ব্যক্তির আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে উচ্চারিত হয় তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

৬৬-অনুচ্ছেদ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার মর্যাদা।

৫৯৫৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلٌ عَشْرٍ رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَمُحِبَّتٌ عَنْهُ مِائَةٌ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ .

৫৯৫৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : যে ব্যক্তি দিনে এক শতবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ্ লা-শারিকালাহ্ লাহল্ মুলকু ওয়ালাহল্ হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাই-ইন কাদীর (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই ; তিনি এক

তাঁর কোন শরীক নেই, সার্বভৌমত্ব ও সকল প্রকার প্রশংসা একমাত্র তাঁরই, তিনি সবকিছু করতে সক্ষম), তবে সে দশজন ক্রীতদাস মুক্ত করার সমান সওয়াব পায় এক শত নেকী তার জন্য লেখা হয় এবং তার আমলনামা থেকে এক শত গুনাহ মুছে ফেলা হয়, ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে তার রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং যে ব্যক্তি উক্ত বাক্য তার চেয়ে বেশী সংখ্যায় পড়ে সে ছাড়া আর কেউ তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না।

৫৯৫৬. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَدِّ إِسْمَاعِيلَ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ مِثْلَهُ فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ قَالَ مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ فَآتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَآتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ يُحَدِّثُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلُهُ .

৫৯৫৬. আমর ইবনে মায়মুন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (উক্ত বাক্য) দশবার পড়বে সে এমন ব্যক্তির ন্যায় গণ্য হবে যে, ইসমাইল (আ)-এর বংশের দশজন লোককে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করলো। শাবীও রাবী ইবনে খুসাইম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাবীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এ হাদীস কার থেকে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমর ইবনে মায়মুন থেকে। আমর ইবনে মায়মুনের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এ হাদীস কার থেকে শুনেছেন? তিনি বলেন, ইবনে আবি লায়লা থেকে। আমি ইবনে আবি লায়লার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এটি কার থেকে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি এটি আবু আইউব আনসারী (রা)-কে নবী (স) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। অপর এক সনদে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৬৭-অনুচ্ছেদ : সুবহানাল্লাহ পড়ার মর্যাদা।

৫৯৫৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ .

৫৯৫৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : যে ব্যক্তি দিনে এক শতবার “সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি” পড়ে তার গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনারাশির সমান হলেও মাফ করে দেয়া হয়।

৫৯৫৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ وَثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ .

৫৯৫৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : দু'টি বাক্য এমন যা উচ্চারণে সহজ কিন্তু দাড়িপাল্লায় অনেক ভারী এবং আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়। সুবহানাল্লাহিল

আজিম সুবহানালাহি ওয়া বিহামদিহী (আমি মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমি প্রশংসার সাথে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি)।

৬৮-অনুচ্ছেদ : মহিমাবিত্ত আল্লাহর নাম যিকর (স্মরণ) করার মর্যাদা।

৯৫৯- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ .

৫৯৫৯. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যে ব্যক্তি তাঁর রবকে স্মরণ করে এবং যে তার রবকে স্মরণ করে না, তাদের দু'জনের উপমা হলো : জীবিত ও মৃত মানুষ।

৯৬০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَيَّ حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحْفُقُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْئَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالَ يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمَجِيدًا وَتَحْمِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا قَالَ يَقُولُ فَمَا يَسْئَلُونِي قَالَ يَسْئَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلْبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّنُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ فَأَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلِكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ .

৫৯৬০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : আল্লাহ তাআলার একদল ফেরেশতা আছে যারা আল্লাহর যিকিরে রত লোকদের তালাশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। যখন তারা আল্লাহর যিকিরে মশগুল লোকদেরকে দেখতে পায় তখন তাদের একে অন্যকে ডেকে বলে, তোমাদের অভীষ্ট বস্তুর দিকে আস। নবী (স) বলেন : তখন

সেই ফেরেশতারা ডানা দিয়ে ঐ লোকদেরকে পরিবেষ্টন করে এবং এভাবে (দুনিয়ার) আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। নবী (স) বলেন : তখন (আল্লাহর যিকির শেষে মজলিস সমাপ্তির পর) ফেরেশতারা ফিরে গেলে আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দগণ কি বলছে ? যদিও তিনি তাদের চেয়ে বেশী জানেন। ফেরেশতারা জবাব দেয়, তারা আপনার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে এবং প্রশংসা করছে। নবী (স) বলেন : তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমাকে দেখেছে ? তারা বলে, না, আল্লাহর কসম ! তারা আপনাকে কখনো দেখেনি। নবী (স) বলেন : আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা আমাকে দেখত, তাহলে কি করতো ? ফেরেশতারা বলে, যদি তারা আপনাকে দেখত তাহলে চরম মাত্রায় আপনার ইবাদত করতো, আরও অধিক মাহাত্ম ঘোষণা করতো এবং আরও অধিক আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করতো।

নবী (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা আবার জিজ্ঞেস করেন, তারা আমার কাছে কি চায় ? ফেরেশতারা বলে, তারা আপনার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করে। নবী (স) বলেন : আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন, তারা কি তা দেখেছে ? ফেরেশতারা বলে, না, আল্লাহর কসম ! হে আমাদের রব ! তারা তা দেখেনি। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা জান্নাত দেখতো তাহলে কি করতো ? ফেরেশতারা জবাব দেয়, যদি তারা জান্নাত দেখতো তাহলে আরও অধিক ব্যগ্রভাবে তা কামনা করতো এবং তা পেতে প্রবল আগ্রহী হতো এবং তার প্রতি অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট হতো।

আল্লাহ তাআলা পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, किसের থেকে তারা বাঁচতে চায় ? ফেরেশতারা বলে, জাহান্নাম থেকে। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে ? ফেরেশতারা জবাব দেয়, না, আল্লাহর কসম ! তারা তা দেখেনি। আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা তা দেখলে কি করতো ? ফেরেশতারা জবাব দেয়, তারা জাহান্নাম দেখলে তা থেকে আরও অধিক দূরে পালাতো এবং আরও অধিক ভয় করতো।

নবী (স) বলেন : তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলেন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাদের সবাইকে মাফ করে দিলাম। নবী (স) বলেন : একজন ফেরেশতা বলে, এদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছে যে আল্লাহর স্বরণে রত লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অন্য কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, এ মজলিসের লোকগণ এত মর্যাদাবান যে, তাদের সাথে যারা বসে তারাও বঞ্চিত হয় না।^{১৭}

৬৯-অনুচ্ছেদ : লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলা।

১৭. মূল আরবী শব্দ হলো—আহলুয যিকর। এর বাংলা তরজমা করা হয়েছে—যারা আল্লাহর যিকিরে রত। আল্লাহর স্বরণে রত লোক বলে যাদের বুঝানো হয়েছে—তাদের রকম অনেক। যারা নামাযরত, কুরআন-হাদীস অধ্যয়নরত, ইলমে দীন ও ইসলামী জ্ঞানদান ও বিতরণে রত, যেসব জ্ঞানী ইসলামী জ্ঞান চর্চা ও আলোচনায় রত এবং অনুরূপ কাজে যারা রত—সবাই আহলি যিকর-এ শামিল। যে কোন কাজ আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী করাও আল্লাহর যিকর। আর যত কাজ আল্লাহর কথা স্বরণ করিয়ে দেয়, তাও আল্লাহর যিকির। তাই মুখে যিকির করা, আল্লাহকে সবসময় মনে করা এবং সর্বদা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী চলাকেও আল্লাহর যিকির বলে। তা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, মুত্তাহাব ও হারাম-হালাল যে কোন পর্যায়ের নির্দেশ হোক না কেন।

৫৭১। عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ فِي عَقْبَةٍ أَوْ قَالَ فِي ثُنْيَةٍ قَالَ فَلَمَّا عَلَا عَلَيْهَا رَجُلٌ نَادَى فَرَفَعَ صَوْتَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ قَالَ فَانْتَكُمُ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ الْإِلَهَ الْأَدْلَكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِّنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

৫৯৬১. আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) একটি উচ্চভূমি বা একটি টিলার ওপর উঠছিলেন। অন্য একজন লোকও সেই সময় সেখানে উঠলো এবং উচ্চস্বরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার' বললো। তখন নবী (স) তাঁর খচ্চরের পিঠে আরোহিত অবস্থায় বলেন : তোমরা কোন বধির কিংবা অনুপস্থিত সন্তাকে ডাকছো না। অতপর তিনি বলেন : হে আবু মুসা, অথবা বলেন : হে আবদুল্লাহ ! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে একটি কথা বলে দিব না ? আমি বললাম, হ্যাঁ, বলে দিন। তিনি বলেন : সেটি হলো—লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই)।

৭০-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার নিরানক্বই নাম।

৫৭২। عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَيْتُ قَالَ قَالَ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وَتِرٌ يُحِبُّ الْوَتِرَ .

৫৯৬২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার নিরানক্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড়ই পসন্দ করেন। ১৮

৭১-অনুচ্ছেদ : বিরতি দিয়ে ওয়াজ করা।

৫৭৩। عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ اللَّهِ إِذِ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ مَعَاوِيَةَ فَقُلْنَا أَلَا تَجْلِسُ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَدْخُلُ فَأَخْرِجُ إِلَيْكُمْ صَاحِبِكُمْ وَالْأَجِئْتُ أَنَا فَجَلَسْتُ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ أَخِذٌ بِيَدِهِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَمَا إِنِّي أُخْبِرُ بِمَكَانِكُمْ وَلَكِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا .

১৮. মূলে বলা হয়েছে 'ইয়াহুফাযুহা'। এর মানে হেফাযত করা। এ নামগুলো হলো আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম। মুখস্থ রাখার সাথে সাথে বিশ্বাসে ও কাজে আল্লাহ তাআলার এ গুণাবলীর বাস্তবায়নও মুসলমানের ঈমানের অপরিহার্য দাবি। হাদীসের আসল মর্মও তাই। কেবল মুখস্থ রেখে বিশ্বাস ও কাজে এ গুণাবলীর বিপরীত কাজ করলে এ সুসংবাদের অধিকারী হওয়া যাবে না।

৫৯৬৩. শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া এসে হাজির হলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি কি বসবেন? তিনি বললেন, না, আমি বরং ভেতরে যাচ্ছি এবং তোমাদের কাছে তোমাদের সাথীকে নিয়ে আসছি। অন্যথায় আমি ফিরে এসে বসবো। সুতরাং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার হাত ধরে বেরিয়ে আসলেন। তিনি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি এখানে আপনাদের সমবেত হওয়া অবহিত। কিন্তু আমাকে আপনাদের সামনে আসতে যা বাধা দিয়েছে তা এই যে, নবী (স) ওয়াজ্জ-নসীহতের সময় এ বিষয় লক্ষ্য রাখতেন যে, তা যেন আমাদের বিরক্তি উৎপাদনের কারণ না হয়। এটা তাঁর খুবই নাপসন্দ ছিল।
